

বৃহদারণ্যকোপনিষদ্

(প্রথম ভাগ)

মহামহোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ত-তী

কর্তৃক

অনুদিত ও সম্পাদিত ।

। দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রকাশক

শ্রীকীরোদচন্দ্র মজুমদার ।

২১১, বামাপুকুর লেন, কলিকাতা ।

সন ১৩৩৯ শাল ।

ওম্ তৎ সৎ একাগ্রে নমঃ ।

শুভ-সমুদ্ভব-দীপ-

বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ।

আনন্দগিরিকৃত-টীকোপেত-শাক্তরত্নাগ্রসমেতা ।

অথ শান্তিপাঠঃ—

ওম্, পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাং পূর্ণমুদ্যতে ।

পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥

ওম শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ ॥

অথ ভাস্ক্যভূমিকা ।

ওম নমো একাদেভ্য একবিদ্যাসম্প্রদায়কভূভ্য

এ শাক্তগির্ভাঃ, নমো শুভভাঃ ।

অথ আনন্দগিরিকৃত টীকা ।

যদবিজ্ঞাবশাধিষৎ দৃশ্যেৎ রশনাস্তিবৎ । যদ্বিজ্ঞাষা চ ওচ্ছানিস্তং বলে গুরুষোত্তমম্ ॥ ১

নমস্ক্যান্তসম্বোধ সবসীকৃতভাববে । শুববে পরপক্ষোৎসাহ-সংসপটীযসে ॥ ২

ভগবৎপাদ-পাদাঙ্কশব্দং বন্দ্যনিবর্ধনম্ । সুবেষবাদিসদভূজৈরবলম্বিতমাত্তভে ॥ ৩

বৃহদারণ্যকে ভাস্ক্যে শিষ্টোপকৃতিসিদ্ধয়ে । সুবেষবোধিত্যাত্তা বিঘতে জ্ঞাননির্ঘঃ ॥ ৪

কাণোপনিষদ্বিবরণব্যাঞ্জন অপেষামেব উপনিষদং শোধয়িতুকামো ভগবান্ ভাস্ক্যকাণো
বিশ্বোপনিষাদিসম্বর্ধং শিষ্টাচারপ্রমাণকং পবাণরগুণনমস্বাবকপং মঙ্গলমাত্তবতি—নমো ব্রহ্মাদিত্য
ইতি । বেদো হিরণ্যগর্ভো বা ব্রহ্ম, তন্নমস্বারেণ সর্বং দেবতা নমস্কৃত্য ভবন্তি, তদ্বর্ধন্যং
তদাঙ্ককঙ্কাদি, “এব উ কেব সর্বে দেবাঃ” ইতি প্রভেতঃ । আদিপদেন পবমেতি প্রভৃত্যো গৃহ্যন্তে ।
বক্তাপি তেভানুজ্ঞো ব্রহ্মাভূর্তীবাঃ, তথাপি তেষু অনালমনিবাসার্থং পূণ্যগহনম্ ।

বংশব্রাহ্মণ্যং প্রমাণয়তি—বংশবিশিষ্টা ইতি । যদ্যপি তত্র পৌত্তিম্যাদ্বাদয়ো ব্রহ্মাস্তাঃ সম্প্রদায়-
কর্তারঃ ক্ষরন্তে, তথাপি গুরুশিষ্যক্রমেণ ব্রহ্মণঃ প্রাথম্যমিতি তদাদিত্বমিতি ভাবঃ । সম্প্রতি
অপরগুরুন্ নমস্করোতি—নমো গুরুভ্য ইতি । যদ্যপি ব্রহ্মবিদ্যাসম্প্রদায়কত্রুতীবাৎ এতে
প্রাণেব নমস্কৃত্যঃ, তথাপি -শিষ্টাণাং গুরুবিবরাদরাতিরেককাৰ্য্যার্থং পৃথগ্গুরুনমস্করণম্, “যন্ত
দেবে পরা ভক্তিঃ” ইত্যাদিক্রতেয়িতি ।

ভাষ্যভূমিকানুবাদ :

ব্রহ্মবিদ্যাসম্প্রদায়প্রবর্তক ব্রহ্মাদি বংশগুরুগণের উদ্দেশে নমস্কার এবং
[শিক্ষাদাতা] গুরুগণের উদ্দেশে নমস্কার । ১ ।

ভাষ্যভূমিকা :

“উবা বা অশ্বত্ৰ” ইত্যেবমাত্মা বাহসেনৈরিদ্যাক্ষণোপনিষৎ । তস্তা ইরমন্নগ্রস্থা
বৃত্তিরারভাতে সংসার-বাবিবৃৎস্তভাঃ সংসারেতু-নিবৃত্তিসাধন-ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-
বিদ্যা প্রতিপত্তয়ে ।

টীকা । যদুদ্ভিক্ত মঙ্গলম্ভাচারিত, তৎ প্রতিজ্ঞাতুঃ প্রতীকমাদত্তে—উবা বা ইতি । এতেন
চিকীষিতায় বৃত্তে: তত্প্রপকভাষ্যোপত্যাগমুক্তম্ । তন্নি “বহ্নাঃ” ইত্যাদিমাধ্যমিনঃ প্রতিম
অধিকৃতা প্রবৃত্তম্, উবা পুনঃ ‘উবা বা অশ্বত্ৰ’ ইত্যাদিকাংশপ্রতিমাশ্রিত্যেতি । অথ উদ্দেশ্য-
নির্দেশিত—তস্তা ইতি । তত্প্রপকভাষ্যান্ বিশেষাভ্যুতমাহ—অন্নগ্রহেতি । অস্তা গ্রহতঃ
অন্নংপি নার্বতঃ তদাহমিতি প্রকৃত্ত গ্রহণম্ । বৃত্তিশলো ভাষ্যবিষয়ঃ । সূত্রাস্থকারিতিক্রমিকৈঃ
সূত্রার্থস্ত স্বপদানঃ ৫ উপবর্জনস্ত ভাষ্যলক্ষণস্তাৎ ভাবাদিতি । নম্ কর্ণকাণ্ডাধিকারিণো
বিলম্বণঃ অধিকারী ন জ্ঞানকাণ্ডে সম্ভবতি, অধিহাদে: সাধারণবাদ, বৈরাগ্যাদেস্ত দুর্লভনবাৎ ।
ন ৫ নিরধিকারঃ শাস্ত্রমারম্ভমহতি, ইত্যত্ অতঃ—সংসার্যেতি । কর্ণকাণ্ডে ত্রিখণ্ডাদিকামঃ
সংসারপরবশো নরপুত্রধিকারী, ইহ তু সংসারান্ বাবৃত্তিমিচ্ছবো বিরক্তাঃ । ন ৫ বৈরাগ্যঃ
দুর্লভঃ, শুদ্ধবুদ্ধিবৈবেকিনো ব্রহ্মলোকান্তে সংসারে তৎসম্ভবাৎ । উক্তং হি—

“শোধমানঃ তু তচ্চিন্তমীধরাপি তকশ্চিন্তিঃ ।

বৈরাগ্যং ব্রহ্মলোকাদৌ বানস্তাশ্চ দুর্লভম্ ।” ইতি ।

৭ (১) ভাষণার্থ—এখানে ‘ব্রহ্ম’ শব্দে বেদ বা হিরণ্যগর্ভ বুকিতে হইবে ; কারণ, প্রকৃত
শব্দে বেদই প্রথমে ব্রহ্মবিদ্যা প্রকাশ করিয়াছেন, পরে হিরণ্যগর্ভ তাহার প্রচার করিয়াছেন
নাম্ ; সুতরাং উভয়কেই ব্রহ্মবিদ্যা প্রবর্তক বলা যাইতে পারে । এই উপনিষদে ‘বংশব্রাহ্মণ্য’
নাম কয়েকটি অংশ আছে ; তাহাতে ব্রহ্মবিদ্যা প্রচারক আচার্য্যগণের নাম পারস্পর্য্য ক্রমে
লিখিত আছে, অর্থাৎ পর পর যে যে আচার্য্যের উপদেশক্রমে অগতে ব্রহ্মবিদ্যা প্রচারিত হইয়া-
ছিল, তাহার বিবরণ এই সমস্ত বংশব্রাহ্মণ্যে প্রকৃত হইয়াছে । সেই বংশব্রাহ্মণ্যেই
এখানে ‘বংশ-কবি’ সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইয়াছে ।

অতো যথোক্তবিশিষ্টাধিকারিত্যো বৃত্তেরারম্ভঃ সম্ভবতীত্যর্থঃ । তথাপি বিষয়-প্রয়োজন-
সম্বন্ধানাম্ অভাবে কথং বৃত্তিরারম্ভাতে, তত্রাহ—সংসারহেতুঃ । অসাত্ত্বাত্মপ্রমুখঃ কর্তৃ-
ত্বাদিরনর্থঃ সংসারঃ, তন্ত্বে হেতুঃ আত্মাবিত্তা, তন্নিবৃত্তেঃ সাধনং ব্রহ্মত্বৈক্যবিত্তা, তন্ত্বে প্রতি-
পত্তিঃ অপ্রতিবন্ধায়াঃ প্রাপ্তিঃ, তদর্থং বৃত্তিঃ আরম্ভাত ইতি যোজন্য । এতদ্ব্যক্তং ভবতি—
সনিদানানর্থনিবৃত্তিঃ শাস্ত্রতঃ প্রয়োজনম্, ব্রহ্মত্বৈক্যবিত্তা তদুপায়ঃ, তদৈক্যং বিষয়ঃ, সম্বন্ধো
জ্ঞানফলয়োঃ উপায়োপেষয়ম্, শাস্ত্র-তদ্বিসয়য়োঃ বিষয়-বিষয়িত্বং, ইত্যরম্ভঃ শাস্ত্রমিতি ।

ভাষ্যভূমিকানুবাদ ।

বাজসনেয়ি-বাক্যে (২) “উমা বা অম্বস্ত মেধাস্ত শিরঃ” ইত্যাদি উপনিষদ্বাগ
আপেক্ষা উচ্যতে । যাহারা সংসারের হেতুভূত অবিত্তানিবৃত্তির অতিলাষী ;
তাহাদের জন্য, সংসারের কারণভূত অবিত্তানিবৃত্তির উপায় ব্রহ্মত্বৈক্যবিত্তা
লাভের উদ্দেশ্যে অর্থাৎ ব্রহ্ম ও আত্মা একই বস্তু, এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান সমুৎপাদনের
জন্য সেই উপনিষদের এই কৃদ্রাবয়ব ব্যাখ্যা-গ্রন্থ বিরচিত হইতেছে ।

ভাষ্যভূমিকা ।

সের ব্রহ্মবিত্ত উপনিষচ্ছববাচ্য, তৎপরাণাঃ সহোতোঃ সংসারস্থাত্ত্বাস্তা-
বসাদনাং । উপ-নি-পূর্ব্বস্ত সদ্দেশ্যদ্বারাং, তাদর্থ্যাদ্ প্রযোজ্য উপনিষদ্ব্যচ্যতে ।

সের ব্রহ্মবিত্তী অরণ্যে অনুচায়মানস্তাং আরণ্যকম্, বহুত্বাং পরিমাণতো
বৃহদ্রাণ্যকম্ । তন্ত্বে কৰ্ম্মকাণ্ডেন সম্বন্ধোহভিধীয়তে—

টীকা । প্রয়োজনাদিস্থ প্রবৃত্তান্তরা ইত্যেবাপি সন্ধাবাগাঃ প্রয়োজনার্থত্বাৎ তন্ত্বে
প্রাধান্যম্ । উক্তং হি—

“সকলৈব হি শাস্ত্রতঃ কল্পণো বাপি কল্প্যতে ।

যাবৎ প্রয়োজনং নোক্তং তাবৎ তৎ কেন গৃহ্যতে ॥” ইতি ॥

তথাচ শাস্ত্রান্তোপায়িকং প্রয়োজনমেব নামবুৎপাদনদ্বারা বুৎপাদয়তি—সেয়মিতি ।
অথাস্ত্রণামেন্দু প্রসিদ্ধা সন্নিহিতা চাত্র ব্রহ্মত্বৈক্যবিত্তা, তন্নিষ্ঠানা সৰ্ব্বকৰ্ম্মসম্মাসিনাং
সনিদানস্ত সংসারস্ত অভ্যন্তনাশকত্বাৎ—ভবতি উপনিষচ্ছববাচ্যঃ । “উপনিষদং তো ব্রহ্ম”
ইত্যুক্ত্য চ প্রতিঃ । তদ্বাৎ উপনিষচ্ছববাচ্যপ্রসিদ্ধো, বিদ্বাদ্ভা, ততো যথোক্তফলসিদ্ধি-
রিত্যর্থঃ । কথং তন্ত্বে : তচ্ছববাচ্যহেতুপি এতাবানর্থো লভ্যতে, তত্রাহ—উপ-নি-পূর্ব্বস্তেতি ॥
অন্ত্যর্থঃ—“যদা বিশরণপত্যবসাদনে” ইতি স্মর্যতে । সদ্দেশ্যতোঃ উপ-নি-পূর্ব্বস্ত কিবন্তস্ত
সহেতুসংসারনিবর্তকব্রহ্মবিত্তার্থত্বাৎ উপনিষচ্ছববাচ্য সা ভবতুক্তকলবতী । উপ-শব্দো হি
সাবীপ্যামাহ ; তচ্চাসতি সঙ্কোচকে প্রতিষ্ঠি পর্যাবস্ততি । নি-শব্দক নিশ্চয়ার্থঃ, তদ্বাৎ ইকাক্ষ্য

(২) ত্রাংপদ্য—গুরু যজুর্বেদের অপর নাম ‘বাজসনেয়’ । বাজসনেয় নাম যে, কেন
হইল, তাহা ঈশ্বোপনিষদের কৃতিকার আমরা বলিয়া দিয়াছি ।

নিশ্চিতঃ, তদ্বিত্বা সহেতুঃ সংসারঃ সাধারণীতি উপনিষদ্বচনং । উক্তং হি—‘অবসাদমার্থং
চাবসাদং’ ইতি । তদ্ব্যবহৃত্যেব তে উপনিষাদ্বচনং, কথং তদ্বি- অথৈব বৃদ্ধাঃ তদ্ব্যবহৃত্যেব ?
ন নগ্ন একত্র শব্দভাষ্যার্থঃ জ্ঞানং । ইত্যাপকাহ—তদর্থ্যাদিতি । গ্রন্থতঃ একবিত্বা-
জনকত্বাদ্ উপচারাৎ তত্র উপনিষৎ-স্বার্থঃ ।

যথোক্তবিত্বজনকত্বং গ্রন্থতঃ সিমিত্তি তদ্ব্যবহৃত্যঃ সর্বোপাঃ বিদ্যা ন তদ্বতীতাপকা-
অবসাদপরাণামেব অরণ্যমুপচনাং-নিরসাদীতাকরোতাঃ তদ্ব্যবহৃত্যেব, ইতি বৃহদারণ্যক-
নামনিবন্ধনপুঙ্খকমাহ—সেরমিত্তি । অথ অরণ্যমুপচনাং-নিরসাদীতবেদান্তানামপি
কেবলিকং বিদ্যামুপলভ্যং কুতো যথোক্তাকরোতাঃ তদ্ব্যবহৃত্যেব ? ইত্যত্র আত্ম-বৃহদারণ্যক-
উপনিষদ্বচনং । গ্রন্থপরিমাণাতিরেক্যত্বং বৃদ্ধাঃ অসিদ্ধং, অর্থভেদোপাঃ তদ্ব্যবহৃত্যেব, বৃদ্ধাঃ
অর্থভেদকরত্বাৎ প্রতিপাদ্যত্বাৎ, তদ্ব্যবহৃত্যেব : ১ অতঃপর্যন্তবিত্ত্বাণাং বৃদ্ধাসিদ্ধিঃ প্রতি-
পাদ্যত্বাৎ । অতো বৃদ্ধাৎ আরণ্যকত্বাৎ ২ বৃহদারণ্যকত্বাৎ । ন ১ এতৎ অতঃপর্যন্তবিত্ত্বাণাং
বিদ্যামুপলভ্যত্বাৎ । “কথং কথং পক্ষে তদ্ব্যবহৃত্যেব জ্ঞানং” ইতি বৃহদারণ্যক-
বিশিষ্টাবিকাংগ-বৈশিষ্ট্যোপাঃ কথং কথং নিরসাদীতবেদান্তানামপি উপলভ্যত্বাৎ : নতঃ ১ ।
২ ৬ পট্টকবিশিষ্টপত্রঃ অথকঃ । বিশেষতঃ জ্ঞানং, ইত্যাপকাহ—তদ্ব্যবহৃত্যেব ।

ভাস্কর্যমিকাঃ ।

যাতানা এই বাক্যবিশেষ অতঃপর তৎপরে, তাতঃপরে স সাং, অতঃপর
প্রত্যয় ও তৎকরণবৃত্তি অর্থবিশেষ সম্পূর্ণরূপে উচ্ছিন্নকরণ করে বলিয়া সেই
এই একবিত্ব উপনিষৎ-পক্ষে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে । কেন না, ‘উপ’ ও ‘নি’
পূর্বক ‘সং’, উপ-নি-সং, যাতুর ইরূপ অর্থই প্রসিদ্ধ । উল্লিখিত প্রত্যয়জন
সিদ্ধির ভাস্কর্য্য করা করে বলিয়া প্রথমে ‘উপনিষৎ’ নামে কথিত হইয়া থাকে ।

চতুর্থি অধ্যায়ে সম্পূর্ণ সেই এত উপনিষদ্ব্যবহৃত্য অরণ্যমুপাঃ পঠনীর বলিয়া
আরণ্যক, আর পরিমাণেও সন্ধ্যাপক বৃদ্ধাঃ বলিয়া ‘বৃহদারণ্যক’ নামে
অতিষ্ঠিত হয় । এমন কথং কথং সর্বত্র ইত্যত্র বিবরণ সৰ্ব্বত্র, তাতাঃ বলিত
হইতেছে ।

ভাস্কর্যমিকাঃ ।

সন্ধ্যাপ্যং বেদঃ প্রত্যক্ষাত্মানাত্ম্যাম্ অনবগতেষ্টানিষ্টাপ্রাপ্তি-পরিহারোপাঃ
প্রকাশনপত্রঃ, সৰ্ব্বপুঙ্খবাণ্য নিবৰ্ণিত এব তৎপ্রাপ্তি-পরিহারোপাঃ ।

চতুর্থবধে ৬ ইষ্টানিষ্টাপ্রাপ্তি-পরিহারোপাঃজনকঃ, প্রত্যক্ষাত্মানাত্ম্যাম্
সিদ্ধত্বাৎ নঃ আগতাবেদাঃ । ন ৬ অসতি কথং কথং-সন্ধ্যাপ্যবিত্ত্বাণাং
কথং কথং ইষ্টানিষ্টাপ্রাপ্তি-পরিহারোপাঃ তাতঃ ; যতাবাদি-বর্ণনাৎ ।

ভাষ্যভূমিকা ।

তন্মাং জন্মান্তর-সম্বন্ধাভ্যাস্তিহে জন্মান্তরেষ্টানিষ্টপ্রাপ্ত পরিহারোপারবিশেষে
চ শাস্ত্রঃ প্রবর্ততে ;—

“যেষাং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে, অস্তীত্যোকে নান্যস্তীতি চৈকে” ইতু্যপক্রম্য
“অস্তীত্যোবোপলক্ষ্যঃ” ইত্যোবোপলক্ষ্য-নির্ণয়দর্শনাং ।

“যথা চ মরণ প্রাপ্য” ইতু্যপক্রম্য—

“যোনিমন্ত্রে প্রপত্ত্বন্তে শরীরস্থানং দেহিনঃ ।

স্থানমন্ত্রেহমুস যন্তি বর্ণাকর্ম যথাশ্রুতম ॥” ইতি চ ;

“স্বয় জ্যোতিঃ” ইতু্যপক্রম্য “ত বিজ্ঞা-কক্ষণা সমগ্রাবভেতে” “পুণ্যো বৈ
পুণ্যেন কক্ষণ ভবতি, পাপঃ পাপেন” ইতি চ ;

“জপরিমামি” ইতু্যপক্রম্য “নিজ্ঞানময়ঃ” ইতি চ ব্যতিবিক্তাভ্যাস্তিহম্ ।

টীকা । প্রতিজ্ঞাতঃ সম্বন্ধঃ একচরিত্বম্ অসিদ্ধপ্রমাণতাবান্য বেদান্তানাং সম্বন্ধাভিধানা-
বসরভাবাৎ তৎপ্রামাণ্যং প্রতিপাদ্য পক্ষাৎ তেহাং কক্ষণাভ্যেন সম্বন্ধবিশেষবচনমুচিতম্—ইতি
যথানঃ তৎপ্রামাণ্যং সাধয়তি—সন্দোহীতি । প্রত্যক্ষানুমানাতাম্ হতাগম্যতিরিক্ত-প্রমাণোপ-
লক্ষণার্থম্ । এষঃ অর্থঃ অধারন-বিধূপাত্তঃ সন্দোহপি কাণ্ডব্যাখ্যকে বেদঃ—মানাত্তরানবি-
গতঃ যদ ইষ্টোপাঙ্গাদি, তজ্জ্ঞাপনপরঃ ; তথাচ অজ্ঞাতজ্ঞাপকভাবিশেষাৎ তুলাং প্রামাণ্যং
কাণ্ডোরিতি । অথবা বেদনং বেদোপসুতবঃ ; স চ শব্দেত্তরমান্যযোগাঃ, রূপাদিহীনত্বাৎ,
“এতদপ্রমেরম্” ইতি হি ক্তিঃ । স চ ইষ্টানিষ্ট-প্রাপ্তিপরিকারোপারঃ, তন্ত্বেব তত্ত্বদান-
বহানাৎ, “সচ্চ ভাচ্চাতবৎ” ইত্যাদিক্তেঃ । স চ প্রকাশনঃ, সন্দপ্রকাশকত্বাৎ ; “তমেব
ভাচ্চমুচ্চাতি সর্কম্” ইতি ক্তেঃ । স চ পরঃ, অবিদ্যা-ভৎকাণ্ডাতীতত্বাৎ ; “বিরজঃ পর
প্রকাশাৎ” ইত্যাদিক্তেঃ । এষঃরূপো বেদপদ-বেদনীরঃ চিদেকবসঃ প্রত্যগ্ভাতুরেব সন্দোহপি
কার্যকারণস্বকঃ প্রণকঃ, “আত্মবেদং সর্কম্” ইতি ক্তেঃ । তথাচ যথোক্তং বস্ত্র প্রকাশয়ন্তো
বেদান্তা বিবিধাকাবৎ প্রমাণমিতি । অথবা প্রত্যক্ষাদিনা অনবগতে যোগসৌ ইষ্টপ্রাপ্তা-
হু্যাপারো প্রজ্ঞা, তন্ত প্রকাশনপরঃ সন্দোহপি অগ্রং বেদঃ, তন্ত্বেব অজ্ঞাতত্বাৎ । তত্র কর্মকাণ্ডঃ
কর্ণানুষ্ঠানপ্রবৃত্ত বুদ্ধিভিষায়া প্রকাশিতো আরাম উপকারকম্, “বিবিদ্যমিতি বজ্জেন” ইতি
ক্তেঃ । জ্ঞানকাণ্ডঃ তু সাক্ষাৎবে তত্রোপবৃত্তম্, পরমপুণ্যবস্ত্র উপনিষদবিশবণাৎ, “সর্কো বেদা
বৎ পদমায়মিতি” ইতি চ ক্তেঃ । তৎ বৃত্তং কর্মকাণ্ডবৎ জ্ঞানকাণ্ডত্বাপি প্রামাণ্যমিতি ।
অধিকারিলৌলভ্য-প্রতিপাদনদ্বারা জ্ঞানকাণ্ডপ্রামাণ্যমেব সূচয়তি—সন্দপুণ্যগামিতি । অতঃপূঃ
—‘হুং বে ত্বাৎ, হুঃং বা ত্বৎ’ ইতি যতাবতঃ শাস্ত্র-বিনা সন্দোহ পুণ্যগামি অনবজিন্ন-
হুংবামিত্রে অভিল্যোবোপলক্ষ্যত্বাৎ তন্মাত্র চ যোকত্বাৎ তৎকাষিনঃ জ্ঞানকাণ্ডাবিকারিণঃ হুংত্বাৎ
তন্মিৎ প্রমাণ-বৃত্তিবিসয়ম্ আদ্যৎ কথং তদপ্রমাণমিতি ।

নহু বেদস্ত কাব্যপরত্যা প্রাযাগাৎ কর্ণকাত্তবৎ কাভাস্তরত্যাপি কাব্যপরত্যা প্রাযাগা-
 মেইবাধিত, নেতাহ—দৃষ্টবিষয় ইতি । ত্রিা-কারক কলৈতিকৰ্ত্তব্যাতান্ অস্ততমনিম্ন
 কার্ধে সমীহিত-প্রাপ্তাচ্ছাপিত্বুতে ব্যুৎপত্তিকালে প্রত্যকাদিসিদ্ধে তথাবিধকাব্যবিধিঃ অস্তথা-
 লঙ্ঘ্যে তত্র নাগমঃ অনুসংঘেঃ । ন হি লোকবেদন্তোত্তিষ্ঠতে ; আলৌকিকে তন্নিম্ন অবাৎ-
 পত্তিপ্রসঙ্গাৎ । ন চ অব্যুৎপন্নানি পদানি বোধকানি, অতিপ্রসঙ্গাৎ । ন চ ত্ৰুক্ষ্যাপি তুলা
 ব্যুৎপত্তানুপপত্তিঃ ; তন্নিম্ন ত্রুক্ষ্যেন আত্মহেন চ প্রসিদ্ধে । তত্তৎসাম্যভোগাধৌ বিজ্ঞানাদি-
 পদান্যে ব্যুৎপত্তেঃ সূচকত্বাৎ । তানি চ আলৌকিকম্ অগতং প্রত্যক্ষত্বম্ নিম্নগত-সাম্যভোগবিশেষ-
 লক্ষণায় বোধয়ন্তি । তন্মাদ্ ত্রুক্ষ্যে বেদপ্রমাণকং, ন কাব্যবিধিভিঃ ভাবঃ । কিঞ্চ, তিষ্ঠতু বেদান্ত
 প্রাযাগাৎ, কর্ণকাত্তবং বাতিরিক্তাভ্যাসিত্বাভৌ সিদ্ধেঃ প্রমাণাবশ্যকম্ ; তদভাবে তৎ
 প্রাযাগাবোপাগাৎ । ন হি তবিত্তদেহ-সম্বন্ধাচ্চ সত্ত্বানানিগমে পারলৌকিক-প্রযুক্তিবিষয়তঃ ।
 তন্মাদ্ কর্ণকাত্তবং প্রমাণনিষেধাতা সিদ্ধেঃ প্রমাণ-সম্বন্ধিনি আত্মনি বর্ণ্যন্তে চ তৎপ্রাযাগাত
 অভ্যুৎপন্নত্বাৎ কাৰ্ধে বেদপ্রাযাগানিরমাদ্ বেদান্তানানিগমে বার্থে যানত্ সিদ্ধতীতাহ—ন চেতি ।
 নহু বেদান্তর সম্বন্ধানুজ্ঞানং বিনাপি নিবিবলং অষ্টদ্বৈতীকৃত্যহ প্রযুক্তিঃ স্তানিতি, নেতাহ—
 বক্তাব্যেতি । যদা আত্মা বেদান্তরসম্বন্ধী নাহ্যে যানত্ স্তাহ ন প্রসিদ্ধাঃ, তদা তোকুরনদগম্যে
 ন প্রেক্ষাপূৰ্ণকর্ত্তা যোগাদি অনুভূতিঃ ; লোকান্তরত ব্যতিরিক্তাভ্যাসিত্বম্ অজ্ঞানেন তদ্ব্যবহরেই
 নিষ্ট-প্রাপ্তিঃ হানীত্বাৎ বৈতিকক্রিয়াহ অপ্রযুক্তবিশেষতঃ ; অতঃ ন অতিরিক্তাভ্যাসান বিন
 সাম্পর্য্যকিৎ প্রযুক্তিরিত্যর্থঃ ।

নহু বিধস্ত সামান্যবিশেষ বোধকত্বো ন অতিরিক্তাভ্যাসিত্বাভৌ যান, বাক্যভেদগমত্বাৎ,
 ইত্যাহ—তদ্ব্যবহিত । অতিরিক্তাভ্যাসিত্বং বিন পারলৌকিক প্রযুক্ত্যনুপপত্তাৎ কর্ণকাত্ত
 প্রাযাগাবোপাগাতি ভাবৎ । বিধীনাং কৃত্যর্থাত্মন উত্তরাধ্বয়নিবন্ধম্ ইত্যর্থঃ । ন তেনস
 বিধিভিঃ অর্থানুকূলম্ অতিরিক্তাভ্যাসিত্বং, কিঞ্চ সত্যপি অনুপপত্তম্, ইত্যাহ—
 বৈবৰ্ণিত । নির্ণয়কৰ্ণনাদ্ ব্যতিরিক্তাভ্যাসিত্বমিতি সন্ধ্যাঃ । তেইন প্রকৃত্যেপ-বোধিয়েন উপ-
 ক্রমোপসংহারাদ্বয়ে কর্ণকতি—বক্তা চেতি । পূৰ্ণবসেব সম্বন্ধভোগ্যত্বার্থে চকারঃ । উপক্রমোপ-
 সংহারৈকরূপাৎ কর্ণকৰ্ণনাদ্ অতিরিক্তাভ্যাসিত্বার্থে তৎপ্রমাণত্বাৎ বৃহদারণ্যক বাক্যত্যাপি 'তত্র তৎ-
 পদানাহ—বৰ্ণয়িত । ন হি প্রসিদ্ধতত্ত্বস্ত দেহাদেঃ বক্তব্যোভিভূমিতি যোগিত্ত্বাভ্যাসভোগ
 ক্রমঃ তদ্বিকল্পে দেহাদিব্যতিরিক্তাভ্যাসম্ অবিকরোতি । তং যেনৈ বিজ্ঞানকৰ্ণণ পূৰ্ণোপার্জিত
 কলণাব্যব অনুপপত্তঃ । ন চ পদা জ্ঞানকৰ্ণণত্বাৎ কলনভূতবতীতি শারীরকত্বাভ্যাসভোগ-
 সত্যভোগ্যপি তদ্ব্যবহরসম্বন্ধবিধয়ঃ । ন চ অত্বেব তদ্ব্যবহরো দেহাদেঃ তদ্ব্যবহরসম্বন্ধো যুক্তঃ ।
 তেন আত্মা দেহাদিব্যতিরিক্তো তদ্ব্যবহরসম্বন্ধী সিদ্ধো ত্রাভ্যাসভোগ্যমিত্যর্থঃ । অজ্ঞানতত্ত্বভোগ
 চ 'বোব হা জ্ঞাপতিতামি' ইত্যুপক্রমো ব্যতিরিক্তাভ্যাসিত্ববিধয়ঃ । ন হি যত্রকে দেহাদৌ
 জ্ঞানাসা অস্তি । তেইব উপসংহারে 'য এষ বিজ্ঞানবহঃ পূৰ্ণঃ' ইতি বিজ্ঞানবহ-বিশেষণ
 অতিরিক্তাভ্যাসিত্বং বর্ণিতম্ । ন হি দেহাদেঃ বিজ্ঞানবহত্বম্ অস্তি, তন্মাদ্ তদপি উপক্রমোপ-
 সংহারভাভ্যঃ ব্যতিরিক্তাভ্যাসিত্বং বক্তব্যতীতাহ—জ্ঞাপতিতামি ইত্যুপক্রমোতি । ন চ তদ্ব্যবহরসম্বন্ধ
 তাকানাদ্ অপ্রাযাগাৎ তৎপ্রাযাগাত উপপত্তিকরত্বো দেহবিশেষণম্ অভ্যুৎপন্নত্বাভিভূতি ভাবঃ ।

ভাষ্যভূমিকানুবাদ ।

অতীত বিষয়ের প্রাপ্তি ও অনিষ্ট বিষয়ের পরিচয় বলা (পরিচয় কবা) মনুষ্যমাত্রেরই অভিপ্রেত ও নৈসর্গিক ধর্ম, অতএব উপায় নে, সেই ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্টপরিচয় করা বাইতে পারে, তাহা কেবল পত্যক ও অমুমানের সাহায্যেই অবধারণ করা বাইতে পারে না, এইজন্য লোকপ্রসিদ্ধ সমস্ত বেদশাস্ত্রই সেই উপায় প্রকাশনে আগ্রহাবিত ।

বিশেষ এই যে, যাহা দৃষ্ট বা ইন্দ্রিয়লৌকিক ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্টপরিচয়, তাহা সাধারণতঃ প্রত্যক ও অমুমান-প্রমাণ দ্বারা নিকপিত হইতে পারে, এই কারণে তদ্বিষয়ে আব বেদশাস্ত্র অন্বেষণ করিবার প্রয়োজন হয় না, [সুতরাং অদৃষ্ট বা অলৌকিক বিষয়ে ঈশ্বর প্রমাণেব প্রয়োজন হয়] । কিন্তু জন্মান্তরভাগী আত্মার অস্তিত্ত্ববিষয়ে জ্ঞান না থাকিলে অর্থাৎ দেহাতিবিক্ত আত্মার জন্মান্তর-সত্তা বিষয়ে স্থিতিবিশ্বাস না থাকিলে কখনই জন্মান্তরীয় ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্টপরিচয়ের জ্ঞান কাহানও হইতে পারে না, যেহেতু, 'সত্যানানী' লোকও দেখিতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ একপ একশ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা বলেন,—দেহের অস্তিত্ত্ব ও জন্মান্তরভাগী আত্মা বলিয়া কোন পদার্থ নাই, পৃথিব্যাदि ভূতবস্তুগণই স্বভাব এই যে, পব পনের সঞ্চিত সম্মিলিত হইয়া—দেহাকারে পবিণত হইয়া চৈতন্যস্বরূপ করিয়া থাকে (৩), সুতরাং পালৌকিক শুভাশুভপ্রাপ্তির প্রদ'স অনাবশ্যক, ইত্যাদি ।

বস্তুতঃ এই কারণেই আত্মার জন্মান্তরাস্তিত্ত্ব প্রতিপন্ননে এ'ব জন্মান্তরীয় ইষ্ট-প্রাপ্তি ও অনিষ্টপরিচয়ের উপযুক্ত উপায় প্রকাশনেই বেদশাস্ত্রের প্রধানতঃ প্রবৃতি বা যত্ন । কেন না, (কঠোপনিষদে) 'মনুষ্য মনিলে পব, কেহ কেহ বলেন, [আত্মা] থাকে, অর্থাৎ পবলোকগামী আত্মা আছে আবার কেহ কেহ বলেন,—

(৩) ভাষণ—শাস্ত্রিক সম্প্রদায়কে 'সত্যবাদী' বলা হইবে থাকে । তাঁহারা বলেন—
বুদ্ধমান বুললেহের অতিরিক্ত জন্মান্তরগামী বিভাচৈতন্যস্বরূপ আত্মা বলিয়া কোন পদার্থ নাই । চৈতন্য দেহেরই ধর্ম; স্বভাবগুণ রূপ ও স্বভাবগুণ হরিয়া যেমন একত্র মিশ্রিত হইলে তাহাতে অভিনব বৃত্তিবাক্য উদ্ভূত হয়, তেমনি পৃথিব্যাদি জড় পদার্থেও পবপ'র বিলক্ষণ সংযোগে সংস্পর্শ এই বুললেহেই এক অভিনব চৈতন্যস্বরূপে আবির্ভাব হয়। থাকে; সুতরাং অমুমানের চৈতন্যগুণ দেহেরই ধর্ম । দেহের সঙ্গেই—তাহার সংস্পর্শ আবার দেহের সঙ্গেই তাহার বিদ্যাপ হইয়া যায়; এখানেই স্বর্গ-নরক-ভোগ, লোকান্তর বা জন্মান্তর-কল্পনা, এবং বৈজ্ঞানিক বিভা আত্মার জন্মান্তর—এ সমস্ত মিশ্র, করিত কথা যায় ।

না—মৃত্যুর পর এই আত্মা আর থাকে না, দেহের ধ্বংসেই আত্মার ধ্বংস হইয়া যায়, এইরূপ যে একটা সংশয়বাদ আছে—‘এইরূপ বাক্যোপক্রমের পর ‘নিশ্চয়ই আছে’ অর্থাৎ [জন্মান্তরগামী আত্মা] নিশ্চয়ই আছে বলিয়া বুঝিতে হইবে’ এই প্রকার অবধারণপ্রকাশার্থক শ্রুতি দেখিতে পাওয়া যায় । [তন্মধ্যে] ‘জীব মৃত্যুর পর যে প্রকারে থাকে’ এইরূপ উপক্রম করিয়া ‘কোন কোন দেহী নিজ নিজ জ্ঞান ও কর্ম্মানুসারে শরীরলাভের জন্ত মনুষ্যাদি যোনি (মনুষ্যাদি জন্ম) প্রাপ্ত হয়, আবার অজ্ঞ দেহীরা স্থাণু (বৃক্ষাদি দেহ) লাভ করে’, এই কথা বলা হইয়াছে । তাহার পর [ব্রহ্মদারণ্যকে] ‘আত্মা স্বয়ংজ্যোতিঃ বা স্বপ্রকাশ’, এইরূপ উপক্রম করিয়া ‘বিজ্ঞা ও কর্ম্ম অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্ম্মসংস্কার তাহার (মৃতব্যক্তির) সমাক্ অনুগমন করিয়া থাকে’, ‘পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা পুণ্য (স্বর্গাদিগামী) হয়, আর পাপকর্ম্ম দ্বারা পাপ (নরকাদিগামী) হয়’, এই কথা বলা হইয়াছে । পুনশ্চ ‘তোমাকে বুঝাইব’ এইরূপ উপক্রমের পর [আত্মা] ‘বিজ্ঞানময়’ (অল্পপুটেতত্ত্বব্ধাব) এইরূপ বলা হইয়াছে ; [কলতঃ, এতদ্বারা শাস্ত্রই] দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন ।

ভাষ্যভূমিকা ।

তং প্রত্যক্ষবিষয়মেবেতি চেৎ ; ন ; বাহি-বিপ্রতিপত্তি-দর্শনাৎ । ন হি দেহান্বয়সম্বন্ধিন আত্মনঃ প্রত্যক্ষেণ অস্তিত্ববিজ্ঞানে লোকায়তিকা বোদ্ধাশ্চ নঃ প্রতিকূলাঃ স্যাঃ—নাস্ত্যায়্যেতি বদন্তঃ । ন হি ঘটাদৌ প্রত্যক্ষবিষয়ে কশ্চিদ্ বিপ্রতিপদ্যতে—নাস্তি দট ইতি ।

টীকা : বর্ণোক্তাঙ্গনি অহংপ্রত্যয়ে মানঃ, তত্র দেহাকারানুসরণাৎ অতিরিক্তাত্মাস্তিত্বত্ব তেইব স্মৃতিপক্ষেঃ, অতো ন তত্র প্রতিপ্রাধাণ্যমিতি শব্দে—তৎ প্রত্যক্ষেতি । প্রত্যক্ষত্ব বিষয়ঃ অবকাশঃ যস্মিন্ ইত্যতিরিক্তাত্মাস্তিত্বম্ উচ্যতে । বস্তুপি ব্যতিরিক্তাত্মাস্তিত্বাৎ ত্বতিপ্রাচ্যেণ অহংবিশেষেঃ, তথাপি ন সা ব্যতিরেকত্বান্নো গোচরমিতি ; বুদ্ধ্যাসম্বিবেকশূন্যত্বান্ম অহং-প্রত্যয়ভাষ্যঃ ব্যতিরেকপ্রত্যয়প্রাপ্তৌ বিপক্ষিতাঃ বিপ্রতিপত্ত্যাবগমসম্বাদিত্যি পরিহরতি—ন, বাগীতি । বেদপ্রতিকূলা বাসিনেঃ নাস্তিক্য নৈব বিবাকঃ মুকতীতাহ—ন হীতি । তেহু ১) প্রতিকূল্যসম্ভাবনার্হা বিশেষণা নেত্যাহি । ইতি বদন্তঃ সন্তো নোৎস্রাকং প্রতিকূলা নহি স্যাঃ, এবা বদনৈস্তেব অনন্তবাৎ অধাকবিরোধাতিতি যোজন্য । প্রত্যক্ষে বিষয়ে বিপ্রতিপত্ত্যাবে দৃষ্টান্তাহ—ন হীতি ।

ভাষ্যভূমিকাসম্বাদ ।

• যদি বল, সেই আত্মা যে দেহাতিরিক্ত, ইহা ত প্রত্যক্ষসিদ্ধই বটে ; [স্মৃত্যং
• সে বিষয়ে বলিবার আর কি আছে ?] না,—তাহা বলিতে পার না ; বেছে

এ বিষয়ে বাদিগণের মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারাই যদি দেহান্তরগামী আত্মার অস্তিত্ববিজ্ঞান স্থির হইত, তাহা হইলে লৌক্যাতিক (নাস্তিক) ও বৌদ্ধগণ কখনই ‘আত্মা নাই’ বলিয়া আমাদের প্রতিপক্ষ হইত না, কেন না, প্রত্যক্ষের বিনয়ীভূত ঘটাদি বস্তুব অস্তিত্ববিষয়ে ত ‘স্বট নাই’ বলিয়া কেহই বিরুদ্ধ মত প্রকাশ কবে না।

ভাষ্যভূমিকা :

স্বাধ্বাদৌ পুরুষাদিদর্শনাৎ নেতি চেৎ, ন, নিকপ্তিতে অতাবাৎ। ন হি প্রত্যক্ষেন নিরূপিতে স্বাধ্বাদৌ বিপ্রতিপত্তির্ভবতি। বৈনাশিকান্ত অহমিতি প্রত্যয়ে জায়মানেষপি দেহান্তব্যাতিবিক্রান্ত নাস্তিত্বমেন প্রতিজানতে। তন্মাত্ প্রত্যক্ষবিষয়বৈলক্ষণ্যং প্রত্যক্ষাৎ ন আত্মাস্তিহিসিদ্ধিঃ।

টীকা। তত্র বাস্তিচারঃ শব্দতে—স্বাধ্বাদাবিতি। প্রত্যক্ষে যদিপি স্বাধ্বাদৌ পুরুষো বেতি বিপ্রতিপত্তেরূপলভ্যং ন প্রত্যক্ষে বিপ্রতিপত্ত্যভাবো বাস্তিচারাদিতি শব্দার্থঃ। আদিপদেন পাদ্যাদৌ গজাদি-বিপ্রতিপত্তিঃ সংগৃহ্যতে। কিং প্রত্যক্ষমাত্রৈ বিপ্রতিপত্তিঃ? কিং বা তেন বিবিক্তে প্রতিপত্তে? নাস্তি, অস্বীকারাৎ। ন চৈবমাত্মনি প্রত্যক্ষ বিপ্রতিপত্তৌ অপি ন আধমাত্মবেশগা, তেনৈব তন্নিরাসেন তন্নিবৃত্তাৎ, ততি মদ্বানো দ্বিত্বং দৃশ্যতি—নেত্যাদিনা। প্রত্যক্ষতো বিবিক্তার্থে বিপ্রতিপত্ত্যভাবঃ প্রণবতি—ন হীতি। স্বাধ্বাদৌ স্মদেহ-বাস্তি-রিত্বং ন প্রত্যক্ষমিতি প্রতিপাদ্য স্মদেহ-বাস্তিরিত্বমপি ন অহ প্রতঃপ্রতিপত্তিত্যাহ—বৈনাশিকাবিতি। তে গবহমিতি ধিয়ম্ অনুভবতি; তথাপি দেহাত্মক-স্মদেহ-বাস্তিরিত্বং স্মদেহ-বাস্তিরিত্বানুভবতি। তত্র প্রধানভূতাত্মা-বুদ্ধেরতিরিক্তত্ব আত্মনো নাস্তিত্বমেন পশ্যতি। ৩২ ন ৩৩ খিমা স্মদেহ-বাস্তিরিত্বানুভবিতার্থঃ। কিং চ, প্রত্যক্ষত্ব বিবরো রূপাদিঃ, তদ্ব্যতিরিক্তত্বলক্ষণ্যং, তদ্ব্যতিরিক্ত-বোধিত্ব, “অশলক্ষণম্পর্শমরূপম্” ইত্যাদিক্রমেতঃ। ন হি কপাদি তদাবাৎ বিন প্রত্যক্ষং ক্রমতে। অতো ন দেহান্ততিরিক্তানুভবত্ব প্রত্যক্ষাৎ প্রসিদ্ধিরিত্যাহ—তন্মাত্ ইতি।

ভাষ্যভূমিকানুবাদ :

যদি বল, [প্রত্যক্ষসিদ্ধি] স্বাধ্ব (= শাখাদিশূন্য বৃক্ষ) প্রদর্শিতোৎ যখন মল্লছাদি-ভ্রম দেখিতে পাওয়া যায়, তখন এ কথা সঙ্গত হইতে পারে না। না,—যেহেতু সেখানেও স্বাধ্বের নিশ্চয় নাই, কাবল, প্রত্যক্ষ দ্বারা স্বাধ্ব নিশ্চিত হইলে, কখনই তাহাতে মল্লছাদিভ্রম উৎপন্ন হইতে পারে না। বৈনাশিকেরা (বৌদ্ধগণ) কিন্তু ‘অহং’ প্রতীতিসম্বন্ধে দেহান্তবিন্ড আত্মাব নাস্তিত্ব বা অতাবই স্বীকার করেন, (অস্তিত্ব স্বীকার কবেন না)। অতএব লৌকিক প্রত্যক্ষবিষয়ের সঙ্গে বৈলক্ষণ্য থাকার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা আত্মাব অস্তিত্ব সিদ্ধ বা প্রমাণিত হইতেছে না।

ভাষ্যভূমিকা ।

তথা অনুমানাদপি । শ্রুত্যা আত্মাস্তিত্বে লিঙ্গত্ব দর্শিতত্বাং, লিঙ্গত্ব চ প্রত্যাক্ষবিবরণ্যং নেতি চেৎ ; ন ; জন্মান্তরসম্বন্ধত্ব অগ্রহণাৎ । আগমেন তু আত্মাস্তিত্বে অবগতে বেদপ্রদর্শিত-লৌকিক-লিঙ্গবিশেষেচ্চ, তদনুসারিণো মীমাংসকাস্তাকিকাণ্ড অহং-প্রত্যয়লিঙ্গানি চ বৈদিকাণ্ডেব স্ব-মতিপ্রভবাণি— ইতি কল্পরস্তো বদন্তি— প্রত্যকণ্ড অনুমেরণ্ড আত্মা ইতি ।

সর্বথাপি অন্ত্যাত্মা দেহান্তরসম্বন্ধীভাবঃ প্রতিপত্ত্বঃ দেহান্তরগতেষ্টানিষ্ট-প্রাপ্তিপরিহারোপায়বিশেষাবধিনঃ তদ্বিশেষজ্ঞাপনায় কৰ্ম্মকাণ্ডঃ সমারম্ভম্ । ন তু আত্মন ইষ্টানিষ্ট-প্রাপ্তি-পরিহারেচ্চাকারণম্ আত্মবিষয়মজ্ঞানঃ কড়তোক্ত-স্বরূপাভিমানলক্ষণঃ তদ্বিপরীতব্রহ্মস্বরূপবিজ্ঞানেন অপনীতম্ । যাবৎ চি তং ন অপনীয়েত, তাবদনঃ কৰ্ম্মকল-রাগদ্বেষাদি স্বাভাবিকদোষপ্রযুক্তঃ শাস্ত্র-বিহিত-প্রতিবিদ্ধাতিক্রমেণাপি প্রবর্তমানঃ মনোবাক্কায়েঃ দৃষ্টাদৃষ্টানিষ্টশাধনানি অধ্বংস-জ্ঞকানি কৰ্ম্মাণি উপচিনোতি বাতলোন, স্বাভাবিকদোষবলীম্বাৎ ; ততঃ শ্রাবাস্ত্যাত্মাগতিঃ ।

টীকা । প্রত্যকণ্ডে বিবিধে বিশ্রুতিপদ্ধত্যাগাৎ ; প্রকণ্ডে চ তদুপলব্ধিঃ যাবৎ । অথ ইচ্ছাদঃ কচিদাপ্রিতাঃ, গুণহাৎ, রূপবৎ ; ইত্যনুমানাৎ অতিরিক্তাসিদ্ধিরিতি ; নেতাহ— তথেষ্টি । ন আত্মাস্তিত্বপ্রসিদ্ধিঃ ইতি ন বাক্যার্থঃ ‘তথা’-শব্দঃ । অহং ভাবঃ—‘উচ্ছাদীনা’ বাতরো ব্রহ্মপাদিচ্ছা, পারতরো পরম্পরাশ্রয়ত্বম্, আধারত্ব ইদানীমেব সাধনমানবাৎ । কচিৎ-পক্ষেন চ আশ্রয়মাত্রবচনে সিদ্ধসাধনত্বাৎ, মনসঃ তদাশ্রয়ত্ব সিদ্ধহাৎ, আত্মোক্তো চ দৃষ্টান্তত্ব সাধাবিকলভেতি । “যঃ প্রাণেন প্রাণিতি” ইত্যাদিশ্রুত্যা প্রাণনাদিবা্যপারাব্যক্ত লিঙ্গত্ব আত্মাস্তিত্বে প্রদর্শিতত্বাৎ, তত্ত্ব চ ব্যাপ্তিসাপেক্ষত্ব প্রত্যাক্ষানিসিদ্ধাস্ত্রবিবরণ্যাৎ ন তত্ত্ব লৈক-গম্যতা, ইতি শব্দভেদে—শ্রুতভেতি । আত্মনঃ বাতঃস্থাপ লিঙ্গসম্বন্ধাতিপ্রায়েণ শ্রুত্যা লিঙ্গং ন উপপত্ত্বমিতি পরিহরতি—নেতি । যোগেভেদনব্যাপারঃ, স চেতনাবিধানপূৰ্ণকঃ, যথা রূপাদিবা্যপারঃ । প্রাণনাদিবা্যপারস্তাপি অচেতনব্যাপারহাৎ চেতনাবিধানপূৰ্ণকব্ধমিতি সজ্ঞাবনামাত্রায়েণ লিঙ্গোপপত্ত্বাৎ । ন হি নিষ্কারকহেন তদুপপত্ত্বভেদে । আত্মনো জন্মান্তরসম্বন্ধত্ব প্রমাণান্তরেণ অগ্রহণাৎ তদ্ব্যাপ্তলিঙ্গাবোগাদিতাহ—জন্মান্তরেতি । নহু বাতিরিক্তাত্মাস্তিত্বম্ আগমৈকগম্যাঃ চেৎ, কথং তৎ প্রত্যকম্ অনুমেরঃ চ—ইতি বাদিনো বদন্তীতি, ততাহ—আগমেন হিতি । “যেহং প্রেতে বিচিকিৎসা” ইত্যাজ্ঞাপমেন “কো হেবাভ্যাৎ” ইত্যাদিবেদোক্তেচ্চ প্রাণনাদিভিঃ লৌকিকৈলিঙ্গবিশেষৈঃ আত্মাস্তিত্বে সিদ্ধে যথোক্তাসিদ্ধম্ অনুসরন্তো বাদিনো বৈদিকবেব অহং-প্রত্যয়ঃ প্রতিপত্ত্বমানাঃ বৈদিকাণ্ডেব চ লিঙ্গানি পঞ্চমঃ যোগ্যপ্রক্যানির্দিষ্টানি তানি—ইতি । কল্পরস্তো বিধা আত্মানঃ বদন্তি । বহুতত্ত্ব আত্মা যথোক্তপ্রত্যকসমবিশয়ম্ ইত্যর্থঃ ।

‘তত্ত্বাত্ত’ ইত্যাদিনা কাওয়োঃ সম্বন্ধঃ প্রতিজ্ঞায় তাদর্থোন সিক্বেত্বার্থে বেদান্ত-
প্রমাণাঃ ‘সর্বোৎপাদি’ ইত্যাদিনা প্রমাণাঃ, অধুনা কর্ণভিঃ শুদ্ধবুদ্ধিঃ বৈরাগ্যাদিযারা জ্ঞানোৎ-
পত্তিরিতি তয়োঃ সম্বন্ধঃ কথয়তি—সর্বধাপীতি । আগমাৎ মানাত্মরায় ব্যতিরিক্তান্নাবিত্ত্বঃ
প্রতিপত্তাবপি ইত্যর্থঃ । পুরুষার্থোপায়-বিশেষাধিনঃ তজ্জ্ঞাপনার্থঃ কর্ণকাওমারকঃ চেৎ,
তর্হি তত্রোক্তকর্ণভিরেব বিবক্ষিতপুর্মর্থসিক্বেঃ বেদান্তারম্ভ-বৈয়র্থ্যাৎ ন সম্বন্ধোক্তিঃ সাবকাশা,
ইত্যাশঙ্ক্যাহ—নহিতি । আত্মজ্ঞানঃ পদনর্থকারণম্, অদ্বয়-বাতিরেক-শাস্ত্রগম্য মিথ্যাজ্ঞান-
কুর্গালিঙ্গকঃ চ ; তচ্চ অকর্ষ-তোক্ত-ব্রহ্মজ্ঞানাস্ অপনয়ম্ । ন হি তৎ কর্ণকাওৌক্তিরেব
কর্ণভিঃ শকাবপনেতুং, বিরোধাত্মকঃ । তন্মাৎ তৎসাধনার্থঃ জ্ঞানসিক্বে বেদান্তারম্ভ-সম্ভবাৎ
উক্তসম্বন্ধসিক্খিরিতির্থঃ । যদি কর্ণভিঃ অজ্ঞানং ন নিবর্ততে, মা নিবর্তিষ্ট, সতোব তস্মিন্
কর্ণবশাৎ মোক্ষঃ স্তাৎ, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—যাবদ্বীতি । সমাগ্জ্ঞানমেব সাক্ষ্যোক্ত্যহেতুঃ, ন কর্ণ ;
তৎ তু প্রনাডা তদ্বপযোগি । ন হি সতোব অজ্ঞানে হুতিঃ ; তস্মিন্ সতি সংসারস্ত দুর্কারহাৎ ।
তন্মাৎ কর্ণকাওস্ত বৈরাগ্যাদিযা প্রবেশো মুক্ত্যবিত্তি ভাবঃ । ‘অয়ম্’ ইতি অজ্ঞো নির্দিষ্টতে ।
‘রাগদ্বेषাদি’-ইত্যাদিশব্দেন অনিচ্ছান্নিত্যভিনিবেশাদয়ো গৃহ্যন্তে । নোনানং স্বাভাবিকত্বঃ
শাস্ত্রানপেক্ষম্ । ‘অপি’ কারঃ সম্ভাবনার্থঃ । ‘দৃষ্টম্’ অদ্বয়বতিরেকসিক্খম্ । ‘অদৃষ্টম্’
শাস্ত্রমাত্রগম্যম্ । অধর্মোপচরপ্রাচুর্যো হেতুমাৎ—স্বাভাবিকত্বি । যদ বৈরাগ্যার্থং কর্ণকলঃ
প্রপঞ্চয়ন্ অধর্মকলমাহ—তত ইতি । উক্তং হি—

“শরীরজৈঃ কর্ণদোষৈযাতি হাবরতা নরঃ” ইতি ।

ভাষ্যভূমিকানুবাদ ।

প্রত্যকের জ্ঞান অনুমান দ্বারাও আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণিত হইতে পারে না ।
বলি বল, প্রতি নিজেই আত্মার অস্তিত্বজ্ঞাপক সুখহঃপাদি ধর্ম প্রদর্শন করিয়া-
ছেন, এবং ঐ সমস্ত লিঙ্গ বা অস্তিত্বজ্ঞাপক ধর্ম যখন প্রত্যক্ষগাহ, তখন আত্মাকে
আর প্রত্যক্ষাদির অবিকল্প বলি বাইতে পারে না । না,—একথাও বলিতে পার
না ; কারণ, আত্মার যে জন্মান্তরের সহিত সম্বন্ধ আছে, তাহা প্রত্যক্ষগম্য
নহে । বস্তুতঃ, শাস্ত্রপ্রমাণ ও বেদোক্ত লৌকিক হেতুবিশেষ (অহং প্রতীতি-
রূপ হেতু) দ্বারা আত্মার অস্তিত্ব অবগত হইয়া তদনুসারে মীমাংসকগণ ও
তাকিকগণ বেদোক্ত ‘অহং’-প্রতীতিরূপ হেতুকেই আপনাদের উদ্ভাবিত হেতু
বলিয়া কল্পনা করত আত্মাকে প্রত্যক্ষ ও অনুমানগম্য বলিয়া নির্দেশ করিয়া
ধাকেন (৪) ।

(৪) তাৎপর্য—তাকিকগণের অনুমানপ্রণালী এইরূপ—জীবদেহে ইচ্ছা, বেদ ও সুখ দুঃখ
প্রভৃতি কড়কগুলি অভ্যন্তরস্থ গুণ আছে ; গুণদ্বারা ই প্রযাপ্রিত ; হুতরাঃ ঐ সমস্ত গুণের
আত্মরূপে দেহভিত্তিক আত্মারই অস্তিত্ব সিক্খ হইতেছে । বস্তুতঃ একগ অনুমান দ্বারাও

ভাষ্যভূমিকানুবাদ ।

ফল কথা, যে কোন প্রকারেই হউক, যিনি দেহান্তরসম্বন্ধী আত্মার অস্তিত্ব অবগত আছেন, এবং দেহান্তরগত (ভবিষ্যৎদেহে) ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্টপরিহার-প্রার্থী হন ; তাহার পক্ষেই সেই উপায়বিশেষ-জ্ঞাপনের জন্য বৈদিক কৰ্ম্মকাণ্ড আরম্ভ হইয়াছে । কিন্তু [তাহাতেও জীবের প্রকৃত ইষ্টসিদ্ধি হইতে পারে না ; কারণ,] আত্মার ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্টপরিহারের কারণীভূত কর্তৃত্বভোক্ত্বরূপ (আমি কর্তা, আমি ভোক্তা ইত্যাদিরূপ) অতিমান যাহার লক্ষণ বা পরিচায়ক, আত্মবিষয়ক সেই অজ্ঞান ত তখনও কর্তৃত্বাদিবুদ্ধির বিপরীত ব্রহ্মাত্ম-স্বরূপ বিজ্ঞান (আত্মা ব্রহ্মস্বরূপই বটে, এইরূপ নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান) দ্বারা অপনীত হয় নাই । আর যতকাল তাহা অপনীত না হয়, ততকাল সংসারী জীব স্বভাবসিদ্ধ রাগদ্বेषাদি দোষ বশতঃ কন্মকলে আসক্তই থাকে, এবং স্বভাবসিদ্ধ সেই রাগদ্বেষাদি দোষের প্রাবল্য বশতঃ শাস্ত্রের বিধি-নিষেধও লঙ্ঘন করিতে প্রবৃত্ত হয়, এবং মন, বাক্য ও শরীর দ্বারা ঐহিক ও পাবলৌকিক অনিষ্টসাধক রাগি রাগি পাপকৰ্ম্মও সঞ্চর করিতে থাকে ; আর তাহার ফলে স্বাবরত্বপর্যাস্ত অধোগতি প্রাপ্ত হয় (৫) ।

আত্মান্তির প্রশংসিত হয় না ; কারণ, মনকে ইচ্ছাদির আলয় বলিলেও ঐপ্রকার অনুমানসাপেক্ষ হইতে পারে । তাহার পর, তাহার যে, এইরূপ প্রশ্ন প্রশ্নন কবেন, তাহারও মূল—শাস্ত্র । কারণ, পুরোক্ত “যেষাং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে” ইত্যাদি স্রুতি ও স্মৃতিতে “কো দেবাস্ত্যং কঃ প্রাণ্যং” অর্থাৎ ‘কেউ বা বাস ছাড়িত, কেই বা চেষ্টা করিত’ ইত্যাদি লোকপ্রসিদ্ধ শাস-প্রশাসনাদি লিঙ্গ বা হেতু দ্বারা শাস্ত্রই আত্মার অস্তিত্বে যে সমস্ত প্রশ্ন প্রশ্নন করিয়াছেন, তাত্ত্বিকগণ সেই সমস্ত হেতুকেই আপনাদের বুদ্ধি দ্বারা সমুদ্ভাবিত হেতু বলিয়া প্রকাশ করেন, এবং তাহার সাহায্যে আত্মাকে প্রত্যক্ষ ও অনুমানময়া বলিয়া ঘোষণা করেন মাত্র । বস্তুতঃ, ঐ সমস্ত হেতু যখন শাস্ত্রবহির্ভূত নহে, তখন আত্মার অস্তিত্বকে একমাত্র আগম-গমাই বলিতে হইবে ।

(৫) তাৎপর্য—অধর্মাৎ পাপকৰ্ম্মের ফলে জীবের বেক্সপ অধোগতি হইয়া থাকে, মনুষ্যজাতিতে তাহার একটা মোটামোটা হিসাব প্রদত্ত হইয়াছে । তিনি বলিয়াছেন,—

“শরীরতঃ কৰ্ম্মদোষৈর্বাতি স্বাবরতাঃ নরঃ ।

বাচিকৈঃ পক্ষিযোনিভাঃ মানসৈরজ্ঞাতভিঃ ॥”

অর্থাৎ মানুষ শারীরিক ব্যাপার দ্বারা পাপ কৰ্ম্ম করিলে, বৃকলভাদি স্বাবর-দেহ লাভ করে, বাক্য দ্বারা পাপ করিলে পক্ষিযোনি গ্রহণ করে, আর মানসিক চিন্তা দ্বারা পাপ করিলে

ভাষ্যভূমিকা।

কদাচিৎ শাস্ত্রকৃতসংস্কারবলীয়ত্বম্। ততো মনআদিভিঃ ইষ্টসাধনং বাহ-
ল্যেন উপচিনোতি ধৰ্ম্মাধ্যম্। তদ্ দ্বিবিধম্—জ্ঞানপূৰ্ণকং কেবলম্। তত্ত
কেবলং পিতৃলোকাদি-প্রাপ্তিফলম্; জ্ঞানপূৰ্ণকং দেবলোকাদি-ব্রহ্মলোকান্ত-
প্রাপ্তিফলম্। তথা চ শাস্ত্রং—“আত্মযাজী শ্রেয়ান্ দেবযাজিনঃ” ইত্যাদি।
স্মৃতিশ্চ—“দ্বিবিধং কৰ্ম্ম বৈদিকম্” ইত্যাদ্য। সামো চ ধৰ্ম্মাধ্যক্ষ্যোঃ মনুয্য-
প্রাপ্তিঃ। এবং ব্রহ্মাচ্ছা স্বাবরাস্তা স্বাভাবিকাবিচ্ছাদি-দোষবতো ধৰ্ম্মাধ্যক্ষ্যসাধন-
কৃতা সংসারগতির্নামরূপকৰ্ম্মাশ্রয়।

টীকা। তৎ কিং পুণ্যোপচর্য্যভাবাদ্ অনবকাশং স্বর্গাদিফলমিতি, নেত্যাহ—কদাচিদिति।
শাস্ত্রসংস্কারস্ত বলীয়স্বে কলিতমাহ—তত ইতি। ‘আদি’-শব্দো বাগ্দ্বেহবিবরণঃ। ফলবিভাগঃ
বক্তৃ কণ্ঠ ভিনতি—তদ্ দ্বিবিধমিতি। তত্ত মুক্তিফলম্ নিরদিহুঃ ফলং বিভজ্যতে—তত্রিতি।
কেবলমিষ্টাদিকর্মেতি শেষঃ। “কৰ্ম্মণা পিতৃলোকঃ” ইতি হি বক্ষ্যতি। তস্মিন্ ফলে নানাবদম্
অভিপ্রোক্তা আদিশব্দঃ। ‘বিচ্ছিন্না দেবলোকঃ’ ইতি ক্রতিম্ আশ্রিতাহ—জ্ঞানেতি। দেবলোকো
বস্ত্র আদিঃ, ব্রহ্মলোকো যন্ত অস্তঃ, তস্তার্থস্ত প্রাপ্তিরেব ফলমত্রেতি বিগ্রহঃ। উক্তার্থে
শ্রুতপর্থাৎ ক্রতিঃ প্রমাণমিতি—তথা চেতি। সর্বত্র পরমাত্ম-ভাবনাপুরঃসরং নিত্যং কৰ্ম্মাভ্যুত্থিতম্
আত্মযাজী। কামনাপুরঃসরং দেবান্ বজ্রমানো দেবযাজী। তয়োর্মধ্যে কতরঃ শ্রেয়ানিতি
বিচারে সতি আত্মযাজী শ্রেয়ানিতি নির্ণয়ঃ কৃতঃ; অতো জ্ঞানপূৰ্ণকং কৰ্ম্ম দেবলোকস্ত, কামনা-
পূৰ্ণকং তু পিতৃলোকস্ত প্রাপকমিত্যর্থঃ।

“প্রবৃত্তঃ চ নিবৃত্তঃ চ দ্বিবিধং কৰ্ম্ম বৈদিকম্।

ইহ বামুদ্র বা কাম্যং প্রবৃত্তং কৰ্ম্ম কাৰ্ত্তব্যম্।

নিষ্কামঃ জ্ঞানপূৰ্ণঃ তু নিবৃত্তমভিধীয়তে।”

ইত্যাদিমস্মৃতিং চ অত্রৈব উদাহরতি—স্মৃতিশ্চেতি। ধৰ্ম্মাধ্যক্ষ্যোঃ একৈকস্ত ফলম্ উক্ত।
মিগ্রয়োঃ ফলমাহ—সাম্যে চেতি। উক্তং হি—

“উভাত্যাং পুণ্যাপাভ্যাং মানুয্যঃ লভতেহবশঃ” ইতি।

অন্ত্যজ্ঞ—হীনজাতিস্ত প্রাপ্ত হয়। ঐরূপ বাস্তুষ্ঠিত কৰ্ম্মের ফল যে, কতদিনে উৎপন্ন হয়,
তাহারও নির্দেশ করিয়াছেন,—

“ত্রিভির্কর্মেণ ত্রিভির্ভির্মানসৈ ত্রিভিঃ পট্টৈঃ ত্রিভির্ভির্ভিঃ।

অত্যাংকটৈঃ পুণ্যাপাটৈরিহৈব ফলমশ্নতে।”

কৰ্ম্মকালীন মানসিক অভিনিবেশের তীব্রতামুসারে কৰ্ম্মফল তিন বৎসরে, তিন মাসে, তিন
পক্ষে কিংবা তিন দিনের মধ্যেও প্রকাশ পাইয়া থাকে। কিন্তু তাঁহাতর পরিমাণ অত্যন্ত
অধিক হইলে তৎকণাৎও ফল প্রকাশ পাইতে পারে। যেমন—মহারাজ নহব অগত্যা ঝরিকে
পদাঘাত করার সময় সেই সর্পদেহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কৰ্ম্মফলগত এই প্রকার বৈচিত্র্য
পুণ্যপাশ্রে বহুতর বর্ণিত আছে।

টীকা। ত্রিবিধমপি কর্তৃকলং বৈরাগ্যার্থং সাক্ষিপ্য উপসংহরতি—এবমিতি। সা চ অবিজ্ঞা কৃতবাৎ অনর্থকগা, ইত্যাহ—বাভাবিকেনিতি। বিচিৎকর্ষকভূতয়া তত্ত্বা বৈচিত্র্যমাহ—যদ্বা ধরেতি। তর্হি ধর্মাদ্বন্দ্বীভ্যামেব তন্নির্দ্বাণসত্ত্ববাৎ কৃতম্ অবিজ্ঞায়, ইত্যাহ আই—নায়েতি। তথা—সুস্বাবস্থা অবিজ্ঞা, তদালম্বনেতি বাবৎ। যদ্বাদে। অবিজ্ঞারাক্ত নিমিত্তছোপাদানহা ভাষ্য উপযোগ ইতি ভাবঃ।

ভাষ্যভূমিকানুবাদ।

কখনও বা শাস্ত্রানুশীলনজাত স দ্বাবও প্রবল হইয় থাকে। তখন মানসিক বাচিক ও কাসিক চেষ্টায় আপনান অসীটসিদ্ধিব জন্ম নহলপরিমাণে ধর্মকর্মও সম্ভব কবিয়া থাকে। সেই ধর্মকর্ম আবার দুই প্রকার ১ জ্ঞানপূরক ও (২) কেবল জ্ঞানবহিত। ওয়ার্থ কেবল ধর্মকর্ম দ্বারা পিতৃলোকানি লাভ হয়, আর জ্ঞানপূরক ধর্মকর্মেণ ফলে দেবলোক স্বয়ং তটতে আবস্থ কবিয়া একলোক পর্যান্ত লাভ হয়। তত্বেমক শ্রুতি এই 'দেবগচ্ছী' অর্থাৎ যাহাবা কেবল দেবতাব আরাধনা করেন, তাহাদের অপেক্ষা আত্মগার্ভে আত্মজ্ঞানসম্পন্ন লোক শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি। শ্রুতিও আছে 'দেবোক্তা কথং বিবিধ' ইত্যাদি। ধর্ম ও অর্থ্য অর্থাৎ পূর্ণ ও পূর্ণ্য সমান হইলে যত্নমুখে প্রাপ্তি হয়। ৩,। এইরূপে স্বভাবসিদ্ধ অবিজ্ঞাদি দোষসম্পন্ন ব্যক্তিব ধর্মাদম্ব কক্ষাত্তানের ফলে বন্ধাদি দ্বাববস্ত প্রাপ্তি পর্যান্ত গতি হয়, কিন্তু ই সমস্তই স সমান দশাব অন্তগত এন নাম কপ ও কক্ষান্ত্রিত।

ভাষ্যভূমিকা।

তদেব ইদং ব্যাকৃত সাধ্য সাধনরূপ ভগৎ প্রাপ্তংপক্ষে: অব্যাকৃতমাসীৎ। স এন বীজাক্রবান্দিবদ্ অবিজ্ঞাকৃতঃ সংসার আত্মনি ক্রিয়া-কাবক কলাধারোপ

(৬) ভাবপদ—বৈজ্ঞানিক কল্প সাধারণতঃ দুই ভাবে বিভক্ত, (১) প্রকৃত কল্প ও (২) নিমিত্ত কল্প। প্রকৃত কল্পিক ব পারলৌকিক ফলোন্মেষে যে কল্প অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহার নাম 'প্রকৃত' বা 'কাম' কল্প। নিমিত্তবৈজ্ঞানিক কল্পও এই 'প্রকৃত' কল্পেরই অন্তর্নিবিষ্ট, আর কোন প্রকার ফল উদ্দেশ্য ন করির কেবল জ্ঞানের জন্য যে কল্প অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহার নাম 'নিমিত্ত' বা 'নির্ভাম' কল্প। প্রকৃত কল্পের ফল বই উৎকৃষ্ট উটক না কেন, কখনই উট। সসারের বাহিরে বাইতে পার না, এবং তাবী বিশাশের হস্ত হইতেও পরিভ্রাণ করিতে পারে না; এই জন্য সুস্ব পুরুষ-প্রকৃত কল্প পরিভ্রাণপূরক নিমিত্ত কল্পের আশ্রয় লটরা থাকেন, এবং 'তাহা কারাহ' ক্রমে চিত্তশক্তি ও জ্ঞানোৎকর্ষ লাভ করিয়া ত্রজ্ঞাতাব সাক্ষ্য করিতে সমর্থ হন।

ভাষ্যভূমিকা ।

লক্ষণঃ অনাদিবিনশ্চঃ অনর্থঃ—ইতি, এতন্মাদ্ পিবক্তৃত্ব অবিচ্ছা-নিরন্তরে তদ্বিপরীত-ব্রহ্মবিচ্ছা-প্রতিপত্ত্যর্থো উপনিষদ্ আরভাতে ।

টীকা । নমু সংসারগতে: আবিচ্ছদ্যম্ অমুক্তং, প্রত্যক্ষাদিপ্রতিপন্নহাং, “তৎ নামরূপা-ভামেব ব্যাক্রিয়ত” ইতি শ্রুতৌ চ নামরূপান্ননো জগতঃ অভিব্যক্তিশ্রবণাৎ । ন চ প্রামাণি-কস্ত অবিচ্ছাকৃতত্বম্; অত আত্ম—তদেবেদমিতি । জগত স্বরূপমায়ী, তত্র অধ্যস্তহাং; তন্মাৎ আন্ততঃ অনভিব্যক্তে প্রত্যক্ষাদিনা প্রত্য। চ অভিব্যক্তমিব দৃশ্যমানমপি জগদনভিব্যক্ত-মেবেতি, ন তত্ত অবিচ্ছাকৃতত্ব কতি: ইতিভাব । অবিচ্ছাকৃতং স সাবগতিম্ অমুক্তাহতে—স এষ ইতি । নমু অবিচ্ছাকৃততঃ কথম্ অনাদিহম্ (—তৎপ্রাণম্) তত্ত প্রবাহকপেণেত্যাহ—বীজাহুরাদিশ্রুতিঃ । তত্রি কাদাচিত্তকতয়া সাধনাপেক্ষানন্তবে নাশো ভবিষ্যতি, ইত্যাহ-গঙ্গাহ-অনাদিরিতি । চৈতন্তবদান্ননি তত্ত অবিচ্ছাকৃতত্বানুপপত্তিম্ আশঙ্ক্য নানারূপহেন ততো বিলক্ষ্যহাং এককপে যুক্তং তত্ত কল্পিতত্বম্, ইত্যাহ—ক্ষিণেতি । অনাদেয়পি সংসা-রস্ত আগত্বাববৎ নিবৃত্তি: স্তাদিতি চেৎ, তথাপি ব্রহ্মবিজ্ঞানমন্তবে নাশো নাস্তি, ইত্যাহ—অনন্ত ইতি । প্রবক্তৃতা হেরহা স্তোত্রয়িতুম্ ‘অনর্থ’ ইতি বিশেষণম্ । ‘নৈসর্গিক’ ইতি পাঠে তু কারণকপেণ তবম্ উল্লেকম্ । তন্মাৎ কল্প সংসারফলং, ন মোক্ষ ফলম্ভতি; তন্মাৎ সনিদান সংসার নিবর্তকায়জ্ঞানার্থয়েন সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নম্ অধিকাংশম্ অধিকৃত বেদান্তাবন্ত: সম্ভবতি, ইতুপসংহতিঃ—উত্তোত্তমাদিতি ।

ভাষ্যভূমিকানুবাদ ।

সেই এই নাম-রূপায়ক সাধ্য সাধনরূপ অর্থাৎ কার্য্য কাবণ-প্রবাহরূপে অভিব্যক্ত পরিদৃশ্যমান এই সমস্ত জগৎই উৎপত্তিব পূর্বে অব্যাকৃত বা অনভিব্যক্ত ছিল । বীজ ও অঙ্কুরের কার্য্যকাবণভাব যেমন অনাদি অনন্ত, তেমনি অবিচ্ছা দ্বারা আত্মাতে আরোপিত ক্রিয়া, কারক (কণ্ডুহাদি) ও কণ্মকলায়ক অনর্থময় এই সংসারও অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল পর্য্যন্ত প্রবাহক্রমে বর্তমান রহিয়াছে ও থাকিবে । যে লোক এই সংসার হইতে বিবক্ত বা বৈরাগ্যসম্পন্ন হইয়াছে, তাহার অবিচ্ছানিবৃত্তির জন্ত এবং অবিচ্ছাবিবোধী ব্রহ্মবিজ্ঞা লাভের উদ্দেশ্যে উপনিষৎ শাস্ত্র আরম্ভ হইতেছে ।

ভাষ্যভূমিকা ।

অন্ত তু অবশেষ-কর্ম্ম-সবন্ধিনো বিজ্ঞানস্ত প্রয়োজনং বেদাম্ অবশেষে নাধিকারঃ, তেদাম্ অম্বাদেব বিজ্ঞানাৎ তৎফলপ্রাপ্তিঃ, “বিজ্ঞা বা কর্ম্মণা বা” “তদ্বৈতলোকভিদেব” ইত্যেবমাদিশ্রুতিভ্যাঃ ।

কর্ম্মবিষয়কমেব বিজ্ঞানন্তেতি চেৎ; বা; প্রবাহকপেণেত্যাহ—

ভাষ্যভূমিকা ।

চৈনমেবং বেদ" ইতি বিকল্পক্ৰতেঃ । বিভ্রাৎকরণে চ আত্মানাং, কর্মান্তরে চ সম্পাদন-দর্শনাং বিজ্ঞানাং তৎকলপ্রাপ্তিঃ অসীতি অবগম্যতে । সর্বোবাৎ কর্মণাং পবং কর্ম অবমেধঃ, সমষ্টি-বাষ্টি-প্রাপ্তি-কল্যাৎ ।

তত্ত্ব চ ইহ ব্রহ্মবিজ্ঞাপ্রারম্ভে আত্মানাং সর্বকর্মণাং সংসারবিষয়কপ্রদর্শন-নার্থম্ । তথা চ দর্শনিস্থিতি কলম্—অশনারা' মৃত্যুভাবম্ ।

টীকা । যথোক্তজ্ঞানার্থম্বেন উপনিষদারম্ভে 'ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ' ইত্যারম্ভব্য, তদ্বাদ্যভ্যক্তা জ্ঞানোপদেশাৎ; 'উদা বা অবত' ইত্যারম্ভস্ত ন বৃহৎ, সাক্ষাৎ অত্র ভদ্রভুক্তোঃ, ইত্যাপেক্ষা অন্ত্যাদারম্ভ উপনিষদারম্ভে অসীৎ' কলম্ অতিথিংসমানঃ প্রথমম্ অবমেধোপাসন-কলমাহ—অন্ত স্থিতি । রাজবজ্রহাদ্ অবমেধস্ত তদনধিকারিণামপি ব্রাহ্মণাদীনাম তৎ-কলার্শিনাম্ অন্ত্যাবেব উপাসনাং তদাপ্তিরিতি বহা ক্রতো তদুপাসনোক্তিরিত্যর্থঃ । কিমত্র নিবাসকম্? ইত্যাপেক্ষা বিকল্পপ্রবণং কেবলতাপি জ্ঞানস্ত সাধনম্' সূচয়তি, ইত্যর্থতো বিকল্প-প্রতিমুদাহরতি—বিভ্রয়েতি । 'তৎকলপ্রাপ্তি'রिति পূর্বেণ সন্ধ্যাঃ । তত্রৈব ক্রত্যন্তরবাহ—তচ্চেতি । তদেতৎ প্রাপদর্শনং নোকপ্রাপ্তিসাধনং এসিদ্ধমিতি বাবৎ । 'আদি'-শব্দেন কেবলোপাত্তা ব্রহ্মলোকোপ্তিবাদিত্যঃ ক্রতরো গৃহ্যন্তে ।

অবমেধে বহুপাসন', তস্তাপি অবাদিবৎ তচ্ছব্দম্বেন কলবহাৎ ন ব্যতিশ্রোণ তদ্বদম্, অদেহু বতন্ত্বকলাভাবাদিতি শব্দে—কর্মবিষয়মিতি । জ্ঞানস্ত ক্রত্বর্থ' সূচয়তি—নেতি । পূর্বেই অর্থতো দর্শিতা' বিকল্পপ্রতিম্ অত্র চেতুঃস্তর্য ব্রহ্মপতঃ অন্ত্যক্রমতি—গোহবমেধেনেতি । "স সন্ধ্যাং পাপুনাং তরতি, তরতি ব্রহ্মহত্যাম্" ইতি সন্ধ্যাঃ । জ্ঞানকর্মণোঃ তুল্যকলম্বেন জ্ঞাবাদিতি শেবঃ । উপাস্তিকলক্রতেঃ অর্থবাদব্রহ্মণস্য অবমেধবৎ উপাস্তেরপি কর্মণ্যং বিহিতত্বাৎ কর্মপ্রকরণায় বুখিতত্বাচ্চ যৈবম্, ইত্যাহ—বিভ্রয়েতি । কলক্রতেঃ অর্থবাদত্বাভাবে হেতুস্তরবাহ—কর্মাত্তরে চেতি । অবমেধাতিরিক্তে কর্মণি "অত্র বাব লোকোহগ্রঃ" ইত্যাকৌ চিত্তাশ্রয়াকৌ এতলোকাদিসম্পাদনস্ত বতন্ত্বকলোপাসনস্ত দর্শনাৎ ন কলক্রতেঃ অর্থবাদত্বা ইত্যর্থঃ । অবমেধোপাসন' ন ক্রত্বর্থ, কিং তু পুরুষার্থঃ ; তত্র চ অধিকারঃ অবমেধকর্মণি কারিণামসীতি এতাবমেধ ইষ্ট' চেৎ, উপাসনে কর্মপ্রকরণহেতুপি তদ্রাতাং বিভ্রাৎকরণে ন অন্ত্যাদারম্ভবৎ, ইত্যাপেক্ষাহ—সর্বোবা' চেতি । পরবে হেতুঃ—সমসীতি । অনুবৃত্তব্যাবৃত্তরূপ ক্রিয়াপর্জ-প্রাপ্তিহেতুবাং তত্ত্ব জেষ্ঠত্বা ইত্যর্থঃ ।

তত্ত্ব পুণ্যজেষ্ঠ্যেহপি একুতে কিমাত্মাতঃ, তদাহ—তত্ত্ব চেতি । যদা ক্রতুপ্রধানস্ত অবমেধস্ত উপাস্তিসহিততাপি সংসারকলম্, তদা অগ্রীরসান্ অগ্নিহোত্মাদীনাম সংসারকলম্ কিং বাচ্যম্, ইত্যাস্তি কর্মপ্রার্থো বক্তহেতৌ বিরক্তাঃ সাধনচেতুঃইবিশিষ্টা । জ্ঞানমপেক্ষমাণাঃ তদুপারে একবাকৌ এব সর্বকর্মসংকটসমূহকে কথং এবর্জয়েৎ—ইত্যাপ্রবর্তী প্রতিরূপাননাং বিভ্রাৎক্রে অর্জিনপাতি । তেন "উদা বা অবত" ইত্যাপ্রাশম্বিদারম্ভো বৃহৎ, অত্র বিশিষ্টাধি-কারিসর্বকল্যাৎ ইত্যর্থঃ । উপাস্তিকলম্ সংসারমোচনম্বেব বৃহৎ সিকম্? যত্ব আহ—তথা

চেতি । অনন্যাহা হি ব্রহ্মঃ, “স বৈ নৈব যেনে, সঃ অবিত্যেৎ” ইতি ভবারত্যাধিবচনাৎ উপাস্তি-
হৃত্ত্বক্রতুলস্ত স্মৃত্ত্ব বচনমধ্যপাতিত্বাৎ বিশিষ্টোহপি ক্রতুঃ ন-মুক্তয়ে পর্যায়োত্তীত্যর্থঃ ।

ভাষ্যভূমিকানুবাদ ।

এই অধ্যমেধ কর্মসম্বন্ধী বিজ্ঞানের (অর্থাৎ এই ব্রহ্মদারণ্যকোপনিষদের
প্রথমে উপদিষ্ট অধ্যমেধ যজ্ঞেব রূপক-কল্পনার) উদ্দেশ্য এই যে, অধ্যমেধ যজ্ঞে
বাহাদের অধিকার নাই, সেই ব্রাহ্মণপ্রভৃতিও যে, এব বিধ বিজ্ঞান হইতেই প্রকৃত
অধ্যমেধ যজ্ঞের বধ্যযথ ফল লাভ করিতে পারিবে, (৭) তাহা ‘বিজ্ঞা অথবা কর্ম’
দ্বারা [যথোক্ত ফলপ্রাপ্তি হয়] এবং ‘সেই এই প্রাণবিজ্ঞান নিশ্চয়ই লোক-
প্রাপ্তির সাধন’ ইত্যাদি শ্রুতি হইতে [জানা যায়] ।

যদি বল, কর্মই উক্ত বিজ্ঞানের বিবরণ, (অর্থাৎ শাশ্বত অধ্যমেধ যজ্ঞেরই অঙ্গ-
রূপে ঐরূপ উপাসনার বিধান করা হইয়াছে, স্বতন্ত্র ভাবে নহে ;) না,—তাহাও
বলিতে পার না ; কারণ, ‘যে লোক অধ্যমেধ যজ্ঞ কবে, অথবা যে লোক যথোক্ত
প্রকারে ইহা চিন্তা করে (=বিজ্ঞানসম্পন্ন হয়)’ এই শ্রুতিতে যজ্ঞ ও যজ্ঞ-বিজ্ঞানের
বিকল্প (পূর্ণক অন্তর্ভেদ) কথিত হইয়াছে । বিশেষতঃ, উপাসনা-প্রকরণে পঠিত
হওয়ার, এব অধ্যমেধাতিরিক্ত কর্মেও এইপ্রকার বিজ্ঞানের উপদেশ দৃষ্ট হওয়ার
বুঝা যায়—তাহে যে, কেবল বিজ্ঞান হইতেও অধ্যমেধ যজ্ঞেব ফললাভ হইয়া থাকে ।
অধ্যমেধ যজ্ঞ সর্বকর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম ; কারণ, ইহা চরা সমষ্টি-ব্যাপ্তি—সমস্ত
কলই প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

ব্রহ্ম-বিজ্ঞান প্রারম্ভে যে, ইহার উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাব প্রধান উদ্দেশ্য
হইতেছে—কর্ম্মমাত্রেরই সংসার-বিবরণকল্প (অর্থাৎ সা সাংবিক ফলসাধক)
প্রদর্শন করা । আন ফলভোগের ইচ্ছার বা সন্ধান ভাবে কৃত কর্ম্মেব ফল যে মৃত্যু-
প্রাপ্তি, তাহা পরেও প্রদর্শন করিবেন ।

ভাষ্যভূমিকা ।

ন নিত্যানাং সংসারবিবরণ-ফলস্বমিতি চেৎ ; ন ; সর্বকর্ম্মফলোপসংহার-
শ্রুতেঃ । সর্বং হি পত্নীসম্বন্ধং কর্ম্ম ; “জান্না মে শ্রুৎ, এতাবান্ বৈ
কামঃ” ইতি নিসর্গত এব সর্বকর্ম্মণাং কামাত্মং দর্শয়িত্বা, পুত্র-কর্ম্মাপর-
বিজ্ঞানাক্ষ “অয়ং লোকঃ পিতৃলোকো দেবলোকঃ” ইতি ফল দর্শয়িত্বা,

(৭) তাৎপর্য—কর্ম্মকাতোক্ত অধ্যমেধযজ্ঞে একমাত্র কত্রির রাত্যবই অধিকার ; হৃত্যাহা,
ব্রাহ্মণাদি জাতি ঐ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে ও ফললাভে অধিকারী নহে । সেই ব্রতই শ্রুতি
রূপাপরবণ হইল রূপক-যজ্ঞের উপদেশ দিয়াছেন । ব্রাহ্মণাদি জাতি ঐরূপ ভাবনাব দ্বারা—
অধ্যমেধের ফললাভে সর্বত্র হইবেন ।

ভাষ্যভূমিকা ।

ত্র্যাস্বকতাক্ষ অস্তে উপসংহরিষ্যতি—“জয়ং বা ইদং নাম রূপং কর্ম” ইতি ।
সর্বকর্ষণাং ফলং ব্যাকৃতং সংসার এবৈতি ।

টীকা । উক্তে সর্বকর্ষণাং বাক্যকলমে নিভানৈমিত্তিকানাং ন তৎকলম্, তেবাং বিধুক্ষেপে
কলাজ্ঞেতঃ নষ্টাশ-নষ্টরথস্তায়েন মুক্তিকলকলাভামিতি শব্দেত—ন নিভানামিতি । “এতাবান্
বৈ কামঃ” ইতি সর্বকর্ষণাম্ অবিণেবেণ ফলসম্বন্ধপ্রবণাং পঞ্চাক্ষেত কামাকলভস্ত তদ্বিধুম্বেশবণাং
সিদ্ধবাৎ “কর্ষণা পিতৃলোকঃ” ইতি বাক্যস্ত কিত্যাদিকর্ষণকলবিষয়বাৎ ন যোজকলহাসকা, ইতি
পরিহরতি—নোতি । উক্তমেব শূটরতি—সর্গঃ হীতি । পত্নীসম্বন্ধে মানসাহ—জ্ঞায়েতি ।
তথাপি কণ কর্ণঃ সর্বস্ত কামোপারবৎ, তত্রাহ—এতাবান্ বৈ কাম ইতি । কণ তর্হি তেবা
কলভেদো লভতে, তত্রাহ—পুস্ত্রেতি । অথৈব কলবিভাগে কণং সনষ্টিব্যাপ্তিশ্রাণ্ডিকলম্ অত
যেথস্তোক্তম্, অত আত—ত্র্যাস্বকতাতং তেতি । অস্তাখ্যায়ন্ত অবসানে কন্মকলস্ত হিরণ্যগর্ভ-
রূপতাং ত্রয়মিত্যাক্তা ঋতিঃ উপসংহরিত্ততীতার্থ । উপসংহারজ্ঞেতঃ তাৎপর্যমাহ—
সর্বকর্ষণামিতি ।

ভাষ্যভূমিকানুবাদ ।

যদি বল, না—নিত্যকর্ষেবও ফল সংসারবিষয়ক নহে, অর্থাৎ নিত্যকর্ম দ্বারা
যে ফল লাভ হয়, তাহা সাংসারিক ফলাপেক্ষা উৎকৃষ্টও হইতে পারে । না,— তাহাও
বলিতে পার না ; কেন না, এই অধ্যায়েরই শেষভাগে সমস্ত কর্মকলমে যেকোন
উপসংহতন করা হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, কর্মের সর্বোচ্চ ফল হইতেছে—
হিরণ্যগর্ভ-প্রাপ্তি পূর্ণান্দ্র, সেই হিরণ্যগর্ভও ত সংসারের বাহিরে নহেন । বিশে
সতঃ, কর্মমাত্রই পত্নী-সম্বন্ধ, কাবণ, ‘আমার পত্নী চউক’, ‘এই পূর্ণান্দ্রই আমার
কামনার বিষয়’, এই সকল স্থলে কাম্য ফলবিষয়েই সমস্ত কর্মের প্রবৃত্তি প্রদর্শন
করিয়াছেন, ‘এব’ পুত্র, কর্ম ও অপরা বিচার [--ব্রহ্মবিজ্ঞাতির বিচার]
আবার ইচ্ছলোক, পিতৃলোক ও দেবলোকরূপ ফল নির্দেশ করিয়াছেন,
(অর্থাৎ পুস্ত্রের ফল ইচ্ছলোক, কর্মের ফল পিতৃলোক আর অপরা বিচার
ফল দেবলোকপ্রাপ্তি, এইরূপে ফলবিভাগ প্রদর্শন করিয়াছেন) । তাহার পর
উপসংহারকালেও ‘বৃহদ্বাক্যম্ এই ভগৎ ত্রিবিধ—নাম, রূপ (আকৃতি)
ও কর্মায়ক’ ; এই কথা বলিয়া ভগতের ত্র্যাস্বকতা অর্থাৎ ত্রিবিধ অন্নরূপ
প্রদর্শন করিবেন (৮) । অতএব, নামরূপাতিব্যক্ত এই সংসারই যে, সমস্ত
কর্মের প্রাপ্তব্য ফল, তাহা বেশ বুঝা বাইতেছে ।

(৮) ভাষ্যার্থ—এখানে অন্ন অর্থে জীবের হোম্যাক্ত বুদ্ধিতে হইবে । নাম, রূপ ও
কর্ম এইগুলি ভগতের অতিশু । কাণ্ডিক সেই নাম, রূপ ও কর্ম-তিনই জীবনের

ভাষ্যভূমিকা।

ইদমেব ত্রয়ং প্রাপ্তংপন্তে: তর্হি অব্যাকৃতমাসীৎ। তদেব পুন: সর্ব-
প্রাণিকর্ষবশাদ্ ব্যাক্রিরতে বীজাদিব বৃক:। সোহং ব্যাকৃতাব্যাকৃতরূপ:
সংসার: অবিজ্ঞাবিষয়:। ক্রিয়াকারক-কলাত্মকতয়া আত্মরূপেণ অধ্যা-
রোপিত: অবিজ্ঞয়েব মূর্ত্তামূর্ত্ত-তৎসানাত্মক:, অতো বিলক্ষণ:, অনাম-রূপ-
কর্ণাত্মক: অরয়: নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত্যভাবোহপি ক্রিয়াকারক-কলভেদাদি-
বিপর্যয়েণ অবভাসতে। অত: অত্য়াং ক্রিয়াকারক-কলভেদরূপাৎ 'এতাবৎ
ইদম্' ইতি সাধা-সাধনরূপাদ্ বিরক্তশ্চ কামাদিদোষ-কর্মবীজভূতাবিজ্ঞা-
নিবৃত্তয়ে রক্ষামিব সর্ববিজ্ঞানাপনয়ান ব্রহ্মবিজ্ঞানভ্যতে।

টীকা। কর্মকলা: সংসারক্ষেত্রং, প্রাক্ তদমুজানাং তদভাবাৎ দুজানাং পুনর্কর্মক: স্তাৎ,
ইত্যাপেক্ষাহ—ইদমেবেতি। 'তর্হি' তত্ত্বানবহারামিতি বাবৎ। তত্ত্ব পুনর্কর্মান্বয়ে কাৰ্ণমাহ—
তদেবেতি। ব্যাকৃতাব্যাকৃতাত্মন: সংসারস্ত প্রামাণিকত্বেন সত্যসামান্য্য অবিজ্ঞাকৃতত্বেন
তদ্বিপর্যায়মুক্তং স্মারয়তি—সোহংমিতি। ন এষ হি জ্ঞানবিষয়ো ন প্রামাণিক:, তৎ কুতোহস্ত
সত্যতা ইত্যর্থ:। কথমুজানি অরয়ে কুটুহে প্রাপ্তিরিত্যাপেক্ষাহ—ক্রমেতি। সমারোপে
মূলকারণমাহ—অবিজ্ঞয়েতি। আত্মনি অবিজ্ঞারোপিতং বৈতম্, ইত্যত্র "যে বাব ব্রহ্মণে। রূপে
মূর্ত্ত: চৈবামূর্ত্ত: চ" ইত্যাদিবাক্য: প্রমাণয়তি—মূর্ত্তেতি। নমু আত্মজ্ঞারোপো ন উপপদ্যতে,
তত্ত্ব নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত্যভাবস্ত বৈতবিলক্ষণত্বাৎ, অসতি সাদৃশ্যে অধ্যানাসিক্ষে:; অত আহ—
অত ইতি। সংসারাবৈলক্ষণ্যমেব প্রকটয়তি—অনামেতি। 'আদি'-পদেন অন্তেহপি বিপর্যয়-
ভেদা: সংগৃহ্যন্তে। আরোপে 'প্রমিণোমি করোমি ভূজে চ' ইত্যমুতব' প্রমাণয়তি—অবভাসত-
ইতি। আত্মতৎসান্য: সাদৃশ্যভাবোহপি নভসি মলিনত্বাদিবৎ যতোহমুভূয়তে, অত: সবিলাসা-
বিজ্ঞানিবর্ত্তক-ব্রহ্মবিজ্ঞানার্থেণ উপনিষদারম্ভ: সম্ভবতি, ইতুপসংহরতি—অত্র ইতি। এতাব-
দिति অনর্থান্বযোক্তি:। তদজানাং অজ্ঞাননিবৃত্তৌ দুষ্টান্তমাহ—রক্ষামিবেতি।

ভাষ্যভূমিকানুবাদ:

এই তিনটিই অর্থাৎ উক্ত নাম, রূপ ও কর্মই উৎপত্তির পূর্বে অব্যাকৃত
বা অনতিব্যাকৃত অবস্থায় ছিল; বীজ হইতে মেরূপ বৃক্ষ বহির্গত হয়, তদ্রূপ

তোমা; এই তত্ত্ব অরসংজ্ঞার পরিচিত। কর্মের চূড়ান্ত কল হইতেছে—হিরণ্যগর্ভ জ্ঞানি,
সেই হিরণ্যগর্ভ যখন স্বায়ম্বুপকর্মান্বক সংসারের জড়ীত বহে, তখন অপরো আর কথা কি?
বিশেষ এই যে, পুত্র দ্বারা ইহলোকে প্রতিষ্ঠা দি লাভ হয়, জ্ঞানরহিত কর্ম দ্বারা পিতৃলোক
লাভ হয়, আর অপরা দ্বিত্ব দ্বারা—বাহ্য ব্রহ্মবিজ্ঞা নহে, সেই বিজ্ঞা দ্বারা—দেবলোক লাভ
হয়, কিন্তু কেবলমুখাই কর্ম দ্বারা সাধার লবকে দুর্ভিলাভ সম্ভব হয় না।

ভাষ্যভূমিকানুবাদ ।

সেই তিনটিই জীবগণের প্রাক্তন কর্তৃক বা অদৃষ্ট বশতঃ স্থূলরূপে অভি-
 ব্যক্ত হইল। সেই এই সংসারের (জগতের) অবস্থা দুইপ্রকার—ব্যাকৃত
 (স্থূল) ও অব্যাকৃত (স্থূক্ষ)। এই উভয়াবস্থার সংসারই অবিস্তার অধিকারে
 বর্তমান, অথচ অবিষ্টাকর্ষকই আত্মাতে ক্রিয়া, কারক ও ফলরূপে অধ্যারোপিত
 (আরোপিত), (২) এবং মূর্ত (স্থূল—আকৃতিসম্পন্ন), অমূর্ত (স্থূক্ষ—
 স্থূলাবয়ববাহিত) ও তদ্বিসয়ক সংসারময়। পরব্রহ্ম ঠিক ইহার বিপরীত—নাম-
 রূপ-কর্ষ-সম্বন্ধশূন্য অদ্বিতীয় এবং স্বভাবতই নিত্যওক্ষুণ্ণরূপ; কিন্তু তথাপি
 (১০) অবিষ্টা-বিভ্রমে ক্রিয়া, কারক ও ফলাদিভেদে বিভিন্নাকারে প্রতিভাসমান
 হইয়া থাকেন। এইজন্য 'ইহা এই পর্য্যন্তই', অর্থাৎ ক্রিয়াদি সমস্তই পরিচ্ছিন্ন
 ও বিনাশাদি-দোষগ্রস্ত, এইরূপ ভাবনাবশে বাহারা সাধ্য-সাধনাত্মক বা কার্য্য-
 কারণভাবাত্মক ক্রিয়া-কারক-ফলাদিবিভাগময় সংসার হইতে বিরক্ত বা অনাসক্ত,
 বৈরাগ্যসম্পন্ন সেই সমস্ত পুরুষেরই রক্ষুতে সর্পব্রহ্ম-নিবৃত্তির জ্ঞান, কামাদি
 দোষের ও কর্ত্ত্বের বীজভূত অবিষ্টানিবৃত্তির জ্ঞান এই ব্রহ্মবিষ্টা (উপনিষৎ) আরম্ভ
 হইতেছে।

(২) তাৎপৰ্য্য—‘অধ্যারোপ’ কথাটি বেদান্তশাস্ত্রে বিশেষার্থে পরিভাষিত, ‘অধ্যাস’
 ইহার নামান্তর। ইহার পরিচয় এই প্রকার;—‘বস্তুভবহারোপোহধ্যারোপঃ’ (বেদান্তসার)।
 অর্থাৎ কোন একটি সত্য পদার্থের উপর অপর কোন অন্যতর পদার্থের যে, আরোপ বা অজ্ঞানমূলক
 কর্ত্ত্বনা, তাহাই অধ্যারোপ। যেমন—বাবহাররূপে তৎ একটি সত্য পদার্থ; অজ্ঞানের ফলে
 তাহাকে সর্পরূপে মনে করা হয়। এই রক্ষুতে যে সর্পজ্ঞান, ইহাই অধ্যারোপ; সুতরাং সর্প সেখানে
 অধ্যারোপিত। এই প্রকার, ব্রহ্ম নিত্য নিম্পাপ ও বৃত্তবতাব এবং অদ্বিতীয়, কিন্তু অজ্ঞান
 তাহাতে আত্মবিশয় অনিত্য জগৎ-ভেদে অধ্যারোপিত করিয়া দেয়। স্মরণ রাখিতে হইবে যে,
 অধ্যারোপ বস্তুই হউক বা কেন, সেই আরোপিতের দোষগুণে আরোপাধার সত্য বস্তুটি কখনও
 বিকৃত বা পরিবর্তিত হয় না, এক্ষত পক্ষে অবিকৃত নিজ স্বভাবেই থাকে। অতএব এই বিশাল
 জগৎপ্রবন্ধের আরোপেও ব্রহ্মের কিছুমাত্র কতিবৃত্তি হয় না।

(১০) তাৎপৰ্য্য—নিত্য অর্থ কোন কালে বা কোন দেশে কোনও রূপে বাহ্যিক বিনাশ
 বা পরিবর্তন না ঘটে। কিন্তু সাংখ্যবাদীরা বলেন,—বিকার বা পরিবর্তন হইলেও বাহ্যিক
 অস্তিত্ব উচ্ছেদ না হয়, তাহাও নিত্য। এই দ্বিরবাস্তবতারে ঐহারা চিরবিকারশীল অকৃতিকেন্দ্র
 নিত্য বলেন; কারণ, এক্ষতির বিকার হয় সত্য, কিন্তু একেবারে ধ্বংস বা উচ্ছেদ হয় না;
 হুতরাং ঐহাদের মতে নিত্য পদার্থ দুই প্রকার;—(১) পরিণামী নিত্য, ও (২) কূটন্য নিত্য।
 ঐহাদের মতেশূন্য (আত্মা) ভিন্ন আর কিছুই কূটন্য নিত্য নাই; আর বেদান্তমতে কূটন্য নিত্য
 অকৃতিকার কিছুমাত্রই নিত্য পদার্থ নাই; অপর সকলের নিত্যতা কেবল প্রাণৈকিক মাত্র।

ভাষ্যভূমিকা।

তত্র তাবদ্ অশ্বমেধবিজ্ঞানায় “উবা বা অশ্বত্” ইত্যাদি। তত্র অশ্ববিষয়মেব দর্শনমুচ্যতে, প্রাধান্তাদশত্। প্রাধান্তঞ্চ তন্মামাক্ষিতত্বাৎ ক্রতোঃ প্রাজাপত্যত্বাচ্চ।

টীকা। এবম্ উপনিষদারম্ভে হিতে প্রাথমিকব্রাহ্মণয়োঃ অবান্তরতাৎপৰ্য্যমাহ—তত্র তাবদিতি। আত্মত্ব পুনঃ অবান্তরতাৎপৰ্য্যং দর্শয়তি—তত্রৈতি। নহু অশ্বমেধত্ব অন্নবাহুল্যে কন্ম্যাৎ অশ্বাধ্যায়বিষয়মেব উপাসনমুচ্যতে, তত্রাহ—প্রাধান্তাদিতি। তদেব কথমিতি, তদাহ—প্রাধান্তং চেতি। প্রাজাপতিদেবতাকত্বাচ্চ অশ্বত্ প্রাধান্তমিত্যাহ—প্রাজাপত্যত্বাচ্চেতি।

ভাষ্য ভূমিকানুবাদ।

অশ্বমেধ যজ্ঞবিবঙ্গে বিজ্ঞান সমুৎপাদনার্থ প্রথমে “উবা বা অশ্বত্” ইত্যাদি বাক্য আরম্ভ হইতেছে। তন্মধ্যেও আবার সৰ্ব্বপ্রথমে অশ্ববিষয়ক দৃষ্টির (রূপক-বিজ্ঞানের বিষয়) কথিত হইতেছে; কারণ, অশ্বই অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রধান অঙ্গ। ঐ যজ্ঞটি অশ্বের নামে পরিচিত, এবং প্রাজাপতি উহার দেবতা; এই উভয় কারণে অশ্বের প্রাধান্ত বুঝিতে হইবে।

প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

[ব্রাহ্মণক্রমেণ তু তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।]

[উপনিষদারম্ভঃ ।]

প্রথমঃ ব্রাহ্মণম্ :

ওঁম্ উষা বা অশ্বশ্র মেধ্যশ্র শিরঃ সূর্যাশ্চক্ষুর্ক্বাতঃ প্রাণো
ব্যাভ্রমগ্নিবৈশ্বানরঃ সংবৎসর আত্মা অশ্বশ্র মেধ্যশ্র । গোঃ
পৃষ্ঠমন্তরীক্ষমুদরঃ পৃথিবী পাক্রশ্রম্ দিশঃ পার্শ্বে অবাস্তরদিশঃ
পর্শ্ব ঋতবোহস্মানি মাসাশ্চার্দ্ধমাসাশ্চ পর্ক্বাণ্যহোরাত্রাণি
প্রতিষ্ঠা নক্ষত্রাণ্যস্মীনি নভো মাংসানি । উবধ্যত্ সিকতাঃ সিদ্ধবো
গুদা বহুচ্চ ক্রোমানশ্চ পর্ক্বতা ওষধয়শ্চ বনস্পত্যশ্চ লোমানি
উগ্গন্ পূর্বার্দ্ধো নিল্লোচন্ জঘনার্দ্ধো বহ্নিজ্জম্বতে তদ্বিত্যোততে
বহ্নিধুমুতে তৎ স্তনয়তি যন্মেহতি তদ বর্ষতি বাগেবাস্ত্র বাক্ ॥ ১ ॥

সরলার্থঃ ।

সচ্চিদানন্দ-সন্দোহ-সম্বীপিত-কলেবরম্ ।

সানন্দং ভগদানন্দং বন্ধে ত্রীনন্দ-নন্দনম্ ॥

প্রণম্য গুরুপাদাভ্যং স্তুত্বা শঙ্করভাবিতম্ ।

বৃহদারণ্যকে ব্যাখ্যা সরলাখ্যা বিস্তৃত্যে ॥

সরলার্থঃ—অনান্তবিদ্যাসমুখ-জন্মমরণপ্রবাহ প্রসার-সংসার-মাগর-নিমগ্নান
জীবান ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশেন সহদ্বিধীর্ষুঃ ক্রতিরারোহপকারায় সুখবোধায় চ প্রথমং
কর্মাণ্যপ্ররূপাণ্যনং বস্তু রূপক্রমতে । তত্রাপি বক্তব্যে অবশেষত প্রোক্তবাৎ, তদন্ত
চ অস্ত্য প্রজাপতিদেবতাদ্বাদ্ অববিবরকবেব বিজ্ঞানং প্রথমং প্রোক্তোতি “উষা বৈ”
ইত্যাদিভিঃ ।

উষাঃ (প্রাকো বৃহতঃ) । বৈ-শবকঃ (আরলার্থকঃ—প্রসিদ্ধকলেবারকঃ) ।
যেহাত (পবিত্রত বজীরত) অকৃত শিরঃ (বস্তুকং) উষাঃ (অবশিরসি

উষোবুধিঃ করণীরা, শ্রেষ্ঠত্বসাম্যাদিত্যর্থঃ) ; চক্ষুঃ সূর্য্যঃ (স্নিগ্ধসান্নিধ্যাৎ) ;
 প্রাণঃ (পঞ্চবৃত্তাস্বকঃ) বাতঃ, (বায়ুবল্লপহাৎ প্রাণস্ত) ; বাতঃ (মুখবিবরঃ)
 বৈশ্বানরঃ অগ্নিঃ, (মুখস্তায়িদেবতাকথাৎ) ; আত্মা (শরীরঃ) সংবৎসরঃ
 (দ্বাদশাদিমাসাস্বকঃ কালঃ, অবয়বসমষ্টিরূপত্বাৎ) ; পৃষ্ঠা ছৌঃ (ছ্যালোকঃ,
 উচ্ছ্রসাম্যাত) ; উদরম্ অন্তরীক্ষং (আকাশম্, অবকাশরূপত্বাৎ) ; পাজস্তং
 (পাদস্তং পাদাপারস্থানং) পৃথিবী ; পার্শ্বে দিশঃ, পৰ্শ্বা (পার্শ্বাহীনি) অবাস্তর-
 দিশঃ ; অঙ্গানি (অবয়বাঃ) ঋতরঃ (বসন্তাদ্যা, ২ বৎসবাক্তত্বাৎ) ; পৰ্শ্বানি
 (অঙ্গসঙ্করঃ) নাসাঃ চ অঙ্গমাসাঃ (পক্ষাঃ) চ, প্র'ষ্ঠাঃ (পাদাঃ) অহো-
 বাত্ৰাণি ; অস্থানি নক্তত্ৰাণি ; য়া সানি নভঃ (আকাশত্বাৎ মেঘাঃ) ; উবধাঃ
 (উদরস্থমঙ্কজীর্ণময়) শিকতাঃ (বালুকাঃ, বিশীর্ণতাসাম্যাত) ; শুদাঃ (মলহারঃ,
 বহা বহুবচনসামিথ্যাত শ্রুতনসাম্যাত্তাচ্চ নাভাঃ) সিদ্ধব' (নভঃ) ; বহুৎ চ
 ক্লোমানঃ (প্লীহা) চ পৰ্শ্বতাঃ ; লোমানি ওষধিঃ ১ বনস্পত্যঃ চ ; পূৰ্শ্বাৰ্দ্ধঃ
 (দেহস্ত পূৰ্শ্বভাগঃ) উদ্যন' (উদগচ্ছন্ সূর্য্যঃ) ; জঘনাক্ষ' (উত্তরাৰ্দ্ধঃ) নিম্নোচ্চনু
 (অন্তং গচ্ছন্ সূর্য্যঃ), যৎ বিজৃম্বতে (অশ্বঃ গাত্রাণি বিক্ষিপতি), তৎ বিদ্যো-
 ততে, (বিজৃম্বন্ত বিদ্যোতনসাম্যাত) ; যৎ বিধুততে, (গাত্রাণি কম্পয়তি), তৎ
 ত্তনয়তি, (মেঘগচ্ছনসাম্যাত বিধুননস্ত), যৎ মেহতি অশ্বঃ মুত্রং ত্যজতি),
 তৎ বর্ষতি (ভলবর্ষসাম্যাত মেহনস্ত) ; অস্ত (অশ্বস্ত) বাক (শব্দঃ) এব বাক্
 (নাস্ত্র পূপক্ করনমিত্যর্থঃ) ।

অত্রেয়ঃ বোধ্যঃ — য খলু শাস্ত্রোক্তাশ্চমেধবজ্রাদিকাবিণং, তেযামেব বজ্রাদি
 অশ্বে সন্ধারাদানস্ত আবগ্ৰকত্বাৎ অগ্নাদেযু উব'প্রভৃতিদৃষ্টে কৰ্ত্তব্যঃ, যে পুনর-
 শমেধে অনদিকাবিণং বাক্তবাদয়ঃ, তেহাস্ত উবঃপ্রভৃতিষেব অগ্নাদৃষ্টেঃ করণীয়-
 তরা বিধীয়ন্তে ; অতএব তে জ্ঞানবজ্রা ইতাভিধীয়ন্তে ॥ ১

অুক্তান্ স্ত্রবান্ — অশ্বমেধ-বজ্রীয় অশ্বের মন্তুকাদি অঙ্গে উষাকাল
 প্রভৃতি চিস্তার নিধান হইতেছে,—বজ্রীয় অশ্বের মন্তুক হইতেছে উষা অর্থাৎ
 আত্মা মুহূৰ্ত্ত ; চক্ষু হইতেছে সূর্য্য ; প্রাণ হইতেছে বায়ু ; ব্যাভ্র মুখবিবর হই-
 তেছে বৈশ্বানরনামক অগ্নি ; দেহ হইতেছে সংবৎসর ; পৃষ্ঠ হইতেছে ছ্যালোক
 (স্বর্গ) ; উদর হইতেছে অন্তরীক্ষ ; পাদাধিষ্ঠান (পুর) হইতেছে পৃথিবী ; পার্শ্ব-
 ষয় হইতেছে দিক্‌সমূহ ; পার্শ্বাশ্ব অগ্নিসমূহ হইতেছে অবাস্তর দিক্‌সমূহ (কোণ-
 সমূহ) ; জঘনাক্ষ অঙ্গ হইতেছে হস্ত ঋতু ; অঙ্গসঙ্কিসমূহ হইতেছে মাস ও অৰ্দ্ধ-
 মাস (এক এক পক্ষ) ; প্রতিষ্ঠা বা পদসমূহ হইতেছে দিনরাত্ৰি ; অগ্নিসমূহ

হইতেছে নক্ষত্রমণ্ডল ; মাংস হইতেহে আকাশস্থ মেঘমালা ; উদরস্থ অর্কজীর্ণ ভুক্তাংশ হইতেছে বালুকারণি ; নাড়ীসমূহ হইতেছে নদীসংঘ ; বহুৎ ও গ্রীহা হইতেছে পর্বতরাশি ; লোমসমূহ হইতেছে তৃণ ও বৃক্ষরাজি ; পূর্বার্দ্ধ হইতেছে উদীয়মান সূর্য্য ; আর পশ্চাদ্ভাগ হইতেছে অস্তগামী সূর্য্য ; অথ যে জন্তন করে—শরীরবিক্ষেপ করে, তাহা হইতেছে মেঘের বিদ্রাৎসংকার ; আর অথ যে শরীর কম্পন করে, তাহা হইতেছে মেঘ গর্জ্জন, এবং অথ যে মূত্রভাগ করে, তাহাই মেঘের বারির্দর্ষণ ; অথের শব্দই মেঘের শব্দ ॥ ১ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ ।—‘উবা’ ইতি । ব্রাহ্মো মুহূর্ত্ত উবাঃ ; বৈ-শকঃ দ্বার-
গাৰ্ধঃ, প্রসিদ্ধঃ কালঃ আরম্ভতি । শিরঃ, প্রাধান্যঃ ; শিরশ্চ প্রধানঃ শরীর-
বয়বানাম্ । অথত মেধাত্ত মেধার্হত্ব বজ্জিরত্ব উবাঃ শির ইতি সধকঃ । কণ্ঠাঙ্গত
পশোঃ সংকর্ষব্যত্বে কালান্দিষ্টৈঃ শিরজাদিভু ক্ৰিপান্তে । প্রাজাপত্যক প্রজা-
পতিতৃষ্টাধ্যারোপণাৎ । কাল-লোক-দেবতাত্ত্বাধ্যারোপণক প্রজাপতিত্বকরণ-
পশোঃ । এবংরূপো হি প্রজাপতিঃ ; বিষ্ণুত্বাদিকরণমিব প্রতিমাদৌ ।

সূর্য্যাক্ষঃ, শিরসোহনন্তরহাৎ সূর্য্যাদিদৈবতত্বাচ্চ ; বাতঃ প্রাণঃ, বায়ু-
স্বাতাব্যঃ ; ব্যাতঃ বিবৃতঃ মুখম্ অগ্নির্দৈবতানরঃ ; বৈশ্বানর ইত্যগ্নিকৈশ্বেণম্ ;
বৈশ্বানরো নামাগ্নিঃ বিবৃতমুখমিত্যর্থঃ, মুখত্যাগ্নিদৈবতত্বাৎ । সংবৎসর আত্মা ;
সংবৎসরো দাদশমাসত্রয়োদশমাসো বা । আত্মা শরীরম্ ; কালাবয়বানাক
সংবৎসরঃ শরীরঃ, শরীরকাত্মা, “মধ্যং ছেদামঙ্গানামাত্মা” ইতি ক্রতেঃ । অথত
মেধাত্তেতি সর্কত্বাত্ত্ববদার্থঃ পুনর্দর্শনম্ ।

ভোঃ পৃষ্ঠম্, উর্দ্ধব-সামান্তাৎ । অন্তরিক্ষমুদরম্, সুবিরত্ব-সামান্তাৎ ।
পুণিবী পাক্তম্ ; পাদত্বমিতি বর্ণব্যত্যয়েন, পাদাসনস্থানমিত্যর্থঃ । দিশ-
শ্চতশ্চোহপি পার্শ্বে, পার্শ্বেন দিশাং সম্বন্ধাৎ । পার্শ্বয়োর্দিশাক সংখ্যাবৈবচন্যৎ
অবৃদ্ধমিতি চেৎ ; ন ; সর্কবুধবোপপত্তেঃ ; অথত পার্শ্বাত্ম্যদেব সর্কদিশাং
সম্বন্ধান্ অদোষঃ । অবাস্তরদিশঃ আরোহ্যাত্মাঃ পৰ্শ্ববঃ পার্শ্বাধীনী ; ঋতবঃ অজানি,
সংবৎসরাবয়বত্বাৎ অদলান্ধর্যাৎ । বাসান্ধাৰ্দ্ধবাসাক পর্কানি সম্ভরঃ, সন্ধি-
সামান্তাৎ । অহোরাত্রাণি প্রতিষ্ঠাঃ ; বহুবচনাৎ প্রাজাপত্য-দৈব-পিত্র্য
বাহুবানি ; প্রতিষ্ঠাঃ পাদাঃ, প্রতিষ্ঠিত্বিতি ঐতরিত্তি ; অহোরাত্রৈঃ হি কালাত্মা
প্রতিষ্ঠিত্তি, অথত পাদৈঃ । নক্ষত্রানি অধীনী, তত্ত্বসামান্তাৎ । নভঃ নভঃত্বাঃ
-মেধাঃ, অন্তরিক্ষত উদরভ্যেক্তেঃ ; বাৎসানি, উদক-বহির-সেজন-সামান্তাৎ ।

উবদাম্ উদরহম্ অর্কজীর্ণমশনং সিকতাঃ, বিশিষ্টাবয়বহ-সামান্যত্বাৎ । সিক্তবঃ
জ্বলনসামান্যত্বাৎ নত্বঃ শুদাঃ নাভ্যঃ, বহুবচনাচ্চ । বরুচ ক্রোমানশ্চ জ্বলনভাষ্যত্বাৎ
দক্ষিণোত্তরো মাংসখণ্ডো; ক্রোমান ইতি নিত্যং বহুবচনমেকস্মিন্বেব; পর্বতাঃ,
কাঠিতাচচ্ছিতদ্বাচ্চ । ওষধয়শ্চ কুদ্রাঃ স্থাবরাঃ, বনস্পত্যয়ো মহাস্তম্ভঃ, লোমানি
কেশাশ্চ বণ্যাস্ত্রবম্ । উগ্ধন্ উগ্ধজ্জন্ ভবতি সবিতা অা মধ্যাহ্নাদন্থ পূর্ব্বার্দ্ধঃ
নাভেজ্জর্জমিতার্থঃ । নিয়োচন্ অস্তঃ যন্ অা মধ্যাহ্নে জ্বনাকৌহপর্ব্বার্দ্ধঃ,
পূর্ব্বাপত্যসাপর্ব্ব্যাৎ । বন্ বিজ্জন্তে গাত্রাণি বিনামরতি বিক্ৰিপতি, তং
বিজ্ঞোভতে, বিজ্ঞোভনং মুখ-ঘনবিদারণসামান্যত্বাৎ । যং বিধুভূতে গাত্রাণি
কম্পয়তি, তং স্তনয়তি, গর্জনশব্দসামান্যত্বাৎ । যং মেহতি মূত্রং করোত্যর্থঃ,
তন্ বর্ষতি, বর্ষণং তং সেচনসামান্যত্বাৎ । বাগেন শব্দ এবান্ত্র অর্থস্ত্র বাক্, ইতি
নাত্র কল্পনেত্যাঃ ॥ ১ ॥

টীকা । প্রত কহাদায় বাচন্তে—উবা উতগমিনা । আরণার্থম্বেব নিপাতস্ত্র কুটরতি—
প্রসিক্তমিতি । শাস্ত্রে লৌকিকে চ ব্যবহারে প্রসিক্তো ব্রাহ্মো দুহন্তঃ, তং কালমিতি বাবৎ ।
উবসি শিরঃশব্দপ্রয়োগে অাবয়ববেষু তস্ত্র প্রাধান্যঃ চেতুমাহ—প্রাধান্যাদিতি । তথাপি কথং
তত্র তচ্ছব্দপ্রয়োগঃ, তত্রাহ—শিরশ্চেতি । অাবমেধিকাবশিরহুকসো দৃষ্টিঃ কর্তব্যাহ, ইত্যাহ—
অর্থান্তেতি । কালাদিদৃষ্টিরথেষু কিমিতি দ্বিপতে, অথাদৃষ্টিরেব তেষু কিং ন স্ত্যাহ, ইত্যাহ—
শব্দাহ—কর্ণাদিক্চেতি । অস্তেব অনঙ্গমিতি ক্ষেপে চেতুস্তরমাহ—প্রাপ্তপত্যক্চেতি । অর্থস্ত্র
সংস্কৃতীতি শেষঃ । তত্র চেতুঃ—প্রজাপতীতি । নমু কালাদিদৃষ্টিঃ অাবয়ববেষু আরোপান্তে,
ন তস্ত্র প্রজাপতিত্বাঃ স্রিয়তে, তত্রাহ—কালেতি । কালোক্ত্যন্বকঃ ি প্রজাপতিঃ । তথাচ
যথা প্রতিমায়াঃ বিকূড়করণং তদৃষ্টিঃ, তথা কালাদিদৃষ্টিঃ অাবয়ববেষু তস্ত্র প্রজাপতিত্বকরণম্ ।
অাবমেধিকারী হি সতি অথে কর্ণণে বোধাবত্তরমার্থঃ কালাদিদৃষ্টিঃ অাবয়ববেষু কুর্যাৎ, তদনধি-
কারী তু অথাভাবে বাজ্ঞানম্ অথ কল্পয়িত্বাঃ শিরঃপ্রভৃতিষু কালাদিদৃষ্টিকরণেন প্রজাপতিত্বং
সম্পাদ্য প্রজাপতিঃ অস্মীতি জ্ঞানাৎ তদ্বাক্ প্রতিপদ্যেত ইতি ভাবঃ ।

চক্ষুষি সূর্য্যাদৃষ্টো চেতুমাহ—শিরস ইতি । উবসোহনস্তরমঃ সূর্যঃ দৃষ্টঃ, চক্ষুসি চ শিরসো
অনস্তরমঃ দৃষ্টতে, তস্মাৎ তত্র তদৃষ্টিবৃত্তাহ ইত্যর্থঃ । তত্রৈব চেতুস্তরমাহ—সূর্য্যোতি । “আদিত্য-
শ্চক্ষুর্ভূবা অকিঞ্চিৎ প্রাবিশৎ” ইতি শ্রুতেঃ, চক্ষুষি সূর্য্যোহধিষ্ঠাত্ত্বাৎ দেবতা, তেন সানীপাৎ তত্র
তদৃষ্টিরিত্যর্থঃ । অর্থপ্রাণে বায়ুদৃষ্টো চলনবাতাবাঃ চেতুঃ । অর্থস্ত্র বিদারিতে মুখে ভবতু
অগ্নিদৃষ্টিঃ, তথাপি পর্য্যায়োপাদানঃ বার্ষম্, ইত্যাহ্বা ক্রয়াদিবিদ্যাবৃত্তার্থঃ বিশেষণম্—ইত্যাহ—
সৈবানর ইত্যগ্নেরিতি । “অগ্নিস্তাপ্ ভূষা সূর্যঃ প্রাবিশৎ” ইতি শ্রুতিমাত্রিতা মুখে তদৃষ্টো
চেতুমাহ—মুখন্তেতি । অধিকমাসম্ অমুহতা অরোহণমাসো বা ইত্যুক্তম্ । পরীরে সংবৎসর-
দৃষ্টিরিত্যত্র আন্ববং চেতুমাহ—কালেতি । আন্বা হস্তাদীনাম্ অঙ্গানামিতি শেষঃ । কাল-
বয়বমাং সংবৎসরস্ত্র আন্ববং অঙ্গানাং পরীরস্ত্র আন্ববে প্রমাণমাহ—মধ্যং হীতি । পুনরুক্তেঃ
অব্যবহা—অর্থন্তেতি ।

পৃষ্ঠে হ্রলোকদৃষ্টৌ হেতুমাহ—উক্তেতি । উদরে অন্তরিকদৃষ্টৌ নিমিত্তমাহ—হৃদয়ভেতি ।
 পাদা অস্তন্তে যস্মিন্ ইতি ব্যুৎপত্তিঃ আশ্রিতা বিবক্ষিতমাহ—পাদেতি । অস্তন্ত হি পুরে
 পাদাসনস্থাসামাজ্যং পৃথিবীদৃষ্টিঃ ইত্যর্থঃ । পাৰ্শ্বাঃ দিক্চতুষ্টয়দৃষ্টৌ হেতুমাহ—পার্শ্বেনেতি ।
 যে পার্শ্ব, চতুস্ত দিশঃ, তত্র কথং তয়োঃ তদারোপণং ?—হাতান্ এব হয়োঃ সমকালং, ইতি
 শব্দে—পার্শ্বোরিতি । যদপি যে দিশৌ হাতাঃ পার্শ্বাতাঃ সমধোতে, তথাপি অস্ত্র প্রাণুথেষে
 প্রত্যধুথেষে চ দক্ষিণোত্তরয়োঃ তদুৎপত্তে চ প্রাক্-প্রতীচোঃ দিশোঃ তাতাঃ সমকালবাবং তত্র
 'তদৃষ্টিঃ' অবিরুদ্ধেতি পরিহরতি—নেতাদিনা । তদ্ব্যপত্তৌ চ অস্ত্র চরিকুহা হেতুকর্তব্যম্ ।
 পার্শ্বস্থি অস্ত্ররশ্মিণাম্ আরোপে পার্শ্বদিক্-সংকো হেতুঃ ।

কৃতবঃ সঃসংসরন্ত অজানি, তন্ত্রাদীন চ দেহন্ত 'অবয়বাঃ, তন্মাদ্ ওতুদৃষ্টিঃ অস্ত্রং কর্তব্যং,
 ইত্যাহ—কৃতব ইতি । অস্তি মাসাদিনা সঃসংসরসঙ্কিতম্, অস্তি চ শরীরসঙ্কিতং পর্লদ্যম্,
 অতঃ তেষু মাসাদিদৃষ্টিঃ, ইত্যাহ—সঙ্কীতি । যুগলভ্রমণাঃ প্রোক্তাপত্যমেকম্ অহোরাত্রম্,
 অহনাত্যাঃ দৈবম্, পক্ষাত্যাঃ পিতৃম্, বট্টপটিকাভ্যাঃ মামুদমিতি তেনঃ । প্রতিষ্ঠাপকস্ত
 পাদবিষয়কং ব্যুৎপাদয়তি—প্রতিষ্ঠিতীতি । পাদে অহোরাত্রদৃষ্টিসঙ্কারণং বৃদ্ধিপাদায়তি—
 অহোরাত্রৈরিতি । অস্থি নকদ্রষ্টৌ হেতুমাহ—তদ্ব্যতি । নতঃশকেন অস্ত্রবিদ্যং কিমিতি
 ন শৃঙ্খতে ? যুগো সতি উপচারোদ্যোগাৎ, ইত্যাক্ষক্যং পুনরুচ্যং পরিচর্যম্ ইত্যাহ—অস্ত্রবিদ্যেতি ।
 উপকং সিক্তি মেঘাঃ, মাসানি ক্রিয়ন্ত, অতঃ সেককর্তৃসামাজ্যং মাসেভু মেঘদৃষ্টিরিত্যাহ—
 উপকৈতি ।

অবতষ্ঠবিপরিবর্তিনি অঙ্কীঃ সিক্তাদ্রষ্টৌ হেতুমাহ—বিজ্ঞেইতি । কিমিতি তদশকেন
 পাদুদেব ন শৃঙ্খতে ? শিরোগ্রহণে চি দুদ্যার্থীতিক্রমঃ স্ত্রাৎ, তজ্জাহ—বহুবচনভেদেতি । চকারো
 অবধারণার্থঃ । যদপি বহুতা শিরোগ্রহণং অর্থাত্তদমপি তদশকমর্থতি, তথাপি তদ্বনসাদৃশ্যং
 তত্র এব সিক্তদৃষ্টিরিতি তাসামিহ প্রথমমিতি ভাবঃ । কৃতো মাসংকরোঃ 'বিদম্' একজ
 বহুবচনাৎ বহুব্রহ্মভেদেঃ ইত্যাক্ষক্যং সঃসং ইতিবৎ বহুব্রহ্মভেদমাহ—ক্রোমান ইতি । তয়োঃ
 পর্লদদৃষ্টৌ হেতুসমবাহু কাণ্ডিকাদিত্যাদিনা । কৃতবসামবাহু ওষধিহীনোষত্র, অহনসামাজ্যং
 বনশ্চতদৃষ্টিক্ অশ্বকোপে কর্তব্যং, ইত্যাহ—বদ্যাসমবাহুতি । পূর্লদসামাজ্যং বদ্যকালং প্রাপ-
 নদ্যাদিত্যদৃষ্টিঃ অস্ত্র নাতো উক্ত্যাগে কর্তব্যং, ইত্যাহ—উক্ত্যিতি—নিনা । অপরাহসামবাহুৎ অস্ত্র
 নাতো অপরাহে অধাভাৎ অননুব্রহ্মভাৎ আনিত্যদৃষ্টিঃ কাণাঃ ইত্যাহ—নিয়োক্তিত্যাদিনা ।
 বিজ্ঞাত ইত্যাদৌ প্রত্যক্ষার্থে ন বিবক্ষিতঃ । বিজ্ঞাপং যুগং বিদায়তি, বিজ্ঞাতক্যং পুনঃকৃতম্ ;
 অতো বিজ্ঞাতনদৃষ্টিঃ অস্ত্রং কর্তব্যং ইত্যাহ—বুধেতি । শুনয়তি ইতি ক্রিয়িতমুচ্যেত, তদৃষ্টিঃ
 পাত্রকাল্পে কর্তব্যং, ইত্যাহ হেতুমাহ—পর্লদেনেতি । বৃদ্ধকরণে বর্লদৃষ্টৌ কারণমাহ—সেচয়েতি ।
 অস্ত্র হেবিতদকে বাতি আরোপয়মিতি অতো ন শাস্ত্রাৎ বক্তব্যমিত্যাহ—নাজেতি । ১৪

ভাষ্যানুবাদ ।—'উবা' ইত্যাদি । ব্রাহ্ম যুহুর্ভের নাম 'উবা' (১১) ।

(১১) ভাষণার্থ—হৃদয়গত পূর্লদদৃষ্টি বৃদ্ধকরণের নাম 'ব্রাহ্ম যুহুর্ভ' । "ব্রাহ্মক
 পক্ষিণে বাবে যুহুর্ভো ব্রাহ্ম ভীতয়েত" (আহিকটককৃত পিতামহবচন) । এখানে 'পক্ষিণে

‘বৈ’ শব্দটির আরণ্যক ; লোকপ্রসিদ্ধ কালের কথা অরণ্য করিয়া দিতেছে । শরীরের যতগুলি অবয়ব আছে, তন্মধ্যে শিরই প্রধান ; কালাবয়বের মধ্যেও উহা কালই প্রধান ; এইরূপ প্রাধান্যসামান্যবন্ধন উহাকে শিরঃ বলা হইয়াছে । বাক্যযোজনা এইরূপ,—উবাই যজ্ঞীয় পবিত্র অশ্বের মন্তক । এখানে বুঝিতে হইবে যে, অশ্বমেধযজ্ঞের অঙ্গস্বরূপ অশ্বের সংস্কার বা বিশোধন করা আবশ্যক হয় ; এই কারণে অশ্বের মন্তকাদি অবয়বসমূহে উহা প্রভৃতি কালদৃষ্টির আরোপ করা হইতেছে, [কিন্তু কালপ্রভৃতিতে অশ্বাদৃষ্টি নহে) । কালরূপী প্রজাপতিদৃষ্টি কল্পিত হয় বলিয়াই অশ্বের প্রজাপত্যতা সম্পন্ন হয় । প্রজাপতিও কালাদির সমষ্টিস্বরূপ ; সেইজন্ত প্রতিমা প্রভৃতিতে বেরূপ বিষ্ণুহাদি সম্পাদন করা হয়, তদ্রূপ কাল, লোক ও দেবতাব সমারোপণ দ্বারা যজ্ঞীয় পশুরও প্রজাপত্যতা অর্থাৎ প্রজাপতিদেবতাব সম্পাদন করা হইয়া থাকে । [বুঝিতে হইবে, এইরূপ ভাবনা দ্বারাই যজ্ঞীয় পশুর একপ্রকার সংস্কার বা শুদ্ধি সম্পন্ন হইয়া পাকে] (১২) ।

সূর্য্য তাহার চক্ষুঃ ; চক্ষুঃ স্বভাবতই মন্তকের সন্নিহিত এবং সূর্য্য তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ; এইজন্ত চক্ষুকে সূর্য্যরূপে ভাবনা করিবে । প্রাণ সাধারণতঃ বায়ুস্বভাব, এই নিমিত্ত প্রাণকে বায়ুরূপ চিন্তা করিবে ; কারণ, প্রাণ ও বায়ু, উভয়ই তুল্যস্বভাব । অগ্নি যুগের দেবতা, এই কারণে তাহার ব্যাভ অর্থাৎ বিবৃত মুণ্ডই বৈশ্বানর অগ্নি । ‘বৈশ্বানর’ শব্দটি অগ্নির বিশেষণ ; সুতরাং

যামে’ কথায় রাত্রির শেষ দুই দুই বুঝিতে হইবে ; মদনপারিজাত গ্রন্থেও এইরূপ অর্থই লিপিত আছে ; সুতরাং ‘অরণ্যোদয়কাল’ আর ‘ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত’ একই সময়ের বিভিন্ন সংজ্ঞামাত্র বুঝিতে হইবে ।

(১২) তাৎপৰ্য্যঃ—এখানে সংস্কার অর্থ—শোধন বা শক্তিবিশেষ আধান করা । জাগতিক য সমস্ত পদার্থ অহরহঃ আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহার সম্পাদন করিতেছে, সেই সমস্ত পদার্থই দ্বারার সংস্কার বা শক্তিবিশেষ লাভ করিলে অলৌকিক কাৰ্য্য সম্পাদনেও সমর্থ হইতে পারে । প্রকৃতিবিশেষে যে, বস্তুবিশেষে বিশেষশক্তির আবির্ভাব হয়, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ দ্বারাও উপলব্ধি করিতে পারি । বেতস-বীজ অগ্নিতে কিঞ্চিৎ উত্তপ্ত করিয়া বপন করিলে, তাহা হইতে কদলীবৃক্ষের উৎপত্তি হইয়া থাকে । আর পারের বৃদ্ধাজুও সবলে টিপিয়া ধরিলে, ছিনে জাঁক নিকটে আসিয়াও অঙ্গস্পর্শ করিতে পারে না । কচ্ছপী ডিঘ প্রসব করিয়া তথিঘরক হাবলা দ্বারা ডিঘের পরিশোধন করিয়া থাকে, তাহাকে আর ডিঘে তাপ দিতে হয় না । তদ্রূপ যজ্ঞানন্ত ক্রিয়া ও ভাবনা-বিশেষের সাহায্যে যজ্ঞীয় হব্যে এমনই একপ্রকার শক্তি আবেশ করে, বাহ্যিক কলে ঐ ত্রয়া ঐহিক ও পারলৌকিক কলবিশেষ সম্পাদনে স্মর্থ হয় ।

অর্থ হইতেছে যে, বৈখানরনামক অগ্নি তাহার মুখ। পবিত্র অথের আত্মা হইতেছে সংবৎসর ; সংবৎসর অর্থ—দ্বাদশ কিংবা [মলমাস হইলে] ত্রয়োদশ মাসাত্মক কাল ; আত্মা অর্থ—শরীর ; সংবৎসর হইতেছে মাসাদি কালাবয়বের শরীর (সমষ্টিভূত দেহ), আর শরীরও তদ্রূপ হস্তাদি অবয়বসমূহের আত্মা (সমষ্টিভূত) । ঋতি বলিয়াছেন ‘আত্মাই এই সমস্ত অঙ্গের ‘মধ্য’ অর্থাৎ সমষ্টি-স্বরূপ । প্রত্যেকের সহিত সম্বন্ধস্থচনার্থ এখানে ‘অথ’ শব্দের পুনরাবৃত্তি করা হইরাছে ।

ইহার পৃষ্ঠ হইতেছে ছালোক ; কেন না, উর্দ্ধরূপ ধর্মটি উভয়েরই সমান । উদর হইতেছে অন্তরীক ; কারণ, ছিদ্র বা অবকাশ ধর্মটি উভয়েরই সমান ; ‘পাদস্ত’ শব্দের অঙ্গর পরিবর্তন করিয়া অর্থাৎ ‘দ’ স্থানে ‘ভ’ বসাইয়া ‘পাভস্ত’ করা হইরাছে ; [প্রকৃত শব্দ—পাদস্ত ।] পাদস্ত অর্থ—পাদস্ত্রাসের স্থান ; সেই পাদস্ত্র হইতেছে পৃথিবী । উভর পার্শ্বের সহিত সর্ষদিকের সম্বন্ধ আছে ; এইজন্য ইহার পার্শ্বের হইতেছে চতুর্দিক । ভাল, পার্শ্ব হইতেছে মাত্র দুইটি ; আর দিক্ হইতেছে চারিটি ; সুতরাং সংখ্যার সামান্য থাকার পার্শ্বদ্বয়ে চতুর্দিক্ করণ করা যুক্তিবিহীন হইতেছে ? না—এরূপ আপত্তি হইতে পারে না ; কারণ, অথের মুখ যখন চতুর্দিকেই থাকিতে পারে, তখন তাহার পার্শ্বদ্বয়ের সহিত ক্রমে চতুর্দিকেরই সম্বন্ধ ঘটিতে পারে ; সুতরাং পার্শ্ব দিকদ্বিষ্ট দোষাবত হইতে পারে না । অবাস্তর দিক্ সকল, অর্থাৎ আয়েরী প্রতিষ্ঠা কোণসমূহ পূর্ণ অর্থাৎ পার্শ্বাহিসমূহ । অঙ্গ বা অবয়বসমূহ স্বত্বরূপ ; কেন না, জননাদি ছয়টি অঙ্গ যেমন শরীরের প্রধান অবয়ব, তদ্রূপ স্বত্বও তেমনি সংবৎসরের প্রধান অবয়ব । মাস ও অর্দ্ধমাস (এক এক পক্ষ) তাহার পক্ষ—অবয়বসন্ধি ; কারণ, দৈনিক পক্ষের ত্রায় মাস ও অর্দ্ধমাসই স্বত্বসমূহের সংযোজক সন্ধিস্বরূপ । অহো-রাত্র তাহার প্রতিষ্ঠা ; এখানে ‘অহোরাত্রাণি’ পদে বহুবচন থাকার প্রাজ্ঞাপত্য, দৈব, পিত্রা ও মনুষ্যসম্বন্ধী সর্ষপ্রকার দিবারাত্র গ্রহণ করিতে হইবে (১৩) । প্রতিষ্ঠা অর্থ—পদ,—বাহা দ্বারা দাঁড়ান যায় । অথ যেমন চারি পায়ে দাঁড়ায়,

(১৩) তাৎপর্য—প্রাজ্ঞাপত্যাদি দিবারাত্র-বিতান এইরূপ ;—

“মাসেন স্তাহোরাত্রঃ পৈত্রঃ, বর্ষেন দৈবতঃ ।

দৈবে যুগসক্রে যে ত্রাক্ষঃ, করৌ তু ভৌ যুগাম্ ।”

অর্থাৎ যুগের একমাসে পিতৃসপের এক দিবারাত্র—‘পৈত্র’, যুগের একবৎসরে দেবসপের এক দিবারাত্র—‘দৈব’, আর দেবসপের দুইহাজার যুগে ত্রাক্ষর এক দিবারাত্র—

কানাস্থাও তেহনি অধোরাত্রের উপর নির্ভর করিয়া অবস্থান করিতেছে। অস্থি-
সমূহ নক্ষত্রমণ্ডল ; কারণ, উভয়ই গুরুবর্ণ ; তাহার নামসমূহ নভঃ অর্থাৎ নভঃ
মেঘমালা। পূর্বে অন্তরিকাকে উদর বলায় এখানে 'নভঃ' পদে আকাশস্থ মেঘ-
মালাই বুঝিতে হইবে ; জলরূপ রবির সেচন করে বলিয়া মেঘসমূহ মাংসস্থানীয় ।
উবধা অর্থ—উদরস্থ অন্ধজীর্ণ ভুক্তদ্রব্য, তাহা বায়ুকারাশিস্বরূপ ; কারণ,
উভয়েরই অংশগুলি পরস্পর বিগ্নিষ্ট অর্থাৎ শিথিলভাবে সংযুক্ত। গুদ অর্থাৎ
নাড়ীসমূহই সিন্ধু—নদীসমূহ ; নদী হইতে জলক্ষরণ হয়, নাড়ীসমূহ হইতেও
রসরূধিরাদি ক্ষরিত হয় ; এইরূপ সাদৃশ্য থাকায় এবং 'গুদ'-শব্দের পর বহুবচন
থাকায় এখানে 'গুদ' শব্দে নাড়ীসমূহই বুঝিতে হইবে। বক্রং ও ক্রোমন্
অর্থাৎ হৃদয়ের নিম্নে দক্ষিণ ও বামভাগে অবস্থিত দুইটি মাংসও হইতেছে পরিত-
স্বরূপ ; কেন না, কাঠিষ্ঠ ও গুন্নতা উভয়েরই সমানধর্ম। 'ক্রোমন্ (প্লীহা)
একটি হইলেও নিত্যাবহবচনান্ত বলিয়া তাহার উত্তর বহুবচন হইরাছে (ক্রোমানঃ) ।
তাহার লোম ও কেথরাশি যথাসম্ভব ওষধি ও বনস্পতিসমূহ অর্থাৎ ক্ষুদ্র ও
বৃহৎ স্বাবরসমূহ। উগ্ন অর্থাৎ উদগাবধি মধ্যারূপবাস্ত-কালবাপী সূর্য্যদেব
অগ্নের পূর্দ্বাঙ্গ—নাভির উক্তভাগ ; আর নিম্নোচন্ অর্থাৎ মধ্যাহ্নের পর অন্তগমন
পূর্দ্বাঙ্গ কালবাপী সূর্য্যদেব তাহার উত্তরাঙ্গ—নাভির নিম্নভাগ ; কেন না,
উভয়েরই পূর্দ্বাঙ্গ ও পরাঙ্গ-সাম্য রহিয়াছে। অগ্নি যে বিজ্জ্বল করে—শরীর
বিক্ষেপ পূর্ব্বক হাই তোলে, তাহাই তাহার বিজ্জ্বলন, অর্থাৎ অগ্নির সেই বিজ্জ-
লনই বিজ্জ্বলনের স্থানপাতী ; কারণ, বিজ্জ্বল ও মেঘমণ্ডল বিদারণপূর্ব্বক প্রকাশিত
হয়, অগ্নির বিজ্জ্বলও মুখব্যাধানসাপেক্ষ। আর অগ্নি যে শরীর কম্পন করে,
তাহাই মেঘগজ্জনস্থানীয় ; কারণ, উভয় স্থলেই গজ্জন-শব্দের সাদৃশ্য রহিয়াছে।
আর অগ্নি যে মুত্রতাগ করে, তাহাই বারিবর্ষণস্থানীয়। অগ্নির শব্দই শব্দ ;
এখানে আর পৃথক শব্দ-কল্পনা নাই ॥ ১ ॥

অহর্ব্বা অশ্বং পুরস্তান্মহিমান্বজায়ত, তস্মা পূর্বে সমুদ্রে যোনী
রাত্রিরেনং পশ্চান্মহিমান্বজায়ত, তস্মাপরে সমুদ্রে যোনিরেতো
বা অশ্বং মহিমানাবভিতঃ সম্ভূবতুঃ ।

প্রকাশিতা' এবং ব্রহ্মার দ্বিবারায়ে সমুদ্রগণের দুই 'কল' হয়। পুরাণশাস্ত্রে ইহার বিস্তৃত
বিবরণ আছে, বিশেষ জানিতে হইলে, তাহাতে অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

হয়ো ভূহা দেবানবহং বাজী গন্ধর্বানব্বাস্তরাননো মনুষ্যান্ ,
সমুদ্র এবাস্ত বন্ধুঃ সমুদ্রো বোনিঃ ॥ ২ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়স্ত প্রথমঃ ব্রাহ্মণন্ ॥ ১ ॥ ১ ॥

সরলার্থঃ—অথাবদানন্ত অগ্রতঃ পৃষ্ঠতন্ত মতিমানো সৌবর্ণরাজ্যতে-
গ্রহো (চবনাদানপাত্রবিশেষো) স্থাপ্যতে, তদ্বিবর- সন্দনমিদানীমুচ্যতে—
'অহঃ' ইত্যাদি ।

পূরস্তাৎ (অথাবদানন্ত অগ্রে স্থাপ্যমানঃ) মতিমাঃ (তদাশাঃ সুবর্ণময়ঃ গ্রহঃ)
বৈ অর্থঃ (লক্ষীকৃতঃ) অহঃ (দিবসোপলক্ষিতঃ নৃগাঃ অগ্ৰজাত) জাতঃ ; তন্ত
(সৌবর্ণগ্রহস্ত) পূর্বে সমুদ্রে (পূর্বে সমুদ্রঃ) বোনিঃ (আসাদনস্থানম্ উৎপত্তিস্থান-
বা) । পশ্চাৎ (পশ্চাদ্বাগে স্থাপ্যমানঃ) মতিমাঃ (তদাশাঃ রজতময়ঃ গ্রহঃ) এন-
(অর্থঃ প্রতি) রাত্রিঃ (রাত্রৌপলক্ষিতঃ চন্দ্রঃ অগ্ৰজাত) তন্ত (রাজতগ্রহস্ত)
অপরে সমুদ্রে (পশ্চিমঃ সমুদ্রঃ) বোনিঃ (আসাদনস্থান) । এতে (যথোক্তে)
মতিমানো অর্থম্ অভিতঃ (অগ্রতঃ পশ্চাৎ চ) সবভূবতুঃ । ইয়া (বিশিষ্টগতি-
সম্পন্নঃ) ভূহা (অথরূপ পরিগৃহ) দেবান্ অবহং ; বাজী (জাতিবিশেষঃ)
ভূহা গন্ধর্বান্ (অবহং) ; অসো (জাতিবিশেষঃ) ভূহা অনুরান্ (অবহং) ;
অর্থঃ (ভূহা) মনুষ্যান্ (অবহং) । সমুদ্রঃ (পরমায়া, প্রসিকঃ সাগরো বা)
এব অস্ত (অথস্ত) বন্ধুঃ (বদ্যতে অগ্নিন্ ইতি বন্ধুঃ—স্থিতিভেদঃ) , সমুদ্র এব
বোনিঃ (উৎপত্তিকারণম্) । (এব সর্বতঃ শুদ্ধরূপভবমুচ্চৈতি ভাবঃ) ।

মূলানুবাদ—এখন যজ্ঞীয় অথের অগ্রে ও পশ্চাতে যে দুইটা
সুবর্ণময় ও রজতময় মতিমানামক গ্রহ অর্থাৎ হোমোদার পাত্র স্থাপন
করিতে হয়, তদ্বিবরে চিত্তার উপদেশ করা হইতেছে—

অথের অগ্রে যে 'মতিমানামক সুবর্ণময় গ্রহ স্থাপিত হয়, তাহাই
অহঃ অর্থাৎ দিবসোপলক্ষিত নৃগা ; পূর্বে সমুদ্র তাহার উৎপত্তিস্থান ; আর
পরবর্তী রজতময় যে গ্রহ, তাহাই রাত্রি, অর্থাৎ রাত্রির অবিপত্তি
চন্দ্র ; পশ্চিম সমুদ্র তাহার উৎপত্তিস্থান । এই দুইটি মতিমা অথাবদানের
পূর্বে ও পরে সংস্থাপিত হইয়া থাকে । ইয় অর্থাৎ গমনশীল, অথবা
জাতিবিশেষ । 'হয়' হইয়া দেবভাগ্যকে বহন করিয়াছিলেন ; 'বাজী'

(একজাতীয় অথ) হইয়া গন্ধর্বগণকে বহন করিয়াছিলেন, আর অশ্ব হইয়া মনুষ্যগণকে বহন করিয়াছিলেন । সমুদ্র ইহার (অশ্বের) বন্ধ অর্থাৎ রক্ষাহেতু, এবং সমুদ্রই ইহার উৎপত্তিস্থান ॥ ২ ॥

ইতি প্রথমোধ্যায়ে প্রথম ব্রাহ্মণ ব্যাখ্যা ॥ ১ ॥ ১ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্ : অক্ষর ইতি । সৌবর্ণ-রাজতঃ মহিমাযো গ্রহৌ অথস্ত্যগ্রতঃ পৃষ্ঠতশ্চ স্থাপ্যেতে, তদ্বিবর্যমিদং দর্শনম্, —

অহঃ সৌবর্ণো গ্রহঃ, দীপ্তিসামান্যত্বং বৈ । অহরথ পুরস্তান্নমহিমাধ্বজারতেতি কথম্ ? অথস্ত্য প্রজাপতিহাঃ ; প্রজাপতিতি অর্চনত্যাঙ্গিলক্ষণোহুহা লক্ষ্যতে ; অথঃ লক্ষয়িত্বা অভ্যায়ত সৌবর্ণো মহিমা গ্রহঃ, বৃক্ষমত্ব বিপ্রোত্ততে বিদ্যাদিতি বহুৎ । তস্য গ্রহস্য পূর্ণে পূর্ণঃ, সমুদ্রে সমুদ্রঃ যোনিঃ বিভক্তবাতায়নঃ ; যোনিরিত্যা-
সাদনস্থানম্ । তথা রাহিঃ রাজতো গ্রহঃ, বর্ণসামান্যত্বং জ্বলন্তসামান্যত্বাৎ । এনম্ অথঃ পশ্চাৎ পৃষ্ঠতো মহিমা অহজায়ত ; তস্তাপরে সমুদ্রে যোনিঃ । মহিমা মহত্বাৎ ; অথস্ত্য তি বিভক্তিরেবা, যৎ সৌবর্ণো রাজতশ্চ গ্রহাবুভরতঃ স্থাপ্যেতে ; তাবেতো বৈ মহিমানে, মহিমাযো গ্রহৌ অথমভিতঃ সমুদ্রভূতঃ উক্তলক্ষণাবেব সমুদ্রতো । ইপমসামান্যো মহত্ববদ্ধ ইতি পুনর্কচনং স্বতর্কম্ । তথা চ হরৌ ভূত্বত্যাঙ্গি স্বতার্থমেব । হরৌ হিনোতেগতিকর্ষণঃ, দিশিষ্টগতিরিতার্থঃ ; জাতি-
বিশেষো বা ; দেবানদহৎ দেবদ্রমগময়ৎ, প্রজাপতিহাঃ ; দেবানাং বা বোচ্যভবৎ ।

নমু নৈকৈব বাহনদ্বয়ং ? নৈব দোষঃ ; বাহনত্বং স্বাভাবিকমথস্ত, স্বাভাবিকত্বাৎ উচ্ছ্রাণপ্রাপ্তিকৈবাদিসম্বন্ধোহন্থস্তেতি স্মৃতিরৈবেবা । তথা বাজাদয়ো জাতি-
বিশেষাঃ । বাজী ভূত্বা গন্ধর্কান্ অবহদিত্যমুদ্রঃ । তথঃ অসী ভূত্বা অশ্বরান্, অথো ভূত্বা মনুষ্যান্ । সমুদ্র এবেতি পরমাত্মা ; বদ্ধলক্ষণম্ বধ্যতেহস্মিন্মিতি । সমুদ্রো যোনিঃ কারণমুৎপত্তিঃ প্রতি । এবমসৌ শুদ্ধযোনিঃ শুদ্ধস্থিতিরिति স্মৃতে ; “অপ্ যোনিবা অথঃ” ইতি শ্রুতেঃ । প্রসিদ্ধ এব বা সমুদ্রো যোনিঃ ॥ ২ ॥

ইতি প্রথমোধ্যায়ে প্রথম-ব্রাহ্মণভাষ্যম্ ॥ ১ ॥ ১ ॥

টীকা । অবাযমবেষু কালাদিদৃষ্টীর্নিধাঃ অথঃ প্রজাপতিরূপং বিবক্ষিত্বা কতিকান্তরং গৃহীত্বা তাৎপৰ্য্যমাহ—অহরিত্যাঙ্গিনা । গ্রহৌ হবনীয়দ্রব্যধারো পাত্রবিশেষৌ অগ্রতঃ পৃষ্ঠত-
শ্চেতি সংজ্ঞপ্যতঃ প্রাপ্তুর্কঃ চেতি যাবৎ । অসিদ্ধা তাবদসি দীপ্তিঃ, সৌবর্ণে চ গ্রহে সা স্তি, অতঃ তস্মিন্ অহর্দৃষ্টিরিতি দর্শনং বিতজতে—অহরিতি । অথসংজ্ঞপনং পূর্বঃ যো মহিমাযো, গ্রহঃ স্থাপ্যেতে, স চেৎ অহর্দৃষ্টোপান্ততে, কথং সৌবর্ণম্ অহজায়তেতি পশ্চাদ্ অথস্ত্য উক্তম্—

বাচোবুদ্ধিরিতি শব্দে—অহরম্মিতি । নারঃ পশ্চাদর্থোক্তশব্দঃ, কিন্তু লক্ষণার্থঃ । তথাচ অমৃত প্রজাপতিরূপত্বং তং লক্ষয়িত্বা গ্রহস্ত যথোক্তস্ত প্রবৃত্তিরূপদেশাৎ অমৃত অমৃতায়ত ইত্য-
ব্রিক্কমিতি পরিহার্য—অমৃতোক্তি । তদেব ক্ষুটয়তি—প্রজাপতিরিতি । কাল-লোক-দেবতাস্বা-
প্রজাপতিরখাঙ্গানা দৃষ্টমানোহস্য অহর্দ্বিতীয়া দৃষ্টেয়ং গ্রহেণ লক্ষ্যতে । তথাচ অমৃত অমৃতায়তেতি
অতিরিক্তকোক্তার্থঃ । অমু-শব্দো ন পশ্চাদ্বাচী, ইত্যত্র দৃষ্টায়মানঃ—ব্রিক্কমিতি । যদা ব্রিক্ক-
লক্ষয়িত্বাঃ প্রজ্ঞায়া বিজ্ঞাষিত্বোক্ততে, তদা ব্রিক্কমমুবিজ্ঞোক্ততে সোতি প্রযুক্তোক্তে । তথাচত্রাপি
অমুশব্দো ন পশ্চাদর্থ ইত্যর্থঃ । যত্র চ স্থানে প্রজা স্থাপ্যতে, তৎসুপসমুদৃষ্টাঃ ধোয়মিত্যাহ—
তাক্তিতি । পূর্বব্রহ্ম দাদৃষ্টম্ । কণা সপ্তমঃ প্রথমার্থে যোজ্যতে, চন্দ্রশ্রদ্ধাশ্রুতারণ ব্যতায়-
সম্ভবান্নিত্যাহ—বিত্ত্বীতি । যথা দৌবদে গ্রহেঃকদৃষ্টীকপাদ্ভী, তথা রাজসে গ্রহে রাত্রিদৃষ্টি-
কর্তব্যং, ইত্যাহ—তপেতি । অস্তি হি চন্দ্রাতপবদ্যাদ্রাজসে শৌর্যম্, অস্তি চ রাজসতত্ত্ব গ্রহজ্ঞ-
তদন্তত্বং তত্র রাত্রিদর্শনমিত্যাহ—বর্ণেতি । ৪৫৩ স্ববর্ণাঙ্কনয়ামঙ্কর্য রাত্রি, অতো বা সাদৃশ্যং
তত্র রাত্রিদৃষ্টিরিত্যাহ—জবন্তেতি । প্রজাপতিরূপা প্রকৃতমখা লক্ষয়িত্বা তৎসাক্ষপনাৎ পশ্চাৎ
অমৃত প্রবৃত্তিঃ দর্শয়তি—এনমিতি । তদাসাননস্থানে পশ্চিমসমুদৃষ্টবিশেষা ইত্যাহ—তাক্তিতি ।
কথমেতৌ গ্রহৌ মহিমাযৌ উক্তৌ ৭ মহত্ত্বোপেতহাদিত্যাহ—মহিমেতি । অধাশ্ববিসফা
দশনমাদিগ্ৰহ প্রবিসয়া তদাদিশতে বাক্যভেদাঃ স্তোত্রেনিত্যাহ—অখন্তেতি । ঐকম্বয় নিয়ামকম্ ৭
ইত্যংশস্তা পুনরুক্তিরিতি মহাহ—তাবিত্যাদিনা । বৈ-শকার্থকপনম্—এবেতি ।

বাক্যেণোপপাদ্যমান্তর্গী ভবতীত্যাহ—তপা চেতি ৭ জব শব্দনিষ্পত্তিপূরসক্ তদর্থ-
মাহ—হয় ইতি । বাজাদিশকানাং জাতিবিশেষবাচিহ্নাদ অত্রাপি দেবো জাতমিতি
পক্ষান্তরমাহ—জাতিতি । দেবানাং দেবপ্রাপকত্বং কথমন্ত ইত্যংশস্তাহ—প্রজাপতিবুদ্ধিতি ।
অদাঃ শ্রোতুমারহঃ কল্লান্তরোক্তাঃ তন্নিস্বাচনমুক্তিঃ ইতি শব্দে—নহিতি । উপক্রমবিরোধো
নাস্তীতি পরিহার্য—নেতাদিনা । সত্বপক্ষ ইত্যনি দ্রবত্বাঙ্কিতি ব্যাপকত্বা পরম-
গম্ভীরন্তেপরন্ত সনুৎপত্তমাহ—পরমাস্থেতি । তত্র সোনিয়মুৎপাদকত্বং বহুত্বং স্থাপকত্বং,
বহুত্বং বিলাপকত্বমিতি ভেদঃ । যদ পরমাস্থোনিয়ঃ স্নিগ্ধচন্দ্রপাক্ষাশ্রয় কোপযুক্তো
তদ্রাহ—এবমিতি । ক্ষতান্তরায়রোধেন সনুৎপা সোনিরিত্যত্র সনুৎপত্তক কটিমত্বকানতি—
অপত্ব সোনিরিত্যিতি ৭ ৭

ইতি প্রথমঃ ব্রাহ্মণম্ ১ ১ ২ ৥

ভাষ্যানুবাদ—অখমেনবদ্যে অগ্নের অগ্রে ও পশ্চাতে দুইটা গ্রহ অর্থাৎ
হবনাগ্নদ্রব্যাদির পাত্র স্থাপন করিতে হয় ; তন্মধ্যে প্রথম গ্রহটী স্ববর্ণময়, আর
দ্বিতীয় গ্রহটী রক্তময় ; এজন্য ততঃপর নিম্নে বিজ্ঞানোপদেশ করা হইতেছে ;—

পূর্বের স্ববর্ণময় গ্রহ ও দিবস, উত্তরই দীপ্তিমান—উজ্জল ; এইজন্ত অগ্নের
অগ্রবর্তী স্ববর্ণময় মহিমানামক গ্রহটী হইতেছে অহঃ—দিনাধিপতি সূর্য্যস্বরূপ ।
ভাল, দিবস অগ্নের সম্মুখবর্তী মহিমাযা গ্রহ হইল কিরূপে ? [উত্তর—] বেহেতু
ঐ অগ্নি প্রজাপতিরূপ ; এবং বেহেতু আদিত্যরূপী প্রজাপতিই এখানে ‘অহঃ’
শব্দে লক্ষিত হইয়াছেন ; সেটাহেতু ‘রক্তকে লক্ষ্য করিয়া বিজ্ঞান প্রকাশ পাইতেছে’

কথার ভায় এখানে অথকে লক্ষ্য করিয়া সূৰ্য্যময় মণিমানামক গ্রহ সমুৎপন্ন হইয়াছে, এইরূপ অর্থ করিতে হইবে । ইহার যোনি পুৰুষদিকের সমুদ্র ; ‘পুৰুষে সমুদ্রে’ পদদ্বয়ে প্রথমাবিত্তিক্রির স্থানে সপ্তমী বিভক্তি হইয়াছে । যোনি অর্থ—যে স্থান হইতে উহা গ্রহণ করিতে হয়, সেই গ্রহণস্থান । সেইরূপ রজতময় গ্রহটী [জ্যোৎস্নাপূর্ণ] রাত্রিস্বরূপ ; কারণ, উভয়ের মধ্যে বর্ণগত সাম্য রহিয়াছে, এবং সূৰ্য্য ও দিবস অপেক্ষা হীনত্বাংশেও ঐ উভয়ের সাদৃশ্য রহিয়াছে । এই রজতময় গ্রহটী অথের পশ্চাদ্ভর্তী মহিমারূপে কল্পিত হইয়াছে । ইহার আধরণস্থান পশ্চিম সমুদ্র । মহিমা অর্থ—মহত্ত্ব ; কেন না, ইহাই চট্টোত্তেছে অথের বিভূতি বা মহিমা যে, তাহার উভয়দিকে (অগ্রে ও পশ্চাতে) সূৰ্য্যময় ও রজতময় দুইটী পাত্র স্থাপিত হয় । সেই এই চট্টটী গ্রহ অথের অগ্রে ও পশ্চাতে মহিমা প্রকটিত করিতেছে । অথের এবং বিধ মহিমাশ্রুতির জন্তই—“অশ্বম্ অভিতঃ” ইত্যাদি কথার পুনরুন্নেথ করা হইয়াছে । সেইরূপ “হরো ভূয়া” ইত্যাদি বাক্যও তাহারই প্রণ্যসার্থ উপলব্ধ হইয়াছে । ‘হয়’ শব্দটী গত্যাৎক ‘ডি’-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন, [ইহার] অর্থ—বিলক্ষণ গতিসম্পন্ন, অথবা ‘হয়’ একপ্রকার জাতিবিশেষ । ‘দেবগণকে বহন করিয়াছিলেন’ অর্থ—দেবগণের দেবত্ব সম্পাদন করিয়াছিলেন ; কারণ, প্রজাপতিস্বরূপ অথের পক্ষে এরূপ কার্য্যসাধন করা সম্ভবপরই বটে ; অথবা, ‘হয়’ রূপে দেবগণের বাহন হইয়াছিলেন ।

ভাল কথা, বাহনত্ব ত নিন্দারই বিষয়, ইহা স্মৃতি হয় কিরূপে ? না,—ইহাও দোষাবহ অর্থাৎ নিন্দার কথা হয় না ; কারণ, বাহনত্ব ধর্ম্মটী অথের স্বভাবসিদ্ধ ; তাহাতে যে উৎকর্ষলাভ, অথবা দেবতা প্রভৃতির সঙ্গিত সম্বন্ধলাভ, ইহা ত অথের প্রণ্যসার কথাই বটে । পরবর্তী বাজী প্রভৃতিও জাতিবিশেষ ; বাজী হইয়া গন্ধর্ব্বগণকে বহন করিয়াছিলেন ; সেইরূপ অর্ষা (জাতিবিশেষ) হইয়া অমর-গণকে এবং অশ্ব হইয়া মনুষ্যগণকে বহন করিয়াছিলেন । ‘সমুদ্র এব’ এই সমুদ্র শব্দের অর্থ—পরমায়া ; বন্ধু অর্থ—বন্ধন,—বাহাতে জনসমূহ স্বতই আবদ্ধ হয় । সমুদ্রই ইহার বন্ধু এবং সমুদ্রই ইহার উৎপত্তির কারণ । এইরূপে অথের স্মৃতি করা হইতেছে যে, এই অথের উৎপত্তি ও আশ্রয় স্থান, উভয়ই পরম পবিত্র ; অথবা ‘জলের মধ্যেই অথের উৎপত্তি’, এই স্মৃতিপ্রসিদ্ধি অনুসারে প্রসিদ্ধ সমুদ্রকেই অথের যোনি বলিয়া বুঝিতে হইবে ॥ ২ ॥

ইতি প্রথমোধ্যায়ে প্রথম ব্রাহ্মণের ভাষ্যমুবাদ ॥ ২ ॥

ইতি প্রথমোধ্যায়স্য প্রথমং ব্রাহ্মণম্ ॥

দ্বিতীয়ঃ ব্রাহ্মণম্ ।

নৈবেহ কিঞ্চনাগ্র আসীৎ যত্নানৈবেদমাবৃতমাসীদশনায়য়া,
অশনায়্য হি যত্নাস্তম্মনোহকুরুতাত্মনী স্যামিতি ।

সোহর্চমচরৎ তস্মাচ্চত আপোহজায়স্মার্চতে বৈ মে কমভূদিতি
তদেবার্কস্মার্চকম্ কং হ বা অস্মৈ ভবতি, য এবমেতদর্কস্মার্চকঃ
বেদ ॥ ৩ ॥ ১ ॥

সরলার্থঃ—[অপেদাণীম্ অশ্বমেধীয়ায়ৈকংপাতিরুচ্যতে—তদ্বিজ্ঞানার্থং
তৎস্বত্বার্থক— ।] ইহ (সংসারে) অগ্রে (সৃষ্টে প্রাক) কিঞ্চন (নামরূপাশ্মকং
কিঞ্চিদপি) নৈব আসীৎ ; [অপি তু] ইদং (জগৎ) অশনায়য়া (ভোজনেচ্ছা-
লক্ষণেন) যত্নানা আবৃতম্ (আচ্ছাদিতম্) আসীৎ ; হি (যস্মাৎ) অশনায়য়া
(অশিতুম্ ইচ্ছা) [এব] যত্নাঃ, [অশনেচ্ছানস্তরং হি সাংপ্রবৃত্তেঃ] । [সং
যত্নাঃ] আশ্বদী (আশ্ববান্) স্তাম্ (ভবেয়ম্) ইতি (এবম্ অভিপ্রেত্য) তৎ
(প্রসিক্) মনঃ (অন্তঃকরণং) অকুরুত (জগৎ-সিদ্ধকরা স কল্লাদিদ্বয়কম্
অন্তঃকরণং সৃষ্টবান্) । সং (মনসঃ যত্নরূপঃ প্রজাপতিঃ) অর্চন্ (সফলকামতয়া
আয়ানং পূজয়ন্) অচরৎ (তদনুরূপম্ আচরয়) । অর্চতঃ (আয়ানং পূজয়তঃ)
তস্ম (প্রজাপতেঃ) [সকাশাৎ] আপঃ (জলানি) অভায়স্তু (উৎপন্নং বহুভূঃ) ।
অর্চতে মে (মহত্) বৈ কম্ (জলং) অভূৎ ইতি [যৎ অমলত প্রজাপতিঃ],
তৎ এব (মননমেব) অর্কস্ম (অশ্বমেধীয়ায়ৈঃ) অর্কস্ম (অর্কদে হেতুঃ) ;
[অর্চনাদ্ উৎপন্নং কং—সুখহেতুভূতং জলম্ ইতি হি অর্ক-শব্দস্ত ব্যুৎপত্তিঃ] ।
অস্মৈ (উপাসকায়) কং (জলং সুখং বা) হ বৈ (অবধারণে) ভবতি ; যঃ
(জনঃ) অর্কস্ম (অশ্বমেধীয়ায়ৈঃ) এতৎ অর্কস্ম এবং (বপোস্তপ্রকারেণ) বেদ
(জানাতি) । তস্মৈতৎ ফলমিতি বিদ্যা স্মৃতে ॥ ৩ ॥ ১ ॥

মূলানুবাদ—[অতঃপর অশ্বমেধ যজ্ঞীয় অগ্নির বিজ্ঞান ও
সৃষ্টির নিমিত্ত তাহার উৎপত্তি-প্রণালী বর্ণিত হইতেছে,—] সৃষ্টির
পূর্বে এ সংসারে কিছুই ছিল না ; এই জগৎ অশনায়্যরূপ যত্ন
দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল । অশনায়্য অর্থাৎ ভোজনেচ্ছাই লোকপ্রসিক্
যত্ন । সেই যত্নরূপী প্রজাপতি ‘আমি আশ্বদী—অন্তঃকরণযুক্ত

হইব' ইচ্ছা করিয়া প্রসিদ্ধ অন্তঃকরণ সৃষ্টি করিলেন। তিনি অন্তঃকরণ-সম্পন্ন হইয়া আপনাকে অভিনন্দিত করত অবস্থান করিলেন। আত্মপূজাকারী সেই প্রজাপতি হইতে অণু (জল) প্রাদুর্ভূত হইল। তিনি যে, 'আত্মপূজাশীল আমার উদ্দেশে জল উৎপন্ন হইল' মনে করিয়াছিলেন, তাহাই অর্কের অর্কহ, অর্থাৎ অগ্ন্যমেদীয় অগ্নির 'অর্ক' সংজ্ঞার হেতু। ['অর্চ' ধাতু, এবং জল ও সুখবাচক 'ক' শব্দের যোগে 'অর্ক' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। এখনও, যে লোক অগ্ন্যমেদীয় অগ্নির, যথোক্তপ্রকার অর্কহ জানেন, তাহার সম্বন্ধেও নিশ্চয়ই 'ক' (জল বা সুখ) সমুৎপন্ন হয় ॥ ৩ ॥ ১ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্—অথ অগ্নে: অগ্ন্যমেদোপযোগিকঞ্চ উৎপত্তিকচ্যতে। তদ্বিবরণ-দর্শনবিবক্ষয়া এবোৎপত্তিঃ স্বতার্থা।। নৈবেদ্য কিঞ্চনাগ্র আসীৎ—ইহ সংসারমণ্ডলে, কিঞ্চন কিঞ্চিদপি নাম-রূপপ্রবিভক্তবিবেচনম্, নৈবাসীৎ ন বভূব, অগ্নে প্রাগুৎপত্তের্ননআদে:।

কিং শূন্যমেব বভূব? শূন্যমেন স্মাৎ; "নৈবেদ্য কিঞ্চন" ইতি শ্রুতে: ন কার্য্যং কারণং বা আসীৎ উৎপত্তে:; উৎপত্ততে হি ঘটং; অত: প্রাগুৎপত্তের্ঘটশ্চ নাস্তিহম্। নমু কারণশ্চ ন নাস্তিহম্, নুংপিণ্ডাদিদর্শনাৎ; যৎ নোপলভাতে, তদেব নাস্তিগা অম্ব কার্য্যশ্চ, ন তু কারণশ্চ, উপলভ্যমানস্মাৎ। ন, প্রাগুৎপত্তে: সমাপ্তপন্থ্যং। অম্বপলক্ষিণেচদভাবে হেতু:, সক্ষম জগত: প্রাগুৎপত্তের্ন কারণং কার্য্যং বা উপলভাতে, তস্মাৎ সর্বশ্চৈবাব্যাবোহস্ব।

ন; 'মৃত্যুনৈবেদমাবৃতমাসীৎ' ইতি শ্রুতে:। যদি চি কিঞ্চিদপি নাসীৎ—যেন আবিবর্ততে, ঘট আবিবর্ততে, তদা নাবক্ষ্যৎ 'মৃত্যুনৈবেদমাবৃতম্' ইতি; ন হি ভবতি গগনকুসুমচ্ছন্নো বক্ষ্যাপুঞ্জ ইতি; এনীতি চ মৃত্যুনৈবেদমাবৃতমাসীদिति। তস্মাৎ বেদাবৃত কারণেন, ঘটাবৃত কার্য্যং, প্রাগুৎপত্তে: তদভিন্নমাসীৎ, শ্রুতে: প্রামাণ্যং, অনুমেয়ম্। অনুমারতে চ প্রাগুৎপত্তে: কার্য্যকারণরোরতিহম্। কার্য্যশ্চ হি সতো জায়মানশ্চ কারণে সত্যুৎপত্তিদর্শনাৎ, অসতি চাদর্শনাৎ, জগতোহপি প্রাগুৎপত্তে: কারণাস্তিহমমুমারতে, ঘটাদিকারণাস্তিত্বং।

ঘটাদিকারণস্তাপি অসহমেব, অম্বপম্ব নুংপিণ্ডাদিক ঘটত্বুৎপত্তেরিতি চেৎ; ন; মৃদাদে: কারণস্মাৎ। নুংস্ববর্ণাদি হি তত্র কারণ ঘট-রূচকাদে:, ন পিণ্ডাকারবিশেষ, তদভাবে ভাবাৎ। অসতাপি পিণ্ডাকারবিশেষে নুংস্ববর্ণাদি-কারণস্বয়ামাত্রাদেব ঘটরূচকাদি-কার্য্যোৎপত্তিহুতে। তস্মাৎ ন

পিণ্ডাকারবিশেষো ঘটকচকাদিকারণম্ । অসতি তু মৃৎস্বর্ণাদিভব্যো ঘটকচ-
কাদিন্ জায়তে, ইতি মৃৎস্বর্ণাদিভব্যমেব কারণম্, ন তু পিণ্ডাকারবিশেষঃ ।
সৰ্ব্বং হি কারণং কার্য্যমুৎপাদয়ত্বং পূৰ্ণোৎপন্নশাস্ত্রকার্য্যশ্চ তিরোধানং কুৰ্ব্বত্বং
কার্য্যাস্তরমুৎপাদয়তি ; একস্মিন্ কারণে যুগপদনেক-কার্য্যবিরোধাত্ । ন চ
পূৰ্ণকার্য্যোপমর্দে কারণশ্চ স্বাছোপমর্দো ভবতি ; তস্মাৎ পিণ্ডাছোপমর্দে
কার্য্যোৎপত্তির্দর্শনম্ অহেতুঃ প্রাপ্তপত্তেঃ কারণাসত্তে ।

পিণ্ডাদিবাতিরেকেণ মৃদাদেঃ অসত্ত্বাদ্ আকৃতিমিতি চেৎ,—পিণ্ডাদি-
পূৰ্ণকার্য্যোপমর্দে মৃদাদিকারণঃ নোপমৃশ্যতে, ঘটাদিকার্য্যাস্তরেৎপাত্তবস্ততে,
ইতোত্তদযুক্তম্, পিণ্ডঘটাদিবাতিরেকেণ মৃদাদিকারণশ্চ অমুপলভ্যাদিতি চেৎ ;
ন ; মৃদাদিকারণানাং ঘটাত্ম্যপত্তৌ পিণ্ডাদিনিবৃত্তৌ অন্তবৃত্তিদশনাৎ । সাদৃশ্যাদ্
অবয়বদর্শনম্, ন কারণান্তবৃত্তিরিতি চেৎ ; ন ; পিণ্ডাদিগতানাং মৃদাশ্চবয়বানামেব
ঘটাদৌ প্রত্যক্ষত্বে অনুমানাভাসাৎ সাদৃশ্যাদিকল্পনাত্তপত্তেঃ ।

ন চ প্রত্যক্ষানুমানয়োঃ পিণ্ডকো বাতিচারিতা, প্রত্যক্ষপূৰ্ণকত্বাদনুমানশ্চ ;
সৰ্ব্বত্রৈব অনাধাসপ্রসঙ্গাৎ,—সদি চ ফলিকং সদ্ধং ‘তদেবেদম্’ ইতি গম্যমানং,
তদ্বুদ্ধেরপি অশ্চ-তদ্বুদ্ধাপেক্ষত্বে তস্মাৎ অপি অশ্চ-তদ্বুদ্ধাপেক্ষত্বম্,—ইত্যানবস্থায়াং
তৎসদৃশমিদম্ ইত্যস্মাৎ অপি বুদ্ধের্মুখ্যাত্ম্যং সৰ্বত্র অনাধাসত্বেইব । তদিদং বুদ্ধোঃ পি
কত্র ভাবে সঙ্গতানুপপত্তিঃ ।

সাদৃশ্যং তৎসদৃশ ইতি চেৎ ; ন ; তদিদং বুদ্ধোঃ ইতরেতরবিবরণাত্তপত্তেঃ ।
অসতি চ ইতরেতরনিবরণত্বে সাদৃশ্যগ্রহণাত্তপত্তিঃ । অসত্যেব সাদৃশ্যে তদবুদ্ধি-
রिति চেৎ ; ন ; তদিদং বুদ্ধোঃ পি সাদৃশ্যবুদ্ধিবদ্ অসদ্বিবরণপ্রসঙ্গাৎ । অসদ্বিবরণ-
মেব সৰ্ব্ববুদ্ধীনাং সত্ত্ব ইতি চেৎ ; ন ; বুদ্ধি-বুদ্ধেরপি অসদ্বিবরণপ্রসঙ্গাৎ । তদপাস্ত
ইতি চেৎ ; ন ; সৰ্ব্ববুদ্ধীনাং মুখ্যত্বে অসত্যবুদ্ধাত্তপত্তেঃ । তস্মাদনন্দতৎ—
সাদৃশ্যং তদবুদ্ধিরিতি । অতঃ সিদ্ধং প্রাক্কার্য্যোৎপত্তেঃ কারণসম্ভাবঃ ; কার্য্যশ্চ
চাতিব্যক্তিসিদ্ধত্বাৎ ।

কার্য্যশ্চ চ সম্ভাবঃ প্রাপ্তপত্তেঃ সিদ্ধঃ ; কথম্ ? অভিব্যক্তি-লিঙ্গত্বাৎ,
অভিব্যক্তিলিঙ্গমত্বেতি ? অভিব্যক্তিঃ সাক্ষাৎ বিজ্ঞানালম্বনত্বপ্রাপ্তিঃ । বক্তি
লোকে প্রাবৃত্তং তমাদিনা ঘটাদি বস্তু, তদ্ আলোকাদিনা প্রাবরণতিরঙ্কারেণ
বিজ্ঞানবিবরণত্বং প্রাপ্নুৎ প্রাক্ সম্ভাবঃ ন ব্যতিচরতি ; তথেন্দমপি জগৎ প্রাপ্ত-
পত্তেরিত্যকগচ্ছামঃ । ন হি অবিজ্ঞমানো ঘট উদ্ভিতেহপ্যাদিতো উপলভ্যতে ।

ন ; তে অবিজ্ঞমানত্বাভাবাদ্ উপলভ্যেত্বেইতি চেৎ,—ন হি তব ঘটাদি

কার্য্যং কদাচিতপি অবিজ্ঞানম্, ইত্যাদিতে আদিত্যে উপলভ্যেতৈব, যৎপিণ্ডে
অসম্মিহিতে তম-আত্মাবরণে চামৃতি বিজ্ঞানত্বাদিত্যে চেৎ; ন; দ্বিবিধত্বাদ্
আবরণত্বাৎ । ঘটাদিকার্য্যস্ত দ্বিবিধং হি আবরণং—মৃদাদেবভব্যাক্তস্ত তমঃ-কুডাদি,
প্রাণমৃদোহভিব্যাক্তেনৃদাত্তবরণানাং পিণ্ডাদিকার্য্যাস্তরূপেন সংস্থানম্ । তস্মাৎ
প্রাণত্বপত্তেন্নিষ্ঠমানশ্চৈব ঘটাদিকার্য্যস্ত আবৃতত্বাৎ অন্তঃপল্লিকঃ । নষ্টোৎপন্নভাবা-
ভাবশ্চ-প্রত্যয়ভেদস্ত অভিব্যাক্তিরোভাবয়োদ্বিবিধত্বাপেক্ষঃ ।

• পিণ্ডকপালাদেঃ আবরণবৈলক্ষণ্যাৎ অন্তঃপল্লিকঃ চেৎ,—তমঃকুডাদি হি
ঘটাত্মাবরণং ঘটাদিভিন্নদেশঃ দৃষ্টম্, ন তথা ঘটাদিভিন্নদেশে দৃষ্টে পিণ্ড-কপালে;
তস্মাৎ পিণ্ড-কপালসংস্থানরোঃ বিজ্ঞানশ্চৈব ঘটস্ত আবৃতত্বাদন্তঃপল্লিকিরিত্যবৃত্তম্,
আবরণশ্চ-বৈলক্ষণ্যাদিত্যে চেৎ; ন; ক্ষীরোদকাদেঃ ক্ষীরাত্মাবরণেন এক-
দেশত্বদর্শনাৎ । ঘটাদিকার্য্যো কপাল-চূর্ণাত্মবরণানামন্তঃপল্লিকাবরণত্বমিতি চেৎ;
ন, বিভক্তানাং কার্য্যাস্তরত্বাদ্ আবরণত্বোপপত্তেঃ ।

আবরণাভাব এব যত্নঃ কৰ্ত্তব্য ইতি চেৎ—পিণ্ডকপালাবহরোরিষ্ঠমানমেব
ঘটাদিকার্য্যমাবৃতত্বাৎ নোপলভ্যত ইতি চেৎ; ঘটাদিকার্য্যাপিণ্ডা তদাবরণ-বিনাশ
এব যত্নঃ কৰ্ত্তব্যঃ, ন ঘটাত্মপত্তৌ; ন চৈতদসি। তস্মাদবৃত্তং বিজ্ঞানশ্চৈব
আবৃতত্বাদন্তঃপল্লিকিরিত্যে চেৎ; ন; অনিয়মাৎ ।—ন তি বিনাশমাত্রপ্রযত্নাদেব
ঘটাত্তিব্যাক্তিনিয়তা; তম-আত্মাবৃত্তে ঘটাদৌ প্রদীপাত্মপত্তৌ প্রযত্নদর্শনাৎ ।
সোহপি তমোনাশায়ৈব ইতি চেৎ,—দীপাত্মপত্তাবপি যঃ প্রযত্নঃ, সোহপি
তমস্তিরস্করণায়; তস্মিন্ নষ্টে ঘটঃ স্বরমেবোপলভ্যতে; ন তি ঘটে কিঞ্চিদাধীৰ্যত-
ইতি চেৎ; ন; প্রকাশবতো ঘটস্তোপলভ্যমানত্বাৎ । যথা প্রকাশবিশিষ্টো ঘট
উপলভ্যতে প্রদীপকরণে, ন তথা প্রাক্ প্রদীপকরণাৎ । তস্মাৎ ন তমস্তির-
স্কারায়ৈব প্রদীপকরণম্; কিং তর্হি? প্রকাশবত্বায়; প্রকাশবত্বেনৈব উপলভ্য-
মানত্বাৎ । কচিদাবরণবিনাশেহপি যত্নঃ স্ম্যৎ, যথা কুডাদি-বিনাশে । তস্মাৎ ন
নিয়মোহসি—অভিব্যাক্ত্যর্থিনা আবরণবিনাশ এব যত্নঃ কার্য্য ইতি ।

নিয়মার্থবত্বাচ্চ ।—কারণে বর্ত্তমানং কার্য্যং কার্য্যাস্তরাণামাবরণম্, ইত্য-
বোচাম । তত্র যদি পূর্বাভিব্যাক্তস্ত কার্য্যস্ত পিণ্ডস্ত বাবহিতস্ত বা কপালস্ত
বিনাশে এব যত্নঃ ক্রিয়তে, তদা বিদলচূর্ণাত্তপি কার্য্যং জাগ্রেত; তেনাপি
আবৃত্তো ঘটো নোপলভ্যত ইতি পুনঃ প্রযত্নাস্তরাপেক্ষৈব । তস্মাদ্ ঘটাদ্য-
ভিব্যাক্ত্যর্থিনো নিয়ত এব কারকব্যাপারোহর্থবান্ । তস্মাৎ প্রাণত্বপত্তেরপি
সদেব কার্য্যম্ ।

অতীতানাগতপ্রত্যয়ভেদাচ্চ ।—‘অতীতো ঘটঃ অনাগতো ঘটঃ’ ইত্যেতয়োশ্চ
প্রত্যয়য়োঃ বর্তমানঘটপ্রত্যয়বৎ ন নির্দিষ্যতঃ সূক্তং । অনাগতার্থি-প্রবৃত্তেষ্ট ।—
ন হি অসতি অর্থিতরা । প্রবৃত্তিলোকে দৃষ্টা । যোগিনাং চ অতীতানাগত-জ্ঞানজ
সত্যাত্মা । অসংশ্চেৎ ভবিষ্যদঘটঃ, ঐশ্বর্য ভবিষ্যদঘটবিষয়ঃ প্রত্যক্ষজ্ঞানঃ মিথ্যা
জ্ঞানং । ন চ প্রত্যক্ষরূপচর্য্যতে ; ঘটসম্ভাবে হি অল্পমানস্ অবোচাম ।

বিপ্রতিবেদাচ্চ ।—বদি ঘটো ভবিষ্যতীতি—কুলানাদিন্ বাপিপ্রমাণেণ
ঘটার্থঃ প্রমাণেন নিশ্চিতম্ ; যেন চ কালেন ঘটস্ত সঙ্গতঃ—ভবিষ্যতীত্যাচাৰ্য্যে
তন্নিরূপেণ কালে ঘটোহসম্মিতি বিপ্রতিবিদ্ধমভিধীয়তে ; ভবিষ্যন্ ঘটোহসম্মিতি —
ন ভবিষ্যতীত্যাৰ্থঃ, অগ্নঃ ঘটো ন বর্ততে ইতি বদ্যং ।

অগ্ন প্রাণ্ডপত্তেৰ্ঘটোহসম্মিত্যাচাৰ্য্যে, —ঘটার্থঃ প্রবৃত্তে কুলানাদিন্ তদা যস্য
ব্যাপাররূপেণ বর্তমানাত্মাবৎকুলানাদয়ঃ, তথা ঘটো ন বর্ততে ইত্যাসঙ্গত-
জ্ঞানার্থেভ্যং, ন বিরুদ্ধাতে । কথ্যং ? যেন হি ভবিষ্যদ্রূপেণ ঘটো বর্ততে ; ন তি
পিপ্তস্ত বর্তমানতা কপালস্ত বা ঘটস্ত ভবতি, ন চ তদ্রূপভবিষ্যস্তা ঘটস্ত ।
তন্মাত্ৰং কুলানাদি-ব্যাপারবর্তমানতয়া প্রাণ্ডপত্তেৰ্ঘটোহসম্মিতি ন বিরুদ্ধাতে ।
বদি ঘটস্ত যৎ স্বঃ ভবিষ্যতাকাররূপম্, তৎ প্রতিনিষেদ্যতঃ ; তৎ প্রতিনিষেদে বিবোধঃ
জ্ঞানঃ ; ন তু তন্ ভবান্ প্রতিবেদতি ; ন চ সংকেতাঃ ক্রিয়াবতান্ একৈব বর্তমানতঃ
ভবিষ্যতঃ বা ।

অপি চ, চতুর্নিধানামভাবানাং ঘটস্ত ইত্যেতরাভাবো ঘটাদিভ্যো দৃষ্টঃ, যস্য
ঘটোভাবঃ পটাদিরেব, ন ঘটস্বরূপমেন । ন চ ঘটোভাবঃ সম্পত্তেভ্যোভাবাত্মকঃ, কি
তর্হি ? ভাবরূপ এব, এবং ঘটস্ত প্রাক্-প্রবৃত্ত্যাত্মাত্মভাবানামপি ঘটাদিভ্য
জ্ঞানং, ঘটেন ব্যাপদিশ্চমানজ্ঞানং, ঘটজ্ঞেতরেতরাভাববৎ ; তদেব ভাবাত্মকতা অভা-
বানাম । একক সতি, ‘ঘটস্ত প্রাগভাবঃ’ ইতি —ন ঘটস্বরূপমেন প্রাণ্ডপত্তেনাস্তি ।

অগ্ন ঘটস্য প্রাগভাব ইতি—ঘটস্ত যৎ স্বরূপং তদেবোচ্যেতঃ ; ঘটজ্ঞেতি
ব্যাপদেহাত্মপদভিঃ । অগ্ন কল্পরিম্না ব্যাপদিশ্চৈত, ‘শিলাপুলকানা শরীরম্’ ইতি
বদ্যং ; তথাপি ঘটস্ত প্রাগভাব ইতি কল্পিতজ্ঞেভাবাত্মক ঘটেন ব্যাপদেহো ন
ঘটস্বরূপজ্ঞেব । অপার্থান্তরং ঘটাদ ঘটস্তাভাব ইতি, উক্তোত্তরমেতৎ ।

কিকাজ্ঞং, প্রাণ্ডপত্তেঃ শব্দবিবারণদ্ব্যভাবভূতস্ত ঘটস্ত স্বকারণসত্যসঙ্গত-
পদভিঃ, বি-নিষ্ঠত্বং সঙ্গতম্ । অতসিক্তানামদেব ইতি চেৎ ন ; ভাবাভাবয়োঃ
অতসিক্তাকল্পপত্তেঃ । ভাবভূতরোচি বৃত্তসিক্ততা অতসিক্ততা বা জ্ঞানং, ন তু
ভাবাভাবয়োঃ অভাবরোচী ; তন্মাত্ৰং পদেব কার্য্যঃ প্রাণ্ডপত্তেরিতি নিশ্চয়ঃ ।

কিংলক্ষণেন মৃত্যুনা আবৃতম্, ইত্যত আচ--অশনারয়া, অশিতুমিচ্ছা
অশনারা, সৈব মৃত্যুঃ, সা হি মৃত্যোলক্ষণম্ ; তয়া লক্ষিতেন মৃত্যুনা অশনারয়া ।
কণমশনারয়া মৃত্যুরিতি ? উচ্যতে--অশনারা হি মৃত্যুঃ । হি-অন্নেন প্রসিক্তং
হেতুমবজ্ঞোত্তরতি । যো হি অশিতুমিচ্ছতি, সোহশনারানন্তরমেব হস্তি জন্তুন্ ;
তেনাসৌ অশনারয়া লক্ষ্যতে মৃত্যুঃ, ইতি অশনারা হি-ইত্যত । বুদ্ধ্যায়নোহ-
শনারা ধর্মঃ, ইতি স এষ বুদ্ধাবস্থো হিরণ্যগর্ভো মৃত্যুরিত্যুচ্যতে ; তেন মৃত্যুনেদং
কার্যমাবৃতমাসীৎ ; যথা পিণ্ডাবস্তুরা মৃদা ঘটাদয় আবৃতঃ স্মারিতি, তদ্বৎ ।

তন্মনোহকুরত । তদिति মনসো নির্দেশঃ । স প্রকৃতো মৃত্যুর্কক্ষ্যমাণ-
কার্য-সিসৃক্ষর্য তৎকাণ্যালোচনক্ষমং মনঃশব্দবাচ্য-সঙ্কল্পাদিলক্ষণমন্তঃকরণম্
অকুরত কৃতবান্ । কেনাভিপ্রায়েণ মনোহকরোৎ ইতি ? উচ্যতে—আত্মীয়ী
আত্মবান্ স্তা ভবেরম্ ; অহমেনোত্মনা মনসা মনসী স্তামিত্যভিপ্রায়ঃ ।

স প্রজাপতিঃ অভিব্যক্তেন মনসা সমনসঃ সন্ অর্চন্ অর্চয়ন্ পূজয়ন্ আত্মান-
মেব—কৃতার্থোহস্মীতি, অচরৎ চরণমকরোৎ । তস্য প্রজাপতের্কৃতঃ পূজয়ত
আপঃ রসায়িকাঃ পূজাস্ভূতা অজারস্ত উৎপন্নঃ । অত্রাকাশপ্রভৃতীনাং ত্রাণামুৎ-
পত্তানন্তরমিতি বক্তবান্, শ্রুতাস্তরসামর্থ্যাৎ, বিকল্পাসম্বাচ সৃষ্টিক্রমস্ত ।
অর্কতে পূজাঃ কুর্কতে বৈ মে মহা কন্ উদকমভূৎ ইতি এবমমুত্তত যস্মাৎ মৃত্যুঃ,
তদেব তস্মাদেব হেতোরর্কস্তায়েঃ অশ্বমেধকুতূপগৌগিকত্বাকঙ্কন—অর্কত্বে হেতু-
রিত্যর্থঃ । অগ্নের্কানাং মনিষচনমেতৎ—অর্কনাং সুগৃহেতুপূজাকরণাৎ অপ্সস্বক্কাচ্চ
অগ্নেরেকন্ গোণঃ নাম 'অর্কঃ' ইতি । য এবৎ যণোক্তমর্কস্তাকঙ্কং বেদ জানাতি,
কন্ উদকং সুগং বা নামসামান্তাৎ ; হ বা ইত্যবধারণার্থে ; ভবতোবেতি, অগ্নে
এবংবিদে এবংবিদর্থঃ ভবতি ॥ ৩ ॥ ১ ॥

টিকা । অশ্বাদিনর্শনোক্তানন্তরম্ অগ্নিদর্শনং বক্তুং ব্রাহ্মণাত্মকম্ অবতারণতি—অগ্নেতি
নৈবেদ্য-ইত্যাদৌ, তবদুটীনাভ্যুতি চেৎ, সত্যং, তত্র অগ্নেজ্ঞা বক্তুং ভূমিকা ক্রিয়তে ইত্যাহ—
অগ্নেরিতি । বায়োরগ্নিরিত্যাদৌ প্রসিক্তং তচ্ছবোতি চেৎ, সত্যং, তদ্বিশেষস্তাত্ত জন্মোক্তি
ইত্যাহ—অশ্বমেধেতি । দর্শনে বিধিসিদ্ধেতি কিং জন্মোক্তোতি চেৎ, তদ্রাহ—তদ্বিশেষেতি
অগ্নিদর্শনস্ত বিধাতুমিষ্টস্ত সিদ্ধার্থমুপাত্তায়িত্বাতিত্বেনা । তদুৎপত্তিরিষ্টো শুদ্ধজ্ঞানবাহুৎকৃষ্টেযোনাং
মুপাত্তো রাজাদিবিদ্যিত্যর্থঃ । তাৎপৰ্যমুক্তা বাক্যমাদায় অক্ষরাণি ব্যাচষ্টে—নৈবেদ্যাদিনা

নামরূপাত্ম্যং বিত্তকো বিশেষো যস্মিন্নিতি বহুব্রীহিঃ । অত্র শূন্যবাদী লঙ্কাবকাশোহবিমূহ
পরেষ্টেপ্রত্যবষ্টেণ যপকমাহ—কিমিত্যাদিনা । কার্যন্ত প্রা সত্বে হেতুগুণমাহ—উৎপত্তেষ্কেতি
বিমতঃ প্রাপসত্বপুণ্ডমানবাহ, যত্রৈবং ন তদেবং, যথা পরেষ্টে ব্রহ্মকোত্বঃ । হেতুসিদ্ধি শক্তি
উত্তরমাহ—উৎপত্তে হীতি । ঘটগ্রহণং কার্যমাত্রস্ত উপলক্ষণার্থম্ । উক্তম্ অজ্ঞান-
নিগময়তি—অতঃ ইতি । তত্র তর্কিকো ব্রহ্মে—নামিতি । মুক্তং ন কাব্যং কারণং বা আসী-

দিত্তি, তত্র ভাগে বাধঃ, ভাগে চ অনুমতিঃ ইত্যর্থঃ । কাৰ্য্যান্তাপি কথং প্রাগসম্বোধপত্তিঃ ? ইত্যশঙ্কাহ—যস্মৈতি । এতেন অনুমানস্ত সিদ্ধসাধ্যতা উক্তা । কাৰ্য্যবৎ কারণস্তাপি প্রাগসম্বৎ কিং ন স্ত্যং ইত্যশঙ্কা উক্তহেতুভাবাৎ সৈবমিত্যাহ—ন য়িত্তি । শূন্তবাদী আহ—ন প্রাপ্তং-পত্তেরিত্তি । বিমতং প্রাগসন্ যোগায়ে সতি তদা অনুপলক্কাৎ, সম্ভবৎ । ন চ অসিদ্ধা হেতুঃ, অতঃ অনতিশঙ্কায়াং । তদ্বিরোধে সতি উপলক্কে আভাসবাদিত্যর্থঃ । তদেব প্রপঞ্চয়তি—অনুপলক্কেদিত্তি ।

• কাৰ্য্যবৎ কারণস্তাপি প্রাগসম্বৎ প্রাপ্তে সিদ্ধাশ্রয়িত্তি—নেতাদিনা । “নৈব”—ইত্যাদি-শ্রুতিরবাস্তবানামরূপাদিবিষয়া ন প্রাগসম্বৎ কাৰ্য্যকারণয়োরাহ ; অস্তথা বাক্যশেষবিরোধাদ্ ইত্যর্থঃ । অতিং বিবৃণোতি—যদি হীতি । ছয়োরসম্বৎ কা বাচ্যোক্তেরনুপত্তিঃ, তত্রাহ—ন হীতি । মা তহি বাক্যমেব ভূৎ, ইত্যশঙ্কাহ—ব্রবীতি চেতি । “মূঢ়ানা”—ইত্যাদিবাক্যার্থ-মুপসংহরতি—তদ্বাদিত্তি । অতঃ প্রামাণ্যাদিত্তি । তৎপ্রামাণ্যস্ত প্রমাণলক্ষণে স্থিতত্বাদিত্তি যাবৎ । পরকীরে অনুমানে শ্রুতিবিরোধন্ অভিধায় অনুমানবিরোধমাহ—অনুম্নেয়ত্বাচ্চেতি । কাৰ্য্যকারণয়োঃ সমস্ত অনুম্নেয়তয়া তদসম্বন্ অনুমাতুমশক্যম্ । উপজীব্যবিষয়তয়া সমসমু-দানস্ত বলীয়ত্বাদিত্যর্থঃ । কাৰ্য্যকারণয়োঃ সমানুমানং প্রতিজ্ঞায় প্রথমং কারণসম্বন্ অনু-মিনোতি—অনুম্নেয়তে চেতাদিনা । কারণস্ত সম্বৎ অনুমানমাহ—কাৰ্য্যস্ত হীতি । বিমতং সংপূৰ্ণঃ, কাৰ্য্যত্বাৎ, কৃন্তবদিত্যর্থঃ ।

ন অনুপমুক্ত প্রাচীনাবাদিত্তি জ্ঞায়েন দৃষ্টান্তস্ত সাধাবৈকল্যাৎ চোদয়তি—ঘটাদীত্ । ন তাবদসিদ্ধো ঘটঃ স্বকারণমুপদ্রুদিত্তি, অসংযত্ কারণকত্বাৎ, সিদ্ধস্ত তু উপমর্শলক্ষণে অসংপূৰ্ণকত্ব-মিত্তি কৃতঃ সাধাবৈকল্যতা ইত্যাহ—নেতি । কিং চ অযয়িত্তবামেব সৰ্বত্র কারণং, ন পিণ্ডাকার-বিশেষঃ, অনযয়াদনবস্থানান্চোতি কৃতঃ সাধাবৈকল্যান্নিত্যাহ—মূঢ়াদেদিত্তি । তদেব স্মৃটয়তি—মুংমুপর্গাদিত্তি । তত্রৈতি দৃষ্টান্তোক্তিত্তি । কিং চাযয়িত্তবীরেকান্তাঃ কারণমবধেয়ম্ । ন চ পিণ্ডাভাবে ঘটো ন ভবতীতি ব্যতিরেকোক্তিত্তি । পিণ্ডাভাবেওপি শক্যাদিভোওপি ঘটাহুস্তবো-পলভাদিত্যাহ—তদভাব ইতি । তদেব স্মৃটয়তি—অসংযতীতি । ইম্মেওওপি ব্যতিরেক-রাস্তিত্যাহ তুল্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—অসংযতীতি । মূঢ়াভাব ঘটাদিকরণং চেৎ, কিমিত্তি পিণ্ডাদৌ সত্যেব ততো ঘটাত্তমুংপত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—সম্মিত্তি । ব্রহ্মণি ইবিজ্ঞাবশাত্তপত্তিরিত্তি ভাবঃ । অযয়িত্তবায় পূৰ্ণোৎপন্ন-স্বকাৰ্য্যতিরোধানেন কাৰ্য্যাস্তর জনয়তি চেৎ, কাৰ্য্যতাদান্জ্ঞেন অযয়পি নশ্চেৎ, তত্রোত্তরকাৰ্য্যোৎপত্তিহেতুভাবদিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি । কাৰ্য্যাস্তরোওপি অনুপত্তিদৰ্শনাৎ কাৰ্য্যাস্তরাজ্ঞান ভাবাচ্চেত্যর্থঃ । অযয়িত্তবায়ৈশ্চব কারণদে ফলিতমাহ—তদ্বাদিত্তি ।

অযয়িনো মূঢ়াভোদান্ভাবেনাভাবাৎ ন কারণতেতি শক্যতে—পিণ্ডাদীত্ । তদেব চোক্ত্যং বিবৃণোতি—পিণ্ডাদীত্যাদিনা । বৃদঘটঃ স্ববর্ণবুল্লমিত্যাदि-তাদান্জ্ঞাপ্রত্যয়স্ত পিণ্ডাভা-রিত্তবৃদাত্তভাবে অনুপপত্তেরনুপত্তং মূঢ়াভোপেয়মিত্তি পরিস্থত্—নেতি । কিং চ, যাপিওওনা পূৰ্ণোদ্রাহৃদাসীৎ, সৈব ঘটাত্তবৃদিত্তি প্রত্যভিজ্ঞয়া মূঢ়ো অযয়িত্তাঃ সিদ্ধেওওকারণত্বং ছরপলব-মিত্যাহ—মূঢ়াদীত্ । যৎ যৎ তৎ ক্ষণিকং, যথা দীপঃ, সম্বন্ধেনৈব ভাবাঃ, ইত্যনুমানাৎ সৰ্ব্বাণানাং ক্ষণিকত্বসিদ্ধেরনুপদ্রুত্বঃ । সাদৃশ্যাৎ জ্ঞাতিরিত্তি শক্যতে—সাদৃশ্যাদিত্তি । প্রত্যভিজ্ঞা-

সিদ্ধ-হাযার্থ-বিরুদ্ধঃ কণিকার্যবোধলিঙ্গম্ [অগ্নেঃ] অনুকৃত্যমানবৎ ন মানমিতি দুষ্যতি—
নেতাদিনা । সাদৃশ্যাদীত্যাশিষ্টেন প্রত্যভিজ্ঞাত্যস্তিহাদি গৃহ্যতে ।

প্রত্যাকাং কারণেকং গম্যতে, অনুমানান্তঃসন্দেহঃ । অতো দ্বয়োবিরুদ্ধত্বাভ্যাস্তিচারিণ্যং
ন অধাক্ষেণানুমানবোধঃ, বৈপরীত্যসম্ববাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি । প্রত্যভিজ্ঞানুপজীবা কণিক-
হানুমানাপ্রবৃত্তাবপি উপজীবাজাতীয়হাং তৎপ্রাবল্যাদুপজীবকভাত্যকমুক্তানুমানঃ দুৰ্লভঃ
তথাগমিতার্থঃ । প্রত্যভিজ্ঞা স্বার্থে স্বতো ন মানঃ, বুদ্ধান্তরংবাদাদেব বুদ্ধীনাং মানসস্ত
বৌদ্ধৈরিষ্টহাং । ন চ বুদ্ধান্তরং স্থায়িত্বসাধকমন্তীতি প্রত্যভিজ্ঞায়মানস্তাপি কণিককৃত্যমিতা-
শঙ্ক্যাহ—সন্দেহেতি । এসম্বমেব একটয়তি—যদি চেতি । কণিকহাদবুদ্ধেরপি স্বার্থে স্বতো-
মানহাভাবাং তাদৃগ্‌বুদ্ধান্তরাপেক্ষায়াং তস্তাপি তথাহেন অনবস্থানাদ বুদ্ধেঃ স্বতঃ প্রামাণ্য-
মুপেয়ম্ । তথা চ প্রত্যভিজ্ঞানং সর্বং তথৈবাবাদিতার্থঃ । কিং চ, প্রত্যভিজ্ঞান্যাস্তিহাং
বদত । পরপানপক্ষহাং তদিদংবুদ্ধোঃ সামান্যধিকরণেন সম্বন্ধো বাচ্যঃ, স চ বক্তৃৎ ন শকাতে,
কণকরসম্বন্ধিনো দ্বৈতরভাবাদিত্যাহ—তদিদমিতি ।

অনতি সম্বন্ধে বুদ্ধোঃ সাদৃশ্যং তনুবুদ্ধিরিতি শঙ্কতে—সাদৃশ্যাদিতি । তয়োঃ স্বসংবেদ্যবাদ
গ্রাহকান্তরস্ত চাভাবান সাদৃশ্যসিদ্ধিরিতি দুষ্যতি—ন তদিদংবুদ্ধোঃ । তথাপি কিমিতি
সাদৃশ্যাদিসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—অনতি চেতি ।

সাদৃশ্যানিচ্ছিন্নরূপেতা শঙ্কতে—অনতোবেতি । যত্র সতোবোধে ধাতুত্রেব সাধকপেক্ষা,
নাশ্চ্যেতি ভাবঃ । এস বাহ্যার্থবাদিনং প্রত্যাহ—ন তদিদংবুদ্ধোঃ । বিজ্ঞানবাত্তাহ—
অনতি । তথা সত্যনাশবনং কণিকবিজ্ঞানমিত্যস্তাপি জ্ঞানস্তাসদিদংতয়া বিজ্ঞানবানাসিদ্ধি-
রিত্যাহ—নেতি । শূন্যবাত্তাহ—তদপীতি । সর্ব্বা ধারসম্বিত্যেতেষা ধীরসম্বিত্যা ত্রাং, ততশ্চ
সর্ব্ববুদ্ধেরসম্বিত্যসিদ্ধিরিতি দুষ্যতি—নেতাদিনা । পরপক্ষাসম্ববাত্তংপ্রত্যভিজ্ঞান্যঃ স্থায়ি-
হেতুসিদ্ধৌ দৃষ্টান্তস্ত সাধ্যবৈকল্যঃ পরিহৃতাভাস্তরপ্রকৃতমুপসংহরতি—তন্মাদিতি । সম্ভ্রতি
কারণসহানুমানঃ নিগময়তি—অত ইতি । কার্যাকারণয়োর্ব্যয়োরপি প্রাপ্তংপত্তেঃ সম্বন্ধমু-
মেয়মিতি প্রতিজ্ঞায় কারণান্তিঃ প্রপকিতম্, উদানীং কাহ্যস্তিহানুমানঃ দশয়তি—কার্যাস্ত
চেতি । প্রাপ্তংপত্তেঃ সম্ভাবঃ প্রসিদ্ধ ইতি চকারার্থঃ ।

প্রতিজ্ঞাভাগঃ বিভজ্যতে—কার্যাস্তেতি । হেতুভাগমাক্ষিপতি—কথমিতি । অভি-
বাস্তিলিঙ্গমন্তেতি ব্যুৎপত্তা, কথমভিবাস্তিলিঙ্গবাদিতি কার্যাস্তে হেতুরূপাৎ ? সিদ্ধে হি
সম্মে অভিবাস্তিলিঙ্গমন্তেতি সিধতি, তথলাচ্চ সম্বসিদ্ধিরিত্যন্তোক্তাশ্রয়াদিতার্থঃ । সংপ্রতিপন্নয়া
অভিবাস্ত্য বিপ্রতিপন্নঃ সম্ব সাধাতে, তন্মাত্তোক্তাশ্রয়মিতি পরিহরতি—অভিবাস্তিরিতি ।
কথং তর্হীহানুমানং প্রযোক্তব্যমিত্যাশঙ্ক্য প্রথমং ব্যাপ্তিমাং—যজ্ঞীতি । যজ্ঞভিবাস্ত্যমানং
তৎপ্রাগভিবাস্ত্যেরস্তি, যথা তমোন্তঃসং ঘটাদীত্যর্থঃ । সম্ভ্রতানুমীনোতি—তথেনিতি । বিমতঃ
প্রাগভিবাস্ত্যেঃ সম্ব, অভিবাস্ত্যবিষয়বাদ্য, যজ্ঞভিবাস্ত্যেতে, তৎ প্রাক্সং, সংপ্রতিপন্নবদিত্যর্থঃ । নহু
তমোন্তঃসং ঘটঃ অভিবাস্ত্যকসামীপাদভিবাস্ত্যেতে, ন তত্র প্রাকালীনং সম্বং প্রযোক্তব্যমিত্যা-
শঙ্ক্যাহ—ন হীতি ।

উক্তে অনুমানে কার্যাস্ত সদোপলক্ষ্যপ্রসঙ্গঃ বিপক্ষে বাধবমানাং—নেতাদিনা ।

উক্তানুমাননিষেধে নঞর্থঃ । অবিন্দুমানহাতাবাদিতি জ্ঞেয়ঃ । অনুমানে বাধকোপস্তাসঃ
বিবৃণোতি—ন হীতি । বর্তমানবদন্তীতমাগামি চ ঘটাদি সদেব চেতুপলকিসামগ্র্যাং সত্যাং,
তদ্বৎ প্রাপ্তমেননাশাক্ষৌর্ধ্ব উপলভ্যতে, ন চেবমুপলভ্যতে, তস্মাদবুদ্ধ্যং কাৰ্য্যন্ত সদা সম্বিতার্থঃ ।
বৃৎপিওগ্রহণং বিরোধিকাৰ্য্যান্তরোপলক্ষণার্থম্ । অসম্মিহিতে সত্যীতি জ্ঞেয়ঃ । ন তাবদ্বিন্দুমানব-
মাত্রং কাৰ্য্যন্ত সদোপলভ্যপাদকং, সত্যোহপি ঘটাদেঃ অভিব্যক্তানভিব্যক্তোপলক্ষ্যাদিতি
সমাধত্তে—নেতি । অভিব্যক্তিসামগ্রীসত্ত্বং দ্বিতিব্যক্তিসাধকং, ন তু সতত্ত্বংসামগ্রীনিরমোহতি
ইত্যভিপ্রেতাহ—বিবিধত্বাদিতি । উৎপন্নস্ত কুড়্যান্ধাবরণমমুৎপন্নস্ত বিশিষ্টং কারণমিতি
বৈবিধ্যমেব প্রতিজ্ঞাপূৰ্ব্বকং সাধয়তি—ঘটাদীতি । বদোপলভ্যমানকারণাবরণানাং কাৰ্য্যান্তরা-
কারণে হিতিঃ, তদা বেদং কাৰ্য্যমুপলভ্যতে, তস্মাক্ষথা চোপলভ্যত ইত্যবস্থ্যতিরেকসিদ্ধং কারণন্ত
কাৰ্য্যান্তররূপেণ হিতস্ত কাৰ্য্যাবরকত্বমিতি দৃষ্টবাম্ । বিশিষ্টন্ত কারণন্ত আবরকত্বাসিদ্ধৌ
সিদ্ধমর্থমাহ—তস্মাদিতি । প্রাক্ষাণ্যন্তিহে সিদ্ধে সদা তদুপলক্ষিপ্রসঙ্গবাধকং নিরাকৃত্য, নষ্টৌ
ঘটৌ নান্তীত্যদিপ্রয়োগপ্রত্যয়ভেদানুপপত্তিঃ বাধকান্তরমাহ—নষ্টেতি । কপালাদিনা
তিরোভাবে নষ্টব্যবহারঃ, পিণ্ডাভাবরণভঙ্গেন অভিব্যক্তানুৎপন্নব্যবহারঃ, দীপাদিনা তমোনিরা-
সেনাভিব্যক্তৌ ভাবব্যবহারঃ, পিণ্ডাদিনা তিরোভাবে অভাবব্যবহারঃ । তদেব কাৰ্য্যন্ত সদা
সম্বৎসপি প্রয়োগপ্রত্যয়ভেদসিদ্ধিরিত্যর্থঃ ।

পিণ্ডাদি ন ঘটান্ধাবরণং, তেন সমানদেশত্বাৎ । যদ্ যন্ত আবরণং, ন তৎ তেন সমানদেশং,
যথা কুড়াদীতি—শব্দভেদে—পিণ্ডেতি । ব্যতিরেকানুমানং বিবৃণোতি—তম ইত্যাদিনা । অনুমান-
কলঃ নিগময়তি—তস্মাদিতি । কিমিদং সমানদেশত্বং কিংবৈক্যপ্রসঙ্গং কিংবৈক্যকারণমিতি
বিকল্পান্তঃ বিবৃদ্ধভেদং দুষয়তি—নেত্যাদিনা । কীরেণ সাকীর্ণস্তোদকাদেবান্নিরমানন্তেতি
যাবৎ । দ্বিতীয়মুপায়তি—ঘটাদীতি । যন্তেদং কাৰ্য্যং, তন্নিবৃদ্ধান্ননি তেভ্যমবস্থানাং
তদ্বৎ তেভ্যমানাবরণম্বিত্যর্থঃ । ঘটাবহনুস্মাত্রবৃত্তিকপালাদেঃ ঘটানাবরণম্বিত্ত্বেনেবেতি সিদ্ধ-
সাধাতা, অব্যক্তঘটাবহনুস্মাত্রবৃত্তিকপালাদেঃ অনাবরণত্বসাধনে চেবসিদ্ধিঘটন্ত কপালাদেব
আশ্রয়নবরণভেদাদিতি দুষয়তি—ন বিতক্তানামিতি ।

বিন্দুমানস্তেব আবৃত্ত্বাৎ অনুপলক্ষিত্বং, আবরণতিরস্বারে বহুঃ স্ত্রাৎ, ন ঘটাদেকরূপস্তৌ,
অতোঃশূভবিরোধঃ সংকাৰ্য্যবাদিনঃ স্ত্রাদিতি শব্দভেদে—আবরণেতি । তদেব প্রপঞ্চয়তি—
পিণ্ডেতি । যত্র আবৃত্ত্বং বস্ত্র ব্যাচ্যতে, তত্র আবরণভঙ্গ এব দহঃ, ইতি ব্যাপ্ত্যভাবানুভব-
বিরোধোৎপত্তীতি দুষয়তি—ন অনিয়মাদিতি । অনিয়মঃ সাধয়তি—ন হীতি । তমস্মা আবৃত্তে
ঘটানৌ দীপোৎপত্তৌ বহ্নোৎপত্ত্যভ্য চোদয়তি—সোঃপীতি । অনুভববিরোধমাশঙ্ক্যোক্তমেব
বান্ধি—দীপাদীতি । দীপস্তমস্তিরয়তি চেৎ, কথং বৃজোপলক্ষিত আহ—তন্নিয়মিতি । তত্র
চেতুমাহ—ন হীতি । অনুভবমমুৎপত্তা পরিহরতি—নেত্যাদিনা । কিমিদানীমানাবরণভঙ্গে প্রযত্নো
নেত্যেব নিরমোহন্ত, নেতাহ—কচিদিতি । অনিয়মঃ নিগময়ন্নুভববিরোধাতাবমুপসংহরতি—
তস্মাদিতি ।

কিক, অভিব্যক্তকথাপায়ে সতি নিয়মেন খটো ব্যাচ্যতে, তদভাবে বেত্যবস্থ্যতিরেকা-
বহারিতো ঘটার্থঃ কুলাদ্যিবাণারঃ, তন্তার্থবদ্বাৰ্ধমভিব্যক্ত্যর্থ এব প্রযত্নো বক্তব্যঃ, আবরণ-

ভক্তদ্বার্ষিক ইত্যাহ—নিরমেতি । উক্তং স্মারস্মেতদেব বিবৃণোতি—কারণ ইত্যাদিনা ।
স্বাভূতিভঙ্গার্থে যত্নে যতো যটামূলকিং, অতন্তুদ্বপলকার্থেভেন নিয়তঃ সন্ যত্নঃ সকলঃ স্তাদিতি
কলিতমাহ—তস্মাদিতি । প্রকৃতমভিব্যক্তিলিজকমসুমানঃ নিদোষতাদাদেয়ং সযানন্তৎকলমুপ-
সংহরতি—তস্মাৎ প্রাগতি ।

কার্যাস্ত সৰ্বে যুক্তান্তরমাহ—অতীতেতি । বিমতং সন্দর্ভঃ প্রমাণহাৎ : প্রতিপন্নবিত্যর্থঃ ।
তদেবাসুমানঃ বিশদয়তি—অতীত ইতি । অত্রৈবোপপত্তান্তরমাহ—অনাগতেতি । আগামিনি
যুটে তদধিভেন লোকে প্রবৃতির্দৃষ্টা, ন চাতান্তাসতি ন্য যুক্তা । তেন তস্তাসমিলকণতৃত্যর্থঃ ।
কিং চ যোগিনামীশস্ত চাতীতাদিবিদগ্নং প্রত্যক্ষজ্ঞানমিষ্টং, তচ্চ বিদ্যমানোপলব্ধনম্, অতো যটন্ত
সদা সৰ্ববিতাহ—যোগিনাং চেতি । ঈশ্বরসমুচ্চয়ার্থককারঃ । ভবিষ্যৎগ্রহণমতীতৌপলক্ষণার্থম্ ।
ঈশ্বরং যৌগিকং চেতি দৃষ্টম্ । প্রদত্তশ্রেষ্টহমাণকাহ—ন চেতি । অধিকবলং হি বাধকং, ন
চানতিশয়াদৈশাদিজনানাং অধিকবলং জ্ঞানং দৃষ্টম্, অতো বাধকাভাবাৎ ন তন্নিষেধাত্যর্থঃ । তন্ত
সমাক্ষেপেপি পূৰ্ণোক্তরকালয়োঃ সন্ধ্যটবিষয়ং কিং ন স্তাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—যটেতি । পূৰ্ণোক্তর-
কালয়োঃ রিতি শেষঃ ।

যটন্ত প্রাগসম্ভাবাবে হেতুস্তরমাহ—বিপ্রতিষেধাদিতি । স তি কারকব্যাপারদশায়ামসম্মিতি
কোত্বর্থঃ ? কিং তন্ত ভবিষ্যদাদি তদা নাস্তি ? কিং বাত্বর্জক্ৰিয়াসামর্থ্যম্ ? আছে বাহতিং সাধয়তি
—যদীতি । যটার্থং কুলাদিহি ব্যাপ্রিয়মাণেহু সৎস্ব যটো ভবিষ্যতীতি প্রমাণেন নিশ্চিতং চেৎ,
কথং তদ্বিরুদ্ধং প্রাগসমুচ্চাতে । কারকব্যাপারাবচ্ছিন্নেন হি কালেন যটন্ত ভবিষ্যৎসম্ভাবিত্বেন
বা ভবিষ্যতাত্মসিদ্ধি বা সম্বন্ধো বিবক্ষতে । তথা চ তন্মিরেব কালে যটন্ত তথাবিধসম্ভবনিষেধে
বাহতিরতিবাক্ত্যর্থঃ । তামেবাভিনয়তি—ভবিষ্যতি । যো তি কারকব্যাপারদশায়াঃ
ভবিষ্যতাদিরূপেণাস্তি, স তদা নাস্তীতুচে তন্ত তস্তামবস্থায়ঃ তেনাকারেণাসমর্থো ভবতি ।
তথা চ যটো যদা যেন আকারেণাস্তি, স তদা তেন আকারেণ নাস্তীতি বাহতিরতিত্বার্থঃ ।

দ্বিতীয়মুপাস্রতি—অথেতি । প্রাণ্ডংপন্তেযটার্থঃ কুলাদিহি প্রবৃত্তেহু সোহসম্মিতাসম্মার্থঃ
স্বরনেব বিবেচয়তি—তত্ত্বেত্যাদিনা । তত্র সিদ্ধান্তী ক্রতে—ন বিরোধ ইতি । কথং পুনঃ সৎ-
কার্যবাদিনস্তদসম্বন্ধবিরুদ্ধমিতাহ—কস্মাদিতি । প্রাণ্ডংপন্তেভুক্তব্যবৃতিরূপং সৎ যটন্ত
সিদ্ধাবিধিভং, তচ্চেৎ ভবানপি তন্ত সদাতনমর্থক্ৰিয়াসামর্থ্যং নিষেধমসমুচ্চাতে, নাবরোক্ষিপ্রতি-
পত্তিরিত্যভিপ্রোত্যাহ—বেন হীতি । নহু বস্মতে সৰ্ব্বস্ত মৃদ্বাভব্যবিশেষাৎ পিণ্ডাদেবর্কর্তমানতা
যটন্ত সৎ, তন্ত চ অতীততা ভবিষ্যতা চ পিণ্ডকপালয়োঃ স্তাদিতি সাক্ষ্যমাণকাহ—ন হীতি ।
বাবহারদশায়াঃ যথাপ্রতিভাসমনির্বাচাসংস্থানভেদাশ্রয়াদিত্যর্থঃ । প্রাগবস্থায়ঃ যটন্তার্থক্ৰিয়া-
সামর্থ্যালক্ষণসম্বন্ধনিষেধে বিরোধাতাবমূলপাদিতম্পসংহরতি—তস্মাদিতি । উক্তমেব বাতিরেক-
যায়া বিবৃণোতি—যদীত্যাদিনা । যদা কারকানি ব্যাপ্রিয়ন্তে, তদা যটোঃসম্মিতি তন্ত
ভবিষ্যদাদিরূপং তৎকালে নিষিধ্যতে চেহুক্তবিধয়া ব্যাখ্যাতঃ স্তাৎ । ন চ তন্ত তন্মি কালে
ভবিষ্যদাদিরূপং সৎ নিষিধ্যতে, অর্থক্ৰিয়াসামর্থ্যন্তেব নিষেধাৎ, তৎ ন বিরোধাবকাশো-
হতীত্যর্থঃ । ন হি পিণ্ডন্তেত্যাদিনা সাক্ষ্যাসমাবিরুদ্ধত্বমিদানীঃ সৰ্ব্বতঃসিদ্ধান্ততয়া স্মৃটয়তি—
ন চেতি । ভবিষ্যৎসম্ভাবিত্বং চেতি শেষঃ ।

কার্যান্ত প্রাপ্তংপত্তের্নাশাচ্চৌৰ্দ্ধমস্বাভাবে হেতুস্তরমাহ—অপি চেতি । তদেবামুমানতরা
শ্চৈয়িতুং দৃষ্টান্তঃ সাধয়তি—চতুৰ্বিধানামিতি । বষ্টী নির্দ্ধারণে । ঘটাস্তোছাভাবস্ত
ঘটাদন্তত্বে
তত্রাপি অস্তোছাভাবান্তরাঙ্গং কারাৎ অনবহেত্যাশঙ্কাহ—দৃষ্ট ইতি । ন যৌক্তিকমন্তব্যং, কিন্তু
ঘটো ন ভবতি পট ইতি প্রাতীতিকং, তথাচ ঘটভাবঃ ঘটাদিরেবেতি পটাদেস্ততোহন্তত্বাদ্-
ঘটাস্তোছাভাবস্তাপি ঘটাদন্তত্বসিদ্ধিরিত্যর্থঃ । নহু ঘটভাবঃ পটাদিরিত্যুক্তং, বিশেষণত্বেন
ঘটস্তাপি পটাদাবন্তত্বভাবপ্রসঙ্গাদিতি চেদ্রৈবং, দৃষ্টপদেন ক্রোড়ীকৃতত্বাৎ ; ঘটভাবস্ত পটাদিছা-
ভাবেংশ্চি ন স্বাতন্ত্র্যম্, অভাবত্ববিরোধেৎ । নাপি তদস্তোছাভাবঃ পটাদেৰ্ধর্মঃ, সংসর্গভাবান্ত-
ত্বাবাপাতাৎ । ন চ স ঘটশ্চৈব ধর্মঃ স্বরূপং বা, ঘটো ঘটো ন ভবতীতিপ্রতীত্যভাবাদিত্যভি-
প্রোক্ত্যাহ—ন ঘটস্বরূপমেবেতি । যদি প্রতীতিমাত্রিতা ঘটাস্তোছাভাবঃ পটাদিরিহন্তে, তদা
পটাদেত্বভাবস্তাভাববিধানাদ্ভাবাত ইত্যশঙ্কাহ—ন চেতি । “স্বরূপপবরূপাত্যাং সর্বং
সদসদাঙ্ককম্” ইতি হি বৃদ্ধাঃ । তথা চ পটাদেঃ স্বেনাম্মনা ভাবত্বং ঘটাদাদাম্মনাভাবাৎ তদ-
ভাবত্বং চেত্যাহত্বিরিত্যর্থঃ । সিন্ধে প্রতীত্যনুসারিণি দৃষ্টান্তে বিবক্ষিতমমুমানমাহ—এবমিতি ।
কিং চ, তেষামভাবানাং ঘটাদিস্তদ্বাৎ পটবদেব সমমেষ্টব্যমিত্যনুমানান্তরমাহ—তথৈতি । অমু-
মানকলং কথয়তি—এবং চেতি । তেষাং ঘটাদন্তত্বে তন্ত অনাদ্যনন্তত্বমবয়বং সম্বাদিত্বং চ
প্রাপ্নোতি । সবে চ তেষামভাবাভাবান্ন ভাবাভাবয়োর্মিথঃ সঙ্গতিরিত্যর্থঃ ।

নহু প্রসিক্তোহভাবো ভাববৎ অশকোহপেক্ষোভূমিতি চেৎ, স তহি ঘটস্ত স্বরূপমর্থান্তরং বেতি
বিকল্পান্তমন্ত দ্বয়য়তি—অথেষ্টাদিনা । প্রাগভাবাদেঘটোহপি সৎকঃ কল্পয়িত্বা ঘটন্তেতুক্তি-
রিত্তি শব্দতে—অথেন্তি । সৎকস্ত কল্পিতত্বে সৎকিনোহপ্যভাবাদন্ত তথাৎ স্তাদিতি দ্বয়য়তি—
তথা সতি । যত্র সৎকঃ কল্পয়িত্বা ব্যপদেশস্তত্র ন বাস্তবো ভেদঃ, যথঃ রাহশিরনোঃ, তথাত্রাপি
কল্পিতে সৎক্বে ভেদস্ত তথাত্রাদ্ বাস্তবত্বং সৎকিনোরন্ততরস্ত স্তাৎ । ন চাভাবস্তথা সাপেক্ষত্বা-
দতো ঘটন্তথেষ্টার্থঃ । কল্পান্তরমমুবদতি—অথেন্তি । অমুমানকলং বদন্তিঘটন্ত কারণাম্মনা
ঐবত্ববচনেন সমাহিতমেতদিত্যাহ—উক্তোত্তরমিতি । অসৎকাংগাদে দোষান্তরমাহ—কিং
চেতি । স্বেতুসৎকঃ সন্তাসৎকো বা জন্মেতি তাকিক্যঃ । ন চ প্রাপ্তংপত্তের্নসতঃ সৎকস্তন্ত
সতোবুভৈরিত্যর্থঃ । বৃত্তসিদ্ধয়োঃ রজ্জুঘটমোর্মিথঃসংযোগে পৃথক্সিদ্ধিরপেক্ষাতে, অযুত-
সিদ্ধানাং পরস্পরপরিহারেণ প্রতীত্যনর্হানাং কার্যকারণাদীনাং মিথোযোগে পৃথক্সিদ্ধ্যভাবো ন
দোষমাবহতীতি শব্দতে—অযুতেন্তি ; পরিহারতি—নেতি । উক্তমেব ক্লোরয়তি—ভাবেতি ।
ব্যবহারদৃষ্ট্যা কার্যকারণয়োঃ সাধিতাঃ তুচ্ছবাবৃত্তিনুপসংহরতি—তন্মাদিতি ।

নৈবেহেত্যত্র সর্বস্ত প্রাপ্তংপত্তের্নসৎকঃ স্তানেত্যাদিবাক্যাত্মাণ্যনেন নিরন্তা । সংপ্রতি
মৃত্যুশব্দস্তার্থান্তরে স্তত্বাৎ ন তেনাবরণং জগতঃ সম্ভবতীত্যাক্ষিপতি—কিংলক্ষণেনেন্তি ।
অনভিব্যক্তনামরূপম্ অধ্যাক্ষান্তযোগ্যম্ অপকীর্তপঞ্চমহাত্তাবহাতিরিক্তং মায়ারূপং সাত্তাসং
মৃত্যুরিত্যুচ্যতে । ন হি সর্বং কার্যম্ অবাস্তরকারণাদ্বৎপত্তমর্হতি, ইত্যভিপ্রোক্ত্যাহ—অত
আহেতি । কথং যথোক্তো মৃত্যুরশনারয় লক্ষ্যতে ? ন হি মূলকারণস্ত অশনারাদিমঃশব্দ,
অশনারাদিপাসে প্রাপ্তস্তেতি স্থিতেঃ, ইতি শব্দতে—কথমিতি । মূলকারণন্তেবঃমৃত্যুঃ প্রাপ্তস্ত
সর্বসংহত্বান্ন তুচ্ছং সতি ব্যাকরণেব্যোপপত্তিরিতি পরিহারতি—উচ্যত ইতি । প্রসিক্তমেব

প্রকটয়তি—যো হ্যতি । তথাপি প্রসিদ্ধং মৃত্যুং হিহা কথং হিরণ্যগর্ভোপাদানমত আহ—
বুদ্ধাস্থন ইতি । উক্তং হেতুং কৃৎস্না কলিতমাহ—স ইতি । নমু ন তেন জগদাত্রিরতে,
মূলকারণেনৈব তদাবরণাৎ, তৎকথং বাক্যোপক্রমোপপত্তিরত আহ—তেনেতি । নমু হিরণ্য-
গর্ভে প্রকৃতে কথং স্রষ্টরি নপুংসকপ্রয়োগস্তত্রাহ—তদিতি মনস ইতি । বাক্যার্থমধুনা কথয়তি—
স প্রকৃত ইতি । ভূতসৃষ্টাতিরেকণ ভৌতিকস্ত মনসঃ সৃষ্টিরগুণেতি মহা পৃচ্ছতি—কেনেতি ।
অপকীকৃতানাং ভূতানাং হিরণ্যগর্ভদেহভূতানাং প্রাগেব লভ্যকথ্যং তেষাং মনোব্যক্তির-
বিরুদ্ধেতি মন্থানো ক্রতে—উচ্যতে ইতি । স্বাস্থ্যবৎস্যা স্বাভাবিকত্বাৎ ন তদাশংসনীয়মিত্যাশঙ্ক্য
বাক্যার্থমাহ—অহমিতি ।

মনসো বাক্তস্যোপযোগমাহ—স প্রজ্ঞাপতিয়তি । নমু তৈত্তিরীয়কাণাম্ আকাশাদি-
সৃষ্টকচাতে, তৎ কথমিহাপামাদৌ সৃষ্টিবচনং, তত্রাহ—অত্রোতি । সপ্তম্যা হিরণ্যগর্ভকর্তৃক-
নগোক্তিঃ । ত্রয়াণাং পকীকৃতানামিতি যাবৎ । নদ্যাকাশাচ্চ তৈত্তিরীয়ে সৃষ্টিরিহ স্বৰাচ্ছোভ্য-
দিতামুদিতহোমবদিকল্পো ভবিষ্যতি, নেতাহ—বিকল্পেতি । পুরুষতত্ত্বত্বাৎ ত্রিয়ারা বৃক্ষো
বিকল্পঃ সিন্ধুত্বার্থে তু পুরুষানবীনে নাসৌ সম্ভবতঃ সৃষ্টিবিবক্ষিতা চেৎ, আকাশাত্তৈব
স্যা যুক্তা, বিভ্রাপ্রধানত্বাৎ তু নাদরঃ সৃষ্টাবিতিভাবঃ । অপামত্র সৃষ্টিবচনমুপযুক্তং, ন
স্রষ্টৃশ্রুতিরেব পূজা সিধ্যতীতাশঙ্ক্য আখ্যেমধিকাগ্নেরকনামসিদ্ধার্থঃ তদুপযোগমুপপ্তয়তি—
অচ্যুত ইতি । কোহসৌ হেতুরিতাপেক্ষায়াম্ অর্চতিপদাবয়বস্য অকণকেন সঙ্গতিরিতি মন্থানঃ
সম্রাহ—অকহমিতি । এবং মৃত্যোরকহেপি কণমগ্নেরকহমিত্যাশঙ্ক্য মৃত্যুসম্বন্ধাদিত্যাহ—
অগ্নেরিতি । কিমর্থমগ্নেরকনামনির্ধননমিত্যাশঙ্ক্য অপূর্বসংজ্ঞাযোগস্য ফলস্বরূপত্বাচ্ছোভ্যপাসনার্থ-
মিত্যাহ—অগ্নেরিতি । নির্ধননমেব ক্ষোরয়তি—অর্চনাদিতি । ফলবদ্যচ্চ যথোক্তনামবতো-
ঃগ্নেরপাস্তিরত্র বিবক্ষিতা ইত্যাহ—য এবমিতি ॥ ৩ ১ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—অতঃপর অশ্বমেধযজ্ঞোপযোগী অগ্নির উৎপত্তিপ্রণালী
কথিত হইতেছে । তদ্বিবয়ক উপাসনাবিজ্ঞানোপদেশই ঋত্বির অভিপ্রেত ;
সুতরাং, অগ্নির উৎপত্তি-বর্ণনা কেবল তাহার স্মৃতির জ্ঞত্ব, অর্থাৎ গুণপ্রকাশনার্থ
মাত্র বুঝিতে হইবে । “নৈবেহ কিঞ্চনাগ্র আসীৎ”, ইহার অর্থ—এই সংসার-
মণ্ডলে অন্তঃকরণ প্রভৃতি সৃষ্টির পূর্বে—নাম ও আকৃতি-সম্পন্ন কিছুমাত্রও
ছিল না ।

[সংকারণাদির বিপক্ষে বৌদ্ধের আপত্তি ও তাহার খণ্ডন ।—]

[শূন্যবাদী বলিতেছেন—] ভাল, তবে কি শূন্যই ছিল ? সবই শূন্য হইবে ?
“নৈবেহ কিঞ্চন” ঋতি অনুসারে জানা যায় যে, কার্য্য বা কারণ—কিছুই ছিল না ;
বিশেষতঃ, শূন্যবাদের পক্ষে কার্য্যোৎপত্তিও অপর একটা হেতু ; কেন না, ঘট ত
(ঘটাদি পদার্থ ত) উৎপন্ন হইয়া থাকে ; উৎপত্তির পূর্বে তাহার (কার্য্য-
পদার্থের) অস্তিত্ব থাকে না । [তार्কিক মতে] আপত্তি হইতে পারে যে,
ঘটোৎপত্তির পূর্বে বখন পিণ্ডাকার মৃত্তিকা দৃষ্ট হয়, তখন মৃত্তিকা প্রভৃতি

কারণ-বস্তুর ত আর অস্তিত্বাভাব হইতেছে না (১৪) ; বাহ্য প্রত্যক্ষাদি জ্ঞানের বিষয় হয় না, তাহারই অস্তিত্ব না থাকিতে পারে ; অতএব কার্যের বরং অস্তিত্বাভাব হয় হউক, কিন্তু তাহার কারণ যখন পূর্বেও উপলব্ধির বিষয়ীভূত হয়, তখন তাহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে কেন ? ইত্যাদি। না—এ কথাও হইতে পারে না ; কেন না, উৎপত্তির পূর্বে ত কোন বস্তুরই উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষ হয় না। অল্পপলব্ধি বা অপ্রত্যক্ষই যদি অস্তিত্বাভাবের কারণ হয়, তাহা হইলে জগৎউৎপত্তির পূর্বে যখন কার্য বা কারণ—কাহারো উপলব্ধি থাকে না ; তখন কার্য কারণ—সমস্তেরই অভাব সিদ্ধ হইতে পারে। [ইহাই শূন্যবাদিকর্তৃক তর্কিকমতের খণ্ডন।]

[এতদ্বত্তরে সিদ্ধান্তবাদী বলেন—] না,—এরূপও সিদ্ধান্ত হইতে পারে না, কারণ, “মৃত্যুনৈবেদম্ আবৃতম্ আসীৎ” (‘ইহা মৃত্যুকর্তৃকই আবৃত ছিল’) এইরূপ শ্রুতি রহিয়াছে। যদি কিছুই না থাকিত, তাহা হইলে শ্রুতি কখনই ‘বাহ্য দ্বারা আবৃত হয়’, এবং ‘বাহ্য আবৃত হয়’, এই আবৃত ও আবরণ-হেতুর উল্লেখ করিতেন না ; কারণ, অত্যন্ত অসং বক্ষ্যাপন্ন কখনও অলীক আকাশ-কুমুমে শোভিত হয় না। অথচ শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরেই বলিতেছেন যে, ‘ইহা পূর্বে মৃত্যুকর্তৃকই সমাবৃত ছিল’। অতএব শ্রুতি-প্রামাণ্য অনুসারে বুঝা যাইতেছে যে, বাহ্য দ্বারা অর্থাৎ যে কারণ দ্বারা আবৃত, এবং বাহ্য অর্থাৎ যে কার্য আবৃত, তদ্বত্তরই উৎপত্তির পূর্বেও বর্তমান ছিল। এ বিষয়ে অনুমানও অপর প্রমাণ ; কেন না, উৎপত্তির পূর্বে কার্য ও কারণ এতদ্বত্তরেরই অস্তিত্বে অনুমান করা যাইতে পারে। যেহেতু, কারণ বিজ্ঞমান থাকিলেই কার্যের উৎপত্তি দৃষ্ট হয়, এবং কারণের অভাবে কার্যোৎপত্তি কোথাও দৃষ্ট হয় না। ইহা দ্বারা উৎপত্তির পূর্বে এই জগতেরও কারণের অস্তিত্ব অনুমান করা যাইতে পারে। দৃষ্টান্ত যেমন—ঘটাদি কারণের অস্তিত্ব (১৫)।

(১৪) উৎপত্তির পূর্বেও বাহ্যের জ্ঞান পদার্থের অস্তিত্ব অস্বীকার করে, তাহার সংকার্যবাদী, যেমন কপিল। আচার্য্য শঙ্কর সংকার্যবাদী, কিন্তু তিনি কাণ্ডকারণের অভেদ স্বীকার করেন বলিয়া তিনি ও কপিল—উভয়েই সংকার্যবাদী ; নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক অ-সংকার্যবাদী। তাহার উৎপত্তির পূর্বে কার্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। এখানে “কিং শূন্যমেব বভূব ?” এই আপত্তিটা শূন্যবাদীর : তাহার পর, শূন্যবাদীর উপরে আরোপিত “নহু কারণস্ত ন নাস্তিহং” ইত্যাদি আপত্তিটা নৈয়ায়িকের বৃষ্টিতে হইবে।

(১৫) তাৎপৰ্য্য—শূন্যবাদী বোধ বলিয়াছিলেন—উৎপত্তির পূর্বে যেমন কার্য বা জ্ঞান বস্তুর অভাব থাকে, তেমনি তৎকারণেরও অভাব থাকে ; হুতরাং ‘সৰ্বশূন্যবাদ’ই সত্য।

যদি বল, কারণস্বরূপ মৃৎপিণ্ডাদিকে বিমর্দিত না করিয়া যখন ঘটাদি কার্য্য উৎপন্ন হয় না, তখন ঘটাদির কারণ মৃৎপিণ্ডাদিও অসৎ—অস্তিত্বহীন। না,—যেহেতু মৃত্তিকা প্রভৃতিই ঘটাদি কার্য্যের প্রকৃত কারণ, মৃত্তিকাপিণ্ডাদি নহে, সেই হেতুই ঐ প্রকার আপত্তি করিতে পার না। দৃষ্টান্তস্থলে মৃত্তিকা ও স্রবর্ণ প্রভৃতিই ঘট ও স্বর্ণহার প্রভৃতির কারণ, কিন্তু পিণ্ডাকার আকৃতিবিশেষ উহাদের কারণ নহে; কেন না, পিণ্ডাদি আকারের অভাবেও ঘট ও রুচকাদি কার্য্যের সম্ভাব্য অক্ষুণ্ণ থাকে, (কিন্তু মৃত্তিকাদির অভাবে থাকে না;) পিণ্ডাকার না থাকিলেও কেবল মৃত্তিকা ও স্রবর্ণাদি কারণ-দ্রব্য হইতেই ঘট ও রুচকাদি কার্য্যের উৎপত্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব মৃত্তিকা প্রভৃতির পিণ্ডাদি আকারবিশেষ কখনই ঘট ও রুচকাদি কার্য্যের কারণ হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, মৃত্তিকা ও স্রবর্ণাদি দ্রব্যের অসম্ভাবে কল্পিত কালেও ঘট ও রুচকাদি কার্য্যের উৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না; অতএব মৃত্তিকা ও স্রবর্ণাদিই প্রকৃতপক্ষে কারণ-দ্রব্য, কিন্তু পিণ্ডাদি আকারবিশেষ কারণ নহে। যেহেতু কারণমাত্রই কার্য্যোৎপাদনের সময়ে পূর্ব্বতন স্বীয় কার্য্যের তিরোধান (অব্যক্তভাব-ধারণ) করিয়া অবশেষে অপর কোনও কার্য্য সমুৎপাদন করিয়া থাকে; কারণ, একই সময়ে বহুকার্য্য সমুৎপাদন করা একটা কারণের স্বভাববিরুদ্ধ। বিশেষতঃ, পূর্ব্বোৎপন্ন কার্য্যের তিরোধান হইলেই যে, কারণেরও তিরোধান বা বিনাশ হইয়া যায়, তাহাও কখনই যুক্তিসিদ্ধ কথা নহে। অতএব পিণ্ডাদিরূপ কারণাবস্থার অপ-

তদ্বস্তরে নৈয়ায়িক বলিতেছেন,—না, সর্ব্বগুহ্যতা হইতে পারে না; কেন না, সর্ব্বত্রই কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বক তৎকারণের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন ঘট একটি কার্য্য বা জন্তু পদার্থ; সেই ঘটোৎপত্তির পূর্ব্বক তৎকারণ মৃত্তিকার অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং, এই জগৎ-কার্য্য উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বকও তৎকারণ (জ্ঞায়মতে পরমাণু) নিশ্চয়ই ছিল; সুতরাং ‘সর্ব্বগুহ্যবাদ’ অসিদ্ধ। শূন্যবাদী পুনশ্চ বলিতেছেন যে, মৃত্তিকা প্রভৃতির যে, পিণ্ডাদিরূপ বিশেষ বিশেষ আকার, তাহাই ঘটাদি কার্য্যের প্রকৃত কারণ; যেহেতু সেই সেই পিণ্ডাদি আকারের ধ্বংস না হইলে কখনই ঘটাদি কার্য্যের উৎপত্তি হয় না। সুতরাং কারণের সম্ভাব্যও প্রমাণিত হইতেছে না। তদ্বস্তরে বলিতেছেন যে, না—মৃত্তিকা প্রভৃতি দ্রব্যসমূহই ঘটাদি কার্য্যের প্রকৃত কারণ, তাহাদের পিণ্ডাদি আকারবিশেষ কারণ নহে। বাহার সম্ভাবে যে কার্য্যের সম্ভাব, তাহাই সেই কার্য্যের উপাদান-কারণ। মৃত্তিকার সম্ভাবেই ঘটের সম্ভাব; সুতরাং মৃত্তিকাই ঘটের কারণ। পক্ষান্তরে, বাহার অসম্ভাবেও কার্য্য থাকে, তাহা তাহার কারণ নহে। পিণ্ডাদি আকারের অভাবেও ঘটাদি কার্য্য বিদ্যমানই থাকে, সুতরাং মৃত্তিকার পিণ্ডাদি অবস্থা কখনই ঘট-কার্য্যের উপাদান-কারণ হইতে পারে না।

গমে যে কার্যোৎপত্তি হইতে দেখা যায়, তাহা উৎপত্তির পূর্বকালে কারণের অসম্ভাবের হেতু হইতে পারে না ।

যদি বল, “পিণ্ডাদি আকারবিশেষ পরিত্যাগ করিলে যখন মৃত্তিকা প্রভৃতি কারণ-দ্রব্যের অস্তিত্বই থাকে না, তখন কেবলই মৃত্তিকা প্রভৃতির উপাদান-কারণত্ব যুক্তিসম্মত হইতে পারে না, অর্থাৎ যদি বল, পূর্বতন পিণ্ডাদি আকারের বিনাশেও তৎকারণ মৃত্তিকা প্রভৃতির বিনাশ হয় না, পরন্তু ঘটাদি কার্যাস্তরেও তাহার অনুবৃত্তি হইয়া থাকে—একথা যুক্তিসম্মত হইতে পারে না ; কারণ, পিণ্ড বা ঘটাদি কার্যাবস্থার অতিরিক্ত শুধু মৃত্তিকা ত কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না ; অতএব মৃত্তিকা-প্রভৃতি- কারণানুবৃত্তির কথা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ।” তাহা হইলে বলিব, “না,—তাহাও হইতে পারে না ; যেহেতু, মৃত্তিকা প্রভৃতি কারণের পিণ্ডাদি অবস্থা নিবৃত্ত হইলেও ঘটাদি কার্যের উৎপত্তিতে তাহাদের অনুবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায় ।” যদি বল, “ঘটাদি কার্যের সহিত তৎকারণ মৃত্তিকা প্রভৃতিরও সাদৃশ্য রহিয়াছে, সেই জন্যই ঐরূপ কারণানুবৃত্তি হয় বলিয়া বোধ হয় মাত্র, বস্তুতঃ কোথাও কারণানুবৃত্তি হয় না ।” তাহা হইলে বলিব ; “না, এ কথাও সঙ্গত নহে ; কারণ, ঘটাদিকার্যে যখন পিণ্ডাদি কার্যগত মৃত্তিকা প্রভৃতির অবয়বসমূহেরই প্রত্যক্ষতঃ উপলব্ধি হইয়া থাকে, তখন অনুমানাভাস বা অসত্য অনুমানের সাহায্যে সাদৃশ্যাদি করণা করা কখনই সঙ্গত হইতে পারে না । [অতএব উক্ত শৃংখলার বুদ্ধির মত ঠিক নহে ।]

[কণিক বিজ্ঞানবন্দী বৌদ্ধের মত এখন—]

বিশেষতঃ, অনুমানমাত্রই যখন প্রত্যক্ষমূলক, তখন কারণের একত্ব-প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধে কারণের ভেদানুমান কখনই গ্রাহ্য হইতে পারে না ; কারণ, তাহা হইলে কোন বিষয়েই লোকের বিশ্বাস বা স্থিরতা থাকিতে পারে না ।—যদি চ ‘ইহা সেই বস্তু’ এইরূপ প্রতিতিগম্য সমস্ত বস্তুই কণিক হয়, অর্থাৎ যে ক্ষণে উৎপন্ন হয়, তাহার পরক্ষণেই আবার বিনষ্ট হইয়া যায়, কেবল পূর্ব বস্তুর সঙ্গিত সাদৃশ্য থাকায়, ‘ইহা সেই বস্তু’ ইত্যাকার অভেদবুদ্ধি হইয়া থাকে মাত্র, বস্তুতঃ পরদৃষ্ট বস্তুটা পূর্বদৃষ্ট বস্তু হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, স্বতরাং ঘটাদি কার্যো-মৃত্তিকাদি দৃষ্ট হইলেও বুঝিতে হইবে যে, পূর্বদৃষ্ট মৃত্তিকা প্রভৃতির অনুভবজাত সংস্কার বশতই এইরূপ মৃত্তিকাদির অনুবৃত্তি-বুদ্ধি হইয়া থাকে, বস্তুতঃ কারণরূপে কল্পিত মৃত্তিকার সহিত উচার কোনরূপ সম্বন্ধ নাই, ইত্যাদি ;” তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, ‘ইহা সেই মৃত্তিকা’, এই বুদ্ধিটা যদি প্রাথমিক বুদ্ধিরই ফল হয়

তাহা হইলে সেই প্রাথমিক মৃত্তিকাবুদ্ধিটাকেও তৎপূর্ববর্তী মৃত্তিকা-বুদ্ধির ফল বলিতে হইবে, আবার সে বুদ্ধিকেও তৎপূর্বতন মৃত্তিকা-বুদ্ধির ফল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে ; এইরূপে বুদ্ধিধারার কোথাও বিশ্রাম না হওয়ায় ‘অনবস্থা’ দোষ উপস্থিত হইতে পারে ; সুতরাং ‘ইহা তাহার সদৃশ’ এই বুদ্ধিটিরও সত্যতা সিদ্ধ হইতে পারে না । অতএব কোন বিষয়েই লোকের স্থিরতর বিশ্বাস বা সত্যতা-প্রতীতি জন্মিতে পারে না । বিশেষতঃ, স্থিরতর একজন কৰ্ত্তা না থাকিলে, ‘তং’ ও ‘ইদম্’ বুদ্ধির সম্বন্ধও উপপন্ন হইতে পারে না । (১৬) ।

[সাধারণভাবে বৌদ্ধমত শুন ।]

নদি বল, “কৰ্ত্তার অভাবে ‘তং’ ও ‘ইদম্’ বুদ্ধির সম্বন্ধ অনুপপন্ন হইলেও ‘তং’ ও ‘ইদম্’ বুদ্ধিদ্বয়ের সাদৃশ্যবশতঃ উক্ত সম্বন্ধ উপপন্ন হইতে পারে”, না, তাহাও হইতে পারে না ; কারণ, ‘তং’ ও ‘ইদম্’-বুদ্ধির পরস্পর-বিষয়তা অনুপপন্ন হইবে । আর উক্ত বুদ্ধিদ্বয় পরস্পর বিষয়ীভূত না হইলে উক্ত বুদ্ধিদ্বয়ের সাদৃশ্য-গ্রহণও অনুপপন্ন হইবে । নদি বাহ্যার্থবাদী বৌদ্ধ-মতের অন্তসরণ করিয়া) বল, “অসং-সাদৃশ্যেই তদবুদ্ধি চইয়া থাকে, (অর্থাৎ সাদৃশ্য মিছে অসং হইলেও ‘তং’ বলিয়া যে জ্ঞান হয়, তাহা অসং নহে ;)”

(১৬) তাৎপর্য—এস্থলে শৃঙ্খলাবাদের পুনশ্চ আপত্তি হইল যে, মৃত্তিকা প্রভৃতি যে সমস্ত বস্তুকে উপাদান বলা হয়, অগ্রে সে সমুদয়ের ধ্বংস হয়, পরে ঘটাদি কারণের উৎপত্তি হয়,—অগ্রে বীজটি বিনষ্ট হয়—পচিয়া যায়, পরে অঙ্কুরের উৎপত্তি হয় ; সুতরাং, কারণ-বস্তুর ধ্বংসই কার্যোৎপত্তির হেতু, কারণ-বস্তু নহে । এই জগৎও তদ্রূপ কোনরূপ সংপদার্থ হইতে উৎপন্ন হয় না । এই পক্ষ গড়নের পর, কণিকবাদী বৌদ্ধ বলিলেন—জগতের সমস্ত পদার্থই কণিক—প্রতিকর্মে উৎপন্ন হয়, আবার পরকর্মেই বিনষ্ট হইয়া যায় । তবে যে, পূর্বদৃষ্ট বস্তুকে পরে দর্শন করিলে, ‘ইহা সেই বস্তু’ বলিয়া মনে হয়, তাহার কারণ—পূর্বদৃষ্ট বস্তুর সহিত পরদৃষ্ট বস্তুর সাদৃশ্য-সম্বন্ধ । যেমন, প্রথম বার যে ঔষধ সেবন করা হয়, দ্বিতীয় বার তজ্জাতীয় ঔষধ দেখিয়া ‘ইহা সেই ঔষধ’ বলিয়া মনে হয়, ‘ইহা সেই বস্তু’ ইত্যাদিরূপে উদ্রেকও ঠিক তেমনি উক্ত সাদৃশ্যমূলক ; সুতরাং মৃত্তিকা প্রভৃতি কোন কারণই ঘটাদি কার্যে অনুবৃত্ত হয় না ; কাজেই সংকার্যবাদও সিদ্ধ হয় না । তদন্তরে আচার্য্য বলিতেছেন যে, পূর্বোক্ত অভেদ-প্রতীতিকে সাদৃশ্যমূলক বলিয়া কেবল অহুমানের সাহায্যে কণিকবাদ স্থাপন করিতে পারা যায় না । কারণ, অহুমান অপেক্ষাও প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলবান্ । বিশেষতঃ, কণিকবাদে আত্মাও যখন কণিক, তখন ‘ইহা সেই বস্তু’ বলিয়া পূর্বদৃষ্ট বস্তুর সহিত পরদৃষ্ট বস্তুর সাদৃশ্য (তুলনা) করিবে কে ? কারণ, পূর্বদৃষ্ট আত্মা ত দৃষ্ট বস্তুর সঙ্গে সঙ্গেই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে ; অতএব এই কণিকবাদ বিচারসহ নহে ।

‘না,—তাহাও বলা চলে না ; কেন না, সাদৃশ্যবুদ্ধির বিষয় (সাদৃশ্য) যেমন অসং-
 তেমনি ‘তং’ ও ‘ইদম্’ বুদ্ধির বিষয়ও অসং চইতে পারে । আর যদি [বিজ্ঞান-
 বাদীর মতাবলম্বনে] সমস্ত বুদ্ধির বিষয়গুলিকেই অসং বলিয়া স্বীকার করিতে
 ইচ্ছা কর, তাহাও পার না ; কারণ, তাহা হইলে বুদ্ধিবিষয়ক যে বুদ্ধি, অর্থাৎ
 যে বুদ্ধির সাহায্যে সাদৃশ্যবিষয়ক বুদ্ধির সত্যতা উপলব্ধি করিতেছি, সেই বুদ্ধিরও
 অসত্যতা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে । আর যদি [শূন্যবাদীর মতানুসারে] বল—
 তাহাই ইউক । তাহা হইলেও বলিব, না—তাহাও চইতে পারে না ; কারণ,
 সমস্ত বুদ্ধিই মিথ্যা হইলে, অসত্যতা-বুদ্ধিও সত্য চইতে পারে না । অতএব,
 সাদৃশ্যবশতঃ যে, তদ্বুদ্ধি হইয়া থাকে বলা চইয়াছে, সে কথা সঙ্গত হয় নাই ।
 অতএব কার্য্যোৎপত্তির পূর্বেও কারণের সন্ধ্যাব সিদ্ধ হইল ; এবং অভিযুক্তিই
 যখন কার্য্যের (জ্ঞান পদার্থের) একমাত্র লিঙ্গ বা পরিচায়ক, তখন উৎপত্তির
 পূর্বে কার্য্যের সন্ধ্যাবও প্রমাণিত হইল ।

[সংকার্য্যবাদ স্থাপন ।

এইরূপে উৎপত্তির পূর্বে জ্ঞান-পদার্থের অস্তিত্ব সিদ্ধ হইল । [যদি বল—]
 কি প্রকারে ? [তবে শুন,—] যেহেতু, কার্য্য মাত্রই অভিযুক্তিলিঙ্গক ; অর্থাৎ
 অভিযুক্তিই সেই কার্য্যের লিঙ্গ (অস্তিত্ব-জাপক), [সেই হেতু ইচ্ছা সিদ্ধ
 হইল ।] অভিযুক্তি অর্থ—সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বুদ্ধির বিষয় হওয়া, অর্থাৎ প্রত্যক্ষতঃ
 জ্ঞানের বিষয় হওয়া ; কেন না, ভগবৎ ঘটাদি যে কোনও বস্তু অন্ধকারাদি দ্বারা
 আবৃত অবস্থায় অজ্ঞাত থাকে, আবার আলোক প্রভৃতি দ্বারা সেই অন্ধকারাবরণ
 অপনয়ন করিলে জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়, কিম্বা কখনও আপনার পূর্বসন্ধ্যা
 (অন্ধকারাবস্থায় সত্তা) তাগ করে না । উৎপত্তির পূর্বে এই ভগৎ-সম্বন্ধেও
 আমরা সেইরূপ অবস্থাই বুঝি । কেন না, যে ঘটের বাস্তবিকই সন্ধ্যা নাই,
 সূর্যোদয়ের তাহা কখনই প্রত্যক্ষ হয় না ।

যদি বল, “না,—এ কথাও বলিতে পার না ; কারণ, তোমার (সংকার্য্যবাদী
 বৈদান্তিকের) মতে যখন কোন পদার্থেরই অবিদ্যমানতা বা অভাব নাই,
 তখন নিশ্চয়ই তাহা প্রত্যক্ষ চইতে পারে, অর্থাৎ যদি বল যে, তোমার (সংকার্য্য-
 বাদী বৈদান্তিক আমাদের) মতে ঘটাদি কোন জ্ঞান পদার্থই যখন অবিদ্যমান
 (অসং) নহে, তখন, যে সময় নৃংপিও সন্নিহিত রহিয়াছে এবং জ্ঞানপ্রতিবন্ধক
 অন্ধকারাদি কিছুই নাই, সেই সময় আদিত্যোদয়ে অবশ্যই ঘটাদি জ্ঞান-পদার্থের
 উপলব্ধি চইতে পারে ? কারণ, ঘট তখনও বিদ্যমান ।” তাহা হইলে বলিব,

“না,—সে কথাও বলা চলে না ; কেন না, আবরণের প্রভেদ আছে ; অর্থাৎ ঘটাদি জন্তু-পদার্থ মাত্রেই আবরণ হই প্রকার—এক প্রকার হইতেছে, অভিব্যক্ত বা ঘটাদিকার্য্যভাবাপন্ন মৃত্তিকা প্রভৃতির সম্বন্ধে অন্ধকার ও প্রাচীর প্রভৃতি ; অপর প্রকার—কার্য্যাকারে অভিব্যক্ত হইবার পূর্বে, মৃত্তিকা প্রভৃতির আবরণবসমূহের পিণ্ডাদি কার্য্যান্তরূপে অবস্থিতি । সেই কারণেই উৎপত্তির পূর্বে ঘটাদি কার্য্য, স্বরূপতঃ বিद्यমান থাকিলেও পিণ্ডাদি আকারে আবৃত থাকায় উপলব্ধির বিষয় হয় না । তবে যে, ‘নষ্ট’, ‘উৎপন্ন’, ‘ভাব’ ও ‘অভাব’ প্রভৃতি শব্দ ও তদনুযায়ী প্রতীতিভেদ হইয়া থাকে, তাহার কারণ—অবিভাব ও তিরোভাবের দ্বৈবিধ্য । অর্থাৎ অবিভাবের পর, ‘উৎপন্ন’ ও ‘ভাব’ প্রভৃতি বিद्यমানতাবোধক শব্দের ব্যবহার ও তদনুরূপ প্রতীতি হয়, আর সেই অবস্থারই যখন তিরোভাব হয়, তখন ‘নষ্ট’ ও ‘অভাব’ প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার এবং তদনুযায়ী প্রতীতি হয়, এই মাত্র বিশেষ ।”

যদি বল, ‘অপরূপ আবরণের সঙ্গে পিণ্ড ও কপালাদি আবরণের বৈলক্ষণ্য থাকায় উক্ত সিদ্ধান্তটী সঙ্গত নহে, অর্থাৎ লোকপ্রসিদ্ধ অন্ধকার ও প্রাচীরাদি আবরণ এবং আবরণীয় ঘটাদি পদার্থকে বিভিন্নস্থানবন্তী দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কপাল (ঘটের অংশ) ও পিণ্ডাদি আবরণকে ত কখনও ঘট ছাড়িয়া অতন্ত্র থাকিতে দেখা যায় না ; অতএব পিণ্ড ও কপালাদি অবস্থায় ঘট বিद्यমানই থাকে, কেবল আবৃত থাকায় তাহার উপলব্ধি হয় না,—একথা বলা যুক্তিবদ্ধ হইতে পারে না ; কারণ, প্রসিদ্ধ আবরণ অন্ধকারাদির সহিত ইহার ধর্ম্মগত বৈলক্ষণ্য রহিয়াছে ।’ ‘না, এ কথাও বলা যায় না ; কেন না, দুগ্ধমিশ্রিত জল দুগ্ধ দ্বারা আবৃত হয়, অথচ সেই আবরণক দুগ্ধ ও আবৃত জল, উভয়কেই এক—অভিন্ন স্থানবন্তী দেখিতে পাওয়া যায় ।’ যদি বল, ‘কপাল ও মৃত্তিকার্চুণ প্রভৃতি ঘটাবরণবসমূহ যখন ঘটেরই অন্তর্ভূত, অর্থাৎ ঘট হইতে পৃথক পদার্থ নহে, তখন কপাল ও চূর্ণাদি অংশগুলিত ঘটাবরণ হইতে পারে না ।’ ‘না, তাহাও নহে । কারণ, বিভক্ত অর্থাৎ মৃত্তিকা হইতে পৃথগ্ভাবাপন্ন কপালাদি অংশগুলি যখন স্বতন্ত্র জন্তু-পদার্থ বলিয়াই স্বীকৃত হইয়াছে, তখন উহাদের আবরণকে কোনই বাধা হইতে পারে না ।’

যদি বল, ‘তাহা হইলে কেবল আবরণ বিনাশেই যত্ন করা কর্তব্য ; অর্থাৎ চূর্ণ কপালাদি অবস্থায়ও যখন ঘটের অন্তর্ভুক্ত অন্ধকার থাকে, কেবল আবরণবশতঃ তাহার উপলব্ধি হয় না, তখন ঘটার্থী পুরুষের কেবল আবরণভঞ্জেই অর্থাৎ কেবল চূর্ণ-কপা-

বর্তমান সময়ে এই ঘটটী বিদ্যমান নাই বলাও যেরূপ, উক্ত কথাও ঠিক তদ্রূপ (১) ।

আর যদি উৎপত্তির পূর্বসময়ে ঘটকে অসৎ বলিতে ইচ্ছা কর, অর্থাৎ কুস্তকার প্রভৃতি ঘটের জন্ম প্রবৃত্ত হইলে পর, সেখানে কুস্তকার প্রভৃতি যেরূপ সব্যাপাররূপে বর্তমান থাকে, ঠিক সেইরূপে জন্ম-বস্তু বর্তমান না থাকাই যদি তোমার ‘অসৎ’ শব্দের অর্থ হয়, তাহা হইলে ত আমাদেব মতের সহিত কিছু-মাত্র বিরোধ হইতেছে না । কারণ ?—যেহেতু স্বীয় ‘ভবিষ্যত্তা’ রূপে তখনও ঘট বর্তমানই থাকে ; কারণ, পিণ্ড ও কপালের (ঘটাবয়বের) যে বর্তমানতা, তাহা কখনই ঘটের বর্তমানতা হইতে পারে না, এবং তদভয়ের যে ভবিষ্যত্তা, তাহাও ঘটের ভবিষ্যত্তা হইতে পারে না । সুতরাং, কুস্তকার প্রভৃতির ব্যাপার বা চেষ্টা বর্তমান সময়েও যে, ‘উৎপত্তির পূর্বে ঘট অসৎ’ বলা হয়, তাহা ত কোন মতেই বিরুদ্ধ হইতেছে না । ঘটের ভবিষ্যত্তার বাহা কার্য্য বা ফল (বর্তমানতা-লাভ), তাহার যদি নিবেদন করা হয়, তাহা হইলেই বিরোধ উপস্থিত হইতে পারে ; কিন্তু কেহই তাহার ভাবী সম্ভাবের প্রতিবেদন করিতেছে না ; আর ক্রিয়াবান বা উৎপাদনাদি ব্যাপার-বিশিষ্ট নিখিল বস্তুর বর্তমানতা বা ভবিষ্যত্তা যে, একই হইবে, তাহাও নহে ; [সুতরাং বিভিন্নপ্রকার অস্তিত্ব স্বীকারেও সংকার্য্যবাদের কোনও বাধা ঘটতে পারে না ।

আরো এক কথা, [অসৎকার্য্যবাদীর অভিমত ! চতুর্কিধ অভাবের মধ্যে, (২) ঘটের যে ইতরেতরাভাব বা ভেদ, তাহা ঘট হইতে পৃথক্ দেখা গিয়াছে ; যেমন—‘ঘটাবাব বা ঘটের অন্ত’ বলিলে, পটাদি বস্তুই বুঝায়, কিন্তু নিশ্চয়ই তাহা ঘটস্বরূপ নহে ; অধিকন্তু ঐ পট বস্তুটী ঘটাবাবস্বরূপ হয়

(১) তাৎপর্য্য—পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বাহা অসৎ—বক্ষ্যাপুত্রের স্থায় অস্তিত্ববিহীন, কল্পিত কালেও কোন রকমেও তাহার উৎপত্তি হয় না ও হইতে পারে না । ভাবী ঘটও যদি অস্তিত্ববিহীনই হয়, তাহা হইলে, তাহাকেও আর ‘ভবিষ্যতি’ (সম্ভাবনা হইবে) বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে না । অতএব বর্তমানে উপস্থিত ঘটকে ‘ন বর্ততে’ (নাই) বলাও যেমন, ‘ভাবী—অসৎ ঘট উৎপন্ন হইবে’ বলাও ঠিক তেমনি প্রমাণবিরুদ্ধ কথা হয় ; সুতরাং অসৎকার্য্যবাদটী অধৌক্তিক—উপেকার যোগ্য ।

(২) তাৎপর্য্য—অসৎকার্য্যবাদী নৈয়ায়িকের মতে অভাব চতুর্কিধ, এবং ত্রয়াদি প্রভৃতির স্থায় অভাবও পদার্থশ্রেণীর মধ্যেপরিগণিত । প্রথমতঃ, তাহার অভাবকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—(১) ইতরেতরাভাব, ও (২) সংসর্গাভাব । ইতরেতরাভাব, অন্তোন্তরাভাব ও ভেদ,

বলিয়া যে, অভাবাত্মক অর্থাৎ কিছুই নহে, তাহা নহে; তবে কি? না, তাহা ভাবস্বরূপই বটে। ঘটের এই ইতরেতরাভাব যেমন ঘট হইতে স্বতন্ত্র বস্তু, ধ্বংস, প্রাগভাব এবং অত্যন্তাভাবও তেমনই ঘট হইতে স্বতন্ত্র বস্তুই হইবে; কারণ, ঘটের ইতরেতরাভাবের দ্বারা এই সমস্ত অভাবও যখন ঘটাদি বস্তু দ্বারা উল্লিখিত হইয়া থাকে, তখন ইতরেতরাভাবের দ্বারা সমস্ত অভাবেরই ভাবরূপতা সিদ্ধ হইতেছে। আর এক্ষণ সিদ্ধান্তই যখন স্থির হইল, তখন “ঘটস্ত প্রাগভাবঃ” (ঘটের প্রাগভাব) বলিলে, উৎপত্তির পূর্বে যে, ঘটের স্বরূপই ছিল না, তাহা নহে; পরন্তু বর্তমানে যেরূপ আছে, সেরূপ ছিল না, ইহাই বুঝিতে হইবে।

পক্ষান্তরে, ঘটের বাহ্য প্রকৃত স্বরূপ, তাকেই যদি ঘটের প্রাগভাব বল, তাহা হইলে আর ‘ঘটের’ বলা সম্ভব হয় না; [কারণ, তখন ত ঘটের অস্তিত্বই নাই; সুতরাং তাহার সহিত সম্বন্ধ-নির্দেশই হইতে পারে না]। আর যদি বল, ‘শিলাপুত্রের শরীর’ [শিলাপুত্র অর্থ—নোড়া,] ইত্যাদি স্থলে যেরূপ অভেদেও ভেদ কল্পনা করিয়া ব্যবহার করা হইয়া থাকে, তদ্রূপ ‘ঘটের প্রাগভাব’-স্থলেও ভেদ কল্পনা করিয়া একরূপ ব্যবহার করা হয়; তাহা হইলেও বুঝিতে হইবে যে, কল্পিত, (সুতরাং অবস্থ) অভাবেরই ‘ঘট’ শব্দ দ্বারা

এই তিনই একার্থবোধক পঞ্চায় শব্দ। প্রত্যেক অভাবের লক্ষণই বড় জটিল; এইজন্য সাধারণভাবে কেবল উহাদের স্বরূপটা বুঝাইবার চেষ্টা করিব মাত্র। ইতরেতরাভাব—এক বস্তুর সহিত যে অল্প বস্তুর ভেদ—কতকটা পার্থক্যেরই মত; কিন্তু তাই বলিয়া পার্থক্য ও ভেদ এক নহে। যেমন—ঘটা দৃষ্টঃ—পটঃ; অর্থাৎ ঘট হইতে পট বস্তুটি ভিন্ন। এখানে ঘট হইতে পটের ভেদ মাত্র বুঝাইতেছে। বলা আবশ্যক যে, এখানে ভাস্ক্যকার ধরিয়া লইয়াছেন যে, নৈয়ামিকেরা ঘটের ভেদকে পটস্বরূপ বলিয়াই যেন স্বীকার করিয়া থাকেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহার অভাবকে কোনও বস্তুর স্বরূপ বলিয়া স্বীকার করেন না; পরন্তু পটাদিকে ঘটাদির অভাববিশিষ্ট বলেন। সে যাহা হউক, এখানে সে কথা অনালোচ্য মনে করি। দ্বিতীয় সংসর্গভাবটি তিন প্রকার :—(১) প্রাগভাব, (২) ধ্বংস ও (৩) অত্যন্তাভাব। তন্মধ্যে উৎপত্তির পূর্বকালীন যে, বস্তুর অভাব, তাহা প্রাগভাব, যেমন—ঘটোৎপত্তির পূর্বে ঘটের অভাব। উৎপন্ন বস্তুর বিনাশে যে, অভাব, তাহা ধ্বংসভাব। যেমন ঘটনাশের পরবর্তী অভাব। আর ত্রৈকালিক যে, অভাব, তাহা অত্যন্তাভাব; যেমন—‘এখানে ঘট নাই’ বলিলে ঘটের যে, অভাব বুঝা যায়, তাহাই অত্যন্তাভাব; কিন্তু যে বস্তুর কসিন্ কালেও অস্তিত্ব নাই, তাহার অভাবও স্বীকার করা হয় না। যেমন—‘বক্ষাপুত্রের অভাব, আকাশ-কুহমের অভাব’ ইত্যাদি।

নির্দেশ করা হইতেছে যাত্র, কিন্তু ঘটের স্বরূপ-সত্তাকেই নির্দেশ করা হইতেছে না। আর যদি বল, ঘটের অভাব ঘটে হইতে সম্পূর্ণ পূর্ণক পদার্থ, তাহা হইলে বলিব,—এ কপারও উত্তর পূর্কেই প্রস্তুত হইয়াছে (১)।

আরও এক কথা, উৎপত্তির পূর্বে জগৎপদার্থমাত্রই যখন অসংখ্যের কারণ অভাবাত্মক—অসং, এবং সম্বন্ধমাত্রই যখন উত্তরমিহ বা উত্তরাপেক্ষিক, তখন ভাবী ঘটে সত্তাসম্বন্ধই (উৎপত্তিই) উপপন্ন হয় না। কেন না, তৎকালে যখন ঘটের অস্তিত্বই নাই, তখন সত্তার সহিত সম্বন্ধ হইলে ক'হাণ?

সে, অসংস্কৃত পদার্থের অর্থাৎ যে সমস্ত পদার্থ সম্মুখে তাহা নহে, পরস্ব সমবায় সম্বন্ধজন্য, সে সমস্ত পদার্থের সম্বন্ধে ইচ্ছা-সংযোগ হয় না। তাহা হইলেও বলিব : না; তাহাও হইতে পারে না; কারণ, সং ও অসংয়ের অন্যত্মসিদ্ধিই হইতে পারে না (২)। বৃত্তসিদ্ধতা বা অসংস্কৃততা দুইটি ভাবপদার্থেরই হইতে পারে, কিন্তু ভাব ও অভাবের, অথবা দুইটি অভাবের হয় না। অতএব প্রমাণিত হইতেছে যে, উৎপত্তির পূর্বেও জগৎপদার্থ সং—বিভিন্নমানই থাকে।

এই জগৎ কিরূপ মৃত্যুকর্ষক আবৃত ছিল? এই অকাঙ্ক্ষার [কৃতি] বলিতেছেন—“অশনারায়”। অশনারা অর্থ—অশনাত ভোজনাত ইচ্ছা, তাহাট মৃত্যুর লক্ষণ বা স্বরূপ। তাদৃশ লক্ষণাবিত মৃত্যুকর্ষী অশনারায়ার আবৃত ছিল। ভাল, এই অশনারাই মৃত্যু কি প্রকাশে? তদন্তরে কৃতি বলিতেছেন—অশনারাই প্রসিক্ত মৃত্যু। কৃতির “তি” পদটী অশনারায় মৃত্যুকর্ষে প্রসিক্তি জ্ঞাপন করিতেছে।

(১) তাৎপৰ্য্য—অসংকারণতায় ঘটের আভাবকে ঘটে হইতে পূর্ণক পদার্থ বলিলেও তাহা অসং—অবস্থ হইল না, পরস্ব প্রকারান্তরে কারণবস্তুকে সং বলিয়াই প্রকার করিতে হইল। ‘মৃত্যু’ এ মতেও ফলটা সংকারণমতই সিদ্ধ হইতেছে।

(২) তাৎপৰ্য্য—‘যুতসিক্ত’ ও ‘অযুতসিক্ত’ কপার অর্থ এইরূপ যে সমস্ত পদার্থ পরস্পর সম্বন্ধ হইবার পূর্বেও সিদ্ধ বা বর্তমান থাকে, সে সমস্ত পদার্থকে বলে ‘যুতসিক্ত’, আর যে সমস্ত পদার্থ সম্বন্ধ-বিশেষ লাভের পূর্বে অসিদ্ধ থাকে—বিভিন্নমান থাকে না, সে সমস্ত পদার্থকে বলে ‘অযুতসিক্ত’। যুতসিক্তের সম্বন্ধ—সংযোগ, আর অযুতসিক্তের সম্বন্ধ—সমবায়। উদাহরণ—যেমন একটা রাশি; ‘রাশি’ বলিলেই কতকগুলি বস্তুর একসং সংযোগ মাত্র, বৃদ্ধি, কিন্তু সেই বস্তুগুলি ঐ সংযোগের পূর্বেও সিদ্ধ ছিল; অতএব ঐ রাশিটী হইল যুতসিক্ত। আর দুইটী কপালের (ঘটাংশের) সমবায় যে ঘটে উৎপন্ন হয়, তাহা অযুতসিক্ত; কারণ, এইরূপ সমবায়-সম্বন্ধের পূর্বে ঘটের অস্তিত্বই ছিল না। সমবায়-সম্বন্ধই অবিজ্ঞান ঘটের বিভিন্নমাতা সাধন করিয়া দেয়। ইচ্ছা নৈমায়িকমিগেন অবিজ্ঞান কথা, নৈমায়িকের সম্বন্ধ নহে।

কেন না, যে ব্যক্তি ভোজন করিতে ইচ্ছা করে—কুশীর্ষ হয়, সে তাহার পরেই অপর প্রাণিগণকে বধ করিয়া থাকে ; সেইজন্তই মৃত্যুর লক্ষণ—অশনায়া ; এই অভিপ্রায়ই “অশনায়া হি” এই শ্রুতি প্রকাশ করিতেছে । বুদ্ধ্যাব্যাহার (বুদ্ধি-দর্পণে প্রতিবিম্বিত চিদাব্যাহার) ধর্ম্ম অশনায়া ; এই কারণে বুদ্ধি-সমষ্টিতে প্রতি-বিম্বিত চৈতন্যস্বরূপ হিরণ্যগর্ভকে এখানে মৃত্যু বলা হইতেছে । সেই হিরণ্য গর্ভরূপী মৃত্যু দ্বারা এই কার্য্য-জগৎ সমাবৃত ছিল ; পিণ্ডস্থ মৃত্তিকা দ্বারা যেরূপ তৎকার্য্য ঘটি সমাবৃত থাকে, ঠিক সেইরূপ ।

“তং মনঃ অকুরুত”—‘তং’-পদে মনের নিবেদন হইয়াছে, ‘তং’-পদটি মনের বিশেষণ । সেই মৃত্যু (হিরণ্যগর্ভ বলায়মান কাম্য সৃষ্টির) অভিলাষে কার্য্যপর্যালোচন-সমর্থ সেই মনের অর্থাৎ সমস্ত নৈকর্য্য-দলকরণান্বিত মনঃশব্দবাচ্য অন্তঃকরণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন । কি অভিপ্রায়ে মনের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছেন—আমি আত্মদী—আত্মবান হইব, অর্থাৎ আমি এই আত্মশব্দবাচ্য মনঃ দ্বারা মনস্বী হইব, এই অভিপ্রায়ে [সৃষ্টি করিয়াছিলেন] ।

সেই প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভ অভিব্যক্ত মনের সাহায্যে সমনস্ক (অন্তঃকরণ-বিশিষ্ট) হইয়া অর্চনা করত, অর্থাৎ ‘আমি কৃত্যং হইয়াছি বলিয়া আপনাকেই পূজা করত তত্তপ্তবৃত্ত ব্যবহার করিয়াছিলেন । প্রজাপতি আত্ম-পূজা করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহা হইতে পূজার অঙ্গভূত রসায়ক তল প্রাদুর্ভূত হইল । অর্থাৎ প্রতিতে পঞ্চভূতোৎপত্তির কথা বর্ণিত থাকায়, এবং সৃষ্টির প্রণালীতে বিকল্প বা প্রকারভেদেরও সম্ভাবনা না থাকায়, এখানে বলিতে হইবে যে, অগ্রে আকাশ, বায়ু, তেজঃ,—এই ভূতত্রয়ের উৎপত্তি, তাহার পর জলের উৎপত্তি হইয়াছিল (১) । যেহেতু মৃত্যুরূপী প্রজাপতি মনে করিয়াছিলেন যে, পূজা করিতে করিতে আকাশ উদ্দেশে ‘ক’—জল হইয়াছে, সেই হেতুই অর্কের—অধ্ব-মধ যজ্ঞোপবোগী অগ্নির ‘অর্কস্থ’ অর্থাৎ অর্ক সংজ্ঞা হইয়াছে ; অগ্নির ‘অর্ক’ নামের ব্যুৎপত্তি বা যোগার্থ এইরূপ—যেহেতু অর্চনা—সুগন্ধ পূজা ও জলের সংহিত সম্বন্ধ আছে, সেই হেতুই

(১) তাৎপর্য্য—তৈত্তিরীয় উপনিষদে “তন্মাত্রা এতন্মাত্রাজ্ঞান আকাশঃ সত্ত্বতঃ, আকাশাদ্ বায়ুঃ, বায়োরগ্নিঃ, অগ্নেরাং, অন্ত্যঃ পৃথিবী” এই শ্রুতিবাক্যে আকাশাদি পঞ্চভূতেরই উৎপত্তির কথা আছে ; সুতরাং এখানে প্রথমেই জলসৃষ্টির কথা থাকিলেও তাহার পরে আকাশ, বায়ু ও তেজের উৎপত্তির কথা বর্ণিয়া লইতে হইবে ।

অগ্নির গুণানুযায়ী নাম হইতেছে—‘অর্ক’ (১) । যে লোক অগ্নির যথোক্তপ্রকার অর্কত্ব অবগত হয়, সেই অর্কত্ববিদ লোকের নিশ্চয়ই ‘ক’ (সুখ) সম্পন্ন হয় । এখানে ‘ক’ অর্থে—সুখ ও জল উভয়ই বুঝা যাইতে পারে ; কারণ, ‘ক’ নামটি উভয়েরই তুল্য । ‘ত’ ও ‘বৈ’ পদ দুইটির অর্থ অবধারণ—নিশ্চয় করা ॥ ৩ ॥ ১ ॥

আপো বা অর্কস্তদ্ যদপাৎ শর আসীৎ, তৎ সমহৃত ।
সা পৃথিব্যভবৎ তস্মামশ্রামাৎ, তস্মা শ্রান্তস্য তপ্তস্য তেজোরসো
নিরবর্ততাগ্নিঃ ॥ ৪ ॥ ২ ॥

সরলার্থঃ—আপঃ (পূর্বোক্তানি অর্চনাদ্ভূতানি জলানি) বৈ অর্কঃ (অর্কসংজ্ঞক্যাহেতুত্বাৎ অর্কঃ) ; তৎ (তত্র) যৎ (যঃ) অপাৎ শরঃ (দগ্ধীব মণ্ডভাবঃ) আসীৎ, তৎ (সঃ শরঃ) সমহৃত (তেজঃসম্বন্ধাৎ কঠিনতাং প্রাপ), সা (সঃ কঠিনতাপন্নঃ শরঃ) পৃথিবী অভবৎ । তস্মাম্ (পৃথিব্যাম্ উৎপাদিতায়াম্, পৃথিবীসৃষ্টানন্তরং) অশ্রামাৎ (শ্রমযুক্তঃ অভবৎ) [সঃ প্রজাপতিরীতি শেষঃ] । শ্রান্তস্য তপ্তস্য (তাপবৃদ্ধস্য উন্নয়বৃদ্ধস্য) তস্মা (প্রজাপতেঃ) তেজোরসঃ (রসঃ—সারঃ, সারভূতঃ তেজ এত) অগ্নিঃ (ব্রহ্মাণ্ডাস্তর্গতে বিরাট পুরুষঃ, “স বৈ শরীরী প্রথমঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে” ইতি শ্রুত্যানুসারে) নিরবর্তত (জাতঃ) ।

মূলানুবাদ—অর্চনার অঙ্গভূত যে জল স্রষ্ট হইল, তাহাই অর্ক, [কারণ, উহাই অর্কসংজ্ঞক অগ্নির হেতু স্বরূপ] । তাহাতে যে, জলীয় শর অর্থাৎ দধির মণ্ডের ন্যায় শর—ঘনীভাব ছিল, তাহাই [উত্তাপ-সহযোগে] সংহতভাব বা কঠিনতা প্রাপ্ত হইল ; তাহাই পৃথিবীরূপে পরিণত হইল । পৃথিবী-সৃষ্টির পর প্রজাপতির পরিশ্রম বোধ হইল, পরিশ্রমের ফলে প্রজাপতির শরীরে সম্ভাপ বা উন্মাদ উপস্থিত হইল ; সেই সম্ভাপ্ত শরীর হইতে তেজের সারভূত অগ্নি প্রাদুর্ভূত হইল । [ভাগ্যকার এই অগ্নিকে প্রথমশরীরধারী ব্রহ্মাণ্ডাস্তর্গত বিরাট পুরুষ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন] ॥ ৪ ॥ ২ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।—আপো বা অর্কঃ । কঃ পুনরসৌ অর্কঃ ? ইতি ;
উচ্যতে—আপো বা যা অর্চনাদ্ভূতাঃ, তা এবাৰ্কঃ, অগ্নেরর্কস্য হেতুত্বাৎ,

(১) তাৎপর্য—‘অর্ক’ শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপ—অর্চনার ‘অর্’ আর জলবাচক ‘ক’ এই উভয়ের সম্মিলনে ‘অর্ + ক’ = ‘অর্ক’ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে ।

অপ্ চাঘ্নিঃ প্রতিষ্ঠিত ইতি ; ন পুনঃ সাক্ষাদেবাক্ষতাঃ, তাসামপ্রকরণাৎ । অগ্নেশ্চ
প্রকরণম্ । বক্ষ্যতি চ “অগ্নিগ্নিরকঃ” ইতি । তৎ তত্র যৎ অপাঃ শর ইব শরো
দগ্ন ইব মণ্ডভূতম্ আসীৎ, তৎ সমতত্ত্বত সজ্বাতমাপত্ত্বত তেজসা বাহ্যাস্তঃপচ্য-
মানম্ ; লিঙ্গবাত্যয়েন বা, যোহপাঃ শরঃ, স সমতত্ত্বতেতি । সা পৃথিব্যভবৎ, স
সজ্বাতঃ যেষাং পৃথিবী, সা অভবৎ । তাভাঃ অত্যাঃ অণুমভিনিবৃত্তমিত্যর্থঃ । তস্তাং
পৃথিব্যামুৎপাদিতারাং স বৃত্তাঃ প্রজাপতিঃ অশ্রাম্যৎ শ্রমবক্তো বভূব । সর্কো হি
লোকঃ কার্যাং কৃহা শ্রামাতি ; প্রজাপতেশ্চ তন্মাতং কার্যাম, যৎ পৃথিবীসর্গঃ ।
কিং তন্তু শ্রাস্তস্ত ? ইতি ; উচ্যতে—তন্তু শ্রাস্তস্ত তপ্তস্ত থিন্নস্ত তেজোরসঃ,
তেজ এব রসঃ, তেজোরসঃ, রসঃ—সারঃ, নিরবন্তত প্রজাপতিশরীরাত্ নিক্রাস্ত
ইত্যর্থঃ । কোহসৌ নিক্রাস্তঃ ? অগ্নিঃ সোহগুস্তাস্তকিরাট প্রজাপতিঃ প্রথমজঃ
কার্যাকরণসজ্বাতবান্ জাতঃ ; “স বৈ শরীরী প্রথমঃ” ইতি স্মরণাৎ ॥ ৪ ॥ ২ ॥

টীকা।—অপামকদ্বয়বর্ণনায়ৈককদ্বয়মিতি শব্দে—কঃ পুনরিত্যি । প্রকরণমাত্রিত্য তাসা-
নকদ্বয়োপচারিকম্, ইতুস্তরমাত্—উচ্যত ইতি । তাহু অগ্নিরগ্নয়মণ্ড সর্বভূবেতি ঋতিমতু-
সরম্ উপচারে হেতুস্তরমাত্—অপহু চেতি । অপামকদ্বয় ! বারম্ভি—ন পুনরিত্যি । :সু
“ঋতিলিঙ্গবাক্যপ্রকরণস্থানসমাধানাঃ সমবায়ে পারদোক্ষলান্বিতনিপ্রকরণঃ” ইতিভাষ্যে প্রকরণাৎ
“আপো বা অকঃ” ইতি বাক্যঃ বলবদিত্যাশঙ্কঃ বাক্যসহকৃতং প্রকরণমেব কেবলবাক্যাদ্ বল-
বদিত্যাশয়নানাহ—বক্ষ্যতি চেতি । ভূতাস্থরসহিতাপ্তহু কারণভূতাহু পৃথিবীদ্বারা পাণিবাংগ্নিঃ
প্রতিষ্ঠিত ইত্যুক্তম্, উদানাঃ পৃথিবীসর্গঃ তাত্যাঃ দর্শয়তি—তদিত্যাঃ। অপহু ভূতাস্থর-
সহিতাত্তপ্তাহু সতীযতি সপ্তমার্থঃ । শর ইব শর ইত্যুক্তমেব ব্যাচ্যে—দগ্ন ইবেতি । সংবাতে
সহকারিকারণমাত্—তেজসেতি । যত্তদিত্যি পদে নপুংসকদেহে ন শব্দঃ, কথং তয়োঃ শর-শব্দেন
কারণস্তোচ্ছন্নব্যাচিনা পুংলিঙ্গেনাবয়ঃ, ততাহু—লিঙ্গবাত্যয়েনৈঃ । ভূতাপ্তপত্তিস্তোতনানার্থো
বা-শব্দঃ । ব্যাত্যয়েনাবয়মেবাবিনিবর্তিত—যোঃপামিতি । বাক্যতাপ্তমাত্—তাত্ ইতি ।
হুলপ্রপকাস্তকবিরাক্তঃ হুলপ্রপকাস্তকহুতাত্তপ্তিঃ বক্তঃ পাতনিকামাহ—তন্তুমিতি ।
উক্তার্থে লোকপ্রসিদ্ধিমতুলয়তি—সকোঃ গ্রীতি । উদানাঃ বিরাদুৎপত্তিবৃদ্ধিশক্তি—কিং
কন্তুতাদিনা । অগ্নিশব্দার্থঃ স্মৃতিরতি—সোহগুস্তেতি । তন্তু প্রথমশরীরেই মানমাত্—স
বা ইতি ॥ ৪ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—“আপো বৈ অকঃ” ইত্যাদি । এই অর্ক পদার্থটি কে ?
‘তাহা বলা হইতেছে—অপ (জল), যাহা অর্চনার অঙ্গরূপে প্রাচুর্য হইয়াছিল,
তাহাই এখানে অগ্নিরূপ অর্কের হেতু বলিয়া, এবং জলের মধ্যে অগ্নির অবস্থান
হয় বলিয়াও অর্ক-পদবাচ্য ; কিন্তু সাক্ষাৎ সৰ্ব্বক্ষেই জল অর্ক-পদবাচ্য নহে ।
কেন না, ইহা জলের প্রকরণ বা প্রস্তাব নহে, অধিকন্তু অগ্নিরই প্রকরণ ;
[সুতরাং, এখানে অপ্রাকরণিক জল অর্করূপে গৃহীত হইতে পারে না ।]

শ্রুতি নিজেও বলিবেন—‘এই অগ্নিই অক’ ইতি । তাহাতে যে জনীর শর—
 শরের ছায় মণ্ড, অর্থাৎ দধির মণ্ডের মত ঘনীভূত ভাব ছিল, তাহাই ভিতরে ও
 বাহিরে তেজঃসংযোগ বশতঃ পকত প্রাপ্ত হইয়া [যে রূপ উদ্ভাপকৃত পাকের
 ফলে এখনও মৃত্তিকা প্রভৃতিকে ইষ্টকাদিরূপে পরিণত করা হইয়া থাকে,
 ঠিক সেইরূপ পাকের] দ্বারা সংঘাতরূপ প্রাপ্ত হইল, অর্থাৎ কঠিন হইল ।
 [এখানে ‘শর’ শব্দটি পুংলিঙ্গ, তাহার বিশেষণ ‘ঘং’ পদটি ক্লীবলিঙ্গ থাকা অস্বা-
 চিত হয় ; এইজন্য বলিতেছেন—] অথবা, লিঙ্গপরিবর্তন করিয়া অর্থাৎ ক্লীব-
 লিঙ্গ ‘ঘং’ শব্দটিকে পুংলিঙ্গ করিয়া (‘ঘং’কে ‘ঘঃ’ করিয়া) অর্থ করিতে
 হইবে, অর্থাৎ [সেই জলে] যে শর—ঘনীভাব, তাহাই সংঘাত প্রাপ্ত
 হইয়াছিল ; এবং তাহাই পৃথিবী হইয়াছিল—সেই সংঘাতই—এই পৃথিবী—যাহা
 দৃষ্ট হইতেছে, সেই পৃথিবীরূপে পরিণত হইয়াছিল । অভিপ্রায় এই যে, সেই
 ঘনীভূত জল হইতে ‘অণু’ (ব্রহ্মাণ্ড) উৎপন্ন হইল (১) । পৃথিবী উৎপন্ন হইলে
 পর, সেই মৃত্যুরূপী প্রজাপতি পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন । সমস্ত লোকই কার্যা
 করিয়া ‘শ্রমযুক্ত’ হয়, প্রজাপতিরও ইহা অতি মহৎ কার্যা, যাহা পৃথিবী
 সৃষ্টি ; [সুতরাং, তাহারও পরিশ্রম হওয়া সম্ভব] । প্রজাপতির সেই পরি-
 শ্রমের ফল কি হইল, তাহা বলিতেছেন—প্রজাপতি শ্রান্ত—তাপকৃত অর্থাৎ
 ক্লান্ত হইলে পর তাহার শরীর হইতে তেজোরস অর্থাৎ তেজের সার, রস
 অর্থসার (শ্রেষ্ঠ অংশ), অর্থাৎ সারভূত তেজই নির্গত হইল । এই নিষ্কাশিত সার
 পদার্থটা কি ? না, অগ্নি ; অর্থাৎ অণ্ডের অভ্যন্তরস্থ বিরাটসংস্কৃত প্রথমজ
 দেহেন্দ্রিয়সম্পন্ন প্রজাপতি জন্মিলেন ; কারণ স্মৃতিতে আছে,—‘তিনিই প্রথম
 শরীরী—দেহেন্দ্রিয়াদিসম্পন্ন পুরুষ’ ইত্যাদি ॥ ৪ ॥ ১ ॥

(১) তাৎপৰ্য্য—শ্রুতিতে সাধারণভাবে জনীয় ঘনীভাবের সংঘাতপ্রাপ্তির কথা থাকিলেও
 ভাষ্যকার স্মৃতিশাস্ত্রের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য সেই ‘সংঘাত’ শব্দের ‘অণু’ অর্থ গ্ৰহণ
 করিলেন । মনুসংহিতায় আছে—“অপ এব সমজ্জাদৌ ‘তাম্’ বীজমপাশ্রজং । ‘তদণ্ডমতঃক্লেমঃ
 সহস্রা’ণ্ডমপ্রভন্ । তস্মিন্ জজে যয় ব্রহ্ম সৰ্বলোকপিতামহঃ ॥” ইত্যাদি । অর্থাৎ প্রজাপতি
 প্রথমে জল সৃষ্টি করিয়া তাহাতে সৃষ্টির ‘অণুকৃত কণ্ঠব’জ সন্নিবেশিত করিলেন, তাহার পর সেই
 জলের মধ্যে একটা জ্যোতির্ময় তিরণয় অণু সমুৎপন্ন হইল, তাহার মধ্য হইতে সৰ্বলোকপিতামহ
 ব্রহ্ম আবির্ভূত হইলেন । সর্বপ্রথম দেহেন্দ্রিয়াদি অবয়বসম্পন্ন শরীর তাহারই হইয়াছিল, তৎপূর্ব
 আর কাহারও ইচ্ছাপূৰ্ব্বক শরীর ছিল না ; এইজন্য পুনশ্চ বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন যে, ‘স বৈ
 শরীরী প্রথমঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে । আদিকর্তা স জুতানাং ব্রহ্মাণ্যে সমবর্ত্তত,’ অর্থাৎ তিনিই

স ত্রেধাত্মানং ব্যকুরুতাদিত্যং তৃতীয়ং বায়ুং তৃতীয়ং স এব
প্রাণস্ত্রেধা বিহিতঃ, তস্য প্রাচী দিক্ শিরোহসৌ চাসৌ চৈশ্বো ।
অথাস্থ প্রতীচী দিক্ পুচ্ছমসৌ চাসৌ চ সন্ধো, দক্ষিণা
চোদীচী চ পার্শ্বে, ত্যোঃ পৃষ্ঠমন্তরিকমুদরমিয়দরঃ ; স এষোহপ্সু
প্রতিষ্ঠিতো যত্র ক চৈতি, তদেব প্রতিষ্ঠিত্যেবং
বিদ্বান্ ॥ ৫ ॥ ৩ ॥

সরলার্থঃ ।—স ইতি । সঃ (প্রথমজঃ প্রজাপতিঃ আত্মানং ত্রেধা (ত্রি-
প্রকারেণ)—আদিত্যঃ (সূর্য্যঃ) তৃতীয়ঃ (অগ্নিবায়ুপেক্ষয়া ত্রয়াণাং পূরণং)
[তথা] বায়ুঃ তৃতীয়ঃ (অগ্নাদিত্যাপেক্ষয়া ত্রয়াণাং পূরণং) ব্যকুরুত (স্বমেব
আত্মানং অগ্নি-সূর্য্য-বায়ুরূপেণ বিভক্ত্য কৃতবানিত্যর্থঃ) । [অত্র রাণাদিত্যাপেক্ষয়া
অগ্নিরপি তৃতীয়ো দৃষ্টব্যঃ ।] সঃ (পূর্ব্বোক্তঃ) এবঃ প্রাণঃ (প্রজাপতিঃ) ত্রেধা
[অগ্নাদিত্যবায়ুরূপেণ] বিহিতঃ (বিভক্ত্য বভূব) । [ইদানীমেতদ্বিষয়ে দর্শন-
মুচ্যতে—] তস্য (প্রথমজস্য অগ্নেঃ) প্রাচী (পূর্বা) দিক্ শিরঃ (মন্তকং, শ্রেষ্ঠ-
স্থানং) ; অসৌ চ (ত্রৈশানা দিক্), অসৌ চ (আশ্বেরী দিক্ চ) চৈশ্বো (বাহু) ।
অথ অস্থ (অগ্নেঃ) প্রতীচী (পশ্চিমা দিক্) পুচ্ছম্ ; অসৌ চ (বায়বী দিক্)
অসৌ চ নৈঋতী দিক্ । সন্ধো (সন্ধিনি—পৃষ্টকোণাস্থিদরম্) ; দক্ষিণা চ
উদীচী চ (দিক্ পার্শ্বে ; ত্যোঃ (তালোকঃ) পৃষ্ঠম্ ; অন্তরিকম্ উদরম্ ; ইয়ং
(পৃথিবী) উরঃ (বক্ষঃ) । সঃ এবঃ (প্রজাপতিরূপঃ অগ্নিঃ) অপ্সু (জলেষু)
প্রতিষ্ঠিতঃ (অবস্থিতঃ বভূব) । এবঃ (যথোক্তম্ অগ্নেরপ্-প্রতিষ্ঠিত্যং) বিদ্বান্ (জানন্
জনঃ) যত্র ক চ (যস্মিন্ কস্মিন্শ্চিৎ স্থানে) এতি (গচ্ছতি), তৎ (তস্মিন্ এব স্থানে)
প্রতিষ্ঠিত্তি (প্রতিষ্ঠাঃ—স্থিতিঃ লভতে ইত্যর্থঃ) । অশ্বমেধোপবোগিনাং দ্রব্যাগাং
পবিত্রতা প্রদর্শনার্থমেব জন্মাদিকথনম্, ন তু তত্র ক্রতেস্তাংপর্য্যমিতি স্মর্তব্যম্ ।

মূলানুবাদ—সেই প্রথমজ প্রজাপতি নিজেই আপনাকে তিন
ভাগে—[অগ্নি] আদিত্য ও বায়ুরূপে বিভক্ত করিলেন । সেই প্রাণসংজ্ঞক
প্রজাপতি এইরূপে ত্রিবিধ ভাবাপন্ন হইলেন । পূর্ব্বদিক্ তাঁহার মন্তক ;

প্রথম শরীরী পুরুষ, এবং তিনিই নক্ষত্রতের আদিকর্তা ব্রহ্মা সর্বপ্রথমে জন্মগ্রহণ করেন ।
এই অভিপ্রায়ই ব্যক্ত করিবার জন্ত ভাষ্যকার শ্রুতির ‘অগ্নি’ অর্থে ব্রহ্মাভির্গত—প্রথম শরীরী
বিত্রাটপুরুষ গ্রহণ করিয়াছেন ।

এবং ঈশান কোণ ও অগ্নি কোণ তাঁহার বাহুদ্বয় ; পশ্চিম দিক্ তাঁহার পুচ্ছ ; এবং বায়ু কোণ ও অগ্নি কোণ তাঁহার উরুদ্বয় ; দক্ষিণ ও উত্তর-দিক্ তাঁহার দুই পার্শ্ব ; দু্যলোক তাঁহার পৃষ্ঠ ; অন্তরিক্ষ (আকাশ) তাঁহার উদর, এবং এই পৃথিবী তাঁহার বক্ষঃ । সেই এই অগ্নি, জলের মধ্যে প্রতি-
 ঠিত বা অবস্থিত আছেন । যে ব্যক্তি অগ্নির এই জলে অবস্থিতি জানেন,
 তিনি যে কোন স্থানে গমন করেন, সেখানেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া
 থাকেন ॥ ৫ ॥ ৩ ॥

শাকর-ভাষ্যম্ । -স চ জাতঃ প্রজাপতিঃ ত্রেধা ত্রিপ্রকারমাত্মান-
 স্বয়মেব কার্য্যকরণসজ্জাতঃ, বাকুরুত বাভজদিতোতং । কণঃ ত্রেধেত্যাহ--
 আদিত্যঃ তৃতীয়ম্ অগ্নিবায়ুপেক্ষয়া ত্রয়াণাং পূরণম্, অকুরুতেত্যভ্যবত্তে ।
 তথা অগ্ন্যাদিত্যাপেক্ষয়া বায়ুঃ তৃতীয়ম্ । তথা বায়াদিত্যাপেক্ষয়া অগ্নিঃ তৃতীয়-
 মিতি দৃষ্টবাম্ ; সামর্থ্যাস্ত তুল্যত্বং ত্রয়াণাং সংখ্যাপূরণম্ । স এষ প্রাণঃ সৰ্বভূতা-
 নামাত্ম্যপি অগ্নিবায়াদিত্যাক্রপেণ বিশেষতঃ স্বেনৈব মৃত্যুত্মনা ত্রেধা বিভিতঃ
 বিভক্তঃ, ন বিরাক্ষস্বরূপোপমদ্বনেন ।

তস্তাস্থ প্রথমজাত্যাগ্নেঃ অগ্নমেধোপযোগিকস্তাকস্ত বিরাজশ্চিতাত্ম্যকস্ত
 অগ্নস্তেব দর্শনমুচ্যতে । সৰ্বা হি পূৰ্ব্বোক্তোৎপত্তিরস্ত স্তবতথেষ্টাবোচাম--ইথ-
 মসৌ শুক্লজগ্নেতি । তস্ত প্রাচী দিক্ শিরঃ বিশিষ্টত্বসামান্যত্বং । অসৌ চাসৌ চ
 ঈশাণ্যাগ্নেযৌ ঈশৌ বাহু ; ঈরয়তের্গতিকম্বণঃ ।

অথ অস্ত্রাগ্নেঃ, প্রাচীচী দিক্ পুচ্ছঃ জঘন্তো ভাগঃ, প্রাক্ষুণ্যস্ত প্রভাগদিক্-
 সন্থক্স্যং । অসৌ চাসৌ চ বায়ব্যা-নৈশ্বর্ত্যৌ সন্ধণৌ সন্ধণিনী, পৃষ্ঠকোণত্বসামা-
 ন্যত্বং । দক্ষিণা চ উদীচী চ পার্শ্ব, উত্তরদিক্-সন্থক্স-সামান্যত্বং । স্তোঃ পৃষ্ঠমন্তরিক্ষ-
 মুদরমিতি পূর্ববৎ । ইরম্ উরঃ, অদোভাগসামান্যত্বং । স এষ অগ্নিঃ প্রজাপতি-
 রূপো লোকাত্ম্যকোহগ্নিঃ অপ্পু প্রতিষ্ঠিতঃ, “এবমিমে লোকা অপ্পু স্বস্তঃ” ইতি
 ঋতেঃ । যত্র ক চ যশ্বিন্ কশ্মিশ্চিৎ এতি গচ্ছতি, তদেব তত্রৈব প্রাতিষ্ঠতি
 স্থিতিঃ লভতে । কোহসৌ ? এবং যথোক্তমপ্পু প্রতিষ্ঠিতত্বম্ অযেক্ষিদ্ধান্
 বিজানন্, গুণফলমেতৎ ॥ ৫ ॥ ৩ ॥

টীকা । বিরাজো ধ্যানার্থমবচ্ছেদভেদমাহ—স চেতি । কোহস্ত ত্রেধাভাবস্ত কঠেতি বীক্ষায়-
 মাহ—স্বয়মেবেতি । কণমেকস্ত ত্রিধাভিন্নম্বণা কণমেকত্বমিত্যাহ—কণমিতি । মৃদো ঘটশরা-
 বাস্ত্রনেকরূপবদ বিরাজো বহুরূপত্ব সাধয়তি—আহেত্যাदिना । কণমগ্নিঃ তৃতীয়মিত্যাহতঃ

কল্পতে, তত্রাহ—সামর্থ্যশ্চেতি । বায়ুদিভ্যোরিবাগেরপি সংখ্যাপূরণস্থলেক্তরবিশিষ্টত্বাৎ অগ্নিঃ তৃতীয়মক্লপ্ত ইতুপসংখ্যায়তে, স ত্রেধা আত্মানমিতি চোপক্ৰমাদিতার্থঃ । নমু কিময়ং ত্রেধাভাবো বিরাটরূপোপমর্দনে ক্রিয়তে, ন হি স তস্মিন্ সত্যোব যুক্তো বিরোধাদিতাহ—স এষ ইতি । যথা তত্ত্ববস্থাসুপমর্দনে মূলকারণাৎ পটৌ জায়তে, তথা সর্দৈবাঃ ভূতানাং প্রাণতয়া নাথারণোৎপন্নঃ সেনৈব স্বতঃস্বেনাভুগতেন মৃত্যুরূপেণ ত্রেধানিভাগস্ত কৰ্ত্ত্ব । ন চৈকস্ত বহুরূপত্ব-বিরোধঃ, মায়াবিবহুপপত্তিরিতার্থঃ ।

তস্ত প্রাচীত্যাদিস্তাৎপবামাহ—তশ্চেতি । উক্তানি বিশেষণানি পকরণবিচ্ছেদার্থমুক্তান্তে । অগ্নিবিষয়ঃ দর্শনমিদানীমুচ্যতে চেৎ, নৈবেদ্যেতাদি পূর্বোক্তমনর্থকমিত্যশঙ্ক্যাহ—সৰ্কা ইতি । স্তুতিমেবাভিনয়তি—ইথমিতি । কল্মষস্ত্রায়েঃ সংস্কৃতবদ্যৎ চিত্তাগ্নিরসি প্রাচীদৃষ্টঃ কৰ্ত্তব্যোতাহ—তশ্চেতি । আরোপে সাদৃশ্যমাহ—বিশিষ্টইহেতি । শিরসঃ অনন্তরভাবিত্যৎ । তব্বাহ্মোন্নৈরশাস্তাদিদৃষ্টমাহ—অনৌ চেতি । কপমীশ্বশকো বাচবচীত্যশঙ্কা তত্ত্বংপত্তিমাহ—ঈরয়তেরিতি । গত্যর্থবোগাদীশ্বশকো বাহমধিকরোতীত্যর্থঃ ।

তৎপুচ্ছাদিন্ প্রাচীত্যাদিদৃষ্টিরধাতুতি—অপেতাদিনা । চিত্তায়াঃ শিরসি বাহ্মোঃ প্রাচীদিদৃষ্টিকরণানন্তরমিতার্থঃ । সন্ধি-পদং পৃষ্ঠনিষ্ঠোন্নতাস্থিহ্রয়বিষয়ম্ । উভয়শকেন প্রাচী-প্রাচীতীয়ঃ গৃহ্যতে । উরসি পৃণিবীদৃষ্টমাহ—ইথমিতি । উপাস্তমগ্নিমুক্তমমুবদতি—স এষ ইতি । এষ উপাদানার্থমেবাপস্ত প্রতিষ্ঠিতঃ ণ্মপুপদিশিতি অগ্নিরিতি । ভূতাস্তরসহিত-নামপা সন্দলোককারণহান্ অশেলোকাকায়কোঃগ্নিস্তত্র প্রতিষ্ঠিত সত্ত্ববতীত্যত্র শ্রুতাস্তরঃ সংবাদয়তি—এথমিতি । যথেষ্টম্ লোকেন সৰ্কা কাৰ্ণাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ, তদেতি যাবৎ । লোকশকেন স্তলানাং ভূতানাং সন্নিবেশবিশেষা গৃহ্যন্তে । অপস্তু ভূতাস্তরসহিতস্য কারণভূতাস্থিতি যাবৎ । কলশ্রুতিং ব্যাচছে—যত্রোতি । অপোপাশ্রুতলম্ অপ পুনমুত্বাঃ ইযতি ইত্যাদিনা বক্ষ্যতে । কিমিদমহানে কলসৰ্কাঃস্তনমত আহ—ঙণেতি ॥ ৫ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—সেই প্রথমজ [বিরাটরূপ ! প্রজাপতি আপনাকে—স্বীয় দেহেন্দ্রিয়-সমষ্টিকেই ত্রেধা করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তিন প্রকারে বিভক্ত করিয়াছিলেন । কি কি প্রকারে, তাহাই বলিতেছেন—আদিতা তৃতীয়, অর্থাৎ অগ্নি ও বায়ু অপেক্ষা তিনের পূরণ । এখানেও ‘অক্লপ্ত’ ক্রিয়ার অনুবর্তন হইতেছে । সেইরূপ, অগ্নিও আদিতা অপেক্ষার তৃতীয় বায়ু ; এইরূপ বায়ুও আদিতা অপেক্ষা তৃতীয় অগ্নির দৃষ্টিও বুঝিতে হইবে ; কেন না, ত্রিভুগুপ্তা পূরণে ইহারও তুল্য অপেক্ষা রহিয়াছে । সেই এই প্রাণ সর্বভূতের আত্মস্বরূপ হইয়াও নিজ ‘মৃত্যু’রূপী আত্মার কর্তৃত্বে আবার বিশেষভাবে অগ্নি, বায়ু ও আদিত্যরূপে ত্রিধা বিহিত হইলেন, অর্থাৎ স্বীয় অথও বিরাট স্বরূপটী বিদলিত না করিয়াই তিন ভাগে বিভক্ত হইলেন ।

সেই যে, এই অবশেষ-বজ্রোপযোগী বিরাটরূপী অর্কনামক প্রজাপতি অগ্নি,

উঁহাৰ সম্বন্ধেও, পূৰ্বোক্ত জ্ঞানাত্মক অশ্বের জ্ঞান, দৰ্শন বা উপাসনা কথিত হইতেছে। পূৰ্বেই বলা হইয়াছে যে, পূৰ্বোক্ত উৎপত্তির সমস্ত কথাই ইহাৰ স্তুতিৰ জ্ঞাত্ব, অৰ্থাৎ কেবলই ইহাৰ জনাগত বিত্ত্বাদি থাপনের জ্ঞাত্ব। পূৰ্ব দিক্ তাহাৰ মন্তক ; কাৰণ, উভয়েরই শ্রেষ্ঠত্ব ধৰ্ম্ম সমান। 'এই—এই' দিক্, অৰ্থাৎ দ্ৰেশ্যন ও অগ্নি কোণ ইহাৰ দুইটী ঈশ্ব, অৰ্থাৎ বাতদ্বয়। ঈশ্ব পদটী গত্যর্থক ঈরি ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে।

তাহাৰ পর, পশ্চিম দিক্ হইতেছে এই অগ্নির পক্ষ অৰ্থাৎ পশ্চাদ্ভাগ ; কেন না, পূৰ্বাভিমুখে স্থিত বাত্ৱির পশ্চাদ্ভাগের সহিতই পশ্চিম দিকের সম্বন্ধ হইয়া থাকে। 'আর 'এই—এই' দিক্ অৰ্থাৎ বায়ু ও নৈঋতি কোণ ইহাৰ সন্ধিপদ (পৃষ্ঠের পার্শ্ববর্তী অস্তিত্ব) ; কাৰণ, পৃষ্ঠকোণের সহিত ইহাৰ সাদৃশ্য রহিয়াছে। দক্ষিণ ও উত্তর দিক্ ইহাৰ পার্শ্বদ্বয় ; কাৰণ, উত্তর দিকের সহিত ইহাৰ সম্বন্ধগত সাদৃশ্য আছে। তালোক ইহাৰ পৃষ্ঠ ; অন্তরীক্ষ (আকাশ) ইহাৰ উত্তর ; এখানেও পূৰ্বোক্ত অশ্বদৃষ্টির জ্ঞান সাদৃশ্য বৃত্তিতে হইবে। এই অৰ্থাৎ পৃথিবী ইহাৰ বক্ষঃস্থল ; কাৰণ, ইহাৰও অধোভাগস্বরূপ সাদৃশ্য রহিয়াছে।

সেই এই অগ্নি—সৰ্বলোকাব্যাক্ত প্রজাপতিরূপ অগ্নি জলের মধ্যে অবস্থিত ; কাৰণ, অগ্নি প্রতিষ্ঠিত আছে—এই প্রকারে এই সমস্ত জগৎ জলের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছে'। যে লোক এই অগ্নির বোধোক্তপ্রকার জলপ্রতিষ্ঠিত জানেন, তিনি যে কোনও স্থানে গমন করেন, তিনি সেখানেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ইহা হইতেছে উপাসনার গুণকর আত্মবক্ষিক ফল মাত্র, ইহাৰ প্রকৃত ফল হইতেছে চিত্তবৃত্তি ॥ ৫ ॥ ৩ ॥

সোহকাময়ত দ্বিতীয়াঃ ন আত্মা জায়েতেতি ; স মনসা বাচঃ মিথুনং সমভবৎ, অশনায়া বৃত্ত্যন্তদবদ রেত আসীৎ, স সংবৎসরোহভবৎ । ন হ পুরা ততঃ সংবৎসর আস, তমেতাবন্তঃ কালমবিভঃ । বাবান্ সংবৎসরন্তমেতাবন্তঃ কালস্য পরস্তাদ-সৃজত । তং জাতমভিবাদদাৎ, স ভাগকরোৎ, সৈব বাগ-ভবৎ ॥ ৬ ॥ ৪ ॥

সরলার্থঃ ।—সঃ (অবাদিক্রমেণ স্রষ্টা যত্নাঃ) অকাময়ত (কামনাঃ কৃতবান্)—মে (মম) দ্বিতীয়াঃ আত্মা (শরীরঃ) জায়েত (জায়তাম্) ইতি । সঃ অশনায়া (ততপলকিতঃ) যত্নাঃ [এবমিচ্ছন্] মনসা (অন্তঃকরণেন) বাচঃ

(বাণীং বেদরূপাং) মিথুনং (অন্তোত্তসংযোগলক্ষণং) সমভবৎ (সম্ভবনং কৃত-
বান্—মনসা বেদার্থমালোচিতবান্) । তৎ (তত্র—মিথুনে) যৎ রেতঃ (বীজং) ।
আসীৎ (বেদার্থ-পর্যালোচনয়া প্রথমশরীরিণঃ প্রজাপতেঃ সমুৎপত্ত্যমুকুলং
জ্ঞানকর্ম্ম-সংস্কাররূপং যৎ কারণং দৃষ্টমাসীৎ), সঃ (তৎ রেতঃ) সংবৎসরঃ অভবৎ,
ততঃ (তস্মাৎ সংবৎসরাত্ম্য-প্রজাপতেঃ) পূর্বা (উৎপত্তেঃ পূর্কং) সংবৎসরঃ (ষাটশ-
মাসাঙ্ককঃ কালঃ) ন হ (নৈব) আস (আসীৎ) । তঃ (সংবৎসরনিষ্ক্রান্তারং
প্রজাপতিং) এতাবন্তং (সংবৎসরপরিমিতং) কালঃ [বাপ্য] অবিতঃ (অশুগর্ভে
কৃতবান্), যাবান্ (বৎপরিমাণঃ) সংবৎসরঃ (লোকপ্রসিদ্ধঃ, এতাবন্তং কালমিতি
সদৃশঃ) । এতাবতঃ (সংবৎসরাঙ্ককঃ) কালস্ত (কল্পস্ত) পরস্তাৎ (পশ্চাৎ)
তদ (অগ্নুদ্যতম্) অশ্রজত (অগ্নঃ বিদারিতবান্) [যুত্মারিতিশেষঃ] । তং
জাতঃ (প্রজাপতিঃ) অভিবাদদাতঃ (ভোজনার্থং মুখবাদানং কৃতবান্); সঃ
(জাতঃ) ভাণ্ (ইতি অদাত্তঃ শব্দঃ) অকরোৎ (কৃতবান্), সা এব
(স এব) বাক্ (শব্দঃ) অভবৎ, [ততঃ পূর্কং শব্দো নাসীদিতি ভাবঃ] ॥

মূলানুবাদ : জলাদি-শ্রম্ভা সেই অশনায়া-লক্ষণাশ্রিত যুত্মা
ইচ্ছা করিলেন—আমার দ্বিতীয় একটি আত্মা (শরীর) উৎপন্ন হউক ।
[অনন্তর] তিনি মনের সহিত বাক্যের সংযোজনা করিলেন, (অর্থাৎ মনে
মনে বেদবাক্য চিন্তা করিলেন ।) তাহার মধ্যে যে বীজশক্তি নিহিত ছিল,
অর্থাৎ তাদৃশ বেদ-চিন্তার ফলে, প্রথমোৎপন্ন পুরুষ প্রজাপতি স্বকার্য্যোপ-
যোগী যে, প্রাক্তন জ্ঞান-কর্ম্মসংস্কার-বীজ দর্শন করিয়াছিলেন, তাহাই
সংবৎসর হইল; তৎপূর্ব্বে সংবৎসর বলিয়া কোন কালবিভাগ ছিল না ।
জগতে বাহ্য সংবৎসর বলিয়া প্রসিদ্ধ, [তিনি] প্রজাপতিকে অগ্নের
অভ্যন্তরে ততকাল ধারণ করিয়াছিলেন । এই পরিমাণ কালের
(সংবৎসরের) পরে তাহাকে সৃষ্টি করিলেন; অর্থাৎ এক বৎসরান্তে
সেই অগ্নিটী বিদীর্ণ করিলেন; [এবং] জন্মের পর তিনি তাহাকে
ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত মুখবাদান করিলেন । সেই নবজাত পুরুষ
[ভয়ে] ‘ভাণ্’ শব্দ করিলেন, তাহাই জগতে প্রথম ‘শব্দ’ হইল ॥ ৬ ॥ ৪ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ : সোহকামদত—যোহসৌ নৃত্যঃ; সঃ অবাদি-
ক্রমেণ আয়ান্না আয়ান্নমগুস্তান্তঃ কার্ণা-করণসম্ভাবন্তং বিরাজমগ্নিম্ অশ্রজত,
ত্রৈধা চায়ান্নমকুরুতেত্বাক্তম্ । স কিংব্যাপারঃ সন্ অশ্রজতেতি? উচ্যতে—স

মৃত্যুঃ অকাময়ত কামিতবান্ । কিম্? দ্বিতীরো মে মম আত্মা শরীরম্, যেনাহং শরীরী শ্রাম্, স জায়েত উৎপত্তেত, ইতি এবমেতদ্ অকাময়ত । স এবং কাময়িত্বা, মনসা পূৰ্ব্বোৎপন্নেন, বাচং ত্রয়ীলক্ষণাং, মিথুনং দ্বন্দ্বভাবম্, সমভবৎ সম্ভবনং কৃতবান্, মনসা ত্রয়ীমালোচিতবান্; ত্রয়ীবিহিতং সৃষ্টিক্রমং মনসা অম্বালোচয়দিত্যর্থঃ । কোহসৌ? অশনায়রা লক্ষিতো মৃত্যুঃ; অশনায়রা মৃত্যুরিত্যুক্তম্; তমেব পরামৃশতি অত্র প্রসঙ্গো মা ভূদিতি ।

তদ্ যদ্রেত আসীৎ,—তৎ তত্র মিথুনে যৎ রেত আসীৎ—প্রথমশরীরিণঃ প্রজাপতেরুৎপত্তৌ কারণং রেতো বীজং জ্ঞান-কর্ম্মরূপং ত্রয়্যালোচনায়াং যৎ দৃষ্টবানাসীৎ জ্ঞানান্তরকৃতম্, তদ্বাবভাবিতোহপঃ সৃষ্টে। তেন রেতসা বীজেনাপ্ অমুপ্রবিষ্ট অণুরূপেণ গভীভূতঃ সঃ সংবৎসরোহভবৎ, সংবৎসর-কালনির্ম্মিতা সংবৎসরঃ প্রজাপতিরভবৎ । ন হ পুরা পূৰ্ণঃ, ততঃ তন্নাৎ সংবৎসরকালনির্ম্মিতঃ প্রজাপতেঃ, সংবৎসরঃ কালো নাম, ন আস ন বভূব হ । তঃ সংবৎসরকালনির্ম্মিতারম্ অন্তর্গতঃ প্রজাপতিম্, যাবানিহ প্রসিদ্ধঃ কালঃ, এতাবন্তম্ এতাবৎ-সংবৎসরপরিমাণং কালম্, অবিভঃ ভূতবান্ মৃত্যুঃ, যাবান্ সংবৎসর ইহ প্রসিদ্ধঃ । ততঃ পরস্তাৎ কিং কৃতবান্? তন্ম এতাবতঃ কালস্ত সংবৎসরমাত্রস্ত পরস্তাদূর্কম্ অসৃজত সৃষ্টবান্, অণুম্ অভিনৎ ইত্যর্থঃ । তমেব কুমারঃ জাতমগ্নিঃ প্রথমশরীরিণম্, অশনায়াবদ্ধাৎ মৃত্যুঃ অভিবাদদাৎ মুখনিদারণঃ কৃতবান্ অভূম্ । স চ কুমারো ভীতঃ স্বাভাবিক্যা অবিচারা বক্তো ভাবিতোবা শব্দমকরোৎ । সৈব বাগভবৎ, বাক্ শব্দোহভবৎ ॥ ৬।৪ ॥

টীকা । উত্তরগ্রন্থম্ অবত্যাগে তত্ত্ব পূর্ণগ্রন্থেন সম্বন্ধং বক্তুং বৃত্তং কীর্ত্তয়তি—সোহকাময়তে-তাদিনা । অবাস্তুরব্যাপারমন্তরেণ কৰ্ত্তৃদ্বানুপপত্তিরিতি মহা পৃচ্ছতি—ন কিংব্যাপার ইতি । কামনাদিরূপমবাস্তুরব্যাপারম্ উত্তরব্যাক্যবৈধেয়েন দশয়তি—উচ্যত ইতি । কামনাকাংক্ষাং মনঃ-সংযোগমুপপত্তয়তি—স এবমিতি । কোহং মনসা সত বাচো দ্বন্দ্বভাবঃ, তদ্রাহ—মনসেতি । বাক্যার্থমেব স্মৃটয়তি—ত্রয়ীবিহিতমিতি । বেদোক্তসৃষ্টিক্রমালোচনং প্রজাপতের্নৈঃ প্রথমং, সংসারস্ত অনাদিহাদিতি বক্তুন্ম্ অমু-শব্দঃ । ‘সোহকাময়ত’ ইত্যাদৌ সর্পনাঃ অবাবহিত-নিরাভ্যবিসরস্বমাণক্য পরিহরতি—কোহসাবিত্যাদিনা । কথং তথা মৃত্যুর্লক্ষ্যেত, তদ্রাহ—অশনায়েতি । কিমিতি তর্হি পুনরুক্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—তমেবেতি । অজ্ঞানস্তরব্রূতে বিরাড়াজনীতি বাবৎ ।

অবাস্তুরব্যাপারান্তরমাহ—তদিত্যাদিনা । প্রসিদ্ধং রেতো বাবর্ভয়তি—জ্ঞানেতি । নমু প্রজাপতের্ন জ্ঞানঃ কর্ম্ম বা সম্ভবতি, তত্ৰানধিকারাদিত্যাশঙ্ক্য আসীদিত্যন্তার্থমাহ—জ্ঞানান্তরেতি । বাক্যতাপেক্ষিতং পুরয়িত্বা বাক্যান্তরমাদায় ব্যাকরোতি—তদ্রাহেত্যাদিনা ।

নম্ সংবৎসরস্ত্রাণেব সিন্ধবায় প্রজাপতেত্ত্বমিহ্মাণেন তদান্বতমিত্যাক্ষোত্তরং বাক্যমুপাদত্তে—
ন হ পুরেতি । তদ্ ব্যাচষ্টে—পূৰ্ণমিতি । প্রজাপতেরাতিতান্নকহাং তদধ্বনজ্ঞাচ্চ সংবৎসর-
ব্যবহারস্ত্রাণেব পূৰ্ণং তদব্যবহারো নানীদেবেত্যর্থঃ । বিয়ন্তঃ কালমন্তরূপেণ গর্তো
বভূবেত্যপেক্ষ্যামাহ—তমিত্যাदिना । অস্বাত্তরব্যাপারম্ অনেকনিধনভিষায় বিরাড়ুৎপত্তি-
মাক্ষোত্তরোপসংহরতি—স্বাবানিত্যাदिना । কেয়ং পূৰ্ণমেব ততয়া বিজ্ঞমানস্ত্রাণেব
সৃষ্টিঃ ? তত্রাহ—অগমিতি । বিরাড়ুৎপত্তিস্তদুজ্জ্বলমাত্মনঃ সৃষ্টিঃ বিবৰ্জ্জমিকাং কৰোতি—
তমেবমিতি । অযোগোপিত পুত্রভক্ষণে অবৰ্জকং দর্শয়তি—অশনায়াবদ্যদিতি । বিরাজো ভয়-
কারণমাহ—স্বাভাবিকোতি । ইন্দ্রিয়া দেবতাঃ চ ব্যাবৰ্জয়তি—বাক শব্দ ইতি ॥ ৬ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—তিনি কামনা (ইচ্ছা) করিয়াছিলেন ; তিনি অর্থাৎ
যিনি পূৰ্ণোক্ত মৃত্যু । তিনি নিজের নিজকে জলাদিক্রমে অগ্ন্যমধ্যে দেহেজ্জি-
রাদিবিশিষ্ট বিরাট্‌স্বরূপ অগ্নিরূপে সৃষ্টি করিয়াছিলেন ; এবং আপনাকে তিন
ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন, এ কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে । তিনি যে, কি
প্রকারে চোঁয় সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এখন তাহাই কথিত হইতেছে—সেই মৃত্যু
কামনা করিয়াছিলেন, অর্থাৎ ইচ্ছা করিয়াছিলেন । [কি ইচ্ছা করিয়াছিলেন] ?
আমার দ্বিতীয় একটি আত্মা—শরীর হটক ; আমি বাহ্য দ্বারা শরীরবান্ হইতে
পারি, সেরূপ একটি শরীর উৎপন্ন হটক, এইরূপ কামনা করিয়াছিলেন ।
তিনি এইরূপ কামনা করিয়া পূর্ণোৎপন্ন মনের সহিত বাক্যের—শব্দ, যজুঃ,
সাম ও অগ্নির বেদরূপ বাণীর মিশ্রণ—ব্রহ্মভাব (সংযোগ) ঘটাইয়াছিলেন,—
মনে মনে বেদ-চিন্তা করিয়াছিলেন, অর্থাৎ বেদোক্ত সৃষ্টিক্রমে মনে মনে আলো-
চনা করিয়াছিলেন (১) । ইনি কে ? [উত্তর—] ইনি অশনারান্বিত (ভোজনেচ্ছা-
বিশিষ্ট) মৃত্যু ; অশনারা যে মৃত্যুরূপ, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে, এখানে অব্যব-
হিত পূৰ্ণোক্ত বিরাটের কামনাকর্তৃদ্বারা আশঙ্কিত হইতে পারিত, তন্নিবৃত্তির জন্ত
পুনশ্চ “অশনারা মৃত্যুঃ” কথাটির প্রথমোক্ত মৃত্যুর সম্বন্ধ গঠন করা হইয়াছে ।

(১) তাৎপৰ্য্য—চিন্দুশাস্ত্রানুসারে এই সৃষ্টিপ্রবাহ অনাদি ; কোন সময় হইতে কি প্রকারে
যে, সৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে, তাহা মানববুদ্ধির অগোচর । মানব স্বীয় বুদ্ধিপ্রভাবে সৃষ্টির দিকে
যতই অগ্রসর হয়, ততই অজ্ঞানে অভিভূত হইয়া পড়ে । দেখিতে পায়, কেবলই সৃষ্টি ও জীবের
কষ্ট, উভয়ই পরস্পর কাব্যাকারণভাবে সংবদ্ধ ; কষ্ট না হইলে সৃষ্টি-বিচিত্রা হইতে পারে না,
আবার সৃষ্টি না হইলেও জীবের কষ্ট আদিত পারে না ; এইরূপ সৃষ্টি ও কষ্টপ্রবাহের অনাদি
সম্বন্ধ স্বীকার না করিলে কোন মীমাংসায়ই উপস্থিত হওয়া যায় না । তাই জীবপ্রভা মৃত্যুপুরুষ
প্রথমে বেদচিন্তায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন এবং সেই অলৌকিক চিন্তার কালে জীবের প্রাজ্ঞ
কর্মরাশি তাহার প্রত্যক্ষ হইতে ছিল, শেষে তিনি তদনুসারে সৃষ্টিকার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ।

তৎকালে যে রোক্তঃ ছিল, অর্থাৎ সেই মিথুনমযো যে বীজশক্তি নিহিত ছিল; অভিপ্রায় এই যে, বেদ-পর্যালোচনার কালে প্রথমশরীরী প্রজাপতির শরীর-সমুৎপত্তির নিমিত্তীভূত জন্মান্তরকৃত জ্ঞানকর্ম-সংস্কাররূপ যে বীজ বর্তমান ছিল, তিনি তদ্ব্যবভাবিত হইয়া অর্থাৎ সেই সংস্কারে অনুপ্রাণিত হইয়া জল সৃষ্টি করিয়া, সেই জলের অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্বক রোক্তরূপ বীজ দ্বারা ডিম্বাকারে গর্ভ-রূপী হইয়া তিনিই সংবৎসর হইলেন, অর্থাৎ সংবৎসরাদ্বয়ক কালের প্রবর্তক প্রজাপতি হইলেন। সংবৎসরকাল-নির্মাতা সেই প্রজাপতির প্রাহৃত্যবের পূর্বে—নিশ্চয়ই সংবৎসর নামে কোন সময় প্রসিদ্ধ ছিল না। মৃত্যু সেই সংবৎসর-নির্মাতা অণুভ্যন্তরস্থ প্রজাপতিকে, জগতে যে পরিমাণ কাল সংবৎসর নামে প্রসিদ্ধ, সেই প্রসিদ্ধ সংবৎসর কাল পর্য্যন্ত ধারণ বা পোষণ করিয়াছিলেন। আচ্ছা, লোকপ্রসিদ্ধ এই সংবৎসর কাল পর্য্যন্ত ধারণের পরে কি করিয়াছিলেন?—এই সংবৎসর পরিমিত কালের পরেই—সংবৎসর পূর্ণ হইবা মাত্রই তাহাকে সৃষ্টি করিলেন, অর্থাৎ সেই ডিম্বটা ভাঙ্গিয়া কেলিলেন। সেই আদিশরীরী অগ্নি, কুমার বা শিশুরূপে সমুৎপন্ন হইলেন। পরে, ভোক্তনেচ্ছুক বা ক্ষুধার্ত মৃত্যু তাহাকে ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত মুখ-বিদারণ (মুখ-বাদান) করিলেন; তখন সেই নবজাত শিশু স্বভাবসিদ্ধ অবিজ্ঞাসম্বন্ধবশতঃ ভীত হইয়া 'ভাণ্' ইত্যাকার ভীতিসূচক শব্দ করিয়াছিলেন; তাহাই হইল বাক্—'তাহাই ব্যবহারোপযোগী শব্দরূপে পরিণত হইল ॥ ৬ ॥ ৪ ॥

স ঐক্ষত যদি বা ইমমভিমংস্রো, কনীয়োহন্নঃ করিয্য-
ইতি, স তয়া বাচা তেনাত্মনেদং সর্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ—যাচো
যজুংসি সামানি ছন্দাংসি বজ্রান্ প্রজাঃ পশুন্ । স যদ্বদেবাসৃজত
তত্তদভুমপ্রিয়ত, সর্বঃ বা অভীতি তদদিতেরদিতিত্বং সর্বশ্চৈ-
তশ্চাত্তা ভবতি সর্বমশ্রায়ঃ ভবতি, য এবমেতদদিতেরদিতিত্বং
বেদ ॥ ৭ ॥ ৫ ॥

সরলার্থঃ—সঃ (মৃত্যুঃ) ঐক্ষত (চিন্ত্যমাস) ; [কি. ?] যদি (সম্ভা-
বন্যায়ঃ) বৈ [কদাচিৎ] [ক্ষুধাবশাৎ অহং] ইমঃ (কুমারঃ) অভিমংস্রো (সারসিয্যে),
[তর্হি এতত্ত্ব ভক্ষণে কৃত্যে,] অন্নঃ (মম ভক্ষ্যঃ) কনীয়ঃ (অত্যন্নঃ) করিয্যে, [অতঃ
প্রভূতান্নসৃষ্টৌ যতিয্যে ইতি ভাবঃ] ইতি । সঃ (এবং কৃতনিশ্চয়ঃ মৃত্যুঃ) তয়া
(পূর্বোক্তয়া বেদরূপয়া) বাচা, তেন (পূর্বোক্তেন) আশ্রয়া (মনসা চ)

[মনঃসংকল্পিতমণা বাচা সমুচ্চাৰ্ণা] ইদং সমস্তং সৃষ্টিং—সং ইদং কিঞ্চ—ঋচঃ (ঋগ্বেদান্), যজুর্বেদ (যজুর্বেদান্), সামানি (সামবেদান্), চন্দ্রাসি (গায়ত্রী-দানি সমস্ত), বজ্রান্ (বাগান্), প্রজাঃ (মনুষ্যান্), পশু (গোম্যান্ আরণ্যান্ চ জন্তু) [অমৃজত ইতি সম্বন্ধঃ] । সঃ (বৃহতঃ), বঃ বঃ এবং (বস্ত) অমৃজত (সৃষ্টবান্), তং তং (বস্ত) [এব] অদ্বুঃ (ভক্ষয়িতু) অদিত (মনঃ কৃতবান্) ; [অন্নবাহুলাং দৃষ্টা তদানীং তদ্বক্ষণে প্রবৃত্তঃ বজ্রং তদাভিপ্রায়ে] । বঃ [সঃ] সমস্তঃ (সৃষ্টঃ বস্ত) বৈ অদ্বি (ভক্ষয়িত) ইতি, তং (তদেব) অদিতৈঃ (অদিতি-নারো বৃত্তোঃ) অদিতিত্বম্ (অদিতিনামোদ্ববে হেতুঃ) [অতোহপি] বঃ (জনঃ) অদিতৈঃ (অদিতিনারো বৃত্তোঃ) এতং (উক্ত) অদিতিত্বম্ এবং (যথোক্তেন রূপেন) বেদ (জানাতি), সঃ (জ্ঞাতাপি) এতচ্চ সমস্তং জগতঃ) অত্র (ভোক্তা) ভবতি, সমস্তঃ [বস্ত] অত্র (জ্ঞাতুঃ) অত্র (ভক্ষ্যঃ অন্নান্) ভবতি ইত্যর্থঃ ॥

মূলানুবাদঃ । সেই বৃহাক্রুপী প্রজাপতি চিন্তা করিলেন—আমি যদি ক্ষুধাবশতঃ কখনও এই শিশুকে ভক্ষণ করিয়া ফেলি, তাহা হইলে আমার খাওয়া বস্ত্র অতি অল্প করিয়া ফেলিব, অর্থাৎ ইহাকে ভক্ষণ করিলেও আমার দীর্ঘকাল চলিবে না । তিনি এইরূপ চিন্তার পর, সেই পূর্ববাক্ত বাক্য ও মনের সহযোগে এই সমস্ত সৃষ্টি করিলেন—এই যাহা কিছু—ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, গায়ত্রী প্রভৃতি চন্দ্রঃ, সমস্ত বজ্র, সমস্ত প্রজা (মনুষ্যাদি) ও সমস্ত পশু । তিনি যাহা সৃষ্টি করিলেন, তৎসমস্তই ভক্ষণ করিতে মনঃস্থ করিলেন, অর্থাৎ সৃষ্ট সমস্তই তাঁহার ভক্ষ্য হইল । যেহেতু তিনি সমস্ত বস্ত্র অদন করেন (ভক্ষণ করেন), সেই হেতুই তাঁহার ‘অদিতি’ নাম প্রসিদ্ধ । যে লোক অদিতির এই অদিতিত্ব যথোক্তপ্রকারে অবগত হন, তিনিও সমস্ত বস্ত্রের ভোক্তা হন—সমস্ত বস্ত্রই তাঁহার অন্ন বা ভোগ্যরূপে উপস্থিত হয় ॥ ৭।৫॥

শাক্তর-ভাষ্যম্ ।—স ইক্ষত—সঃ এবং ভাতঃ কৃতবান্ কুমারঃ দৃষ্টা বৃহতঃ ইক্ষত ইক্ষিতবান্ অন্নদাতারূপে—যদি কদাচিত্ ইমং কুমারম্ অভি-ন্যস্তে, অভিপূৰ্ণো মর্ত্যতিক্ষিসার্থঃ, হিংসিষ্যে ইত্যর্থঃ । কনীগ্রোহন্নং করিষ্যে—কনীয়ঃ অন্নমন্নং করিষ্যে ইতি ; এবমাক্ষিহা তদ্বক্ষণাদপরাধম্ । বহু হন্নং কৰ্ত্তব্যং দীর্ঘকালভক্ষণায়, ন কনীয়ঃ ; তদ্বক্ষণে হি কনীগ্রোহন্নং ত্রাং, বীজভক্ষণ-ইব সম্ভাব্যঃ । স এবং প্রয়োজনম্ অন্নবাহুলামালোচ্য, তদৈব ত্র্যম্বা বাচা

পূর্বোক্তা, তেনৈব চ আত্মনা মনসা, মিথুনীভাবমালোচনম্ উপগম্যোপগম্য
ইদং সৰ্বং স্থাবরং জঙ্গমঞ্চ অসৃজত,—যদিদং কিঞ্চ যৎকিঞ্চৈদম্ । কিং তৎ ?
ঋতং, যজুংবি, সামানি, ছন্দাংসি চ সপ্ত গায়ত্রাদীনি—স্তোত্রশ্রবাদিকৰ্ম্মাঙ্গভূতান্
ত্রিবিধ্যম্ভ্রান্ গায়ত্র্যাদিচ্ছন্দোবিশিষ্টান্, যজ্ঞাংশ্চ তৎসাধ্যান্, প্রজাঃ তৎকর্ত্ৰীঃ,
পশূংশ্চ গ্রাম্যানারণ্যান্ কৰ্ম্মসাধনভূতান্ ।

নহু ত্রয়া মিথুনাভূতাস্থজতেত্বাক্তম্, ঋগাদীনি ইহ কথমস্থজতেতি ? নৈব
দোষঃ ; মনসস্ত অব্যক্তোহয়ং মিথুনীভাবস্তয়া ; বাহ্যস্ত ঋগাদীনাং বিद्यমানানাংমেব
কৰ্ম্মন্ত বিমিরোগভাবেন ব্যাক্তীভাবঃ সৰ্গ ইতি ।

स प्रजापतिरेवमगवृद्धिं, वृक्षा, यद्वन्देव क्रियां क्रियासाधनं, कलं वा किञ्चिद-
 म्भजत, ततः तद्वत्, भगवितुम् अश्रित धृतवान् मनः । सर्वं कृत्स्नं वै यन्मादन्ति
 इति, तं तस्मात् अदितेः अदितिनाम्ने मृत्योरादितिहः प्रसिद्धम् । तथा च
 मन्त्रः—“अदितिर्द्वोरदितिरश्वरिक्मदितिस्त्राता स पिता” इत्यादिः । सर्वश्रेष्ठश्च
 जगतोऽग्रेभूतश्च अत्रा सर्वश्रेष्ठेनैव भवति ; अत्रापि विरोधात् ; न हि कश्चित्
 सर्वश्रेष्ठकोऽत्रा दृश्यते ; तस्मात् सर्वश्रेष्ठो भवतीत्यर्थः । सर्वमश्वान् भवति ;
 अतएव सर्वश्रेष्ठो हस्तुः सर्वमश्वान् भवतीत्यापपद्यते । य एवमेतद् यथोक्त-
 मदितेश्चतुर्तोः प्रजापतेः सर्वश्रेष्ठानां अदितिहः वेद, तेश्चतुर्तं कलम् ॥१॥॥

টিকা।—উদান যাদিহৃষ্টপুণেন্দ্রে; পাতনিকাং করোতি।—স ত ইত্যাদিনা। ঈক্ষণপ্রতিবন্ধক-
সদৃশং দর্শয়তি—অশনায়ানবীতি। অভিপূর্ণো মনুজিরিতি। “রহোং পশুনভিমন্তে ও
নান্ত রুদ্রঃ পশুনভিমন্তে” ইত্যাদি শাস্ত্রমত্ৰ প্রমাণয়িতবান্। অনন্ত কনীরথে কা হানিরিত্যা-
শঙ্কাহ—বহু হীতি। তথাপি বিরাজো ভক্ষণে কা ক্ষতিস্তদাহ—তদ্বক্ষণে হীতি। তস্তান্নাস্ব-
কহাস্তহুংপদকহাচ্চোতি শেষঃ। কারণনিবৃত্তৌ কার্যনিবৃত্তিরিত্যত্র দৃষ্টান্তমাহ—বীজোতি।
বথোক্তেকগানন্তরং মিথুনভাবদ্বারা ত্রয়ীফলিঃ প্রস্তুতি—স এবমিতি। নমু বিরাজঃ সৃষ্টা
স্বাবর স্ফাঙ্কনো জগতঃ সৃষ্টেকৃত্ত্বাহ কিং পুনরুক্ত্যোত্যাশয়েন পৃষ্ট। পরিহরতি—কিং তদिति।
পায়ত্ৰাদীনীতাদিপদেনোক্তিগমুদ্বৈব বৃহতঃপাক্তিপ্রিষ্টব্জগতীচ্ছন্দঃপ্রত্যয়ানি। কেবলানাং চ্ছন্দসাং
সর্গানঃভবান্তদাকৃতানামুগ্ধজুঃসানাস্থনাং মন্থাণাং সৃষ্টিরত্ৰ বিবক্ষিতেত্যাহ—স্তোত্রোতি।
উদ্গাতাদিনা গায়মানমুগ্ধজাতং স্তোত্রং, তদেব হোতাদিনা শস্ত্রমানং শস্ত্রম্। স্তুতমুগ্ধঃসত্যতি
হি শ্রুতিঃ। যং ন গায়তে ন চ শস্ত্রে অধর্ষাপ্রভৃতিভিশ্চ প্রযুক্ত্যতে, তদপ্যত্র গ্রাহমিত্যভি-
প্রত্য আদিপদম্, অত এব ত্রিবিধানিত্যুক্তম্। অজাদয়ো গ্রাম্যাঃ পণবঃ, গবযাদয়স্বারগ্যা ইতি
ভেদঃ। কর্মসাধনভূতানস্বজতেতি সম্বন্ধঃ।

স মনসা বাচং মিথুনঃ সমভবদিত্যুক্তবাৎ প্রাগেব ত্রয়াঃ সিদ্ধবাৎ, ন তন্তাঃ সৃষ্টিঃ স্রিষ্টেতি
 শব্দে—নদ্বিত্তি। ব্যক্তাব্যক্তবিভাগেন পরিহরতি—নেত্যাদিনা। ইতি মিথুনীভাবসংস্কারণ-
 পত্তিরিতি শেষঃ। অন্তসর্গক অন্তসর্গশ্চেতি স্বয়মুক্তম্।

ইদানীমুপাস্তত্ত্ব প্রজাপতেঃ গাংস্তরং নির্দিশতি—স প্রজাপতিব্রিতাদিনা । কথং যুতোর-
দিতিনামবঃ সিদ্ধবহুভূতে, তত্রাহ—তথা চেতি । অদিত্যে সর্পাস্থঃ বদত । যত্নে সর্পকারণস্ত
যুতোরদিতিনামবঃ সূচিমিত্তি ভাবঃ । যুতোরদিত্ত্ববিজ্ঞানবতঃ অবাস্তরফলমাহ—সর্ব-
শ্রেতি । সর্পাস্থেনেতি কুতো বিশিষ্টভূতে, তত্রাহ—অস্ত্রপেতি । সর্পকারণবহুভূতানাং ভাবে সর্পার-
ভক্ষণশ্রাণকাদিত্যর্থঃ । বিরোধমেব সাধয়তি—ন হীতি । ফলস্তোপাসনাধীনত্বাৎ প্রজাপতিম্
অদিতিনামানম্ আস্থয়েন ধ্যানম্ ধোয়াস্তা ভূত্ব তৎতদ্রূপহমাণঃ সর্পস্তান্নস্তান্তা স্তাদিত্যর্থঃ ।
অন্নমন্নমেবাস্ত সদা, ন কদাচিৎ তদস্তাত্ত্ব ভবতীতি বক্তৃমনস্তরবাক্যাদান্তে—সর্পমিতি । অত
এবেত্বাক্তং বাক্তিকরোতি—সর্পাস্থেনো হীতি ॥ ৭ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—“স ঐক্যত” ইত্যাদি । তিনি (যুতালক্ষণ প্রজাপতি)
সেই নবজাত শিশুকে এইরূপে ভীত ও ভয়ে শব্দ করিতেছে দর্শন করিয়া চিন্তা
করিলেন—যদিও আমি ক্ষুধার্ত্ত বলিয়া এখন এই শিশুকে হিংসা করি, অর্থাৎ
ভক্ষণ করি, [তাহা হইলে] আমি আমার অন্ন অতি অন্ন করিয়া ফেলিব,
অর্থাৎ এই একটা মাত্র শিশু ভক্ষণে আমার আর কতদিন চলিবে—এইরূপ
বিবেচনা করিয়া তাহার ভক্ষণ হইতে নিবৃত্ত হইলেন । এখানে “অভিমংস্ত্রে”
এই অভিপূর্বক ‘মন্’ ধাতুর অর্থ—হিংসা বৃদ্ধিতে হইবে । উদ্দেশ্য এই যে, দীর্ঘ-
কাল ভক্ষণের জন্য আমাকে প্রচুর পরিমাণে অন্ন সংগ্রহ করিতে হইবে, অন্ন
অল্পে হইবে না ; বীজ ভক্ষণে যেমন শস্তাভাব ঘটে, তেমনি ইহাকে ভক্ষণ করিলেও
আমার অন্ন কমিয়া যাইবে । তিনি এই উদ্দেশ্যে অন্নবাহুল্যের আবশ্যকতা চিন্তা
করিয়া পূর্বকথিত সেই বেদরূপ বাক্যের সতি পূর্বোক্ত আশ্রয়—মনের সহ-
যোগে পুনঃপুনঃ আলোচনা করিয়া এই স্থাবর-জঙ্গমান্বক বাগ কিছু দৃষ্ট হয়,
তৎসমস্ত সৃষ্টি করিলেন । সেই সমস্ত বস্তু কি কি ? না, ঋক্‌সমূহ,
সামসমূহ এবং গায়ত্রী প্রভৃতি পশু ছন্দঃ অর্থাৎ গায়ত্রী, উকিক্, অম্বষ্টপু, বৃহতী,
পংক্তি, ত্রিষ্টপু ও জগতী প্রভৃতি ছন্দোবিশিষ্ট স্তোত্র, শব্দাদিস্বরূপ তিন প্রকার
কর্মাঙ্গ মন্ত্র, মন্ত্রসাধা যজ্ঞসমূহ, যজ্ঞাধিকারী জনসমূহ এবং কণ্ঠোপযোগী গ্রাম্য ও
অরণ্যচর পশুসমূহ [সৃষ্টি করিলেন] ।

এখন আপত্তি হইতেছে যে, প্রথমে বলা হইয়াছে মিথুনীভূত ত্রীবিজ্ঞার
সাহায্যে সৃষ্টি করিয়াছিলেন ; এখানে আবার ঋগ্‌বেদাদির সৃষ্টি করিলেন,
বলা হইল কি প্রকারে ? অর্থাৎ ঋগ্‌বেদাদি সৃষ্টি যদি পরেই হইল, তবে
তৎপূর্বে সেই বেদের সাহায্যে সৃষ্টি করা সম্ভব হয় কি প্রকারে ? না—ইহা
দোষাবহ হয় না ; কারণ, মনের যে, ত্রীর সহিত মিথুনীভাব, তাহা
অব্যক্ত সৃষ্টি, অর্থাৎ মানসিক চিন্তামাত্র, কিন্তু বহির্বিকাশ নহে, এখানে হৃদয়-

নিহিত সেই ঋত্বাদিরই যে, বিভিন্ন কর্মে বিনিয়োগ বা ব্যবহার, তাহাই উহাদের সৃষ্টি বলা হইয়াছে, কিন্তু অভিনব উৎপত্তি নহে ; [স্তবরাং পূর্বের কথা দোবাবহ হইতেছে না ।]

সেই প্রজাপতি যখন বুঝিতে পারিলেন যে, আমার প্রচুর পরিমাণে অন্ন হইয়াছে ; তাহার পর হইতেই, ক্রিয়া ও ক্রিয়াসাধন প্রভৃতি যাহা বাহা—যাহা কিছু সৃষ্টি করিলেন, তৎসমস্তই ভক্ষণ করিতে (সংহার করিতে) ধারণ করিলেন অর্থাৎ মনোনিবেশ করিলেন । যেহেতু সেই সমস্তই অদন—ভক্ষণ করেন, সেই হেতুই ‘অদিতি’র অর্থাৎ অদিতিনামক মৃত্যুর অদিতিত্ব প্রসিদ্ধ হইয়াছে । এতদনুরূপ ময়ও আছে—‘অদিতিই দ্যালোক, অদিতিই অন্তরীক্ষ (আকাশ), অদিতিই মাতা এবং প্রসিদ্ধ পিতা’ ইত্যাদি । তিনি সর্বাশ্চাভাবদ্বারাই অন্নস্বরূপ এই সমস্ত জগতের অত্ম (ভোক্তা) হন, কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নহে ; কারণ, তাহা না হইলে সর্বভোক্তৃত্ব কথা সম্ভব হইতে পারে না ; কেন না, জগতে কোথাও একজনকে সর্ব বস্তুর ভোক্তা দেখিতে পাওয়া যায় না ; অতএব নিশ্চয়ই তাঁহার সর্বাশ্চাভাবও সিদ্ধ হইতেছে । সমস্ত বস্তুই তাঁহার অন্নস্থানীয় হইয়া থাকে ; যেহেতু ভোক্তৃস্বরূপ তিনি সর্বাশ্চক, সেই হেতুই তাঁহার সম্বন্ধে সর্ব বস্তুর অন্নত্বাভ উপপন্ন হইতেছে । যে লোক এই অদিতির অর্থাৎ মৃত্যুসংজ্ঞক প্রজাপতির সর্বাশ্চভক্ষণনিমিত্ত এইরূপ অদিতিত্ব বর্ণনামতরূপে অবগত হন, তাঁহারও উল্লিখিত ফললাভ হয় ॥ ৭ ॥ ৫ ॥

সোহকাময়ত ভূয়সা বজ্জেন ভূয়ো বজ্জয়েতি । সোহশ্রামাৎ,
স তপোহিতপ্যত, তস্য শ্রান্তস্য তপ্তস্য বশো বীৰ্য্যমুদক্রামৎ ।
প্রাণা বৈ বশো বীৰ্য্যং ; তৎ প্রাণেণুৎক্রান্তেষু শরীরেণ শ্ময়িতু-
মধ্রিয়ত, তস্য শরীরেণ বন আসীৎ ॥ ৮ ॥ ৬ ॥

সরলার্থঃ—সঃ (প্রজাপতিঃ) অকাময়ত (কামনাং কৃতবান্)—
ভূয়সা (মহত্যা) বজ্জেন ভূয়ঃ (পুনরপি) [পূর্বকল্পবৎ অগ্নি কল্পেহপি ইত্যর্থঃ]
বজ্জয় (সন্মল্লং কর্যাম্) ইতি । সঃ (প্রজাপতিঃ) অশ্রামাৎ (শ্রান্তঃ অভবৎ) ;
সঃ (প্রজাপতিঃ) তপঃ অতপ্যত (জ্ঞানরূপাং তপস্তাং কৃতবান্) ; শ্রান্তস্য
তপ্তস্য [চ] তস্য (প্রজাপতেঃ) বশঃ বীৰ্য্যং (পূর্ববৎ) উদক্রামৎ (নির্গতম্
অভূৎ) । [অত্র বশোবীৰ্য্যয়োঃ স্বরূপমাত্র—] প্রাণাঃ বৈ (প্রসিদ্ধৌ) বশঃ
বীৰ্য্যম্ ; [বশোবীৰ্য্যভূতেশ্চ] প্রাণেণু উৎক্রান্তেষু (শরীরেণ নির্গতেষু সংস্বে)

তৎ শরীরং শ্বয়িতুং (উচ্চুনাং গন্তুং) অগ্নিযত (মৃতবৎ ভববৎ) ; তস্ত (প্রজাপতেঃ) মনঃ [পুনঃ] শরীরে এব আসীৎ (ন নির্গতমভূৎ ইত্যর্থঃ) ॥

মূলানুবাদ : তিনি (প্রজাপতি) কামনা করিলেন—আমি পুনরপি অর্থাৎ পূর্বকল্পের স্থায় এই কল্পেও মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব । তিনি [যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া] পরিশ্রান্ত হইলেন । তখন তিনি তপস্তা আরম্ভ করিলেন ; শ্রান্ত ও তপঃপ্রবৃত্ত প্রজাপতির যশঃপ্রকাশক বীৰ্য্য বহির্গত হইল । প্রাণসমূহই যশঃপ্রকাশক বীৰ্য্য (শরীর-স্থিতির হেতুভূত) ; সেই প্রাণসমূহ দেহ হইতে বহির্গত হইলে পর, সেই শরীর ক্ষীণ (পৃতিভাবপ্রাপ্ত) হইবার মত হইল, কিন্তু তাঁহার মনঃ তখনও শরীরের মধ্যেই বর্তমান রহিল ॥ ৮ ॥ ৬ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্ :—সোহকাময়তেতি অগ্ন্যধমেদয়োনীর্কণার্থমিদমাহ । ভূয়সা মহতা যজ্ঞেন ভূয়ঃ পুনরপি যজ্ঞয়েতি ; জ্ঞানান্তরকরণপক্ষেণ ভূয়ঃশব্দঃ । স প্রজাপতির্জ্ঞানান্তর অগ্ন্যধমেদেনাযজত ; স তদ্বাবভাবিত এব কল্পাদৌ ব্যাবর্তত । সঃ অগ্ন্যধমেক্রিয়া-কারক-কলায়ুধেন নিবৃত্তিঃ সন্ অকাময়ত--ভূয়সা যজ্ঞেন ভূয়ো যজ্ঞয়েতি ।

এবং মহতঃ কার্য্য কাময়িত্বা লোকবদশ্রাম্যৎ ; স তপোহুতপ্যত । তস্ত শ্রাম্যন্ত তপস্ত্যেতি পূর্ববৎ ; যশোবীৰ্য্যম্ উদক্রামদতি --স্বয়মেব পদার্থমাহ প্রাণাঃ চক্ষুরাদিভ্যঃ । যৈ যশঃ --যশোহেতুভূত্বাৎ ; তেষু তি সংস্থ খ্যাতির্ভবতি, তথা বীৰ্য্য বলমগ্নি শরীরে । ন তাৎক্রান্তপ্রাণো যশসী বলবান্ বা ভবতি । তস্মাৎ প্রাণা এব যশো বীৰ্য্য চাশ্মিন্ শরীরে । তদেব প্রাণলক্ষণং যশো বীৰ্য্যমুদক্রামৎ উৎক্রান্তবৎ । তদেব যশোবীৰ্য্যভূতেশু প্রাণেষু উৎক্রান্তেষু শরীরান্নিক্রান্তেষু তৎ শরীরং প্রজাপতেঃ শ্বয়িতুং উচ্চুনাং গন্তুং অগ্নিযত, অগ্নেধা চাভবৎ । তস্ত প্রজাপতেঃ শরীরান্নির্গতস্তাপি তস্মিন্বেব শরীরে মন আসীৎ ; যথা কস্তচিৎ প্রিয়ে বিধয়ে দূরং গতস্তাপি মনো ভবতি, তদ্বৎ ॥ ৮ ॥ ৬ ॥

টীকা । উপাস্তিবিধৌ সফলে সতি সমাগ্নিরেব ব্রাহ্মণস্তোচিৎ, কিন্তুতরগ্ৰহেন ? ইত্যশঙ্ক্য প্রতীকমাদায় তাৎপৰ্য্যমাহ--সোহকাময়তেতাদিনা । তদেব অগ্ন্যধমন্ত অগ্ন্যধমিত্যেতদন্তঃ বাক্যমিদম নিদিষ্টং । ভূয়োদক্ষিণকঙ্কাদগ্ন্যধমন্ত ভূয়ঃম্ । ইতিশব্দো অকাময়তেতানেন সংবধাতে । কথং পুনস্তেন যজ্ঞমানস্ত প্রজাপতেঃ ভূয়ঃশব্দোক্তিঃ । ন হি স পূর্বমগ্ন্যধমমবতিষ্ঠৎ কণ্ঠানধিকারত্বাৎ, তদাহ--জ্ঞানান্তরেতি । তদেব স্মৃতি-সংপ্রজাপতিব্রিতি । অথাতীতে জ্ঞাননিবর্তমানঃ অগ্ন্যধমন্ত কথীত্বৎ । অথবা হিরণ্যগর্ভো ভূয়ো যজ্ঞয়েতাহ । তথাত

কর্তৃত্বদাত্ত্বঃশব্দাসামঞ্জস্যমত আহ—স তদ্ধাবেতি । স প্রজাপতিরধমেধবাসনাবিশিষ্টো
জানকর্ষফলত্বেন কল্পাদৌ নিবৃত্তো ভূয়ো যজ্ঞেয়েন্ত্যাহ, কর্তৃত্বোক্ত্যৈরেকোন সাধকফলাবয়বয়োঃ
যজ্ঞমানস্বত্বয়োঃ ভেদাভাবাদিত্যর্থঃ । প্রজাপতিরীশ্বরঃ, ন তন্ত হুঃপান্নকক্ৰত্বগুণানোচ্ছা
যুক্ত্যেতাশব্দ্য প্রকৃতিবশাৎ তদুপপত্তিমভিপ্রেত্যাহ—সোঃশ্বমেধেতি ।

কথমেতাবতা বিবক্ষিতা স্তুতিঃ সিদ্ধেতাশব্দ্যাহ—এবমিতি । শ্রমকাখ্যমাহ—স তপ ইতি ।
চক্ষুরাদীনাম্ যশস্ব হেতুমাহ—যশোহেতুত্বাদিতি । তদেব সাধয়তি—তেষু হীতি । প্রাণা
এবেতি তথাশব্দার্থঃ । সংসৃ হি তেষু শরীরে বলং ভবতীতি পূর্ববদেব হেতুঃশ্লেষঃ । উক্তমর্থং
বাতিরেকত্বায়া ক্ষেয়য়তি—ন হীতি । প্রজানাং যশস্বং বীৰ্য্যং চোপসংজ্ঞতা বাক্যার্থং নিগময়তি
—তদেবমিতি । তৎ প্রাণেষু ইত্যাদি ব্যাচষ্টে—তদেবমিত্যাদিনা । শরীরান্নির্গতস্ত প্রজাপতে-
মুক্তমহাশব্দ্যাহ—তন্তেতি ॥ ৮ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—অথ ও অশ্বমেধের স্বরূপনিরূপণার্থ এই কথা
বলিতেছেন যে, তিনি (প্রজাপতি) কামনা করিলেন,—পুনরপি মহাযজ্ঞের
অনুষ্ঠান করিব । এখানে এই ‘ভূয়ঃ’ শব্দে প্রজাপতির জন্মান্তর-সম্বন্ধ সূচিত
হইয়াছে, অর্থাৎ পূর্বজন্ম অপেক্ষা করিয়া ‘ভূয়ঃ’ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে ।
অভিপ্রায় এই যে, সেই প্রজাপতি পূর্বজন্মেও (পূর্বকল্পেও) অশ্বমেধ যজ্ঞ
করিয়াছিলেন ; তিনি সেই ভাবে ভাবিত হইয়াই—পূর্ব জন্মের সেই সংস্কার
লইয়াই কল্পের প্রথমে প্রাচর্ভূত হইয়াছিলেন । তিনি সেই অশ্বমেধ যজ্ঞের
ক্রিয়া বা অনুষ্ঠান-পদ্ধতি, এবং তাহার কারক (কর্তা প্রভৃতি) ও ফলবিশয়ক
সংস্কারসহকারে প্রাচর্ভূত হইয়া কামনা করিয়াছিলেন যে, আমি পুনশ্চ বৃহৎ
যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব ।

তিনি এই প্রকার মহৎ কার্য্যের কামনা করিয়া সাধারণ লোকের জ্ঞান
পরিশ্রান্ত হইলেন ; তিনি তপস্তা করিতে লাগিলেন । সেই শ্রান্ত ও তপস্তাযুক্ত
প্রজাপতির পূর্ববৎ যশঃ বীৰ্য্য প্রাচর্ভূত হইল । ক্রতি নিজেই যশঃ ও বীৰ্য্য
কথার অর্থ বলিতেছেন, প্রাণ ও চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহ যশোনাভের হেতু
বলিয়া যশঃ-পদবাচ্য ; কেন না, সেই ইন্দ্রিয়গণ বিद्यমান থাকিলেই লোকের
প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে ; সেইরূপ প্রাণই বীৰ্য্য, অর্থাৎ এই শরীরে বলস্বরূপ ;
কেন না, বাহার প্রাণ বহির্গত হইয়া যায়, সে কখনও যশস্বী বা বলবান্ হইতে
পারে না ; অতএব প্রাণসমূহই এই শরীরে যশঃ ও বলস্বরূপ । উক্ত প্রকার
প্রাণরূপ যশো বীৰ্য্য এই শরীর হইতে বহির্গত হইল, তখন প্রজাপতির সেই
শরীর ক্ষীণতাব প্রাপ্ত হইবার উপক্রম করিল, অর্থাৎ অমেধ্য বা অপবিত্রের জ্ঞান
হইল । সেই প্রজাপতি শরীর হইতে বহির্গত হইলেও তাঁহার মনটা কিঙ্ক সেই

শরীরেই রহিল । যেমন কোন ব্যক্তি দূরগত হইলেও তাহার মনটা সেই গ্রিহ-
বিষয়েই নিবিষ্ট থাকে, ইহাও তদ্রূপ ॥ ৮ ॥ ৬ ॥

সোহকামরত মেধ্যং ম ইদং স্মাদান্নান্নেন স্মামিতি ।
ততোহশ্বঃ সমভবদ্, যদশ্বং, তন্মেধ্যমভূদিতি তদেবাস্থমেধ্যস্থ-
মেধ্যত্বম্ । এষ হ বা অশ্বমেধ্যং বেদ য এনমেধ্যং বেদ ।

তমনবরুদ্ধৈব্যামগত । তৎ সংবৎসরস্ত পরস্তাদান্ন-
আলভত । পশুন্ দেবতাভ্যঃ প্রত্যোহৎ । তস্মাৎ সৰ্ব্বদেবতাং
প্রোক্ষিতঃ প্রাজাপত্যমানভন্তে ।

এষ হ বা অশ্বমেধো য এষ তপতি, তস্য সংবৎসর আত্মাহু-
মগ্নিরকস্তুশ্চোমে লোকা আত্মানঃ, তাবোতাবর্কানশ্বমেধো । সো
পুনরেকৈব দেবতা ভবতি মৃত্যুরেবাপ পুনর্মৃত্যুং জয়তি,
নৈনং মৃত্যুরাপ্নোতি মৃত্যুরস্তান্না ভবতি এতাসাং দেবতানামেকো
ভবতি ॥ ৯ ॥ ৭ ॥

ইতি প্রথনাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ ব্রাহ্মণম্ ॥ ১ ॥ ২ ॥

সরলার্থঃ :—সঃ (প্রজাপতিঃ) অকামরত, —মে (মম) ইদং (শরীরং)
মেধ্যং (পবিত্রং যজ্ঞাহং) স্মাৎ, অনেন (শরীরেণ) আত্মন্য (শরীরবান্ চ)
স্মান্ (ভবেয়ম্), ইতি । কৃতা তত্র প্রবিবেশ । যৎ (যস্যাত্ তদ্বিযোগাৎ) [শরীর-
মিদং] অশ্বং (অশ্বয়ং—ক্ষীতমভবৎ), ততঃ (তস্মাৎ হেতোঃ) অশ্বঃ (অশ্ব-
সংজ্ঞকঃ) সমভবৎ, [যস্মাচ্চ তৎপ্রবেশাৎ] তৎ (তদেব শরীরং পুনঃ) মেধ্যম্
অভূৎ ইতি, তদেব (তস্মাদেব) অশ্বমেধ্যস্ত (অশ্বমেধনায়ো যজ্ঞস্ত) অশ্বমেধ্যত্বম্
(অশ্বমেধনামলাভে হেতুঃ) । এষঃ (স এব জনঃ) চ বৈ (অবধারণে) অশ্ব-
মেধ্যং (অশ্বমেধনামরহস্যং) বেদ (জানাতি), [কঃ ?—] যঃ (জনঃ) এবম্
(ন্যপোক্তপ্রকারেণ) এনং (অশ্বমেধ্যং) বেদ (জানাতি) । [প্রজাপতির্যেব
শাক্তদশ্বমেধ্যস্ত ক্রতোঃ অশ্বঃ স্মরতে ইতি ভাবঃ ।]

[প্রজাপতিঃ আত্মানমেব পশুরূপেণ কল্পয়িত্বা] তম্ (পশুম্) অনবরুদ্ধা
(অপরোধম্ বন্ধনম্ অকৃতা) এব অমগ্নত (অচিস্তরং) । সংবৎসরস্ত
পরস্তাং (সংবৎসরান্তে) তম্ [পশুম্] আত্মনে (আত্মত্বপ্তার্থং) আলভত (হিংসিত-

বান্) ; পশূন্ [অজ্ঞান্] দেবতাভ্যঃ প্রত্যোহং (তত্তদেবতাভ্যঃ প্রেরিতবান্) ।
[অশ্বমেধীয়োহশ্বঃ প্রজাপতিদৈবতঃ, ইতরে তু পশবঃ অজ্ঞাশ্চদৈবতকাঃ চিন্তনীয়া
ইতি ভাবঃ] । তস্মাৎ [হেতোঃ, সৰ্বদেবতাং (সৰ্বদৈবতং) প্রোক্ষিতং
(ব্রহ্মপূতং) [পশুং] প্রাজাপত্যং (প্রজাপতিদৈবতাকং) আলভন্তে (উৎ-
সৃজন্তি) [যাজ্ঞিকাঃ] ।

[কোহসৌ অশ্বমেধঃ ? ইত্যাহ—] এষঃ হ বৈ অশ্বমেধঃ, যঃ এষঃ
(আদিত্যঃ) তপতি (জগৎ প্রকাশয়তি) । সংবৎসরঃ (লোকপ্রসিদ্ধঃ বৎসরঃ) তস্মাৎ
(অশ্বমেধরূপিণঃ) আত্মা (শরীরং, তন্নির্ধর্তব্যত্বাৎ) । অয়ম্ (পার্থিবঃ) অগ্নিঃ
(তৎসাধনভূতঃ) অর্কঃ ; ইমে লোকাঃ (স্বর্গাদয়ঃ) তস্মাৎ আত্মানঃ (শরীর-
বয়বঃ) । তৌ এতৌ (যথোক্তৌ) অর্কশ্বমেধৌ (অর্কঃ সাধনভূতঃ, অশ্ব-
মেধশ্চ সাধারূপঃ) ; সা উ পুনঃ (বাক্যালঙ্কারে) একা এব দেবতা ভবতি ;
[কা সা দেবতা ? ইত্যাহ—] মৃত্যুঃ (মৃত্যুসংস্কৃতকঃ প্রজাপতিঃ) এব (অব-
ধারণে) । [ইদানীং বিদ্বাকলমুচ্যতে—] [এবংবিদ্ জনঃ] পুনঃ মৃত্যুং অপ-
জরতি (সৰ্বং মৃত্যু পুনর্মরণায় ন নজাতে ইত্যর্থঃ) । মৃত্যুঃ এনং (বিদ্বাসং)
ন আপ্নোতি (ন প্রাপ্নোতি ; মৃত্যুঃ অগ্নিঃ (পিতৃবঃ) আত্মা ভবতি । [কিঞ্চ, মৃত্যুঃ
এব] এতাসাং দেবতানাং একঃ ভবতি [নাস্য কদাচিদপি মৃত্যুভয়মস্তীতিভাবঃ ।
বিদ্বাকললেতং ॥]

মূলানুবাদ ১—সেই প্রজাপতি তখন কামনা করিলেন—আমার
এই শরীর মেধা (পবিত্র) হউক ; আমি এই শরীর দ্বারা শরীরবান্
হইব । [এইরূপ চিন্তা করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন] । যেহেতু,
[এই শরীর প্রাণাভাবে] ‘অশ্বৎ’=স্বফীত হইয়াছিল, [এবং প্রজাপতির
প্রবেশে] আবার মেধা (পবিত্র) হইল, সেই হেতুই [উহা ‘অশ্ব’ ও
‘মেধ’ শব্দযোগে অশ্বমেধ নামে অভিহিত হইল ; ইহাই] অশ্বমেধের
অশ্বমেধত্ব । যিনি অশ্বমেধকে যথোক্তপ্রকারে জানেন, তিনিই
প্রকৃতপক্ষে অশ্বমেধ-রহস্ত জানেন, (অপরে জানে না) ।

প্রজাপতি সেই অশ্বকে আবদ্ধ না করিয়াই চিন্তা করিয়াছিলেন ।
তিনি সংবৎসরান্তে সেই অশ্বকে আপনার উদ্দেশে (প্রজাপতির
উদ্দেশে) হিংসা করিয়াছিলেন, এবং অপরাপর পশুকে অপরাপর
দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গ করিয়াছিলেন ; এই জন্যই যাজ্ঞিকগণ সর্ব-

দৈবতক প্রোক্ষিত (মজ্জপূত) পশুকে প্রাজাপত্যরূপে উৎসর্গ করিয়া থাকেন ।

এখন এই অগ্ন্যমেধের দৈবত রূপ কথিত হইতেছে—যিনি এই আদিত্যরূপে তাপ দিতেছেন, তিনিই সেই অগ্ন্যমেধ । সংবৎসরকাল তাহার আত্মা বা শরীরাবয়ব ; আর এই পৃথিবীগত অগ্নি হইতেছে অর্ক ; স্বর্গাদি লোকত্রয় হইতেছে তাহার আত্মা বা অবয়ব । সেই এই অর্ক ও অগ্ন্যমেধ নামতঃ ভিন্ন হইলেও বস্তুতঃ তাহারা একই দেবতা—মৃত্যুস্বরূপ । অগ্ন্যমেধ-রহস্তবিৎ ব্যক্তি পুনর্মৃত্যুকে জয় করেন, মৃত্যু ইহাকে প্রাপ্ত হয় না ; মৃত্যু ইহার আত্মস্বরূপ হইয়া থাকে, এবং এই সমস্ত দেবতার একজন হন ; [ইহাই অগ্ন্যমেধবিজ্ঞানের ফল] ॥ ৯ ॥ ৭ ॥

ইতি প্রথমোধ্যায়ো দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের ব্যাখ্যা ॥ ১ ॥ ২ ॥

শাক্ষরভাস্ত্রম্ ।—স তস্মিন্নেব শরীরে গতমনাঃ সন্ কিম্ অকরোদিতি, উচ্যতে—সোহকাময়ত । কণম্ ? মেধাং মেধাহঁ বজ্জিন্ন মে মম ইদং শরীরং স্তাং । কিঞ্চ, আত্মদ্বা আত্মবাস্ত্চ অনেন শরীরেণ শরীরবান্ সামিতি—প্রবিবেশ । বস্ত্রাং তচ্ছরীরং মদ্বিরোগাং গতবশোবাঁর্গাং সং অশ্বং অশ্বরং, ততঃ তস্মাদশ্বঃ সম-ভবং ; ততোহশ্বনামা প্রজাপতিরেব সাগাদিতি স্মরতে । বস্ত্রাচ্চ পুনস্তৎপ্রবে-শাং গতবশোবাঁর্গাস্ত্বাদমেধাং সং মেধামভূং, তদেব তস্মাদেব অগ্ন্যমেধস্য অগ্ন্যমেধ-নারঃ ক্রতোঃ অগ্ন্যমেধম্ অগ্ন্যমেধনামভাভঃ । ক্রিয়াকারককলায়কে হি ক্রতুঃ ; স চ প্রজাপতিরেবেতি স্মরতে ।

ক্রতুর্নির্গর্তকন্যাশ্বস্য প্রজাপতিঃ স্মৃক্তম্—“উবা বা অশ্বস্য মেধাস্য” ইত্যাদিনা । তস্যৈবান্যস্য মেধাস্য প্রজাপতিস্বরূপস্য অগ্ন্যেচ যথোক্তস্য ক্রতুফলাশ্ব-রূপতরা সমসোপাসনং বিধাতব্যামিত্যারভাতে । পূর্বত্র ক্রিয়াপদস্য বিধায়কস্যা-ক্রতস্বাং, ক্রিয়াপদাপেক্ষত্বাচ্চ প্রকরণস্য অগ্ন্যমর্থোহবগম্যতে ।

এব হ বৈ অগ্ন্যমেধং ক্রতুঃ বেদ—যঃ কশিচৎ, এনমগ্নম্ অগ্নিক্রপমর্কং চ যথোক্তম্ এবং বক্ষ্যমাণেন সমাসেন প্রদর্শ্যমাণেন বিশেষণেন বিশিষ্টং বেদ, স এষো-হশ্বমেধং বেদ, নাচঃ ; তস্মাদেবং বেদিতব্য ইত্যর্থঃ । কণম্ ? তত্র পশুবিষয়-মেব তাবদর্শনমাহ,—তত্র প্রজাপতিঃ “ভূয়সা যজ্ঞেন ভূয়ো যজের” ইতি কাময়িত্বা আত্মানমেব পশুং মেধাং কল্পয়িত্বা, তং পশুম্ অনবরুদ্ধৌব উৎসৃষ্টং পশুমব-রোধমকৃত্বৈব স্মৃক্তপ্রগ্রহম্, অমজ্জত অচিস্তদ্যৎ । তং সংবৎসরস্য পূর্ণস্য পরস্তাৎ

ଉର୍ଜ୍ଜ୍ବ ଆତ୍ମନେ ଆତ୍ମାର୍ଥମ୍ ଆଳଭତ—ପ୍ରଜାପତିଦେବତାକତ୍ସେନ ଇତ୍ୟେତଦ୍, ଆଳଭତ ଆଳଭ୍ୟଂ କୃତବାନ୍, ପଶୁନ୍ ଅତ୍ଥାନ୍ ଗ୍ରାମ୍ୟାନାର୍ଗ୍ୟାଂଽଚ ଦେବତାଭ୍ୟଃ ସ୍ବଥାଦୈବତଂ ପ୍ରାତୋହଂ ପ୍ରତିଗମିତବାନ୍ । ସନ୍ଧ୍ୟାଽଽଚ୍ଛେବଂ ପ୍ରଜାପତିରମଗ୍ରତ, ତନ୍ନାଦେବମ୍ ଅତ୍ତୋହପ୍ୟୁକ୍ତେନ ବିଧିନା ଆତ୍ମାନ୍ ପଞ୍ଚମଧ୍ୟଂ ମେଧ୍ୟଂ କଲ୍ଲସିତ୍ବା, ‘ସର୍ବଦେବତ୍ୟୋହଂ ପ୍ରୋକ୍ତ୍ୟାମାଂଃ; ଆଳଭ୍ୟ-ମାନସ୍ତହଂ ମଦେବତା ଏବ ସ୍ୟାମ୍; ଅଗ୍ର ଇତରେ ପଶବୋ ଗ୍ରାମ୍ୟାର୍ଗ୍ୟା ସ୍ବଥାଦୈବତମ୍ ଅତ୍ତାଭ୍ୟୋ ଦେବତାଭ୍ୟ ଆଳଭାନ୍ତେ ମଦବୟଭୂତାଭ୍ୟ ଏବ ଇତି ବିଦ୍ଧାଂ । ଅତଏବେଦାନୀଂ ସର୍ବଦେବତ୍ୟଂ ପ୍ରୋକ୍ତିତଂ ପ୍ରାଜାପତ୍ୟାମଳଭନ୍ତେ ଯାଜ୍ଞିକା ।

ଏବମେବ ହ ବା ଅଧ୍ବମେଧୋ ଯ ଏସ ତପତି, ଯତ୍ସେବଂ ପଞ୍ଚସାଧନକଃ କ୍ରତୁଃ, ସ ଏସ ସାକ୍ଷାଂ ଫଳଭୂତୋ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଠତେ—‘ଏସ ହ ବା ଅଧ୍ବମେଧଃ ।’ କୋହସୌ ? ଯ ଏସ ସବିତା ତପତି ଜଗଦବତାସୟତି ତେଜସା ; ତନ୍ନାସ୍ତ କ୍ରତୁଫଳାଞ୍ଜନଃ ସଂବଂସରଃ କାଳବିଶେଷ ଆତ୍ମା ଶରୀରମ୍, ତନ୍ନିର୍ବିର୍ତ୍ତାତ୍ତାଂ ସଂବଂସରସ୍ତ । ତତ୍ତ୍ବେଷ କ୍ରତ୍ବାଞ୍ଜନଃ ଅଗ୍ନିସାଧ୍ୟାତ୍ତାଂ ଚ ଫଳସ୍ତ କ୍ରତୁଃକ୍ରମେଣ ଏବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଃ । ଅଗ୍ନଂ ପାଞ୍ଚିବୋହସ୍ତିଃ ଅର୍କଃ ସାଧନଭୂତଃ ; ତନ୍ନ ଚାର୍କସ୍ତ କ୍ରତୌ ଚିତ୍ୟସ୍ତ ଇମେ ଲୋକାନ୍ନରୋହସି ଆତ୍ମାନ୍ ଶରୀରାବୟବାଃ । ତଥାଚ ବାଧ୍ୟାତଃ—“ତନ୍ନ ପ୍ରାଚୀ ଦିକ୍” ଇତ୍ୟାଦିନା । ତୌ ଅଗ୍ନା-ଦିତ୍ୟାବେତୌ ସ୍ବପାବିଶେଷିତୌ ଅର୍କାଧ୍ବମେଧୌ କ୍ରତୁ-ଫଳେ । ଅର୍କୋ ଯଃ ପାଞ୍ଚିବୋହସ୍ତିଃ, ସ ସାକ୍ଷାଂ କ୍ରତୁରୂପଃ କ୍ରିୟାଞ୍ଜକଃ ; କ୍ରତୋରଗ୍ନିସାଧ୍ୟାତ୍ତାଂ ତଦ୍ରୂପେଣେବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଃ । କ୍ରତୁସାଧ୍ୟାତ୍ତାଽଽଽ ଫଳସ୍ତ କ୍ରତୁରୂପେଣେବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଃ—‘ଆଦିତ୍ୟୋହଧ୍ବମେଧଃ’ ଇତି ।

ତୌ ସାଧ୍ୟ-ସାଧନୌ କ୍ରତୁ-ଫଳଭୂତାବଗ୍ନାଦିତୌ—ସା ଓ, ପୁନଃଭୃଗଃ, ଏକେବ ଦେବତା ଭବତି । କା ସା ? ମୃତ୍ୟୁରେବ ; ପୂର୍ବମପି ଏକେବାସୀଂ, କ୍ରିୟା-ସାଧନ-ଫଳ-ଭେଦାର ବିଭକ୍ତା । ତଥାଚୋକ୍ତମ୍—“ସ ତ୍ରେଧାଞ୍ଜନଂ ବ୍ୟାକୃକୃତ” ଇତି । ସା ପୁନରପି କ୍ରିୟାନିଷ୍ଠଭୂତରକାଳମ୍ ଏକେବ ଦେବତା ଭବତି—ମୃତ୍ୟୁରେବ ଫଳରୂପଃ । ଯଃ ପୁନରେବମ୍ ଏନଧ୍ବମେଧଃ ମୃତ୍ୟୁମେକାଂ ଦେବତାଂ ବେଦ—ଅଧ୍ବମେବ ମୃତ୍ୟୁରଗ୍ନି ଅଧ୍ବମେଧ-ଏକା ଦେବତା ମହ୍ନପାଧ୍ୟାଗ୍ନି-ସାଧନସାଧ୍ୟା—ଇତି ; ସୋହପଞ୍ଜରାତି, ପୁନଃ ମୃତ୍ୟୁଃ ପୁନ-ର୍ବରଣମ୍, ନହଂ ମୃତ୍ବା ପୁନର୍ବରଣାୟ ନ ଜାୟତ ଇତ୍ୟର୍ଥଃ । ଅପଞ୍ଜିତୋହସି ମୃତ୍ୟୁରେନଂ ପୁନରାଗ୍ନୁୟାଂ, ଇତ୍ୟାଶଙ୍କ୍ୟାହି—ନୈନଂ ମୃତ୍ୟୁରାପ୍ନୋତି । କସ୍ୟାଂ ? ମୃତ୍ୟୁଃ ଅସୌସଂସିଦଃ ଆତ୍ମା ଭବତି । କିଞ୍ଚ, ମୃତ୍ୟୁରେବ ଫଳରୂପଃ ସନ୍ ଏତାସାଂ ଦେବତାନାମେକୋ ଭବତି ; ତତ୍ତ୍ବେତଦ୍ ଫଳମ୍ ॥ ୯ ॥ ୧ ॥

ଇତି ପ୍ରଥମାଧ୍ୟାୟସ୍ୟ ଦ୍ବିତୀୟ-ବ୍ରାହ୍ମଣଭାଷ୍ୟମ୍ ॥ ୧ ॥ ୨ ॥

ଟିକା । ସମାଞ୍ଜନାତାବାଦାନନ୍ତେ ସତ୍ୟାପି ନ ପୁନର୍ବ୍ରାହ୍ମଣନ୍ ଅବେଶୋ ଯୁକ୍ତଃ, ପରିତ୍ୟକ୍ତପରିଗ୍ରହା-ସ୍ୟୋଗାଂ, ଇତି ଧକ୍ତେ—ସ ତନ୍ନିଗ୍ନିତି । ଅଜ୍ଞାନବଶାଂ ପରିତ୍ୟକ୍ତପରିଗ୍ରହୋହସି ସଂଭବତୀତ୍ୟାହି—

উচ্যত ইতি । বীতদেহস্ত কামনা অযুক্তেতি শব্দে—কথমিতি । সামর্থ্যাতিশয়াৎ অনরীরস্তাপি
প্রজাপতেত্ত্বপপত্তিরিতি মথানো ক্রতে—মেধমিতি । কামনাকলনাহ—ইতি প্রবিবেশেতি ।
তথাপি কথং প্রকৃতনিরুক্তিসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—যস্মাদিতি । যচ্ছন্দো যস্মাদিতি ব্যাখ্যাতঃ ।
দেহস্তাষক্বেহপি কথং প্রজাপতেত্ত্বপাহু, ইত্যশঙ্ক্য তত্ত্বাদান্নাদিত্যাহ—তত ইতি । অথস্ত
প্রজাপতিত্বেন স্তত্বাৎ তস্তোপাস্ত্বং ফলতীতি ভাবঃ । তথাপি কথমথমেধনামনির্বচনমিত্যা-
শঙ্ক্যাহ—যস্মাচ্ছেতি । ক্রতোস্তদান্নকস্ত প্রজাপতেরিতি যাবৎ । দেহো হি প্রাণবিরোগাদময়ং,
পুনস্তৎপ্রবেশাচ্চ মেধার্হোহভূৎ, অতঃ সোহমমেধঃ, তত্ত্বাদান্নাৎ প্রজাপতিরপি তথেষার্থঃ । নমু
প্রজাপতিত্বেনামমেধস্ত স্ত্বিতনৌপযোগিনী, অগ্নেৰুপাস্ত্বত্বেন প্রস্তুত্বাৎ ক্রতুপাসনাভাবাৎ; অত
আহ—ক্রিরেতি ।

নমু ক্রিয়স্ত অথস্ত অথমেধক্রবান্শচ অগ্নেৰুপাস্ত্বত্বা স্তত্বাৎ তত্বপাস্ত্বচ প্রাগেবোক্তদ্বা-
দেষু বা ‘অথমেধন্’ ইত্যাদিবাচ্যং নোপযজ্যতে, তত্রাহ—ক্রতুনিবন্ধকশ্চেতি । উক্তং চ
চিত্তান্ত্রাগ্নেস্তস্ত প্রাচী দিগিত্যাদিনা, প্রজাপতিত্বমিতি শেষঃ । অথোপাসনমগ্ন্যুপাসনং চৈকমে-
বেতি বক্তৃমুক্তরঃ বাক্যমিত্যাহ—তস্তেবেতি । য এবমেতৎ ‘অদিতেরদ্রিতিত্বং বেদেত্যাদৌ
প্রাগেন বিহিতনুপাসনং, কিং পুনরারম্ভেণেতাশঙ্ক্যাহ—পূৰ্ব্বত্রেতি । যদপি বিধিরদ্রিতিত্বং
বেদেতি শ্রুতং, তথাপি সন্তোপাস্ত্ববিধির্ন প্রধানবিধিঃ; অত্র তু প্রধানবিধিরুপাস্ত্বপ্রকরণত্বাদ
পেক্ষ্যতে; অতোহমমেধং বেদেতি প্রধানবিধিরিতি ভাবঃ । তাৎপর্যমুক্তা বাক্যমাদায়
অকরাণি বাকরোতি—এষ ইতি । যপোক্তমিভূক্তরত্র প্রজাপতিত্বমকুর্যতে । তমনবক্রযোতাদি
প্রদর্শ্যমানবিশেষণম্ । বিধিরত্র স্পষ্টো ন ভবতীত্যশঙ্ক্যাহ—তস্মাদিতি । অথমেধো বিশেষত্বেন
সংবধ্যতে ।

এবং-শকাৎ প্রসিদ্ধার্থঃ ভাতি, কুতো বিধিরিত্যাহ—কথমিতি । “এষ হ বা অথমেধং বেদ”
ইত্যাদৌ বিবক্ষিতস্ত বিধেৰ্ভূমিকায়ং করোতি—তত্রৈত্যাদিনা । উপাস্ত্ববিধিপ্রস্তাবঃ সপ্তমার্থঃ ।
কথং নু পশ্ত্ববিষয়ঃ দর্শনঃ, তদদর্শয়তি—তত্রৈতি । এবমনস্তরবাক্যে প্রস্তুতে সতীতি যাবৎ ।
অথ বিবক্ষিতবিধিমভিধাতি—যস্মাচ্ছেতি । প্রজাপতিরিখং ফলাবহায়াম্ অমস্ততেত্যত্র কিং
প্রশ্নম্? ইত্যশঙ্ক্য সম্প্রতি তৎকার্যভূতাহ প্রজাহ তথাবিধিচেষ্টাদৃষ্টিরিত্যাহ—অত এবেতি ।
প্রোক্ষিতং মন্তসংস্কৃতং পশ্ত্বমিতি যাবৎ ।

ফলাবহু-প্রজাপতিবদিতি এবং-শকার্থঃ । উপাসনবিধিরুক্তং, সম্প্রতি প্রতীকমাদায় তাৎ-
পর্যমাহ—এষ ইতি । দ্বিবিধো হি ক্রতুঃ—কল্পিতপশুহেতুকে বাহ্যতদ্বৈতকশ্চ; স চ
দ্বিপ্রকারোহপি ফলরূপেণ স্থিতঃ সবিষ্টেব, ইত্যুপাস্ত্বিকলং বর্জ্যমেতদ্বাক্যমিত্যর্থঃ । বিশেষোক্তিং
বিনা নাস্তি বুভূৎসোপশাস্ত্বিরিত্যাহ—কোহসাবিতি । ক্রতুফলাস্বকঃ সবিতা মণ্ডলং দেবতা বা
ইতি সন্দেহে দ্বিতীয়ঃ গৃহীত্বা তস্তেত্যাদি ব্যাচষ্টে—তস্তান্ত্রেতি । আদিত্যোদয়াহুদয়াভ্যাম্
অহোরাত্রাহারাং সংবৎসরব্যবস্থানাং, তন্নির্দ্দাত্ত্বস্ত যুক্তং তত্ত্বাদান্নামিত্যর্থঃ । ক্রতোরাদিত্য-
হুযুক্তা, তদন্ত্রাগ্নেস্তবজ্জন্ম অয়মগ্নিরক ইতি বাক্যম্, তস্তার্থমাহ—তস্তেবেতি । নমু
পূৰ্ব্বোক্তভৈবায়েরাদিত্যং কুতো নিরম্যতে? অস্ত্রশ্চিত্যোহগ্নিঃ অস্ত্রশ্চাগ্নিরাদিত্যঃ কিং ন
স্তাৎ? ইত্যশঙ্ক্যাহ—তস্ত চেতি । তথাপি কথং তস্তেবাদিত্যং, তত্রাহ—তথা চেতি ।

তস্ত প্রাচীত্যাদিনা লোকাস্ককং চিত্যগ্নেজ্জং, তদিহাপুচ্যতে, তন্নাং তন্ত্ৰৈবাত্ৰাদিত্যম্ ইষ্টমিত্যর্থঃ । অগ্নাদিত্যভেদস্ত লোকবেদসিদ্ধ্যাং ন তয়োরেকেন কৃতুনা তাদান্মামিত্যা-
শঙ্কাহ—তাবিতি । যথাবিশেষিতত্বমাদিত্যরূপত্বম্ । কৃতস্তস্ত চার্কস্ত কৃতুরূপত্বং, সাধনত্বেন
ভেদাদিত্যাশঙ্কা উপচারাদিত্যাহ—ক্রিয়াস্কক ইতি । তথাপি কথমাদিত্যস্ত কৃতুতাদান্মোক্তি-
রিত্যাশঙ্কাহ—কৃতুসাধ্যবাদিতি ।

নবাদিত্যস্ত কৃতুফলত্বেন কৃতুত্ব তত্ত্বোক্তোরগ্নেতাদান্মাযোগাৎ অযুক্তমগ্নেদিত্যত্বম্, ইত্যা-
শঙ্কাহ—তাবিতি । কৃতুফলত্বাৎ তদান্মা সবিতা, তত্ত্বোক্তশ্চিত্যোগ্নিঃ, তৌ উক্তবিত্তাগাদ-
ব্যুৎপাদিতোপাসনাদিবাপারৌ সন্তৌ একৈব প্রাণাণ্য দেবতেতি তয়োঁরেক্যোক্তিরিত্যর্থঃ ।
একৈবেত্যুক্তে প্রকৃতয়োঁরগ্নাদিত্যয়োঃ অস্ততরপরিশেষঃ শক্যতে—কা সেতি । কথং যয়োঁর-
কত্বম্ ? একত্ব বা কথং দ্বিত্বম্ ? তত্রাহ—পূৰ্ব্বমপীতি । উক্তেহর্থং বাক্যোপক্রমমুকূলয়তি—
তথা চেতি । পুনরিত্যাদেৱর্থং নিগময়তি—না পুনরিতি । নমু ফলকণনর্থমুপক্রম্য প্রাণাস্তনা
অগ্নাদিত্যয়োঁরেকত্বং বদত । প্রকৃষ্টং বিদ্যুতমিতি, নেতাহ—যঃ পুনরিতি । একত্ব-
মভিন্নত্বম্ ॥ ২ ॥ ৭ ॥

উক্তি প্রথমায়ুক্ত দ্বিতীয় ব্রাহ্মণম্ ॥ ১ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ : প্রজাপতি সেই শরীরেই নিবিষ্টচিত্ত হইরা কি
করিয়াছিলেন, তাহা বলা হইতেছে—তিনি কামনা করিয়াছিলেন । কি
প্রকার ? না, আমার এই শরীরটি মেধা—মেধার যোগ্য, অর্থাৎ যজ্ঞোপযোগী
হউক ; অপিচ, আমি এই শরীর দ্বারা আত্মবী আত্মবান্ অর্থাৎ সশরীর
হইব ; এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন । যেহেতু
তাঁহার বিরোধে যশোবীৰ্য্যবিহীন হইরা সেই শরীরটি ক্ষীণ হইয়াছিল
(“অশ্বং-পুতিভাবাপন্নম্ মত হইয়াছিল), সেই হেতু ঐ শরীর ‘অশ্ব’ (অশ্ব
নামে অভিহিত) হইল ; সেই কারণে স্বয়ং প্রজাপতিও অশ্ব-নামে অভিহিত
হইলেন ; ইহা দ্বারা অশ্বেরও প্রশংসা করা হইল । পুনশ্চ প্রশংসার কথা এই যে,
যেহেতু যশোবীৰ্য্যের অভাবে যে শরীর অমেধ্য না অপবিত্র ছিল, সেই শরীরই
আবার প্রজাপতির প্রবেশের ফলে মেধ্য (পবিত্র) হইল, সেই হেতুই অশ্বমেধের
অর্থাৎ অশ্বমেধনামক যজ্ঞের অশ্বমেধত্ব—অশ্বমেধ-সংজ্ঞা লাভ হইয়াছে ।
ক্রিরা, ক্রিয়াসাধন ও ফল, সমস্তই ক্রতুর স্বরূপ ; সেই ক্রতু আবার
প্রজাপতিস্বরূপ, এই বলিয়া যজ্ঞের প্রশংসা করা হইতেছে ।

“উবা বা অশ্বস্ত মেধ্যস্ত” এই স্থলে যজ্ঞনির্বাহক অশ্বকে প্রজাপতিরূপ
বলা হইয়াছে । সেই মেধ্য অশ্ব এবং প্রজাপতিস্বরূপ যথোক্ত অগ্নিতে যজ্ঞ-কল-
রূপে উপাসনা-বিধানের নিমিত্ত এই প্রকরণ আরম্ভ হইতেছে । কেন না,

অতীত ক্রতিতে উপাসনা-বিধায়ক কোন ক্রিয়ার উল্লেখ নাই, অথচ এই প্রকরণটা ক্রিয়াপদ-সাপেক্ষ ; কাজেই এখানে ঐরূপই বাক্য-তাৎপর্য গ্রহণ করা হইতেছে ।

তিনিই যথার্থ অশ্বমেধ যজ্ঞ জানেন, যিনি যথোক্তপ্রকারে এই তত্ত্ব অবগত আছেন । একবার অর্থ এই যে, যে কোন লোক এই অশ্বমেধকে এবং অগ্নিক্রপী অর্ককে এইপ্রকারে অর্থাৎ পরে সাক্ষিপ্তরূপে যে সকল বিশেষণ প্রদর্শন করা হইবে, সেই সকল বিশেষণ-বিশিষ্টরূপে অবগত হন, সেই বিদ্বান্ পুরুষই প্রকৃতপক্ষে অশ্বমেধ যজ্ঞের রহস্ত জানেন, অপরে জানে না ; অতএব যথোক্তপ্রকারে অশ্বমেধরহস্ত জানা আবশ্যিক । কি প্রকারে জানিতে হইবে ? এই আকাজ্জক্য প্রথমতঃ অশ্ববিষয়ক উপাসনাই বলিতেছেন,— প্রজাপতি প্রথমতঃ ‘আমি প্রভূত পরিমাণে যজ্ঞ করিব’ এইরূপ কামনা করিয়া, আপনাকেই যজ্ঞীয় পবিত্র পশুরূপে কল্পনা করিয়া, সেই পশুকে অবরুদ্ধ না করিয়াই—উৎসর্গীকৃত সেই পশুকে না বাধিয়াই ; অর্থাৎ প্রগ্রহণ্ত (লাগামবহিত) রাখিয়াই চিন্তা করিয়াছিলেন । সম্পূর্ণ এক বৎসরের পর সেই পশুকে আপনার উদ্দেশে, অর্থাৎ প্রজাপতি-দৈবতক-রূপে আলভন (বধ) করিয়াছিলেন । গ্রামা ও অরণ্যজাত অগ্ন্যস্ত্র পশুকে নির্দিষ্ট দেবতাগণের উদ্দেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন । যেহেতু স্বয়ং প্রজাপতি ঐরূপ চিন্তা করিয়াছিলেন, সেই হেতুই অগ্ন্য লোকও এইপ্রকার যথোক্ত প্রণালীতে আপনাকে মেধ্য অশ্ব-পশুরূপে কল্পনা করিয়া, আমি প্রোক্ষ্যমাণ (সংস্কারসম্পন্ন) সর্কদৈবতক ; আমি আমাকে আলভন করিলে আত্ম-দৈবতকই হইব, এবং গ্রামা ও অরণ্য অপরাপর পশুগণকে আমারই অবয়ব-স্বরূপ অগ্ন্যস্ত্র নির্দিষ্ট দেবতার উদ্দেশে আলভন করিব’ এইরূপ চিন্তা করিবে । এইজন্তই যাজ্ঞিকগণ এখনও প্রোক্ষিত (উৎসর্গীকৃত) পশুকে প্রজাপতির উদ্দেশে আলভন করিয়া থাকেন ।

এই যিনি তাপ দিতেছেন, ইনিই সেই অশ্বমেধ ; অশ্ব পশু দ্বারা যে যজ্ঞ সম্পাদন করিতে হয়, “এষ হ বা অশ্বমেধঃ” কথায় সেই যজ্ঞই সাক্ষাৎ ফলস্বরূপে নির্দিষ্ট হইতেছে । ইনি কে ? না, এই যে সূর্য্যদেব স্বীয় তেজঃপ্রভাবে জগৎ উদ্ভাসিত করিতেছেন । সংবৎসরায়ক কালই যজ্ঞফলরূপী সেই সূর্য্যের আত্মা—শরীর ; কেন না, সূর্য্য দ্বারাই সংবৎসর সম্পাদিত হইয়া থাকে । এই পৃথিবীগত সেই যজ্ঞসাধন অগ্নিই অর্ক অর্থাৎ অর্করূপে উপাস্য, আর স্বর্গাদি লোকত্রয়ই যজ্ঞে আহরণীয় সেই অর্কনামক অগ্নির আত্মা—শরীরাবয়ব, ‘পূর্ব্বদিক্

তাহার শিরঃ' ইত্যাদি বাক্যেও একথাই বর্ণিত হইয়াছে । সেই অগ্নি ও আদিত্য, এই উভয়ই পূর্বোক্ত বিশেষণে বিশেষিত যজ্ঞ ও তৎফলস্বরূপ অর্ক ও অশ্বমেধ । অর্কনামক যে পার্থিব অগ্নি, তাহাই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ক্রিয়াস্বক যজ্ঞস্বরূপ । যজ্ঞ সাধারণতঃ অগ্নিসাধ্য, এই কারণে এখানে যজ্ঞরূপেই তাহার নির্দেশ করা হইয়াছে ; এবং ফলও যজ্ঞসাধ্য ; এই কারণে যজ্ঞফল আদিত্যকেও এখানে অশ্বমেধরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে (১) ।

সাধ্য ও সাধন স্বরূপ এবং ক্রিয়া ও তৎফলাস্বক সেই অগ্নি ও আদিত্য, উভয়ে আবার একই দেবতা । সেই দেবতাটী কে ? মৃত্যুই সেই দেবতা । পূর্বেও ইহারা একই ছিলেন, কেবল ক্রিয়া, ক্রিয়াসাধন ও তাহার ফলভেদ সম্পাদনের নিমিত্ত বিভক্ত বা পৃথক্ হইয়াছেন মাত্র ; 'তিনি আপনাকে তিন প্রকারে বিভক্ত করিলেন' এই শ্রুতিও ঠিক এইরূপই বলিয়াছেন । তিনি ক্রিয়া সম্পাদনের পর পুনরপি সেই একই দেবতা হন—ক্রিয়াফলাস্বক মৃত্যুই (প্রজাপতিস্বরূপই) হন । যে'বাক্তি এই অশ্বমেধকে মৃত্যুরূপী একই দেবতা বলিয়া জানেন—আমিই মদাদস্বক অশ্ব ও অগ্নিরূপ সাধন এবং সাধ্য ও অশ্বমেধস্বরূপ এক দেবতা, এইরূপ অবগত হন ; তিনি পুনর্মৃত্যু অর্থাৎ পুনর্বার মরণকে জয় করেন । অভিপ্রায় এই যে, তিনি একবার মৃত্যুর পর আর মৃত্যুভোগের জগ্গ জন্ম পরিগ্রহ করেন না । মৃত্যু একবার বিজিত হইলেও পুনর্বার তাহাকে প্রাপ্ত হইতে পারে, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন যে, মৃত্যু ইহাকে আর অধিকার করিতে পারে না । কারণ ? মৃত্যুই এবং বিধ জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষের আত্মস্বরূপ হইয়া থাকে ; [সুতরাং তাহার আর মৃত্যু সম্ভাবনা থাকে না] । অপিচ, মৃত্যুই যজ্ঞফলস্বরূপে উক্ত দেবতাগণের মধ্যে অগ্গতম দেবতা হইয়া থাকেন । ইহাটী অশ্বমেধযজ্ঞ-বিজ্ঞাসম্পন্ন পুরুষের প্রাপ্তব্য ফল ॥ ৯ ॥ ৭ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের ভাষ্যানুবাদ ॥ ১ ॥ ২ ॥

(১) তাৎপর্য—অগ্নি দ্বারা অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদিত হয়, এইজন্ত অগ্নিকে 'অশ্বমেধ' বলা হইয়াছে, আর আদিত্যই অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল, অর্থাৎ পূর্বকল্পে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া বর্তমানকল্পে আদিত্যপদ লাভ করিয়াছে ; এই কারণে অশ্বমেধের ফলস্বরূপ আদিত্যকেও এখানে 'অশ্বমেধ' নামে অভিহিত করা হইয়াছে । প্রথমস্থলে ক্রিয়াসাধনে ক্রিয়াপদের আরোপ, আর দ্বিতীয়স্থলে ক্রিয়াফলে ক্রিয়ার আরোপ করা হইয়াছে, এবং পরিশেষে তদুভয়কেই আবার প্রাপ্তরূপে এক অস্তিত্ব দেবতারূপে নির্দেশ করা হইয়াছে ।

তৃতীয়ঃ ব্রাহ্মণম্ ।

[উল্লীখ-ব্রাহ্মণম্ ।]

আভাষ-ভাষ্যম্ :—“দ্বয়া ই” ইত্যাদ্যন্ত কঃ সম্বন্ধঃ ? কৰ্ম্মণাং জ্ঞান-সহিতানাং পরা গতিরুক্তা মৃত্ব্যাত্তাবঃ—অথমেধ-পত্ন্যক্ত্যা । অথেনাদানীং . মৃত্ব্যাত্তাব-সাধনভূতয়োঃ কৰ্ম্ম-জ্ঞানয়োৰ্যত উদ্ভবঃ, তৎপ্রকাশনার্থমুদলীখ-ব্রাহ্মণমারভ্যতে ।

নমু মৃত্ব্যাত্তাবঃ পূৰ্ব্বত্র জ্ঞান-কৰ্ম্মণোঃ ফলমুক্তম্ । উল্লীখজ্ঞান-কৰ্ম্মণোস্ত মৃত্ব্যাত্তাবাতিক্রমণঃ ফলং বক্ষ্যতি । অতো ভিন্নবিষয়ত্বাৎ ফলশ্চ ন পূৰ্ব্বকৰ্ম্ম-জ্ঞানোদ্ভব-প্রকাশনার্থম্, ইতি চেৎ ; নারং দোষঃ ; অগ্নাদিত্যাত্তাবত্বাদুল্লীখ-ফলশ্চ পূৰ্ব্বত্রাপ্যোতদেব ফলমুক্তম্—“এতাসাং দেবতানামেকো ভবতি” ইতি । নমু ‘মৃত্যুমতিক্রান্তঃ’ ইত্যাদি বিরুদ্ধম্ ; ন ; স্বাভাবিক-পাপ্যাসঙ্গবিষয়ত্বাদতি-ক্রমণশ্চ ।

কোহসৌ স্বাভাবিকঃ পাপ্যাসঙ্গো মৃত্যুঃ ? কুতো বা তস্তোদ্ভবঃ ? কেন বা তস্তাতিক্রমণম্, কথং বা ?—ইত্যেতত্ত্বার্থশ্চ প্রকাশনার্থ আখ্যায়িকা-রভ্যতে । কথম্ ?—

টীকা । ব্রাহ্মণান্তরমবতাব্য তত্ত্ব পুৰ্ণেণ সম্বন্ধাপ্রভীতেন সোঃস্তুতাক্ষিপতি—দ্বয়া-হেত্যাভ্যন্তেতি । বিবক্ষিতং সম্বন্ধং বক্তুং বৃত্তং কীর্তয়তি—কল্পণমিতি । “স কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ” ইতি শ্রুতেরুক্তা পরা গতির্মুন্তিরিতাশঙ্ক্যাহ—মৃত্ব্যাত্তাব ইতি । অথমেধোপাসনশ্চ সাধমেধশ্চ কেবলশ্চ বা ফলমুক্তং, নোপাস্তান্তরাণাং কৰ্ম্মান্তরাণাং চ, ইতাশঙ্ক্য অথমেধলোভ্যো-পাস্তান্তরাণাং কেবলানাং সমুচ্চিতানাং চ ফলমুপলক্ষিতমিত্যাহ—অথমেধেতি । বৃত্তমন্তোত্তর-ব্রাহ্মণশ্চ তাৎপর্যমাহ—অপেতি । জ্ঞানযুক্তানাং কৰ্ম্মণাং সংসারফলপ্রদর্শনানন্তরমিতি যাবৎ । জ্ঞানকৰ্ম্মণোরুদ্ভাবকশ্চ প্রাণশ্চ স্বরূপং নিরূপয়িতুং ব্রাহ্মণমিত্যুখ্যাপোখ্যাপকং সম্বন্ধমুক্তমাক্ষি-পতি—নয়িতি । মৃত্যুমতিক্রান্তো দীপাত ইতি মৃত্যোরহিতক্রমশ্চ বক্ষ্যমাণজ্ঞানকৰ্ম্মফলত্বাৎ পূৰ্ব্বত্র চ তত্ত্বাবশ্চ তৎফলশ্রোক্তত্বাৎ উভয়স্তাপি ফলশ্চ ভেদাৎ পূৰ্ব্বোত্তরয়োজ্ঞানকৰ্ম্মণোঃ বিষয়-শক্তিতোদ্ধেতুভেদাৎ ন পূৰ্ব্বোক্তয়োস্তয়ো উদ্ভবকারণ-প্রকাশনার্থং ব্রাহ্মণমিত্যর্থঃ । পূৰ্ব্বোত্তর-জ্ঞানকৰ্ম্মফলভেদাভাবাৎ একবিষয়ত্বাৎ তদুদ্ভাবকপ্রকাশনার্থং ব্রাহ্মণং যুক্তমিতি পরিহরতি—নার্যমিতি । বাক্যশেষবিরোধঃ শঙ্কিত্বা দূষয়তি—নয়িত্যাদিনা । স্বাভাবিকঃ শাস্ত্রানাধেয়ো যোহয়ং পাপ্যাসঙ্গবিষয়ঃ, স মৃত্যুঃ, তস্তাতিক্রমণং বাক্যশেষে কথ্যতে, ন হি হিরণ্যগৰ্ভাণ্য-মৃত্যোঃ, অতঃ পূৰ্ব্বোক্তজ্ঞানকৰ্ম্মণাং তুল্যবিষয়ত্বমেব উত্তরজ্ঞানকৰ্ম্মণোরিত্যর্থঃ ।

জ্ঞানকৰ্ম্মণোরুদ্ভাবকং বক্তুং ব্রাহ্মণমারভ্যাতম্, আখ্যায়িকা তু কিমর্থী, ইতাশঙ্ক্য তস্তান্তাৎ-

পৰ্য্যমাহ—কোহসাবিত্তি । কথং যথোক্তো ব্রাহ্মণাধ্যায়িকরোরর্থঃ শক্যো জ্ঞাতুমিত্যাকাঙ্ক্ষাঃ
নিক্শিপ্যাক্ষরাণি ব্যাকরোতি—কথমিত্যাদিনা ।

আভাষ-ভাষ্যানুবাদ :—বক্ষ্যমাণ “ব্রহ্ম হ” ইত্যাদি শ্রুতির সহিত
পূর্বোক্ত শ্রুতির সম্বন্ধ কি ?—অর্থাৎ কোন্ প্রসঙ্গে “ব্রহ্ম হ” ইত্যাদি বাক্যের
আরম্ভ হইল, [তাহা কথিত হইতেছে—] (২) । অর্থমেধের ফল-কণনের দ্বারা
জ্ঞানসহ অন্তর্ভুক্ত কর্মের চরম ফল যে, মৃত্যু-রূপতা প্রাপ্তি, তাহা কথিত
হইয়াছে । অতঃপর এখন যাহা হইতে মৃত্যুরূপতা-প্রাপ্তির সাধনভূত কর্ম ও
জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা প্রকাশ করিবার জন্ত এই “উল্লীখ
ব্রাহ্মণ” (‘ব্রহ্ম হ’ ইত্যাদি প্রকরণ) আরম্ভ হইতেছে—

‘‘ ভাল, ইতঃপূর্বে জ্ঞান ও কর্মের ফল বলা হইয়াছে—মৃত্যুরূপতাপ্রাপ্তি,
আর উল্লীখ-প্রকরণে জ্ঞান ও কর্মের ফল বলা হইবে—মৃত্যুভাব অতিক্রম
করা ; অতএব বিভিন্নপ্রকার ফলের উল্লেখ থাকায় পূর্বপ্রকরণীয় জ্ঞান-
কর্মের ফল প্রকাশনার্থ এই প্রকরণের আরম্ভ কি করিয়া হইতে পারে ?
[তত্বতরে বলা যাইতেছে যে,] না—ইহা দোষাবহ নহে ; কেন না,
উল্লীখের যাহা ফল—অগ্নি ও আদিত্যস্বরূপতা লাভ, পূর্বেও “এতাসাং
দেবতানাম্ একো ভবতি” (এই সমস্ত দেবতার মধ্যে এক জন হয়)
—এই বাক্যে সেই ফলই উক্ত হইয়াছে ; [সুতরাং উভয় প্রকরণে ফলভেদ
ঘটিতেছে না] । ভাল, উল্লীখপ্রকরণের ‘মৃত্যু অতিক্রম করা’ ফলোন্মেষ ত
বিরুদ্ধই থাকিতেছে ? না, তাহাও নহে ; কারণ, এই ‘মৃত্যু অতিক্রম’ অর্থ—
স্বভাবসিদ্ধ পাপাসক্তিনিবৃত্তি মাত্র, (কিন্তু যথার্থই মৃত্যুর অতিক্রম নহে) ।

এই স্বাভাবিক পাপাসক্তিরূপ মৃত্যুটা কি ? কোথা হইতেই বা তাহার
উদ্ভব হয় ? এবং কি উপায়ে ও কি প্রকারেই বা তাহার অতিক্রম (নিবৃত্তি)
করা হইতে পারে ? কেনই বা এই সমস্ত বিষয় প্রকাশনার্থ আধ্যাত্মিক আরম্ভ
হইতেছে ? এবং [সেই আধ্যাত্মিকটি] কি প্রকার ? [তাহা বলা হইতেছে—

(২) তাৎপর্য—শাস্ত্রের উপদেশ এই যে, “নাসঙ্গতং বাক্যং শ্রযচ্ছ্রীত,” অর্থাৎ অসঙ্গত
বা সম্বন্ধহীন বাক্য গ্রহণ করিবে না ; কাজেই এক প্রকরণের পর অন্ত প্রকরণ আরম্ভ
করিতে হইলেই পূর্বপ্রকরণের সঙ্গে পরবর্তী প্রকরণের সম্বন্ধ কিরূপ, তাহা নির্দেশ করিতে
হয় । তাই ভাস্কর্য্যকার এখানে দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের সহিত তৃতীয় ব্রাহ্মণের একটা সম্বন্ধ বা
উপযোগিতা প্রদর্শন করিতেছেন । নচেৎ সম্বন্ধশূন্য বাক্য পণ্ডিতগণের নিকট বাতুলোক্তির
জ্ঞান উপেক্ষণীয় হইতে পারে ।

দ্বয়া হ প্রাজাপত্যা দেবাশ্চাস্থরাশ্চ, ততঃ কানীয়সা এব দেবা জ্যায়না অস্থরাঃ, ত এষু লোকেষু স্পর্দ্ধন্ত, তে হ দেবা উচু-
হঁস্তাস্থরান্ যজ্ঞ উদগীথেনাত্যয়ামেতি ১০

সরলার্থঃ ।—প্রাজাপত্যাঃ (পূর্বোক্তা প্রাজাপতেঃ অপত্যানি) হ (প্রসিদ্ধৌ) দ্বয়াঃ (দ্বিপ্রকারাঃ)—দেবাঃ চ অস্থরাঃ চ । [অত্র দেবাস্থর-
শব্দভ্যাং প্রাজাপতেঃ বাক্ প্রভৃতয়ঃ প্রাণা উচ্যন্তে] । ততঃ (তয়োর্মধ্যে)
কানীয়সাঃ (কনীয়াস্ এব কানীয়সাঃ কনিষ্ঠা ইত্যর্থঃ) এব দেবাঃ (ছোতমানাঃ
সাম্বিকবৃত্তয়ঃ), জ্যায়সাঃ (জ্যায়াস্ এব জ্যায়সাঃ জ্যেষ্ঠা মহত্তরা ইত্যর্থঃ) চ
অস্থরাঃ (অস্থষ্ প্রাণেষু রমমাণাঃ রাজসবৃত্তয় এব) [বভূবুঃ] । তে (দেবাঃ
অস্থরাশ্চ) এষু লোকেষু (ভোগাবিসয়েষু, তন্নিমিত্তমিত্যর্থঃ) স্পর্দ্ধন্ত (স্পর্দ্ধাং—
জিগীষাং কৃতবন্তঃ) । তে দেবাঃ হ (ঐতিহ্যে) উচুঃ (উক্তবন্তঃ)—হস্ত (হর্বে)
যজ্ঞে (জ্যোতিষ্টোমাণ্যো) উদগীথেন (উদগীপকশ্লগা) অস্থরান্ অত্যয়ামঃ (অতি-
ক্রমামঃ, তান্ অভিব্রুয় স্বং দেবভাবং লভেমহি) ইতি ॥ ১০ ॥ ১ ॥

মূলানুবাদ ।—প্রজাপতির সম্ভান দুই-শ্রেণীতে বিভক্ত—(১)
দেবতা ও (২) অস্থর । তন্মধ্যে কনিষ্ঠ সম্ভানগণ হইল দেবতা, আর
জ্যেষ্ঠ সম্ভানগণ হইল অস্থর । তাঁহারা এই ভোগরাজ্যে পরস্পর স্পর্দ্ধা
করিতে লাগিলেন । [তখন] সেই দেবতাগণ পরস্পরকে বলিলেন,—ভাল,
আমরা জ্যোতিষ্টোমনামক যজ্ঞে উদগীথানুষ্ঠান দ্বারা অস্থরগণকে
পরাজিত করিব, অর্থাৎ তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া নিজেদের স্বাভাবিক
দেবভাব লাভ করিব ॥ ১০ ॥ ১ ॥

শাক্তরভাস্যম্ ।—দ্বয়া দ্বিপ্রকারাঃ । ‘হ’ ইতি পূর্ববৃত্তাবস্থাতকো
নিপাতঃ ; বর্তমানপ্রজাপতেঃ পূর্বজন্মনি যদ্ বৃত্তম, তদেব ছোতয়তি
হ-শব্দেন । প্রাজাপত্যাঃ প্রাজাপতেঃ বৃত্তজন্মাবস্থাত্ অপত্যানি—প্রাজাপত্যাঃ ।
কে তে ? দেবাশ্চাস্থরাশ্চ,—তত্বেব প্রজাপতেঃ প্রাণা বাগাদয়ঃ । কথং পুনস্তেবাং
দেবাস্থরত্বম্ ? উচ্যতে—শাক্তজনিজ্ঞান-কর্মভাবিতা ছোতনাদ্ দেবা ভবন্তি ;
ত এব স্বাভাবিক-প্রত্যক্ষানুমানজনিত-দৃষ্টপ্রয়োজন-কর্মজ্ঞানভাবিতা অস্থরাঃ,
স্বেষেব অস্থষ্ রমমাণাঃ ; স্থরেভ্যো বা দেবেভ্যোহগ্রত্বাং । যস্মাচ্চ দৃষ্টপ্রয়োজন-
জ্ঞান-কর্মভাবিতা অস্থরাঃ, ততস্তস্মাৎ কানীয়সাঃ, কনীয়াস্ এব কানীয়সাঃ

স্বার্থেহি বুদ্ধিঃ ; কনীরাসৌহরা এব দেবাঃ ; জায়সা অসুরা জায়াসৌহ-
সুরাঃ ; স্বাভাবিকী হি কৰ্ম-জ্ঞান-প্রবৃত্তির্মহত্তরা প্রাণানাং শাস্ত্রজনিতায়াঃ
কৰ্ম-জ্ঞানপ্রবৃত্তেঃ, দৃষ্টপ্রয়োজনত্বাৎ ; অতএব কনীরত্বং দেবানাম্, শাস্ত্রজনিত-
প্রবৃত্তেরত্বত্বাৎ ; অত্যন্তবহুসাধা হি সা । ১ ।

তে দেবাশ্চাসুরাশ্চ প্রজাপতিশরীরস্থাঃ এষু লোকেষু নিমিত্তভূতেষু
স্বাভাবিকৈতর-কৰ্মজ্ঞানসাধোষু অস্পষ্টস্ত স্পষ্টাং কৃতবন্তঃ । দেবানাঞ্চাসুরা-
ণাঞ্চ বৃত্ত্যুদ্ভবাভিববৌ স্পষ্টা ; কদাচিচ্ছাস্ত্রজনিত-কৰ্মজ্ঞানভাবনারূপা বৃত্তিঃ
প্রাণানামুদ্ভবতি, বদা চোদ্ভবতি, তদা দৃষ্টপ্রয়োজনা প্রত্যক্ষানুমানজনিত-
কৰ্মজ্ঞানভাবনারূপা তেবামেব প্রাণানাং বৃত্তিরাশ্বর্য্যভিভূয়তে ; স দেবানাং
জয়ঃ, অসুরাণাং পরাজয়ঃ । কদাচিৎ তদ্বিপর্য্যয়েণ দেবানাং বৃত্তিরভিভূয়তে,
আশ্বর্য্য উদ্ভবঃ ; সৌহসুরাণাং জয়ঃ, দেবানাং পরাজয়ঃ । এবং দেবানাং জয়ে
ধৰ্ম্মভূয়ত্বাচ্চৎকৰ্ণ আ প্রজাপতিত্বপ্রাপ্তেঃ । অসুরজয়েহধৰ্ম্মভূয়ত্বাদপকৰ্ণ আ স্থাবরদ-
প্রাপ্তেঃ । উভয়সামো মহুয়ত্বপ্রাপ্তিঃ । ২ ।

তে এবং কনীরত্বাভিভূয়মানা অসুরৈর্দেবা বাহনাদসুরাণাং কিং কৃতবন্তঃ ?
ইতি উচ্যতে—তে দেবা অসুরৈরভিভূয়মানা ই কিং উচুকৃতবন্তঃ : কথম্ ? ইদং
ইদানীমগ্নিন্ বজ্রে জ্যোতিষ্ঠোমে উদগীথেন উদগীথকৰ্মপদার্থকর্তৃস্বরূপাশ্রয়ণেন
অভ্যায়াম অতিগচ্ছামঃ ; অসুরানভিভূয় স্বঃ দেবভাবঃ শাস্ত্রপ্রকাশিতঃ প্রতিপত্তা-
মহে—ইতাক্রবন্তোহন্তোহম্ । উদগীথকৰ্ম-পদার্থকর্তৃস্বরূপাশ্রয়ণঞ্চ জ্ঞান-কৰ্মভ্যাম্ ;
কৰ্ম বক্ষ্যমাণঃ মন্ত্রজপলক্ষণম্—বিধিংশ্রুমানঃ “তদেতানি জপেৎ” ইতি । জ্ঞানম্
ইদমেব নিরূপ্যমাণম্ । ৩ ।

নমু ইদমভ্যারোহ-জপবিধিশেষঃ অর্থবাদঃ ? ন জ্ঞাননিরূপণপরম্ ? ন ;
“য এবং বেদ” ইতি বচনাৎ । উদগীথপ্রস্তাবে পুরাকল্পশ্রবণাচ্চুদগীথবিধিপরমিতি
চেৎ ; ন, অপ্রকরণাৎ ; উদগীথস্ত চাত্তত্র বিহিতত্বাৎ ; বিদ্যাপ্রকরণত্বাচ্চাত্ত ;
অভ্যারোহজপস্ত চানিত্যত্বাৎ, এবং বিৎ-প্রযোজ্যত্বাৎ, বিজ্ঞানস্ত চ নিত্যত্বং শ্রবণাৎ ;
“তদ্বৈতলোকজিবেব” ইতি চ শ্রুতেঃ ; প্রাণস্য বাগাদীনাঞ্চ শুদ্ধ্যশুদ্ধিবচনাৎ ।
ন হত্বপাস্যত্বে প্রাণস্য শুদ্ধিবচনম্, বাগাদীনাং চ সহোপহৃত্তানাংশুদ্ধি-
বচনম্, বাগাদিনিষ্কর্য্য। মূখ্যপ্রাণ-স্বতিষ্ঠাভিপ্রেতোপপত্ততে,—“মৃত্যুমতিক্রান্তো
দীপ্যতে” ইত্যাদিফলবচনঞ্চ । প্রাণস্বরূপাপত্তেহি ফলং তৎ, যদ্বাগাদ্যম্যাদি-
ভাবঃ । ৪ ।

ভবতু নাম প্রাণসোপাদানম্, ন তু বিশুদ্ধাদিশুণবন্তেতি । নমু স্যাৎ, শ্রুত-

জ্ঞাৎ ; ন স্যাৎ, উপাস্যত্বে স্বত্বার্থত্বোপপত্তেঃ । ন ; অবিপরীতার্থপ্রতিপত্তেঃ শ্রেয়ঃ-
প্রাপ্ত্যুপপত্তেঃ সৌকবৎ । যো হবিপরীতমর্থঃ প্রতিপত্ততে লোকে, স ইষ্টঃ
প্রাপ্নোতি, অনিষ্টাদ্ বা নিবর্ততে, ন বিপরীতার্থপ্রতিপত্তা ; তথেষাপি শ্রোত-
শব্দ-জ্ঞানিতার্থপ্রতিপত্তৌ শ্রেয়ঃপ্রাপ্তিরূপপত্তা, ন বিপর্যয়ে । ন চোপাসনার্থ-
ত্রতশব্দোপবিজ্ঞানবিষয়সাধনার্থত্বে প্রমাণমস্মি । ন চ তদ্বিজ্ঞানসম্বাদঃ
শরতে । ততঃ শ্রেয়ঃপ্রাপ্তিদর্শনাৎ যথার্থতাঃ প্রতিপত্তামহে ; বিপর্যয়ে
চানর্থপ্রাপ্তিদর্শনাৎ ;—যো হি বিপর্যয়েণার্থঃ প্রতিপত্ততে লোকে—পুরুষঃ
স্থাপুরিতি, অমিত্রঃ মিত্রমিতি বা, সোহনর্থঃ প্রাপ্নুব্ দৃশ্যতে । আত্মেশ্বর-
দেবতাদীনামপ্যযথার্থানামেব চেদ্ গ্রহণং ক্রতিতঃ, অনর্থপ্রাপ্ত্যর্থঃ শাস্ত্রমিতি
ক্রবৎ প্রাপ্নুয়াৎ, লোকবদেব ; ন চৈতদিষ্টম্ । তস্মাদ্ যথাভূতানিব আত্মেশ্বর-
দেবতাদীন্ গ্রাহয়ত্বোপাসনার্থঃ শাস্ত্রম্ । ৫ ।

নামাদৌ ব্রহ্মদৃষ্টিদর্শনাদযুক্তমিতি চেৎ ; স্মৃষ্টঃ নামাদেবব্রহ্মত্বম্ ; তত্র
ব্রহ্মদৃষ্টিং স্থাপাদাবিব পুরুষদৃষ্টিং বিপরীতাং গ্রাহয়ৎ শাস্ত্রং দৃশ্যতে ; তস্মাদ্
যথার্থমেব শাস্ত্রতঃ প্রতিপত্তেঃ শ্রেয়ঃ—ইত্যুক্তমিতি চেৎ ; ন ; প্রতিমাবদ্-
ভেদপ্রতিপত্তেঃ । নামাদাবব্রহ্মণি ব্রহ্মদৃষ্টিং বিপরীতাং গ্রাহয়তি শাস্ত্রম্—
স্থাপাদাবিব পুরুষদৃষ্টিম্—ইতি, নৈতৎ সাস্ববোচঃ । কথ্যং ? ভেদেন হি ব্রহ্মণো
নামাদিবস্তু-প্রতিপন্নস্ত নামাদৌ বিধীয়তে ব্রহ্মদৃষ্টিঃ—প্রতিমাদাবিব বিষ্ণুদৃষ্টিঃ ।
আলম্বনত্বেন হি নামাদি-প্রতিপত্তিঃ, প্রতিমাদিবদেব, ন তু নামাত্তেব ব্রহ্মেতি ।
যথা স্থাপাবনিজ্জাতৈ, ন স্থাপুরিতি—পুরুষ এবায়মিতি প্রতিপত্ততে বিপরীতম্,
ন তু তথা নামাদৌ ব্রহ্মদৃষ্টির্বিপরীতা । ৬ ।

ব্রহ্মদৃষ্টিরেব কেবলা, নাস্তি ব্রহ্মেতি চেৎ ;—এতেন প্রতিমা-ব্রাহ্মণাদিষু
বিষ্ণুাদি-দেবপিত্রাদিদৃষ্টীনাং তুলাতা । ন ; ঋগাদিষু পৃথিব্যাদিদৃষ্টিদর্শনাৎ ;
বিद्यমান-পৃথিব্যাদিবস্তুদৃষ্টীনামেব ঋগাদিবিবরে ক্ষেপদর্শনাৎ । তস্মাৎ
তৎসামান্যতঃ নামাদিষু ব্রহ্মাদিদৃষ্টীনাং বিद्यমানব্রহ্মাদিবিষয়ত্বসিদ্ধিঃ । এতেন
প্রতিমা-ব্রাহ্মণাদিষু বিষ্ণুাদিদেব-পিত্রাদিবৃদ্ধীনাঞ্চ সত্যবস্তুবিষয়ত্বসিদ্ধিঃ ।
মুখ্যাপেক্ষত্বাচ্চ গোণত্বম্ ; পঞ্চাখ্যাদিষু চ অগ্নিত্বাদেগৌণত্বাৎ মুখ্যাত্মাদিসম্ভাবনং
নামাদিষু ব্রহ্মত্বম্ গোণত্বাৎ মুখ্যব্রহ্মসম্ভাবোপপত্তিঃ । ৭ ।

ক্রিয়াতৈশ্চাবিশেষাদ্ বিজ্ঞার্থানাম্ । যথা চ দর্শপৌর্ণমাসাদিক্রিয়া ইদম্ফলা
বিশিষ্টৈতিকর্তব্যতাকা এবংক্রমপ্রযুক্তান্না চ—ইত্যেতদলৌকিকং বস্তু প্রত্য-
ক্ষাত্ত্ববিষয়ং তথাভূতঞ্চ বেদবাক্যৈরেব জ্ঞাপাতে ; তথা পরমাত্মেশ্বর-

দেবতাদি বস্তু অস্থানাদিধর্মকমশনারাজ্ঞতীতং চ—ইত্যেবমাদিবিশিষ্টমিতি বেদ-
বাক্যৈরেব জ্ঞাপ্যতে,—ইত্যলৌকিকত্বাৎ তথাভূতমেব ভবিতুমর্হতীতি । ন চ
ক্রিয়ার্থৈর্কাকৈজ্ঞানবাক্যানাং বুদ্ধ্যুৎপাদকত্বে বিশেষোহস্তি । ন চানিচ্ছিতা
বিপর্যাস্তা বা পরমাত্মাদিবস্তুবিবরা বুদ্ধিরূপপত্ততে । ৮ ।

অনুষ্ঠেয়াভাবাদবুদ্ধিমিতি চেৎ ; ক্রিয়ার্থৈর্কাকৈজ্ঞান্যংশা ভাবনা অনুষ্ঠেয়া
জ্ঞাপ্যতেহলৌকিক্যপি ; ন তথা পরমাত্মৈশ্বরাদিবিজ্ঞানেহনুষ্ঠেয়ং কিঞ্চিদস্তি ;
অতঃ ক্রিয়ার্থৈঃ সাধন্যমিত্যবুদ্ধিমিতি চেৎ ; ন ; জ্ঞানশ্চ তথাভূতার্থবিষয়ত্বাৎ ।
ন হি অনুষ্ঠেয়শ্চ ত্র্যংশশ্চ ভাবনাশ্চ অনুষ্ঠেয়ত্বাৎ তথাত্মম্ ; কিং তর্হি ? প্রমাণ-
সমধিগতত্বাৎ ; ন চ তদ্বিষয়া বুদ্ধেরনুষ্ঠেয়বিষয়ত্বাৎ তথাত্মম্ ; কিং তর্হি ?
বেদবাক্যজনিতত্বাদেব । বেদবাক্যাধিগতশ্চ বস্তুনস্তথাৎ সতি, অনুষ্ঠেয়ত্ববিশিষ্টং
চেৎ, অনুষ্ঠিষ্ঠতি ; নো চেদ্ অনুষ্ঠেয়ত্ববিশিষ্টম্, নানুষ্ঠিষ্ঠতি । অননুষ্ঠেয়ত্বে
বাক্যপ্রমাণহানুপপত্তিরিতি চেৎ,—ন হনুষ্ঠেয়েহসতি পদানাং সংহতিরূপপত্ততে ;
অনুষ্ঠেয়ত্বে তু সতি তাদর্থ্যেন পদানি সংহতন্তে ; তত্রানুষ্ঠেয়নিষ্ঠং বাক্যং প্রমাণং
ভবতি—ইদমনেনৈবং কর্তব্যমিতি, ন তু ইদমনেনৈবম্—ইত্যেবম্প্রকারাণাং পদশ-
তানাংপি বাক্যত্বমস্তি—“কুর্গ্যাৎ ক্রিয়েত কর্তব্যং ভবেৎ স্তাদিতি পঞ্চমম্” ইত্যে-
বমাদীনাং মত্নতমেহসতি ; অতঃ পরমাত্মৈশ্বরাদীনাং অংকা প্রমাণত্বম্ । ৯ ।

পদার্থত্বে চ প্রমাণান্তরবিষয়ত্বম্, অতোহসদেতদিতি চেৎ ; ন ; ‘অস্তি মের-
কর্গচতুষ্ঠেরোপেতঃ’ ইত্যেবমাত্মননুষ্ঠেয়েহপি বাক্যদর্শনাৎ । ন চ ‘মেরকর্গ-
চতুষ্ঠেরোপেতঃ’ ইত্যেবমাদিবাক্যশ্রবণে মেরকর্গদো অনুষ্ঠেয়ত্ববুদ্ধিরূপপত্ততে ।
তথা অস্তি-পদসংহিতানাং পরমাত্মৈশ্বরাদিপ্রতিপাদক-বাক্যপদানাং বিশেষণ-
বিশেষ্যভাবেন সংহতিঃ কেন বার্য্যতে । মেরকর্গজ্ঞানবৎ পরমাত্ম-জ্ঞানে প্রয়ো-
জনাভাবাদবুদ্ধিমিতি চেৎ ; ন ; “ব্রহ্মবিদ্যাপ্রোতি পরম্ ।” “ভিত্ততে হৃদয়গ্রাণ্ডিঃ”
ইতি কলশ্রবণাৎ, সংসার-বীজাবিছাদিদোষনিবৃত্তিদর্শনাচ্চ । অনন্তশেষত্বাচ্চ তজ্জ-
জ্ঞানশ্চ, জুহামিব ফলশ্রুতেরর্থবাদহানুপপত্তিঃ । ১০ ।

প্রতিষিদ্ধানিষ্টফলসম্বন্ধশ্চ বেদাদেব বিজ্ঞায়তে ; ন চানুষ্ঠেয়ঃ সঃ । ন চ প্রতি-
ষিদ্ধবিষয়ে প্রবৃত্তক্রিয়শ্চ অকরণাদদ্বন্দ্বনুষ্ঠেয়মস্তি । অকর্তব্যতা-জ্ঞাননিষ্ঠত্বৈব হি পর-
মার্থতঃ প্রতিষেধবিধীনাং স্তাৎ । কুদার্থশ্চ প্রতিষেধজ্ঞানসংস্কৃতশ্চ অভক্ষ্যেহভোজ্যে
বা প্রতাপহিতে কলজাতিশস্তাদাদৌ ‘ইদং ভক্ষ্যম্, অদো ভোজ্যম্’ ইতি বা জ্ঞান-
রূপপদম্, তদ্বিষয়্য প্রতিষেধজ্ঞানস্বত্যা বাধ্যতে ; যুগত্বক্ষিকারামিব পেরজ্ঞানং
তদ্বিষয়-বাণাস্তা-বিজ্ঞানেন । তস্মিন্ বাধিতে স্বাভাবিকবিপরীতজ্ঞানে অনর্থকরী

তদ্বক্ষণভোজনপ্রবৃত্তির্ন ভবতি । বিপরীতজ্ঞাননিমিত্তায়াঃ প্রবৃত্তেন্নিবৃত্তিরেব, ন পুনর্যত্নঃ কার্যাস্তদভাবে । তস্মাৎ প্রতিবেদবিধীনাঃ বস্তু-যথাত্ম্যজ্ঞাননিষ্ঠত্বেব, ন পুরুষ-ব্যাপারনিষ্ঠতা-গন্ধোহপ্যস্তি । তথেষাপি পরমাত্মাদি-যথাত্ম্যজ্ঞানবিধীনাং তাবদ্ব্যাক্রপৰ্য্যবসানত্বেব স্মাৎ । তথা তদ্বিজ্ঞানসংস্কৃতস্ত তদ্বিপরীতার্থজ্ঞাননিমিত্তানাং প্রবৃত্তীনাম্ অনর্থার্থত্বেন জায়মানত্বাৎ, পরমাত্মাদি-যথাত্ম্য-জ্ঞানবৃত্ত্যা স্বাভাবিকে তদ্বিনিমিত্তবিজ্ঞানে বাধিতে, অভাবঃ স্মাৎ । ১১ ।

নহু কলঞ্জাদিতত্ত্বগণাদেঃ অনর্থার্থত্ব-বস্তুযথাত্ম্যজ্ঞানবৃত্ত্যা স্বাভাবিকে তদ্বক্ষ্যত্বাদি-বিপরীতজ্ঞানে নিবর্তিতে, তদ্বক্ষণাত্মনর্থপ্রবৃত্ত্যভাববৎ অপ্রতিবেদ-বিষয়ত্বাৎ শাস্ত্রবিহিতপ্রবৃত্ত্যভাবো ন যুক্ত ইতি চেৎ ; ন ; বিপরীতজ্ঞাননিমিত্ত-জ্ঞানর্থার্থত্বাভায়াং তুল্যত্বাৎ । কলঞ্জতত্ত্বগণাদিপ্রবৃত্তেঃ মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্তত্বমনর্থার্থত্ব-যথা, তথা শাস্ত্রবিহিতপ্রবৃত্তীনামপি । তস্মাৎ পরমাত্ম-যথাত্ম্যবিজ্ঞানবতঃ শাস্ত্র-বিহিতপ্রবৃত্তীনামপি, মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্তত্বেন অনর্থার্থত্বেন চ তুল্যত্বাৎ পরমাত্ম-জ্ঞানেন বিপরীতজ্ঞানে নিবর্তিতে যুক্ত এবাভাবঃ । ১২ ।

নহু তত্র যুক্তঃ, নিত্যানাস্ত কেবলশাস্ত্রনিমিত্তত্বাৎ অনর্থার্থত্বাভাবাচ্চ অভাবো ন যুক্তঃ ? ইতি চেৎ ; ন ; অবিচ্ছায়াগদেবাদিদোষবতো বিহিতত্বাৎ । যথা স্বর্গকামাদি দোষবতো দর্শপৌর্ণমাসাদীনি কাম্যানি কৰ্ম্মাণি বিহিতানি, তথা সৰ্ব্বানর্থ-বীজাবিচ্ছাদিদোষবতঃ তজ্জনিতেষ্টানিষ্ট-প্রাপ্তি-পরিহার-রাগদেবাদিদোষ-বতশ্চ তৎপ্রেরিতাবিশেষ-প্রবৃত্তেঃ ইষ্টানিষ্ট-প্রাপ্তি-পরিহারার্থিনো নিত্যানি কৰ্ম্মাণি বিধীয়ন্তে, ন কেবলং শাস্ত্রনিমিত্তান্ত্বেব । ন চ অগ্নিহোত্র-দর্শপৌর্ণমাস-চাতুৰ্ম্মাস-পশুবন্ধ-সোমানাঃ কৰ্ম্মণাং স্বতঃ কাম্যানিত্যত্ববিবেকোহস্তি । কর্তৃগতেন হি স্বর্গাদিকাম-দোষণে কামার্থতা ; তথা অবিচ্ছাদিদোষবতঃ স্বভাবপ্রাপ্তেষ্টানিষ্ট-প্রাপ্তিপরিহারার্থিনঃ তদর্থান্ত্বেব নিত্যানি—ইতি যুক্তম্, তৎ প্রতি বিহিতত্বাৎ । ন পরমাত্ম-যথাত্ম্য-বিজ্ঞানবতঃ শমোপায়ব্যতিরেকেণ কিঞ্চিৎ কৰ্ম্ম বিহিতমুপ-লভ্যতে । কৰ্ম্মনিমিত্ত-দেবতাদি-সৰ্ব্বসাধন-বিজ্ঞানোপমর্দেন হি আত্মজ্ঞানং বিধীয়তে । ন চ উপমর্দিতক্রিয়াকারকাদিবিজ্ঞানশ্চ কৰ্ম্মপ্রবৃত্তিরূপপত্ততে, বিশিষ্টক্রিয়াসাধনাদিজনপূৰ্ব্বকত্বাৎ ক্রিয়াপ্রবৃত্তেঃ । ন হি দেশকালাত্মনবজ্জিন্না-স্থলাদ্বয়াদিঐক্য-প্রত্যয়ধারণঃ কৰ্ম্মাবসরোহস্তি । ভোজনাদিপ্রবৃত্ত্যবসরবৎ স্মাদিতি চেৎ ; ন, অবিচ্ছাদিকেবলদোষনিমিত্তত্বাৎ ভোজনাদিপ্রবৃত্তেঃ আবস্ত-কত্বাহুপপত্তেঃ । ন তু, তথাহিনিয়তং কদাচিৎ ক্রিয়তে, কদাচিৎ ক্রিয়তে চেতি নিত্যং কৰ্ম্মোপপত্ততে । কেবলদোষনিমিত্তত্বাৎ তু ভোজনাদি-

কৰ্মণোহনিয়তত্বং স্তাৎ, দোবোন্তবাস্তিভবয়োঃ অনিয়তত্বাৎ কামানামিব কাম্যেবু । ১৩ ।

শাস্ত্রনিমিত্ত-কালাত্মপেক্ষত্বাচ্চ নিত্যানামনিয়তত্বানুপপত্তিঃ, দোবনিমিত্তত্বে সত্যপি যথা কাম্যায়িহোক্ত্রশ শাস্ত্রবিহিতত্বাৎ সাংখ্যপ্রাতঃকালাত্মপেক্ষত্বম্, এবম্ তত্ত্বোজনাদিপ্রবৃত্তৌ নিরমবৎ স্তাদিতি চেৎ ; ন ; নিয়মস্ত অক্ৰিয়াত্বাৎ ক্ৰিয়ায়াশ্চ অপ্রযোজকত্বাৎ নাসৌ জ্ঞানস্ত অপবাদকরঃ । তস্মাৎ পরমাত্ম-মাথাভ্যা-জ্ঞান-বিধেরপি তদ্বিপরীত-স্থূলদৈতাদিজ্ঞান-নিবৰ্ত্তকত্বাৎ সামর্থ্যাৎ সৰ্ব্বকৰ্মপ্রতিবেধ-বিধার্থত্বং সম্পাদ্যতে, কৰ্মপ্রবৃত্ত্যভাবস্ত তুলাত্বাৎ, যথা প্রতিবেধবিষয়ে । তস্মাৎ প্রতিবেধবিধিবচ্চ বস্তু-প্রতিপাদনং তৎপরত্বঞ্চ সিদ্ধং শাস্ত্রস্ত ॥ ১০ ॥ ১ ॥

টীকা।—নিপাতার্থমেব ক্ষুটিয়তি—বৰ্ত্তমানেনিতি । প্রজাপতিশব্দো ভবিষ্যদ্বস্তা যজ্ঞমানঃ গোচরয়তীত্যাহ—বৃষ্ণেতি । ইন্দ্রাদয়েঃ দেবাঃ বিরোচনাদয়শ্চাহুৰাঃ, ইত্যাপশব্দাঃ বারয়তি—তজ্জবেতি । যজ্ঞমানেবু প্রাণেবু দেবহমমূরক্ চ বিরুদ্ধাঃ ন সিধাতীতি শব্দভেদে—কণমিতি । তেহু তছুভয়মৌপাধিকং সাধয়তি—উচ্যত ইতি । শাস্ত্রানপেক্ষয়োজ্ঞানকৰ্মণোঃ উৎপাদকমাত্র—প্রত্যক্ষেতি । সন্নিধানাসন্নিধানাভাঃ প্রমাণদ্বয়োক্তিঃ । যেষেবামস্তম্ রমণং নাম আত্মস্বরহম্ । তত ইত্যাদিবাক্যদ্বয়ং বাচ্যে—যস্মাচ্চেতি । দেবানামমূরক্ প্রপকয়তি—স্বাভাবিকী হীতি । মহন্তস্যে হেতুর্দ্বিষ্টপ্রয়োজনস্বাদিতি । অস্তরাণাং বহুঃ প্রপকয়তি—শারদানিতেতি । অস্তরাণাং বাহুল্যমিতি শেষঃ । তদেব সাধয়তি—অত্যন্তত্বতি । ১ ।

উভয়েবাং দেবাহুৰাণাং মিধঃ সজ্জং দর্শয়তি—তে দেবাস্চেতি । কথং ব্রহ্মাদীনাং স্বাবরা-স্তানাং ভোগস্থানানাং স্পর্ধানিমিত্তত্বমিত্যাশঙ্ক্য তেষাং শাস্ত্রীয়ৈতরজ্ঞানকৰ্মসাধ্যত্বাৎ তয়োশ্চ দেবাহুরজ্ঞানার্থনত্বাৎ তস্ত চ স্পর্ধাপূর্বকত্বাৎ পরস্পরয়া লোকানাং তন্নিমিত্তত্বমিত্যভিপ্রেত্যা বিশিনষ্ট—স্বাভাবিকেতি । কা পুনরেবাং স্পর্ধা নামেত্যশঙ্ক্যাহ—দেবানং চেতি । তামেব সফলাং বিরূপেতি—কদাচিদিত্যাদিনা । অধিকৃতৈরমূরপরাভয়ে দেবভয়ে চ প্রযতীতবামিত্যনু-গ্রহবৃদ্ধা ভয়ফলমাত্র—এবমিতি । ২ ।

আকাজ্ঞাপূর্বকমনস্তরবাক্যাদায় বাক্যরোতি—ত এবমিত্যাদিনা । যোগ্যম্ উল্লীপো নাম কৰ্ম্মাস্তৃতঃ পদার্থঃ, তৎকর্তৃঃ প্রাণস্ত দরূপাশ্রয়ণমেব কথং সিদ্ধতীত্যাশঙ্ক্যাহ—উল্লীপেতি । কিং তৎ কৰ্ম্ম কিং বা জ্ঞানং, তদাহ—কন্মেতি । তদেতানি “অসতো মা সদ্-ময়”-ইত্যাদীনি বজ্রং যি জপেদিতি বিধিৎসুমানমিতি যোজনং । ৩ ।

‘দ্বয়া হ’-ইত্যাদি ন জ্ঞাননিরূপণপরং, জপবিধিশেষত্বেনার্থবাদত্বাৎ, তৎ কুতোক্ত জ্ঞানস্ত নিরূপণাভাবমিত্যাক্ষিপতি—নর্হিতি । আভিন্নগোণ আয়োজ্যত্বং দেবভাবমনেনেত্যভ্যারোহে! মন্ত্রজপস্তদ্বিধিশেষার্থবাদঃ ‘দ্বয়া হ’-ইত্যাদিবাক্যমিত্যর্থঃ । উপাস্তিবিধিশ্রবণাস্তংপরং বাক্যং ন জপবিধিশেষ ইতি দূষয়তি—নেতি । মা ভুং জপবিধিশেষঃ, তথাপি উদ্গারেতোদ্গাত্ত্রস্ত কৰ্ম্মণঃ সন্নিধানৈ পুরাতনকল্পনাপ্রকারস্ত ‘দ্বয়া হ’-ইত্যাদিনা প্রবণাৎ তদ্বিধিশেষঃ অর্থবাদোহয়-মিতি শব্দভেদে—উদ্গীৰ্হেতি । নেদং বাক্যং জ্ঞানঃ চৌদ্গীৰ্হবিধিশেষঃ, তৎপ্রকরণত্বাভাবেন

সম্মিধাভাবাদিতি দুষয়তি—নাপ্রকরণাদিতি । উদগীথন্তর্হি ক বিদীয়তে ? ন খববহিতমঙ্গ ভবতি, তত্রাহ—উদগীথন্তু চেতি । অস্ত্রয়েতি কর্মকাণ্ডোক্তিঃ । অপোদগ্গায়ত্বেতাদগীথবিধিরগীহ প্রতীয়তে, তৎকথং সম্মিধিরপোচ্ছতে, তত্রাহ—বিদ্যোতি । উদগীথবিধিরিহ প্রতীয়মানঃ প্রাণস্তোদগাতৃদৃষ্টা উপাসনবিধিঃ, অস্ত্রাণা প্রকরণবিরোধাদিত্যর্থঃ ।

জপবিধিশেষত্বমুদগীথবিধিশেষত্বং বা জ্ঞানস্ত নাতীতুক্তম্ ; ইদানীং জপবিধিশেষত্বাভাবে যুক্তান্তরমাহ—অভ্যারোহেতি । অনিত্যং সাধয়তি—এবমিতি । প্রাণবিজ্ঞানবতা অমুঠেরো জপো ন তদ্বিজ্ঞানাৎ প্রাগুক্তি, তেনাসৌ পশাদ্ভারী প্রাণেব সিদ্ধা বিজ্ঞানঃ প্রযোজয়তীত্যর্থঃ । তস্তাপি প্রাচীনত্বং কথমিত্যশঙ্ক্যাহ—বিজ্ঞানন্তু চেতি । “য এষ বিদ্বান্ পৌর্ণমাসীং যজতে” ইতিবৎ য এষ বেদেতি বিজ্ঞানং শ্রুতম্ । ন হি প্রযাজাদি পৌর্ণমাসীংপ্রযোজকম্ । তস্তা এষ তৎপ্রযোজকত্বাৎ । তথা প্রাণবিৎপ্রযোজ্যে জপো ন বিজ্ঞানপ্রযোজকঃ । তন্তু স্বপ্রযোজক-ত্বেন প্রাণেব সিদ্ধেরাবগতকহাদিত্যর্থঃ । ফলবত্বাচ্চ প্রাণবিজ্ঞানং বত্বং বিধিৎসিতমিত্যাহ—তদ্ব্যক্তি । প্রাণোপাস্তেবিরক্তিত্বে চেত্বান্তরমাহ—প্রাণস্তেতি । ‘যদ্বি স্তুয়তে তদ্বিদীয়তে’ ইতি শ্রায়মাশ্রিতোক্তমেব প্রপঞ্চয়তি—ন সীতি । ইতচ্চ প্রাণোপাস্তিরত্র বিধিৎসিতৈত্যাহ—মুতুমিতি । ফলবচনং প্রাণস্তানুপাস্তে নোপপদ্যত ইতি সম্বন্ধঃ । উক্তমেব ব্যনক্তি—প্রাণেতি । মুতুমোক্ষণানন্তরং বাগানীনাং যদগাদিহং ফলং, তদধাস্ত্রপরিচ্ছেদং সিদ্ধা উপাসিতুরাধিদৈবিক-প্রাণস্বরূপাপত্তেঃ উপপদ্যতে । তস্মাৎ বিধিৎসিতৈব্যত্র প্রাণোপাস্তিরিত্যর্থঃ । ৪ ।

উক্তশ্রায়েন প্রাণোপাস্তিমুপেতঃ প্রাণদেবতাং শুদ্ধাদিগুণবর্তীমানাক্রান্তি—ভবত্বিতি । যথা প্রাণস্তোপাস্তিঃ শাস্ত্রদৃষ্টহাদিষ্টা, তথা অস্ত্র গুণসম্বন্ধঃ শ্রুতহাদেদেবতঃ, উপাস্তাবুপাস্তে চ গুণবতি প্রাণে প্রামাণিকপ্রাপ্তেরবিশেষাদিতি সিদ্ধান্তী ক্রতে—নহিতি । প্রাণন্তু উপাস্তে বিশুদ্ধাদি-গুণবাদস্তু স্তুতার্থহেনার্থবাদত্বসম্বাৎ ন যথোক্তা দেবতা স্তাদিতি পূর্ববাদাহ—ন স্তাদিতি । বিশুদ্ধাদিগুণবাদস্তুত্বার্থবাদত্বেহপি নাত্ত্বার্থবাদত্বমিতি পরিহরতি—নেতি । বিশুদ্ধাদিগুণ-বিশিষ্টপ্রাণদৃষ্টেরত্র ফলপ্রাপ্তিঃ শ্রুতা, ন সা জ্ঞানস্তু যিথার্থত্বে যুক্তা, সমাগজ্ঞানাদেব পূমর্থাপ্তেঃ সম্বাৎ ; অতঃ স্তুতিরপি যথার্থেব ইত্যর্থঃ । লোকদৃষ্টান্তঃ বচ্যে—যো হীতি । ইহেতি বেদাধাদাষ্টীপ্তিকোক্তিঃ ।

নমু বিশুদ্ধাদিগুণবতীং দেবতাং বদন্তি বাক্যানি উপাসনাবিধার্থত্বাৎ ন স্বার্থে প্রামাণ্য-প্রতিপদ্যন্তে, তত্রাহ—ন চেতি । অস্ত্রপরাণামপি বাক্যানাং মানান্তরসম্বাদবিসংবাদমোরসতোঃ স্বার্থে প্রামাণ্যমভবানুসারিভিরেবামিত্যর্থঃ । নমু প্রাণন্তু বিশুদ্ধাদিবাদো ন স্বার্থে মানম্, অস্ত্রপরত্বাৎ, আদিত্য-বুপাদিবাক্যবৎ, অত আহ—ন চেতি । আদিত্য-বুপাদিবাক্যজ্ঞানস্ত প্রত্যক্ষাদিনা অপবাদবৎ বিশুদ্ধাদিগুণবিজ্ঞানন্তু নাপবাদঃ শ্রুতঃ, তস্মাৎ বিশুদ্ধাদিবাদস্ত স্বার্থে মানত্বমপ্রতুহমিত্যর্থঃ । বিশুদ্ধাদিগুণকপ্রাণবিজ্ঞানাৎ ফলপ্রবণাৎ তদ্বাদস্ত যথার্থত্বমেবেত্বাপ-সংহরতি—তত ইতি । লোকবৎ বেদেহপি সমাগজ্ঞানাৎ ইষ্টপ্রাপ্তিরনিষ্টপরিহারশ্চ ইত্যঙ্গ-মুণেনোক্তমর্থং ব্যতিরেকমুণেনাপি সমর্থয়তে—বিপর্যয়ে চেত্যানি ।

শাস্ত্রস্ত অস্বার্থত্বমিতি শঙ্কাং নিরাস্যে—ন চেতি । অপৌরুষেয়শাস্ত্রাবিতসম্বন্ধ-

দোষস্ত অশেষপুরুষার্থহেতোঃ শাস্ত্রস্ত অনর্থার্থত্বমেষ্টমশকমিত্যর্থঃ। শাস্ত্রস্ত যথাভূতার্থত্বং নিগময়তি—তন্মাদিতি। উপাসনার্থং জ্ঞানার্থং চেতি শেষঃ। ৫।

শাস্ত্রাৎ যথার্থপ্রতিপত্তেঃ প্রেরঃপ্রাপ্তিরিত্যত্র ব্যভিচারং চোদয়তি—নামাদাবিতি। তদেব ক্ষুটয়তি—ক্ষুটিমিতি। অত্রক্ষণ ব্রহ্মদৃষ্টিরতঃস্বংস্তদ্বুদ্ধিহাৎ মিথ্যা যীঃ, সা চ যাবন্নামো গতমিতাদিপ্রকৃতাঃ কলবতী, ততঃ শাস্ত্রাৎ যথার্থপ্রতিপত্তেঃ ফলমিত্যুক্তমিত্যর্থঃ। ভেদাগ্রহ-পূৰ্ণকোঃস্তত্ত্ব অন্ত্যাত্মাবভাসো মিথ্যাজ্ঞানম্, অত্র তু ভেদে ভাসমানো অন্ত্যাত্মদৃষ্টিঃ বিধীয়তে। যথা বিকোর্ভেদে প্রতিমারাং গৃহমাণে তত্র বিক্ষুদৃষ্টিঃ ক্রিয়তে, তন্মেনং মিথ্যাজ্ঞান-মিত্যাহ—নেতি। নঞর্থঃ স্পষ্টয়তি—নামাদাবিতি। প্রম্পূৰ্ণকঃ হেতুঃ বাচ্যে—কন্মাদিতি। প্রতিমারাং বিক্ষুদৃষ্টিঃ প্রতালননভমেব ন বিক্ষুতাদাত্মাঃ, নামাদেস্ত ব্রহ্মতাদাত্মাঃ প্রতমিতি বৈষম্যমাশঙ্ক্যাহ—আলম্বনভবেনিতি। উক্তমর্থং বৈধম্মাদৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি—যথোক্তি। ৬।

কৰ্ম্মযীমাংসকো ব্রহ্মবিষয়েব একটয়ন্ প্রত্যবহিষ্ঠতে—ব্রহ্মোক্তি। কেবলো তদদৃষ্টিরেব নান্নি চোচ্চতে, চোদনাবশ্যচ্চ কলং সৎস্তুতি, ব্রহ্ম তু নাস্তি, মানাত্মাবাদিত্যর্থঃ। অথ যথা দেবানাং প্রতিমাদিব উপাস্তমানানামন্তয়ং সৎ, যথা চ যথাত্মজ্ঞানং পিতৃণাং ব্রাহ্মণাদিদেহে তর্পমাণানাম্ অন্তয়ে সৎ, তথা ব্রহ্মণোহপি নামাদাবুপাস্তব্যং অন্তয়ং সৎ ভবিষ্যতীত্যশঙ্ক্যাহ—এতেনোক্তি। নামাদৌ ব্রহ্মদর্শনেতি যাবৎ। দৃষ্টান্তাসিদ্ধেন কাপি ব্রহ্মাত্ম্যেতি ভাবঃ। সত্যজ্ঞানাদিলক্ষণ-ব্রহ্ম নাস্তি ইত্যুক্তম্, ‘সদেব সোমোদম্’ ইত্যাদিপ্রত্যয়েরিত্যাহ—নেতি। কিঞ্চ, ব্রহ্মদৃষ্টিঃ সত্যার্থী, শাস্ত্রীয়দৃষ্টিহাৎ, ‘ইয়মেব ব্রহ্ম, অগ্নিঃ সান’ ইতি দৃষ্টিবদিত্যাহ—কণাদিহিতি। তদেব স্পষ্টয়তি—বিষ্ময়ানেতি। তাভির্দৃষ্টিভিঃ সামান্যং দৃষ্টিত্বং, তন্মাদিতি যাবৎ। যৎ তু দৃষ্টান্ত-সিদ্ধিরিতি, তত্রাহ—এতেনোক্তি। ব্রহ্মদৃষ্টিঃ সত্যার্থবচনেতি যাবৎ। ব্রহ্মাস্তিহে হেতুস্তর-মাহ—মুখ্যাপেক্ষাদিতি। উক্তমেব বিবৃণোতি—পক্ষোক্তি। পক্ষায়য়ো দুঃপক্ষস্তপুণিব-পুরুষাবোচিতঃ। আদিপদং বাগ্ধেয়াদিগ্রহার্থম্। ৭।

ননু বেদান্তবেদন্তঃ ব্রহ্ম ইচ্ছতে, ন চ তেজঃ তচ্ছাঃ সিধ্যতি, তেবাং বিধিবৈধূয়োঃ অপ্রমাণাৎ; তৎ কুতো ব্রহ্মসিদ্ধিরিত্যাহ—ক্রিয়ার্থোক্তি। বিমতঃ স্বার্থে প্রমাণম্ অজাতজ্ঞাপকহাৎ সম্ভবৎ। অতো বেদান্তশাস্ত্রাদেব ব্রহ্মসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। সিদ্ধসাধ্যার্থভেদেন বৈষম্যং অবিশিষ্ট-ত্বম্ অনিষ্টম্, ইত্যশঙ্কাত্তঃ বিবৃণোতি—যথা চেতি। বিশিষ্টত্বং স্বরূপোপকারিত্বং কলোপ-কারিত্বং চ পক্ষযোক্তং প্রকারং পরায়ত্নেনেবম্ ইত্যাদিষ্টম্। অলৌকিকত্বং সাধয়তি—প্রত্যক্ষা-দীতি। কিঞ্চ, বেদান্তানামপ্রামাণ্যং বুদ্ধান্তঃপত্তেক্ষা সংশয়াহ্ব্যংপত্তেক্ষা? নান্ত ইত্যাহ—ন চেতি। ন দ্বিতীয় ইত্যাহ—ন চানিচ্ছতি। কোটিঘ্নাংশ্চিহ্নাদবাধাক্ষেত্যাঃ। ৮।

ক্রিয়ার্থেক্ষাক্যে বিজ্ঞার্থীনাং বাক্যানাং সাধর্মাযুক্তমাকিপতি—অনুষ্ঠেয়ৈতি। সাধর্মা-যুক্তত্বমেব ব্যসক্তি—ক্রিয়ার্থৈরিতি। বাক্যোপবুদ্ধেব্ব্যর্থত্বাৎ বিধাতাবেপি বাক্যপ্রামাণ্যম্ অজাতজ্ঞাপকত্বেন অবিরুদ্ধমিতি পরিহরতি—ন জ্ঞানভেতি। অনুষ্ঠেয়নিষ্ঠত্বসত্ত্বেরেণ কুতো বস্তনি এরোপপ্রত্যয়োঃ তথার্থত্বমিত্যশঙ্ক্য তদোক্তিবিষয়-তথার্থত্বং তদপেক্ষ্যপ্রামাণ্যার্থত্বং বেতি বিকলজ্ঞাত্বং দূষয়তি—ন হীতি। তদুত্তরবিষয়স্ত কৰ্ত্তব্যার্থত্বং তথার্থত্বং ন কৰ্ত্তব্যত্বাপেক্ষং, কিন্তু মাননমাত্মাৎ; অতথা বিশ্লেক্তকবিধিবাক্যোহপি তথাত্মপত্তেরিত্যর্থঃ। দ্বিতীয়ং প্রত্যাহ—ন

চেতি । বুদ্ধিগ্রহণং প্রয়োগোপলক্ষণার্থম্ । কর্তব্যতাব্যবসায়প্রয়োগাদেঃ নানুষ্ঠেয়বিষয়ত্বাৎ মানসঃ, কিন্তু প্রমাকরণদ্বাং তচ্ছব্দাচ্চ ; অত্যা উক্তাতিপদসিদ্ধিভাবন্যত্বাৎ, অতোহনুষ্ঠেয়নিষ্ঠং মানসে অনুপবৃত্ত্যনুষ্ঠানার্থঃ ।

কৃত্ত্বহি কাৰ্য্যাকাৰ্য্যদ্বয়ো ? ইত্যশঙ্ক্যাহ—বেদেতি । বৈদিকক্রান্তি অবাধেন তপার্থেই সিদ্ধে সমীহিতসাধনত্ববিশিষ্টং চেৎ বস্ত, তদা কর্তব্যমিতি ধিয়া অনুষ্ঠিষ্ঠতি । তচ্চেৎ অনিষ্ট-সাধনত্ববিশিষ্টং, তদা ন কাৰ্য্যমিতি ধিয়া নানুষ্ঠিষ্ঠতি । অতো নানাং তন্ত্ৰানুষ্ঠানানুষ্ঠানহেতু কাৰ্য্যাকাৰ্য্যদ্বয়ো ইত্যর্থঃ । তথাপি ব্রহ্মণো বাক্যার্থত্বং পদার্থত্বং বা ? নাহু ইত্যাহ—অননু-
ষ্ঠেয়ই ইতি । তন্ত্ৰ অকাৰ্য্যত্বত্বংপি বাক্যার্থত্বং কিং ন স্তাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন হীতি । উভয়-
ত্রাসত্যাতি ছেদঃ । ৯ ।

দ্বিতীয়ঃ দুষয়তি—পদার্থেই চেতি । ব্রহ্মণঃ শাস্ত্যর্থমন্তঃ—ইত্যাচ্যতে । কাৰ্য্যানুষ্ঠে
অর্থে বাক্যপ্রামাণ্যং দৃষ্টান্তেন সাধয়তি—নেতাদিনা । শুক্লকৃষ্ণলোহিতমিথলক্ষণং বর্ণচতুষ্টয়ং,
তদ্বিশিষ্টো মেরুরস্তাতাদিপ্রয়োগে মের্বাদো অকাৰ্য্যত্বংপি সমগ্ৰপদধন্যত্বং তদ্ব্যবসিকাদপি
কাৰ্য্যানুষ্ঠে ব্রহ্মণি সমগ্ৰজ্ঞানসিদ্ধিরিত্যর্থঃ । দৃষ্টান্তত্বংপি কাৰ্য্যত্বংবাব্য বাক্যত্বং উদেতীত্যা-
শঙ্ক্যাহ—ন চেতি । ননু তত্র ক্রিয়াপদাধীন পদনংহতিয়ুক্তা, বেদান্তত্বং পুনস্তদভাবাৎ পদ-
নংহতাব্যোগাৎ কুতো বাক্যপ্রামাণ্যকং ব্রহ্মণঃ নন্তবতি ! তত্রাহ—তথাপি ।

বিষয়ত্বফলং সিদ্ধার্থজ্ঞানদ্বাং সম্ভবৎ, ইত্যনুমানান্তদ্বাদেঃ সিদ্ধার্থস্তায়ত্ত্বং মানসম্, ইতি
শঙ্কতে—মেবাদতি । প্রতিবিরোধেন অনুমানং ধূনীতে—নেতাদিনা । বিষয়ভববিরোধাত
নৈবমিত্যাহ—সংসারেতি । ফলশ্রুতেরর্থবাদেই অমানসত্বং অনুমানাবধিকতা, ইত্যশঙ্ক্যাহ—
অনন্তেতি । পূর্ণময়ীত্বাদিকরণস্থানেই জুহোং ফলশ্রুতেরর্থবাদত্বং যুক্তম্ । ব্রহ্মণঃ অন্তর্গত-
প্রাপকত্বাৎ তৎফলশ্রুতেরর্থবাদত্বাসিদ্ধিরিতি ; অত্যা শাস্ত্যর্থকানারম্ভঃ স্তাদিত্যর্থঃ । ১০ ।

প্রত্যহুভবাভাং বাক্যোক্তজ্ঞানস্ত কলবদুদেষ্টেইত্যুক্ত, কাৰ্য্যানুষ্ঠে অর্থে তদমস্তাদেদ্ব্যননতা
ইত্যুক্তং, সম্প্রতি শাস্ত্রস্ত কাৰ্য্যপরিধানিয়মে হেতুস্বরমাহ—প্রতিবিজ্ঞেতি । যতপি কলজ্ঞত্বকণা-
দেবদ্যপাতস্ত চ সম্বন্ধঃ ‘ন কলজ্ঞঃ ভক্ষয়েৎ’ ইত্যাদিবাক্যত্বং প্রতিযুক্তে, তথাপি তন্ত্ৰানুষ্ঠেয়ত্বাৎ
বাক্যস্তানুষ্ঠেয়নিষ্ঠত্বসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি । সম্বন্ধস্ত অভাবার্থত্বাৎ নানুষ্ঠেয়তা ইত্যর্থঃ ।
অন্তকণাদি কাৰ্য্যমিতি বিধিপরিহমেব নিষেধবাক্যস্ত কিং ন স্তাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি ।
তন্ত্ৰাপি কাৰ্য্যার্থেই বিধিনিষেধভেদভঙ্গ্যৎ নঞশ্চ বসৎকাত্তবাবধানে যুগান্তার্থান্তরে বৃত্তৌ
লক্ষণাপাতান্নিবিদ্ধবিষয়ে রাগাদিনা প্রবৃত্তক্রিয়াবতো নিষেধশাস্ত্যর্থবীক্ষিতস্ত নিষেধশ্রুতের-
করণাৎ প্রসক্তক্রিয়ানিবৃত্ত্যপলক্ষিতাৎ উদাসীনত্বাৎ অননুষ্ঠেয়ং ন প্রতিভাতীত্যর্থঃ । ভাববিষয়
কর্তব্যত্বং বিধীনামর্থোভাববিষয়ং তু নিষেধানামিতি বিশেষমাশঙ্ক্যাহ—অকর্তব্যতেতি ।
অভাবস্ত ভাবার্থভাবাৎ কর্তব্যতাবিষয়ত্বাসিদ্ধিরিতি ইত্যর্থঃ ।

প্রতিষেধজ্ঞানবতোইপি কলজ্ঞত্বকণাদিজনদর্শনাৎ তন্নিবৃত্তেনিয়োগাধীনত্বাৎ তন্নিষ্ঠমেব
বাক্যমেষ্টব্যমিতি চেৎ, ন, ইত্যাহ—কুখ্যতি । বিবলিস্তবাপহতস্ত পশোদ্যঃ কলজ্ঞঃ,
ব্রহ্মণ্যন্ততিশাপযুক্তস্ত চান্দ্রপানাদি, তন্নিবৃত্তকো অভোজ্যে চ ত্রাপ্তে যদ্বদ্রজ্ঞানং কুৎসামন্তোৎ-
পন্নং, তন্নিষেধবীক্ষিতস্ত তদ্ব্যবসায় বাধ্যমিত্যাদি লৌকিকদৃষ্টান্তমাহ—যুগত্বিকায়ানিতি ।

তথাপি প্রযুক্ত্যাবসিদ্ধয়ে বিধির্থ্যামিতি চেৎ ; ন ; ইত্যাহ—তস্মিন্নিতি । তদভাবঃ প্রযুক্ত্য-
ভাবো ন বিধিজন্তপ্রযুক্ত্যসাধো নিমিত্তাভাবেনৈব সিদ্ধেরিতি তর্থাৎ । দৃষ্টাণ্ডমুপসংহরতি—তস্মাদিতি ।
দাষ্টান্তিকমাহ—তথেতি । ন কেবলং তত্ত্বমস্তাদিবা কানাং সিদ্ধবস্ত্বমাত্রপ্রযাবসানতা,
কিন্তু সর্বকর্মানিবর্তকমপি সিধাতীত্যাহ—তথেতি । অকর্তৃত্বোক্তব্রহ্মাহমিতিজ্ঞানসংকৃত্ত
প্রযুক্ত্যনামভাবঃ স্তাদিতি সৎকঃ । তস্মাৎ ব্রহ্মভাবাদবিপরীতঃ অর্থঃ যন্ত কর্তৃহাদিজ্ঞানন্ত
তস্মিন্নিমানাম অনর্থার্থত্বেন জায়মানহাদিতি হেতুঃ । কদা পুনস্তাসামভাবঃ স্তাদিত
আহ—পরমাস্তাদিতি । ত্রাস্তিপ্রাপ্তভক্ষণাদিনিরাসেন নিবৃত্তিনিষ্ঠতয়া নিবেদ্যবাক্যন্ত মানত্বৎ
তদ্বাদেরপি প্রত্যঃগ্জ্ঞানোক্তকর্তৃহাদিনিবর্তকত্বেন মানহোপপত্তিরিতি সমুদায়ার্থঃ । ১১ ।

দৃষ্টাণ্ডদাষ্টান্তিকয়োঃ সমাশ্রয়তঃ—নহতি । তন্ত নিমিত্তহাদনর্থার্থত্বমেব যদ্বস্ত্বাণাম্
তজ্জ্ঞানেন নিবেদ্য কৃতে তৎসংস্কারদ্বারা সম্পাদিতস্মাতা শাস্ত্রঃজ্ঞানবিপরীতজ্ঞানে বাধিত
তৎকাব্যপ্রযুক্ত্যভাবো নিমিত্তাভাবে নৈমিত্তিকাতাবল্যায়েন যুক্তঃ, ন তথাঃপ্রিয়হোত্রাদিপ্রযুক্ত্য-
ভাবো যুক্তঃ । ব্রহ্মবিদ্যা অগ্নিহোত্রাদি ন কর্তৃবামিতি নিবেদ্যমূলভাদিতার্থঃ । তদ্বস্ত্বাদি-
বাক্যেন অর্থান্নিবিব্রক্তমগ্নিহোত্রাদীতি মদ্বানঃ সমামাহ—নেত্যাদিনা । শাস্ত্রঃপ্রযুক্ত্যানাঃ গভ-
বাসাদিহেতুহাদনর্থার্থত্বমহং কথংতদাভ্যাসমানকৃত্বেন বিপরীতজ্ঞাননিমিত্তমহং । এতদেব
দৃষ্টান্তাবষ্টেন স্পষ্টমিতি—কলঙ্কোতি । ১২ ।

কাম্যানামজ্ঞানহেতুহাদনর্থার্থহাত্যাঃ বিদ্বদ্বস্ত্বঃ প্রযুক্ত্যভাবো যুক্তঃ, নিত্যানাং তু শাস্ত্রমাত্র-
প্রযুক্ত্যমুত্তানহাদজ্ঞানকৃত্ত্বঃ প্রত্যাবায়ণানর্থার্থসিদ্ধাচ্চ নানর্থকরহমঃপ্রযুক্ত্য প্রযুক্ত্যভাবো যুক্তো
ন ভবতীতি শব্দে—নহতি । নিত্যানাঃ শাস্ত্রমাত্রকৃত্যমুত্তানহাদনর্থার্থসিদ্ধিমিতি পরিহরতি—
নেত্যাদিনা । তদেব প্রপঞ্চরতি—তথেতি । অবিত্তাদীত্যাদিশব্দেন অস্তিতাদিরূপচতুষ্কয়োক্ত্যঃ ।
১৩রবিজ্ঞাদিভিত্ত নিতেষ্টপ্রাপ্তো তাদগনিষ্টপ্রাপ্তো চ ক্রমেণ রাগদ্বৈমবতঃ পুরুষন্ত উষ্ট্রাপ্তি-
মনিষ্টপরিহারঃ চ বাহুতস্তাত্যামেব রাগদ্বৈমভামিষ্টঃ মে ভূয়াদনিষ্টঃ মা ভূদিত্তি অবিশেষ-
কামনাভিপ্রেতিতাবিশেষপ্রযুক্তিযুক্তন্ত নিত্যানি বিধীয়ন্তে । স্বর্গকামঃ পুত্রকাম ইতি বিশেষাশ্রিতঃ
কাম্যানি । তুলাং তু উভয়েবাং কেবলশাস্ত্রানিমিত্তমহমিতি তর্থাৎ ।

কিক, কাম্যানাঃ দুষ্টত্বঃ ত্রবতা নিত্যানামপি তদ্বিত্তমুৎপত্তিবিনিয়োগপ্রয়োগাধিকারবিধি-
রূপে বিশেষাভাবাদিত্যাহ—ন চোতি । কপং তহি কাম্যানিতাবিভাগস্তুহাচ—কন্তুগতেনেতি ।
স্বর্গকামঃ পুত্রকামঃ ইতিবিশেষাশ্রিতঃ কাম্যানিবিধিরিষ্টঃ মে স্তাদনিষ্টঃ মা ভূদিত্তি অবিশেষকাম-
প্রেরিতাবিশেষিতপ্রযুক্তিমতো । নিত্যাবিধিরিত্যুক্তমিতি তর্থাৎ । নহবিজ্ঞাদিদোদবতো । নিত্যানি
কশ্মণীতায়ুক্তঃ, পরমাস্তজ্ঞানবতোহপি যাবচ্চীবক্ষতেস্তেনামনুষ্টিয়ত্যাৎ, ইত্যাহংকঃ ১৩রবিজ্ঞ-
বিষয়হাৎ নৈবমিত্যাহ—ন পরমাস্তেতি ।

“যোগীকৃত্ত তত্ত্বৈব শমঃ কারণমুচ্যতে”

ইতি স্মৃতেজ্ঞানপরিপাকে কারণং কর্মোপশম এব প্রতীয়তে, ন তথা কশ্মবিধিরিতি তর্থাৎ । ন
কেবলং বিচিত্রং নোপলভ্যতে, ন সম্ভবতি চেত্যাহ—কর্মনিমিত্তেতি । যদা নাসি হং সংসারী,
কিন্তু অকর্তৃত্বোক্ত ব্রহ্মসীতি প্রত্যঃ জ্ঞাপাতে, তদা দেবতারাঃ সম্প্রদানত্বং করণং ব্রীহাদেদি-
ত্যেতৎ সর্বমুপহৃদিতং ভবতি । তৎকথংকর্তৃহাদিজ্ঞানবৎ সম্ভবতি কর্মবিধিরিতি তর্থাৎ ।

উপস্থিতমপি বাসনাবশাদ্ভুক্তবিকৃতি, ততশ্চ বিহুষোঃপি কৰ্ম্মবিধিঃ শ্রাদ্ধাত্মাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি । বাসনাবশাদ্ভুক্তস্তাভাসহাৎ আশঙ্ক্যতা পুনঃপুনৰ্ব্বাচ্যে বিহুষো ন কৰ্ম্মপ্রবৃত্তিরিত্যর্থঃ । কিকানবচ্ছিন্নং ব্রহ্মাশ্রীতি অরতস্তদাশঙ্ক্যত্বং দেশাদিসাপেক্ষং কৰ্ম্ম নিরবকাশমিত্যাহ—ন ইতি । বিহুষো ভিক্কাটনাদিবৎ কৰ্ম্মাবসরঃ শ্রাদ্ধিতি শঙ্কতে—ভোজনাদীতি । অপরোকজ্ঞানবতো বা পরোকজ্ঞানবতো বা ভোজনাদিপ্রবৃত্তিঃ । নাচ্যঃ, অনভ্যুপগমাৎ তৎপ্রতীতেক্কাধিতানুভূতি-মাত্রাহ, অগ্নিহোত্রাদেববাধিতাভিমাননিমিত্তস্ত তথাহানুপপত্তিরিত্যভিপ্রেতাহ—নেতি । ন দ্বিতীয়ঃ । পরোকজ্ঞানিনঃ শাস্ত্রানপেক্ষকৃৎপিপাসাদিদোষকৃতহাৎ তৎপ্রবৃত্তিরিষ্টবাদিত্যাহ—অবিজ্ঞানাদিতি । অগ্নিহোত্রাদ্যপি তথা শ্রাদ্ধিতি চেৎ ; ন ; ইত্যাহ—ন ইতি । ভোজনাদি-পনস্তেরাবশ্যকত্বানুপপত্তিঃ বিবৃণোতি—কেবলেতি । ১৩ ।

ন হু তপে চাদি প্রপঞ্চয়তি—শাস্ত্রনিমিত্তেতি । তর্জি শাস্ত্রবিরুদ্ধকালাদপেক্ষহাৎ নিত্য-নামদোষপ্রভবঃ ভবেদিত্যাশঙ্ক্যাহ—দোষেতি । এবং দোষকৃত্যেপি নিত্যানাং শাস্ত্রসাপেক্ষহাৎ কালাদ্যপেক্ষমবিরুদ্ধমিত্যাহ—এবমিতি । ভোজনাদের্দোষকৃত্যেপি—

“চাতুর্দশঃ চরেদ্ ভক্ষ্যং মর্তীনাং চতুঃপদম্”

ইত্যাদিনিয়মবৎ বিহুষোঃপ্রিহোত্রাদিনিয়মোঃপি শ্রাদ্ধিতি শঙ্কতে—তত্তোজনাদীতি । বিহুষো নাস্তি ভোজনাদিনিয়মঃ, অতিক্রান্তবিধিহাৎ । ন চ এতাবতঃ যপেপ্তেচ্যোপত্তিঃ, অধর্ম্মাধীনা অবিবেককৃত্য হি সা । ন চ তো বিহুষো বিজ্ঞতে । অতোঃপি দ্যাবস্ত্যামপি অসতী যপেপ্তেচ্যে বিজ্ঞাদশায়াঃ কৃতঃ স্ত্রাৎ । সংস্কারস্তাপ্যভাবাৎ । বাধিতানুভূতিশ্চ । অগ্নিহোত্রাদেববাস্তাসহাৎ ন বাধিতানুভূতিরিত্যাহ—নেতি । কিক অবিহুষাৎ বিবিদিব্যাংমেম নিয়মঃ ; তেষাং বিধিনিষেধ-গোচরহাৎ । ন চ তেষামপেয জ্ঞানোদয়পরিপত্তী । চক্ষুঃশ্রুতিঃকল্পস্ত স্ময়ঃক্রিয়াস্তাভাবাৎ । নাপি স ক্রিয়ামাকিপন্ ত্রকবিজ্ঞাৎ প্রতিজ্ঞপতি । অস্মিনবৃত্তাস্মিন তদাশঙ্ক্যকৃত্যসিদ্ধিরিত্যাহ—নিয়মস্তেতি ।

কৰ্ম্মহ রাগাদিমতোহধিকারাদিরক্তস্ত জ্ঞানাদিকারাজ্ জ্ঞানিনো হেহভাবাদেব কৰ্ম্মাভাবাৎ তস্ত ভোজনান্তুল্যহাৎ, তত্বমাদেঃ সৰ্ব্বব্যাপারোপনাস্তকজ্ঞানভেদানিবর্তকয়েন প্রামাণ্যং প্রতিপাদিতমুপসংহরতি—তস্মাদিতি । তস্ত বিধিকল্পপাদকং বাক্যম্, তস্ত নিষেধবাক্যবৎ তত্ব-জ্ঞানহেতোঃ তত্ত্বেরোধির্মথাজ্ঞানধ্বংসিত্বাদশেষব্যাপারনিবর্তকয়েন কূটস্থবস্তুরিত্যস্ত যুক্তং প্রমা-ণ্যম্ । মিথ্যাজ্ঞানধ্বংসে হেহভাবে ফলাভাবজ্ঞানেন সৰ্ব্বকৰ্ম্মনিবৃত্তিরিত্যর্থঃ । তৎপদোপান্তঃ হেতুমেব প্ৰতিয়তি—কৰ্ম্মপ্রবৃত্তাতি । যথা প্রতিষেধো ভক্ষণাদৌ প্রতিষেধশাস্ত্রবশাৎ প্রবৃত্ত্যভাবস্তথা তত্বমস্তাদিবাক্যানামর্থ্যাৎ কৰ্ম্মশ্চপি প্রবৃত্ত্যভাবস্ত তুল্যহাৎ প্রামাণ্যমপি তুল্যমিত্যর্থঃ । প্রতিষেধ-শাস্ত্রান্যনো তত্বমস্তাদিশাস্ত্রোচ্চ্যামানে তথৈব নিবৃত্তিরিত্যর্থঃ স্ত্রাৎ, ন বস্তপ্রতিপাদকত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—তস্মাদিতি । প্রতিষেধো হি অসক্তক্রিয়াং নিবর্তয়ন্তুত্বলক্ষিতোদসীতাস্তকে বস্তুরি-পর্যবস্ততি । তথা তত্বমস্তাদিবাক্যস্তাপি বস্তপ্রতিপাদকত্বমবিরুদ্ধমিত্যর্থঃ । বেদান্তানাং সিন্ধে প্রামাণ্যবৎ অর্থবাদানীনাশমুপরাণামপি সংবাদবিসংবাদয়োরাভাবে স্বার্থে মানসমিক্তৌ সিদ্ধা বিমুক্তাদিগুণবতী প্রাগদেবতেন চকারার্থঃ ॥ ১০ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ : 'দ্বয়া' অর্থ দুই প্রকার । 'হ' শব্দ পূর্ববৃত্তান্তমূহক 'নিপাত' পদ । বর্তমান কল্পীয় প্রজাপতির পূর্বজন্মে যাহা ঘটিয়াছিল, 'হ' শব্দে তাহাই প্রকাশ করিয়া দিতেছে । প্রজাপত্য অর্থ—প্রজাপতির সন্তানগণ ; অর্থাৎ প্রজাপতির জন্মোত্তরকালীন সমুৎপন্ন সন্তানগণ । তাহারা কে কে ? দেবতা ও অমরগণ, অর্থাৎ সেই প্রজাপতিরই বাক্-প্রভৃতি প্রাণসমূহ । তাহাদের দেবত্ব ও অমরত্ব হইল কি প্রকারে ? তাহা বলা হইতেছে—প্রাণসমূহ শাস্ত্রোপদিষ্ট জ্ঞান ও কৰ্ম্মানুষ্ঠান-লব্ধ সংস্কারসম্পন্ন হওয়ায় জ্ঞানোৎকর্ষ নিবন্ধন দেবতা-পদবাচ্য হয়, তাহারাই আবার লোকসিদ্ধ প্রত্যক্ষ ও অনুমানের সাহায্যে ঐহিক প্রয়োজনমাত্র-সাধনক্ষম জ্ঞান ও কৰ্ম্মানুষ্ঠান-জনিত সংস্কারবিশিষ্ট হইয়া কেবল নিজ নিজ প্রাণপরি-তৃপ্তিতে রত থাকে বলিয়া, অথবা স্মর—দেবতা হইতে ভিন্ন বলিয়া অমরপদবাচ্য হয় (৩) । বেহেতু অমরগণ স্বভাবতই ঐহিক প্রয়োজনসাধক কৰ্ম্ম ও জ্ঞানে অমরজ্ঞ, সেই হেতুই দেবগণ কানীয়স । কানীয়স অর্থ—কনীয়ান্ (কনিষ্ঠ) অর্থাৎ অল্পসংখ্যক । 'কনীয়স্' শব্দের উত্তর স্বার্থে অণ্ প্রত্যয়ে বুদ্ধি করিয়া 'কানীয়স' পদ নিষ্পন্ন করা হইরাছে । আর অমরগণ জ্যায়স অর্থাৎ অধিক ; বাক্-প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের শাস্ত্রোপদিষ্ট কৰ্ম্ম ও জ্ঞান-প্রবৃত্তি অপেক্ষা, স্বাভাবিক অনুরাগমূলক ঐহিক কৰ্ম্ম ও জ্ঞানানুষ্ঠানেই সমধিক প্রবৃত্তি হইয়া থাকে ; এই জন্ত অমরের সংখ্যা অধিক । শাস্ত্রোপদিষ্ট জ্ঞান ও কৰ্ম্মানুষ্ঠান স্বভাবতই বহু আয়াস-সাধ্য ; সুতরাং তদ্বিবরে প্রবৃত্তিও অতি অল্প ; কাজেই দেবতাগণের সংখ্যায় অল্পতা ঘটিয়াছে । ১ ।

প্রজাপতির শরীরস্থিত সেই দেবতা ও অমরগণ এই লোকের নিমিত্ত স্পর্ধা করিয়াছিল, অর্থাৎ অমরগণ স্বভাবসিদ্ধ অনুরাগমূলক কৰ্ম্ম ও জ্ঞান-সাধ্য বিবর

(৩) তাৎপৰ্য্য—এখানে বর্ণিতে হইবে যে, সাংখ্যিক ও রাজসিক বৃত্তিবিধিষ্ট বাক্-প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ই ক্রমে 'দেবতা' ও 'অমর' নামে অভিহিত হইয়াছে । ইন্দ্রিয়গণের সাংখ্যিক ও রাজসিক বৃত্তিসমূহের মধ্যে পরস্পর বিরোধ চিরকালই আছে ; চিরকালই একে অপরকে অভিভূত করিয়া নিজের প্রাধান্য লাভ করিতে চেষ্টা করে । এই সাংখ্যিক বৃত্তিসমূহ (দেবতাগণ) চাহে—শাস্ত্রের উপদেশানুসারে তত্ত্বজ্ঞানের অনুশীলন ও সংকর্ষের অনুষ্ঠান করিতে, আর রাজস বৃত্তিসমূহ (অমরগণ) চাহে—লোকসিদ্ধ প্রত্যক্ষ ও অনুমানের সাহায্যে পরিজ্ঞাত ঐহিক সৃৎসন্তোষ ও তৃপ্তিসাধনের অনুষ্ঠান করিতে । প্রজাপতির দ্বায় প্রত্যেক জীবের—বিশেষতঃ মনুষ্যের ক্ষমদে এই দেবাত্ম-সংগ্রাম অহরহ চলিতেছে । যেন হয়, ক্রান্তির এই দেবাত্ম-সংগ্রামের দ্বায় অবলম্বনেই পুরাণ শাস্ত্রে দেবাত্ম-সংগ্রামের দৃষ্টি হইয়াছে ।

ভোগের জন্ত, আর দেবগণ শাস্ত্রোপদেশলব্ধ কৰ্ম ও জ্ঞানসাধ্য বিষয় পাইবার নিমিত্ত পরস্পর স্পৰ্দ্ধা করিয়াছিলেন । এখানে স্পৰ্দ্ধা অর্থ—দেবতা ও অসুরগণের সাময়িক বৃত্তিবিশেষের উদ্ভব ও অভিভব, অর্থাৎ কখনও প্রাণের মধ্যে শাস্ত্রোপদিষ্ট কৰ্ম ও জ্ঞানচিন্তাশ্রমিক বৃত্তি (ব্যাপার) প্রকাশ পাইয়া থাকে । যখন ই প্রকার বৃত্তি প্রোদ্রুত হয়, তখন সেইসকল প্রাণের প্রত্যক্ষ ও অনুমানলব্ধ ঐহিক প্রয়োজনসাধক জ্ঞান ও কৰ্মভাবনাময়ক আত্মার বৃত্তি পরাজিত হইয়া যায় ; তাহাই হইতেছে দেবগণের জয়, আর অসুরগণের পরাজয় । কখনও বা বিপরীতক্রমে দৈবী বৃত্তি অভিভূত হয়, আর আত্মার বৃত্তি প্রোদ্রুত হয় ; তাহাই অসুরগণের জয়, আর দেবগণের পরাজয় । এই প্রকারে যখন দেবগণের জয় হয়, তখন ধর্মপ্রবৃত্তি বহুলপরিমাণে বৃদ্ধি পায়, এবং তাহার ফলে প্রজাপতিহ লাভপর্যাস্ত উৎকর্ষপ্রাপ্তি ঘটে, আবার যখন অসুরগণের প্রাধান্ত হয়, তখন অধর্মের বাহুলা ঘটে, তাহার ফলে স্থাবরত্বপ্রাপ্তি পর্যাস্ত অধোগতি হইয়া থাকে ; আর যখন উভয়ের সমতা ঘটে, তখন মনুষ্যত্বপ্রাপ্তি হইয়া থাকে । ২ ।

আধিকা নিবন্ধন অসুরগণ কর্তৃক অন্নসংগ্রহক দেবগণ এইরূপে পরাজিত হইয়া কি করিয়াছিলেন, তাহা কথিত হইতেছে—দেবগণ অসুরগণকর্তৃক পরাজিত হইয়া পরস্পরকে বলিয়াছিলেন । তাহা কি প্রকার ? ভাল, এখন আমরা এই জ্যোতিষ্টোম্যনামক যজ্ঞে উদ্গীথ দ্বারা, অর্থাৎ উদ্গীথ ক্রিয়ার কর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়া অসুরগণকে পরাজিত করিব,—অসুরগণকে পরাভূত করিয়া শাস্ত্রোপদিষ্ট স্বীয় দেবভাব লাভ করিব, এই কথা পরস্পরকে বলিয়াছিলেন । এখানে বৃত্তিতে হইবে, উক্ত উদ্গীথ ক্রিয়ার কর্তৃত্বগ্রহণ ও জ্ঞান ও কৰ্মের সাহায্যে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে । তন্মধ্যে কৰ্ম হইতেছে বক্ষ্যমাণ মনুষ্যপায়ক, বাহা “তদেতানি জপেৎ” এইরূপে বিহিতহইবে ; আর এখানেই বাহার স্বরূপ নিরূপণ করা হইতেছে, তাহা হইতেছে সেই জ্ঞান । ৩

ভাল কথা, “হুয়া হ” ইত্যাদি বাক্যটা ত জ্ঞানবিধিপর নহে, অর্থাৎ উপাসনার বিধায়ক নহে, পরন্তু উগ্ৰ হইতেছে দেবত্বলাভের উপায়ভূত জপবিধিরই অঙ্গ—অর্থবাদ মাত্র (উৎকর্ষবোধক প্রশংসামাত্র), [সুতরাং এখানে জ্ঞান-নিরূপণের কথা বলা হইতেছে, বল কি প্রকারে ?] না,—এ আপত্তি সঙ্গত হইতে পারে না । কারণ, “যঃ এবং বেদ” বলিয়া এখানে উপাসনারই বিধান করা হইয়াছে । [আচ্ছা, ইহা জপবিধির প্রশংসাপর অর্থবাদ না হয়, না হউক, কিন্তু] উদ্গীথপ্রকরণে “উদগায়ৎ” এইরূপ অতীতকালীন ঘটনার উল্লেখ থাকায় ইহা ত উদ্গীথ ক্রিয়ারই বিধায়ক হইতে পারে ? না, তাহাও হইতে পারে না ; কারণ, প্রথমতঃ, ইহা উদ্গীথক্রিয়ার

প্রকরণই নয় ; দ্বিতীয়তঃ, অগ্ন্যুহী (কৰ্মকাণ্ডেই) উদগীথের বিধান রহিয়াছে ; [একই ক্রিয়ার দুইবার বিধান হইতে পারে না ।] তৃতীয়তঃ, এটী বিদ্বারই (উপাসনারই) প্রকরণ । অভিপ্রায় এই যে, এখানে যে, উদগীথের প্রতীতি হইতেছে, তাহা উদগীথ-বিদ্বারই বিধায়ক, ক্রিয়া কিংবা জপের বিধায়ক নহে । চতুর্থতঃ, এখানে অভ্যারোহ-জপের নিত্যবিধি বা অবশ্য-কর্তব্যতা নাই, পরন্তু উদগীথ-বিজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেই ইহা প্রযোজ্য ; [বিজ্ঞানের পূর্বে ত তাহার বিধান করা সম্ভব হয় না] । পক্ষান্তরে, বিজ্ঞানেরই নিত্যাতাবোধক অনুরূপ বিধিশ্রুতি রহিয়াছে ; পঞ্চমতঃ, বিজ্ঞানের সম্বন্ধেই “তদ্বৈতলোকভিদ্বেদ” ইত্যাদি ফলশ্রুতিও রহিয়াছে ; ষষ্ঠতঃ, প্রাণ ও বাগাদির সম্বন্ধে ঔদ্ধি ও অশুদ্ধির উল্লেখ রহিয়াছে ; [যাহার বিধান হয়, তাহারই প্রশংসা করা আবশ্যক হয়, কিন্তু প্রাণ] যদি উপাস্তই না হইত, তাহা হইলে প্রাণের বিশুদ্ধি বর্ণনা (নিম্পাপত্ব কথন) কখন, এবং তাহার সহিত একসঙ্গে নিষ্কিষ্ট বাগাদির অশুদ্ধি কথন, আর বাক্ প্রভৃতির নিন্দা দ্বারা মুখ্যপ্রাণের প্রশংসা জ্ঞাপন শ্রুতির অভিপ্রেত হইলেও উপপন্ন হইতে পারে না, এবং ‘মৃত্যু অতিক্রম করিয়া দীপ্তি লাভ করে’ ইত্যাদি ফল-কথনও সম্ভব হইতে পারে না । কেন না, বাক্ প্রভৃতির যে, অগ্ন্যাদিভাবপ্রাপ্তি, তাহা ত প্রাণ-স্বরূপত্ব প্রাপ্তিরই ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে, [অথচ বিজ্ঞানের বিধি না থাকিলে প্রাণস্বরূপতা প্রাপ্তি হইতেই পারে না ।] ৪

আচ্ছা, প্রাণের উপাসনা বিধিত হয়, শুটক ; কিন্তু প্রাণের বিশুদ্ধি প্রভৃতি গুণসম্বন্ধ ত কখনও বিধিত হইতে পারে না । না, শ্রুতিতে যখন গুণের উল্লেখ রহিয়াছে, তখন নিশ্চয়ই উহা বিধিত হইতে পারে । না—তাহাও হইতে পারে না ; কারণ, প্রাণের উপাস্তত্ব নিবন্ধন তাহার প্রশংসার্থ ও ঐরূপ গুণের উল্লেখ হইতে পারে । না,—তাহা হইতে পারে না ; কারণ, লোকবাব্ধারের জ্ঞান [শ্রুতিতেও] ষপার্থ বস্তুবিজ্ঞান হইতেই প্রকৃত শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির কথাই দেখিতে পাওয়া যায় । জগতে যে ব্যক্তি ষপার্থ বস্তু গ্রহণ করে, সেই ব্যক্তিই আপনার অভীষ্ট বিষয় প্রাপ্ত হয়, কিংবা অনিষ্টপ্রাপ্তি হইতে নিবৃত্ত হয়, [কিন্তু ভ্রান্ত বিষয় গ্রহণের ফলে কখনই ঐরূপ হয় না ।] ঠিক সেইরূপ, এস্থলেও শ্রুতিবাক্যের ষপার্থ অর্থ উপলব্ধি করিলেই তাহা হইতে প্রকৃত শ্রেয়ঃপ্রাপ্তি সম্ভব হয়, কিন্তু তাহার বিপরীত হইলে হয় না । আর উপাসনাবিধায়ক শ্রুতিবাক্য হইতে যে, জ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, তদ্বিস্মৃত পদার্থের অসত্যতা বিষয়ে যে, কোন প্রকার প্রমাণ আছে, তাহাও নহে । বিশেষতঃ, তাদৃশ জ্ঞানের কোথাও নিন্দা বা অসত্যতাও

জনা যাইতেছে না ; বরং তাহা হইতে যখন শ্রেয়ঃসিদ্ধির কথা দেখা যায়, তখন তাহার সত্যতাই আমরা বুঝিয়া থাকি ; কারণ, বিপর্যায় জ্ঞানে বা ভ্রান্তিবুদ্ধিতে অনর্থলাভই—দুঃখপ্রাপ্তিই দেখা যায় । জগতে যে বাক্তি বিপরীত বা অসত্য বিষয় গ্রহণ করে—যেমন মনুষ্যকে স্থাপুরূপে, কিংবা শত্রুকে मित्रরূপে মনে করে, সে বাক্তির অনর্থপ্রাপ্তিই দেখা যায় । বিশেষতঃ, প্রতি হইতে পরিজ্ঞাত আত্মা, ঈশ্বর ও দেবতা প্রভৃতি যদি অসত্যই হইবে, তাহা হইলে, নিশ্চয়ই বিপরীতার্থগ্রাহক শাস্ত্র ও লোকবাবস্থারের দ্বারা কেবল অনর্থপ্রাপ্তিরই কারণ হইয়া দাঁড়ায় ; অথচ কেহই ত তাহা স্বীকার করে না । অতএব বুঝিতে হইবে যে, শাস্ত্র যে, উপাসনার্থ আত্মা, ঈশ্বর ও দেবতাপ্রভৃতি প্রতিপাদন করিয়া থাকে, সে সমুদয়ই সত্য (কোনটাই মিথ্যা বা আরোপিত নহে) । ৫

[কর্মমীমাংসকের আপত্তি—(১)] যদি বল, অব্রহ্ম নামপ্রভৃতিতেও ব্রহ্মদৃষ্টির বিধান দেখিতে পাওয়া যায় ; সুতরাং তোমার উক্ত কথা ত যুক্তিবদ্ধ নহে, অর্থাৎ যদি বল, নাম প্রভৃতির যে, অব্রহ্মত্ব, ইহা ত স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, অথচ স্থাপু প্রভৃতিতে মনুষ্যবুদ্ধির দ্বারা সেই অব্রহ্ম নামাদিতেও শাস্ত্রকে তদ্বিপরীত (অসত্য) ব্রহ্মদৃষ্টির বিধান করিতে দেখা যায় ; অতএব শাস্ত্র হইতে যে, যথার্থ বিষয়েরই জ্ঞান এবং সেই জ্ঞানেই যে, শ্রেয়ঃপ্রাপ্তি হয়—বলা হইয়াছে, তাহা ত যুক্তিসঙ্গত হয় নাই । না—ইহাও অসঙ্গত হয় না ; কারণ, প্রতিমাপ্রভৃতিতে যেমন ভেদপ্রতীতি হইয়া থাকে, তেমনি এখানেও ভেদোপলব্ধি রহিয়াছে । আর শাস্ত্র যে, অব্রহ্ম নামপ্রভৃতিতে ব্রহ্মদৃষ্টির উপদেশ দিয়া থাকেন, তাহা যে, স্থাপু প্রভৃতিতে পুরুষদৃষ্টির দ্বারা অসত্য বলিয়াছে ; তাহাও ভাল বল নাই । কারণ ? যাহারা নামপ্রভৃতিকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ বস্তু বলিয়া অবগত আছেন, তাহাদের সম্বন্ধেই নামপ্রভৃতিতে ব্রহ্মদৃষ্টির বিধান করা হইয়া থাকে—অর্থাৎ প্রতিমাপ্রভৃতিতে বৈরূপ ব্রহ্মদৃষ্টির বিধান করা

(১) তাৎপর্য—মীমাংসকের অভিপ্রায় এই যে, যাগাদি ক্রিয়া প্রতিপাদন করাই বেদের একমাত্র উদ্দেশ্য । যেখানে ক্রিয়াবিধি নাই—কেবলই বস্তুবিশেষের স্বরূপ-কণন মাত্র আছে, সেখানে বেদবাক্যের প্রামাণ্য নাই ; সুতরাং কেবলই ব্রহ্ম-প্রতিপাদক “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” ইত্যাদি বাক্যও অগ্রমাণ, কাজেই এই প্রকার বেদবাক্য দ্বারা ব্রহ্মের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না ; অতএব ব্রহ্ম কেবল কল্পিত পদার্থ মাত্র—অসৎ । সত্য নামাদিতে সেই কল্পিত পদার্থেরই আরোপপূর্বক চিন্তার উপদেশ করা হইয়াছে । ভাস্কর্য্য এই আপত্তির পুনর্বার উদাহরণরূপে কর্মকাণ্ডের উল্লেখ করিয়াছেন ।

হইয়া থাকে, ইহাও ঠিক তদ্রূপই। আর নামপ্রভৃতিতে যে ব্রহ্মদৃষ্টি, তাহাও ঠিক প্রতিমাপ্রভৃতি আলম্বনে ব্রহ্মদৃষ্টির জ্ঞায় আলম্বনরূপেই (চিন্তার বিষয়রূপেই) বিবিত হইয়া থাকে ; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু নামপ্রভৃতিই ব্রহ্মস্বরূপ নহে। স্বাণকে (শাখাদিবিহীন বৃক্ষকে) স্বাণু বলিয়া বুঝিতে না পারিলে, তাহাতে যেরূপ তদ্বিপরীত ভ্রমাত্মক মনুষ্যাকারে নিশ্চয়-বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, নামপ্রভৃতিতে ব্রহ্মবুদ্ধি কিন্তু তদ্রূপ বিপরীত জ্ঞান বা ভ্রান্তিবুদ্ধি নহে, (তাহা আলম্বনবিষয়ক বথার্থ বুদ্ধিই বটে) (২) । ৬

যদি বল, কথিত স্থলে কেবল ব্রহ্মদৃষ্টিরই বিধান করা হইয়াছে মাত্র, বস্তুতঃ ব্রহ্ম বলিয়া কোনও পদার্থ নাই। ইহা দ্বারা প্রতিমা ও ব্রাহ্মণ প্রভৃতির উপর যে বিষ্ণু, দেবতা ও পিতৃহাদি দৃষ্টি, তাহারও তুল্যতা প্রদর্শিত হইল। না, এ কথাও বলিতে পার না ; কারণ, ঋক্ (মন্ত্র) প্রভৃতিতে যে, পৃথিব্যাদি দৃষ্টির বিধান দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানে ঋক্ প্রভৃতি বিষয় বিদ্যমানই রহিয়াছে, পৃথিবী প্রভৃতি সত্য বস্তুরই তাহাতে দৃষ্টিমাত্র-আরোপের বিধান দেখিতে পাওয়া যায়, (কিন্তু অসং পদার্থের নহে)। অতএব তাহার সহিত সামা পাকায়, নামপ্রভৃতিতে যে, ব্রহ্মদৃষ্টির বিধান, সেখানেও দৃষ্টির বিষয়ীভূত ব্রহ্মপ্রভৃতি বিষয়ের বিদ্যমানতা বা সত্যতা সিদ্ধ হইতেছে। এই যুক্তি অনুসারে, প্রতিমা ও ব্রাহ্মণ প্রভৃতিতেও বিষ্ণু, দেবতা ও পিতৃহাদি দৃষ্টির বিষয়ীভূত বস্তুগুলির সত্যতা সিদ্ধ হইতেছে (৩)। বিশেষতঃ গোণ বা আরোপজ্ঞান মাত্রই মুখ্যাপেক্ষিত অর্থাৎ সত্য-বস্তু সাপেক্ষ ; যেমন 'পঞ্চায়বিদ্যা' প্রভৃতি স্থলে [আরোপিত] অগ্নির

(২) তাৎপৰ্য্য—জ্ঞানমাত্রেরই একটি বিষয় থাকে, কশ্মিন্ কালেও নির্দিষ্টরূপে জ্ঞান হইতে পারে না ; অথচ নির্গুণ ব্রহ্ম কখনই সাধারণ জ্ঞানের বিষয়ীভূত হন না ; এই ভ্রম ব্রহ্মচিন্তার প্রথমতঃ কোন একটি স্থল বিষয় অবলম্বন করিবার প্রয়োজন হয়, নাম প্রভৃতি বিষয়গুলিই ব্রহ্মচিন্তার সেই প্রাথমিক বিষয় বা আলম্বন। অধ্যাত্মশাস্ত্রে প্রধানতঃ ঐরূপ জ্ঞানের বিষয়কেই আলম্বন বলিয়া নির্দেশ করা হইয়া থাকে।

(৩) তাৎপৰ্য্য—কৰ্ণ-সীমাসক আপত্তি করিয়াছিলেন যে, নামপ্রভৃতি অব্রহ্ম পদার্থে যে, ব্রহ্মদৃষ্টির বিধান আছে, বুঝিতে হইবে, সেখানে ব্রহ্ম বলিয়া কোনও পদার্থ নাই ; কেবল ঐ অসত্য ব্রহ্মরূপে নামাদিরই চিন্তা করিবার বিধান করা হইয়াছে মাত্র। তদ্বত্তরে ভাস্কর্য্যকার বলিতেছেন যে, না, এ কথা ঠিক হইতেছে না ; কারণ, যদি ব্রহ্ম বলিয়া কোনও সত্য বস্তু না থাকিত, তাহা হইলে অব্রহ্ম নামাদিতে ব্রহ্মবুদ্ধি করা কখনও কাহারো পক্ষে সম্ভবপর হইত না ; সর্ব বলিয়া একটা সত্য বস্তু না থাকিলে, কখনই ব্রহ্মভূতে সর্ববুদ্ধি হইতে পারিত না। বিশেষতঃ উপনিষদের মধ্যেও অন্ততঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঋক্ প্রভৃতি বেদভাগকে পৃথিবী

গৌণত্ব নিবন্ধন মুখা অগ্নির সম্ভাব সিদ্ধ হইয়া থাকে, (৪) তদ্রূপ এখানেও নামপ্রভৃতিতে ব্রহ্মভাবের গৌণত্ব নিবন্ধন মুখা বা সত্য-ব্রহ্মেরও সম্ভাব প্রমাণিত হইতেছে । ৭

অপিচ, যাগাদি ক্রিয়ার জায় বিজ্ঞাবিষয়ে উপাস্তসম্বন্ধেও কোনও পার্থক্য না থাকায় ব্রহ্মসম্ভাব সিদ্ধ হইতেছে । যেমন বিশিষ্ট কলের জন্ম বিশিষ্ট কর্তব্যপ্রণালী ও বিশেষ বিশেষ ক্রম-সহকারে বিহিত দর্শ-পৌর্ণমাসাদি বাগের অঙ্গীভূত ফলাদি সমস্তই অলৌকিক অর্থাৎ লৌকিক প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অগোচর, অথচ একমাত্র বেদবাক্যই সে সমুদয়ের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিয়া থাকে, তেমনি স্থূলত্বাদি-ধর্মবিহীন ও অশনারাদিধর্মরহিত পরমাত্মা, ঈশ্বর ও দেবতা প্রভৃতি পদার্থও প্রত্যক্ষাদির অগোচর ; [সূত্ররাং কর্মক্ষমীমাংসকের অভিমত কর্মক্ষলদির সহিত] এ সমস্তেরও কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই ; এইজন্যই ঐ সমস্ত বিষয় কেবল বেদবাক্য হইতেই বিজ্ঞাত হইয়া থাকে ; অতএব অলৌকিকত্ব বশতঃ অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি অস্ত্র কোনও প্রমাণের অধিকার না থাকায় ঐ সমস্ত পদার্থকে সেইরূপই অর্থাৎ বেদ যাহা যে প্রকার জ্ঞাপন করিয়াছে, তাহা ঠিক সেইরূপই—সত্য বলিয়া স্বীকার করা উচিত । আর জ্ঞানোৎপাদনের পক্ষে ক্রিয়াবোধক বাক্যের সহিত জ্ঞানপ্রকাশক বাক্যের যে, কিছুমাত্রও বৈষম্য আছে, তাহাও নহে অর্থাৎ উভয় বাক্য হইতেই যথাযথ অর্থপ্রতীতি সমানভাবেই হইয়া থাকে ; বস্তুতঃ পরমাত্ম-বিষয়ে কখনও ভ্রান্ত বা সংশয়িত জ্ঞান সমুৎপন্ন হয় না ; [অতএব ক্রিয়াবোধক বাক্যের জায় ব্রহ্মবোধক বাক্যও প্রমাণ এবং তাহার অর্থও নিশ্চয়ই অদ্রাস্ত—সত্য । ৮ ।

প্রভৃতিক্রমে চিন্তা করিবার উপদেশ রহিয়াছে । সেখানে ত পৃথিবীদি বস্তুগুলি অসত্য নহে, পরন্তু সত্যই বটে ; তদনুসারে প্রতিমা প্রভৃতিতেও যে, বিষ্ণুহাদি বুদ্ধির উপদেশ, বুঝিতে হইবে, সেই বিষ্ণু প্রভৃতিও নিশ্চয়ই সত্য পদার্থ, নিশ্চয়ই কেবল সে করনমাত্র নহে ।

(৪) তাৎপৰ্য্য—ছাৎলাল-উপনিষদের মধ্যে ‘পঞ্চাগ্নি-বিজ্ঞা’ নামে একটি প্রকরণ আছে । সেখানে ছালোক, পঞ্চজ, পৃথিবী, পুরুষ ও স্ত্রী, এই পাঁচটি পদার্থকে অগ্নিরূপে চিন্তা করিবার উপদেশ আছে । বুঝিতে হইবে, সেখানে যেমন, ‘অগ্নি’ বলিয়া একটি পদার্থ লোক-প্রসিদ্ধ আছে বলিয়াই অনগ্নি ছালোক প্রভৃতিতে অগ্নিচিন্তার উপদেশ হইয়াছে, অগ্নি বলিয়া কোন পদার্থ না থাকিলে কখনই ঐরূপ চিন্তার অবসর হইত না, তেমনি এখানেও ব্রহ্ম বলিয়া কোনও সত্য পদার্থ না থাকিলে, নাম প্রভৃতি পদার্থে কখনই ব্রহ্মদৃষ্টির বিধান ও আরোপ সম্ভবপর হইত না । এই জাতীয় বহুতর উদাহরণ দর্শনে প্রমাণিত হইতেছে যে, আরোপমাত্রই তদ্ব্যভূত সত্যবস্ত-সাপেক্ষ ; এবং আরোপ হইতেও সত্যবস্তুর অস্তিত্ব অনুমেয় হয় ।

[মীমাংসকের পুনঃ শঙ্কা—] যদি বল, ব্রহ্মবোধক বাক্যে অনুষ্ঠানযোগ্য কোন প্রকার কৰ্ম না থাকায় উক্ত সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত হয় না,—অর্থাৎ যদি বল, ক্রিয়া-বোধক বাক্যসমূহ যেরূপ অলৌকিক হইলেও অংশত্রয়সম্পন্ন ভাবনার (স্বর্গাদি কলোৎপাদক ব্যাপারবিশেষের) অনুষ্ঠেয়তা জ্ঞাপন করিয়া থাকে, (৫) পরমাত্মা ও ঈশ্বরাদিবিষয়ক জ্ঞানে ত সেরূপ কোনও অনুষ্ঠানের বিষয় নাই ; অতএব ক্রিয়াবোধক বাক্যের সহিত যে, জ্ঞানবোধক বাক্যের সাম্য বলা হইয়াছে, সে কথা যুক্তিযুক্ত হইতেছে না । না, এ কথাও বলিতে পার না ; কেন না, জ্ঞানের বিষয় হইতেছে ‘তথাভূত’ বা সিদ্ধ বস্তু ; [সূত্রায়ং, তাহার প্রামাণ্যও স্বাভাবিক বা স্বতঃসিদ্ধ] ; কারণ, অংশত্রয়সম্বিত অনুষ্ঠেয় ভাবনার যে, অনুষ্ঠেয়ত্ব-নিবন্ধনই সত্যতা বা প্রামাণ্য হয়, তাহা নহে ; পরন্তু প্রমাণলব্ধ বলিয়াই হয় । আর সেই ভাবনাবিষয়ক বুদ্ধিও যে, বিষয়ের অনুষ্ঠেয়তা-নিবন্ধনই সত্যতালভ করিয়া থাকে, তাহাও নহে ; তবে কি ? না, বেদবাক্য-জনিত বলিয়াই [সত্যতালভ করিয়া থাকে] । বেদবাক্যাবগত বিষয়ের সত্যতা অবধারিত হইলে পর, সেই বিষয়টি যদি অনুষ্ঠানযোগ্য হয়, তাহা হইলেই লোকে তাহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় ; আর যদি অনুষ্ঠানযোগ্য না হয়, তাহা হইলে তাহার অনুষ্ঠানে বিরত হয়, [এই মাত্র বিশেষ] । আপত্তি হইতে পারে যে, অনুষ্ঠেয় না হইলে, বেদবাক্যের ত প্রামাণ্যই হইতে পারে না ; কেন না, প্রতিপত্ত বিষয়টি অনুষ্ঠানযোগ্য না হইলে, তদ্বক্ষেপে পদসমূহের অনর্থক সংহতিই (সম্মিলন—বাক্যভাব ধারণাই) সঙ্গত হইতে পারে না ; কারণ, বিষয়টি অনুষ্ঠানযোগ্য হইলেই তন্নিমিত্ত পদসমূহের সম্মিলন সম্ভবপর হইতে পারে । তন্মধ্যে ‘এই কার্য্য এই ব্যক্তির এইরূপে কর্তব্য’, এই প্রকার অনুষ্ঠানোপদেশক বাক্যই প্রমাণ হইয়া থাকে ; কিন্তু ‘কুর্গ্যাং, ক্রিয়েত, কর্তব্যং, তবেং, স্তাং’ এই পাঁচটির একটিও না থাকিলে, কেবল বস্তুমাত্রবোধক ‘এই

(৫) তাৎপর্য্য—‘ভাবনা’ অর্থ—“ভবিতুর্ভবনামুকুলো ব্যাপারঃ” অর্থাৎ ভাবী স্বর্গাদির বা তজ্জনক অদৃষ্টোৎপত্তির অনুকূল যে কর্তার ব্যাপার অর্থাৎ প্রযত্ন, তাহার নাম ‘ভাবনা’ । ভাবনা দুইপ্রকার :—(১) শাকী ও আর্ষী । তন্মধ্যে ‘স্বর্গকামো যজ্ঞেত’ (স্বর্গাভিলাষী ব্যক্তি যাগ করিবে), এইটি শাকী ভাবনার উদাহরণ । এই ভাবনার অপেক্ষিত অংশ তিনটি—‘কিং, কেন, ও কথং’ । ‘যজ্ঞেত’ গুনিলেই জানিতে ইচ্ছা হয়—কিসের যজ্ঞ যাগ করিবে ? কিসের দ্বারা যাগ করিবে ? এবং কিপ্রকারে যাগ করিবে ? এই আকাজ্ঞা পূরণের জন্য কর্মকাণ্ডে যানের কল, সাধন ও উত্তিকর্তৃত্বাতা (যে প্রণালীতে যাগ সম্পাদন করিতে হয়, সেট প্রণালী) যথাযথরূপে নিরূপিত হইয়াছে, কিন্তু জ্ঞানকাণ্ডে সেরূপ কোনও ব্যবস্থা দৃষ্ট হয় না ।

বস্তু এই প্রকার' এবং বিধ শত শত পদ একত্রিত হইলেও কখনই বাক্য লাভ করিতে পারে না (৬); অতএব পরমাত্মা ও ঈশ্বরবোধক পদসমূহ প্রমাণভূত বাক্য বলিয়াও গণ্য হইতে পারে না । ৯ ।

যদি বল, ব্রহ্ম যদি নিশ্চয়ই সত্য পদার্থ হইতেন, তাহা হইলে অবশ্যই তিনি অল্প প্রমাণেরও বিবরণ হইতেন; তাহা যখন হন না, তখন নিশ্চয়ই তিনি অসৎ । না—তাহাও বলিতে পার না; কারণ, অন্তর্ধানবিহীন বিষয়েও 'চারি প্রকার বর্ণবিশিষ্ট সূমেরু' নামে একটি পর্বত আছে' ইত্যাদি বাক্যের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় । 'সূমেরু পর্বতটী চতুর্বিধ বর্ণবিশিষ্ট' এইজাতীয় বাক্যপ্রবণের পর, মেরুপ্রভৃতির সম্বন্ধে কাহারো কোন প্রকার অন্তর্ভেদ-বুদ্ধি উপস্থিত হয় না । এই প্রকার, 'অস্তি' পদ-সম্বন্ধিত (সত্তাবোধক পদযুক্ত) পরমাত্মা ও ঈশ্বরের প্রতি-পাদক বাক্যান্তর্গত পদসমূহেরও বিশেষণ-বিশেষ্যভাবে সম্মিলিত হইতে কে বাধা দিবে? যদি বল, মেরু প্রভৃতির জ্ঞানে যে রূপ সপ্রয়োজনতা আছে, পরমাত্মজ্ঞানে ত সে রূপ কোনও প্রয়োজন নাই? সুতরাং, ঐরূপ বাক্যাসঙ্কলনটা যুক্তিযুক্ত হই-তেছে না । না,—সে কথাও বলিতে পার না; কারণ, 'ব্রহ্মবিৎ পুরুষ পরম বস্তু লাভ করেন' [ব্রহ্মবিদের] হৃদয়গ্রস্থি—অহঙ্কারাদি বন্ধন ছিন্ন হয়' এইরূপ ফল-শ্রুতি, এবং সংসারের বীজভূত অবিজ্ঞানাদি দোষের নিবৃত্তিও দৃষ্ট হয় । বিশেষতঃ ব্রহ্ম-জ্ঞান যখন অল্প কাহারও অঙ্গ নহে—স্বপ্রধান, তখন যজ্ঞীয় জুহুর সম্বন্ধে ফলশ্রুতির জ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞানের ফলশ্রুতিকেও অর্থবাদ করনা করা সম্ভবপর হয় না (৭) । ১০ ।

(৬) তাৎপর্য—“কুর্বাৎ ক্রিয়েত কৰ্ত্তবাঃ ভবেৎ স্তাদিতি পক্ষম্ । এতৎ স্তাৎ সৰ্ব্বেবেদেহু নিয়তঃ বিধিলক্ষণম্ ।” অর্থাৎ 'করিবে' ও 'হইবে' ইত্যাদি যে পাঁচটি ক্রিয়াপদ লিখিত হইল, সমস্ত বেদে এই পাঁচটি ক্রিয়াপদই বিধির আবশ্যিকারী লক্ষণ; সুতরাং 'অমুক বস্তু এইরূপ' 'এই বস্তু এইরূপ' ইত্যাদি বস্তু-স্বরূপমাত্রবোধক পদগুলি কখনই সম্মিলিত হইয়া বাক্য লাভ করিয়া প্রমাণরূপে পরিগণিত হইতে পারে না; সুতরাং ব্রহ্মবোধক পদগুলিও ঠিক এই প্রকারেই অপ্রমাণ হইয়া পড়িতেছে ।

(৭) তাৎপর্য—জুহু একপ্রকার যজ্ঞীয় হবিঃপ্রদানের পাত্র, তাহা পত্র দ্বারাও নির্মিত হইতে পারে, অল্প বস্তু দ্বারাও হইতে পারে । সেইজন্য শ্রুতি বলিয়াছেন “যন্ত পর্ণময়ী জুহুর্ভবতি, ন স পাপঃ শ্লোকঃ শৃণোতি” অর্থাৎ যাহার জুহু পাত্রটী পলাশাদি পত্রদ্বারা নির্মিত হয়, সে ব্যক্তি কখনও ভুলবাব্তী প্রবণ করে না । এখানে জুহু হইতেছে প্রধানভূত যজ্ঞের একটি অঙ্গ; প্রধানের উপকার সাধনই তাহার মুখ্য ফল; সুতরাং অত্রতা ফলশ্রুতিটিকে প্রশংসাপর অর্থবাদ বলিতে হয় । অর্থবাদ তিন প্রকার;—(১) গুণবাদ (২) অন্ববাদ ও 'ভূতার্থবাদ' । 'প্রত্যক্ষাদির বিরুদ্ধ কথা 'গুণবাদ' । যেমন, 'আদিত্যো যুগঃ' । 'প্রমাণান্তর-সিদ্ধ বিষয়ের উক্তি 'অন্ববাদ',

আরও এক কথা, নিষিদ্ধ কৰ্মে যে, অনিষ্ট কললাভ হয়, ইহাও ত কেবল বেদ হইতেই জানিতে পারা যায় ; কিন্তু সেই অনিষ্ট কল ত অমৃতের ক্রিয়া নহে ; আর নিষিদ্ধ বিবরের অমৃত্যানে প্রবৃত্ত ব্যক্তিকে সেই ক্রিয়ানুষ্ঠান হইতে কেবল বিরত করা ভিন্ন আর যে কোন প্রকার অমৃতের আছে, তাহাও নহে । নিষিদ্ধ এক হত্যাদি কার্যের অকর্তব্যতা জ্ঞাপন করাই নিষেধবিধিসমূহের মূখ্য উদ্দেশ্য । যে ব্যক্তি নিষেধবিধিতে অভিজ্ঞ, ক্ষুধার সময়েও তাহার নিকট কলত্র বা পতিতায় প্রভৃতি অভক্ষ্য বস্তু উপস্থিত হইলে পর, 'ইহা পাণ্ড, ইহা ভক্ষ্য' এবাংবিধ জ্ঞান সমুৎপন্ন হইলেও সেই নিষেধ জ্ঞানের স্মৃতিবলে তাহা বাধিত হইয়া যায় । যেমন—মৃগতৃকার্য (মমকল্পিত জলে) পেষজ্ঞান উপস্থিত হইলেও তদ্বিসয়ক প্রকৃত জ্ঞান দ্বারা তাহা বাধিত হইয়া থাকে, ইহাও তদ্রূপ । উপস্থিত সেই স্বাভাবিক ভ্রমজ্ঞান বাধাপ্রাপ্ত হইলে পর, তদ্বিসয়ে আর অনগকর ভোজনপ্রবৃত্তিও হয় না, আপনা হইতেই তাহা নিবৃত্ত হইয়া যায় । এ সমস্ত স্থলে কেবল বিপরীত জ্ঞানমূলক প্রবৃত্তিরই নিবৃত্তি হইয়া থাকে, কিন্তু তদ্বিবৃত্তির জ্ঞান আর কোন প্রকার যত্ন বা চেষ্টা করিতে হয় না । অতএব বস্তুর বাণ্যাদ্বা জ্ঞাপন করা অর্থাৎ নিষিদ্ধ কৰ্মের অনিষ্টকারিতা জ্ঞাপন করাই নিষেধবিধিসমূহের মূখ্য উদ্দেশ্য, কিন্তু তাহাতে লোককে কোন প্রকার অমৃত্যানে প্রবর্তিত করবার নামমাত্রও নাই । ঠিক নিষেধবিধিসমূহের দ্বারা এখানেও পরমাত্ম্যপ্রভৃতির বাণ্যাদ্য-বিজ্ঞানবিসয়ক বাক্য সমূহেরও পরমাত্ম্যবাণ্যাদ্বা জ্ঞাপন করাই একমাত্র মূখ্য উদ্দেশ্য । সেইরূপ, এই সমস্ত বাক্যার্থ পর্যালোচনার ফলে যাহার জ্ঞান স স্কারসম্পন্ন হইয়াছে, অর্থাৎ ঐ ভাবে ভাবিত হইয়াছে, তদ্বিপরীত জ্ঞানপ্রণোদিত প্রবৃত্তিসমূহের অনিষ্ট কারিতা বিজ্ঞাত থাকায়, এবং পরমাত্ম্যার বাণ্যাদ্য জ্ঞান অন্তর পক্ষে উদ্ভিত হওয়ার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বাধিত হইয়া যায়, তখন আপনা হইতেই পূৰ্ণোক্ত প্রবৃত্তিসমূহের অভাব ঘটিয়া থাকে । ১১ ।

ভাল কথা, কলত্রপ্রভৃতি নিষিদ্ধ দ্রব্য ভক্ষণের অনিষ্টকারিতা অন্তর হওয়ায় স্বভাবসিদ্ধ তত্ত্বক্ষণীয়তা-ভাষি তিরোহিত হইয়া যায় ; সুতরাং অনিষ্টকর কলত্রাদি ভক্ষণে বৈরূপ অপ্রবৃত্তি হওয়া স্বীকৃত হয়, কিন্তু একজ্ঞানে দৃঢ় স-স্কার জন্মিলেও

যেমন 'অগ্নিহমন্ত ভেষজম্' । এই উত্তরপ্রকার হইতে ভিন্ন অর্থবাদের নাম 'ভূতার্থবাদ' । যেমন, "উল্লা বৃজার বজ্রমুদযজ্ঞঃ" । অর্থাৎ উল্ল বৃজাত্বের উল্লেখে বজ্র উল্লভ করিয়াছিলেন । কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানে যে, ব্রহ্মস্বাত্মরূপ কলত্রটি রহিয়াছে, তাহা ত কাহারও অজ্ঞ নহে ; সুতরাং তাহা অর্থবাদমধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না ।

লোকের যে, শাস্ত্রবিহিত যাগাদি কার্যে প্রবৃত্তির অভাব হইবে, ইহা ত বৃক্তিসমূহ হইতে পারে না ; কারণ, বৈধ যাগাদি ক্রিয়াগুলি ত নিবেদনবিধির বিষয় নহে । না, এ আপত্তিও সঙ্গত হয় না ; কারণ, বিপরীত জ্ঞানমূলক যে, ইষ্টানিষ্টভাব, তাহা বৈধকর্মের পক্ষেও সমান । অতিপ্রায় এই যে, কলজাদি ভগ্নে প্রবৃত্তি যেরূপ ভ্রান্তিজ্ঞানপ্রণোদিত বলিয়া অনর্থ বা অনিষ্টকর, শাস্ত্রবিহিত প্রবৃত্তিসমূহেরও সেইরূপ অজ্ঞানমূলকত্ব ও অনর্থকরত্ব সমান । অতএব পরমাত্মবিষয়ে বাহার স্বার্থ জ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়াছে, তাহার পক্ষে, শাস্ত্রবিহিত যাগাদি কার্যগুলিও ভ্রান্তি-জ্ঞানমূলকত্বে ও ইষ্টানিষ্টসাধনাংশে ভুল্য হওয়ার, পরমাত্ম-জ্ঞান দ্বারা মিথ্যা জ্ঞান উন্মূলিত হইবার পর বৈধকর্মও প্রবৃত্তি না হওয়া যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে । ১২ ।

আচ্ছা, কামা যাগাদি কার্যে প্রবৃত্তি না হওয়া বৃক্তিসমূহ হইতে পারে সত্য, কিন্তু নিত্য কর্মসমূহ যখন কেবলই শাস্ত্রবিহিত এবং ইষ্টানিষ্টসাধকও নহে, তখন তদ্বিষয়ে প্রবৃত্তির অভাব হওয়া ত বৃক্তিসমূহ হইতে পারে না । না, তাহা নহে ; কারণ, বাহ্যের অজ্ঞান ও অজ্ঞানমূলক রাগদেবাদি দোষসম্পন্ন, তাহাদের সম্বন্ধেই নিত্যকর্ম বিহিত হইয়াছে, (কিন্তু রাগদেবাদি-দোষবিহিতের সম্বন্ধে নহে) । [বৃক্তিতে হইবে,] যেমন স্বর্গকামনাদিরূপ দোষসম্পন্ন পুরুষের জন্ম 'দর্শপোর্ণ-মাসা'দি কামা কর্মসমূহ বিহিত হইয়াছে, তেমনি যে লোক সর্ববিধ অনর্থের বীজভূত অবিজ্ঞান-দোষে কলুষিত এবং অবিজ্ঞানপ্রসূত ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট-পরিহারের মূলভূত রাগদেবাদি দোষেও অভিভূত, তাহার প্রবৃত্তিতেও পূর্ববৎ অবিজ্ঞানদোষ সন্নিবিষ্ট থাকায়, বৃক্তিতে হইবে যে, তাদৃশ দোষসম্পন্ন লোকের জন্মই নিত্যকর্মসমূহ বিহিত হইয়া থাকে, কিন্তু কেবল শাস্ত্রের আদেশই উহার একমাত্র প্রযোজক নহে । অগ্নিহোত্র, দর্শপোর্ণমাস, চাতুর্মাস, পশুবন্ধ ও সোমযাগের কামাত্ম বা নিত্য অংশে স্বরূপতঃ যে, কোনপ্রকার বিশেষ আছে, তাহা নহে । কারণ, অমৃত্যুচাক্তার যদি স্বর্গাদিকলে কামনা থাকে, তাহা হইলেই সেই দোষবলে কামাত্ম হইয়া থাকে, আর কতী যদি অবিজ্ঞান দোষসম্পন্ন এবং দোষ নিবন্ধন স্বভাবসিদ্ধ অমৃত্যুচাক্তার দোষে ইষ্টলাভে ও অনিষ্টপরিহারে অভিলাষী হন, তাহা হইলে নিত্যকর্মও তাহার কাম্যফলের সাধক হয় ; কারণ, তাহার জন্মই উহা বিহিত হইয়াছে ; কিন্তু যে ব্যক্তির পরমাত্মবিষয়ে স্বার্থ জ্ঞান উদিত হইয়াছে, তাহার পক্ষে নিবৃত্তির উপায় নির্দেশ ভিন্ন কোথাও কোনরূপ কর্মের বিধান দেখিতে পাওয়া যায় না । কেন না, কর্মের নিমিত্তীভূত যে, দেবতাদি সর্ববিধ সাধন, সে সমুদয়ের অসত্যতা প্রদীপাদনপূর্বকই আত্মজ্ঞান বিহিত হইয়া থাকে ; অতরাং

যাহার ক্রিয়া ও কার্যকাৰি বিশেষ জ্ঞান বিমৰ্শিত (মিথ্যাকৰূপে নিশ্চিত) হইয়াছে, তাহার পক্ষে ত কৰ্ম্মপ্রবৃত্তি কখনও উৎপন্ন হইতে পারে না ; কারণ, ক্রিয়া ও তৎসাধনাদি বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান থাকিলেই লোকের ক্রিয়ামুঠানে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, (নচেৎ কখনই হয় না) । কারণ, যে ব্যক্তি দেশ ও কালাদি পরিচ্ছেদরহিত ও স্থলত্বাদিধৰ্ম্মবজ্জিত অদ্বিতীয় ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছে, তাহার পক্ষে কৰ্ম্মামুঠানের অবসরই বা কোথায় ? যদি বল, ব্রহ্মবিদ ব্যক্তির ভোজনে যেমন প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, তেমনি কৰ্ম্মামুঠানেও প্রবৃত্তি হইতে পারে ; না—তাঁহাও বলিতে পার না ; কারণ, লোকের যে, ভোজনাদি কার্য্যে প্রবৃত্তি হয়, অবিজ্ঞাই তাহার একমাত্র নিমিত্ত ; সুতরাং ভোজনাদি কার্য্যামুঠানের অবশ্যকৰ্ত্তব্যতা নাই, অর্থাৎ যখনই অবিজ্ঞাদোষের উদ্ভব হয়, তখনই ভোজনামুঠানের আবশ্যক হয়, আবার যে সময়ে সেই দোষের তিরোধান হয়, সে সময়ে ভোজনেরও আবশ্যক হয় না ; কিন্তু নিরত বা অবশ্যকৰ্ত্তব্য নিত্যকৰ্ম্মের অন্তর্গত—কখনও করা, কখনও বা না করা, এইরূপ অনিৰ্ম্মিত ব্যবহার কখনই হইতে পারে না । ভোজনাদি ক্রিয়াগুলি কেবলই দোষজন্ত বলিয়া এবং সেই দোষের উদ্ভব ও অভিভবের কোনরূপ নিয়ম না থাকার স্বৰ্গাদিকামনার দ্বারা ভোজনাদি প্রবৃত্তিও অনিৰ্ম্মিত বা কাদাচিৎক, (কিন্তু নিত্যকৰ্ম্মের সেরূপ অনিৰ্ম্মিত প্রবৃত্তি হইতে পারে না) (৮) । ১০ ।

বিশেষতঃ, শাস্ত্রোক্ত দেশকালাদি নিমিত্তসাপেক্ষ বলিয়াও নিত্যকৰ্ম্মের অনিৰ্ম্মিত বা কাদাচিৎকতা হইতে পারে না । কাম্য ‘অগ্নিহোত্র’ যজ্ঞ যেমন শাস্ত্রনির্দেশানুসারে সায়াং ও প্রাতঃকাল-সাপেক্ষ, অর্থাৎ সায়াং ও প্রাতঃকালেই উহার অনুষ্ঠান করিতে হয়, যে কোন সময়ে নহে, ঠিক তেমনি অবিজ্ঞাদি দোষমূলক নিত্যকৰ্ম্মসমূহও কালবিশেষসাপেক্ষ । ভাল কথা, জ্ঞানীদিগের ভোজনাদি প্রবৃত্তিবিধের নৈরূপ কৰ্ত্তব্যতা নিয়ম আছে, অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়াও ঠিক সেই-

(৮) তাৎপৰ্য্য—নিত্যকৰ্ম্মের লক্ষণ এইরূপ—“যদকরণে প্রত্যাচাঃ, তৎ নিত্যম্” অর্থাৎ যে কার্য্য না করিলে পাপ হয়, তাহার নাম ‘নিত্যকৰ্ম্ম’ । সুতরাং নিত্যকৰ্ম্মামুঠানে কাহারও স্বাতন্ত্র্য নাই ; কৰ্ত্তার উচ্ছা থাকুক আর নাই থাকুক, নিত্যকৰ্ম্ম করিতেই হইবে । ভোজনাদি কার্য্যগুলি কেবলই দেহাদিতে আত্মাভিমানরূপ অবিজ্ঞাজনিত ; সুতরাং সেই অবিজ্ঞান দোষটি যখন যাহার সেরূপ অৰ্ধল হয়, তখনই তাহার সেই প্রবৃত্তিরও সেই পরিমাণে প্রাবল্য ঘটয়া থাকে, আবার সেই দোষ শিথিল হইয়া গেলে পর, সঙ্গে সঙ্গে ভোজনেচ্ছা রহিত হইয়া যায় ; অতএব নিত্যকৰ্ম্মের সহিত পার্থক্য নাই ।

রূপই জ্ঞানীদিগেরও অবশ্যকর্তব্য হউক ; না, তাহা হইতে পারে না ; নিয়ম ত আর কোন ক্রিয়া নহে, এবং ক্রিয়ার প্রয়োজকও নহে ; সুতরাং তাদৃশ নিয়ম-কল্পনাও জ্ঞানের প্রতিবন্ধক হইতে পারে না । অতএব পরমাত্মবিষয়ে যথার্থ জ্ঞানের বিধিও যখন তদ্বিপরীত স্থলস্থ ও দৈতভাবের নিবৃত্তি সাধন করে ; তখন জ্ঞানবিধিরও সৰ্ব্বকৰ্ম্ম-প্রতিষেধকতা উপপন্ন হইতে পারে ; কারণ, কৰ্ম্মপ্রবৃত্তির অভাব বা নিবৃত্তিসাধনরূপ প্রয়োজনটী নিষেধবিধি ও জ্ঞানবিধি— উভয়ের পক্ষেই তুল্য । অতএব নিষেধবিধির দ্বারা জ্ঞানশাস্ত্রেরও কেবলই বস্তুর স্বরূপমাত্র প্রতিপাদন ও তদ্বিষয়েই তাৎপর্যবত্তা সিদ্ধ হইল ॥ ১০ ॥ ১ ॥

তে হ বাচনূচুস্তঃ ন উদগায়তি, তথৈতি, তেভ্যো বাগুদ-
গায়ৎ । যো বাচি ভোগস্তঃ দেবেভ্য আগায়ৎ, যৎ কল্যাণং বদতি
তদান্ননে । তে বিহুরনে ন বৈ ন উদগাত্ৰাহত্যেঘ্যন্তীতি তমভি-
দ্রত্য পাপুনাহবিদ্যান্, স যঃ স পাপুমা, যদেবেদমপ্রতিরূপং বদতি
স এব স পাপুমা ॥ ১১ ॥ ২ ॥

সরলার্থঃ :—তে (পূর্বোক্তাঃ) [দেবাঃ প্রাণাদয়ঃ] হ (ঐতিহ্যে)
বাচম্ (বাগিন্দ্রিয়ম্) উচুঃ (উক্তবস্তুঃ)—[হে বাক্,] ত্বং নঃ (অগ্ন্যভ্যম্)
উদগায় (উদগীথগানং কুরু) ইতি । বাক্ (বাগিন্দ্রিয়-দেবতা) তথা (তথাস্ত)
ইতি [প্রতিশ্রুত্যা] তেভ্যঃ (প্রাণরূপদেবতাভ্যঃ) উদগায়ৎ (উদগীথগানং
কৃতবন্তী) । বাচি যঃ ভোগঃ (বাহুনিমিত্তঃ বা উপকারঃ), তং (ভোগং)
দেবেভ্যঃ (সর্বেন্দ্রিয়েভ্যঃ) আগায়ৎ ; যৎ [পুনঃ] কল্যাণং (শোভনং) বদতি
(বর্ণান্ উচ্চারণয়তি বাক্), তং (কল্যাণবদনং) আয়নে (স্বয়ৈ) [আগায়ৎ] ।
তে (অমুরাঃ—রাজসবৃত্তয়ঃ) [বাচঃ তথাবিধং স্বপক্ষপাতং উপলভ্য] বিহুঃ
(বিজ্ঞাতবস্তুঃ), [যৎ—] অনেন (উদগাত্ৰা বাগায়ন্য উদগীথকত্রী) বৈ নঃ
(অগ্ন্যান্) [স্বাভাবিকং জ্ঞানং কৰ্ম্ম চ অভিব্যক্ত] অতোঘ্যন্তি (অতিক্রমিষ্যন্তি
পর্যন্তবিষ্যন্তি—দেবাঃ) ইতি (এবং নিশ্চিত্য) তং (বাক্-স্বরূপম্ উদগাতারম্)
অভিভ্রত্য (সৰ্ব্বতোভাবেন আক্রম্য) পাপুমনা (স্বকীয়েন ভোগাসক্তিদোষণ)
অবিদ্যান্ (সংযোজয়ামাস্থঃ), যঃ সঃ (প্রজাপতেঃ পূর্বজন্মনি জাতঃ ভোগাসক্তঃ),
সঃ [এব] পাপুমা (পাপং) । [কোহসৌ ? ইত্যাহ—] যৎ এব ইদং (অমুভব-
গোচরং যথা স্মৃৎ তথা) অপ্রতিরূপং (অমুচিতং প্রতিবিক্রমপি) বদতি (সৰ্ব্বো
জনঃ), সঃ [অনমুরূপবচনম্ এব] সঃ (আসঙ্গকলভূতঃ) পাপুমা (পাপফলমিত্যর্থঃ) ।

মূলানুবাদ : সেই দেবতাগণ বাগিন্দ্রিয়কে বলিয়াছিলেন—
 তুমি আমাদের জন্য ‘উদগীথ’ গান কর ; বাগিন্দ্রিয় ‘তথাস্তু’ বলিয়া
 তাহাদের জন্য উদগীথ গান করিতে লাগিলেন ; কিন্তু বাক্যগত যে সাধারণ
 ভোগ, তাহাই দেবতাগণের উদ্দেশ্যে গান করিলেন, আর যাহা কল্যাণময়
 অতি রমণীয় বাক্যোচ্চারণ, তাহা আপনার নিমিত্ত গান করিলেন । এইরূপ
 ফলাভিষঙ্গ বা পক্ষপাতরূপ ক্রটি পাইয়া অমুরগণ বৃদ্ধিতে পারিলেন
 যে, দেবতাগণ এই উদগাতা দ্বারা (উদগীথগানকারী বাগ্-দেবতা দ্বারা)
 আমাদিগকে অতিক্রম করিবে, অর্থাৎ পরাজিত করিবে । এইরূপ মনে
 করিয়া তাঁহারা বাগ্-দেবতাকে আক্রমণ করিয়া পাপ দ্বারা দ্বিষ্ট করিলেন ।
 সেই যে, প্রজাপতির পূর্বজন্মজাত আসক্তি বা পক্ষপাত, তাহাই ইহা ;
 [তাহার পরিচয় দিতেছেন—] এই যে, লোকে অনুচিত অর্থাৎ
 শাস্ত্রনিষিদ্ধ কথা বলিয়া থাকে, তাহাই সেই পাপ, অর্থাৎ পাপের
 ফল ॥ ১১ ॥ ২ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।—তে দেবঃ ই এবং বিনিশ্চিত্য বাচঃ বাগভিমানিনী-
 দেবতাম্ উচুঃ উক্তবন্তঃ ;—তঃ নঃ অঙ্গভাম্ উদগায় উদগাতঃ কৰ্ম্ম কুরুষ,—
 বাগ্-দেবতানির্কর্ত্ত্যমোদগাতঃ কৰ্ম্ম দৃষ্টবন্তঃ, তামেব চ দেবতাঃ জপমন্ত্রাভিধেয়াম্—
 “অসতো মা সদগময়” ইতি । ১ ।

অত্র চোপাসনায়াঃ কৰ্ম্মণশ্চ কৰ্ত্ত্বেন বাগাদয় এব বিবক্ষাস্তে । কস্মাৎ ?
 যস্মাৎ পরমার্থতত্ত্বংকৰ্ত্ত্বকঃ তদ্বিসয় এব চ সৰ্ব্বো জ্ঞান-কৰ্ম্মসংব্যবহারঃ । বক্ষ্যতি
 হি “ধ্যায়তীব লেলায়তীব” ইত্যাদ্যকৰ্ত্ত্বকত্বাভাবঃ বিস্তরতঃ যঠে । ইহাপি
 চ অধ্যায়াস্তে উপসংহরিশ্রুতি—অব্যাকৃতাঙ্গি ক্রিয়াকারকফলজাতম্—“ত্রয়ং বা
 ইদং নাম রূপং কৰ্ম্ম” ইত্যবিজ্ঞাবিষয়ম্ । অব্যাকৃতাং তু যৎ পরং পরমাত্মাণ্যং
 বিজ্ঞাবিষয়ম্ অনামরূপকৰ্ম্মাদ্যকঃ “নেতি নেতি” ইতি ইতরপ্রত্যখ্যানেন উপ-
 সংহরিশ্রুতি পৃথক্ । যন্ত বাগাদি-সমাহারোপাধি-পরিকল্পিতঃ সংসার্য্যাত্মা, তন্ম
 বাগাদি-সমাহার-পক্ষপাতিনমেব দর্শয়িষ্যতি—“এতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুখ্যায়
 তাত্ত্বোবাহুবিনশ্রুতি” ইতি । তস্মাদ্ যুক্তা বাগাদীনামেব জ্ঞান-কৰ্ম্মকৰ্ত্ত্বকফল-
 প্রাপ্তিবিবক্ষা । ২ ।

তথেষতি তথাব্রুতি দেবৈবকৃতা বাচ্ তেভ্যঃ অগ্নিভ্যঃ অথায় উদগায়ং উদগানং
 কৃতবতী । কঃ পুনরসৌ দেবেভ্যঃ অথায় উদগানকৰ্ম্মণা বাচা নিৰ্কৰ্ত্তিতঃ কার্য্য-

বিশেষ ইতি ? উচ্যতে, যো বাচি নিমিত্তভূত্যাং বাগাদিসমুদায়স্ত য উপ-
কারো নিষ্পদ্যতে বদনাদিব্যাপারেণ, স এব । সর্কেবাং হুসৌ বাখদনাভি-
নিবৃত্তৌ ভোগঃ ফলম্ । তং ভোগং সা ত্রিষু পবমানেষু কৃদ্বা, অবশিষ্টেষু
নবস্তু ত্তোত্রেষু বাচনিকমার্তিজ্যং ফলম্—যং কল্যাণঃ শোভনং বদতি বর্ণানভি-
নির্কর্তয়তি, তদ্ আত্মনে মন্থমেব । তন্ধি অসাধারণঃ বাগ্দ্বেবতারাঃ কৰ্ম্ম, যং
সমাগ্ বর্ণানামুচ্চারণম্ ; অতন্তদেব বিশেষ্যতে—‘যং কল্যাণঃ বদতি’ ইতি । যং
তু বদনকার্য্যং, সর্কসত্ত্বাতোপকারায়কং, তন্ যাজমানমেব । ৩ ।

তত্র কল্যাণবদনাস্বসম্বন্ধাসঙ্গাবসরং দেবতারা ব্রহ্ম প্রতিলভ্য তে বিহুরসুরাঃ ।
কণম্ ? অনেন উদগাত্ৰা, নঃ অস্মান্, স্বাভাবিকং জ্ঞানং কৰ্ম্ম চাভিভূয় অতীত্য,
শাস্ত্রজনিত-কৰ্ম্ম-জ্ঞানরূপেণ জ্যোতিবা উদগাত্ৰায়না অতোহ্যন্তি অতিগমিষ্যন্তি,—
ইতোবং বিজ্ঞায়, তন্ উদগাতারম্ অভিক্রত্য অভিগম্য, স্বেন আসঙ্গলকণেন
পাপুনা অবিদ্যন তাদিতবস্তুঃ সংযোজিতবস্তু ইত্যর্থঃ ।

স যঃ স পাপুনা—প্রজাপতেঃ পূৰ্ব্বজন্মাবস্থায় বাচি ক্ষিপ্তঃ, স এব প্রত্যক্ষী-
ক্রিয়তে । কোহুসৌ ? যদেবেদম্ অপ্রতিরূপম্ অনন্তরূপং শাস্ত্রপ্রতিষিদ্ধং বদতি,
যেন প্রযুক্তঃ অসভা-বীভৎসানুতাদি অনিচ্ছন্নপি বদতি ; অনেন কার্য্যেণ
অপ্রতিরূপবদনেন অমুগম্যমানঃ প্রজাপতেঃ কার্য্যভূতাস্থ প্রজাস্থ বাচি বর্ততে ;
স এব অপ্রতিরূপবদনেনানুমুখিতঃ স প্রজাপতেস্বাচি গতঃ পাপুনা ; কারণানুবিধানি
হি কার্য্যমিতি ॥ ১১ ॥ ২ ॥

টীকা । জ্ঞানমিহ পরীক্ষ্যমাণমিত্যেতৎ প্রসঙ্গাগতং বিচারঃ পরিসমাপ্য ‘তে হ বাচম্’
ইত্যাদি ব্যাচষ্টে—তে দেবা ইতি । অচেতনারা বাচৌ নিযোজ্যঃ বারয়তি—বাগভিমানিনী-
মিতি । নিযোক্তৃণাং দেবানামভিপ্রায়মাহ—বাগ্দ্বেবতেতি । নহু উদগাত্ৰং কৰ্ম্ম জপমন্ত্রপ্রকাশ্য
দেবতা নির্কর্তয়িষ্যতি, ন তু বাগ্দ্বেবতেতি, তত্রাহ—তামেবেতি । “অসতো মা সদাময়” ইতি
জপমন্ত্রাভিধেয়াং দৃষ্টবস্তু ইতি পূৰ্বেণ সন্ধঃ ।

বাগান্ধাশ্রয়ং কৰ্ত্ত্বাদি দর্শয়তঃ অর্থবাদস্ত প্রাসঙ্গিকং তাৎপৰ্য্যমাহ—অত্র চেতি । আত্মা-
শ্রয়ে কৰ্ত্ত্বাহাদৌ অবতাসমানে তস্ত বাগান্ধাশ্রয়ত্বমযুক্তমিত্যাহ—কস্মাদিতি । পরস্ত জীবস্ত বা
কৰ্ত্ত্বাদি বিবক্ষিতমিতি বিকল্যা আত্মং দুষয়তি—যস্মাদিতি । বিচারদশায়াং বাগাদিসমুদায়স্ত
ত্রিবিধশক্তিঃ কৰ্ত্ত্বাদিঃ তদাশ্রয়ো যস্মাৎ প্রতীতঃ, তস্মাৎ পরস্তাশ্রয়ঃ যতন্তচ্ছক্তিগুণস্ত
ন তদাশ্রয়ত্বমিত্যর্থঃ । কিঞ্চ, অবিদ্যাশ্রয়ঃ সর্কৌ ব্যবহারো ন তদ্ধানে পরস্মিন্নবতরতীত্যাহ—
তদ্বিষয় ইতি । “কৰ্ত্তা শাস্ত্রার্থবদ্বাং” ইতি শ্রায়েন কৰ্ত্ত্বত্বমাস্তনঃ অঙ্গীকৰ্ত্তব্যম্, ইত্যশঙ্ক্য “যথা
চ তস্কোত্তরথা” ইতি শ্রাদ্যদৌপাধিকং তস্মিন্ কৰ্ত্ত্বত্বমিত্যভিপ্রোক্ত্যাহ—ব্যক্যতি ইতি ।
যহুত্তমবিদ্যাবিষয়ঃ সর্কৌ ব্যবহার ইতি, তত্র ব্যাক্যশেষমুকূলয়তি—ইহাপীতি । ইতচ্চ

পরশ্মিন্নান্নি কৰ্ত্ত্বাদিব্যবহারো নাস্তীত্যাহ—অবাকৃতাস্থিতি । অনামরূপকন্ধ্যাকমিত্যপ্যং উপরিষ্টাৎ তৎপদমধ্যাহৰ্তব্যং, জীবন্ত স্তাদিতি দ্বিতীয়মাশঙ্ক্যাহ—যস্থিতি । জীবশব্দবাচ্যস্ত বিশিষ্টস্ত কল্পিতত্বাৎ ন তাত্ত্বিকং কৰ্ত্ত্বাদিকং, কিং তু তদ্বারা স্বরূপে সমারোপিতমিতি ভাবঃ । আত্মনি তাত্ত্বিককৰ্ত্ত্বাদ্যভাবে কলিতমর্থবাদতাৎপর্যমুপসংহরতি—তস্মাদিতি ।

তাৎপৰ্য্যমর্থবাদস্তোক্তা। নিযুক্তয়া বাগদেবতয়া যৎ কৃতং, তদুপশ্চ্যুতি—তথোক্তাদিনা । উক্তাত্মং জপমন্ত্রকাক্ষত্বং চ আত্মনোহস্মীকৃতং বাঙল্যানে প্রবৃত্তা চেৎ, তয়া কশ্চিদুপকারো দেবানামুদ্যানেন নিৰ্ধৰ্ত্তনীয়ঃ, স চ নাস্তীতি শঙ্কতে—কঃ পুনরिति । বদনাদিবা্যপারে সতি যঃ স্তববিশেষঃ সজ্ঞাতস্ত নিষ্পৃক্ততে, স এব কাৰ্য্যবিশেষঃ, ইত্যাহ—উচ্যত ইতি । যো বাচীতি প্রতীকমাদায় বাখ্যায়তে কথং পুনরাচো বচনং, চক্ষুষো দর্শনমিত্যাদিনা নিষ্পন্নং ফলং সৰ্ব্ব-সাধারণমিত্যাশঙ্ক্যাস্তবমন্তুহত্যাহ—সৰ্বেষামিতি । কিঞ্চ, দেবার্থমুদ্যায়ত্বাং বাচঃ স্বার্থমপি কিকিছুদ্যায়নমতি ; তথা চ জ্যোতিষ্টোমে দ্বাদশ স্তোত্রাণি, তত্র ত্রিণ পবমানাগোমু স্তোত্রেষু রাজমানং ফলমুদ্যানেন কৃত্বা, শিষ্টেষু নবমু স্তোত্রেষু যৎ কলাণবদনসামর্থ্যং, তদাত্মনে স্বার্থমেব আগায়দিত্যাহ—তং ভোগমিতি । ঋহিণাং ক্রীতত্বাৎ ন ফলসম্বন্ধঃ সম্ভবতি, ইত্যশঙ্ক্যাহ—বাচনিকমিতি । ‘অথাত্মনেহংসাদ্ভ্যায়ঃ’ ইতি শ্রুতিমিত্যর্থঃ । কলাণবদনসামর্থ্যস্ত স্বার্থত্বং সমর্থয়তে—তদ্বীতি । কলাণবদনং বাচোঃসাধারণং চেৎ, কস্তুহি যো বাচীত্যাদেবিত্বং, তদ্রাহ—যস্থিতি ।

বাগদেবতায়াং অমুরাগামবকাণং দশয়তি—তত্রৈতি । স্বার্থে পরার্থে চোদ্যানে সতীতি যাবৎ । কলাণবদনস্তাত্মনা বাচৈব সম্বন্ধে যঃ অয়ম্ আসজ্জোহর্জিনবিশেষঃ, স এবাবনরো দেবতায়াঃ, তমবসরং প্রাপ্যেত্যর্থঃ । অবসরমেব ব্যাকরোতি—রক্তমিতি । অস্মানভীত্যোতি—সম্বন্ধঃ । কোহসৌ অমুরাতায়ন্তঃ বাচস্টে—স্বাভাবিকমিতি । তত্রোপায়নুপশ্চ্যুতি—শাস্ত্রেতি । অমুরানভিভূয় কেনাশ্চনা দেবাঃ স্বাস্ত্যুতীতি বিবকায়ামাহ—জ্যোতিষমিতি । প্রজাপতেন্দ্রাচি পাপ্মা ক্লিপ্তঃ অমুরৈরिति কুতোহবগম্যতে, তদ্রাহ—ন যঃ স পাপেপুতি । প্রতিষিদ্ধবদনমেব পাপ্মেত্যুক্তমদৃষ্টস্ত ক্রিয়াতিরিক্তত্বাস্তীকারাৎ, ইত্যশঙ্ক্যাহ—গোনেতি । অসভ্যং সভানর্হং জীবর্ণনাদি, বাঁতংসঃ ভয়ানকং প্রোতাদিবর্ণনম্, অন্তত্ অযথাদৃষ্টবচনন্ । আদি-শব্দাৎ পিশুনত্বং গৃহ্যতে । কিমত্র প্রজাপতেন্দ্রাচি পাপ্মসম্বন্ধে মাননুজং ভবতীত্যশঙ্ক্যঃ স এব স পাপ্মেতি ব্যাকরোতি—অনেনেতি । প্রজাপত্যাস্থ প্রজাস্থ প্রতিগম্মেন অসত্যবদনাদিনা লিঙ্গেন তদ্বাচি পাপ্মানুমিতং, স এব প্রজাপতিবাচি পাপ্পানং গময়তি ; বিমতঃ কারণপূৰ্ব্বকং কাৰ্য্যত্বাদ্যট-বৎ । ন চ প্রজাগতং দুরিতং প্রাজাপত্যঃ তদ্বিনা হেতুহারাংদেব স্তাৎ, কারণানুবিধায়িত্বাৎ কাৰ্য্যস্ত । ন চ তৎকারণেহপি পরশ্মিন্ প্রসঙ্গঃ “অপাপবিক্রম্” ইতি শ্রুতেঃ । ন চ ‘ন ই বে দেবান্ পাপং গচ্ছতি’ ইতি শ্রুতেন সূত্রেহপি পাপবৈধঃ, তস্ত কলাবহস্ত অপাপস্বৈহপি যজ-মানাবহস্ত তদ্বাবাদিত্যর্থঃ । আত্মসকারাভ্যাং কারণত্বং পাপ্মানমনুজ তন্ত্বেব কাৰ্য্যত্বত্ব-মুচ্যতে । উত্তরাভ্যাং তু কাৰ্য্যত্বং পাপ্মানমনুজ তন্ত্বেব কারণত্বমিতি বিভাগঃ ॥ ১১ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—সেই দেবতাগণ এইরূপ নিশ্চয় করিয়া—বাক্কে অর্থাৎ বাগিজিয়াভিমানী দেবতাকে বলিয়াছিলেন, তুমি আমাদের অস্ত

উদ্গাতার কৰ্ম—উদগীপগান কর; অর্থাৎ বাগ্বেবতার সম্পাদনীয় উদ্গাত কৰ্ম এবং “অসতো মা সদ্ গময়” (আমাকে অসৎ হইতে সতে লইয়া যাও) এই জপ্যমন্ত্রের প্রতিপাঠ দেবতাকেও দর্শন করিয়াছিলেন । ১ ।

এখানে বুঝিতে হইবে, বাগাদি দেবতাগণকেই উপাসনা ও কৰ্ম্মানুষ্ঠানের কর্তারূপে প্রতিপাদন করা শ্রুতির অভিপ্রেত । কি জ্ঞাত? বেহেতু, যে কোন-প্রকার জ্ঞান ও কৰ্ম্ম প্রসিদ্ধ আছে, প্রকৃতপক্ষে তাহারাই সেই সমস্তের কর্তা ও বিষয় (আশ্রয়), অর্থাৎ বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে এবং বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়েতেই এই সমস্ত বাপার সম্পন্ন হইয়া থাকে । এইজন্তই পরে বর্ধাধ্যায়ে ‘আত্মা যেন ধানই করে, যেন স্পন্দনই করে’ ইত্যাদি বাক্যে আত্মার অকর্তৃত্ব বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিবেন । আর এখানেও অধ্যায়ের শেষভাগে উপসংহারস্থলে “ত্রয়ং বা ইদং নাম রূপঃ কৰ্ম্ম” ইত্যাদি বাক্যে অব্যাক্ত প্রকৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রিয়া, কারক ও ফল প্রভৃতি সমস্তই অবিচার বিষয় বা অজ্ঞান-মূলক বলিয়া নির্দেশ করিবেন । আর যিনি অব্যাক্ত, প্রকৃতির অতীত এবং নাম, রূপ ও কৰ্ম্মের সহিত অসম্বন্ধ, তিনিই বিচার—জ্ঞানের বিষয়, এবং ‘নেতি নেতি’ বলিয়া অপর সৰ্ব্বপদার্থবিলক্ষণরূপে তাহারই পূর্ণক উপসংহার করিবেন । আর যিনি বাক্ প্রভৃতি উপাধিসমষ্টিবিশিষ্ট, সংসারী আত্মা—জীব, তাহাকেও আবার “এতেভাঃ ভূতেভাঃ সনুপায় তাত্বেব অনুবিনশ্চতি” ইত্যাদি বাক্যে বাক্ প্রভৃতি দেহসংঘাতের অন্তঃগামী বলিয়া প্রদর্শন করিবেন । অতএব বাক্ প্রভৃতির সম্বন্ধেই জ্ঞান ও কৰ্ম্মানুষ্ঠানের ফলপ্রাপ্তি প্রতিপাদন করা সম্ভবপর ও সম্ভব হয় । ২ ।

‘তথা’ ইতি । তথা অর্থ—তথাস্থ (সেইরূপই হউক); বাগ্বেবতা অপরাপর দেবতাকর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া প্রার্থী সেই দেবতাগণের নিমিত্ত উদ্গান করিয়াছিলেন (অর্থাৎ উদগীপ গান করিয়াছিলেন) । বাগ্বেবতা উদ্গানকৰ্ম্ম দ্বারা দেবতাগণের জ্ঞাত কিপ্রকার কার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন? বলা হইতেছে;—বাক্যে—বাগিন্দ্রিয়ের সাহায্যে, অর্থাৎ শব্দোচ্চারণাদি ক্রিয়া দ্বারা বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সমুদয়ের যে, উপকার সম্পাদিত হয়, তাহাই তাহার সেই কার্য । বাক্যোচ্চারণজনিত যে, এইরূপ ফল, তাহা সকলেরই সাধারণ ভোগ্য । সেই বাগ্বেবতা তিনটীমাত্র ‘পবমান’ স্তোত্রে উক্তপ্রকার ভোগ বা উপকার সম্পাদন করিয়া, অবশিষ্ট নয়টী স্তোত্র—বাহার পাঠগত ফল অস্বিক্তগত হয় (পাঠকই লাভ করেন), সেই নয়টী স্তোত্রে বাগদেবতা যে,

কল্যাণ অর্থাৎ সুন্দর বর্ণোচ্চারণ করিয়া থাকেন, সেই সুন্দর বর্ণোচ্চারণ আপ-
নারই উদ্দেশ্যে সম্পন্ন [করিয়াছিলেন] (৯) । যথাযথরূপে যে, বর্ণোচ্চারণ করা,
তাহাই বাগ্‌দেবতার অনন্তসাধারণ কার্য্য ; এই জন্তই ‘যং কল্যাণং বদতি’ কথায়
তাহা বিশেষ ভাবে নির্দেশ করিলেন । কিন্তু দেহসজ্জাতের উপকারসাধক যে,
বাক্যোচ্চারণমাত্র কার্য্য, তাহার ফলভাগী হয় যজমান ; [আর যথাযথরূপে
বাক্যোচ্চারণের ফলভাগী হয় নিজে—বাক্ ।] । ৩ ।

সেই অম্বরগণ বাগ্‌দেবতার এইরূপ কল্যাণময় বাক্যোচ্চারণাত্মক স্বার্থ-
পরতারূপ ছিদ্র প্রাপ্ত হইয়া বুঝিয়াছিলেন । কি বুঝিয়াছিলেন ?—না, দেবগণ
এই উদগাতা দ্বারা আমাদের স্বাভাবিক বা উচ্ছৃঙ্খল জ্ঞান ও কর্ম্মমার্গ পরাজিত
করিয়া, শাস্ত্রোপদেশলব্ধ কর্ম্ম ও জ্ঞানরূপ উদগাতাত্মক জ্যোতিঃপ্রভাবে (দিবা
জ্ঞানের সাহায্যে) আমাদের অতিক্রম করিবে ; ইহা অবগত হইয়া সেই
উদগাতাকে আক্রমণ করিয়া, তাহাকে স্বীয় ভোগাসক্তিরূপ পাপ দ্বারা বিদ্ধ
করিয়াছিলেন, অর্থাৎ ঐ পাপে সংযোজিত করিয়াছিলেন । ৪ ।

সেই যে, সেই পাপ, অর্থাৎ পূর্ব্বেজন্মে প্রজাপতির বাগিন্দ্রিয়ে যে পাপ প্রক্ষিপ্ত
হইয়াছিল, তাহাই এখানে প্রত্যক্ষবৎ প্রদর্শিত হইতেছে । সেই পাপটী কি ?
না, তাহা এই যে, লোকে অপ্রতিকূপ—অনুচিত, অর্থাৎ শাস্ত্রনিষিদ্ধ বাক্য
উচ্চারণ করিয়া থাকে ; যাহার জন্ত লোকে অনিচ্ছাপূর্ব্বকও অসভ্য, ঘৃণিত ও
মিথ্যা কথা প্রভৃতিও বলিয়া থাকে । সেই অনুচিত বাক্য-ব্যবহারজনিত পাপ
অত্মাপি প্রজাপতির সৃষ্ট প্রাণিগণের বাগিন্দ্রিয়ে বর্তমান রহিয়াছে । ঐরূপ
নিষিদ্ধ ভাষণ হইতেই অনুমিত হয় যে, প্রজাপতির বাগিন্দ্রিয়েও এই পাপ সন্নি-
বিষ্ট ছিল ; কেন না, কার্য্যমাত্রই কারণাত্মক হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥ ২ ॥

(৯) তাৎপর্য্য—জ্যোতিষ্টোম যাগে দ্বাদশটি স্তোত্রগানের ব্যবস্থা আছে । তন্মধ্যে
‘পরমান’ নামক স্তোত্রত্রয়ের গানে যে ফল হয়, যজমান সে ফলে অধিকারী হয় ; আর
অবশিষ্ট যে, নয়টি স্তোত্র গান করিতে হয়, ঐকি তাহার ফলভাগী হয় । স্তোত্রপাঠ বাগি-
ন্দ্রিয়েই নিজস্ব কার্য্য ; অথচ বাগ্‌দেবতা সর্ব্বেন্দ্রিয়ের প্রতিনিধিরূপে স্তোত্র পাঠকার্য্যে
নিয়োজিত হইয়া যজমানদিগের ফলজনক স্তোত্রগুলি সাধারণভাবে পাঠ করিলেন, আর স্বয়ং
ঐকিরূপে যে সমস্ত স্তোত্রের ফল পাইবেন, সেই সমস্ত স্তোত্র অতি উত্তমরূপে যথাযথ
স্বরবাঞ্ছনাদি বিভাগ অনুসারে গান করিলেন । এই স্বার্থপরতারূপ অপরাধে অম্বরগণ তাহাকে
আক্রমণ করিবার স্বযোগ পাইলেন ; এবং স্বীয় পাপ দ্বারা বাগিন্দ্রিয়কে কলুষিত করিলেন ।
বর্তমান প্রজাপতির পূর্ব্বেজন্মে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার ফলে বর্তমান কল্পেও তাহার
প্রদ্রামগুলীর বাক্যে সেই দোষ—স্বার্থপরতা পরিলক্ষিত হইতেছে ।

অথ হ প্রাণমুচুস্তং ন উদগায়েতি, তথৈতি—তেভ্যঃ প্রাণ উদগায়ৎ । যঃ প্রাণে ভোগস্তং দেবেভ্য আগায়ৎ, যৎ কল্যাণং জিহ্বতি তদাশ্বনে । তে বিহুরনেন বৈ ন উদগাত্ৰাহত্যেঘ্যস্তুীতি তমভিহৃত্য পাপুনাহবিধান্ স যঃ স পাপুনা যদেবেদমপ্রতিরূপং জিহ্বতি স এব স পাপুনা ॥ ১২ ॥ ৩ ॥

সরলার্থঃ ।—অথ (বাচঃ অভিভবানস্তরম্) হ (ইতিহে) প্রাণম্ (ব্রাণম্) উচুঃ—তং নঃ (অশ্বভাম্) উদগায় (উদগানঃ কুরু) ইতি । [এবমুক্তঃ] প্রাণঃ তথা (তথাস্ত্বে) ইতি [কৃত্বা] তেভ্যঃ (দেবেভ্যঃ) উদগায়ৎ (উদগীথগানং কৃত-বান্) । প্রাণে যঃ ভোগঃ (সর্কেন্ধিরাণাঃ সাধারণঃ উপকারঃ), তং (ভোগং) দেবেভ্যঃ আগায়ৎ (গীতবান্), যঃ [পুংসঃ] কল্যাণং (শোভনং) জিহ্বতি, তং আশ্বনে (আশ্বার্থঃ স্বার্থমেব) [আগায়ৎ] । তে (অশ্বরাঃ) বিহুঃ (বিদিত-বন্তঃ),—অনেন (ব্রাণরূপেণ) উদগাত্ৰা (উদগানকারিণা) বৈ (অবধারণে) নঃ (অশ্বান্) অত্যেঘ্যস্তুি (অতিক্রমিষ্যস্তুি দেবাঃ), ইতি [এবাঃ নিশ্চিত্য] তম্ (ব্রাণম্) অভিহৃত্য (আক্রম্য) পাপুনা (আসক্তিলক্ষণেন পাপেন) অবিধান্ (সংযো-জিতবন্তঃ) । যঃ সঃ, সঃ পাপুনা ; [কোহসৌ ?] যঃ এব ইদং অপ্রতিরূপং (নিন্দিতঃ) জিহ্বতি [ব্রাণঃ], সঃ এব পাপুনা ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥ ৩ ॥

মূলানুবাদঃ ।—অতঃপর ব্রাণেন্দ্রিয়কে বলিলেন,—তুমি আমা-
দের জন্য উদগান কর (উদগীথ কন্ম কর) । ‘তথাস্ত্বে’ বলিয়া ব্রাণেন্দ্রিয়
তঁাহাদের জন্য উদগীথগান করিলেন । ব্রাণেন্দ্রিয়ের যাহা সাধারণ ব্যাপার,
তাহাই অপর সকলের জন্য গান করিলেন ; কিন্তু ব্রাণেন্দ্রিয় যে,
উত্তম আশ্রয় করে, তাহা নিজের জন্য গান করিলেন । [এই ক্রটিতে]
অশ্বরগণ বুঝিতে পারিল যে, দেবতারা এই উদগাতা দ্বারা আমাদেরকে
পরাজিত করিবে । ইহা জানিয়া তাহারা ব্রাণেন্দ্রিয়কে আক্রমণ করিয়া
তঁাহাকে পাপবিন্দু করিল । সেই ব্রাণেন্দ্রিয় যে, অপ্রিয় গন্ধ আশ্রয় করে,
ইহাই হইল সেই পাপুনা (পাপফল) ॥ ১২ ॥ ৩ ॥

অথ হ চক্ষুরুচুস্তং ন উদগায়েতি, তথৈতি—তেভ্যশ্চক্ষুরন্দগায়ৎ ।
যশ্চক্ষুষি ভোগস্তং দেবেভ্য আগায়ৎ, যৎ কল্যাণং পশ্যতি

তদাত্মনে । তে বিদুরনেন বৈ ন উদগাত্রাত্যেয্যস্তুীতি তমভিদ্ধত্য
পাপ্পুনাহবিধ্যন্ স যঃ স পাপ্পা। যদেবেদমপ্রতিরূপং পশ্যতি, স
এব স পাপ্পা ॥ ১৩ ॥ ৪ ॥

সরলার্থঃ—অথ (স্বাগানস্তরম্) হ (ঐতিহ্যে) চক্ষুঃ উচুঃ—ত্বং নঃ (অশ্ব-
ভ্যম্) উদগায় ইতি । ‘তথা’ ইতি [কৃত্বা] চক্ষুঃ তেভ্যঃ (দেবেভ্যঃ) উদগায়ৎ ।
চক্ষুযি যঃ ভোগঃ (সাধারণঃ উপকারঃ), তৎ দেবেভ্যঃ আগায়ৎ ; যৎ [পুনঃ]
কল্যাণং পশ্যতি, তৎ আত্মনে [আগায়ৎ] । তে (অশ্বরাঃ) বিচঃ—অনেন
(চক্ষুরূপেণ) উদগাত্রা নঃ (অশ্বান্) বৈ অত্যেয্যস্তুি, ইতি (অশ্বাৎ হেতোঃ) তম্
(চক্ষুরূপম্ উদগাতরম্) অভিদ্ধত্য পাপ্পুনাহবিধ্যন্ (সংযোজিতবস্তুঃ) । সঃ
যঃ, সঃ পাপ্পা ; [কোহসৌ ?] যৎ এব ইদম্ অপ্রতিরূপং (নিষিদ্ধং) পশ্যতি ;
সঃ এব সঃ (অশ্বরাগ্নিপ্তঃ) পাপ্পা । ১৩ ॥ ৪ ॥

মূলানুবাদঃ—তাহার পর দেবগণ চক্ষুকে বলিলেন—তুমি
আমাদের জন্ম উদগীথ গান কর ; চক্ষুঃ ‘তথাস্তু’ বলিয়া দেবগণের
উদ্দেশ্যে গান করিলেন ; কিন্তু চক্ষুর যাহা সাধারণ ভোগ, তাহাই দেব-
গণের উদ্দেশ্যে গান করিলেন, আর যাহা কল্যাণময় দর্শন, তাহা আপ-
নার জন্ম গান করিলেন । অশ্বরগণ বুদ্ধিতে পারিল যে, দেবতার এই
উদগাতা দ্বারা আমরাগকে পরাজিত করিবে ; এইজন্ম তাহারা যাইয়া
তঁাহাকে (চক্ষুদেবতাকে) পাপবিদ্ধ করিল । চক্ষু যে, নিকৃষ্ট রূপ দর্শন
করে, তাহাই সেই পাপ ॥ ১৩ ॥ ৪ ॥

অথ হ শ্রোত্রমুচ্যুত্বং ন উদগায়েতি, তথৈতি—তেভ্যঃ
শ্রোত্রমুদগায়ৎ । যঃ শ্রোত্রে ভোগস্তং দেবেভ্য আগায়ৎ, যৎ
কল্যাণং শৃণোতি তদাত্মনে । তে বিদুরনেন বৈ ন উদগাত্রা-
তেয্যস্তুীতি তমভিদ্ধত্য পাপ্পুনাহবিধ্যন্ স যঃ স পাপ্পা যদেবে-
দমপ্রতিরূপং শৃণোতি, স এব স পাপ্পা ॥ ১৪ ॥ ৫ ॥

সরলার্থঃ—অথ (অনস্তরং) হ (ঐতিহ্যে) শ্রোত্রম্ উচুঃ—ত্বং নঃ
(অশ্বভ্যম্) উদগায় ইতি ; শ্রোত্রং ‘তথা’ ইতি [কৃত্বা] তেভ্যঃ (দেবেভ্যঃ)
উদগায়ৎ ; কিন্তু যঃ শ্রোত্রে ভোগঃ, তৎ দেবেভ্যঃ আগায়ৎ ; যৎ [পুনঃ]

কল্যাণং শৃণোতি, তৎ (কল্যাণশ্রবণং) আত্মনে [আগায়ৎ] । তে (অসুরাঃ)
বিদ্বঃ—[দেবাঃ] অনেন (শ্রোত্ররূপেণ) উদগাত্ৰা বৈ নঃ (অস্মান্) অতোঘ্যস্তি
ইতি, তম্ (উদগাতারম্) অভিক্রম্যতাপ্পম্ননা অবিদ্যান্ । সঃ যঃ পাপ্মা ;
[কঃ ?] ইদং (শ্রোত্রং) যৎ এব অপ্ৰতিরূপং শৃণোতি, সঃ (অপ্ৰতিরূপশ্রবণম্)
এব স পাপ্মা ॥ ১৪ । ৫ ।

মূলানুবাদঃ—অতঃপর দেবগণ শ্রবণেন্দ্রিয়কে বলিলেন—
তুমি আমাদের জন্য উদগীতগান কর । শ্রবণেন্দ্রিয় ‘তথাস্তু’ বলিয়া তাঁহা-
দের জন্য গান করিলেন ; কিন্তু শ্রবণেন্দ্রিয়ের যাহা সাধারণ ভোগ, তাহাই
দেবগণের উদ্দেশ্যে গান করিলেন, আর যাহা কল্যাণময় শ্রবণ, তাহা
নিজের জন্য গান করিলেন । অসুরগণ বুঝিতে পারিল যে, দেবতারা
এই শ্রোত্ররূপ উদগাতার সাহায্যে আমাদের গানে অতিক্রম করিবে । ইহা
বুঝিয়া তাহারা সঙ্কল্পে যাইয়া সেই শ্রবণেন্দ্রিয়কে পাপে বিদ্ধ করিল ।
শ্রবণেন্দ্রিয় যে, অপ্রিয় বিষয় শ্রবণ করিয়া থাকে, ইহাই সেই পাপ বা
পাপের কল ॥ ১৪ ॥ ৫ ॥

অথ হ মন উচুস্থং ন উদগায়েতি, তথৈতি—তেভ্যো মন
উদগায়ৎ । বো মনসি ভোগস্তং দেবেভ্য আগায়ৎ, যৎ কল্যাণং
সঙ্কল্পয়তি তদাত্মনে । তে বিদ্বরনেন বৈ ন উদগাত্ৰাহতোঘ্যস্তীতি
তমভিক্রম্যতাপ্পম্ননা অবিদ্যান্ স যঃ স পাপ্মা । যদেবেদমপ্ৰতিরূপং
সঙ্কল্পয়তি, স এব স পাপ্মা । এবমু খল্বেতা দেবতাঃ পাপ্মাভিরূ-
পাস্থজন্মেবমেনাঃ পাপ্মনা অবিদ্যান্ ॥ ১৫ ॥ ৬ ॥

সরলার্থঃ—অথ (অনস্তরং) হ (ঐতিহ্যে) মনঃ (অস্তঃকরণম্) উচু-
স্থং নঃ (অস্মভ্যম্) উদগায় ইতি । মনঃ তথা ইতি [কৃত্বা] তেভ্যঃ (দেবেভ্যঃ)
উদগায়ৎ ; মনসি যঃ ভোগঃ (সাধারণঃ ব্যাপারঃ) ; তৎ দেবেভ্যঃ আগায়ৎ ; যৎ
[পুনঃ] কল্যাণং সঙ্কল্পয়তি (চিন্তয়তি), তৎ (কল্যাণচিন্তনং) আত্মনে
[আগায়ৎ] । তে (অসুরাঃ) বিদ্বঃ (বিজ্ঞাতবস্তুঃ) যৎ [দেবাঃ] অনেন উদ-
গাত্ৰা বৈ নঃ (অস্মান্) অতোঘ্যস্তি ইতি, [এবং নিশ্চিত্য] অভিক্রম্যতাপ্পম্ননা
[মনোরূপম্ উদগাতারম্] পাপ্মনা অবিদ্যান্ ; সঃ যঃ, সঃ পাপ্মা । [কঃ ?]
ইদং (মনঃ) যৎ এব অপ্ৰতিরূপং সঙ্কল্পয়তি, সঃ এব সঃ পাপ্মা । এবং

(বাগাদিবৎ) উ (এব) এতাঃ (অমুক্তা অপি স্বগাষ্ঠাঃ) দেবতাঃ খলু পাপ মতিঃ উপাস্ত্বজন্ (পাপম-সম্বন্ধং প্রাপ্তবন্তঃ), এবং (বাগাদিবদেব) এনাঃ (স্বগাষ্ঠাঃ দেবতাঃ) পাপ্মনা অবিধান্ [অমুরা ইতি শেষঃ] ॥ ১৫ ॥ ৬ ।

মূলানুবাদ :—তাহার পর দেবগণ মনকে বলিলেন—তুমি আমাদের জন্ম উদ্গাম কর। মন ‘তথাস্ত’ বলিয়া তাঁহাদের জন্ম গান করিলেন ; কিন্তু মনের যাহা সাধারণ কাণ্ডা—চিন্তামাত্র, তাহাই দেবগণের নিমিত্ত, আর যাহা কল্যাণময় শুভ সঙ্কল্প, তাহা আপনার নিমিত্ত গান করিলেন। এই অপরাধে অমুরগণ বুঝিতে পারিল যে, দেবতারা এই মনোরূপ উদ্গাতা দ্বারা আমাদের পরাভূত করিবে ; তাই তাহারা দ্রুত উপস্থিত হইয়া মনকে পাপে বিদ্ধ করিল। মন যে, অশুভ সঙ্কল্প (চিন্তা) করিয়া থাকে, তাহাই সেই পাপ ; মন সেই পাপে সংযুক্ত হইয়াছিল। উক্ত বাক্ প্রভৃতির দ্বারা হৃৎপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়-দেবতারাও এইরূপে পাপাসক্ত হইয়াছিলেন, এবং অমুরগণ তাঁহাদিগকে পাপবিদ্ধ করিয়াছিল ॥ ১৫ ॥ ৬ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্ :—তথৈব বাগাদিদেবতা উদ্গীথনির্কর্তৃকত্বাৎ জপমদ্য-প্রকাশ্য উপাস্ত্বাচ্ছেতি ক্রমেণ পরীক্ষিতবন্তঃ । দেবানাং কৈতং নিশ্চিতমাসীৎ--- বাগাদিদেবতাঃ ক্রমেণ পরীক্ষ্যমাণাঃ কল্যাণবিষয়বিশেষাঙ্ঘ-সম্বন্ধাসম্বন্ধেভ্যোঃ আমুরপাপ্যুসংসর্গাদ্ উল্লীথনির্কর্তৃনামসমর্থাঃ ; অতঃ অনভিপ্রেতাঃ, “অসতো মা সদ্-গময়” ইত্যমুপাস্ত্বাচ্ ; অশুদ্ধত্বাৎ ইতরাব্যাপকত্বাচ্ছেতি ।

এবমু খলু, অমুক্তা অপি এতাঃ স্বগাদিদেবতাঃ, কল্যাণাকল্যাণকার্যাদর্শনাৎ, এবং বাগাদিবদেব, এনাঃ পাপ্মনা অবিধান্ পাপ্মনা বিদ্ধবন্ত ইতি যত্কৃত্ব, তৎ পাপ্মভিরূপাস্ত্বজন্ পাপ্মভিঃ সংসর্গ কৃতবন্ত ইত্যোক্তং ॥ ১২-১৫ ॥ ৩-৬ ॥

টিকা। বাগেদেবতয়া জপমদ্যপ্রকাশ্যমুপাস্ত্বাৎ চ নেতি নির্দ্ধাৰ্য্য, অবশিষ্টপদাঘচতুষ্টয়স্ত তৎপৰ্য্যমাহ—তথৈবেতি । পরীক্ষাকর্জনির্গম্যাহ—দেবানাং চেতি । অমুপাস্ত্বাৎ হেতুস্তরমাহ—ইত্যেতি । ইত্যঃ কার্যাকরণসম্বন্ধাৎ তদ্ব্যবস্থাপকত্বং পরিচ্ছিন্নম্, অতশ্চামুপাস্ত্বাৎ, জপমদ্যপ্রকাশ্যং চেত্যর্থঃ । উক্তৈরিল্লিঙ্গৈঃ অমুক্তৈল্লিঙ্গাণ্যুপলক্ষণীয়ানীতি বিবক্ষিতোপ-সংহরতি—এবমিতি । বাগাদিবৎ স্বগাদিহু কল্পকাভাবাৎ ন পাপ্যুবেদোহস্তীত্যশঙ্ক্যাহ—কল্যাণেতি । পাপ্যুভিরূপাস্ত্বজন্ পাপ্যুনা অবিধান্নিতানয়োরন্তি পৌনরুক্ত্যম্, ইত্যশঙ্ক্য-ব্যাপ্যনব্যাপ্যেয়ত্বাৎ নৈবমিত্যাহ—ইতি যত্কৃত্বমিতি ॥ ১২—১৫ ॥ ৩—৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—বাক্ প্রভৃতির গ্রাম ব্রাহ্মণাদি দেবতাও উদ্গীথের সম্পাদক ; সূত্রগ্রন্থ তাঁহারাও উপাস্ত এবং [“অসতো মা সদগময়” এই] অপ্যমন্ত্রেও প্রকাশনযোগ্য ; এই জন্ত দেবতাগণ ক্রমে তাঁহাদিগকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন । তাহার ফলে, দেবতাগণের এইরূপই নিশ্চয় বা স্থিরসিদ্ধান্ত হইয়াছিল যে, যেহেতু ক্রমিক পরীক্ষার ফলে যখন দেখা গেল যে, বাক্ প্রভৃতি দেবতাগণ বিশেষ বিশেষ কল্যাণকর বিষয়ে স্বার্থপরতারূপ আসক্তি-দোষে আশ্রয় পাপে সংশ্লিষ্ট, সেই হেতুই তাহারা উল্লীথ-ক্রিয়া সম্পাদনে অক্ষম ; কাজেই “অসতো মা সদগময়” এই মন্ত্রের প্রতিপাত্য নহে, এবং উপাস্তও নহে ; বিশেষতঃ, তাহারা পাপসংসর্গবশতঃ অশুদ্ধও বটে এবং অপরাপর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠও নহে ।

অমুক্ত বাক্ প্রভৃতি দেবতাও পূর্বোক্ত বাক্ প্রভৃতি দেবতারই অমুক্ত ; কারণ, তাহাদের মধ্যেও শুভাশুভ কার্য্য দৃষ্ট হয় । পূর্বে যে পাপের কথা বলা হইয়াছে, এই দেবতাগণও সেই পাপে সংশ্লিষ্ট হইয়াছিলেন, এবং [অমুক্তগণ কর্তৃক] পাপবদ্ধ হইয়াছিলেন ॥ ১২—১৫ ॥ ৩—৬ ॥

শাকর-ভাষ্যম্ :—বাগাদিদেবতা উপাসীনা অপি মৃত্যুতিগমনান্নাশরণাঃ সন্তো দেবাঃ ক্রমেণ—

টীকা :—সম্প্রতি মুখ্যপ্রাণস্ত মন্বপ্রকাশমুপাস্ত্বং চ বক্তৃমুত্তরবাকানুপাদায় ব্যাকরোতি—বাগাদীতি । ক্রমেণ উপাসীনা ইতি সন্দ্বন্ধঃ ।

ভাষ্যানুবাদ :—দেবগণ ক্রমে বাক্ প্রভৃতি দেবতার উপাসনা করিয়াও মৃত্যুভয় অতিক্রম করিতে অসমর্থ হইয়া, [মুখ্যপ্রাণের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন]—

অথ হেমমাসন্যং প্রাণমূচুস্ত্বং ন উদগায়েতি, তথেন্তি—তেভ্য এষ প্রাণ উদগায়ৎ । তে বিহুরনেন বৈ ন উদগাত্রাহত্যেদ্যন্তীতি তদভিক্রত্য পাপুনাহবিব্যৎসন্ স যথাহশ্মানমৃত্বা লোকে বিধ্বংসেতৈবৎ হৈব বিধ্বংসমানা বিধ্বঞ্জে বিনেশুস্ততো দেবা অভবন্ পরাহস্মরাঃ, ভবত্যাঅনা পরাহস্ম দ্বিষন্ ভ্রাতৃব্যো ভবতি য এবং বেদ ॥ ১৬ ॥ ৭ ॥

সরলার্থঃ :—অথ (ততঃ পরং) [দেবাঃ] হ ইমং আসন্ত্য (আশ্রয়ং—মুখবর্তিনং) প্রাণং মুখ্যং প্রাণং উচুঃ (উক্তবস্তঃ)—তৎ নঃ (অবত্যাং)

উদগায় ইতি । এষঃ (মুখ্যঃ) প্রাণঃ, তথা ইতি [কৃত্বা] তেভ্যঃ (দেবেভ্যঃ)
 উদগায়ৎ ; তে (অমুরাঃ) বিহুঃ (জ্ঞাতবন্তঃ) ; [যৎ] অনেন (মুখ্যপ্রাণেন)
 উদগাত্ৰা বৈ নঃ (অস্মান্) অতোহ্যন্তি ইতি । [এবং জ্ঞাত্বা, তে অমুরাঃ]
 অতিক্রম্য, তৎ (তৎ মুখ্যং প্রাণম্) পাপ্মনা অবিবাৎসন্ (বেদুঃ ইষ্টবন্তঃ) । সঃ
 (অগ্নি-বিষয়ে দৃষ্টান্তঃ)—যথা—(যদং) লোষ্ট্রঃ (মৃৎপিণ্ডঃ) অগ্নানং (পাষণং)
 ঋজ্বা (গত্বা প্রাপ্য) বিধ্বংসেত (বিধ্বস্তঃ ভবেৎ), এবং ই এব [অমুরাঃ] বিধ্বংস-
 মানাঃ বিধ্বস্তঃ (ইতস্ততঃ বিস্রস্তাঃ সন্তঃ) বিনেতুঃ (বিনষ্টা বভূবুঃ) । ততঃ
 (অনন্তরং) দেবাঃ অভবন্ (স্বপদপ্রতিষ্ঠা বভূবুঃ) ; অমুরাঃ [চ] পরা (পরা-
 জিতাঃ অভবন্) । যঃ (জনঃ) এবং [যথোক্তদেবাস্মরসংবাদঃ] বেদ,
 [সঃ] আত্মনা (স্বয়ং) ভবতি (প্রজাপতিস্বরূপো ভবতীত্যর্থঃ) । অগ্না বিশ্বম্
 (ধ্বংসকারী) হ্রাতৃবাঃ (শত্রুঃ) পরাভবতি (উপাসকঃ নিঃশত্রুঃ ভবতীতি
 ভাবঃ) ॥ ১৬ ॥ ৭ ॥

মূলানুবাদঃ :—অতঃপর দেবতাগণ মুখবস্ত্রী মুখ্য প্রাণকে
 বলিলেন—তুমি আমাদের জন্য উদগীথ গান কর । মুখ্যপ্রাণ ‘তথাস্তু’ বলিয়া
 দেবতাগণের উদ্দেশ্যে উদগান করিলেন । এবারও অমুরগণ জানিতে
 পারিল যে, দেবতার! এই প্রাণরূপ উদগাতার সাহায্যে আমাদিগকে
 অতিক্রম করিবে । এইরূপ মনে করিয়া তাহারা অবিলম্বে যাইয়া
 তাঁহাকে স্বীয় পাপে কলুষিত করিতে ইচ্ছা করিল ; কিন্তু লোষ্ট্র (টিল)
 যেমন পাষণখণ্ডে পতিত হইয়া আপনিই চূর্ণ হইয়া যায়, ঠিক তেমনি
 সেই অমুরগণও মুখ্য প্রাণকে আক্রমণ করিতে যাইয়া নিজেরাই বিধ্বস্ত
 ও চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া বিনষ্ট হইল । তাহা হইতেই দেবতার! দেব-
 ভাব প্রাপ্ত হইলেন, আর অমুরগণ পরাভূত হইলেন । অপর কোন
 লোকও যদি এই তদ্ব অবগত হন, তাহা হইলে, তিনিও নিজে প্রজাপতি-
 স্বরূপ হন, এবং তাঁহারও শত্রু বিনষ্ট হইয়া যায় ॥ ১৬ ॥ ৭ ॥

শাকর-ভাষ্যম্ :—অথ অনন্তরম্, ত ইমম্—ইত্যভিনয়প্রদর্শনম্ ;
 আসন্নম্ আস্তে ভবমাসন্নং মুখাস্তর্কিলস্বং প্রাণম্ উচুঃ—ত্বং ন উদগারেতি । তথেন্তি
 এবং শরণমুপগতেভ্যঃ স এব প্রাণো মুখ্য উদগায়ৎ ইত্যাদি পূর্ববৎ । পাপুনা-
 অবিবাৎসন্ বেধনং কর্ত্তুমিষ্টবন্তঃ, তে চ দোষাসংসর্গিণঃ সন্তঃ মুখ্যং প্রাণং যেন
 আসন্নদোষেণ বাগাদিষু লক্ষ্যপ্রসারাঃ তদভ্যাসাঙ্গুত্যা, সংশ্লিষ্যমাণাঃ বিনেতুঃ বিনষ্টা

विक्ष्रुताः । कथमिव ? इति दृष्टान्त उच्यते—स यथा, स दृष्टान्तो यथा—लोके
अस्मान् पावाणम् अथा प्राप्य लोष्टेः पाण्डुपिण्डः पावाणचूर्णनाय अस्मिन् निक्षिप्तः
स्वयं विक्ष्रुतेत विश्रुतेत विचूर्णीतवेत् ; एवं ह्येव—यथायं दृष्टान्तः, एवमेव
विक्ष्रुतसमाना विशेषेण क्षुतसमानाः, विक्ष्रुतः नानागतः, विनेष्टुः विनेष्टाः यतः,
ततः तस्मादस्त्रविनाशात् देवत्वप्रतिबन्धभूतेभ्यः स्वाभाविकान् जनितपापुभ्यो
विरोगात्, असंसर्गदर्शिन्युत्थाप्राणाश्रयत्वात्, देवा वागादयः प्रकृताः अतएव ;
किमभवत् ? अयं देवतारूपमग्राह्याय कः वक्ष्यामि । पूर्वमपि अग्राह्यास्मान्
एव सन्तः स्वाभाविकेन पापुना तिरस्कृतविज्ञानाः पिण्डमात्राभिमाना आसन् । ते
तत्पापुविरोगात् उक्तं विद्या पिण्डमात्राभिमानः, शास्त्रसमर्पित-वागाद्यग्राह्याभिमाना
वर्तुव्यतिरिक्तः । किञ्च, ते प्रतिपन्नभूता अस्त्राः परा—अभ्युपगम्यमानाः ;
पराभूता विनेष्टा इत्यर्थः ।

यथा पुराकालेन वर्णितः पूर्ववज्जमानोऽतिक्रान्तकालिकः एतामेव आध्या-
यिकारूपाः प्रति दृष्ट्वा, तेनैव क्रमेण वागादिदेवताः परीक्षा, ताश्चापेक्ष
आसन्न-पापुसम्पन्न-दोषवत्त्वेन, अदोषासम्पन्नः मुखात् प्राणम् आह्वयेनोपगम्य,
वागाद्यग्राह्यायिक-पिण्डमात्र-परिच्छिन्नाग्राह्याभिमानः, विद्या, वैराज्य-पिण्डाभिमानः
वागाद्यग्राह्याद्यविवरणं वर्तमानप्रज्ञापतिद्वयं शास्त्रप्रकाशितं प्रतिपन्नः ; तथैवायं
तेनैव विधिना भवति प्रज्ञापतिस्वरूपेण आह्वना ; परा चात्र प्रज्ञापतिश्च-प्रति-
पन्नभूतः पापुः दिव्यं ब्राह्मणं भवति ;—यतोऽहं देष्टुमिच्छामि भवति कश्चित् ब्राह्मणं
भरतादिभिर्युतः ; यस्तु इन्द्रियविषयसङ्गजनितः पापुः ब्राह्मणं देष्टुं च, पारमार्थि-
काद्यस्वरूप-तिरस्करणहेतुत्वात् ; स च पराभवति विनीर्गतात् लोष्टवेत्, प्राणपरिषङ्गात् ।

कश्चित् तं कलम्, इत्याह—य एवं वेद, यथोक्तं प्राणमाह्वयेन प्रतिपन्नते,
पूर्ववज्जमानवदित्यर्थः ॥ १७ ॥ १ ॥

टीका । वागादिषु नैराश्रयानुत्थम् अप्रशङ्कार्थः । विवक्षितार्थ-ज्ञापकोऽसाधारणो देह-
तदवयव-वापापरोऽभिनयः । दोषासंसर्गिणः दोषेण संयुक्तः कर्तुमिच्छा कुतो जाता ?
इत्याशङ्क्याह—हेनेति । तदभासाभ्युत्थं तत्तु पापमसंसर्गकरणं अभासवशादिति यावत् ।
इत्यर्थः दृष्टान्तेन स्पष्टयति—कथमित्यादिना । अह्वरणात् आसन्नजनितपापुविरोगे
तुमाह—असंसर्गेति । वक्ष्यामि—“सोऽग्रिमवत्” इत्यादिनेति शेषः । वागादीनां हितानां
ानां च कुतोऽग्राह्यरूपम्, इत्याशङ्क्याह—पूर्वमपीति । न तर्हि तेषां परिच्छेदाभिमानः
दित्याशङ्क्याह—स्वाभाविकेनेति । परिच्छेदाभिमानात् अग्राह्याग्राह्याभिमानश्च बलवत्
ति—शास्त्रेति । न केवलमज्ञानमेव आह्वरणात् असंसर्गदर्शिन्युत्थाप्राणाश्रय-विनाशः,
तत्तुल्यजातीयानामपि, इत्यादिप्रतीत्याह—किञ्चेति ।

বাণাদীনাম্ অগ্নাদিষ্টাবাপ্তিবচনেন তৎসংহতস্ত বজ্রমানস্ত দেবতাপ্রাপ্তিঃ আশ্রয়পাপ্-
 ধ্বংসস্ত কলমিত্যুক্তং, তত্র পূৰ্বকল্পিয়-বজ্রমানস্ত অতিশয়শালিত্বাৎ যথোক্তকলবদ্ব্যেহপি, ন
 ইদানীন্তনশ্চৈবমিত্যাশঙ্ক্য ভবতীতাদিশ্রুতিমবতারয়তি—যথেন্তি । পূৰ্বকল্পনাপ্রকারেণ পূৰ্ব-
 জয়স্বে বজ্রমানঃ শাস্ত্রপ্রকাশিতং বর্তমানপ্রজাপতিত্বং প্রতিপন্নো যথেন্তি সম্বন্ধঃ । পূৰ্ববজ্রমান
 ইত্যন্ত ব্যাখ্যা অতিক্রান্তকালিক ইতি । পুরাকল্পমেব দশয়তি—এতামিতি । তেনেন্তি
 ঋতুজ্ঞেনেন্ত্যেত্যং । তেনৈব বিধিনা ঋতিপ্রকাশিতেন ক্রমেণ মুখ্যং প্রাণম্ আশ্রয়েনোপ-
 গমোতি শেষঃ । সপত্নে ভ্রাতৃব্যঃ, তস্ত দ্বিষমিতি কুতো বিশেষণম্ ? অর্থসিদ্ধবাদ্বেষন্ত,
 ইত্যশঙ্কাহ—যত ইতি । তস্ত ষ্ট্রেড়নিয়মে হেতুমাহ—পারমাণিকেন্তি । অপরিচ্ছিন্ন-
 দেবতাস্তমত্র পারমাণিকমাত্মস্বরূপং বিবক্ষিতং, তৎতিরস্বরণকারণত্বাৎ উক্তপাপ্যনো বিশেষণ-
 মর্থমিতি শেষঃ ।

‘যদায়েমোহষ্টাকপালঃ’ ইতিবৎ য এবং বেদেতি প্রসিদ্ধার্থোপবন্ধেহপি বিধিপন্নং স্বাকাম,
 অতঃৈচবং বিভাদিতি বিবক্ষিতমিত্যভিপ্রেত্যাহ—যথোক্তমিতি ॥ ১৬ ॥ ৭ ॥

ভাব্যানুবাদঃ—‘অণ’ অর্থ—অতঃপর ; ‘হ’ শব্দ ঐতিহ্য-স্মৃত্যতক ;
 সাক্ষাৎ-নির্দেশ-সূচনার্থ ‘ইমম্’ (‘ইহাং’) শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে । ‘আসন্ত’
 অর্থ—আশ্রয়ে বিদ্যমান=আসন্ত, অর্থাৎ মুখ্যবিবরে অবস্থিত সেই প্রাণকে বলিলেন—
 তুমি আমাদের জন্ত উদগান কর । সেই এই মুখ্য প্রাণ তাদৃশ শরণাগত দেবতা-
 গণের নিমিত্ত ‘তথাস্ত’ বলিয়া উল্লীখ গান করিলেন, ইত্যাদির ব্যাখ্যা পূর্ববৎ ।
 সেই অম্বরগণ [প্রাণকে] পাপবিনষ্ট করিতে ইচ্ছা করিল,—অর্থাৎ অম্বরগণ বাক্
 প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ে কৃতকর্ম্য হইয়া সেই অভ্যাসদোষে দোষসংস্পর্শবিহীন মুখ্য-
 প্রাণকেও স্বীয় আসক্তিদোষে লিপ্ত করিতে উদ্যত হইল । সেই অভিপ্রায়ে [তাঁহার
 সহিত] সংসৃষ্ট অর্থাৎ নিলিত হইবামাত্র বিনষ্ট—বিশেষরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল ;
 কাহার ঞ্চায় ? এই প্রশ্নোত্তরে দৃষ্টান্ত নির্দেশ করিতেছেন । সেই দৃষ্টান্তটী
 এই—জগতে পাবাণকে চূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে নিক্ষিপ্ত লোষ্ট্র অর্থাৎ শূলপিণ্ড
 যেমন সেই অশ্ব—পাবাণে লাগিয়া নিজেই বিধ্বস্ত—চূর্ণীকৃত হইয়া যায়,
 ঠিক তেমনই প্রকার ; অর্থাৎ কথিত দৃষ্টান্তটী যে প্রকার, উহাও ঠিক সেই
 প্রকারই বিধ্বংসমান—বিশেষরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং বিধ্বং অর্থাৎ নানাদিকে
 বিক্ষিপ্ত হইয়া বিনষ্ট হইয়াছিল । সেই হেতু—অম্বরপক্ষের বিনাশহেতু, অর্থাৎ
 দেবতাব্যাপ্তির প্রতিবন্ধকস্বরূপ বা বাধক স্বভাবসিদ্ধ বিষয়াসক্তি-দোষজনিত
 পাপের নিবৃত্তি হওয়ার এবং পাপসংস্পর্শরহিত মুখ্যপ্রাণের আশ্রয়-গ্রহণ
 করায় বাক্-প্রভৃতি দেবগণ স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । কিরূপ
 অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ? না, পরে বাহার কথা বলা হইবে, সেই অগ্নাদি

দেবতাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । অভিপ্রায় এই যে, পূর্বেও তাঁহারা অগ্ন্যাদি-
স্বরূপই ছিলেন, তথাপি স্বাভাবিক বিষয়াসক্তিদোষে তাঁহাদের সেই বিশেষ জ্ঞান
(দিব্য জ্ঞান) আবৃত থাকায় কেবল দেহপিণ্ডেই আত্মবুদ্ধি স্থাপন করিয়াছিলেন ;
শেষে সেই আসঙ্গরূপ পাপ অপনীত হইলে পর, দেহমাত্রগত আত্মাভিমান পরি-
ত্যাগপূর্বক শাস্ত্রোপদেশানুসারে স্বীয় অগ্ন্যাগ্নি দেবতাভিমান ধারণ করিয়া-
ছিলেন । অধিকন্তু, তাঁহাদের প্রতিপক্ষ অনুরাগণও পরাভূত—বিনষ্ট হইয়াছিল ।

এখানে শ্রোত আখ্যায়িকায় যেমন পুরাকল্প—ঐতিহাসিকরূপে পূর্বকালীন
যজমান (প্রজাপতি) বর্ণিত হইলেন, অর্থাৎ পূর্বকল্পীয় যজমান যেমন যথোক্ত-
ক্রমে বাগাদি দেবতাকে পরীক্ষা করিয়া—বিষয়াসক্তিরূপ পাপসঙ্গদোষ বশতঃ
তাঁহাদিগকে পরিত্যাগপূর্বক নির্দোষ মুখ্য প্রাণকে আত্মস্বরূপে গ্রহণ করিয়া-
ছিলেন, এবং দৈহিক বাক্য প্রভৃতিতে কেবল দেহমাত্রস্বরূপ পরিচ্ছিন্ন আত্মবুদ্ধি পরি-
ত্যাগ করিয়া বিরাটপুরুষরূপে ভাবনা করত শাস্ত্রোপদিষ্ট এই বর্তমান প্রজাপতি-
পদ লাভ করিয়াছিলেন । তেমনি বর্তমানকালীন যজমানও পূর্বোক্ত পদ্ধতিক্রমে
কার্য্য করিয়া প্রজাপতিস্বরূপ হইতে পারেন ; এবং তাহার প্রজাপতিত্বলাভের প্রতি-
বন্ধক অনিষ্টকারী এক—পাপও পরাভূত করিতে পারেন (১০) । দশরথপুত্র—
ভরতের আয় বিবেকবিহীন হইয়াও ভাতৃবা (ভ্রাতৃ-শত্রু) হইতে পারে ;
[এইজন্ত ঋতিতে 'ভাতৃব্যে'র বিশেষণরূপে 'দ্বিমন' শব্দ দিতে হইয়াছে,]
কিন্তু ইন্দ্রিয়ের বিষয়াসক্তিজনিত যে পাপ, তাহা শত্রুও বটে, এবং দেবকারীও
বটে ; কারণ, উভাই প্রকৃতপক্ষে আত্মস্বরূপের আবরণ সম্পাদন করিয়া থাকে ।
সেই শত্রুও প্রাণের স্পর্শমাত্রে সাধারণ লোকের আয় পরাভূত—বিশীর্ণ হইয়া
যায় । যে কলের কণা বলা হইল, ইহা কাহার ফল ? তদন্তরে বলিতেছেন—

(১০) তাৎপৰ্য্য—'ভাতৃবা' অর্থ—শত্রু । শত্রু দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) সহজ ও
(২) কৃত্রিম । জন্মানধীন বাহাদের সঙ্গে ধন-সম্বন্ধ, তাহারা ঐহিকভাজন হইলেও 'সহজ-শত্রু'
মধ্যে পরিগণিত । যেমন জ্যেষ্ঠতাত ভাই, পুত্রতাত ভাই প্রভৃতি । আগন্তুক কারণবশতঃ
বাহাদের সহিত শত্রুতা হয়, তাহারা 'কৃত্রিম-শত্রু'-মধ্যে পরিগণিত । ইহার উদাহরণ দেওয়া
অনাবশ্যক । শত্রুর আয় মিত্রও সহজ ও কৃত্রিমভেদে দুই প্রকার ;—মাতুলভাই প্রভৃতি
বাহাদের সঙ্গে জন্মানধীন বন্ধুতা, তাহারা অনিষ্ট করিলেও 'সহজমিত্র' শ্রেণীর অন্তর্গত । আর
বাহারা কোন প্রকার উপকার করিয়া বন্ধু হয়, তাহারা 'কৃত্রিম মিত্র' । এই জন্ত ঋতি
কেবল 'ভাতৃবা' শব্দ দিয়া নিশ্চিত হইতে পারেন নাট, 'দ্বিমন' শব্দেরও অয়োগ
করিয়াছেন ।

যে ব্যক্তি পূৰ্ব্বকল্পীয় যজ্ঞমানের জ্ঞায় ইহ কমে প্রাণকে আত্মস্বরূপে উপলব্ধি করিতে পারে, তাহার এইরূপ ফল ॥ ১৬ ॥ ৭ ॥

শাক্তর-ভাষ্যম্ :—ফলরূপসংক্রান্ত অধুনা আখ্যায়িকারূপমেব আশ্রিত্যাহ—কস্মাচ্চ হেতোঃ বাগাদীন মুক্তা মুখ্যা এব প্রাণ আত্মত্বেন আশ্রয়িতব্য ইতি ; তদুপপত্তি-নিরূপণায়—যস্মাদয়ং বাগাদীনাং পিণ্ডাদীনাঞ্চ সাধারণ আত্মা—ইত্যেতন্ম্ অর্থম্ আখ্যায়িকয়া দর্শয়ন্ত্যাহ শ্রুতিঃ—

টীকা। ফলবৎপ্রধানোপাস্তেজরূপত্বাৎ তে হোচুরিত্যাহ্যন্তরবাক্যঃ ণ্যোপাস্তিপূরন্ম্ ইত্যাহ—ফলমিতি । ফলবস্তুং প্রধানবিশিষ্টম্ । সম্প্রত্যখ্যায়িকামেব আশ্রিত্য ণ্যবিশিষ্টং প্রাণোপাসনমাহ অনন্তরশ্রুতিরিত্যর্থঃ । শব্দোক্তন্ত্বেন চ উত্তরগ্রন্থমবতারয়তি—কস্মাচ্চোতি । বিশুদ্ধত্বস্ত উক্তত্বাৎ হেতুত্বং ত্রিজ্ঞাত্বমিতি দ্ব্যোতয়িতুং চ-শব্দঃ । করণানাং কাষ্যস্ত তদবয়বানাং চ প্রাণো যস্মাদাত্মা বাপকঃ, তস্মাৎ স এবাশ্রয়িতব্যঃ, ইতুপপত্তিনিরূপণার্থঃ তন্ত বাপকত্ব-মিত্যেতদর্থম্ আখ্যায়িকয়া দর্শয়ন্তী শ্রুতির্হেতুস্তরমাহেতি যোজন্য । তচ্ছব্দস্তস্মাদর্থঃ ।

ভাষ্যানুবাদ :—বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গকে পরিত্যাগ করিয়া মুখ্যা প্রাণকেই আত্মারূপে আশ্রয় করিতে হইবে কেন, তাহার কারণ নিরূপণের জন্ত শ্রুতি বিজ্ঞাফলের উপসংহার করিয়া, পুনশ্চ আখ্যায়িকা অবলম্বনেই বলিতে-ছেন ;—যেহেতু এক মাত্র মুখ্যা প্রাণই বাক্ ও দেহপিণ্ড প্রভৃতির পক্ষে সাধারণ (ব্যক্তিগত পক্ষপাতদোষবিহীন), [সেই হেতুই তাহাকে আত্মারূপে গ্রহণ করিতে হইবে] । শ্রুতি আখ্যায়িকাচ্ছলে এই বিষয়টাই প্রদর্শন করিতেছেন ;—

তে হোচুঃ ক নু সোহভূদ্ যো ন ইথমসন্তোক্ত্যয়মাস্তেহন্ত-
রিতি, সোহয়ান্ত আঙ্গিরসোহঙ্গানাং হি রসঃ ॥ ১৭ ॥ ৮ ॥

সরলার্থঃ :—তে (প্রজাপতিপ্রাণাঃ) চ (ঐতিহ্যে) উচুঃ (উক্তবস্তুঃ) —
যঃ নঃ (অস্মান্) ইথম্ (যথোক্তপ্রকারেণ) অসন্ত (সম্যগ্জ্ঞিতবান্—
দেবভাবঃ গমিতবান্), সঃ ক (কুত্র) নু (বিতর্কে) অভূৎ (অসীৎ) ?
ইতি । [উত্তরম্—] অয়ম্ (অস্বরূপকারী প্রাণঃ) আস্তে অন্তঃ (মুখমধো—
মুখগহবরে) [অভূৎ, ইতি (অস্মাৎ হেতোঃ) সঃ (প্রাণঃ) অয়ান্তঃ (অয়ং
আস্তে—ইতি ‘অয়ান্তঃ’, অথবা অনায়াসলভ্যত্বাৎ অয়ান্তঃ) ; [তথা] আঙ্গি-
রসঃ (অঙ্গানাং সারঃ—আত্মভূতঃ এবঃ, তস্মাৎ আঙ্গিরস ইতি ভাবঃ) ॥ ১৭ ॥ ৮ ॥

মূলানুবাদ :—সেই প্রজাপতির ইন্দ্রিয়সমূহ পরস্পর বলিয়া-
ছিল—যিনি আমাদের কাছে এইরূপে জয় করিলেন, অর্থাৎ আমাদের কাছে
দেবভাব লাভ করাইলেন, তিনি কোথায় ছিলেন ? [অনুসন্ধানের পর

বুঝিলেন যে,] সেই মুখ্য প্রাণ আশ্রমধ্যে (মুখবিকরে) ছিলেন । এই জন্মই তিনি ‘অয়াস্ত’, এবং সমস্ত অঙ্গের রস বা সারভূত বলিয়া ‘আঙ্গিরস’-পদবাচ্য ॥ ১৭ ॥ ৮ ॥

শাক্কর-ভাষ্যম্ :—তে প্রজাপতিপ্রাণাঃ যুগোন্ প্রাণেন পরিপ্রাপিত-
দেবস্বরূপাঃ ই উচুঃ উক্তবন্তঃ ফলাবস্থাঃ । কিমিত্যাহ—কু নু ইতি বিতর্কে । ক
কস্মিন্ নু সোহভূৎ । কঃ ? যঃ নোহস্মান্ ইথম্বেবম্, অসক্ত সঞ্জিতবান্ দেবভাব-
মাত্মভেনোপগমিতবান্ । অরস্তি হি লোকে কেনচিত্তপকৃত্য উপকারিণম্ ; লোকব-
দেব অরস্তো বিচারয়মাণাঃ কার্যাকরণসজ্জাতে আয়ত্ত্বেবোপলব্ধবন্তঃ । কথম্ ?
অরমাত্মে অন্তরিত্তি—আত্মে মুখে য আকাশঃ, তস্মিন্ অন্তঃ অরঃ প্রত্যক্ষো বর্তত-
ইতি । সর্বো হি লোকে বিচার্য্য অধ্যবস্তুতি ; তথা দেবাঃ ।

যস্মাদরমস্তরাক্যশে বাগাত্মাত্মভেন বিশেষমনাশ্রিতা বর্তমান উপলব্ধো দেবৈঃ,
তস্মাৎ—স প্রাণঃ অয়াস্তঃ বিশেষানাস্রাজ্ঞ অসক্ত সঞ্জিতবান্ বাগাদীন । অত-
এবাঙ্গিরসঃ আত্মা কার্যাকরণানাম্ । কথমাঙ্গিরসঃ ? প্রসিদ্ধঃ হেতুদজ্ঞানাং কার্য-
করণলক্ষণানাং রসঃ সার আয়েত্যর্থঃ । কথং পুনরাঙ্গিরসত্বম্ ? তদপারে শৌব-
প্রাপ্তুরিত্তি বক্ষ্যামঃ । যস্মাচ্চ অরমঙ্গিরসত্বাৎ বিশেষানাস্রিতত্বাচ্চ কার্যাকরণানাং
সাধারণ আত্মা বিশুদ্ধকৃত, তস্মাৎ বাগাদীনপাস্ত্র প্রাণ এব আয়ত্ত্বেন আশ্রয়িতব্য
ইতি বাক্যার্থঃ । আত্মা হি আত্মভেনোপগম্যব্যঃ, অবিপরীতবোধঃ শ্রেয়ঃপ্রাপ্তেঃ,
বিপর্য্যয়ে চানিষ্টপ্রাপ্তির্দর্শনাৎ ॥ ১৭ ॥ ৮ ॥

টীকা । প্রাণস্তাত্মহাদি বাতীকর্তৃমাথায়িকাক্রান্তিঃ বিভজ্যতে—তে প্রজাপতীতি ।
বাগাদরম্যে প্রাণমাস্রিতা ফলাবস্থান্তি কিমিতি প্রাণঃ অরস্তি প্রাপ্তকলহাৎ, ইত্যশঙ্ক্যাহ—
অরস্তি তীতি । বিচারকলমুপলব্ধিঃ কথয়তি—লোকবদিত্তি । তামেবোপলব্ধিকাকাক্ষ্যাহারেন
বিশৃণোতি—কথমিতি । দৃষ্টান্তঃ স্পষ্টয়তি—সর্বো তীতি । তথা দেবা বিচার্য্য প্রাণন্
আত্মান্তরাক্যশং নিদ্ধারিতবন্ত ইত্যাহ—তথ্যেতি ।

কিমনয়া কথয়া সিদ্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যস্মাদিতি । উপলব্ধিসিদ্ধেহর্থ্যে যুক্তিং সমুচ্চিনোতি—
বিশেষ্যেতি । সর্বান্বেব বাগাদীন অবিশেষেণাশ্রয়িত্বাভবেন প্রাণঃ সঞ্জিতবান্ । ন চ অমধ্যস্থঃ
সাধারণ কার্য্য নিবর্ত্তয়তি । অতো যুক্তিতেহপি অরমাত্মান্তরাক্যশে বর্ত্তমানঃ সিদ্ধ ইত্যর্থঃ ।
অয়াস্তত্ববাঙ্গিরসত্বং গুণান্তরং দর্শয়তি—অত এব্যেতি । সর্বসাধারণত্বাদেবেতি যাবৎ । তথাপি
কুতোহস্তাঙ্গিরসত্বং সাধারণেহপি নভসি তদমুপলব্ধেরিত্যাশঙ্ক্য পরিহরতি—কথমিত্যাশ্রয়িত্বাৎ ।
অঙ্গেরু চরমধাতোঃ সারত্বপ্রসিদ্ধে প্রাণস্ত তথাভূমিত্তি শঙ্কিত্বা সমাধৃত্তে—কথং পুনরিত্যাশ্রয়িত্বাৎ ।
কস্মাচ্চ হেতোরিত্যাশ্রয়িত্বাচ্চোক্তপরিহারনুপসংহরতি—যস্মাচ্চেতি । বাক্যার্থঃ প্রপঞ্চয়তি—
আত্মা ইতি ॥ ১৭ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—মুখ্যপ্রাণ বাহাদের দেবতাব প্রকৃতি করিয়াছে, প্রজাপতির সেই প্রাণসমূহ সকলতালভ করিয়া বলিয়াছিল । কি [বলিয়াছিল] ? ‘হু’ শব্দটী বিতর্কার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে । তিনি কোথায় ছিলেন ? তিনি কে ? না, বিনি আমাদেরগকে এই প্রকার আত্মস্বরূপে দেবতাব প্রাপ্ত করাইয়াছেন, [তিনি কোথায় ছিলেন ?] । জগতে কাহারও নিকট উপকার লাভ করিয়া কৃতজ্ঞ ব্যক্তির। সেই উপকারীকে স্মরণ করিয়া থাকেন ; কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জ্ঞায়ী [প্রজাপতির ইন্দ্রিয়গণও] স্মরণ করত অর্থাৎ অনুসন্ধান করিতে করিতে দেহেন্দ্রিয়সমষ্টিরূপ আপনাত মধোই তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছিলেন । কি প্রকার ? “অয়ম্ আশ্তে অন্তঃ ইতি”—আশ্তে অর্থাৎ মুখের মধো যে, আকাশ (ঈশ—মুখবির) আছে, তাহার মধো এই [প্রাণ] প্রত্যক্ষই রহিয়াছেন, অর্থাৎ মুখের মধোই ইঁহাকে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে । জগতে সমস্ত লোকই বিচার করিয়া নিশ্চয় করিয়া থাকে, দেবগণও ঠিক সেইরূপই করিয়াছিলেন ।

দেবগণ যেহেতু ইঁহাকে মুখ-বিরূপ আকাশ মধো দেখিতে পাইয়া বুঝিয়া ছিলেন যে, এই মুখ্য প্রাণ বাগাদিরূপ কোন বিশেষ প্রকার অবস্থা অবলম্বন না করিয়া সাধারণভাবে বর্তমান রহিয়াছে, সেই হেতুই উক্ত প্রাণ ‘অগ্নিস্ত’-পদবাচ্য ; এবং যেহেতু স্বগত কোনরূপ বিশেষত্ব অবলম্বন না করিয়াই বাক্ প্রভৃতিকে দেবতাবাপন্ন করিয়াছেন, সেই হেতুই ‘আগ্নিরস’-পদবাচ্য । ভাল, মুখ্য প্রাণ ‘আগ্নিরস’ হইল কি প্রকারে ? যেহেতু মুখ্য প্রাণই যে, দেহেন্দ্রিয়সমষ্টিভূত অঙ্গ-সমূহের রস—সারভূত আত্মা ; ইহা ত লোকপ্রসিদ্ধই আছে । আচ্ছা, প্রাণই বা আগ্নিরস হয় কি প্রকারে ? [উত্তর —] যেহেতু প্রাণের অভাবে সমস্ত অঙ্গ শুষ্ক হইয়া যায়, একথা পরে আমরা বলিব । যেহেতু এই মুখ্য প্রাণই অঙ্গরসস্ব ও নিম্নিণেষত্ব হেতু দেহেন্দ্রিয়সমষ্টির আত্মস্বরূপ এবং বিস্তুত অর্থাৎ ভোগাসঙ্গ-দোষরহিত, এই কারণেই বাক্ প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া মুখ্য প্রাণকেই আশ্রয় করা উচিত, ইহাই উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য । যেহেতু বিপর্য্যয়রহিত যথার্থ জ্ঞানেই প্রেরণাপ্রাপ্তি হইয়া থাকে, আর বিপর্য্যিত জ্ঞানে অনিষ্টপ্রাপ্তিই দেখিতে পাওয়া যায়, সেই হেতু আত্মাকে—আত্মস্বরূপ প্রাণকে আত্মারূপেই উপলব্ধি করা উচিত ; [সেই কারণেই প্রাণকে আত্মারূপে আশ্রয় করিতে বলা হইয়াছে] ॥ ১৭ ॥ ৮ ॥

স। বা এষা দেবতা দুর্নাম, দুর্নাম হস্তা মৃত্যুর্দূর্নাম হ বা অশ্বান-
মৃত্যুর্ভবতি, য এবং বেদ ॥ ১৮ ॥ ৯ ॥

সরলার্থঃ ।—স। (পূর্বোক্তা) এষা (প্রাণেশা) দেবতা বৈ দূর নাম (দূর্নায়া প্রসিদ্ধা) ; হি (যস্মাৎ) মৃত্যুঃ (আশঙ্কনকণা পাপমা, মরণং বা) অস্তাঃ (প্রাণদেবতারাঃ) দূরঃ (দূরে) । বর্ততে ; তস্মাৎ ; যঃ (অতোহপি যঃ কশ্চিৎ) একঃ (প্রাণস্ত দূর্নামিহ) বেদ (বিজানতি) , মৃত্যুঃ তস্মাৎ (বিহ্বঃ) অপি । দূরঃ (দূরে) ভবতি, ই বৈ (অবধারণে) ।

মূলানুবাদঃ ।—পূর্বোক্ত এই প্রাণ-দেবতা ‘দূর’ নামে প্রসিদ্ধ । কেন না, যেহেতু মৃত্যু অর্থাৎ ভোগাসক্তিরূপ পাপ ইহা হইতে দূরে থাকে । যে লোক এই প্রাণদেবতার ‘দূর’ নাম জানে, মৃত্যু তাহার নিকট হইতেও দূরে থাকে ॥ ১৮ ॥ ৯ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।—আমৃতঃ প্রাণস্ত বিজ্ঞিরসিক্কেতি । নহু পরিহৃত-মেতদ্ বাগাদীনাং কলাণবদনাচ্চাসঙ্গবৎ প্রাণস্তাসঙ্গাস্পদভাবেন । বাচম্ ; কিন্তু আঙ্গিরসত্বেন বাগাদীনাং মায়াজোক্ত্যা বাগাদিদ্বারেণ শব্দসৃষ্টি-তৎস্পৃষ্টৈরিবাশুদ্ধতা শঙ্ক্যতে, ইত্যাচ — শুদ্ধ এব প্রাণঃ ; কৃতঃ ? সা বা এব দেবতা দূর্নাম—যং প্রাণং প্রাপ্য অশ্মানমিব লোষ্ট্রবৎ বিধ্বস্তা অস্তরাঃ ; ত পরামুশতি—সেতি । সৈবৈষা, যেন বর্তমান-বর্তমান-শরীরস্তা দেবৈনিক্কারিতা “অয়মাত্মোহম্” ইতি । দেবতা চ সা জ্ঞাৎ, উপাসনক্রিয়ায়াঃ কণ্ঠভাবেন গুণভূতত্বাৎ ।

যস্মাৎ সা দূর্নাম দূরিতোব পাতি ; ন্যমশকঃ আপনপর্যায়ঃ । তস্মাৎ প্রসিদ্ধাহত্যা বিজ্ঞিঃ দূর্নামিহাৎ । কৃতঃ পুনর্দূর্নামিহম্ ? ইত্যাচ—দূরং দূরে, হি যস্মাৎ, অস্তাঃ প্রাণদেবতারাঃ, মৃত্যুরাসঙ্গলক্ষণঃ পাপমা ; অসংশ্লেষধর্ম্মিত্বাৎ প্রাণস্ত সমীপস্থসাপি দূরতা মৃত্যোঃ ; তস্মাদ্ দূরিতোব পাতিঃ ; এবং প্রাণস্য বিজ্ঞিজ্ঞাপিতা (ক) । বিহ্বঃ ফলমুচ্যতে—দূরঃ ই বা অস্মাৎ মৃত্যুর্ভবতি—অস্মাদেবঃবিদঃ, য এব বেদ, তস্মাৎ ; এবমিতি প্রকৃত বিজ্ঞিজ্ঞাপণোপেতং প্রাণমুপাস্ত ইত্যর্থঃ । উপাসনঃ নাম উপাস্যাথবাদে যথা দেবতাদিহরূপং শ্রুত্যা জ্ঞাপ্যতে, তথা মনসোপগম্য আসনঃ চিন্তনঃ লৌকিকপ্রতারাব্যবধানেন, গাবৎ তদেবতাদিহরূপায়াভিমানাতিব্যাকিরিতি, লৌকিকাত্মাভিমানবৎ ; “দেবো ভূত্বা দেবানপোতি” “কিন্বেবতোহস্তাঃ প্রাচ্যা দিশসি” ইত্যেবমাদি-প্রতিভাঃ ॥ ১৮ ॥ ৯ ॥

টীকা । প্রাণস্ত শুদ্ধত্বাৎ ব্যাপকত্বাচ্চ উপাস্তবমুক্তং, তস্ত শুদ্ধত্বঃ বাগাদিবদসিদ্ধম্,

ইত্যাক্ষতে—শ্রায়ত্ত্বমিতি । শব্দাশ্রয়ী সমাধিতে—অধিত্যাগিনা । শব্দে- স্পৃষ্টত্বজ্ঞানি, তেন স্পৃষ্টোৎপন্নঃ, তস্তাৎকৃত্যবৎ অণ্ডকবাগাদিসম্বন্ধাৎ অণ্ডকত্যাগক। প্রাণস্তোম্মিবতীত্যর্থঃ । তাৎপর্যঃ দর্শয়ন্তু উত্তরবাক্যবৃত্তরত্বেন অবতারণতি—আহেতি । নময় প্রাণো নোচ্যতে স্ত্রীলিঙ্গেন অর্থান্তরোক্তিপ্রতীতিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—যং প্রাণমিতি । তস্তামুত্তম পরোক্ষত্বাদপরোক্ষবাচী চ কথমেতচ্ছকো বৃত্যতে, তত্রাহ—নৈবেতি । কথং প্রাণে দেবতাশব্দঃ, ন হি তস্ত তচ্ছকত্বঃ প্রসিদ্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ—দেবতা চেতি । বাগে হি দেবতা কারকত্বেন গুণভূতা প্রসিদ্ধা, তথা প্রাণোহপি ত্রব্যাক্তস্তত্বে সতি বিহিতক্রিয়াগুণহাৎ দেবতেন্ত্যর্থঃ ।

প্রাণোপান্তেবিবিধঃ কলঃ—পাপহানির্দেবতাভাবচ্চ, তত্র পাপহানেত্বের প্রধানফলস্তাত্ত্ব্য শ্রবণাৎ দৃষ্টগণবিশিষ্টপ্রাণোপান্তিরিহ বিবক্ষিতেতি বাক্যার্থমাহ—যস্মাদিতি । ন তাবৎ প্রাণদেবতয়া দুর্নামস্বঃ মিক্রুৎ, তত্র তচ্ছকপ্রসিদ্ধেরদর্শনাৎ, নাপি যৌগিকং প্রাণস্ত প্রত্যগ্-বৃত্তেদুরহাভাবাৎ ইত্যাক্ষিপতি—হুতঃ পুনরিতি । পরিহরতি—আহেতি । কথং পাপমস্মিন্দৌ বর্তমানস্ত ততো দূরমিত্যাশঙ্ক্যাহ—অসংশ্লেষেতি । উপান্তে সদা ভাবয়তীতি বাবৎ । এক-জ্ঞানাদিহ প্রাণতত্ত্বজ্ঞানাৎ কলসিক্রিয়ন্তবে কিং সদা তদ্ভাবনয়া ? ইত্যাক্ষ্য ভাবনাপর্যায়োপাসন-শকার্যমাহ—উপাসনঃ নামেতি । দীপকালাদরত্নৈরনুত্তর্যাক্ষপবিশেষণত্রয়ঃ বিবক্ষিতাহ—লৌকি-কেতি । তস্ত মধ্যমাঃ দর্শয়তি—যাবদিতি । মনুষ্যোহহমিতিবৎ দেবোহহমিতি যন্ত ভীত এব অতিমানাভিবাঙ্কিঃ, তশ্চৈব দেহপাতাদুর্দ্ধং তদ্ভাবঃ কলতীত্যত্র প্রমাণমাহ—দেবো ভূয়েতি । কা দেবতা রূপঃ তবেতি—কিংদেবতোদর্শতি, তদ্ভাবো ভাতীত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—মনে হইতে পারে,—প্রাণের যে, বিশুদ্ধি বলা হইয়াছে, তাহা অসিদ্ধ, অর্থাৎ কোন প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হয় না ; কেন না, বাক্ প্রভৃতির যেকোন কল্যাণ-কথনাদিবিষয়ে আসক্তি আছে, প্রাণের সেরূপ কোনও আসক্তি নাই ; সুতরাং এ কথার মীমাংসা ত পূর্বেই করা হইয়াছে ; [তবে আবার শঙ্কা হয় কেন ?] হাঁ, একথা সত্য বটে, কিন্তু আঙ্গিরসজ্জ নিবন্ধন প্রাণকে বাক্-প্রভৃতির আত্মস্বরূপ বলায়, ‘শব্দস্পৃষ্ট-তৎস্পৃষ্ট’ শ্রায়ান্ত্বসারে (১১) বাগাদির সহিত সম্বন্ধ থাকায়, প্রাণেও বাগাদিগত অশুদ্ধি সংক্রামিত হইতে পারে ; এইজন্য বলিতেছেন যে, না—প্রাণ বিশুদ্ধই বটে ; কারণ ? যেহেতু এই দেবতা (প্রাণ) ‘দূর’ নামে প্রসিদ্ধ । পাবাণে নিষ্কিপ্ত লোষ্ট্রের দ্বায় অস্বরগণ যে প্রাণকে আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত হইয়াছিল, এখানে ‘সা’ পদে সেই প্রাণকে বুঝাইতেছে । ইহা সেই দেবতাই বটে,—বর্তমান যজ্ঞমানের শরীরগত যে দেবতা, দেবগণকর্তৃক ‘অন্নম্ আন্তো অন্তঃ’

(১১) তাৎপর্য—‘শব্দস্পৃষ্ট’ শ্রায় এইরূপ,—শব্দ (বৃত্তদেহ) দ্বতাবতই অস্পৃষ্ট, শব্দস্পর্শী ব্যক্তিও অস্পৃষ্ট, আবার তাহার স্পৃষ্ট বস্তুও অস্পৃষ্ট হইয়া থাকে । এখানেও তরুণই বুঝিতে হইবে ।

বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছেন । উপাসনা-ক্রিয়ার কর্মরূপে (উপাস্তরূপে) প্রাণ যখন উপাসনারই অঙ্গস্বরূপ, তখন দেবতাস্বরূপও বটে ।

যেহেতু সেই দেবতা (প্রাণ) ‘দূর’ নামে প্রসিদ্ধ ; এখানে নামশব্দটা প্রসিদ্ধি-
জ্যোতক ; সেই হেতুই ইহার বিশুদ্ধতাও প্রসিদ্ধ ; ‘দূর’ এই নামই বিশুদ্ধির
কারণ । কেন যে, তাহার ‘দূর’ নাম হইল, তাহা বলিতেছেন—যেহেতু মৃত্যু
অর্থাৎ বিষয়াঙ্গরূপ পাপ এই প্রাণদেবতা হইতে দূরে অবস্থিত ; আসক্তিরূপ
দোষ না থাকায় মৃত্যু তাঁহার সন্নিহিত হইলেও বস্তুতঃ দূরে আছে ; এইজন্তই
তাঁহার ‘দূর’ নামে প্রসিদ্ধি ঘটিয়াছে । এইরূপে প্রাণের বিশুদ্ধি বিজ্ঞাপিত হইল ।
এখন বিশ্বাস ফল কথিত হইতেছে—ইহা হইতে অর্থাৎ এবংবিধ জ্ঞানসম্পন্ন
ব্যক্তির নিকট হইতে মৃত্যু অতি দূরে থাকে, যিনি এইতর জ্ঞানেন, তাঁহার নিকট
হইতেও [মৃত্যু দূরে থাকে] । ‘এবং’ শব্দ হইতে বুঝিতে হইবে যে, যে লোক
বিশুদ্ধ-গুণসম্পন্ন প্রাণের উপাসনা করেন,—উপাসনা শব্দের অর্থ এই যে, শ্রুতিতে
উপাসনা বিধির অর্থবাদবাক্যে (প্রশংসাবাক্যে) দেবতাপ্রভৃতির বৈরূপ স্বরূপ
বর্ণিত আছে, মনে মনে ঠিক সেই রূপটির নিকট উপস্থিত হইয়া আসন—(উপ+
আসন=উপাসন) চিন্তা করা । বলা আবশ্যক যে, উক্ত চিন্তার মধ্যে জাগতিক
অন্ত কোনও চিন্তা প্রবিষ্ট থাকিবে না । যতক্ষণ লোকসিদ্ধ অভিমানের দ্বারা সেই
উপাস্ত দেবতাদির স্বরূপে তাহার আত্মাভিমান অভিযুক্ত না হয়, [ততকাল একরূপ
ধ্যান করিতে হইবে] ; কেন না, শ্রুতি বলিয়াছেন—‘দেবতা হইয়া দেবতার
উপাসনা করিবে’, ‘তুমি এই পূর্বদিকে কোন্ দেবতারূপে বর্তমান আছ?’
ইত্যাদি ॥ ১৮ ॥ ৯ ॥

শাক্তরভ্যাসম্ ।—“সা বা এষা দেবতা...দূরং হ বা অস্মান্মৃত্যুর্ভবতি”
ইত্যুক্তম্ । কথং পুনরেষংবিদো দূরং মৃত্যুর্ভবতীতি ? উচ্যতে—এবংবিশ্ববিরো-
ধাৎ ; ইন্দ্রিয়-বিয়সঃসংগাসঙ্গজো হি পাপ্মা প্রাণাত্মাভিমানিনো হি বিরুদ্ধাতে,
বাগাদিবিশেষাত্মাভিমানহেতুত্বাৎ স্বাভাবিকাজ্ঞানহেতুত্বাচ্চ । শাস্ত্রজনিতো হি
প্রাণাত্মাভিমানঃ ; তস্মাদেবংবিদঃ পাপ্মা দূরং ভবতীতি যুক্তম্, বিরোধাত্ ।
তদেতৎ প্রদর্শয়তি—

টীকা । কণ্ডিকাস্তরমবত্যাঃ বৃত্তঃ কীর্তয়তি—সা বা ইতি । নিত্যামৃতানাং পাপ-
হানিঃ, ধর্মাৎ পাপকরকৃত্যঃ । ন চেদমুপাসনং নিত্যং নৈমিত্তিকং বা, দেবতাস্বরূপমিনো
বিধানাৎ, তৎকথং পাপম্ এবংবিদো দূরে ভবতীত্যাক্ষিপতি—কথং পুনরিতি । বিরোধি-
সন্নিপাতে পূর্বজ্ঞানসম্ভবত্বকং স্বধানঃ সমাধন্তে—উচ্যতে ইতি । উক্তমেব বান্ধি—ইন্দ্রিয়েতি ।

ইচ্ছিয়াণং বিষয়েষু সংসর্গে বোধভিনিবেশন্তেন জনিতঃ পাপ্মা পরিচ্ছেদাভিমানঃ অপরিচ্ছিন্নে
প্রাণান্নি আত্মাভিমানবতো বিরুদ্ধ্যতে, পরিচ্ছেদাপরিচ্ছেদয়োবিরোধস্তু প্রসিদ্ধমাদিতার্থঃ ।
বিরোধঃ সাধয়তি—বাগাদীতি । পাপ্মনো বাগাদিবিশেষবত্যাশ্চানি বিশিষ্টে অভিমানহেতুত্বাৎ
আধিদৈবিকাপরিচ্ছিন্নাভিमाने क्षणसो भूजते । दृष्ट्यते हि तत्कालताभावविशिनो जलस्त
गङ्गाविशेषवतापन्नो अपेयइनिवृत्तिः ।

“অন্তচাপি পরঃ প্রাণঃ পাত্মাঃ যাতি পরিত্রতম্”

স্মৃতি জ্ঞানাদিতার্থঃ । যন্নৈসমিকাজ্ঞানচক্ৰঃ তদাগম্যকপ্রমাণজ্ঞানেন নিবর্ততে, যথা রজ্জুসর্পাদি-
জ্ঞানঃ । নৈসমিকাজ্ঞানচক্ৰস্ত পাপ্মা, তেন প্রামাণিকপ্রাণবিজ্ঞানেন তদক্ষান্তিরিত্যহ -
স্বভাবিকেতি । নবভিমানয়োবিরোধাবিশেষাৎ বাধাবাধকত্বাবহাযোগাৎ দ্বয়োরপি মিথো বাধঃ
স্তাৎ, তত্রাহ—শাস্ত্রজনিতো ভীতি । উক্তমেব পাপক্ষস্বরূপং বিভ্রাক্ষলং প্রপঞ্চয়িতুমুত্তরবাক-
মিত্যাহ—তদেতদिति ।

ভাষ্যানুবাদ ।—(আভাসঃ) । “স বা এষা দেবতা, ...দূরং ত বা
অদ্ব্যং মৃত্যুর্ভবতি” একথা পূর্বে উক্ত হইয়াছে । এখন ভিজ্ঞাস্ত হইতেছে যে,
এবংবিধ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির মৃত্যু দূরগত হয় কি প্রকারে ? বলা হইতেছে,—
যেহেতু এবংবিধ জ্ঞানলাভের সঙ্গে মৃত্যুর বিরোধ রহিয়াছে । কেন না, ইচ্ছিন্ন-
গ্রাহ্য বিষয়সম্পর্কভাত আসক্তি হইতে যে, পাপ উৎপন্ন হয়, তাহা ত প্রাণায়া-
তিমানীর সহকে সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ ; কারণ, বাকপ্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ঈচ্ছিয়ো
আত্মাভিমান এবং স্বভাবসিদ্ধ অজ্ঞান বা বিপর্যাত বুদ্ধিই ঈক্লপ পাপোৎপত্তির
কারণ ; আর প্রাণে যে আত্মাভিমান হয়, তাহার কারণ তইল—শাস্ত্রীয়
উপদেশ ; কাজেই স্বভাবিকের সঞ্চিত শাস্ত্রজ অভিমানের বিরোধ থাকায় প্রাণা-
য়াবদের নিকট হইতে দূরে অবস্থান করা পাপের পক্ষে বুদ্ধিবৃত্তিই হইতেছে ;
কেন না, উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট বিরোধ রহিয়াছে ; বিকল্প পদার্থদ্বয়ের এক স্থানে
অবস্থিতি কখনই হইতে পারে না । অতঃপর এ বিষয়টিই প্রকাশ করিয়া
বলিতেছেন—

স বা এষা দেবতৈতাসাং দেবতানাং পাপ্মানঃ মৃত্যুমপহত্যা
যত্রাসাং দিশামন্তস্তদ্ গময়াক্কার, তদাসাং পাপ্মনো বিন্যদধাৎ,
তস্মান্ন জনমিয়ান্নাস্তমিয়ান্নেৎ পাপ্মানঃ মৃত্যুমশ্ববায়ানীতি ॥১৯১০॥

সরলার্থঃ—স বা এষা (প্রাণাণ্য) দেবতা, এতাসাং (বাগাদীন্য)
পাপ্মানং (পাপগুণং) মৃত্যুম্ অপহত্যা (বিচ্ছিন্ন), যত্র (যস্মিন্ প্রদেশে)
আসাং (পূর্বাদীন্য) দিশাম্ অন্তঃ (অবসানং, বতঃ পরঃ দিশ্ বাবচায়ো নাস্তি,

প্রাকৃতজ্ঞানসম্পন্ন-জনাধুষিতং স্থানং বা), তং (তত্র) গময়াক্ষকার (মৃত্যুং গমিতবান্) । তং (তত্র) আসাং (দেবতানাং) পাপানঃ (পাপানি) বিজ্ঞদধাং (বিবিধাকারেণ স্থাপিতবতী) ; তস্যাং (হেতোঃ) জনং (অন্ত্যাজনং) ন ইয়াং (তেন সহ ন সংসর্গং কুর্যাং) , তথা অন্তঃ (দিগন্তশব্দবাচ্যঃ অন্ত্যাজনবাসস্থান-মপি) ন ইয়াং (ন গচ্ছেৎ) । [‘নেৎ’ ইতি ভরহৃচকম্ অবায়ম্ ;] তৎসংসর্গে ক্রতে তি [অহং] পাপানঃ মৃত্যুং অন্বায়ানি (অন্তগচ্ছেরম্, পাপী ভবেয়ম্) [এবং ভীত্যা ন অন্ত্যঃ জনম্, তৎস্থানং বা ইয়াদিত্যর্থঃ] ॥ ১৯ ॥ ১০ ॥

মূলানুবাদ : সেই প্রাণদেবতা উক্ত বাক্-প্রভৃতির পাপরূপ মৃত্যুকে তাহাদের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া—যেখানে এই পূর্ব্বাদি দিকের অন্ত বা শেষ হইয়াছে, অর্থাৎ যেখানে শাস্ত্রোপদিষ্ট জ্ঞানশূন্য লোকের অবস্থান, সেই স্থানে প্রেরণ করিয়াছিলেন ; সেখানেই বাগাদির পাপ-সমূহকে নানাবিধ আকারে স্থাপন করিয়াছিলেন ; সেইজন্য ঐ প্রদেশস্থ লোকের সহিত সংসর্গ করিবে না, এবং সেই প্রাপ্তভূমিতেও যাইবে না । ‘নেৎ’ কথাটী ভীতিসূচক ; [ঐরূপ করিলে] আমিও পাপরূপ মৃত্যুর কবলগত হইব, (এই ভয়ে আর অন্ত্যাজনের ও ঐ স্থানের সংস্রব করিবে না) ॥ ১৯ ॥ ১০ ॥

শাকরভাষ্যম্ :—সঃ বা এয়া দেবতেত্বাক্ষণম্ । এতাসাং বাগাদীনাং দেবতানাং পাপ্মানং মৃত্যুং—স্বাভাবিকাজ্ঞানপ্রযুক্তৈঃ বিবরসংসর্গাসঙ্গনিতেন তি পাপ্মনা সংসর্গে নিরতে, স হতো মৃত্যুঃ,—ত প্রাণাত্মাভিমানরূপাত্মো দেবতাভ্যঃ অপরিচ্ছিন্না অপহতা—প্রাণাত্মাভিমানমাত্রতয়েব প্রাণোহপহন্ত্যেত্যা-চাতে । বিরোধাদেব তু পাপ্মা এবংবিদো দূরঃ গতো ভবতি ; কিং পুনশ্চকার দেবতানাং পাপ্মানং মৃত্যুমপহতা ? ইতি, উচ্যতে—যত্র যস্মিন্ আসাং প্রাচ্যা-দীনাং দিশামন্তোহবসানম্, তং তত্র গময়াক্ষকার গমনং কৃতবানিতোতং ।

নহু নাস্তি দিশামন্তঃ, কথমন্তঃ গমিতবানিতি ? উচ্যতে—শ্রৌতবিজ্ঞান-বজ্জনাবদিনিমিত্ত-কল্পিতত্বাং দিশাম্, তদ্বিরোধিজ্ঞানাধুষিত এব দেশো দিশামন্তঃ, দেশান্তোহরণ্যমিতি বহুং, ইত্যদোষঃ ।

তং তত্র গময়িত্বা আসাং দেবতানাং, পাপান ইতি দ্বিতীয়াবহবচনম্ ; বিজ্ঞদধাং বিবিধং শৃগ্ভাবেনাদধাং স্থাপিতবতী প্রাণদেবতা ; প্রাণাত্মাভিমান-শব্দেবন্ত্যজনেষুতি, সামর্থ্যাৎ । ইজ্জিরসংসর্গজো তি সঃ, ইতি প্রাণাত্মপ্রত্যাব-

গম্যতে । তন্মাত্ তমন্ত্যং জনং নেয়াং ন গচ্ছৎ—সম্ভাবণদর্শনাদিভিন্ন সংসৃজ্যে ;
তৎসংসর্গে পাপুনা সংসর্গঃ কৃতঃ স্মাত্ ; পাপুশ্রয়ো হি সঃ ; তজ্জননিবাসং চাস্ত্যং
দিগন্তশব্দবাচ্যং নেয়াং—জনশৃঙ্গমপি , জনমপি তদেববিষয়কম্ ইত্যভিপ্রায়ঃ ।
নেদিতি পরিতরার্থে নিপাতঃ । ইৎ জনসংসর্গে পাপুনাং মৃত্যুং অদ্বয়ানীতি—
[অমৃত+অব+অয়ানীতি] অমৃতগচ্ছেরমিতি এবং ভীতো ন জনমন্তঃ চেয়াদিতি পূর্বেণ
সম্বন্ধঃ ॥ ১৯ ॥ ১০ ॥

টীকা । মৃত্যুমহতা যদ্রাসাং দিশামন্তঃ, তদামরাককারেতি সম্বন্ধঃ । কথং পাপম্।
মৃত্যুচ্চাতে, তদ্রাহ—স্বাভাবিকেরিতি । অপহৃত্যেত্যত্র পূর্ববদম্বয়ঃ । প্রাণদেবতা চেৎ পাপুনাং
হস্তি, সदैব কিং ন হস্তাদিত্যাশঙ্কাত—প্রাণাশ্রয়তি । ভবতু প্রাণো বাগাদীনাং পাপমনেতা-
হস্তা, বিহ্বস্ত কিমারাতমিত্যাশঙ্কাত—বিরোধাদেবেরিতি ।

অনন্তাকাশদেশস্থঃ দিশামন্তাভাবাদ্ যদ্রাসামিত্যন্তমৃত্যুমিতি শব্দে—নহিতি । শাস্ত্রীয়-
জ্ঞানকর্মসংস্কৃতো জনো মধ্যদেশঃ প্রসিদ্ধঃ, তস্তাপি তদবস্থিতত্বেন মধ্যদেশত্বাৎ তদ্রাপ্যন্ত্যভাবি-
ত্তিতদেশস্ত পাপীরম্বদীকারাৎ, অতস্তঃ জ্ঞানঃ তদবস্থিতঃ চ দেশমবধিঃ কৃদ্বা তেনৈব নিমিত্তেন
দিশাং কল্পিতহাদানন্ত্যভাবাৎ পূর্বেকৃতজ্ঞানতিরিক্তজনস্ত তদবস্থিতদেশস্ত চ অন্তহোক্তেন্দ্ৰিয়া-
দেশাদন্ত্যো দেশো দিশামন্ত ইত্যুক্তে ন কাচিদনুপপত্তিরিতি পরিহরতি—উচ্যত ইতি ।

কিমিত্যন্ত্যভবেনু ইত্যধিকারাদঃ দ্রিষ্টতে, তদ্রাহ—উতি সামর্থ্যাদিতি । দেশমাত্রে
পাপমবস্থানানুপপত্তেরিত্যর্থঃ । তামেবানুপপত্তিঃ সাধয়তি—ইঞ্জিরেতি । ভবতু যথোক্তো
দিশামন্তস্তথা চ পাপমসংসর্গোহস্ত, তথাপি কিমারাতমিত্যাশঙ্ক্য তন্ত শিষ্টৈস্ত্যভাবমিত্যাহ—
তদ্রাদিতি । নিষেধম্বয়স্ত তাত্পর্যবাহক—জনশৃঙ্গমপীতি । প্রাণোপাস্তিপ্রকরণে নিষেধ
ক্রেতন্তুপাসকেনৈবায়ঃ নিষেধোহনুষ্ঠেয়েঃ ন সর্কেরিত্যাশঙ্ক্যাহ—নেদিত্যানিবা । ইৎ
কৃত্যক্তং নিষেধঃ ন চেদহং কৃদ্বা, ততঃ পাপমানমমুগচ্ছের নিষেধাতিক্রমাদিতি সঙ্গস্ত ভয়ঃ
ভ্রান্তে, ন প্রাণোপাসকন্তেব । অতঃ সর্কোহপি পাপাত্মাতো নোন্তঃ গচ্ছৎ বাক্যং তি
প্রকরণাদ্ বলবদিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥ ১০ ॥

ভাস্ত্রানুবাদ :—‘সো বৈ এবা দেবতা’ এ কথার অর্থ পূর্বেই উক্ত হই-
রাছে । [সেই প্রাণ দেবতা] এই বাগাদি দেবতাগণের পাপরূপ মৃত্যুকে,—
স্বাভাবিক অজ্ঞানবশতঃ যে, শব্দস্পর্শাদি বিবরের সত্তি ইঞ্জিয়সম্বন্ধাধীন আসক্তি,
সাধারণতঃ সেই আসক্তিজ্ঞানিত পাপের কলেই সমস্ত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া
পাকে ; এইজন্য সেই পাপই মৃত্যুর হেতু বলিয়া মৃত্যু নামে অভিহিত হইয়াছে ।
সেই পাপরূপী মৃত্যুকে প্রাণাত্মাভিমানরূপ দেবতাগণের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন
করিয়া (পৃথক্ করিয়া), প্রাণে যে আত্মাভিমান স্থাপন, তাহাই এখানে ‘অপহতা’
কথায় বলা হইয়াছে । ভাল কথা, এবং বিধ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির স্বভাববিরুদ্ধ
বলিয়াই ত পাপরূপ মৃত্যুদুরগামী হইয়া থাকে, তবে আর মৃত্যুকে বিচ্ছিন্ন করিয়া

বিশেষ কল কি হইল? তদন্তরে বলিতেছেন—এই পূর্কাদি দিক্‌সমূহের যেখানে অন্ত—অবসান (শেষ) হইয়াছে, সেখানে মৃত্যুকে প্রেরণ করিয়া ছিলেন ।

ভাল, দিক্‌সমূহের ত কোথাও অন্ত নাই, তবে দিগন্তে প্রেরণ করিলেন কিরূপে? হাঁ- বলা হইতেছে—বেদোপদিষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন বিশ্বজ্ঞানের বাসভূমির সীমা লইয়াই দিগ্‌বিভাগ করিত হইয়াছে, অর্থাৎ বাহারা শ্রোত জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, সাধারণতঃ তাহারা দিকের ব্যবহার করিয়া থাকেন; সুতরাং বাহারা শ্রোত জ্ঞানবিহীন, তাহাদের ঐরূপ দিগ্‌ব্যবহার না থাকায়, তাদৃশ জ্ঞানের আবাস-প্রদেশই এখানে দিগন্তশব্দ-বাচ্য, যেমন দেশান্ত বলিলে ‘অরণ্য’ বুঝায়, ইহাও তদ্রূপ; কাজেই এখানে কোনও দোষ হইতেছে না ।

‘পপুনাঃ’ পদে দ্বিতীয়ার বহুবচন রহিয়াছে; উহা কন্মপদ । সেই প্রাণ-দেবতা উক্ত দেবতাগণের সেই পাপরাশিকে সেখানে প্রেরণ করিয়া নানাপ্রকার তানাবস্তার স্থাপন করিয়াছিলেন । পাপমাত্রই বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধজাত, এবং প্রাণি-গণে আশ্রিত; সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, বাহারা প্রাণায়বুদ্ধিবিহীন অন্ত্যজ লোক, তাহাদের উপরই [ঐ পাপরাশি স্থাপন করিয়াছিলেন] । অতএব সেই পাপগুক্ত অন্ত্যজ লোকের নিকট গমন করিবে না, অর্থাৎ সম্ভাষণ ও দর্শনাদি দ্বারা তাহাদের সঙ্গে সংসর্গ করিবে না; কারণ, সে নিজে পাপী; সুতরাং তাহার সঙ্গিত সংসর্গ করিলেই পাপের সঙ্গিত সংসর্গ কর; হইবে, এইজন্য তাহার সহিত সম্বন্ধ রাখিবে না এবং অন্তঃ—দিগন্তশব্দ-বাচ্য তাদৃশ লোকের বাসভূমিতেও যাইবে না । অভিপ্রায় এই যে, সে দেশ যদি জনশূন্যও হয়, তাহা হইলেও সে দেশে যাইবে না, আর সে দেশের লোক যদি অন্ত্রও থাকে, তাহা হইলেও তাহার সংসর্গ করিবে না । ‘নেৎ’ শব্দটি নিপাত, [বাহা কোন লক্ষণানুসারে নিম্পন্ন না হয়, সেরূপ শব্দকে ‘নিপাত’ বলে] । ইহার অর্থ—বিশেষ ভয়; যদি এই প্রকার লোকের সংসর্গ করি, তাহা হইলে পাপরূপী মৃত্যুর অন্ত্রগত হইব; এইরূপে ভীত হইয়া অন্ত্য-জনের সংসর্গ করিবে না ॥ ১৯ ॥ ১০ ॥

স। বা এষা দেবতৈতাসাং দেবতানাং পাপ্মানাং মৃত্যু-
নপহত্যাধৈনা মৃত্যুমত্যবহৎ ॥ ২০ ॥ ১১ ॥

সরলার্থঃ :—স। (পূর্কোক্তা) এষা দেবতা (প্রাণঃ) এতাসাং (বাগীদীনাং)
দেবতানাং পাপ্মানাং মৃত্যুম্ অপহত্যা, অথ (অনন্তরং) এনাঃ (বাগীদীনাং দেবতাঃ)

মৃত্যু (পাপানম্) অতীতা (অতিক্রম্য) অবহং (স্বং স্বং দেবভাবঃ
প্রাপিতবতীত্যর্থঃ) ॥ ২০ ॥ ১১ ॥

মূলানুবাদ ১—সেই এই প্রাণদেবতা এই বাগাদি দেবতার
পাপরূপ মৃত্যু অপনীত করিয়া, অনন্তর মৃত্যুরহিতরূপে তাহাদিগকে
বহন করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তাহাদিগকে নিজ নিজ দেবভাবে উপনীত
করিয়াছিলেন ॥ ২০ ॥ ১১ ॥

শাকরভাষ্যম্ ১—সা বা এষা দেবতা—তদেতৎ প্রাণায়জ্ঞানকর্ম্মফলঃ
বাগাদীনামগ্ন্যাত্ম্যমুচ্যতে । অথেনা মৃত্যুমত্যবহং—মম্বাং আধ্যাত্মিকপরি-
চ্ছেদকরঃ পাপা মৃত্যুঃ প্রাণায়জ্ঞানেনাপহতঃ, তস্মাৎ স প্রাণোহপহস্তা
পাপানো মৃত্যোঃ ; তস্মাৎ স এব প্রাণঃ, এনাঃ বাগাদিদেবতাঃ প্রকৃতং পাপান-
মৃত্যুমতীতা অবহং প্রাপয়ং স্বং স্বমপবিচ্ছিন্নমগ্নাদিদেবতায়রূপম্ ॥ ২০ ॥ ১১ ॥

টীকা । বিবিধমুপাস্তিকল পাপহানির্দেবতাভাবতঃ । তত্র পাপহানিমুপদিশতঃ প্রাসঙ্গিকঃ
সাধারণো নিবেশো দর্শিতঃ । মস্ত্রতি দেবতাভাবং বক্তৃমন্তরবাক্যমিতি পঠ কোপাদানপুঙ্ককঃ
বাহু—সা বা এবতি । অংশকাবদ্বোতিতমর্থঃ কথয়তি—মগ্নাদিতি । পাপমাপহন্তৃমন্ডঃ
অবশিষ্টং ভাগং বাচয়তি—তস্মাৎ স এবতি ॥ ২০ ॥ ১১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ১—‘সা বা এষা দেবতা’ ইত্যাদি প্রতিভিতে উল্লিখিত
প্রাণায়জ্ঞান ও তদনুষ্ঠানের ফল—বাগাদি ইঞ্জিরের অগ্ন্যাত্ম্যকতা কথিত হই
তেছে । ‘অথ এনা মৃত্যুম্ অত্যবহং’ কথার অর্থ এই যে,—যেহেতু দৈহিক সম্বন্ধ-
বিচ্ছেদকারী মৃত্যুরূপ পাপ প্রাণায়জ্ঞান দ্বারা নিবারিত হইয়াছে, সেই হেতুই
প্রাণদেবতা মৃত্যুরূপ পাপের অপহস্তা ; এবং সেই হেতুই উক্ত প্রাণদেবতা বাক্-
প্রভৃতি দেবতাকে মৃত্যুরূপ পাপ হইতে বিনির্মুক্ত করিয়া বহন করিয়াছিলেন,
অর্থাৎ তাহাদিগকে নিজ নিজ অপরিচ্ছিন্ন অগ্নাদিদেবতাব লাভ করাইয়া-
ছিলেন ॥ ২০ ॥ ১১ ॥

স বৈ বাচমেব প্রথমামত্যবহং, সা বদা মৃত্যুমত্য-
মুচ্যত, সৌহ্মিরভবৎ ; সৌহ্ময়মগ্নিঃ পরেণ মৃত্যুমতিক্রান্তো
দীপ্যতে ॥ ২১ ॥ ১২ ॥

সরলার্থঃ ১—সঃ (প্রাণঃ) প্রথমাম্ (উদগীথকর্ম্মণি অপরকরণাপেক্ষয়া
প্রধানাঃ, বাগ্‌নিবর্ত্ত্যাহাং উদগীথকর্ম্মণঃ) অত্যবহং (পাপুলকণং মৃত্যুমতীতা
দেবত্বমগময়ৎ) । সা (বাক্) বদা (বস্মিন্ কালে) মৃত্যুম্ অত্যমুচাত (মৃত্যু-

পাশাং বিমোচিতা অভবৎ), [তদা] সঃ (প্রসিদ্ধঃ) অগ্নিঃ অভবৎ । সঃ (প্রকৃতঃ) অগ্নম্ অগ্নিঃ মৃত্যুম্ অতিক্রান্তঃ সন্ পরেণ (মৃত্যোরদিকারাং পরতঃ) দীপ্যতে (দীপ্তিমান্ ভবতি) ; [মৃত্যুসমতিক্রমণাং প্রাক্ বাচঃ নৈবঃ দীপ্তিরাসীদিতি, ভাবঃ] ॥ ২১ ॥ ১২ ॥

মূলানুবাদ ১—সেই প্রাণ [উদগীপক্রিয়ার] প্রধান সাধন বাগ্‌দেবতাকেই প্রথমে মৃত্যুবিহীন করিয়া দেবত্ব-প্রাপ্ত করিয়াছিলেন । সেই বাগ্‌দেবতা যে সময় মৃত্যুপাশ অতিক্রম করিল, অর্থাৎ পাপসম্বন্ধ-বিরহিত হইল, সেই সময়েই সে অগ্নিস্বরূপ হইল ; সেই অগ্নিরূপেই মৃত্যুর অধিকার অতিক্রম করিয়া দীপ্তি পাইতে লাগিল । [বুদ্ধিতে হইবে যে, তৎপূর্বে তাহার ঐরূপ দীপ্তি ছিল না ।] ॥ ২১ ॥ ১২ ॥

শাক্তরভাস্যম্ ।—স বৈ বাচমেব প্রথমমভাবতঃ । স—প্রাণঃ বাচমেব প্রথমাঃ প্রধানামিত্যেতৎ—উদগীপকর্ম্মণি ইত্যেকরণাপেক্ষয়া সাধকতমত্বং প্রাধান্যং তত্ৰাঃ, তাঃ প্রথমান্ অভাবহন্ বহনঃ কৃতবান্ । তত্ৰাঃ পুনর্মৃত্যুমতীত্যোঢ়ায়াঃ কিং রূপম্ ? ইতি উচ্যতে—সা বাক্ বদ্য যস্মিন্ কালে পাপান্ মৃত্যুমত্যাশ্রুত—অভাবাত্যাশ্রুত—মোচিতা স্বয়মেব, তদা সঃ অগ্নিরভবৎ,—সা বাক্ পূর্ব্বমপ্যগ্নিরেব সত্য মৃত্যুবিয়োগেহপ্যগ্নিরেবাভবৎ । এতাবাস্ত বিশেষঃ মৃত্যুবিয়োগে—সোহ্রমতিক্রান্তোহগ্নিঃ পরেণ মৃত্যুঃ—পরস্তাং মৃত্যোঃ দীপ্যতে ; প্রাঙমোক্ষাং মৃত্যুপ্রতিবন্ধঃ অধ্যাত্মবাগায়না নেকানীমিব দীপ্তিমানাসীৎ ; ইদানীং তু মৃত্যুঃ পরেণ দীপ্যতে মৃত্যুবিয়োগাৎ ॥ ২১ ॥ ১২ ॥

টীকা । সামান্তোক্তমর্থঃ বিশেষেণ প্রপঞ্চয়তি—স বৈ বাচনিত্যাদিনা । কথং বাচঃ প্রাপমা, তদাচ—উদগীপেতি । বাচো মৃত্যুমতিক্রান্তায়া রূপং প্রঃপূঙ্গকং প্রদর্শয়তি—তত্ৰাঃ সতি । অনয়েত্রিগ্ন্যবিরোধং ধূন্যেত—সা বাগ্‌গতি । পূর্ব্বমপি বাচঃ অগ্নিহোমোপাসনালভ্যঃ তদগ্নিহমিত্যাশঙ্ক্যাক্ত—এতাবানিতি । উক্তং বিশেষঃ বিশদয়তি—প্রাগ্‌গতি ॥ ২১ ॥ ১২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ১—“স বৈ বাচমেব প্রথমাম্ অভাবতঃ” ইত্যাদি । সেই প্রাণ, প্রথমা—প্রধানা বাগ্‌দেবতাকে বহন করিয়াছিলেন । উদগীপপাঠকার্য্যে অত্যাশ্রিত ইঞ্জিয়াপেক্ষা সাধকতমত্ব (প্রধান-সাধকতা) তাহারই আছে ; এইজন্ত এখানে বাকের প্রাধান্য [বুদ্ধিতে হইবে] । মৃত্যু অতিক্রম করিয়া যে, বাগ্‌দেবতাকে বহন করা হইয়াছে, তাহার প্রকৃত স্বরূপ কিরূপ ? ঐ, বলা হইতেছে—সেই বাক্‌ যখন পাপাত্মক মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া মুক্ত হইল,—নিজেই বিমোচিত হইল, তখন সে প্রসিদ্ধ অগ্নিই প্রাপ্ত হইল । সেই বাক্‌ পূর্বেও অগ্নি-

স্বরূপই ছিল, আবার মৃত্যাবিরোগের পরেও সেই অগ্নিইই প্রাপ্ত হইল । এইমাত্র বিশেষ যে, মৃত্যাবিরোগের পরে মৃত্যু অতিক্রান্ত সেই অগ্নিই মৃত্যুর পরে, অর্থাৎ মৃত্যুর অধিকার অতিক্রম করিয়া দীপ্তি পাইতে লাগিল ; কিন্তু মৃত্যুপাশঙ্কেননের পক্ষে মৃত্যুর অধিকারও বেচমধ্যে থাকৃষ্কপে অবস্থিত থাকায় বর্তমানের জ্ঞান দীপ্তিমান ছিল না ; কিন্তু এখন সেই মৃত্যুবিবর্তিত হওয়ার মৃত্যুর বাহিরে, অর্থাৎ নিশাপ অমররূপে দীপ্তি পাইতে লাগিল ॥ ১১ ॥ ১২ ॥

অথ প্রাণমতাবহং, স বদা বৃত্তামতামুচাত, স বায়ুরভবং ;
সোহয়ং বায়ুঃ পরেণ বৃত্তামতিক্রান্তুঃ পবতে ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥

সরলার্থঃ । —অথঃ অতঃপর । সঃ প্রাণঃ প্রাণমঃ প্রাণেন্দ্রিয়ম্ অতঃ
বহং ; সঃ তবঃ বায়ুঃ বদা বৃত্তাম অতামুচাত, তদা সঃ বায়ুঃ বায়ুঃ
অভবং ; অর্থাৎ দ্বিকপরিচ্ছেদে হিত অধিষ্টনবৃত্তামম অগচ্ছতঃ ; সঃ অতঃ
প্রকৃতঃ বায়ুঃ বৃত্তাম অতিক্রান্তুঃ সন পরেণ বৃত্তামতঃ পবতুঃ পবতে
পবিত্বতয়া প্রবর্ততি । সঃ বায়ুঃ চ বদামতিবহং চতুর্বা ॥ ১১ ॥ ১৩ ॥

মূলানুবাদঃ । —অতঃ পর প্রাণে প্রাণেন্দ্রিয়-দেবতাকে পাপ-
বিনিমুক্ত করিয়া বহন করিয়াছিলেন । প্রাণেন্দ্রিয়-দেবতা যে সময় মৃত্যু-
পাশ হইতে বিনিমুক্ত হইল, তখন সে বায়ুরূপ হইল ; সেই এট বায়ু
অগ্রীত হইয়া—মৃত্যুর অধিকারের বাহিরে থাকিয়া পবিত্রভাবে প্রবর্তমান
হইতে লাগিল ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥

শাকরভাষ্যম্ । —তথঃ প্রাণঃ বায়ুঃ বায়ুরভবং । সঃ চ পবতে মৃত্যু-
সেবাতিক্রান্তুঃ । সঃ সমবৃত্তকঃ প্রাণমঃ ১১ ॥ ১৩ ॥

টীকা । ১১ ১২ ১৩ ।

ভাষ্যানুবাদঃ । —সেই প্রকার, প্রাণে প্রাণকে বহন করিয়াছিলেন ;
তাহার বায়ু হইয়াছিল ; সেই বায়ুই মৃত্যু অতিক্রম করত পবতিত হইতে থাকে ।
অতঃ সমবৃত্ত প্রাণের মত ১১ ॥ ১৩ ॥

অথ চকুরতাবহং, তদ্বদা বৃত্তামতামুচাত, স আদিত্যোহভবং,
সোহসাবাদিত্যঃ পরেণ বৃত্তামতিক্রান্তুঃ পতি ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥

সরলার্থঃ । —অথঃ অতঃপর । সঃ প্রাণঃ, চকুঃ অতাবহং । তৎ (চকুঃ)
বদা বৃত্তাম অতামুচাত, তদা সঃ (প্রসিদ্ধঃ) আদিত্যঃ অভবং ; সঃ অসৌ

আদিভাঃ মৃত্যু অতিক্রান্তঃ সন্ পরেণ তপতি (ভগৎ সন্তপতি) [অতঃ সৰ্বং
দামনকৃতিবৎ] ॥ ২৩ ॥ ১৪ ॥

মূলানুবাদঃ ১—অতঃপর প্রাণ চক্ষুকে পাপবিনশ্মুক্ততাবৎ
বহন করিয়াছিলেন । চক্ষু যখন মৃত্যু অতিক্রম করিয়াছিল, তখনই সে
আদিভাগরূপ হইয়াছিল ; সেই এই আদিভা মৃত্যু অতিক্রম করিয়া—মৃত্যুর
বাহিরে থাকিয়া তাপ দিতেছেন ॥ ২৩ ॥ ১৪ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ ১—তদা চক্ষুর্দ্যোততবৎ, স তু তপতি ॥ ২৩ ॥ ১৪ ॥
টীকা ।

ভাষ্যানুবাদঃ ১—সেই পক্ষের চক্ষু আদিভা হইল ; তিনিই এখন তাপ
দিতেছেন । ইহাও বা পাপ দামন কৃতিবৎ অন্তর্যম ॥ ২৩ ॥ ১৪ ॥

অথ শ্রোত্রমত্যবহৎ, তদ্যদা মৃত্যুমত্যানুচ্যত, তা দিশৌহ-
ভব্যা ইমাঃ দিবাঃ পরেণ মৃত্যুমতিক্রান্তাঃ ॥ ২৪ ॥ ১৫ ॥

সরলার্থঃ ১ অথ সঃ প্রাণঃ শ্রোত্রম্ অত্যবহৎ ; তৎ (শ্রোত্রঃ) যদা
মৃত্যুম্ অত্যানুচ্যত, তদাঃ ইং তদাঃ প্রসিদ্ধাঃ দিবাঃ দিগ্‌দেবতাঃ
অ-বনম । ইমাঃ দিবাঃ মৃত্যু অতিক্রান্তাঃ পরেণ দিত্যঃ । [অতঃ সৰ্বং
দামনকৃতিবৎ] ॥ ২৪ ॥ ১৫ ॥

মূলানুবাদঃ ১—অনন্তর প্রাণ শ্রোত্রেদেবতাকে মৃত্যু অতিক্রম
পূৰ্ব্বক বহন করিয়াছিলেন ; সেই শ্রোত্র যখন মৃত্যুপাশবিমুক্ত হইল,
তখনই প্রসিদ্ধ দিগ্‌দেবতারূপ হইল । সেই এই দিগ্‌দেবতাসমূহ মৃত্যুর
অধিকার অতিক্রম করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ২৪ ॥ ১৫ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ ১—তদা শ্রোত্রা দিশৌহভবৎ, ইমাঃ প্রাচ্যাদিবিভাগেনা-
বহিতাঃ ॥ ২৪ ॥ ১৫ ॥

টীকা ।

ভাষ্যানুবাদঃ ১—সেইরূপ শ্রোত্রও দিক্‌সমূহ হইল ; দিবাঃ—অর্থ—
পূৰ্ব্বাদি বিভাগক্রমে অবস্থিত প্রসিদ্ধ দিক্‌সমূহ ॥ ২৪ ॥ ১৫ ॥

অথ মনোহত্যবহৎ, তদ্যদা মৃত্যুমত্যানুচ্যত, স চন্দ্রমা অভবৎ,
সৌহসৌ চন্দ্রঃ পরেণ মৃত্যুমতিক্রান্তো ভাত্যেবং ত বা এনমেবা
দেবতা মৃত্যুমতিবহতি, য এবং বেদ ॥ ২৫ ॥ ১৬ ॥

টীকা । উপাত্তত্ব প্রাপ্ত কার্যকরণ-জাতক বিধায়কঃ নাম উপাত্তঃ, বহু-বুদ্ধবাক্যঃ, তদান্যায় ব্যাকরোতি—অথেষ্টাদিনা । কথমুদগাতুবিজীতত্ব কলসবন্ধতয়াহ—কৰুণিতি ।

অরাগানমাহিচ্ছামিত্যত্র অরপূৰ্ণকঃ বাক্যপেদমমুকুলমতি—কথমিত্যাদিনা । তমেব হেতু-
বাহ—বদ্যমিতি । আশেনৈব তদন্তত ইতি সৎকঃ । বদ্যানিত্যত্ব তদ্যদিত্যাদিত্যেপাৎকঃ ।
অনিতার্থোত্তোরনশক্যন্তেঃ প্রাপণধারনুষ্টি কণা শব্দে তচ্ছব্দপ্রচোপনতয়াহ—অনঃশক ইতি ।

ইতন্ম প্রাপ্ত বার্থমরাগানঃ মুক্তমিত্যাহ—কিক্বেতি । আশেন বাগাদিবৎ আত্মার্থমরমা-
স্তিহঃ চেৎ, তহি তস্তাপি পাণ্ডুবোধঃ স্তাদিত্যাদিহ—বদ্যমিতি । ইহায়ে বেদাকারপরিণতে
প্রাপ্তির্ভূতি, তদমুসারিণশ্চ বাগাদয়ঃ দ্বিতিত্যাহ, অতঃ দ্বিতার্থঃ প্রাপ্ত্যারম্ভমিতি ন
পাণ্ডুবোধস্তদ্বিতীত্যাঃ । ২৬ । ১৭ ।

ভাষ্যানুবাদ :—“অপ আশ্বনে” ইত্যাদি । বাক্-প্রকৃতি ইন্দ্রিয়গণ বেকুপ
আপনার জন্ত গান করিয়াছিলেন, মুখা প্রাণও সেইরূপ তিনটি পবমান স্তোত্রে
সর্বেশ্বরসাধারণ প্রাকাপতা কলসিদ্ধির অমুকুলভাবে গান করিয়া, অনন্তর অবশিষ্ট
নয়টি স্তোত্রে আপনার জন্ত অন্নাত্ত গান করিয়াছিলেন । ‘অন্নাত্ত’ অর্থ—বাহ্য
অন্ন, অথচ ভক্ষণযোগ্য । কামসংযোগ অর্থাৎ বস্ত্রে আশ্রয়িত কলপ্রাপ্তি দে,
কর্তারই হইয়া থাকে, ইহা বাচনিক বঃ শব্দপ্রাপ্ত ; [সুতরাং প্রাণের ঐ প্রকার
কলপ্রাপ্তি অসম্ভব হয় নাই] (১) ।

ভাল, প্রাণ যে, সেই অন্নাত্ত কলজনক গান আপনার জন্ত করিয়াছিলেন,
তাহা জানা যায় কি প্রকারে ? তদ্বিষয়ে হেতু প্রশ্ন করিতেছেন—‘বৎ
কিক’ ইতি । ‘বৎ কিক’ কথায় এখানে সাধারণতঃ ‘অন্নমাত্রই বুঝাইতেছে ।
‘হি’ শব্দটি হেতুর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে । যেহেতু জগতে প্রাণিগণ বাহ্য কিছু
অন্ন ভক্ষণ করিয়া থাকে, তাহাও এই ‘অনে’র সাহায্যেই করিয়া থাকে,

(১) তাৎপৰ্য্য—অজ্ঞিতে আছে, “বৎ কিক যজ্ঞে আশ্রয়তে, বজ্রমানারৈব তদাশ্রয়তে”
ইত্যাদি । অর্থাৎ যজ্ঞে কথিকগণ যাহা কিছু কল কামনা করিয়া থাকেন, বজ্রমানের উদ্দেশ্যেই
তাহা করিয়া থাকেন । কিন্তু বজ্রমানের জন্য আশ্রয়িত হইলেও “কলং চ করুণামি স্তাৎ” এই
নিয়মানুসারে সাক্ষাৎকর্তা কথিকগণেরই সেই আশ্রয়িত কললাভ হইয়া থাকে ; পরে বজ্রমান
লক্ষণাক্রম হুলা যাহা কথিকগণের নিকট হইতে সেই কল হস্ত করিয়া লয় ; তাহার পর
বজ্রমান সেই কলীর কলের অধিকারী বা ভোক্তা হয় । এই অভিপ্রায়েই উক্ত অজ্ঞিতে
“বজ্রমানারৈব তদাশ্রয়তে” বলা হইয়াছে । এখন এখানে শঙ্কা হইল যে, উদ্ভাস্তা প্রাণ যে
অন্নাত্ত কলার্থ গান করিয়াছিলেন, তাহাও বিজীত হইয়া বজ্রমানেরই হইবে, তবে আর
, প্রাণ আত্মার্থে গান করিয়াছিলেন’ কথাটি সম্ভব হয় কি প্রকারে ? সেই শঙ্কা নিরাসার্থ
ভাট্টকার “কণা পুনঃ” ইত্যাদি বাক্যের অবতারণা করিয়াছেন ।

অর্থাৎ প্রাণিগণ ‘অন’ নামক এই প্রাণের সাহায্যেই অন্ন ভক্ষণ করিয়া থাকে । প্রাণের ‘অন’ নামটি লোকপ্রসিদ্ধ । ‘অন’ শব্দের ভ্রাতৃ ‘অনস্’ শব্দও ‘অন্’ ধাতু হইতে নিপাত হইয়াছে, বিশেষ এই যে, উহা স্কারান্ত । ‘অনস্’ শব্দের অর্থ—শবট (গাড়ী), আর অকারান্ত ‘অন’ শব্দের অর্থ—প্রসিদ্ধ প্রাণ ; সুতরাং ইহা ‘প্রাণ’ শব্দেরই সমানার্থক—পর্যায় শব্দ ।

অপি চ, কেবল জীবগণই যে, অন্ন-ভক্ষণে প্রাণের সাহায্য পাইয়া থাকে, তাহা নহে, পরন্তু সেই মুখ্য প্রাণ নিজেও শরীরাকারে পরিণত সেই ভূত্বায়েই অবস্থান করিয়া থাকে ; অতএব প্রাণ যে, আপনার অবস্থিতির জন্যই অন্নাদ্ভ্যাসন করিয়াছিলেন, তাহা বেশ বুঝা বাইতেছে । আর প্রাণ কর্তৃক যে, অন্ন ভক্ষণ, তাহাও কেবল তাহার অবস্থিতি লাভের নিমিত্তই, (কোন প্রকার ভোগার্থ নহে) ; সুতরাং কল্যাণাসক্তিনিবন্ধন বাক প্রচুরের বৈরূপ পাপ হইয়াছিল, প্রাণের সম্বন্ধে সেরূপ পাপোৎপত্তির সম্ভাবনা নাই ॥ ২৮ ॥ ১৭ ॥

তে দেবা অক্রবন্মেতাবদ্বা ইদং সর্বং যদন্নং তদান্নান-
আগাসীরন্সু নোহস্মিন্নন্ন আভজ্যেতি ; তে বৈ মাভিসংবিশ-
তেতি ; তথেন্তি তৎ সমস্তং পরিণ্যবিশন্ত ।

তস্মাদ্ যদনেনান্নমমতি তেনৈতাস্তপাত্যোবৎ হ বা এনৎ
স্বা অভিসংবিশন্তি, ভর্তা স্বানাত্ শ্রেষ্ঠঃ পুর এতা ভবত্য-
ন্নান্নোহধিপতির্য এবং বেদ ; য উ হৈবস্মিদং শ্বেষু প্রতি
প্রতিবুভুমতি, ন হৈবালং ভার্যোভ্যো ভবত্যথ য এবৈতমন্সু
ভবতি যো বৈ তমন্সু ভার্য্যান্ বুভুর্ষতি, স হৈবালং ভার্যোভ্যো
ভবতি ॥ ২৭ ॥ ১৮ ॥

সম্বলার্থঃ ।—তে (বাগাদয়ঃ) দেবাঃ অক্রবন্ : উক্তবন্তঃ) [মুখ্যং প্রাণঃ]
—ইদং সর্বং এতাবৎ বৈ (এব) (এতাবন্মেব, নাতেহধিকমন্তীতার্থঃ) । [কিং
তৎ ? ইত্যাহ—লোকে প্রাণ-স্থিতার্থঃ] যৎ অন্নং অস্ততে (ভক্ষ্যতে), তৎ
(অন্নং) আদ্বনে (আদ্বার্থং) আগাসীঃ (পূর্কঃ গীতবান্ অসি), অহু (পশ্চাৎ)
নঃ (অন্নাকং গীতবান্ অসি, অথবা তৎ সর্বং আদ্বনে গীতবান্ অসি), [বরুণ
অন্নং বিনা স্বাকুং ন শরুয়াঃ, তস্মাৎ] অহু (পশ্চাৎ) অগ্নিন্ (তব আদ্বার্থে
অগ্নে) নঃ (অন্নান্) আভজ্যব (আভাজ্যব—অন্নভাগিনঃ কু) ইতি । [এবং

প্রাণিতঃ প্রাণ আহ—] তে (প্রকৃতাঃ ফুঃ) বৈ বা (বাং প্রাণং) 'অতিসংবিশত
(যসি সৰ্বতঃ প্রবিশত) ইতি ; [একমুক্তাঃ বাগাদয়ঃ] তথা (তথাস্ত) ইতি
[উক্তা] তং (প্রাণং) পরিসমভং (পরিতঃ সমভাং) ভবিশত (নিশ্চয়ে প্রবিশী
বভূবুঃ) । তস্যাং (সৰ্বেক্সিরাণাং প্রাণে অন্তর্নিবেশাং হেতোঃ), অনেন (প্রাণেন)
যং অন্নং অতি (ভক্ষয়তি) [ভোকঃ], ভেন (অন্ন-ভক্ষণেন) এতাঃ (বাগাদাঃ
দ্রেকতাঃ) তৃপাস্তি (তৃপ্তিং লভতে) । যঃ (অন্তোহপি যঃ কচ্চিৎ) এবং
(বাগাদীনাশাশ্রয়ত্বং প্রাণং) বেদ (বিজানাতি ।, এনং (বিদ্যাংসং) [অপি]
দ্বাঃ (জ্ঞাতকঃ) এবং (বাগাদিবং) অতিসংবিশন্তি (আশ্রয়ন্তে), স্বান-
(জ্ঞাতীনাং) তর্ভা (ভরণকর্তা—পোষকঃ) ভবতি ; তথা শ্রেষ্ঠঃ সন্ পুরঃ (অগ্রে)
এতা (গতা—অগ্রবর্তী) ভবতি ; তথা অন্নাদঃ (অন্নভোক্তা—দীপ্তাশিঃ) অধি-
পত্তিঃ (পালয়িতা চ) ভবতি ।

কিঞ্চ, শ্বেষু (জ্ঞাতীষু মধ্যে) যঃ (যঃ কচ্চিৎ) এবংবিদং প্রতি প্রতি:
(প্রতিবৃদ্ধঃ) বৃদ্ধয়তি (ভবিতুৰিচ্ছতি—প্রতিস্পর্ধী ভবতি), (সঃ প্রতিস্পর্ধী)
ন হু এব (নৈব) ভার্যেভ্যাঃ (স্বস্ত ভরণীয়েভ্যাঃ চ) অলং (পোষণায় সমর্থঃ)
ভবতি । অথ (পক্ষান্তরে) যঃ এব এতং (প্রাণবিদং প্রতি) অনু (অনুগতঃ)
ভবতি, যঃ এব চ তন্ অনু ভার্য্যান্ (তদনুগতান্ ভরণীয়ান্) বৃদ্ধয়তি (ভর্তুং
পোষয়িতুং ইচ্ছতি), সঃ এব চ (নিশ্চয়ে) ভার্যেভ্যাঃ (স্বস্ত ভরণীয়েভ্যাঃ) অলং
(পোষণে পর্যাপ্তঃ) ভবতি ॥ ২৭ ॥ ১৮ ॥

মূলোক্ত্যবাক্য ১—সেই বাক্যপ্রভৃতি দেবতাগণ [প্রাণকে]
বলিয়া, এ সকলই সত্য,—যাহা অন্ন, তাহা তুমি আপনার জন্ত গান
করিয়াক; [আমরক ও অন্ন ব্যতীত অবস্থান করিতে সমর্থ হইতেছি না ;
অতএব] ইহার পর আমরাগিকেও ঐ অন্নের অধিকারী কর । [প্রাণ
বলিয়া—] তোমরা সর্বতোভাবে আমার মধ্যে প্রবেশ কর, অর্থাৎ আমার
আশ্রয় গ্রহণ কর । তাহার 'তথাস্ত' বলিয়া সর্বতোভাবে প্রাণের মধ্যে
প্রবেশই হইবে । সেই হেতু লোকে প্রাণ দ্বারা যে অন্ন ভক্ষণ করে,
তাহারই এই বাগদিক ইচ্ছিরসণও তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকে । যে ব্যক্তি
কখনোই আশ্রয়ত্ব এই প্রশংসার অবসর হয়, জ্ঞানিগণও তাঁহার আশ্রয়
গ্রহণ করে ; তিনিও জ্ঞানিগণের ভরণ-পোষণ করেন, শ্রেষ্ঠ এবং অগ্রণী
হয়, অন্নভোক্তা (দীপ্তাশি) এবং অধিপত্তি বা পরিপালক হয় । অধিকন্তু

জ্ঞানভিগণের মধ্যে যে ব্যক্তি ইহার প্রতি—প্রতিকূল হইতে ইচ্ছা করে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই নিজের ভরণীয়গণকে পোষণ করিতে সমর্থ হয় না; পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি ইহার প্রতি অনুগত থাকে, এবং ভরণীয় স্বজনগণের ভরণ-পোষণ করিতে ইচ্ছা করে, নিশ্চয়ই সেই ব্যক্তি ভরণীয় স্বজনগণকে ভরণ করিতে সমর্থ হয় ॥ ২৭ ॥ ১৮ ॥

শাঙ্করভাস্করম্ :—তে দেবাঃ । নম্ববধারণমবুজম্—‘প্রাণেনৈব তদন্ততে’ ইতি, বাগাদীনামপি অন্ননিমিত্তোপকারদর্শনাৎ । নৈষ দোষঃ ; প্রাণদ্বারহাৎ তদুপকারস্ত । কথং প্রাণদ্বারকোহন্নকৃতো বাগাদীনামুপকার ইতি, এতমর্থঃ প্রদর্শয়ম্—১ ।

তে বাগাদয়ো দেবাঃ স্ববিষয়জ্ঞাতনাং দেবাঃ, অক্রবন্ উক্রবন্তঃ, মুখ্যং প্রাণম্ ‘ইদম্ এতাবৎ’ নাতোহধিকমস্তি ; বা ইতি স্মরণার্থঃ ; ইদং তং সৰ্বমেতাবদেব । কিম্ ? যদন্নং প্রাণস্থিতিকরমন্ততে লোকে, তং সৰ্বমাত্মনে আত্মার্থম্ আগামীঃ আগীতবানসি, আগানেনাত্মসাৎ কৃতমিত্যর্থঃ ; বরঞ্চ অক্রবন্তঃ স্তোত্রং নোৎসাহমহে ; অতঃ অহু পশ্যৎ নোহস্মান্ অগ্নি অগ্নে আত্মার্থে তবান্নে আভজন্ত আভাজন্তঃ ; গিচোহশ্রবণং ছান্দসম্ ; অস্মাৎশাস্ত্রভাগিনঃ কুৰ্ । ২ ।

ইতর আহ—‘তে যুগং যজ্ঞমর্থিনঃ বৈ, মা মাম্ অভিসংবিশত সমস্ততো মাম্ অভিসুখেন নিবিশত’ ইতি, এবমুক্তবতি প্রাণে তথেনিতি এবমিতি তং প্রাণং পরিসমস্তং পরিসমস্তাং ন্যবিশন্ত নিশ্চয়েনাবিশন্ত, তং প্রাণং পরিবেষ্ট্য নিবিষ্টবন্ত ইত্যর্থঃ । তথা নিবিষ্টানাং প্রাণানুজ্ঞয়া তেবাং প্রাণেনৈব অন্তর্যামিৎ প্রাণস্থিতিকরং সৎ অন্নং তৃপ্তিকরং ভবতি ; ন স্বাতন্ত্র্যোপাসনকো বাগাদীনাম্ । তস্মাদ্ বুক্তবৈবধারণম্—“অনেনৈব তদন্ততে” ইতি । তদেব চাহ—তস্মাৎ,—বস্মাৎ প্রাণপ্রসবতঃ প্রাণানুজ্ঞয়াতিসন্নিবিষ্টা বাগাদিদেবতাঃ, তস্মাদ্ যদন্নম্ অনেন প্রাণেনান্তি লোকঃ, তেনায়েন এতা বাগাভ্যাঃ তৃপ্যন্তি । ৩ ।

বাগাভ্যশ্রয়ং প্রাণং যো বেদ—বাগাদয়শ্চ পঞ্চ প্রাণাশ্রয়া ইতি, তমপি এবম্, এবং হ বৈ, বা জাতয়ঃ অভিসংবিশন্তি বাগাদয় ইব প্রাণম্ ; জাতীনাম্ আশ্রয়ীশ্রোভরতীত্যভিপ্রায়ঃ । অভিসন্নিবিষ্টানাং চ স্থানাং প্রাণবদেব বাগাদীনাম্ স্বায়েন তর্জা ভবতি ; তথা শ্রেষ্ঠঃ ; পুরোহিতঃ এতা গজা ভবতি, বাগাদীনামিব প্রাণঃ ; তথা অন্নাদোহনান্নাবীত্যর্থঃ । অবিপজ্জিরিষ্টাঃ চ

পালয়িতা স্বতন্ত্রঃ পতিঃ, প্রাণবদেব বাগাদীনাম্ । য এবং প্রাণং বেদ, তন্ত এতৎ
যথোক্তং ফলং ভবতি । ৪ ।

কিঞ্চ, য উ হ এবংবিদং প্রাণবিদং প্রতি যেষু জ্ঞাতীনাম্ মধ্যে প্রতিঃ
প্রতিকূলঃ বুভুবতি প্রতিস্পর্শী ভবিতুমিচ্ছতি, সোহমুয়া ইব প্রাণপ্রতিস্পর্শিনো
ন হৈবালং ন পর্যাণ্তঃ ভার্যোভ্যো ভরণীয়েভ্যো ভবতি ভর্তুমিতার্থঃ । অথ পুনর্ন
এব জ্ঞাতীনাম্ মধ্যে এতন্ এবংবিদং বাগাদয় ইব প্রাণম্ অনু—অনুগতো ভবতি,
যো বৈ এতন্ এবংবিদম্ অদেব অনুবর্তয়ন্তেব আত্মীয়ান্ ভার্য্যান্ বভূবতি ভর্তু-
মিচ্ছতি, যথৈব বাগাদয়ঃ প্রাণানুবৃত্ত্যা আত্মবভূব আসন্ ; স হৈব অলং পর্যাণ্তঃ
ভার্যোভ্যো ভরণীয়েভ্যঃ ভর্তুং, নেতরঃ স্বতন্ত্রঃ । সর্বমেতং প্রাণগুণবিজ্ঞান-
ফলমুক্তম্ ॥ ২৭ ॥ ১৮ ॥

টীকা । ভর্তা শ্রেষ্ঠঃ পুরো গন্তেতাদিগুণবিধানার্থং বাক্যান্তরমাদন্তে—তে দেবা ইতি ।
তন্ত বিবক্তিতমর্থং বক্তৃমাদাবাক্ষিপতি—নম্নিতি । অমুক্তহে হেতুর্মাহ—বাগাদীনামিতি ।
অবধারণানুপপত্তিঃ দুষয়তি—নৈব দোষ ইতি । যথা প্রাণস্তোপকারোহন্নকতো ন বাগাদিহারকঃ,
তথা তেষামপি নাসৌ প্রাণহারকঃ, বিশেষভাবাদিতি শব্দতে—কথমিতি । বাকোন পরি-
হরতি—এতমর্থমিতি । আহ বিশেষমিতি শেষঃ । ১ ।

তেষাং দেবহং সাধয়তি—স্ববিষয়েতি । তত্র প্রসিদ্ধিঃ প্রমাণয়িতুং বৈশক ইত্যাহ—
বা ইতি স্মরণার্থ ইতি । তৎপ্রসিদ্ধিত্বার্থস্তেতি শেষঃ । বাক্যার্থমাহ—ইদং তদ্বিতি । এতাবদমেব
ব্যাচটে—তৎ সর্বমিতি । কিমিদং প্রাণার্থমগ্নাগানং নাম, তদাহ—আগানেনেতি । কা
পুনরেতাবতা ভবতাং কৃতিঃ, তত্রাহ—বয়ং চেতি । অন্নমন্তরেণ মমাপি হাতুমশক্তেদমর্থঃ
তদাগীতমিতি চেৎ, তত্রাহ—অত ইতি । আভিজ্ঞেবেতি অগ্ন্যগ্নে কণমন্তরা ব্যাখ্যায়তে,
তত্রাহ—ণিত ইতি । তবৈবান্নমাসিদ্ম, অন্মাকমপি তত্র অবেশমাত্রং হিত্যর্থমপেক্ষিতমিতি
বাক্যার্থমাহ—অন্ম্যাংচেতি । ২ ।

বৈশকো যন্তুর্থে প্রযুক্তঃ । প্রাণঃ পরিবেষ্টা তদনুজ্ঞয়া বাগাদীনামগ্নাদীনামবহানং চেৎ,
তেষামপি প্রাণবৎ অন্নসবকঃ স্তাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—তথ্যেতি । তান্তপ্রাণন্ত অন্নবলাদ্ বাগাদি-
হিতানুপলব্ধিরিত্যর্থঃ । বাগাদীনামগ্নজস্তোপকারস্ত প্রাণহারহে নিক্কে কলিতমাহ—তন্মাদিতি ।
তেষামগ্নজস্তোপকারস্ত প্রাণহারকস্তে বাক্যশেষঃ সংবাদয়তি—তদেবেতি । বিভ্রাকলং দর্শয়ন্
গুণজাতমুপদিশতি—বাগাদীতি । ৩ ।

বেদনমেব ব্যাচটে—বাগাদয়শ্চেতি । স চ প্রাণোহহমস্মীতি বেদেতি চকারার্থঃ । অনামন্যাবী
ব্যাধিরহিতো দীপ্তারিরিতি বাবৎ । ৪ ।

সম্প্রতি প্রাণবিজ্ঞাং স্তোতুং তমিচ্ছাবদ্বিষেযিণো দোষমাহ—কিঞ্চেতি । ইদানীং প্রাণবিদং
প্রত্যক্ষরূপে লাভঃ দর্শয়তি—অথেষ্যাদিনা । তে দেবা অন্নবলিত্যাদৌ গুণবিধির্বিবক্ষিতে
ন বিশিষ্টবিধিগুণকলিত্বাৎ অবগাদিত্যাহ—সর্বমেতদ্বিতি ॥ ২৭ ॥ ১৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ ১—“তে দেবাঃ” ইত্যাদি । ভাল, বাক্ প্রভৃতি ইঞ্জিরেরও বখন অন্নভক্ষণজনিত উপকার দেখিতে পাওয়া যায়, তখন ‘প্রাণ দ্বারাই অন্ন ভক্ষণ করে’ এইরূপ অবধারণ করা (অপরের উপকার নিবেদন করা) যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না ; না, ইহা দোষাবহ হয় না ; কারণ, বাক্ প্রভৃতির যে, অন্ন দ্বারা উপকার লাভ, তাহাও এই প্রাণের সাহায্যেই হইয়া থাকে, [স্বতরাং ঐরূপ অবধারণে দোষ হইতেছে না] । প্রাণ দ্বারা বাগাদি অন্নরূত উপকার ইঞ্জিরের যে প্রকারে সাধিত হয়, তৎপ্রদর্শনার্থ বলিতেছেন—১ ।

সেই বাক্ প্রভৃতি দেবগণ,—ঠাঁহারা নিজ নিজ বিজ্ঞের বিষয় প্রকাশ বা প্রজ্ঞোতিত করেন বলিয়া দেব-শব্দ বাচ্য । ‘বৈ’ শব্দটা স্মরণার্থক, সেই দেবগণ মূখ্য প্রাণকে বলিয়াছিলেন—‘ইহা এই পর্য্যন্তই, ঐতদপেক্ষা আর অধিক নাই’, অর্থাৎ এই যে, সেই বিষয়, তাহা এই পর্য্যন্তই বটে । ইহা কি ? না, জগতে প্রাণিগণ প্রাণরক্ষার জন্ত, যে অন্ন ভক্ষণ করে, তুমি সেই সমস্ত অন্ন অর্থাৎ অন্নপ্রদ উৎসান আপনার জন্ত গান করিয়াছ,—উপযুক্ত গানের দ্বারা [সেই অন্নকে] আত্মসাৎ করিয়াছ, কিন্তু আমরাও ত অন্নের অভাবে থাকিতে সমর্থ হইতেছি না, অতএব অতঃপর তোমার নিজের জন্ত পরিকল্পিত অন্নে আমাদেরিগকেও অংশভাগী কর । [শ্রুতির ‘আভজ্ঞম্ব’ স্থলে ‘আভাজ্যম্ব’ বুঝিতে হইবে], কেবল ছন্দের অনুরোধে ‘গিচ্’ প্রত্যয়ের ব্যবহার করা হয় নাই । ২ ।

অপরে (প্রাণ) বলিলেন, সেই তোমরা যদি অনার্থী হইয়া থাক, তাহা হইলে আমাতে প্রবেশ কর, অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে আমার মধ্যে প্রবিষ্ট হও । প্রাণ এ কথা বলিলে পর ‘তাহাই হউক—এইরূপই করি,’ এই বলিয়া ঠাঁহারা স্থিরনিশ্চয়ে সেই প্রাণের মধ্যে সর্ব্বতোভাবে নিবিষ্ট হইলেন, অর্থাৎ সেই প্রাণকে বেটন করিয়া তাহাতে সন্নিবিষ্ট রহিলেন । ঠাঁহারা সেইরূপ সন্নিবিষ্ট হইলে পর, প্রাণ-ভক্তিত যে অন্নে প্রাণের স্থিতি সাধিত হয়, সেই অন্নই প্রাণের আজ্ঞাক্রমে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট ইঞ্জিরগণেরও তৃপ্তিসাধন করিতে লাগিল, কিন্তু স্বতন্ত্র-ভাবে বাগাদি ইঞ্জিরের অন্নসম্বন্ধ নাই । অতএব “অনেনৈব তদগ্ধতে” এইরূপ অবধারণ করা যুক্তিসম্মতই হইয়াছে । যেহেতু বাগাদি দেবতাগণ প্রাণের অনু-মতিক্রমে প্রাণের মধ্যে সম্যক্রূপে সন্নিবিষ্ট ও প্রাণাশ্রিত ; সেই হেতুই সাধারণ লোকে ‘অন্ন’ দ্বারা অর্থাৎ প্রাণের সাহায্যে যে অন্ন ভক্ষণ করিয়া থাকে, সেই প্রাণভক্তিত অন্ন দ্বারা এই বাগাদি ইঞ্জিরগণ তৃপ্তি লাভ করিয়া

থাকে; বাক্ প্রভৃতিকে আর স্বতন্ত্রভাবে অন্নভক্ষণ দ্বারা ভূষণাক্ত করিতে হয় না (১) । ৩ ।

যে ব্যক্তি, বাগাদি ইঞ্জিরের আশ্রয়ভূত প্রাণকে জানে, অর্থাৎ বাক্-প্রভৃতি পাঁচটা ইঞ্জিরই প্রাণের আশ্রিত, এইরূপ জ্ঞানলাভ করে, তাহাকেও এইরূপই—বাক্-প্রভৃতি ইঞ্জির যেরূপ প্রাণে সন্নিবিষ্ট হয়, ঠিক সেইরূপই স্বগণ—জ্ঞাতিবর্গ আশ্রয় করে । অভিপ্রায় এই যে, সে ব্যক্তি জ্ঞাতিবর্গের আশ্রয়ণীয় হন; এবং প্রাণ যেমন স্বীয় অন্ন দ্বারা বাক্-প্রভৃতি ইঞ্জিরের পোষণ করে, তেমনি সেই বিদ্বান্ পুরুষও স্বীয় অন্নদ্বারা আশ্রিত জ্ঞাতিবর্গের তরণ করিয়া থাকেন, সেই রূপ বাগাদির মধ্যে প্রাণ যেমন, তেমনি [জ্ঞাতিগণের মধ্যে] শ্রেষ্ঠ ও অগ্রণী হন; এবং অন্নাদ অর্থাৎ ব্যাধিরহিত দীপ্তায়ি হন; এবং অধিপতি হন—প্রাণ যেরূপ স্বাধীনভাবে বাগাদির পালক বা স্থিতিহেতু, সে ব্যক্তিও তদ্রূপ স্বয়ং বর্তমান থাকিয়া পালক—প্রভু হন । যে ব্যক্তি যথোক্ত প্রকার প্রাণতত্ত্ব জানে, তাহার এইরূপ ফললাভ হইয়া থাকে । ৪ ।

অপিচ,—স্বগণের অর্থাৎ জ্ঞাতিগণের মধ্যে যে ব্যক্তি এবং বিধ জ্ঞানীর প্রতি প্রতিকূল হইতে ইচ্ছা করে—প্রতিপক্ষরূপে স্পর্ধা করিতে অভিলাষী হয়, নিশ্চয় সে ব্যক্তিও প্রাণস্পর্ধী অন্তঃস্বগণের দ্বারা নিজের পোষ্যবর্গ পোষণ করিতে অসমর্থ হয় । পক্ষান্তরে, প্রাণের প্রতি বাক্-প্রভৃতির দ্বারা জ্ঞাতিগণের মধ্যেও যে ব্যক্তি উক্ত জ্ঞানীর অদ্বুগত থাকে, এবং বাক্-প্রভৃতি যেরূপ প্রাণের আদ্বুগত্য গ্রহণপূর্বক আত্মপোষণে অভিলাষী হইয়াছিল, ঠিক সেইরূপ যে ব্যক্তি সর্বদা উক্ত জ্ঞানীর ইচ্ছানুবর্তী থাকিয়া আত্মীয়গণকে পোষণ করিতে ইচ্ছা করে, সেই ব্যক্তিই ভরণীয় স্বগণের তরণ পোষণ করিতে সমর্থ হয়; কিন্তু অপর যে লোক স্বতন্ত্র হইয়া থাকে, ইহার আদ্বুগত্য স্বীকার করে না, সে লোক কখনই পোষণে সমর্থ হয় না । এ সমস্তই প্রাণশুণ-বিজ্ঞানের ফল কথিত হইল ॥ ২৭ ॥ ১৮ ॥

শাক্করভাস্কম্ :—কার্য্যকরণানামান্নত্বপ্রতিপাদনার প্রাণাত্মনিসম্ব-
বুপত্তত্তম্—“সোহযাত্ত আভিরসঃ” ইতি । অদ্বাদ্বৈতোঃ অয়ং আভিরসঃ
ইত্যভিরসঃ হেতুর্নোক্তঃ, তদ্বৈতুলিঙ্গার্থমারভ্যতে । তদ্বৈতুলিঙ্গ্যরত্তং হি

(১) তাৎপৰ্য্য—মুখ ও ত্বক, এই দুইটা প্রাণের ধর্ম; এই দুটাই উন্নততর পরিভ্রমে যখন প্রাণের দ্বারা বৃদ্ধি পায়, তখন মুখ ত্বকও বৃদ্ধি পায় । গোড়াচাষের কারিকার আছে—“বল্লভ-জামরশৈব মুক্তেরেব ন সংশয়ঃ । বুদ্ধক ৫ পিপাসা ৫ প্রাণধর্ম ইতি স্মৃত্যঃ ১” ইতি ।

কার্যকরণাদ্বয়ং প্রাণত, অনন্তরক বাগাদীনাং প্রাণাধীনতাক্তা ; সা চ কথং-
পাদনীয়া, ইত্যাহ—

টীকা। উক্তরগ্রহণ ব্যবহিতেন সৰ্বকং বক্তুং ব্যবহিতমনুবদতি—কার্যকরণানামিতি ।
অনন্তরগ্রহণমবতারয়তি—অস্মাদিতি । কিমিত্যঙ্গিরসসহস্রাধিকো হেতুঃ সাধনীয়ন্ত্যাহ—
তদ্ব্যবহিত । সপ্রত্যব্যবহিতং সৰ্বকং দর্শয়তি—অনন্তরং চেতি । প্রকারান্তরং বুভুৎসমান-
মিতি শৃণুতুং চন্দকঃ ।

ভাষ্যানুবাদ ১—ইতঃপূর্বে “সোহবাস্ত আঙ্গিরসঃ” শ্রুতিতে প্রাণকে
দেহেজ্জিয়াদি-সংঘাতের আত্মা বলিয়া প্রতিপাদন করিবার উদ্দেশ্যে তাহার আঙ্গি-
রসক উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু কি কারণে যে, তাহার আঙ্গিরসক হইল, তাহার
কোন কারণ বলা হয় নাই ; অগচ ঐরূপ হেতুর নির্দেশ বাতীত প্রাণের দেহে-
জ্জিয়াদি স্বরূপতাই সিদ্ধ হইতে পারে না ; এই জন্য সেই হেতুর প্রতিপাদনার্থ
পরবর্তী শ্রুতি আরক হইতেছে । অব্যবহিত পূর্বেই বাক্ প্রতীতি ইজ্জিয়কে
প্রাণের অধীন বলা হইয়াছে ; সেই প্রাণাধীনতা যে, কি প্রকারে সমর্থন করা
যাইতে পারে, তাহা বলিতেছেন—

সোহবাস্ত আঙ্গিরসোহঙ্গানাত্ হি রসঃ ; প্রাণো বা
অঙ্গানাত্ রসঃ, প্রাণো হি বা অঙ্গানাত্ রসস্তস্মাদ্ যস্মাৎ
কস্মাচ্চাস্মাৎ প্রাণ উৎক্রামতি, তদেব তচ্ছৃণুত্যেব হি বা
অঙ্গানাত্ রসঃ ॥ ২৮ ॥ ১৯ ॥

সরলার্থঃ ১—অথ প্রাণত প্রাণ্ডক্জ্জিরসসদে হেতুপপত্তন্ততি—“সোহবাস্তঃ”
ইত্যাদি । “সঃ অবাস্ত আঙ্গিরসঃ, অঙ্গানাং হি রসঃ, প্রাণো বা অঙ্গানাং রসঃ”
ইত্যেবমন্তমষ্টমশ্রুতিবাক্যং যথাব্যাখ্যাতমেব স্বরণার্থমিহ পুনরুপপত্তন্তম্ ।

প্রাণঃ (প্রাণ্ডকঃ) বৈ (অবধারণে) হি (প্রসিদ্ধো) অঙ্গানাং (দেহে-
জ্জিয়াধীনানাং) রসঃ (সারঃ, আত্মত্বেন প্রসিদ্ধ ইত্যর্থঃ) ; তস্মাৎ (হেতোর)
যস্মাৎ কস্মাৎ চ (যতঃ কুতশ্চিদপি) অঙ্গাৎ (শরীরাবয়বাৎ) প্রাণঃ উৎক্রামতি
(অপসরতি), তদেব (তদেব) তৎ প্রাণবিযুক্তম্ অঙ্গং (শুভ্রতি (শুক্লং
তবতি) । [কুতঃ এবম্ ?] হি (যস্মাৎ) এবঃ (যুগ্মাঃ প্রাণঃ) বৈ অঙ্গানাং রসঃ
(সার ইত্যর্থঃ) ॥ ২৮ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ ১—ইতঃপূর্বে কেন যে, প্রাণকে ‘আঙ্গিরস’ বলা
হইয়াছে, তাহার হেতু নির্দেশার্থ প্রথম শ্রুতির বাক্যেই উক্ত

করা হইয়াছে । ঐ অংশের ব্যাখ্যা সেখানেই দ্রষ্টব্য । মুখ্য প্রাণই অঙ্গসমূহের—দেহেন্দ্রিয়াদির রস বা সারস্বরূপ আত্মা বলিয়া প্রসিদ্ধ ; এই কারণেই যে কোনও দেহাবয়ব হইতে প্রাণ সরিয়া যায়, সেখানেই সেই অঙ্গ শুষ্ক হইয়া যায় ; কেন না, মুখ্য প্রাণ হইতেছে অঙ্গসমূহের রস অর্থাৎ সারভূত আত্মা ; [অতএব তাহার অভাবে অঙ্গের শুষ্কতা এবং প্রাণের ‘আঙ্গিরস’ নামে প্রসিদ্ধি সঙ্গতই বটে] ॥ ২৮ ॥ ১৯ ॥

শাকরভাষ্যম্ :—“সোহ্বাশ্চ আঙ্গিরসঃ” ইত্যাদি যথোপপত্তম্বেবো-
পাদীয়তে উত্তরার্থম্ । “প্রাণো বা অঙ্গানাং রসঃ” ইত্যেবমন্তঃ বাক্যং যথা-
ব্যাখ্যাতার্থমেব পুনঃ স্মারয়তি । কথম্ ?—প্রাণো বা অঙ্গানাং রস ইতি । প্রাণো
হি ; হি-শব্দঃ প্রসিদ্ধো, অঙ্গানাং রসঃ ; প্রসিদ্ধমেতৎ প্রাণশাকরসম্বন্ধম্, ন বাগাদী-
নাম্ ; তস্মাদ্ যুক্তং ‘প্রাণো বা’ ইতি স্মারণম্ । কথং পুনঃ প্রসিদ্ধম্ ? ইত্যত
আহ—তস্মাচ্ছব উপসংহারার্থ উপরিভবেন সম্বধ্যতে । যস্মাদ্ যতোহবয়বাং, কস্মাৎ
অনুভবিশেবাং,—যস্মাৎ কস্মাদ্ যতঃ কুতশ্চিচ্চ অঙ্গাং শরীরাবয়বাদবিশেবিভাৎ,
প্রাণ উৎক্রামতি অপসর্পতি, তদেব তত্রৈব, তদঙ্গং শুষ্ক্যতি নীরসং ভবতি শোয-
মুপৈতি । তস্মাদেব হি বা অঙ্গানাং রস ইত্যুপসংহারঃ । অতঃ কার্য্যকরণানা-
মাত্মা প্রাণ ইত্যেতৎ সিদ্ধম্ । আত্মাপায়ে হি শৌনো মরণং স্তাৎ ; তস্মাৎ তেন
জীবন্তি প্রাণিনঃ সর্কে । তস্মাদপাশ্চ বাগাদীন্ প্রাণ এবোপাশ্চ ইতি
সমুদার্য্যার্থঃ ॥ ২৮ ॥ ১৯ ॥

টীকা । তর্হি যৎ উপপাদনীয়ং, তদুচ্যতাং, কিমিত্যুক্তম্ পুনরুক্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—উত্তরার্থ-
মিতি । প্রতিজ্ঞানুবাদো বক্ষ্যমাণহেতোরূপযোগীত্যাৎ । যথোপপত্তম্বেব ইত্যাদি প্রপঞ্চয়তি—
প্রাণো বা ইতি । উক্তার্থনির্ণয়হেতুং পৃচ্ছতি—কথমিতি । তত্র প্রসিদ্ধিঃ হেতুঃ কুর্কন্ পরি-
হরতি—প্রাণো হীতি । প্রসিদ্ধিমেব প্রকটয়তি—প্রসিদ্ধমিতি । স্মারণঃ প্রসিদ্ধস্ত আঙ্গিরস-
স্তেতি শেষঃ । প্রসিদ্ধিরসিদ্ধেতি শব্দতে—কথমিতি । তামবয়বাতিরেকাত্যাং সাধয়তি—অত
আহেতি । পদার্থমুক্ত্য্ । বাক্যার্থমাহ—যস্মাৎ কস্মাদিতি । উক্তেন ব্যতিরেকেণানুভবমব-
সমুচ্ছেতুং চশব্দঃ । তস্মাৎ-শব্দস্ত উপরিভাবেন সম্বন্ধমুক্তং স্মটয়তি—তস্মাদিতি । অবয়-
বাতিরেকাত্যামঙ্গরসস্বহে প্রাণস্ত সিদ্ধে কলিতমাহ—অত ইতি । উক্তস্তায়াং অঙ্গরসস্বহে
সিদ্ধেপি কথমাঙ্গরসং সিধ্যেদিতি্যাশঙ্ক্যাহ—আহেতি । অস্ত প্রাণঃ সংঘাতস্ত আত্মা, তথাপি
কিং স্তাৎ, তদাহ—তস্মাদিতি । তবতু প্রাণাধীনং সম্ভাতস্ত জীবনং, তথাপি কথং তস্তৈব
উপাস্তবমিত্যাশঙ্ক্যাহ—তস্মাদপাস্তেতি ॥ ২৮ ॥ ১৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—ইহার পরে প্রয়োজন আছে বুঝিয়া এখানে পূর্বের
(অষ্টম শ্রুতির) নির্দেশানুসারেই “সোহ্বাশ্চ আঙ্গিরসঃ” ইত্যাদি অংশ গ্রহণ

করা হইতেছে। “প্রাণো বা অজ্ঞানাং রসঃ” এই পর্য্যন্ত বাক্যটি এখানে ইহার পূৰ্ব্বপ্রদর্শিত ব্যাখ্যাই স্মরণ করিয়া দিতেছে। তাহা কি প্রকার? না, ‘প্রাণো বা অজ্ঞানাং রসঃ’ (প্রাণই অঙ্গ সমূহের সারভূত) ইতি। মুখ্য প্রাণই অঙ্গসমূহের (ইন্দ্রিয় প্রভৃতির) রস। ‘প্রাণো হি’ এই হি-শব্দটি প্রসিদ্ধি বোধক; স্মৃতরাং অর্থ হইতেছে যে, এই প্রাণেরই অঙ্গরসত্ব প্রসিদ্ধ, কিন্তু বাক্-প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের নহে অতএব প্রাণের ‘অঙ্গরসত্ব’ স্মরণ করিয়া দেওরা যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে। ঐরূপ প্রসিদ্ধিই বা হইল কেন, তাহা বলিতেছেন,—এস্থানের ‘তস্মাৎ’ শব্দটি প্রস্তাবিত বিষয়ের উপসংহারার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে, এবং পরবর্তী বাক্যের সহিত ইহার সম্বন্ধ। ‘তস্মাৎ’ অর্থ যাহা হইতে—যে অবয়ব হইতে; কস্মাৎ অর্থ—সেই অবয়বের সম্বন্ধে কিছুমাত্র বিশেষ-নির্দেশ না থাকা, অর্থাৎ ‘অমুক অঙ্গ’ ইত্যাদিরূপ কোনও বিশেষ না থাকা; যে কোনও অঙ্গ হইতে সাধারণ শরীরাবয়ব হইতে প্রাণ উৎক্রমণ করে—সরিয়া যায়, সেখানেই সেই অঙ্গটি গুহ—নীরস হইয়া পড়ে। অতএব ইহাই (মুখ্য প্রাণই) অঙ্গসমূহের রস, এই অংশটুকু উক্ত বাক্যের উপসংহার-স্বরূপ। এই কারণেই মুখ্যপ্রাণ [দেহেন্দ্রিয়াদির] আত্মা বলিয়া প্রসিদ্ধ; কেন না, আত্মার অপগমে শোষের—মরণের সম্ভাবনা হয়; সেই হেতুই [বুঝিতে হইবে যে,] প্রাণিগণ সেই প্রাণের সাহায্যেই জীবন ধারণ করিয়া থাকে। বাক্যের স্থলার্থ এই যে, অতএব বাক্-প্রভৃতিকে তাগ করিয়া একমাত্র প্রাণেরই উপাসনা করা উচিত ॥ ২৮ ॥ ১৯ ॥

শাক্তরভাস্তম্:—এব উ। ন কেবলং কার্য্য-কারণরোরেবাত্মা প্রাণো রূপ-কৰ্ম্মভূতয়োঃ; কিং তর্হি? ঋগ্‌যজুঃসাম্নাং নামভূতানামাত্মেতি সৰ্ব্বাত্মকতয়া প্রাণং স্তবন্ মহীকরোতি উপাস্তব্যম্—

টীকা।—বৃহস্পত্যাদিধর্মকঃ প্রাণোপাসনং বক্তুং বাক্যাস্তরমবতারয়তি—এব ইতি। তন্ত বিধান্তরেন তাৎপর্য্যমাহ—ন কেবলমিতি। কার্য্যং কুলশরীরং প্রত্যক্ষতো রূপামাণং রূপাত্মকং, কারণং চ জ্ঞানক্রিয়াশক্তিমং কৰ্ম্মভূতং, তয়োরাঙ্গা প্রাণ ইত্যুক্ত্য। নামরাশেরপি তথেষ্ট বক্তুং কণ্ডিকাচতুষ্টয়মিত্যর্থঃ। কিমিতি প্রাণস্ত আত্মত্বেন সৰ্ব্বাত্মত্বোক্তা স্তুতিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—উপাস্তব্যমিতি।

ভাষ্যানুবাদ:—[নাম-রূপাত্মক জগতে] প্রাণ যে, কেবল রূপপরিণতিভূত দেহ ও ইন্দ্রিয়গণেরই আত্মা, তাহা নহে, পরন্তু নামভূত (শব্দাত্মক) ঋক্, যজুঃ ও সামবেদেরও [আত্মা], এই বলিয়া “এব উ” ইত্যাদি শ্রুতি প্রাণের উপাস্তব্যতা জ্ঞাপনের জন্য সৰ্ব্বাত্মকভাবে প্রাণের স্তুতি কর্ত্ত উৎকর্ষ খ্যাপন করিতেছেন,—

এষ উ এব বৃহস্পতির্বাগ্বে বৃহতী তস্তা এষ পতিস্তস্মাদু
বৃহস্পতিঃ ॥ ২৯ ॥ ২০ ॥

সরলার্থঃ ।—এষ: (যথোক্ত: প্রাণ:) উ এব ‘বৃহস্পতিঃ’ । [প্রাণস্ত
কথং বৃহস্পতিত্বম্? ইত্যাঃ] বাক্, বৈ (প্রসিদ্ধৌ) বৃহতী (বটত্রিংশদক্ষরা
বৃহতী নাম ছন্দ:) ; এষ: (প্রাণ:) তস্তা: (ছন্দোৰূপায়া বাচ: প্রাণনির্কর্তৃত্বাৎ)
পতিঃ (পালক: নিবর্তক:); তস্মাৎ (হেতো:) উ (প্রসিদ্ধৌ) বৃহস্পতি:
(বৃহৎ+পতি: = ‘বৃহস্পতিঃ’ ইতি নাম নির্বচনম্) ॥ ২৯ ॥ ২০ ॥

মূলানুবাদঃ ।—এই প্রাণই আবার বৃহস্পতি নামে প্রসিদ্ধ,
কেন না, বাক্ হইতেছে ‘বৃহতী’ অর্থাৎ বটত্রিংশৎ-অক্ষরাজ্ঞক ‘বৃহতী’ ছন্দ:,
প্রাণ তাহার উচ্চারণ সম্পাদন করে বলিয়া পতি অর্থাৎ পালক বা
নির্বাহক; এইজন্য প্রাণ বৃহস্পতিনামে প্রসিদ্ধ ॥ ২৯ ॥ ২০ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।—এষ উ এব প্রকৃত আঙ্গিরসো বৃহস্পতিঃ । কথং বৃহ-
স্পতিঃ? ইতি, উচ্যতে—বাগ্ বৈ বৃহতী, বৃহতীছন্দ: বটত্রিংশদক্ষরা । অমৃষ্টপ্
চ বাক্ । কথম্? “বাধা অমৃষ্টপ্” ইতি ক্রতে: । সা চ বাক্ অমৃষ্টপ্ বৃহত্যাং
ছন্দস্তত্ত্ববতি; অতো বৃহৎ “বাগ্ বৈ বৃহতী” ইতি প্রসিদ্ধবদ্ বক্তৃম্ । বৃহত্যাঞ্চ
সর্কা ঋচোহস্তত্ত্ববতি, প্রাণসংস্তত্বাৎ; “প্রাণো বৃহতী, প্রাণ ঋচ ইত্যেব বিজ্ঞাৎ”
ইতি ক্রত্যন্তরাৎ; বাগান্বত্বাচ্ ঋচাং প্রাণেহস্তত্ত্বাব: । তৎ কথং? ইত্যাঃ—
তস্তা বাচো বৃহত্যা ঋচ:, এষ: প্রাণ: পতি:, তস্তা নির্কর্তকত্বাৎ । কোষ্ঠ্যাগ্নি-
প্রেরিতমারুতনির্কর্তৃত্বা হি ঋক্; পালনাদ্ বা বাচ: পতি:, প্রাণেন হি পাল্যতে
বাক্, অপ্রাণস্ত শব্দোচ্চারণসামর্থ্যাভাবাৎ; তস্মাদ্ উ বৃহস্পতি: ঋচাং প্রাণ
আত্মেত্যর্থ: ॥ ২০ ॥ ২০ ॥

টীকা । উ-শব্দোৎপত্তিঃ, বৃহস্পতিশব্দাহুপরি সম্বধ্যতে । ‘বৃহস্পতির্দেবানাং পুরোহিত
আসীৎ’—ইতি ক্রতের্দেবপুরোহিতো বৃহস্পতিরূপতে, তৎ কথং প্রাণস্ত বৃহস্পতিত্বমিতি
শক্যতে—কথমিতি । দেবপুরোহিতং বাবর্তয়িতুমুত্তরবাক্যোনোত্তরমাহ—উচ্যত ইতি । প্রসিদ্ধ-
বচনং কথমিতি প্রশংসাহ—বৃহতীছন্দ ইতি । সপ্ত হি গায়ত্র্যাঙ্গীনি প্রধানানি ছন্দাঃসি, তেবাং
মধ্যমং ছন্দো বৃহতীত্বাচ্যতে । সা চ বৃহতী বটত্রিংশদক্ষরা প্রসিদ্ধোৎপত্তিঃ । ভবতু যথোক্তা
বৃহতী, তথাপি কথম্ “বাধে বৃহতী” ইত্যুক্তং, তত্রাহ—অমৃষ্টপ্ চেতি । বাত্রিংশদক্ষরা তাবদমৃ-
ষ্টবীট, সা চাষ্টাক্ষরৈশ্চতুর্ভি: পাদৈ: বটত্রিংশদক্ষরানাং বৃহত্যাংস্তত্ত্ববত্বাবান্তরসংখ্যানা
মহাসংখ্যানমন্তর্ত্বাবাদিত্যাঃ—সা চেতি । বাগমৃষ্টভোরমৃষ্টপ্-বৃহত্যাংস্তত্ত্ববত্বমেক্যমুপলব্ধা
কলিতমাহ—অত ইতি । ভবতু বাগান্বিতা বৃহতী, তথাপি তৎপতিত্বেন প্রাণস্ত কথমুপপত্তিঃ—

মিত্যাশঙ্ক্যাহ—ইত্যাকৌতি । সর্বাস্থকপ্রাণরূপেণ বৃহত্যাঃ স্তব্ধাৎ তত্র সর্বাসামুচ্যামন্তর্ভাবঃ
সম্ভবতি, তন্নাৎ প্রাণস্ত বৃহস্পতিত্বং সিদ্ধমুকপতিত্বমিত্যর্থঃ । প্রাণরূপেণ স্তব্ধতা বৃহতীতাত্র
প্রমাণমাহ—প্রাণো বৃহতীতি । তথাহি প্রাণস্ত বিবক্তিতম্ভাগস্বয়ং কথং সিদ্ধ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ—
প্রাণ ইতি । তস্ত তদান্নত্বে হেতুগুণমাহ—বাগান্নত্বমিতি । তাসাং তদান্নত্বেহপি কথং
প্রাণেহন্তর্ভাবঃ । নহি ঘটো মৃদান্না পটেহন্তর্ভবতীতি শঙ্কতে—তৎ কথমিতি । প্রাণস্ত
বাগ্নিনিপাদকত্বাৎ তদুতানামুচ্যং কারণে প্রাণে বৃজোহন্তর্ভাব ইত্যাহ—আহেত্যাदिना । প্রাণস্ত
তদ্বিকীর্তকত্বেহপি ন তদ্বিঘ্নাচোহন্তর্ভাবঃ, ন হি ঘটস্ত কুলালেহন্তর্ভাব ইত্যশঙ্ক্যাহ—কৌটোতি ।
কৌটনিষ্ঠেনায়িনা প্রেরিতস্তদগতো বায়ুরন্ধং গচ্ছন্ কঠাদিত্তিরিত্তিহস্তমানো বর্ণিতয়া ব্যজ্যতে,
তদান্নিক্কা চ বাক্ নির্গতা, দেবতাধিকরণ ঋক্ চ বাগান্নিক্কোক্তা, তদগচ্ছতঃ তস্তাঃ প্রাণেহন্তর্ভূতত্ব-
মিত্যর্থঃ । ঋগান্নত্বং প্রাণস্ত প্রকারান্তরেণ সাধয়তি—পালনায়েতি । সন্তাপ্রদত্বে সতি
হাপকত্বং তদান্নাব্যাপ্তমিত্যভিপ্রেতোপসংহরতি—তন্মাদিতি ॥ ২৯ ॥ ২০ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—প্রস্তাবিত এই ‘আঙ্গিরস’ প্রাণই আবার বৃহস্পতি ।
প্রাণ যে, বৃহস্পতি কেন, তাহা বলা হইতেছে—বাক্ই বৃহতী, অর্থাৎ ঘটত্রিংশৎ-
অক্ষরান্বক ‘বৃহতী’ ছন্দঃ ; ‘বাক্ই অমৃষ্টপু’ এই শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, অমৃ-
ষ্টপু ছন্দও বাক্স্বরূপ ; বাক্স্বরূপ অমৃষ্টপু ছন্দও আবার বৃহতী ছন্দেরই অন্তর্ভুক্ত ;
অতএব ‘বাক্ বৈ বৃহতী’ এইরূপ প্রসিদ্ধবৎ কথন সঙ্গতই হইয়াছে ; ‘প্রাণকেই
বৃহতী এবং প্রাণকেই ঋক্ বলিয়া জানিবে’ এই অপর শ্রুতিতে ‘বৃহতীকে’ প্রাণ-
রূপে স্ততি করায় [বুঝা যাইতেছে যে,] সমস্ত ঋক্ মন্ত্রই বৃহতীর অন্তর্ভূত, আবার
ঋক্ মাত্রই বাগান্বক ; এই কারণেও প্রাণের মধ্যে সমস্ত ঋকের অন্তর্ভাব হইয়া
থাকে । উক্ত প্রাণ সেই বাগান্বক বৃহতীর পতি ; কারণ কোষ্ঠাপ্রিত অগ্নির দ্বারা
প্রেরিত বা চালিত হইয়া প্রাণই ঋকের (বাক্যের) অভিব্যক্তি ঘটায় ; সুতরাং
প্রাণই বাক্যের নির্বাহক বা অভিব্যক্তক ; এই কারণে অথবা বাক্যের প্রতিপালক
বলিয়া প্রাণই বাক্যের পতি । প্রাণহীনের শব্দোচ্চারণ সামর্থ্য থাকে না ; এই
জন্ত বুদ্ধিতে হইবে যে, প্রাণ দ্বারাই বাক্ রক্ষিত হইয়া থাকে । সেই হেতুই প্রাণ
বৃহস্পতি অর্থাৎ ঋক্সমূহের সন্তাপ্রদ পালক—আত্মা ॥ ২৯ ॥ ২০ ॥

এষ উ এব ব্রহ্মগম্পতির্বাঐ ব্রহ্ম, তস্তা এষ পতিস্তস্মাত্ত
ব্রহ্মগম্পতিঃ ॥ ৩০ ॥ ২১ ॥

সরলার্থঃ—যজুৰ্যামপি প্রাণসারত্বমাহ—‘এষ উ’ ইত্যাদিনা । এষঃ
(যথোক্তঃ প্রাণঃ) উ এব (নিশ্চয়ে) ব্রহ্মগম্পতিঃ । [কূতঃ ? ইত্যাহ—] বাক্
বৈ (প্রসিদ্ধো) ব্রহ্ম, এষঃ (প্রাণঃ) তস্তাঃ (ব্রহ্মগম্পতিঃ বাচঃ) পতিঃ (বাচঃ নিব-

ঊকরাং পালকঃ) ; তস্মাৎ (হেতোঃ) উ [এবঃ প্রাণঃ] ব্রহ্মগম্পতিঃ (ব্রহ্মগম্প-
তিভেন প্রসিদ্ধ ইত্যর্থঃ) ॥ ৩০ ॥ ২১ ॥ ;

মূলানুবাদ ১—এইরূপ যজুর্মন্ত্রেরও প্রাণই সারভূত, তাহা
প্রদর্শন করিতেছেন—যথোক্ত লক্ষণাঙ্কিত প্রাণই ‘ব্রহ্মগম্পতি’ ; কারণ,
বাক্ই ব্রহ্মরূপে প্রসিদ্ধ ; ইনি তাহার পতি অর্থাৎ নির্বাহক ও রক্ষক ;
অতএব ব্রহ্মগম্পতি নামে প্রসিদ্ধ ॥ ৩০ ॥ ২১ ॥

শাকরভাষ্যম্ ১—তথা যজুৰ্যাম্ । কথং এয উ এব ব্রহ্মগম্পতিঃ ? বাঐথ
ব্রহ্ম । ব্রহ্ম যজুঃ, তচ্চ বাঐথশেষ এব । তস্মাৎ বাচো যজুৰ্বো ব্রহ্মণঃ, এষ পতিঃ ;
তস্মাদ্ ব্রহ্মগম্পতিঃ পূর্ববৎ ।

কথং পুনরেতদবগম্যতে—বৃহতী-ব্রহ্মণোঃ ঋগ্-যজুঃ, ন পুনরুত্থার্থত্বম্ ? ইতি,
উচ্যতে—বাচোহন্তে সাম-সামান্যাদিকরণনির্দেশাৎ “বাঐথ সাম” ইতি । তথা চ
‘বাঐথ বৃহতী’ ‘বাঐথ ব্রহ্ম’ ইতি চ বাক্-সামান্যাদিকরণয়োঃ ঋগ্-যজুঃ যুক্তম্ । পরি-
শেষাচ্চ—সাম্যভিহিতে ঋগ্-যজুযী এব পরিশিষ্টে । বাঐথশেষত্বাচ্চ—বাঐথশেষো
হি ঋগ্-যজুযী ; তস্মাৎ তয়োর্কীচা সামান্যাদিকরণতা যুক্তা । অবিশেষপ্রসঙ্গাচ্চ—
‘সাম’ ‘উদগীথঃ’ ইতি চ স্পষ্টঃ বিশেষাভিধানত্বম্ ; তথা বৃহতী-ব্রহ্মশব্দয়োঃপি
বিশেষাভিধানত্বং যুক্তম্ ; অতথা অনির্দ্ধারিতবিশেষযোগেঃ আনর্থক্যাপত্তেঃ চ,
বিশেষাভিধানস্ত বাধ্যত্বত্বে চোভয়ত্র পৌনরুক্ত্যাৎ ; ঋগ্-যজুঃসামোদগীথশব্দানাঞ্চ
ক্রতিষ্বেবং ক্রমদর্শনাৎ ॥ ৩০ ॥ ২১ ॥

টীকা।—যজুৰ্যামায়েতি পূর্বেণ সম্বন্ধঃ । নিয়তপাদাকরণামৃচাং প্রাণত্বে কুতন্তদ্-
বিপরীতানাং যজুৰ্যাম্ তত্ত্বমিতি শব্দত্বা পরিহরতি—কথমিতি । তথাপি কথং প্রাণো
যজুৰ্যামায়েত্যাশঙ্ক্যাহ—বাঐথ ব্রহ্মেতি । নির্বর্তকত্বং পালয়িত্বং চাত্মপি তুল্যমিত্যাহ—পূর্ব-
বদ্বিতি । ঋতিমাত্রিতা শব্দতে—কথং পুনরিতি । বাক্যশেষবিরোধাত্মাত্রাচ্চ কৃতিঃ সম্ভবতীতি
পরিহরতি—উচ্যত ইতি । বাঐথ সামেন্তাস্তে বাচঃ সামসামান্যাদিকরণেন নির্দেশাৎপাদাধি-
কারোহয়ম্ ইতি বোদ্ধব্যা । তথাপি কথমুক্তং যজুঃ বা বৃহতীব্রহ্মণোরিতি, তত্রাহ—তথা
চেতি । পরিশেষমেব দর্শয়তি—সাম্যেতি । ইতচ্চ বাক্-সামান্যাদিকরণয়োঃ বৃহতী-ব্রহ্মণোঃ
কথং যজুঃ যজুঃসামিত্যাহ—বাঐথশেষত্বাচ্চেতি । তত্রৈব হেতুস্তরমাহ—অবিশেষেতি । প্রসঙ্গমেব
ব্যতিরেকমুপেণ বিবৃণোতি—সাম্যেতি । দ্বিতীয়শ্চকারোহবধারণার্থঃ । কিঞ্চ, বাঐথ বৃহতী, বাঐথ
ব্রহ্মেতি বাক্যাভ্যাং বৃহতীব্রহ্মণোঃ ঋগ্-যজুঃসামিত্যাহ, ন চ তয়োর্কীচাত্মত্বং, বাক্যব্যায়েহপি বাঐথ
বাগিতি পৌনরুক্ত্যপ্রসঙ্গাৎ । তস্মাদ্ বৃহতীব্রহ্মণোরেষ্টবাস্থগ্-যজুঃসামিত্যাহ—বাধ্যত্বত্বে চেতি ।
তত্রৈব স্থানমাত্রিতা হেতুস্তরমাহ—বগিতি ॥ ৩০ ॥ ২১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ১—যজুর সম্বন্ধেও সেইরূপ । কি প্রকারে ? এই প্রাণই

ব্রহ্মণস্পতি ; ঋক্ ব্রহ্মরূপে প্রসিদ্ধ ; ব্রহ্মই যজুঃ ; সেই যজুঃ ত শব্দবিশেষ ভিন্ন আর কিছুই নহে ; এই প্রাণ সেই বাক্যের অর্থাৎ যজুঃ স্বরূপ ব্রহ্মের পতি ; সেই কারণে ‘ব্রহ্মণস্পতি’ (ব্রহ্মণঃ+পতিঃ=ব্রহ্মণস্পতিঃ) । ইহার অর্থ পূর্ববৎ ।

ভাল, ইহা কিক্রমে জানা যাইতেছে বে, ‘বৃহতী’ অর্থ—ঋক্, আর ব্রহ্ম অর্থ—যজুঃ, অত্ অর্থই বা হয় না কেন ? হাঁ, বলা যাইতেছে—বাক্যশেবে বাক্যের সহিত সামের অভেদবোধক ‘বাক্‌ই সামস্বরূপ’ এইরূপ সামান্যাদিকরণ্য বা অভেদ নির্দেশ আছে, তাহা হইতেই [ঐরূপ অর্থ জানা যাইতেছে] । বাক্যের যেকোন সামস্বরূপতা সিদ্ধ হইয়াছে, তদ্রূপ ‘বাক্‌ই বৃহতী’ ও ‘বাক্‌ই যজুঃ’ এই বাক্-সামান্যাদিকরণ বৃহতী ও ব্রহ্মেরও যথাক্রমে ঋক্ ও যজুঃস্বরূপত্ব হওয়াই যুক্তিসিদ্ধ । ‘পরিশেষ’ও (১) ইহার অপর হেতু,—কেন না, সেখানে স্পষ্ট কথায় সামের উল্লেখ হইয়াছে, একমাত্র ঋক্ ও যজুই অবশিষ্ট রহিয়াছে ; অতএব এখন [বৃহতী ও ব্রহ্মশব্দে যথাক্রমে অবশিষ্ট সেই ঋক্ ও যজুরই গ্রহণ করা আবশ্যক হইতেছে । বাগ্‌বিশেষত্বও এ পক্ষে অপর হেতু—ঋক্ ও যজুঃ উভয়ই শব্দবিশেষ ; সুতরাং বাক্যের সহিত ঐ উভয়ের সামান্যাদিকরণ্য বা অভেদ নির্দেশ যুক্তিসিদ্ধ হইতেছে । অবিশেষ-প্রসঙ্গও আর একটি হেতু—‘সাম’ ও ‘উদ্‌গীথ’ এই উভয়ই যেমন বাক্যের বিস্পষ্ট বিশেষাভিধান, অর্থাৎ নিঃসংশয়রূপে শব্দবিশেষায়ক সামবেদার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, তেমনি ‘বৃহতী’ এবং ‘ব্রহ্ম’শব্দেরও বিশেষার্থে (ঋক্ ও যজুঃ অর্থে) প্রয়োগ হওয়া উচিত, [কেবলই বাক্যরূপ অর্থে প্রয়োগ হওয়া উচিত হয় না] ; নচেৎ ঐ উভয় শব্দের যদি অর্থগত পার্থক্য অবধারিত না হয়, তাহা হইলে ঐরূপ শব্দপ্রয়োগই নিরর্থক হইয়া পড়ে । আর বিশেষার্থক শব্দের উল্লেখ সত্ত্বেও যদি শুধু বাক্যই উহাদের অর্থ হয়, তাহা হইলে ত পুনরুক্তি দোষেরও সম্ভাবনা হইয়া পড়ে । বিশেষতঃ শ্রুতিতেও ঋক্ যজুঃ সাম ও উদ্‌গীথ শব্দের নির্দেশে ঐরূপ ক্রমও দেখিতে পাওয়া যায় । [অতএব বাক্যশেবে স্পষ্টাক্ষরে সামশব্দের উল্লেখ থাকায়, তৎপূর্ববর্তী ‘বৃহতী’ ও ‘ব্রহ্ম’ শব্দের ঋক্ ও যজুঃ অর্থ গ্রহণ করাই যুক্তিসঙ্গত হইতেছে] ॥ ৩০ ॥ ২১ ॥

(১) তাৎপর্য—সাধারণতঃ এক প্রসঙ্গে ঋক্, যজুঃ ও সাম এই বেদত্রয়েরই উল্লেখ হইয়া থাকে । স্থলবিশেষে স্পষ্ট কথায় সামকে বাক্‌স্বরূপ বলা হইয়াছে, কিন্তু ঋক্ ও যজুর উল্লেখ করা হয় নাই, অথচ উহাদের স্থানে ‘বৃহতী’ ও ‘ব্রহ্ম’ শব্দের উল্লেখ রহিয়াছে ; এমন অবস্থায় ‘বৃহতী’ ও ‘ব্রহ্ম’শব্দে ঋক্ ও যজুঃ গ্রহণ করিলে কিছুমাত্র অস্বাভাব হয় না, বরং তাহাতে বাক্যের অসম্পূর্ণতা দোষই দূর করা হয় । অতএব পরিশেষ স্তায়ানুসারে এখানে ঋক্ ও যজুর গ্রহণ করাই সমীচীন ।

এষ উ এব সাম, বাঐ সামৈষ সা চামশ্চেতি তৎ সাম্নঃ
সামহম্ । যদেব সমঃ প্লুঘিণা সমো মশকেন সমো নাগেন সম
এতিস্ত্রিভিল্পৈকৈঃ সমোহনেন সর্কেণ, তস্মাদেব সামান্মুতে
সাম্নঃ সাযুজ্যাৎ সালোক্যাং (ক), য এবমেতৎ সাম
বেদ ॥ ৩১ ॥ ২২ ॥

সরলার্থঃ :—তথা সাম্যমপি, ইত্যাহ—“এব উ” ইত্যাদি । এষঃ (যথোক্তঃ
প্রাণঃ) এব সাম (সামবেদঃ) ; বাক্ বৈ (প্রসিদ্ধো) সা (স্ত্রীলিঙ্গবস্ত্বমাত্রবোধকঃ
সা-শব্দঃ), তথা এষঃ (প্রাণঃ) অমঃ (সর্কপুংলিঙ্গ-বস্ত্ববোধকঃ অম-শব্দঃ) ;
[যস্মাৎ] সা চ অমশ্চ ইতি—[বাক্প্রাণায়কঃ], তৎ (তস্মাৎ) সাম্নঃ
(গীতিরূপস্ত) সামহম্ [প্রসিদ্ধমিতি শেষঃ] । [যদা,] সা চ অমশ্চ—ইতি,
তৎ (তদেব বাক্প্রাণস্বরূপত্বং) সাম্নঃ সামহম্ (সামনাম-নির্ভচনে হেতুরিত্যর্থঃ) ॥

বৎ (যস্মাৎ) উ এব (নিশ্চয়ে) (এষঃ প্রাণঃ) প্লুঘিণা (পুস্তিকায়) সমঃ
(ভূলাঃ), মশকেন সমঃ, নাগেন (হস্তিশরীরেণ) সমঃ, [কিং বহুনা] এতিঃ
(প্রসিদ্ধৈঃ) ত্রিভিঃ লোকৈঃ (ত্রিলোকায়কেন প্রজাপতি-শরীরেণ চ) সমঃ,
অনেন (অনুভূয়মানেন জগদ্রূপেণ চ) সমঃ ; তস্মাৎ (সর্বসাম্যাত্ হেতোঃ) এব
উ সাম (প্রাণঃ সাম-শব্দবাচ্যঃ), [মহদন্নায়তনদেহেহু সঙ্কোচ-বিকাসিতয়া অব-
স্থানাৎ প্রাণস্ত সর্বসমানত্বং, সর্বসাম্যাত সামনামাভিধেয়ত্বং প্রাণস্তেতি ভাবঃ] ।
যঃ (উপাসকঃ) এতৎ সাম এবং (যথোক্তপ্রকারং) বেদ (বিজ্ঞানান্তি), [সোহপি]
সাম্নঃ (প্রাণাভিধেয়স্ত) সাযুজ্যাং (সমানদেহেহস্ত্রিাদিত্যর্থঃ) সালোক্যাং (সমান-
লোকতাং চ) অম্মুতে (ব্যাপ্নোতীত্যর্থঃ) ॥ ৩১ ॥ ২২ ॥

মূলানুবাদঃ :—উক্ত প্রাণ হইতেছে সাম ; কারণ, বাক্ই
‘সা’, অর্থাৎ স্ত্রীলিঙ্গ সমস্ত শব্দের স্থানবর্তী, আর এই প্রাণ হইতেছে
‘অম’, অর্থাৎ পুংলিঙ্গবোধক সমস্ত শব্দের স্থানপাতি । যেহেতু ‘সা’
হইতেছে—বাক্, আর ‘অম’ হইতেছে—প্রাণ, সেই হেতুই [সা’ ও ‘অম’
শব্দের যোগে] গীতিরূপ পদসমুদায়াত্মক সামের সামব প্রসিদ্ধ হইরাছে ।

বিশেষতঃ, যেহেতু এই প্রাণ, পুস্তিকাশরীরের সমান, মশকশরীরের
সমান, হস্তিশরীরের সমান, অধিক কি, এই ত্রিলোকায়ক প্রজাপতি-
শরীরেরও সমান, এবং ভূস্থমান জগতেরই সমান, সেই হেতুই ইহা সাম-

পদবাচ্য । যে ব্যক্তি উক্তপ্রকার সামের সামই অবগত হন, তিনিও সামের—প্রাণের সমান স্বভাব লাভ করেন, এবং সমান লোকে অবস্থিতি করেন ॥ ৩১ ॥ ২২ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্ :—এব উ এব সাম । কণমিত্যাহ—বাঐ সা, যৎ কিঞ্চিৎ শ্রীশব্দাভিষেধ, সা বাক্, সৰ্ব্বশ্রীশব্দাভিষেধবস্তুবিষয়ো হি সৰ্ব্বনাম সা শব্দঃ । তথা অমঃ এষ প্রাণঃ, সৰ্ব্বপু শব্দাভিষেধবস্তুবিষয়োহমঃ শব্দঃ, “কেন মে পৌ মানি নামাত্মাপ্নোষীতি, প্রাণেনেতি ক্রবাং, কেন মে শ্রীনামানীতি, বাচা” ইতি শতান্ত্ববাং । বাক্ প্রাণাভিধানভূতোহন সামশব্দঃ । তথা প্রাণ-নির্লক্ষ্যতা স্বাদিসমুদাবমাত্র গীতিঃ সামশব্দেনাভিধংনতে, অতো ন প্রাণবাধ্য-তিবেকেণ সাম নামান্তি কিঞ্চিৎ, স্ববর্ণাদেহ প্রাণনির্লক্ষ্যত্বাৎ প্রাণতন্ত্রত্বাচ্চ । এষ উ এব প্রাণঃ সাম । যন্মাৎ সাম সামেতি বাক্ প্রাণাত্মকম—সা চ অমশেতি, তৎ তন্মাৎ সাম্নো গীতিকপশ্চ স্বাদিসমুদাবস্ত সাম ই তৎ প্রণীত ভুবি ।

যত উ এব সমস্ত্বলাঃ সর্বেণ বক্ষ্যমাণেন প্রকাবেণ, তন্মাদ্বা সামেত্যনেন সম্বন্ধঃ । বা শব্দঃ সমশব্দলাভিনিমিত্ত প্রকাবাস্তবনির্দেশনামর্থালভাঃ । কেন পুনঃ পকাবেণ প্রাণস্ত তুল্যত্বমিতি, উচাতে—সমঃ পুষ্টিণা পুষ্টিকাশরীবেণ, সমঃ মণকেন মণকশবাবেণ, সমঃ নাগেন চপ্তিশবাবেণ, এষ প্রতিস্থিতির্লোকৈঃ ত্রৈলোক্যকাশরীবেণ প্রাজাপতোন, সমোহনেন জগদ্ধপেণ ত্রৈবগার্ভেণ । পুষ্টি-কাপি শরীবেণ গোহাদিবৎ কাং স্নোনে পবিসমাপ্ত ইতি সম ই প্রাণস্ত, ন পুনঃ শবাসমাত্রপবিসমাণেনৈব, অমুত্ত্বাৎ সঙ্গগতত্বাচ্চ । নচ ঘটপ্রাসাদাদি-প্রদীপবৎ সঙ্কোচাবকাশিতয়া শরীবেণ তাবন্মাত্র সম ইম । ‘ত এতে সৰ্ব্বে এব সমাঃ, সর্বেহনন্তাঃ’ ইতি শতেতঃ । সৰ্ব্বগতস্ত তু শরীবেণ শবাবপবিসমা-বুত্তিলাভো ন বিরূধ্যতে । এবং সমত্বাৎ সামাখ্য প্রাণ বেদ যঃ প্রতিপ্রকাশিতমহত্বম্, তন্ত্বেতৎ ফল —অল্পুতে ব্যাপ্রোতি, সাম্ন প্রাণস্ত সাম্যং সয়গ্ভাব সমানদেহেহ্মিহ্মাভি-মানত্বং, সালোক্য, সমানলোকতাং বা ভাবনাবিশেষতঃ, য এবমেতদ্ যথোক্তং সাম প্রাণং বেদ—আ প্রাণাত্মাভিমানাভিব্যাক্কেকপান্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥ ২২ ॥

টীকা । ঋগ্বেদুঃ প্রাণস্ত প্রতিপাদ্য তন্ত্বেব সাম ই সাধর্বাৎ—এব উতাদিনা । তদেব পঠয়তি—সর্কেতি । সা-শব্দো হি সৰ্ব্বনাম, তথাচ যঃ জীলিঙ্গঃ সৰ্বঃ শব্দেনাভিধেয়ং বস্তু বাসিতার্থঃ । অমঃ প্রাণ ইত্যুক্তমুপপাদয়তি—সৰ্ব্বপু-শব্দেতি । পুণ্ড্রাঙ্গন সৰ্ব্বেণ শব্দেনাভি-ধেয়ং বস্তু প্রাণ ইত্যর্থঃ । তত্র ত্রত্যস্তরং শ্রমাণয়তি—কেনেতি । আচায্যস্ত শিষ্টং প্রতি-শ্রুতবাদ্যম্ । পৌঃমানি পুংসো বাচকানি । তথাপি বস্তু সামশব্দবাচ্যত্বমত্যাশঙ্ক্য কলিঙ্ক

মাহ—বাগিতি । বাণ্ডপসর্জনঃ প্রাণঃ সামশকাতিথের একবচননির্দেশাদিত্যর্থঃ । নহু গীতিবু
সামাখ্যেতি স্তাষাষিণিষ্টা কাটিকগীতিঃ সামেতুচ্যতে, তৎ বৃত্তো বাণ্ডপসর্জনস্ত প্রাণস্ত সামস্বত
মাহ—তথেষতি । প্রাণস্ত সামস্ব সতীতি যাবৎ । প্রগীতে মন্ববাক্যে সামশকস্ত বৃদ্ধৈরিষ্টবাদন্তি
প্রাণাদিব্যতিরেকেণ সাম, ইত্যশঙ্ক্যাহ—স্বরেতি । আদিপদেন পদবাক্যাদিগ্রহঃ । বাণ্ডপসর্জনে
প্রাণে মুখাঃ সামশকঃ, তৎসম্বন্ধাদিতরজ গোণো মধ্যাদিশব্দবদিত্যর্থঃ । উক্তেহর্থে তৎ সামঃ
সামস্বমিতি বাক্যং যোজয়তি—যন্মাদিতি । ইদং সামেদং সামেতি বহুবছিন্নতে, তদ্বাক্-
প্রাণাস্বকমেবোচ্যতে, সা চামশ্চেতি বাণ্ডপস্তেঃ, যন্মাদেবং, তন্মাৎ প্রসিদ্ধস্ত সামো যৎ সামস্বঃ,
তৎ মুখাসামনির্কর্তৃত্বাদ্যোপমেব তদধোভাবাবহারে প্রসিদ্ধমিতি যোজনাম্ ।

প্রকারান্তরেণ প্রাণস্ত সামস্বমুপাসনার্থমুপস্তত্বতি—বদিত্যাদিনা । প্রকারান্তরভোতী
বাশকোহস্ত ন স্তরতে, ইত্যশঙ্ক্যাহ—বাশক ইতি । নিমিত্তান্তরমেব প্রশ্নপূর্বকং একটরতি—
কেনেত্যাদিনা । নহু প্রাণস্ত তত্তচ্ছরীরপরিমাণস্বৈ পরিচ্ছিন্নস্থানস্থামুপপত্তিশুৎ কথমস্ত
বিরুদ্ধেব শরীরেব সমস্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—পুস্তিকাদীতি । সমশকস্ত যথাক্রত্বার্থঃ কিং ন স্তাদিত্যা-
শঙ্ক্যাহ—ন পুনরिति । আদিদৈবিকেন রূপেণামূর্ত্তং সর্গগতং চ দ্রষ্টবান্ । নহু—প্রাণো
যটে সমুচতি প্রাসাদে চ বিকসতি, তথা প্রাণোঃপি মশকাদিশরীরেব সঙ্কোচমিভাদিদেহেব
বিকাসঃ চ আপত্ত্যমিতি সমহাসিন্ধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি । প্রাণস্ত সর্গগতস্বৈ সমস্ব-
ক্রতিবিরোধমশঙ্ক্যাহ—সর্গগতস্তেতি । খণ্ডাদিষু গোহবচ্ছরীরেব সর্বত্র হিতস্ত প্রাণস্ত তত্তৎ-
শরীরপরিমাণায় বৃন্তোলাভঃ সম্ভবতি, সর্গগতঃস্তব নন্তসন্তত্ব তত্র কুপকৃষ্টাভ্যবচ্ছেদ-
উপলভ্যাদিত্যর্থঃ । ফলক্রতিমবত্যাং বাকরোতি—এবমিতি । ফলবিকল্পে হেতুর্মাহ—
ভাবনেতি । বেদনঃ বাকরোতি—আ প্রাণেতি । ইদং চ ফলঃ মধ্যপ্রদীপস্তারেনোত্তরতঃ
সম্বন্ধমবধেয়ম্ ॥ ৩১ ॥ ২২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—ইহাই বে, সামরূপে প্রসিদ্ধ কেন, তাহা বলিতেছেন,—
বাক্ হইতেছে ‘সা’, জ্বীলিঙ্গ-শব্দের প্রতিপাদ্য যাহা কিছু, তৎসমস্তই ‘সা’—
বাক্ ; কারণ, সমস্ত জ্বীলিঙ্গ শব্দে বে অর্থ বুঝায়, সে সমস্তই সর্বনাম ‘সা’ শব্দের
(জ্বীলিঙ্গ তৎ-শব্দের) বিষয় বা প্রতিপাদ্য । সেইরূপ, এই প্রাণ হইতেছে
‘অম’-সমস্ত পুংলিঙ্গ শব্দে যাহা বুঝায়, সে সমুদয়ই ‘অম’-শব্দের বিষয় ; কেন না,
অপর ক্রতিতে আছে—‘তুমি কিরূপে আমার পুংস্ববোধক নামসমূহ প্রাণ হইয়া
থাক ?’ তদ্বস্তরে বলিবে—‘প্রাণরূপে’ ; আর কিরূপে আমার জ্বীস্ববোধক নাম
সমূহ [লাভ করিয়া থাক] ? তদ্বস্তরে বলিবে—‘বাচা’ অর্থাৎ বাক্যরূপে । এই
সাম’ শব্দটিও বাক্ ও প্রাণের বাচক । সেইরূপ প্রাণের সাহায্যে যাহা কিছু
নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, সাম-শব্দটিও কেবল সেই স্বরলয়াদির সমষ্টিরূপ গীতি মাত্রেয়ই
বোধক । অতএব, সাম-পদার্থটি প্রাণ ও বাক্যের অতিরিক্ত অপর কোনও স্বতন্ত্র
বস্তু নহে ; কেন না স্বর ও অক্ষর প্রকৃতি সমস্তই প্রাণ দ্বারা সম্পাদনীয় এবং

প্রাণেরই অর্থাধীন ; অতএব, এই প্রাণ সামস্বরূপ । যেহেতু ‘সাম’ ও ‘অম’ এই পদদ্বয়ের সহযোগে ‘সাম’ (সাম+অম==সাম) পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে, সেই হেতুই জগতে স্বরাসির সমষ্টিভূত গীতিকরূপ সামের সামত্ব (সাম নামি) প্রসিদ্ধ হইয়াছে ।

অথবা যেহেতু এই প্রাণ বক্ষ্যমাণ বিশেষ বিশেষ সমস্ত বস্তুর সমান, সেই হেতুই সাম, এইরূপ বাক্যযোজনা করিতে হইবে । [শ্রুতিতে বা-শব্দ না থাকিলেও] প্রাণ যে, কেন সাম শব্দ-বাচ্য হইল, তাহার বিভিন্নপ্রকার কারণ প্রদর্শন হইতেই বা-শব্দ প্রাপ্ত হওয়া যায় । কোন্ কোন্ বিশিষ্ট প্রাণীর সহিত প্রাণের তুল্যতা ? তাহা বলিতেছেন—[উক্ত প্রাণ] প্লুতির অর্থাৎ পুত্তিকা শরীরের সমান, [পুত্তিকা অর্থ—উইপোকা], মশকের—মশকশরীরের সমান, নাগের—হস্তি-শরীরের সমান, এই ত্রিলোকের অর্থাৎ ত্রৈলোক্যশরীরাত্মক প্রজাপতির সমান, এবং হিরণ্য-গর্ভসম্বন্ধী এই জগদ্রূপের সমান । ‘গোত্ব’ ধর্ম যেরূপ নিখিল গোশরীরে সমাপ্ত অর্থাৎ পরিবাপ্ত থাকে, তদ্রূপ প্রাণও যাবতীয় পুত্তিকা প্রভৃতির শরীরে পরিবাপ্ত থাকে ; এইজন্ত প্রাণের সর্বসমত্ব ; কিন্তু ঐ সমস্ত শরীরের সমপরিমাণ বলিয়া নহে । কেননা, প্রাণ স্বভাবতই অমূর্ত—মূর্তিহীন এবং সর্বব্যাপী । [অতএব আকাশাদির দ্বায় অমূর্ত ও সর্বব্যাপী প্রাণের পক্ষে দেহবিশেষের সমপরিমাণ হওয়া সম্ভব হইতে পারে না] । আর, একই প্রদীপ-প্রভা যেরূপ ঘণ্টের মধ্যে থাকিলে সঙ্কোচিত হয়, আবার প্রাসাদের মধ্যে থাকিলে বিস্তৃত হয়, তদ্রূপ সংকোচ বিকাশশালিকরূপেও প্রাণের সর্বশরীরে সামালাভ সম্ভবপর হয় না ; কারণ, ‘ইহারা সকলেই সমান এবং সকলেই অনন্ত’ এইরূপ শ্রুতি রহিয়াছে । কিন্তু সর্বগত আকাশাদির পক্ষে বিভিন্ন শরীরে শরীরপরিমাণ বৃত্তিলাভ করা বিরুদ্ধ হয় না (১) । এবংবিধ সামান্যবন্ধন সামসংজ্ঞা প্রাপ্ত এবং শ্রুতিতেও বাহার মহিমা প্রকাশিত আছে, যে ব্যক্তি সামনামক সেই প্রাণতত্ত্ব বিশেষরূপে জানে,

(১) তাৎপৰ্য্য—সর্বসামান্যবন্ধন প্রাণকে ‘সাম’ বলা হইয়াছে । এখন সংশয় হইতেছে যে, প্রাণের এই নামটি কি প্রকার ?—আলোক যেমন যখন যেরূপ পাত্রের মধ্যে থাকে, তখন তদনুরূপই বিস্তার লাভ করে, প্রাণও কি ঠিক সেইরূপই—হস্তিদেহে প্রবিষ্ট হইয়া সেই দেহের সমান—বৃহৎ হয়, আবার পিপীলিকাদেহে প্রবিষ্ট হইয়া সঙ্কোচিত হয় ? অত্রত্য সাম্য কি এই প্রকার অথবা অন্ত কোনও প্রকার ? তদ্বস্তুরে ভাস্কর্য্যকার বলিতেছেন—না—এরূপ সাম্য হইতে পারে না ; কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন “সর্বো সমাঃ সর্বো অনন্তাঃ,” অর্থাৎ সমস্ত প্রাণই সমান, কাহারো মধ্যে ছোট-বড় ভাব নাই, এবং সকলেই অনন্ত, কোন প্রাণই কোথাও সীমাবদ্ধ নহে । ছোট-বড় দেহভেদে প্রাণের তারতম্য স্বীকার করিলে শ্রুতি-কথিত সর্বসাম্য

তাহার বিরূপ বল হয়, বলিতেছেন—যে ব্যক্তি যথোক্ত প্রকার সামাধা প্রাপ্ত হইয়া জানে,—প্রাণাত্ম্য প্রকাশ না পাওয়া পর্যন্ত প্রাণের উপাসনা করে, সেই ব্যক্তি সামাধা প্রাণের সাযুজ্য—সহযোগিতা অর্থাৎ তৎসমান দেহেজ্জিরাভিমান কিংবা সালোকা অর্থাৎ ততুল্য লোকে বাস—ভাবনা-বিশেষ দ্বারা ভোগ করিয়া থাকে ; অর্থাৎ মনেনমেন প্রাণের সাযুজ্য ও সালোকা লাভের তৃপ্তি অন্বেষণ করিয়া থাকে ॥ ৩১ ॥ ২০ ॥

এম উ বা উদগীথঃ, প্রাণো বা উৎ, প্রাণেন হীদ্যে সর্বমুত্ত-
ক্রম্, বাগেব গীথোচ্চ গীথা চেতি স উদগীথঃ ॥ ৩২ ॥ ২০ ॥

সরলার্থঃ :—এবঃ প্রাণঃ উ বৈ . এব) উদগীথঃ (সামাধা ভক্তি-
বিশেষঃ), [প্রাণতোদগীথঃ সম্পাদনিতুমাত্ — | প্রাণঃ বৈ উৎ, [কথম্ ?] হি
(যস্মাৎ) ইদং সৰ্বং, [জগৎ, প্রাণেন উত্তরক্ (বিগ্ৰহম্ ; তথা] বাক্ এব
গীথা (গীতিকথা, শব্দায়কত্বাৎ গতেঃ) ; উৎ চ, গীথা চ ইতি—(মিলিত্বাৎ) সঃ
উদগীথঃ ' সম্পদাতে ' ॥ ৩২ ॥ ২০ ॥

মূলানুবাদ :—উক্ত প্রাণই উদগীথ ; [এখানে উদগীথ অর্থ
সামবেদের অংশ ভক্তিবিশেষ, কিন্তু উচ্চঃস্বরে গান নহে] । প্রাণ
হইতেছে—উৎ ; কেন না, প্রাণ দ্বারাই এই সমস্ত জগৎ উত্তরক্ অর্থাৎ
বিধৃত রহিয়াছে ; আর বাক্ হইতেছে—গীথা—গীতিস্বরূপা ; অতএব
'উৎ' ও 'গীথা' পদ দ্বয়ের যোগে 'উদগীথ' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে, এবং উক্ত
প্রাণও 'উদগীথ' সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে ॥ ৩২ ॥ ২০ ॥

শাকরভাষ্যম্ :—এব উ বা উদগীথঃ । উদগীথো নাম সামান্যবো
ভক্তিবিশেষঃ, নোদগানম্ ; সামাদিকার্যং । কথমুদগীথঃ প্রাণঃ ? প্রাণো বা উৎ,
প্রাণেন হি যস্মাদিদং সৰ্বং, জগৎ উত্তরক্—উর্কঃ স্তরক্ উত্তমিতং বিগ্ৰহমিত্যর্থঃ ;
উত্তরার্থাবস্থাতকোহরম্ উচ্চকঃ প্রাণশৃণাভিধায়কঃ । তস্মাৎ উৎ প্রাণঃ ; বাগেব
গীথা ; শব্দবিশেষত্বাৎ উদগীথভক্তেঃ ; গায়তে: শব্দার্থত্বাৎ সা বাগেব । ন হি

রক্ষা পায় না, বিশেষতঃ প্রত্যেক দেহ-পরিমাণে পরিচ্ছিন্ন হইলে প্রাণের অনন্তত্বও সিদ্ধ হয়
না ; কাজেই বলিতে হইবে যে, গোধ ও মনুষ্য প্রভৃতি ধর্মগুলি যেরূপ সমস্ত গোতে ও সমস্ত
মনুষ্যতে সমান—ধনী দরিদ্র, পিশু বৃদ্ধ কোথাও তারতম্যযুক্ত নহে, সর্বত্রই একরূপ, প্রাণও
তেমনি ছোটবড় সর্বদেহেই সমান, কোথাও তাহার বৈষম্য নাই । এখানে এই প্রকার সামাই
ঐতির অঙ্গিপ্রেত ।

উল্লীখভক্তেঃ শব্দব্যতিরেকেণ কিঞ্চিদ্রূপম্ উৎপ্রেক্ষ্যতে, তস্মাদ্ বৃক্ষমবধারণম্—
বাগেব গীথেতি । উৎ চ প্রাণঃ, গীথা চ প্রাণতয়া বাক্, ইত্যান্বয়েণেন
শব্দেনাভিধীয়তে—স উল্লীখঃ ॥ ৩২ ॥ ২৩ ॥

টীকা । প্রকৃত্যাদিশব্দবৎ উল্লীখশব্দস্তাপি ভক্তিবিশেষেণ কচৎ ১৭ উল্লীখেনাত্যয়ামেত্যত্র
চ ওল্লীখাত্রে কল্পণি প্রযুক্তত্বাৎ কল্পমূলীখঃ প্রাণঃ । তত্ৰাণাং কচৎ—ল্লীখো নামেতি । নঞ্-
পদন্তোক্তরূপঃ সধ্বজঃ । সামশাসিতস্ত প্রাণস্ত প্রকৃত্ত্বাদিত্যে তেহুমাং—সামাধিকারাদিত্যি ।
ন তাবৎ উল্লীখশব্দস্ত প্রাণে কৃতিঃ, তস্ত তস্মিন্ বৃক্ষপ্রয়োগাদিনাৎ, নাপি যোগোঃ ব্যবহার-
দৃষ্টেরিতি শব্দে—কথমিতি । যোগবৃত্তিমুপেতা পবিত্রবতি—প্রাণ ততি । উচ্ছ্বসো নাস্ত্যর্থস্ত
বাচকঃ, নিপাতত্বাদিত্যাকাং—উক্তকতি । তথাপি কথং প্ৰাণে বা উদ্ভিত্যুক্তং, তত্রাহ—
প্রাণেতি । 'বাধুর্নৈ গোতম তৎ স্মরম্' ইত্যাদিশব্দেতিতর্থঃ । উল্লীখভক্তেঃ শব্দবিশেষব্ধেঃপি
গীথা বাগিত্যে কল্পমুচ্যতে, তত্রাহ—গাযতেতিতি । তথাবাবাবৎ সাধয়তি—ন হীতি ।
তথাপি কথং প্রাণস্তোদগীথম্, ইত্যাহ—বাওপসংজ্ঞনস্ত তস্ত তথাবৎ কল্পয়তি—
দ্রাক্ষতি ॥ ৩২ ॥ ২৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ !—“এষ উ বা উদ্গীথঃ” ইত্যাহ । ‘উদ্গীথ’ অর্থ—সামেব
অন্যেব ভক্তিবিশেষে অর্থাবিশেষে, কিন্তু উল্লীখ—উচ্চৈ স্ববে গান করা নহে ।
উল্লীখই প্রাণ কি প্রকারে? ততস্তবে বলিতেছেন—প্রাণ হইতেছে উৎ;
যেহেতু এই সমস্ত জগৎ প্রাণ দ্বারা উদ্ভূত—উচ্চৈ বিধৃত বস্তুসমূহে, [নচেৎ সমস্ত
জগৎ গলিয়া যাইত] । এই ‘উৎ’ শব্দটী উক্তন্যর্থাত্মক এব প্রাণেব উল্লিখিত
গুণ-সম্ভাব-প্রকাশক । সেই হেতুই উল্লীখ হইতেছে—প্রাণস্বরূপ, আর বাক্
হইতেছে—গীথা, কাবণ, সামভক্তি ‘উদ্গীথ’ ত শব্দবিশেষে ভিন্ন আর কিছুই
নহে । [গীথাব প্রকৃতিভূত] ‘গে’ ধাতুৰ অর্থ যখন শব্দ, তখন নিশ্চয়ই উহা
বাক্স্বরূপ; কেন না, উল্লীখনামক ভক্তিটী শব্দাত্মকতা ছাড়া অত কোন প্রকার
স্বরূপ ত সম্ভাবনা করা যাইতে পারে না; অতএব বাককে ‘গীথা’ বলিয়া অবধারণ
করা যুক্তিযুক্তই হইতেছে । উৎ—হইতেছে প্রাণ, আব ‘গীথা’ হইতেছে—
প্রাণাধীন বাক্; এইজন্য সেই উভয়ই এক ‘উল্লীখ’ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে—
‘সঃ উল্লীখঃ’ ইতি ॥ ৩২ ॥ ২৩ ॥

শাকরভাষ্যম্ :—উক্তার্থদাট্যায় আখ্যায়িকা আবভাতে—

ভাষ্যানুবাদ !—উক্ত প্রকারে করিত অর্থের দৃঢ়তা সম্পাদনার্থ পুনশ্চ
একটী আখ্যায়িকা আরম্ভ হইতেছে—

তস্মাপি ব্রহ্মদত্তশৈচিকিতানেয়ো রাজানঃ ভক্ষয়মুবাচাম্যং

তস্য রাজা মূর্দ্ধানং বিপাতয়তাদ্ যদিতোহয়াস্ত আঙ্গিরসোহন্তে-
নোদগায়দিতি । বাচা চ হেব স প্রাণেন চোদগায়দিতি ॥৩৩॥২৪॥

সরলার্থঃ :—তং (তত্র উক্তে অর্থে) হ (ঐতিহ্যে) অপি (আখ্যা-
য়িকাপি) [শ্রুতে ইতি শেষঃ] ।—

চৈকিতানেয়ঃ (চিকিতানস্ত্র অপত্যং—চৈকিতানঃ, তস্ত্র অপত্যং যুবা—
চৈকিতানেয়ঃ) ব্রহ্মদত্তঃ (তন্নামকঃ ঋষিঃ) রাজানং (যজ্ঞিষ্ঠং সোমং) ভক্ষয়ন্
উবাচ । [কিম্] অয়ং (ময়া ভক্ষ্যমাণঃ চমসস্থঃ) রাজা (সোমঃ) তাস্ত্র (তস্ত্র—
মম) মূর্দ্ধানং (শিরঃ) বিপাতয়তাং (বিস্পষ্টং পাতয়তু), যং (যদি) অয়াস্ত্র
আঙ্গিরসঃ (উদগাতা, স হি পূর্ববীণাং যজ্ঞে প্রাণবাচকেন অয়াস্ত্রাঙ্গিরস-শব্দেন
অভিধীয়তে), ইতঃ (অস্মাং বাক্‌সহিতাং প্রাণাং) অগ্নেন (দেবতাস্বরেণ)
উদগায়ং (উদগানং কৃতবান্ স্ত্রাং) ইতি । [অতঃ অনুমীয়তে, যং] সঃ (উদ-
গাতা) বাচা (প্রাণাধীনেন বাক্যেন) চ প্রাণেন চ (উক্তলক্ষণেন) হি এব
(নিশ্চয়ে) উদগায়ং (উদগানং কৃতবান্ ইতি), [এতং তু শ্রুতবচনং মন্তব্য-
মিতি ভাবঃ] ॥ ৩৩ ॥ ২৪ ॥

মূলানুবাদঃ :—কথিত বিষয়ে এইরূপ একটা আখ্যায়িকাও
শোনা যায় ;—চিকিতাননামক ঋষির পৌত্র ব্রহ্মদত্তনামক ঋষি যজ্ঞে
সোমভক্ষণ করিতে করিতে বলিয়াছিলেন—এই রাজা (সোম) নিশ্চয়ই
তাহার অর্থাৎ ভক্ষণকারী আমার শিরঃপাত করুক, যদি অয়াস্ত্র আঙ্গিরস
অর্থাৎ উদগাতা যদি পূর্বোক্ত বাক্‌সম্বিত এই প্রাণ ভিন্ন অপর কোনও
দেবতাবিশেষে উদগান করিয়া থাকেন । এখন শ্রুতি বলিতেছেন—[ইহা
ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে,] সেই উদগাতা নিশ্চয়ই বাক্ ও প্রাণদেবতা
যোগেই উদগান করিয়াছিলেন ॥ ৩৩ ॥ ২৪ ॥

শাক্করভাষ্যম্ :—তদ্বাপি । তং তত্র এতন্নিরুক্ত্যর্থং হ অপি
আখ্যায়িকাপি শ্রুতে হ স্ম । ব্রহ্মদত্তঃ নামতঃ ; চিকিতানস্ত্রাপত্যং চৈকিতানঃ,
তদপত্যং যুবা—চৈকিতানেয়ঃ রাজানং যজ্ঞে সোমং ভক্ষয়ন্ উবাচ ;—কিম্ ?
অয়ং চমসস্থো ময়া ভক্ষ্যমাণো রাজা তাস্ত্র মমানৃতবাদিনো মূর্দ্ধানং শিরঃ বিপা-
তয়তাং বিস্পষ্টং পাতয়তু । তোঃ অয়ং তাত্ত্ব্যাদেশঃ, আশিবি লোট্—বিপাতয়-
তাদিত্তি ; যন্ত্বহ্ম অনুভবাদী স্থামিত্যর্থঃ ।

কথং পুনরনুতবাদিহপ্রাপ্তিরিতি ? উচ্যতে—যদ্ যদি ইতোহম্মাং প্রকৃতাং
প্রাণাং বাক্সংযুক্তাং, অম্মাত্তঃ—মুখ্যপ্রাণাভিধায়কেন অম্মাত্তান্নিরসশব্দেন অভি-
ধীয়তে—বিশ্বস্বজ্ঞাং পূর্ব্ববীণাং সত্রে উদগাতা,—সঃ অগ্নেন দেবতাস্ত্বরেণ বাক্-
প্রাণব্যতিরিক্তেন উদগায়ং উদগানং কৃতবান্ ; ততোহহম্ অনুতবাদী স্তাম্ । তস্ত
মম দেবতা বিপরীতপ্রতিপদ্বঃ সূক্তানং বিপাতয়তু, ইত্যেবং শপথং চকার—ইতি
বিজ্ঞানে প্রত্যয়দ্যট্য-কর্তব্যতাং দর্শয়তি । তমিমং আখ্যায়িকানির্দ্ধারিতমর্থং
স্বেন বচসোপসংহরতি শ্রুতিঃ—বাচা চ প্রাণপ্রদানয়া, প্রাণেন চ স্বস্থানভূতেন
সোহয়স্ত আদ্বিরস উদগাতা উদগায়ং—ইত্যেবোহর্থো নির্দ্ধারিতঃ শপ-
থেন ॥ ৩৩ ॥ ২৪ ॥

টীকা । তদ্ধাপিত্যদিবাক্যস্ত প্রকৃতাশ্রুপযোগমাশঙ্ক্যাহ—উক্তার্থেতি । উল্লীষদেবতা
প্রাণঃ, ন বাগাদিরিত্যুক্তার্থঃ । ‘জীবতি তু বংশে যুবা’ (পা০ হৃ০ ৪।১।১৬৩) ইতি অরণ্যং
পিত্রাদৌ বংশে জীবতি পৌত্রপ্রভৃতের্বদপত্যং, তং যুবসংজ্ঞকমিতি উষ্টবান্ । ত্রিরাপদনিষ্পত্তি-
প্রকারঃ সূচয়তি—তোরিতি । তুপ্রত্যয়স্ত অয়মাশিবি বিষয়ে তাতঙাদেশঃ ‘তুহোস্তাতঙা-
শিস্তস্ততরস্তান্’ (পা০ হৃ০ ৭।১।১০৫) ইতি অরণ্যং ইত্যর্থঃ । সূক্তপাতপ্রাপকং দর্শয়তি—
যদীতি ।

অনুতবাদিহস্ত প্রাপকভাবাং অপ্ৰাপ্তিরিতি শঙ্কতে—কথং পুনরিতি । উদগানস্ত
বুদ্ধাদিসন্নিধানাং তদেবতা প্রাজাপত্যাদিলক্ষণা কিং তস্মিন্ দেবতা ? কিং বা বর্ষবরাদি-
সন্নিধানাং তদেবতৈব তত্র দেবতা ? ইতি বিপ্রতিপত্তেরনুতবাদিহে শঙ্কিতে ব্রহ্মদত্তঃ শপথেন
নির্ণয়ং চকারেত্যাহ—উচ্যতে ইতি । প্রাণাষাক্সংযুক্তাং অগ্নে ষাশ্তো বহুদগায়দিতি সন্দ্বকঃ ।
নমু অম্মাত্তান্নিরসশব্দবাচো মুখ্যপ্রাণো দেবতাত্বাং ন উদগাতা ভবিতুমুৎসহতে, তত্রাহ—
মুখ্যেতি । উক্তার্থদ্যট্যায়ৈভ্যন্তমুপসংহরতি—ইতি বিজ্ঞান ইতি । উক্তরীত্যা শপথক্রিয়য়া
প্রাণ এবোল্লীষদেবতা, ইত্যস্মিন্ বিজ্ঞানে প্রত্যাহো বিশ্বাসস্তস্ত যদ্যচাং, তস্ত কর্তব্যতা-
মাখ্যায়িকয়া দর্শয়তি শ্রুতিরিতি যাবৎ । আখ্যায়িকার্থস্তৈব বাচেত্যাদিনোক্তেঃ পৌনরুক্ত্য-
মিত্যাশঙ্ক্যাহ—তমিমমিতি । শপথস্ত স্বাতন্ত্র্যেণ অপ্ৰামাণ্যেহপি শ্রুতিমূলতয়া প্রামাণ্য-
সিদ্ধান্তীতি ভাবঃ ॥ ৩৩ ॥ ২৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—‘তদ্ধাপি’ ইত্যাদি সেই এই অব্যবহিত পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে
একটা আখ্যায়িকাও শোনা যায়,—ব্রহ্মদত্তনামক চৈকিতানেয়, অর্থাৎ চিকিতানেয়
পুত্র—চৈকিতান, তাহার যুবা পুত্র—চৈকিতানেয় রাজাকে অর্থাৎ যজ্ঞীয় সোমরস
ভক্ষণ করিতে করিতে বলিয়াছিলেন । কি [বলিয়াছিলেন ?]—এই যে চমসহ
রাজা (সোম),—হাहा আমি ভক্ষণ করিতেছি ; তাহা, তাহার অর্থাৎ মিথ্যাবাদী
আমার সূক্তা—মন্ত্রক নিপাতিত করুক ; অর্থাৎ স্পষ্টরূপে শিরঃপাত করুক ; যদি
আমি মিথ্যাবাদী হইয়া থাকি । এখানে ‘বিপাতয়তাং’ বদীতে আশংসা অর্থে

লোট (‘তু’ প্রত্যয়) হইয়াছে ; শেষে সেই ‘তু’ স্থানে ‘তাতত্’ (তাৎ) আদেশ হইয়াছে । (বি+পাতয়+তু—তাৎ=বিপাতয়তাৎ) ।

ভাল, এখানে মিথ্যাবাদিতার সম্ভাবনা ছিল কিম্বে ? হাঁ, বলা হইতেছে,— অগ্ন্যস্ত—পূর্বতন ঋষিগণের যজ্ঞে উল্গাতাই মুখ্যপ্রাণবাচক ‘অগ্ন্যস্ত আঙ্গিরস’ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন, সেই অগ্ন্যস্ত উল্গাতা যদি বাক্ ও প্রাণাতিরিক্ত অপর কোনও দেবতাবোধে উল্গান করিয়া থাকেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি অনৃতবাদী হইয়াছি । [‘যদি আমি অনৃতবাদী হইয়া থাকি, তাহা হইলে] যজ্ঞ-দেবতা সেই বিপরীতবুদ্ধিসম্পন্ন আমার মন্তক নিপাতিত করুন’, এইরূপ শপথ করিয়াছিলেন । শ্রুতি ইহা দ্বারা বিজ্ঞানবিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয়ের আবশ্যকতা প্রদর্শন করিতেছেন । আখ্যায়িকা দ্বারা এই বিষয়টী অবধারিত করিয়া শ্রুতি এখন নিজের কণায় উপসংহার করিতেছেন—সেই অগ্ন্যস্ত আঙ্গিরস—উল্গাতা যে, প্রাণতত্ত্ব বাক্য ও নিজেরই আশ্রিত প্রাণের সাহায্যে উল্গান করিয়া-ছিলেন, এই সিদ্ধান্তই উল্গাতার উক্ত শপথ দ্বারা অবধারিত হইল বুঝিতে হইবে ॥ ৩৩ ॥ ২৪ ॥

তস্ম হৈতস্ম সান্নো যঃ স্বঃ বেদ, ভবতি হ্যস্ম স্বম্, তস্ম বৈ স্বর এব স্বম্, তস্মাদার্হিজ্যঃ করিণ্যন্ বাচি স্বরমিচ্ছত, তস্মা বাচা স্বরসম্পন্নয়ার্হিজ্যঃ কুর্য্যাৎ, তস্মাদ যজ্ঞে স্বরবন্তঃ দিদৃকন্ত এব, অথো যস্ম স্বঃ ভবতি ; ভবতি হ্যস্ম স্বম্, য এবমেতৎ সান্নঃ স্বঃ বেদ ॥ ৩৪ ॥ ২৫ ॥

সরলার্থঃ :—যঃ (জনঃ) তস্ম (প্রকৃতস্ম) এতস্ম (প্রত্যক্ষবৎ প্রতিপন্নস্ম) সান্নঃ (সাম-শব্দবাচ্যস্ত প্রাণস্ত) স্বঃ (ধনঃ রহস্যঃ) বেদ (বিজ্ঞানান্তি) ; অস্ম (বিদুষঃ) হ (অবধারণে) স্বঃ (ধনঃ) ভবতি । তস্ম (সামন্যঃ প্রাণস্ত) বৈ স্বরঃ (উদাত্তাদিরূপঃ) এব স্বঃ (ধনঃ) [ভবতি] ; তস্মাৎ (হেতোঃ) আর্হিজ্যঃ (ঋত্বিককর্ম—উল্গানঃ) করিণ্যন্ উল্গাতা বাচি (বাক্যবিষয়ে) স্বরম্ ইচ্ছত (ইচ্ছৎ, সান্নঃ ধনবন্তঃ সম্পাদয়িতুন্ উল্গাতা আশ্বনঃ স্বরসৌন্দর্য্য সাধয়েদিতি ভাবঃ) । তস্মা স্বরসম্পন্নয়া (স্বস্বরযুক্তয়া) বাচা আর্হিজ্যঃ (উল্গানঃ) কুর্য্যাৎ [উল্গাতা] ; [যস্মাৎ যজ্ঞে স্বরস্ত ঐদৃশী উপযোগিতা], তস্মাৎ এব যজ্ঞে স্বরবন্তঃ দিদৃকন্তে (দ্রষ্টুমিচ্ছন্তি) [জনাঃ] । অথো (অপি) যস্ম (জনস্ত) স্বঃ (ধনঃ) ভবতি, [তস্মপি যথা দিদৃকন্তে, তদ্বদিত্যর্থঃ] । [ইমানীং বিজ্ঞান-

কলমুপসংক্রীয়তে—] অস্ত (বিজ্ঞাতুঃ) হ স্বং (ধনমপি) ভবতি ; যঃ সায়ঃ এতৎ স্বম্ এবং (যথোক্তেন প্রকারেণ) বেদ (বেত্তি), [তন্ত্ৰৈতৎ ফলমিতি ভাবঃ] ॥ ৩৪ ॥ ২৫ ॥

মূলোপাসাদ :—যিনি পূর্বোক্ত এই প্রাণবাচক সামের স্ব অর্থাৎ ধনস্বরূপ রহস্য জানেন, নিশ্চয়ই তাঁহারও ধনলাভ হইয়া থাকে । স্বরই হইতেছে সেই সামের স্ব—ধন ; যিনি আর্হিজ্য—ঋত্বিক্-কার্য্য—উদগান করিবেন, তিনি অবশ্যই বাক্যে সুস্বর সম্পাদনে যত্নপর হইবেন—সুস্বরসম্পন্ন সেই বাক্য দ্বারা আর্হিজ্য কৰ্ম্ম করিবেন ; এই জগ্গই সুধীগণ যজ্ঞে সুস্বরসম্পন্ন উদগাতাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন, —জগতে বাহার ধন আছে, [তাহাকে যেরূপ দেখিতে ইচ্ছা করে,] তদ্রূপ । যে লোক সামের যথোক্তপ্রকার এই স্বরবিজ্ঞান জানেন, তাঁহারও ঐ প্রকার ফললাভ হইয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥ ২৫ ॥

শাকরভাষ্যম্ :—তস্ত হৈতস্ত । তন্ত্ৰৈতি প্রকৃতং প্রাণমভিসম্ব্যতি । ত এতন্ত্ৰৈতি মুখাঃ ব্যাপদিশ্যভিনয়েন । সায়ঃ সামশব্দবাচ্যস্ত প্রাণস্ত, যঃ স্বং ধনং বেদ ; তস্ত হ কিং জ্ঞাৎ ? ভবতি হ্যস্ত স্বম্ । ফলেন প্রলোভ্য অভিমুখীকৃত্য গুহ্যমবে আহ—তস্ত বৈ সায়ঃ স্বর এব স্বম্ । স্বর ইতি কৰ্ত্তৃগতং মাধুর্য্যম্ ; তদেবাস্ত স্বং বিভূষণম্, তেন হি ভূষিতমৃদ্ধিমং লক্ষ্যতে উদগানম্ । যজ্ঞাদেবম্, তজ্ঞাদার্হিজ্যং ঋত্বিক্-কৰ্ম্ম উদগানং করিষ্যন্ বাচি বিবয়ে, বাচি বাগাপ্রিতং স্বরমিচ্ছেত ইচ্ছেৎ ; সায়ো ধনবস্তাং স্বরেণ চিকীৰ্ষুর্দগাতা । ইদন্ত প্রাসঙ্গিকং বিধীয়তে ; সায়ঃ সৌস্বৰ্য্যেণ স্বরবন্ধপ্রত্যয়ে কৰ্ত্তব্যো, ইচ্ছামাত্রেন সৌস্বৰ্য্যং ন ভবতীতি দস্তধাবন-তৈলপানাদি সামর্থ্যাৎ কৰ্ত্তব্যমিত্যর্থঃ । তয়ৈবং সংস্কৃতয়া বাচা স্বরসম্পন্নয়া আর্হিজ্যং কুর্যাৎ । তজ্ঞাৎ—যজ্ঞাৎ সায়ঃ স্বভূতঃ স্বরঃ, তেন যেন তেন ভূষিতং সাম ; অতো যজ্ঞে স্বরবস্তম্ উদগাতারং দিদ্গুস্ত এব ত্রুদ্গুমিচ্ছন্তি এব—ধনিনমিব লৌকিকাঃ । প্রসিদ্ধং হি লোকে, অথো অপি যস্ত স্বং ধনং ভবতি, তং ধনিনং দিদ্গুস্তে ইতি । সিদ্ধস্ত গুণবিজ্ঞানফলসম্বন্ধত্বোপসংহারঃ ক্রিয়তে,—ভবতি হ্যস্ত স্বম্, য এবশেতৎ সায়ঃ স্বং বেদেতি ॥ ৩৪ ॥ ২৫ ॥

টকা । উল্লীধদেবতা প্রাণ এবৈতি নির্দ্ধাৰ্য্য স্বরবর্ণপ্রতিষ্ঠাণ্ডবিধানার্থম্ উত্তরকণ্ঠিকাভ্র-মবতায়ত্তি—তন্ত্ৰেতাদিনা । কিমিত্যাদৌ কলমভিলপ্যতে, তত্রাহ—কলেনেতি । সৌস্বৰ্য্যং সায়ো ভূষণমিত্যজ্ঞাতুভবমমুকুলরতি—তেন হীতি । কথং তর্হি . কৰ্ত্তৃগতং মাধুর্য্যং সম্পাদনীয়-

মিত্যাশঙ্ক্যাহ—বসাদিতি । প্রাণোহঃ মমৈব সীতিভাবাপন্নত্ব সৌখ্যং ধনমিতি প্রকৃতে
 প্রাণবিজ্ঞানে গুণবিশিষ্টবিক্রিত্যন্তে, কিমিত্যাদ্যাত্মরত্নং কর্তব্যমুপদিষ্টতে ? ইত্যশঙ্ক্য দুষ্ট-
 কলতরা, ইত্যাহ—ইদং দ্বিতি । অথেষ্টাঃ কর্তব্যত্বেন বিহিতাঃ তাবদ্যত্র সিদ্ধেপি কথং
 সৌখ্যং সিধ্যৎ, নহি স্বর্গকামনামাশ্রয়ে স্বর্গঃ সিধ্যতি, অত আহ—সাম ইতি । তত্ত্ব
 স্বরত্বেন তচ্ছকিতস্ত প্রাণতোপাসকাস্বকস্ত স্বরবত্বপ্রত্যয়ে কার্যে সতি বিহিতেচ্ছামাশ্রয়ে সামঃ
 সৌখ্যং ন ভবতি, ইত্যাত্মং সামর্থ্যাৎ দত্তধাবনাদি কর্তব্যমিত্যোক্তং অত্র বিধিৎসিতমিতি
 যোজনা । সৌখ্যন্ত সামভূষণে গমকমাহ—তদ্যাদিতি । দুষ্টান্বয়মনস্তরবাক্যাবষ্টেভেন স্পষ্টমিতি—
 প্রসিদ্ধং হীতি । ভবতি হান্ত্বমিতি প্রাগেবোক্তত্বাৎ অনর্থিকা পুনরুক্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—
 সিদ্ধান্তেতি ॥ ৩৪ ॥ ২০ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—“তত্ত্ব হৈতত্ত্ব” ইত্যাদি । প্রস্তাবিত প্রাণের সহিত
 ‘তত্ত্ব’ পদের সম্বন্ধ ; ‘এতত্ত্ব’ শব্দে মূখ্য প্রাণকে প্রত্যক্ষবৎ নির্দেশ করা হই-
 রাচ্ছে । ‘সামঃ’ অর্থ—সাম-শব্দ-বাচ্য প্রাণের । যে ব্যক্তি [পূর্বোক্ত এই সাম-
 শব্দবাচ্য প্রাণের] স্ব অর্থাৎ ধন জানেন ; তাহার কি হয় ? [উত্তর—] নিশ্চয়ই
 তাহার স্ব (ধন) হয় । এইরূপ ফল কখন দ্বারা লোককে প্রলোভিত ও অভি-
 মুখীভূত করিয়া (শুক্রযু করিয়া) তাহার উদ্দেশ্যে বলিতেছেন—স্বরই হইতেছে
 পূর্বোক্ত সামের স্ব (ধন) । এখানে ‘স্বর’ অর্থ কণ্ঠগত মাধুর্য্য, (বাহার দরুন
 লোককে ‘স্বকণ্ঠ’ বলা হয়) ; তাহাই [শব্দময়] সামের ভূষণ ; সেই স্বস্বরে ভূষিত
 হইলেই উদগানকে ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট বলিয়া মনে করিতে হয় । যেহেতু স্বরই সামের
 সম্পদ ; সেই হেতু আত্মিজ্য—ঋত্বিকের কার্য্য—উদগান করিবার পূর্বে উদগাতা যদি
 স্বরসম্পদের দ্বারা সামকে ধনী করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে, বাক্যবিষয়ে
 অর্থাৎ বাক্যগত স্বস্বর সম্পাদনে বহু করিবেন । এই যে, স্বস্বরের বিধান, ইহা
 প্রাসঙ্গিকমাত্র ; কেন না, উত্তম স্বর দ্বারা যদি সামকে স্বরসম্পন্ন করিতে হয়,
 তাহা কেবল ইচ্ছামাত্রে হয় না ; পরন্তু তাহার জন্ত দত্তধাবন ও তৈলপানাদি
 কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয় । [উদগাতা] এইরূপ সুসংস্কৃত স্বরসম্পন্ন বাক্য
 দ্বারা আত্মিজ্য (উদগান) করিবেন । সেই হেতু,—যেহেতু স্বরই হইতেছে সামের
 স্ব—ধনস্বরূপ, এবং তাহা দ্বারাই সাম শোভিত হয় ; সেই হেতুই যজ্ঞে ধনীর
 ভ্রাতৃ স্বরসম্পন্ন (স্বকণ্ঠ) উদগাতাকেই সাধারণ লোকে দেখিতে ইচ্ছা করে ।
 জগতে ইহা প্রসিদ্ধই আছে, বাহার ধন থাকে, সেই ধনী ব্যক্তিকে সকলে দেখিতে
 ইচ্ছা করে । প্রথমেই যে গুণবিজ্ঞানের ফল নিরূপিত হইয়াছে, এখানে সেই
 ফলপ্রাপ্তিরই উপসংহার করা হইতেছে মাত্র—‘ভবতি হ অস্ত স্ব’—
 তাহারও ধনলাভ হয়, যিনি সামের উক্তপ্রকার ‘স্ব’ (স্বরসম্পদ) জানেন ॥ ৩৪ ॥ ২০ ॥

তত্ত্ব হৈতত্ত্ব সান্নো যঃ স্ববর্ণং বেদ, ভবতি হান্ত্ব স্ববর্ণম্,
তত্ত্ব বৈ স্বর এব স্ব-বর্ণম্, ভবতি হান্ত্ব স্ব-বর্ণম্, য এবমেতৎ
সান্নঃ স্ব-বর্ণং বেদ ॥ ৩৫ ॥ ২৬ ॥

সরলার্থঃ :—অথাত্তোহপি সান্নো গুণো বিধীয়তে—তত্ত্বত্যাদিনা ।
যঃ (জনঃ) তত্ত্ব (পূৰ্ব্বোক্তস্য) এতস্য (প্রাণাভিধেয়স্য) সান্নঃ হ স্ববর্ণং
(বর্ণসৌষ্ঠবং) বেদ, অস্য (বিদ্বঃ) হ (অপি) স্ববর্ণং (বর্ণোৎকর্ষঃ) ভবতি ।
তস্য (সান্নঃ) বৈ (প্রসিদ্ধৌ) স্বর এব স্ববর্ণম্ । [গুণবিজ্ঞানফলমুপসংহ্রীয়তে—]
যঃ সান্নঃ এতৎ স্ববর্ণম্ এবং (যথোক্তপ্রকারেণ) বেদ, অস্য (বিদ্বঃ) হ স্ববর্ণং
ভবতি ইত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥ ২৬ ॥

মূলানুবাদ :—এখানে সামের আরও একটা গুণের বিধান
করা হইতেছে—যে লোক সেই এই সামের স্ববর্ণ (বর্ণগত উৎকর্ষ—
স্বরবিশেষ) জানেন, তাঁহারও বর্ণোৎকর্ষ লাভ হয় ; স্বরই তাহার স্ব-বর্ণ ।
পুনশ্চ বিজ্ঞানফল বলিতেছেন—যে লোক সামের এই যথোক্তপ্রকার স্ববর্ণ
অবগত হন, তাঁহারও বর্ণোৎকর্ষ লাভ হইয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥ ২৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ :—অথাত্তো গুণঃ স্ববর্ণব্রহ্মলক্ষণো বিধীয়তে । অসাবপি
সৌবর্ণ্যমেব । এতাবান্ বিশেষঃ—পূৰ্ব্বং কৰ্ত্ত্বগতমাবুধ্যাম্ ; ইদম্ লাক্ষণিকং
স্ববর্ণশব্দবাচ্যম্ । তস্য হৈতস্য সান্নো যঃ স্ববর্ণং বেদ, ভবতি হান্ত্ব স্ববর্ণম্ ; স্ববর্ণ-
শব্দ-সামান্ত্র্যং স্বরস্ববর্ণয়োঃ । লৌকিকমেব স্ববর্ণং গুণবিজ্ঞানফলং ভবতীত্যর্থঃ ।
তস্য বৈ স্বর এব স্ববর্ণম্ ; ভবতি হান্ত্ব স্ববর্ণম্, য এবমেতৎ সান্নঃ স্ববর্ণং বেদেতি
পূৰ্ব্ববৎ সৰ্বম্ ॥ ৩৫ ॥ ২৬ ॥

টিকা । সান্নো গুণান্তরমবতারয়তি—অথেতি । তহি পুনরুক্তিঃ স্তাৎ, তত্রাহ—এত-
বানিতি । লাক্ষণিকং—কৰ্ত্ত্বোহং বর্ণো দন্ত্যোহয়মিতিলক্ষণজ্ঞানপূৰ্ব্বকং হৃৎ বর্ণোচ্চারণঃ
নমৈব সামশ্লিতপ্রাপ্ততত্ত্ব ধনমিতি যাবৎ । লাক্ষণিকসৌমধ্যগুণবৎ-প্রাণবিজ্ঞানবতো যথোক্ত-
ফললাভে হেতুর্মাহ—স্ববর্ণশব্দেতি । বাক্যার্থমাহ—লৌকিকমেবেতি । কলেন প্রলোভ্য
অভিমুখীকৃত্য, কিং তৎ স্ববর্ণমিতি গুরুতবে ক্রতে—তত্ত্বেতি । গুণবিজ্ঞানফলমুপসংহ্রীয়তি—
ভবতীতি । সামন্ত্র্যবাস্তব্যং প্রাপ্ত ব্রহ্মপত্নীত্বমিতি যাবৎ ॥ ৩৫ ॥ ২৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—অতঃপর সামের স্ববর্ণশালিত্ব আর একটা গুণ বিহিত
হইতেছে । এই স্ববর্ণও স্বরগত উৎকর্ষ ভিন্ন আর কিছুই নহে ; এইমাত্র বিশেষ
যে, পূৰ্ব্বোক্ত গুণটা কৰ্ত্ত্বগত মাধ্যম্য, আর এই গুণটা হইতেছে লাক্ষণিক—ইহা

দন্ত্য' 'ইহা কৰ্ত্তা' ইত্যাদি লক্ষণানুযায়ী উত্তম শব্দোচ্চারণ মাত্র ; ইহাই এখানে 'স্ববর্ণ' শব্দের অর্থ । যে ব্যক্তি সেই এই সামের স্ববর্ণ জানেন, তাহারও স্ববর্ণ (বর্ণোচ্চারণে পটুতা অথবা কাঞ্চনপ্রাপ্তি) হইয়া থাকে । কারণ, স্ববর্ণ শব্দটী যেমন স্ববোধক, তেমনি কাঞ্চনেরও বাচক, অতএব লোকপ্রসিদ্ধ স্ববর্ণলাভই যথোক্ত গুণবিজ্ঞানের কল । স্ববই তাহার (সামের) স্ববর্ণ । যিনি সামের যথোক্ত স্ববর্ণতত্ত্ব জানেন, তাহারও স্ববর্ণলাভ হইয়া থাকে । ইহান অপরাংশেব ব্যাখ্যা পূৰ্ণবৎ ॥ ৩১ ॥ ২৬ ॥

তস্ম হৈতস্ম সাম্নো যঃ প্রতিষ্ঠাং বেদ, প্রতি হ তিষ্ঠতি ;
তস্ম বৈ বাগেব প্রতিষ্ঠা বাচি হি খল্বেষ এতৎ প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিতো
গীয়েতেহম ইতু্য হৈক আলঃ ॥ ৩৬ ॥ ২৭ ॥

সরলার্থঃ :—যঃ (জন,) তস্ম পক্ষোক্তস্য) এতস্য সামঃ প্রাণস্য ।
প্রতিষ্ঠাং (আশ্রয়স্থান-) বেদ, [সঃ বিদ্বান্ । হ্ কিল । প্রতিষ্ঠিতি প্রতিষ্ঠা
নভতে) । [কার্সো প্রতিষ্ঠা ? ইত্যাহ —, বাক এন তস্য । সাম্যভিধেয়স্য
প্রতিষ্ঠা (প্রতিষ্ঠিতি অস্যাম্ ইতি প্রতিষ্ঠা—আশ্রয়ঃ) । [কৃতঃ ?] চি, যস্মাৎ,
এষঃ প্রাণঃ বাচি খন্ (নিশ্চয়ে প্রতিষ্ঠিতঃ 'সন্) এতৎ (গান গীয়েত,
এক হ (অস্ত্রে পুনঃ) অগ্নে [প্রতিষ্ঠিতো গীয়েত । ইতি উ (বিতর্কে) মাহঃ
(কথয়ন্তি) ॥ ৩৬ ॥ ২৭ ॥

মূলানুবাদঃ :—যে ব্যক্তি এই সাম-নামক প্রাণের প্রতিষ্ঠা
(আশ্রয়স্থান) জানেন, তিনি নিশ্চয়ই প্রতিষ্ঠাবান্ হন । বাক্ই হইতেছে
ইহার প্রতিষ্ঠা : কারণ, এই সামাখ্য প্রাণ বাক্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই
গীতির আকারে গীত হইয়া থাকে । অপর কেহ কেহ বলেন—অগ্নে
[প্রতিষ্ঠিত হইয়া গীত হইয়া থাকে] ॥ ৩৬ ॥ ২৭ ॥

শাক্তরত্নাশ্রমঃ :—তথা প্রতিষ্ঠাগুণ, বিদ্বিসম্বাহ—তস্য হৈতস্য সামো
যঃ প্রতিষ্ঠাং বেদ ; প্রতিষ্ঠিতস্যামিতি প্রতিষ্ঠা—বাক্ ; তাং প্রতিষ্ঠাং সামো
গুণং যো বেদ, স প্রতিষ্ঠিতি হ । “তং যথা যথোপাসতে” ইতি শ্রুতে:
তদগুণং যুক্তম্ ।

পূৰ্ণবৎ ফলেন প্রতিলোভিতার 'কা প্রতিষ্ঠা' ইতি শুদ্ধভাবে আহ—তস্য বৈ
সামো বাগেব । বাগিতি জিহ্বামূলদীনাং স্থানানামাখ্যা ; সৈব প্রতিষ্ঠা ।

তদাহ—বাচি হি জিহ্বাম্বাদিহু হি বস্মাৎ প্রতিষ্ঠিতঃ সন্ এষ প্রাণ এতদ্
গানং গীয়তে—গীতিভাবমাপত্ততে, তস্মাৎ সান্নঃ প্রতিষ্ঠা বাক্ । অগ্নে প্রতিষ্ঠিতো
গীয়ত ইত্যা ই একে অগ্নে আহঃ ; ইহ প্রতিষ্ঠিতীতি বক্তৃম্ । অনিন্দিতবাদ্
একীয়পক্ষস্য বিকল্পেন প্রতিষ্ঠাশুণবিজ্ঞান কুর্যাৎ বাগ্ বা প্রতিষ্ঠা, অগ্নঃ
বেতি ॥ ৩৬ ॥ ২৭ ॥

টীকা । উপাশ্রুত প্রতিষ্ঠাশুণ্বেষপি কল্পনুপাসকস্ত এতৎপ্রব, তদাহ—তং যথেন্তি ।
আদিপদাৎ উরঃ-শিরঃ-কণ্ঠ-নভোষ্ঠ-নাসিকা-তালুনি গৃহীত্ব । কিমিচ্ছৌ স্থানানি বাক্-
ইচ্ছাচ্চেষ্টে, তত্রাহ—বাচি গীতি । পক্ষান্তরমাত—অগ্ন ইতি । অগ্নয়দেন এংপরিণামো দেহো
গৃহীতে । একীয়পক্ষে যুক্তিমাত—ইতিহি । কথং তর্জি প্রতিষ্ঠাশুণস্ত প্রাণস্ত বিজ্ঞানঃ
কল্প্যমত আহ—অনিন্দিতবাদিতি ॥ ৩৬ ॥ ২৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—সেইরূপ সামান্য প্রাণের প্রতিষ্ঠানামক অপর একটী
শুণ বিধানের দ্বারা বলিতেছেন—যে লোক সেই এর সামের প্রতিষ্ঠা জানেন
ইত্যাদি । প্রাণ বাচ্য উপরে প্রতিষ্ঠা (স্থিতি) লাভ কবে, তাহার নাম—
প্রতিষ্ঠা, প্রতিষ্ঠা অর্থ—বাক্ ; অর্থাৎ যে লোক সামের সেই প্রতিষ্ঠা শুণ জানেন,
তিনি নিজেও প্রতিষ্ঠা লাভ কবেন । 'তাহাকে যে সে ভাবে উপাসনা করে,
[উপাসক সেই সেই ভাবেই প্রাপ্ত হয়'], এইরূপ অর্থ প্রতি অনুসারে উপা-
সকের ঐক্য শুণলাভ যুক্তিসঙ্গতই বটে ।

পূর্বের দ্বারা এখানেও শুণশ্রবণে প্রলোভিত উক্তক এবং 'প্রতিষ্ঠা'
তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছেন বাক্—ই উক্ত সামের
প্রতিষ্ঠা ; বাক্ শব্দটী বর্ণোচ্চারণ-স্থান জিহ্বাম্বাদি নাম, তাহাই প্রতিষ্ঠা-
স্বরূপ । যেহেতু উক্ত প্রাণ জিহ্বাম্বল প্রভৃতি শব্দোচ্চারণ-স্থানে আশ্রিত
থাকিয়াই লানরূপে গীত হয়, অর্থাৎ গীতিভাব প্রাপ্ত হয়, সেই হেতুই
। বুঝিতে হইবে যে, বাক্ই সামের প্রতিষ্ঠা-স্থান । অপর কেহ কেহ
বলেন যে, অগ্নে অগ্নয় দেহে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই গীতিভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে ;
এই কারণে অগ্নে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই যুক্তিসঙ্গত । [বাহ্য হউক,] এই অপর
পক্ষও যখন অনিন্দনীয়, অর্থাৎ কোনপ্রকার প্রমাণবিকল্প নয়, তখন বিকল্প-
রূপে প্রতিষ্ঠাশুণের উপাসনা করিবে,—হয় অগ্নকেই প্রতিষ্ঠাশুণরূপে চিন্তা
করিবে, না হয় বাক্কেই প্রতিষ্ঠা-শুণবিশিষ্টরূপে চিন্তা করিবে ॥ ৩৬ ॥ ২৭ ॥

অথাতঃ পবমানানামেবাত্যারোহঃ, স বৈ খলু প্রস্তোতা সাম
প্রস্তোতি, স যত্র প্রস্তয়াৎ তদেতানি জপেৎ ।

“অসতো মা সদগময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়;

মৃত্যোর্ম্মাহমৃতং গময়েতি ।

‘স বদাহাসতো মা সদগময়েতি, মৃত্যুর্বে। অসৎ, সদমৃতং মৃত্যোর্ম্মাহমৃতং গময়ামৃতং মা কুর্বিতে্যেবৈতদাহ ; তমসো মা জ্যোতির্গময়েতি, মৃত্যুর্বে তমো জ্যোতিরমৃতং মৃত্যোর্ম্মাহমৃতং গময়ামৃতং মা কুর্বিতে্যেবৈতদাহ ; মৃত্যোর্ম্মাহমৃতং গময়েতি, নাত্র তিরোহিতমিবাশ্চি । অথ যানীতরাণি স্তোত্রাণি, তেষা-
হ্ননেহ্নমাত্মমাগায়েৎ, তস্মাদু তেষু বরং বৃণীত যং কামং কাময়েত তৎ স এষ এবশ্চিদুদগাতাত্মানে বা যজমানায় বা যং কামং কাময়েত তমাগায়তি, তন্মৈতল্লোকজিদ্বে ন হৈবালোক্যতয়া আশাস্তি, য এবমেতৎ সাম বেদ ॥ ৩৭ ॥ ২৮ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য তৃতীয়ং ব্রাহ্মণম্ ॥ ১ ॥ ৩ ॥

সম্বলার্থঃ ।—সাম্প্রত প্রাণবিজ্ঞানবতো জপকর্ম্ম বিধীয়তে -‘অথাৎ’ ইত্যাদিভিঃ । অথ (অনন্তরং), অতঃ (অতঃ—বস্মাৎ বিভবা প্রযোজ্যমান জপকর্ম্ম দেবভাবপ্রাপ্তিকল্পম্, তস্মাৎ হেতোঃ । পবমানানাম্ পবমান-সংজ্ঞকানা ব্রহ্মাণা বজ্রবাম্, অভ্যারোহঃ জপকর্ম্ম ; অতি—অতিমগোন আরোহতি দেবভাবম্ অনেন জপকর্ম্মণা, ইতি অভ্যারোহঃ ; জপকর্ম্মণঃ সংজ্ঞেবা [বিধীয়তে] । সঃ (প্রসিদ্ধঃ), প্রস্তোতা (প্রস্তাবাধ্য-স্তোত্রপাঠকঃ) বৈ বলু (নিশ্চয়ে) সাম প্রস্তোতি (প্রস্তাব-পঠতি) ; সঃ বত্র (যন্মিন্ কালে) প্রস্তবাসং (স্বকর্তব্যং সমাচরেৎ), তৎ (তদা), এতানি (বক্ষ্যমাণানি জীণি বজ্রং) জপেৎ—(১) অসতঃ মা (মাং, সং (ব্রহ্ম) গময় ; (২) তমসঃ (অজ্ঞানং) মা (মাং) জ্যোতিঃ (স্বপ্রকাশং ব্রহ্ম) গময় ; (৩) মৃত্যোঃ [সকাশং] মা (মাং, অমৃতং (মুক্তি) গময় ইতি । [ব্রহ্মাণামর্থম্ অতি-জর্জরোদতয়া ঋতিঃ স্বরমেব ব্যক্তীকরোতি—) সঃ (ব্রহ্মঃ), বৎ আহ—অসতঃ মা সং গময়—ইতি ; (তত্ত্বারমর্থঃ—) ।

মৃত্যুঃ (মরণহেতুভূতে স্বাভাবিকে জ্ঞান-কর্ম্মণী), বৈ (এব) অসৎ, (অসংকলক-ত্বাৎ) ; তপা অমৃতং (মরণনিবারকে শাস্ত্রীয়ে জ্ঞান-কর্ম্মণী চ) সং, (সত্বাবহেতু-ত্বাৎ) ; (তত্ত্বচ) মা (মাং) । মৃত্যোঃ (স্বাভাবিকজ্ঞান-কর্ম্মলক্ষণাৎ) অমৃতং

(শাস্ত্রীয়-জ্ঞানকর্ণী) গময় (প্রাপয়),—মা (মাং) অমৃতং কুরু ইত্যেব এতৎ (ব্রাহ্মণং) আহ (কথিতবৎ) । তমসঃ মা জ্যোতিঃ গময়—ইতি, [অন্ত্যায়মর্থঃ—] মৃত্যুঃ বৈ (এব) তমঃ (অজ্ঞানং, অজ্ঞানং হি মরণহেতুত্বাৎ মৃত্যুকৃত্যতে,) জ্যোতিঃ (জ্ঞানং) অমৃতং, (অমরণহেতুত্বাৎ জ্যোতিষোহমৃতম্) ; [ততশ্চ] মৃত্যোঃ (অজ্ঞানলক্ষণাং) মা (মাং) অমৃতং (প্রকাশলক্ষণং জ্ঞানং) গময় (প্রাপয়),—মাম্ অমৃতং কুরু ইত্যেব এতৎ (ব্রাহ্মণং) আহ । মৃত্যোঃ (উক্তলক্ষণাং) মা (মাং) অমৃতং (অমরণভাবং) গময় (প্রাপয়)—ইত্যত্র তিরোহিতমিব (অস্পষ্টার্থম্—ব্যাখ্যায়োগাৎ) [কিঞ্চিদপি] নাস্তি, [অতো নৈতৎ ব্যাখ্যায়তে] ।

অথ (যজমানোদগানানন্তরম্) বানি ইতরাণি (অবশিষ্টানি) স্তোত্রাণি [সন্তি], তেষু অনাঙ্গং (স্তোত্রং) আত্মনে (আত্মন উপকারার্থম্) আগাদেৎ (প্রাপবিদ্ উল্গাতা প্রাপবদেব উদগানং কুর্য্যাৎ) । [বস্মাৎ হেতোঃ,] সঃ এবঃ এবংবিদ্ উদগাতা আত্মনে বা (আত্মার্থং বা) যজমানায় বা বৎ কামং কাময়তে (যৎ ফলং সাধয়িতুম্ ইচ্ছতি), তং কামম্ আগায়তি (সম্যক্ গায়তি), তস্মাৎ (হেতোঃ) তেষু (যজমানসম্বন্ধিষু স্তোত্রেষু) [প্রযজ্যমানেষু] উ [যজমানঃ] বৎ কামং (ফলং) কাময়তে (অভিলষতি) তং বরং বরীত (প্রার্থয়েৎ) । যঃ (যঃ কশ্চিৎ) এতৎ নাম (প্রাণং) এবং (যথোক্তেন প্রকারেণ) বেদ (বিজ্ঞানাতি), [তত্শ্চেতৎ কলমুচ্যতে—] তং (যথোক্তং) এতৎ (প্রাণাত্মদর্শনং) হ লোকজিৎ (প্রাণাত্মলোকসাধনং) এব (নিশ্চয়ে), নৈব হ অলোক্যতারাঃ (লোকপ্রাপ্ত্যভাবস্ত) আশা (আশঙ্কা) অস্তি ; (সর্বথাপি লোকপ্রাপ্তিসাধনমেষেবতং প্রাণাত্মবিজ্ঞানমিতার্থঃ) ॥ ৩৭ ॥ ২৮ ॥

মুক্তান্তরানন্দঃ :—সম্প্রতি “অথাতঃ” ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রাণ-বিজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির জপক্রিয়া বিহিত হইতেছে—

অতঃপর পবমানসংস্কৃত তিনটি মন্ত্রের অভ্যাসের (দেবত্বপ্রাপক জপকর্ম) কথিত হইতেছে । সেই প্রস্তোতা (প্রস্তাবনামক অংশ-বিশেষের পাঠক) সাম প্রস্তুত করিয়া থাকেন অর্থাৎ প্রস্তাবনামক সামাংশ পাঠ করিয়া থাকেন । তিনি যখন প্রস্তাব পাঠ করিবেন, তখন এই [তিনটি মন্ত্র] জপ করিবেন,—‘অসতঃ মা সৎ গময়’, ‘তমসঃ মা জ্যোতিঃ গময়’, ‘মৃত্যোঃ মা অমৃতং গময়’ ইতি । [শ্রুতি নিকটেই এই মন্ত্রার্থ বলিয়া ‘দিত্তেছেন—] ‘অসতো মা সৎ গময়’ এই মন্ত্রটি যাক্কা

বলিয়াছেন, তাহাতে এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন—‘অসং অর্থ—মৃত্যু ; আর ‘সং’ অর্থ—অমৃত ; [স্তুতরাং, ইহার অর্থ হইতেছে যে,] আমাকে মৃত্যু হইতে অমৃতে লইয়া যাও, অর্থাৎ আমাকে অমৃত (অমর) কর । ‘তমসো মা জ্যোতিঃ গময়, এই মন্ত্রেও এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন—‘তমঃ’ অর্থ—অজ্ঞানাত্মক মৃত্যু, আর ‘জ্যোতিঃ’ অর্থ—প্রকাশাত্মক জ্ঞান ; [স্তুতরাং অর্থ হইতেছে যে,] আমাকে অজ্ঞানাত্মক মৃত্যু হইতে জ্যোতিঃস্বরূপ অমৃতে লইয়া যাও, অর্থাৎ আমাকে অমৃত কর । আর, ‘মৃত্যোঃ মা অমৃতং গময়’ এই মন্ত্রে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার কোন অংশই তিরোহিত—অসম্পর্ক নাই ; [স্তুতরাং, ইহার অর্থ প্রকাশ করা শ্রুতির আবশ্যক হয় নাই ; ইহার অর্থ হইতেছে—মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া যাও ।]

অতঃপর আর যে (ছয়টি) স্তোত্র অবশিষ্ট রহিল, তন্মধ্যে অন্নাত্ত (অন্নভোগ বাহার ফল, সেই) স্তোত্র [প্রাণের স্থায় প্রস্তুতাত্ত] আপনার জন্ম গান করিবেন । যেহেতু, এবংবিধ জ্ঞানসম্পন্ন উৎপাত্ত আপনার জন্ম কিংবা যজ্ঞমানের জন্ম যে ফল কামনা করেন, তাহাই গান করেন, অর্থাৎ গানের দ্বারা সেই সেই ফল সম্পাদন করেন, সেই হেতুই অবশিষ্ট স্তোত্রপাঠের সময় যজ্ঞমান যে কোনও ফল কামনা করেন, তদ্বিষয়েই বর প্রার্থনা করিবেন । যে ব্যক্তি এই সামসংস্কৃত প্রাণকে যথোক্ত প্রকারে অবগত হন, তিনি নিশ্চয়ই এই প্রাণাত্ম-লোক (প্রাণাত্মভাব) জয় করেন, কখনই তাহার অলোক্যতার অর্থাৎ প্রাণাত্মভাবপ্রাপ্তির অভাবাশঙ্কা থাকে না । [তিনি নিজেই যখন প্রাণ-স্বরূপ হইয়া যান, তখন তাহার ত আর অপ্রাপ্তির সম্ভাবনা হইতেই পারে না] ॥ ৩৭ ॥ ২৮ ॥

[ইতি প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয় ব্রাহ্মণ ব্যাখ্যা ॥ ১ ॥ ৩ ॥]

শাক্তরভ্যাস্যম্ :—এবং প্রাণবিজ্ঞানবতো জপকর্ম বিধিঃস্তুতে ।
বহিঃজ্ঞানবতো জপকর্মধ্যাক্ষিকারঃ, তদ্বিজ্ঞানমুক্তম্ ।
অধানন্তরম্, যদ্ব্যক্টেবং
বিদ্বা প্রযুক্ত্যমানং দেবভাবায় অভ্যাসোহকলং জপকর্ম, অতঃ তন্মহা তদ্বি-

ধীরতে ইহ । তত্ত চ উল্লীখ্যস্বক্কাং সৰ্বত্র প্রাপ্তৌ পবমানানামিতি বচনাৎ, পবমানেষু ত্রিষপি কর্তব্যতারাং প্রাপ্তারাং পুনঃ কালসঙ্কোচং করোতি—স বৈ খলু প্রস্তোতা সাম প্রস্তোতি । স প্রস্তোতা, যত্র যস্মিন্ কালে সাম প্রস্তরাং প্রারভেত, তস্মিন্ কালে এতানি জপেৎ । অস্ত চ জপকৰ্ম্মণ আখ্যা ‘অভ্যারোহঃ’ ইতি । আভিযুখোন আরোহতি অনেন জপকৰ্ম্মণা একবিং দেবভাবমাশ্বানম্—ইত্যভ্যারোহঃ । এতানীতি বহুবচনাৎ ত্রীণি যজ্ঞবিঃ । দ্বিতীয়ানির্দেশাদ্ ব্রাহ্মণোৎপন্নত্বাচ্চ যথাপঠিত এব স্বরঃ প্রযোক্তব্যঃ, ন মাত্রঃ । যাজ্ঞমানং জপকৰ্ম্ম । ১

এতানি তানি যজ্ঞংসি—“অসতো মা সদগময়,” “তমসো মা জ্যোতির্গময়,” “মৃত্যোর্ম্মাহমৃতং গময়” ইতি । মন্ত্রাগামর্থস্তিরোহিতো ভবতীতি স্বরমেব ব্যাচষ্টে ব্রাহ্মণং মন্ত্রার্থম্—স মন্তো বদাহ যজ্ঞবান্ ; কোহসাবর্থঃ ? ইত্যাচ্যতে—“অসতো মা সদগময়” ইতি । মৃত্যুর্কৈ’ অসৎ—স্বাভাবিককৰ্ম্ম-বিজ্ঞানে মৃত্যুরিত্যুচ্যেতে ; অসদ্ অত্যন্তাধোভাবহেতুত্বাৎ ; সৎ অমৃতম্—সৎ শাস্ত্রীয়কৰ্ম্মবিজ্ঞানে, অমরণ-হেতুত্বাদমৃতম্ । তস্মাৎ অসতঃ অসৎকৰ্ম্মণোহজ্ঞানাচ্চ মা মাং সৎ শাস্ত্রীয়কৰ্ম্ম-বিজ্ঞানে গময় দেবভাবসাধনাস্বভাবম্ আপাদয়েত্যর্থঃ । তত্র বাক্যার্থমাহ—অমৃতং মা কুরু, ইত্যেবৈতদাহেতি । ২

তথা, “তমসো মা জ্যোতির্গময়” ইতি । মৃত্যুর্কৈ’ তমঃ, সৰ্বং হি অজ্ঞানম্ আবরণাশ্বকত্বাৎ তমঃ, তদেব চ মরণহেতুত্বাৎ মৃত্যুঃ । জ্যোতিঃ অমৃতং পূৰ্ব্বোক্তবিপরীতং দৈবং স্বরূপম্ । প্রকাশাশ্বকত্বাজ্ঞানং জ্যোতিঃ, তদেবামৃতম্ অবিনাশাশ্বকত্বাৎ ; তস্মাৎ তমসো মা জ্যোতির্গময়েতি । পূৰ্ব্ববৎ মৃত্যোর্ম্মাহমৃতং গময়েত্যাদি ; অমৃতং মা কুৰ্ব্বিত্যেবৈতদাহ—দৈবং প্রাপ্যপত্যং কলভাব-মাপাদয়েত্যর্থঃ । ৩

পূৰ্ব্বো মন্ত্রোহসাধনস্বভাবাৎ সাধনভাবমাপাদয়েতি ; দ্বিতীয়স্ত সাধনভাবাদপি অজ্ঞানরূপাৎ সাধ্যভাবমাপাদয়েতি । মৃত্যোর্ম্মাহমৃতং গময়েতি পূৰ্ব্বম্বোদয়েব মন্ত্রয়োঃ সমুচ্চিতোহর্থঃ তৃতীয়েন মন্ত্ৰেণোচ্যতে, ইতি প্রসিদ্ধার্থত্বেব । নাত্র তৃতীয়ে মন্ত্ৰে তিরোহিতম্ অন্তর্হিতমিষ অর্থরূপং পূৰ্ব্বম্বোরিব মন্ত্রয়োৱসি, যথাক্রমত এবার্থঃ । ৪

যাজ্ঞমানমুক্কাণং কৃদ্ধা পবমানেষু ত্রিষু, অথ অনন্তরং বানীতরাণি শিষ্টানি স্তোত্রাণি, তেষাংমুনে অন্নাত্মমাগারেৎ—প্রাণবিহুলাত। প্রাণভূতঃ প্রাণরূপেব । বস্মাৎ স এষ উল্লাত। এবং প্রাণং যথোক্তং বেত্তি, অতঃ প্রাণবদেব তং কাৰ্য্যং

সাধয়িতুং সমর্থঃ ; তস্মাদবজমানস্তেবু স্তোত্রেবু প্রজ্ঞামানেবু বরং বৃণীত ; যৎ কামং কাময়েত, তৎ কামং বরং বৃণীত প্রার্থয়েত । যস্মাৎ স এব এবংবিহুগাতেতি তস্মাচ্ছক্যং প্রাগেব সম্বধ্যতে । আত্মনে বা যজমানার বা যৎ কামং কাময়েত ইচ্ছতুদ্গাতা, তমাগায়তি আগানেন সাধয়তি । ৫

এবং তাবজ্ঞান-কৰ্মভ্যাং প্রাণাশ্ব্যপত্তিরিত্যুক্তম্ ; তত্র নাস্ত্যাশঙ্কাসম্ভবঃ ; অতঃ কৰ্মাপায়ে প্রাণাপত্তিৰ্ভবতি বা ন বা ইত্যাশঙ্ক্যতে ; তদাশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থমাহ— তদ্বৈতলোকজিদেবেতি । তৎ হ তদেতং প্রাণদর্শনং কৰ্মবিযুক্তং কেবলমপি লোকজিদেবেতি লোকসাধনমেব । ন হ এব অলোকাভ্যন্তরে অলোকাহিত্যয় আশা আশঃসনং প্রার্থনং, নৈবাস্তি হ । ন হি প্রাণাশ্ব্যনি উৎপন্নাত্মাভিমানস্ত তৎ-প্রাপ্ত্যাশঃসনং সম্ভবতি । ন হি গ্রামস্থঃ কদা গ্রামং প্রাপ্নুয়ামিত্যরণ্যস্থ ইবাশাস্তে । অসন্নিকৃষ্টবিষয়ে হি অন্যাত্মাশঃসনম্, ন তৎ স্বাত্মনি সম্ভবতি ; তস্মাৎ ন আশা অস্তি—কদাচিৎ প্রাণাশ্ব্যভাবং ন প্রতিপত্ত্বয়ম্ ইতি । ৬

কস্তুতং ? য এবমেতং সাম প্রাণং যথোক্তং নির্দ্ধারিত-মহিয়ানং বেদ— ‘অহমস্মি প্রাণ ইঞ্জিরবিবরাসঙ্গৈরানুরৈঃ পাপুভিঃ অধ্বর্ষগীয়ো বিত্তুচ্ছঃ ; বাগাদি-পঞ্চকং চ মদাপ্রস্রবাদ্ অগ্নাদ্যাশ্বস্বরূপঃ স্বাভাবিকবিজ্ঞানোথেন্দ্রিয়বিষয়াসঙ্গ-জনিভানুরপাদোষবিত্তম্ ; সৰ্গভূতেষু চ মদাপ্রস্রাভ্যোপবোধগন্ধনম্ ; আত্মা চাহং সৰ্গভূতানাম্ আঙ্গিরসত্বাৎ ; ঋগ্বেদুঃসামোদগীথভূতান্যচ বাচ আত্মা, তদ্যাপ্তেত্ত্বিন্নিবর্তকত্বাচ্চ ; মম সান্নো গীতভাবমাপত্তমানস্ত বাহুং ধনং ভূবণং সৌবৰ্ণ্যম্ ; ততোহপ্যাস্তরতরং সৌবৰ্ণ্যং লাক্ষণিকং সৌবৰ্ণ্যম্ ; গীতিভাবমাপত্ত-মানস্ত মম কণ্ঠাদিস্থানানি প্রতিষ্ঠা ; এবংগুণোহহং পুতিকাশিশীরেবু কাংল্লোন পরিসমাপ্তঃ, অমূর্তত্বাৎ সৰ্গগতত্বাচ্চ ইতি—আ এবমতিমানাভিবাক্তেঃ বেদ উপাস্তে ইত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥ ২৮ ॥

ইতি প্রথমাদ্যায়ে তৃতীয়াঙ্কণ-ভাষ্যম্ ॥ ১ ॥ ৩ ॥

টীকা । অথাৎ পবমানানাম্ ইত্যাদিবাক্যবতারণতি—এবমিতি । তদ্রূপকং বাচস্পে—বহিজ্ঞানবত ইতি । অতঃপরার্থমাহ—যস্মাচ্চেতি । ইহেতি প্রাণবিহুগতিঃ । কদা তর্হি জপকৰ্ম কৰ্ত্তব্যং, তদ্রূপ—তস্তুতি । উদগীথেনাত্মারাম, জং ন উদগায়তি চ প্রকরণ-হৃদগীথেন সৰ্বজ্ঞং জপস্ত সৰ্গজ্ঞোদগানকালে প্রাপ্তৌ পবমানানামেবেতি বচনাৎ কালনিয়ম-সিদ্ধিরিত্যর্থঃ । স বৈ ঋষিত্যাদিবাক্যাতংপর্যমাহ—পবমানেষিতি । নহু কৰ্ত্তব্যধেনাত্মারোহঃ প্রয়তে, জপকৰ্ম বিবিধসিদ্ধিতি চোচ্যতে, কিং কেন নহুতমিত্যাশঙ্ক্যাহ—আতিবুধোনেতি । বহুর্গদ্যাকরণাম্ অনিয়তপাদাকরণং “অসতো না সঙ্গময়” ইত্যারণ্য একো যৌ বা যরৌ ? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—এতানীতি । বহুর্গদ্যাকরণমাহ, তর্হি নায়েন যয়েন বৈভাবিকপ্রহোক্তেন ভাব্য-

মিত্যাশঙ্ক্য আহ—যিত্তিয়েতি । যত্র বরো বিবক্ষিতস্তত্র তৃতীয়ানির্দেশো দৃষ্টতে 'উকৈ ঋচা ক্রিয়তে, উকৈ: সান্না, উপাংস্ত বজ্রবা' ইতি । অকৃতে তু দ্বিতীয়ানির্দেশাঙ্গপৰ্ণমাংস প্রতীয়তে, সান্নস্ত বরো ন প্রতিষ্ঠাতীত্যাৰ্থঃ । কেন তহি বরেন্ণ প্রযোগো মন্থাপাতিতি চেৎ, তত্রাহ—ব্রাহ্মণেতি । ভবতু শান্তপথেন বরেন্ণ মন্থাণাং প্রযোগস্তথাপি কিমার্হিজ্ঞাং, কিং বা যাজমানং জপকর্ণেতি বীকারাহ—যাজমানমিতি । ১ ।

ব্যাচিৎখ্যাসিতবজ্রবাং ব্রহ্মণঃ দর্শয়তি—এতানীতি । মন্থার্থস্বেন পদার্থো বাক্যার্থস্তৎফলং চেতি ত্রয়মুচ্যতে । ২

লৌকিকং তনো বাবর্জয়তি—সর্বং হীতি । পূর্বোক্তপদেন বাগ্ম্যাতং তনো গৃহ্যতে । বৈপন্নাতো হেতুমাং—প্রকাণ্ডকহাদিতি । জ্ঞানং তেন সাধামিতি যাবৎ । পদার্থোক্তি-সমাপ্তাবিতিশব্দঃ । উত্তরবাক্যাত্যাং বাক্যার্থস্তৎফলং চেতি দ্বয়ং ক্রমেণোচ্যতে, ইত্যাহ—পূর্ববদ্বিতি । ফলবাক্যমাদায় পূর্বস্মাৎ বিশেষঃ দর্শয়তি—অনুভূতিমিতি । ৩

প্রথমদ্বিতীয়ময়োরর্থভেদাপ্রতীতিঃ পুনরুক্তিমাপদ্য অবাস্তরভেদমাহ—পূর্বো মন্থ ইতি । তথাপি তৃতীয়ে মন্থে পুনরুক্তিস্তদবস্থা, ইত্যাপদ্যাহ—পূর্বয়োৱিতি । ৪

বৃত্তমন্মন্তোরবাক্যমবত্যা ব্যাচষ্টে—যাজমানমিতি । যথা প্রাণদ্বিধু পবমানেনু সাধারণ-মাগানং কৃদ্ধা শিষ্টেবু স্তোত্রেবু স্বার্থমাগানমকরোৎ, তথেনাহ—প্রাণবিদ্বিতি । তদ্বিনোহপি তদমাগানে যোগ্যতামাহ—প্রাণভূত ইতি । হেতুবাক্যমাদৌ যোজয়তি—যস্মাদিতি । প্রতিজ্ঞা-বাক্যং ব্যাচষ্টে—তস্মাদিতি । কিমিতি ব্যতাসেন বাক্যস্বরবাগানমিত্যাশঙ্ক্যার্থোচেতি জ্ঞানেন পাঠক্রমমনাদৃত্য পরিহরতি—যস্মাদিত্যাদিনা । স এষ এবংবিহুল্লাত। আত্মনে বজ্রমানায় বা যঃ কামং কাময়তে, তমাগানেন সাধয়তি । যস্মাদিতি হেতুগ্রহস্তস্মাদিতি প্রতিজ্ঞাপ্রহাৎ প্রাপ্তেব সম্বধ্যত ইতি যোজনা । ৫

বৃত্তং কীর্তয়তি—এবং ভাবদ্বিতি । তত্র কৰ্মসমুচ্চিতে জ্ঞানে দেবতাপ্তৌ শব্দাসম্ববো নান্তি, বিধঃ সহকৃতয়োজ্ঞানকৰ্মণোঃ তদাপ্তিহেতুহাদিতাহ—তত্রৈতি । সমনস্তরং বাক্য-মবতারয়তি—অত ইতি । সমুচ্চর্য্যৎ ফলাপ্তেদৃষ্টবাদিতি যাবৎ । ন হেত্যাদিনা পদামি জিহ্মন্ বাক্যমাদায় বাকরোতি—অলোকীর্হভ্যয়েতি । তদেব স্মৃটয়তি—ন হীতি । তত্র দৃষ্টান্তমাহ—ন হীতি । দৃষ্টমানমাংশসনং তর্হি কস্মিন্ বিষয়ে স্মাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—অসম্বিকৃষ্টেতি । প্রাণাত্মনা বাবহিতস্ত বিহুবস্তদাত্মভাবং কদাচিদহং ন প্রতিপদ্যে ইত্যংশসনং নাস্তীতি নিগময়তি—তস্মাদিতি । ৬

কৰ্মসমুচ্চিতানুপাসনাং কেবলাচ্চ প্রাণাত্মনং ফলমুক্তং, তত্র সমুচ্চিতানুদগাতুর্ভজমানস্ত বা ফলং কেবলাচ্চোপাসনাং তরোরস্ততরস্তাস্তস্ত বা কস্তচিদিতি জিজ্ঞাসমানঃ শব্দে—কস্তেতি । জ্ঞানকৰ্মণোরস্তরস্ত সম্বত্বাদ্ভক্তরোরপি বচনাৎ ফলসিদ্ধিঃ । আশ্রমাস্তরবিবরণং তু কেবলজ্ঞানস্ত লোকজরহেতুবিভাতিপ্রোভ্যাহ—ব এবমিতি । এবংশব্দস্ত প্রসূতপরামর্শবাৎ পূর্বোক্তঃ সাক্ষি-বেদ্যব্রহ্মণঃ সংকিপতি—অহমস্মীত্যাদিনা । তস্ত বাগাদিত্যো বিশেষঃ দর্শয়তি—ইন্দ্রিয়েতি । কিমিদানীং প্রাপ্তভৈবোপান্ততরা বাগাদিপককনুপেক্ষিতমিতি, নেতাহ—বাগাদীতি । ৭

প্রাণাশ্রয়েহপি কৃতো দেবতাত্মম্, আসন্নপাপাবিক্রবাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—স্বাভাবিকৈতি । অন্ন-
কৃতোপকারঃ প্রাণদ্বারা বাগার্দৌ স্মারয়তি—সর্বেতি । রূপান্তরে জগতি প্রাপ্ত স্বরূপমহু-
সক্ভঃ—স্বাক্ষা চেতি । নামান্তকে জগতি প্রাপ্ত আত্মত্বমুক্তং স্মারয়তি—জগিতি । সতি
নামহে গীতিভাবাবহায়াং প্রাণস্তোক্তং বাক্যমাস্তরং চ সৌবধ্যং সৌবর্ণ্যমিতি ঋগ্‌যজুঃসমুদয়-
মমেতি । তন্ত্বেব বৈকরিকীং প্রতিষ্ঠামুক্তামস্মারয়তি—গীতীতি । যথেষ্ট্যাদিনোক্তং
পরামৃশতি—এবংগুণোহমিতি । ইতোবমভিমানাভিব্যক্তিপদ্যন্তঃ যো ধারয়তি, তন্ত্বেদং
কলমিত্যুপসংহরতি—ইতীতি ॥ ৩৮ ॥ ২৮ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়স্ত তৃতীয়ঃ ব্রাহ্মণম্ ॥ ১ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—শ্রুতি এখন যথোক্ত প্রকার প্রাণ-বিজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির
জন্ম জপকর্ম বিধানের ইচ্ছা করিতেছেন । বহিষয়ক বিজ্ঞানশালী ব্যক্তির জপ-
ক্রিয়ার অধিকার, তাহা পূর্বেই কথিত হইয়াছে । বেহেতু বিদ্বৎপুরুষানুষ্ঠিত এই
জপক্রিয়ার ফল হইতেছে—দেবভাবে অভ্যারোহ অর্থাৎ দেবভাবপ্রাপ্তি ; সেই
হেতু অতঃপর, এখানে তাহাই বিহিত হইতেছে । উল্লীখপ্রকরণে বিহিত
উল্লীখের সর্বত্রই জপের সম্ভাবনা ছিল ; এইজন্ম বিশেষ করিয়া ‘পবমানানাম্’ বলা
হইয়াছে । তাহার পর, ‘পবমান’ শব্দে (‘পবমানানাম্’) বহুবচন থাকার তিনটি
‘পবমান’ শব্দেরই জপক্রিয়ার প্রসক্তি ছিল ; এই জন্ম “স বৈ খলু প্রস্তোতা
সাম প্রস্তোতি” বলিয়া পুনশ্চ তাহার কাল-সঙ্কোচ করিতেছেন,—সেই প্রস্তোতা
(প্রস্তাবনামক সামাংশ পাঠকর্তা—ঋত্বিগ্বিশেষ) ঠিক সেই সময়ই এই তিনটি
মন্ত্র জপ করিবেন । এই জপক্রিয়ার বিশেষ নাম—‘অভ্যারোহ’ ; [ইহার
যোগিকার্থ এইরূপ—] প্রাণবিৎ এই জপক্রিয়া দ্বারা দেবভাবে আরোহণ করেন
বলিয়া ইহার নাম ‘অভ্যারোহ’ । ‘এতানি’ এই বহুবচন থাকার বজ্র তিনটি মন্ত্রই
বুঝিতে হইবে । ‘এতানি’ পদে দ্বিতীয়া বিভক্তি থাকায় এবং ব্রাহ্মণভাগের
মধ্যে পঠিত হওয়ার যথাস্থত স্বরানুসারেই ইহার প্রয়োগ করিতে হইবে, কিন্তু
মন্ত্রভাগোক্ত স্বরানুসারে প্রয়োগ করিতে হইবে না (*) । এই জপক্রিয়াটি
যজ্ঞমানের কর্তব্য (ঋত্বিকের নহে) । ১

(*) তাৎপৰ্য্য—বেদের সাধারণতঃ দুইটি ভাগ—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ । আপত্ত্য বলিয়াছেন—
“মন্ত্র-ব্রাহ্মণয়োর্বৈদনামধেয়ম্”, অর্থাৎ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণভাগ, উভয়ের সম্মিলিত নাম ‘বেদ’ । মন্ত্র-
ভাগের পূর্ তাত্পৰ্য্য প্রকাশ করে বলিয়া ‘ব্রাহ্মণ’ নাম প্রদত্ত হইয়াছে । মন্ত্রভাগে প্রধানতঃ
ক্রিয়াবিধি ও তদুপযোগী কথাবার্তা আছে, আর ব্রাহ্মণভাগে প্রধানতঃ জ্ঞান ও ইতিহাসাদি
বিবরণ সম্বিবেচিত আছে । আলোচ্য বৃহদারণ্যকোপনিষদ্‌টিও বজ্রকোঁদে কাশ্যপাখ্যর শতপথ-
ব্রাহ্মণের অন্তর্গত । ইহা ছাড়া মাধ্যমিনী শাণ্ডাত্যেও অনুরূপ উপনিষদ্ আছে । উভয়ের মধ্যে

সেই যজুঃ তিনটি এই—“অসতঃ মা সন্ গময়, “তমসঃ মা জ্যোতিঃ গময়”, “মৃত্যোঃ মা অমৃতং গময়” ইতি । যজুঃগুলির অর্থ তিরোহিত (অম্পষ্ট) আছে ; এই জন্ত, এই যজুঃত্রয়ে যে অর্থ প্রতিপাদিত হইরাছে, ব্রাহ্মণ (এই ঋতি) নিজেই সেই সমুদয় অর্থ প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন । সেই অর্থ কিপ্রকার, তাহা বলিতেছেন,—“অসতঃ মা সন্ গময়” ইতি, মৃত্যুই অসৎ ; এখানে ‘মৃত্যু’ শব্দে স্বাভাবিক জ্ঞান ও কর্ম অভিহিত হইরাছে । অত্যন্ত অধঃপতনের কারণ বলিয়া উহাই অসৎ ; আর সন্ হইতেছে অমৃত ; শাস্ত্রোপদিষ্ট জ্ঞান ও কর্ম মৃত্যুভয় নিবারণের-হেতু বলিয়া, তাহার সন্-পদবাচ্য । অতএব [ইহার অর্থ হইতেছে যে,] অসৎ হইতে—অসৎ কর্ম ও জ্ঞান হইতে আমাকে সতে—শাস্ত্রানুযায়ী কর্ম ও জ্ঞানের দিকে লইয়া যাও, অর্থাৎ দেবভাব লাভের উপায়ভূত আত্মভাব লাভ করাও । বাক্যের তাৎপর্যার্থ বলিতেছেন—আমাকে অমৃত কর ; এই অর্থই প্রথম যজুটী বলিয়াছেন । ২

সেইরূপ, ‘তমসঃ মা জ্যোতিঃ গময়’ এই যজুরও অর্থ বলিতেছেন—“তমঃ” হর্থ—মৃত্যু ; কেন না, অজ্ঞানমাত্রই বোধশক্তির আবরক, আবরক বলিয়াই তমঃ-শব্দবাচ্য ; তাহাই আবার মৃত্যুর হেতুভূত বলিয়া মৃত্যুশব্দরূপ ; আর ‘জ্যোতিঃ’ অর্থ—অমৃত, অর্থাৎ তমের বিপরীত দৈব রূপ । জ্ঞান স্বভাবতই প্রকাশাত্মক, এই কারণে জ্যোতিঃ-শব্দবাচ্য ; তাহাই আবার অবিনাশাত্মক বলিয়া অমৃত ; সেই তমঃ হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও । ‘মৃত্যোঃ মা

বিষয়গত অনেক সাম্য থাকিলেও পাঠগত কিঞ্চিৎ বৈষম্য আছে । যজুঃকেদে ছন্দোঃশুভাষী পাদবিভাগ কিংবা অক্ষর-সংখ্যা নির্দিষ্ট নাই ; সুতরাং সন্দেহ হইতে পারে যে, এখানে যজুঃ কর্ণট—যজুর সংখ্যা কত ? সেই সন্দেহ ভঞ্জনার্থ ভাষ্যকার বলিয়াছেন—“ত্রিণি যজুঃষি” যজুঃত্রয় এখানে তিনটি ; কর্মও নহে, বৈশীও নহে । পুনশ্চ আশঙ্কা হইল যে, এই তিনটিই যখন যজুঃ, তখন বৈভাবিক গ্রন্থে যজুঃশব্দে যে সমস্ত স্বরপ্রকৃতি কথিত আছে, যেমন—“উচ্চৈঃ ঋচা ফ্রিত্তে, উচ্চৈঃ সামা, উপাংশু যজুঃবা” অর্থাৎ ঋক্ ও সামযজুঃ উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিবে, আর উপাংশু স্বরে যজুঃশব্দ পাঠ করিবে । উপাংশু অর্থ—মৃদু স্বর, বাহ্য কেবল পাঠকের মাত্র কর্ণগোচর হয়, ইত্যাদি । এখানে সে সমস্ত স্বর গ্রহণ করিতে হইবে কি না, এই আশঙ্কা নিবৃত্তির জন্ত ভাষ্যকার বলিলেন—এখানে যজুঃশব্দ স্বর গ্রহণ করিতে হইবে না, যথাক্রম ত্রিষদীর্ঘ অনুসারে পাঠ করিতে হইবে মাত্র । বিশেষতঃ “উচ্চৈঃ ঋচা” ইত্যাদি ঋতি অনুসারে জানা যায়, যে, যেখানে স্বরভেদ ঋতির অভিপ্রেত থাকে, যেখানে তৃতীয়া বিতক্তির নির্দেশ থাকে, কিন্তু এখানে তৃতীয়া বিতক্তি থাকার কথা যায় যে, এখানে স্বরভেদ ঋতির অভিপ্রেত নহে ।

অমৃতং গময়' ইত্যাদির অর্থও পূর্ববৎ, অর্থাৎ আমাকে অমৃত কর,—দিব্য প্রজ্ঞাপত্য (প্রজ্ঞাপতিত্বরূপ) ফল আমাকে লাভ করাও, ইহাই ঐ মন্ত্রে বলা হইরাছে । ৩

ইহার মধ্যে প্রথমোক্ত মন্ত্রটির অর্থ হইতেছে এই যে, সাধন-হীন অবস্থা হইতে আমাকে সাধনাবস্থা প্রাপ্ত করাও, আর দ্বিতীয় মন্ত্রটির অর্থ হইতেছে এই যে, অজ্ঞানাত্মক সাধনাবস্থা হইতেও আমাকে ফলীভূত সাধনাবস্থা লাভ করাও । প্রথমোক্ত মন্ত্রবয়ের বাহা অর্থ, 'মৃত্যোঃ মা অমৃতং গময়' এই তৃতীয় মন্ত্রে আবার তাহাই সমুচিত বা সম্মিলিতভাবে অভিহিত হইরাছে ; সুতরাং ইহার অর্থ প্রসিদ্ধই (স্পষ্টই) আছে । পূর্বোক্ত মন্ত্রবয়ের দ্বায় এই তৃতীয় মন্ত্রে প্রতি-পাদ্যার্থ কিছুমাত্র তিরোহিত অর্থাৎ লুক্কায়িত নাই, যথাক্রম অর্থ ই ইহার অর্থ ; [কাজেই শ্রুতি ইহার ব্যাখ্যা করিয়া দেওয়া আবশ্যক মনে করেন নাই] । ৪

অতঃপর, প্রাণবিৎ [অতএব] প্রাণায়ত্তাবাপন্ন উল্লাতা ঠিক প্রাণের দ্বার পবমানদ্বয়ে যজ্ঞমানসম্বন্ধী উল্লান সম্পাদন করিবার পর অবশিষ্ট যে সমস্ত স্তোত্র আছে, তাহাতে আপনার জন্ত অন্নাত্ম গান করিবেন । যেহেতু সেই এই উল্লাতা যথোক্ত প্রকারে প্রাণতত্ত্ব জানেন, সেই হেতু প্রাণের দ্বারই অতীষ্ট কাম (ফল) সাধন করিতে সমর্থ হন ; অতএব যে সময় সেই সমস্ত স্তোত্রপাঠ আরম্ভ হয়, সেই সময় যজ্ঞমান বর প্রার্থনা করিবে ।—সে যে ফল কামনা করে, সেই ফল বিবরেই বর প্রার্থনা করিবে । 'তন্মাত্র' শব্দ থাকায় তাহার অগ্রে 'যন্মাত্র এবঃ বিদ্ উল্লাতা' এইরূপ পদ বোঝনা করিতে হইবে । যেহেতু এবঃ বিদ্ উল্লাতা নিজের জন্তই হউক, আর যজ্ঞমানের জন্তই হউক, যে ফল কামনা করেন—ইচ্ছা করেন, তাহাই আগান করেন—যথাবিধি গান দ্বারা সম্পাদন করেন, ['সেই হেতু' যজ্ঞমান বর প্রার্থনা করিবে] । ৫

এইরূপে ত জ্ঞান ও কৰ্ম্মের দ্বারা প্রাণায়ত্তাবপ্রাপ্তির কথা বলা হইল ; এ বিবরে কোন প্রকার আশঙ্কার সম্ভাবনা নাই ; অতএব এখন আশঙ্কার বিষয় হইতেছে যে, অমৃতের কৰ্ম্মের অপারে অর্থাৎ অভাব হইলেও প্রাণায়ত্তাব প্রাপ্তি হয় কি না ? সেই আশঙ্কা অপনয়নার্থ বলিতেছেন—“তদ্ হ এতন্মোকজিদেব” ইতি । সেই এই প্রাণায়ত্তদর্শন বা প্রাণবিজ্ঞান যজ্ঞাদি-কৰ্ম্মবিযুক্ত হইলেও নিশ্চয়ই লোকজিৎ—অবশ্যই অতীষ্ট লোকপ্রাপ্তির সাধক হয় ; নিশ্চয়ই অলোক্য-তার জন্ত—অতীষ্টলোকপ্রাপ্তির অযোগ্যতার পক্ষে কখনও ত আশা—প্রার্থনা নাই । গ্রামস্থ লোক কখনই অরণ্যস্থ লোকের দ্বার প্রার্থনা করিতে পারে

না যে, আমি কবে গ্রাম প্রাপ্ত হইব ; কেন না, অসম্মিহিত বা অপ্রাপ্ত অনাস্থবস্ত্র
বিষয়েই আশংসা (প্রাপ্তির ইচ্ছা) হইয়া থাকে, কিন্তু নিত্য প্রাপ্ত স্বীয় আত্মাতে
ত আর সেরূপ আশংসা হইতে পারে না । অতএব 'আমি কখনও প্রাণাস্থ্যভাব
না পাইতে পারি' এরূপ সম্ভাবনা তাহার হইতেই পারে না । ৬

উক্ত ফলপ্রাপ্তি কাহার হয় ? না, যে ব্যক্তি যথোক্ত মহিমাবিত এই সাম
নামক প্রাণকে জানে,—আমি হইতেছি ইন্দ্রিয়বিষয়ে আসক্তিরূপ আত্মরূপ
দ্বারা অধৰ্ব্বগীর—বিশুদ্ধ ; এবং বাক্ প্রভৃতি পাঁচটি ইন্দ্রিয়ও আমার আশ্রয়ে
থাকিয়াই অগ্ন্যাগ্ন্যাস্থ্যভাবাপন্ন এবং স্বাভাবিক বা অপরিশুদ্ধ-জ্ঞানজাত ইন্দ্রিয়গ্রাহ
বিষয়ে আসক্তিজনিত আত্মরূপ পাপবিষয় হয়, অধিকন্তু সৰ্বভূতে মদাশ্রিত অগ্ন্যগ্নের
ভোগ্য বস্তুর উপভোগেও সমর্থ হয় । আদ্বিত্য-নিবন্ধন আমিই সৰ্বভূতের আত্ম-
স্বরূপ,—ঈশ্বক্, যজুঃ, সাম ও উগীথাস্থক বাক্যেরও আমিই আত্মা ; কারণ, ঐ
সমস্তই আমার অধীন এবং আমার দ্বারা নির্দাহিত হয় ; গীতিভাবপ্রাপ্ত
সামস্বরূপ আমার বাহু ধন—অলঙ্কার হইতেছে স্বরসৌষ্টব, তদপেক্ষাও আন্তরতর
অর্থাৎ সন্নিষ্ঠ ভূষণ হইতেছে সৌবর্ণ্য—বর্ণ-সৌষ্টব, তাহাও স্বরসৌন্দর্য্যই বটে ;
গীতিভাবপ্রাপ্ত আমার প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়স্থান হইতেছে—কণ্ঠ-তানু প্রভৃতি স্থান ;
ঐদৃশগুণসম্পন্ন আমি অমৃত—নির্দিষ্ট আকৃতিবিহীন, এবং সৰ্বব্যাপী বলিয়া,
পুত্রিকাশরীরেও সম্পূর্ণরূপে অবস্থিত আছি । যতকাল আপনাতে প্রাণাস্থ্যভাব
অভিব্যক্ত না হয়, ততকাল যে জানে—উপাসনা করে ; [তাহার এইরূপ ফল
লাভ হয়] ॥ ৩৭ ॥ ২৮ ॥

ইতি প্রথমোধ্যায়ে তৃতীয় ব্রাহ্মণের ভাষ্যানুবাদ ॥ ১ ॥ ৩ ॥

চতুর্থ ব্রাহ্মণম্ :

আত্মবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ ; সোহনুদীক্ষ্য নাশ্বদাত্ত-
নোহপশ্যৎ ; সোহহমস্মীত্যগ্রে ব্যাহরৎ, ততোহহংনামাভবৎ,
তস্মাদপ্যোতর্হ্যামন্বিতোহহময়মিত্যেবাগ্র উক্তাখ্যাত্তমাম প্রকৃতে—
যদন্ত ভবতি, স যৎ পূর্বোহস্মাৎ সর্বস্মাৎ সর্বান্ পাপান্ ঔষৎ,
তস্মাৎ পুরুষঃ, ওষতি হ বৈ স তঃ যোহস্মাৎ পূর্বো বৃভূষতি, য
এবং বেদ ॥ ৩৮ ॥ ১ ॥

সরলার্থঃ—অগ্রে (শরীরাস্ত্রবোৎপত্তে: প্রাক্) ইদং (অনুভূয়মানং
শরীরজাতং) পুরুষবিধঃ (পুরুষাকার-হস্তপদাদিসম্পন্নঃ বিরাট্ স্বরূপঃ) আত্মা
(প্রজাপতিঃ—প্রথমশরীরী) এব (ইতরবাবচ্ছেদে) আসীৎ, (নাশ্বৎ শরীর-
স্তরমিত্যর্থঃ)। সঃ (প্রথমজঃ প্রজাপতিঃ) অনুদীক্ষ্য (মনসি আলোচ্য, আত্মনঃ
স্বরূপং বিচিন্ত্য) (আত্মনঃ) (স্বস্মাৎ) অন্তং (পৃথগ্ভূত- বস্তুস্তরং) ন অপশ্যৎ
(ন দৃষ্টবান্, আত্মানমেব কেবল দৃষ্টবান্)। সঃ (প্রজাপতিঃ) অগ্রে (প্রথম)
অহম্ অস্মি (সর্মায়া অস্মস্মি) ইতি বাহদং (উক্তবান্)। ততঃ (অহ-
শলোকোচ্চারণাদেব) 'অহ' নামা (অহম্ ইতি নাম যন্ত, সঃ তথাভূতঃ) অভবৎ ;
তস্মাৎ (হেতোঃ) এতচ্চি অপি (ইদানীমপি) আমন্বিতঃ (কহম্ ? ইতি পৃষ্টঃ সন্)
অগ্রে 'অহম্ অয়ম্' ইতি এব উক্তা (কথয়িত্বা), অগ (অনন্তরঃ) অন্তং নাম
কৃতে (কথয়তি)—যৎ (নাম) অস্ত (আমন্বিতস্ত) ভবতি (কৃতসঙ্কেতম্
অস্তি—যজ্ঞদত্ত-দেবদত্ত-প্রভৃতি)। যৎ (যস্মাৎ) সঃ (প্রজাপতিঃ পূর্বঃ
(প্রথমোৎপন্নঃ সন্) সর্মান্ পাপান্ ঔষৎ (প্রাক্তন-জ্ঞানকর্মসংস্কারবলেন দম্ববান্),
তস্মাৎ পুরুষঃ (পূর্বম্ ঔষৎ ইতি ব্যাপ্ত্যা 'পুরুষ'পদবাচ্যঃ অভবৎ)। [ইদানীং
বিজ্ঞানলব্ধ্যুচ্যে—] য এবং (যথোক্তপ্রকারম্) বেদ (বিজ্ঞানাতি), সঃ [অপি],
যঃ (জনঃ) অস্মাৎ (বিভবঃ) পূর্বঃ (প্রথমঃ অগ্রগণ্যঃ) বৃভূষতি (ভবিতু-
মিচ্ছতি), তঃ (জনঃ) হ বৈ (নিশ্চয়ে) ওষতি (দহতি), [এতলজ্জনকারী
স্বয়মেব বিনশ্তীতি ভাবঃ ॥ ৩৮ ॥ ১ ॥

মূলানুবাদঃ—এই শরীরসমূহ অগ্রে (যখন অস্ত্র কোনও
শরীর প্রাপ্তভূত হয় নাই, তখন) পুরুষাকৃতিবিশিষ্ট (হস্তপদাদিসম্পন্ন)

আত্মা—বিরাক্ট প্রজাপতিই একমাত্র ছিলেন ; তিনি বিশেষ আলোচনা করিবার পর—তাহার অতিরিক্ত আর কিছু দেখিতে পাইলেন না । তিনিই অগ্রে ‘অহম্ অস্মি’ অর্থাৎ আমি হইতেছি সকলের আত্মা, এইরূপ উক্তি করিয়াছিলেন ; সেই হেতুই তিনি ‘অহম্’ নামে পরিচিত হইয়াছেন । সেই কারণেই, এখনও ‘তুমি কে ?’ জিজ্ঞাসা করিলে, জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি প্রথমে ‘এই আমি’ বলে ; পরে, তাহার বাহ্য নাম, সেই নাম প্রকাশ করিয়া থাকে । যেহেতু তিনি এই সমস্তের পূর্বের সমস্ত পাপ দক্ষ করিয়াছিলেন, সেই হেতুই ‘পুরুষ’-পদবাচ্য হইয়াছেন । অপরও যে লোক এইপ্রকার জ্ঞান লাভ করেন, তিনিও, যে ব্যক্তি তদপেক্ষা বড় হইতে ইচ্ছা করে, তাহাকে দক্ষ করেন, [ইহাই বিদ্যার গোণ ফল] ॥ ৩৮ ॥ ১ ॥

শাক্তরভাস্যম্ : আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ । জ্ঞান-কর্মভ্যাং সমুচ্চিভ্যাত্যাং প্রজাপতিঃপ্রাপ্তির্মাধ্যাত্যা, কেবলপ্রাণদর্শনেন চ —“তন্মৈতল্লোকজিৎদেব” ইত্যাদিনা । প্রজাপতে: কলভূতস্ত সৃষ্টিস্থিতিসংহারেষু জগত: স্বাতন্ত্র্যাদিবিভূ-তাপবর্ণনেন জ্ঞান-কর্মণৌর্কৈদিকয়ো: ফলোৎকর্ষো বর্ণয়িতবা:—ইত্যেবমর্থমা-রভ্যতে । তেন চ কর্মকাণ্ডবিহিত-জ্ঞানকর্মজ্ঞতি: ক্রুতা ভবেৎ সামর্থ্যাৎ । বিবক্ষিতং হেতুং—সকর্মপ্যেতজ্জ্ঞান-কর্মফল: সাংসার এব, ভয়াবত্যাদিমুক্ত-প্রবণাং কার্যাকরণলক্ষণত্বাচ্চ স্থূলব্যক্তানিত্যবিষয়ত্বাচ্ছেতি । একবিদ্যায়া: কেবলান্না-বক্ষ্যমাণান্না মোক্ষহেতুত্বমিত্যুত্তরার্থক্ষেতি । ন হি সাংসারবিষয়াং সাধ্য-সাধনাদি-ভেদলক্ষণাং অবিরক্তস্ত আত্মৈকত্বজ্ঞানবিষয়েহধিকার:, অতৃপ্তিত্ত্বেন পানে । তস্মাজ্জ্ঞান-কর্মফলোৎকর্ষোপবর্ণনম্ উত্তরার্থম্ । তথাচ বক্ষ্যতি—“তদেতৎ পদনীয়মস্ত” “তদেতৎ প্রেয়: পূজাং” ইত্যাদি । ১

আত্মৈব,—আত্মৈতি প্রজাপতি: প্রথমোহুজ্জ: শরীর্যভিধীয়তে । বৈদিকজ্ঞান-কর্মফলভূত: স এব । কিম্ ? ইদং শরীরভেদজাতঃ—তেন প্রজাপতিশরীরেণ অবিভ-ক্তম্ আত্মৈবাসীৎ, অগ্রে প্রাক্শরীরান্তরোৎপত্তে: । স চ পুরুষবিধ: পুরুষপ্রকার: শির:পাণ্যাদিলক্ষণো বিরাক্ট ; স এব প্রথম: সমুত: অনুবীক্ষ্য অথালোচনং কৃন্না —‘কোহহং কিংলক্ষণো বাস্মি’ ইতি, নান্নত্বমুত্তরম্—আত্মন: প্রাণপিণ্ডাত্মকাং কার্যাকরণরূপাং, নাপস্তং ন দদর্শ । কেবলম্ আত্মানমেব সর্বাঙ্গানমপস্তং, তথা পূর্বজন্ম-প্রৌতবিজ্ঞানসংকৃত: ‘সোহহং প্রজাপতি: সর্বাঙ্গাহমস্মি, ইতি অগ্রে ব্যাহরং ব্যাক্তবান্ । তত: তস্মাৎ, যত: পূর্বজ্ঞানসংস্কারাদাত্মানমেব ‘অহম্’

ইত্যভ্যাং অগ্রে, তন্মাং অহংনামা অভবং, তন্তোপনিষদ্—অহমিতি প্রতিপ্রদ-
শিতমেব নাম বক্ষ্যতি । তন্মাং,—যন্মাং কারণে প্রজাপতৌ এবং বৃত্তম্, তন্মাং
তৎকার্যভূতেষু প্রাণিষু এতর্হি এতন্নিম্নপি কালে আমন্ত্রিতঃ—‘কবম্’ইত্যুক্তঃ
সন্ ‘অহময়ম্’ ইত্যোবাগ্রে উক্তা । কারণাশ্চাভিধানেন আশ্বানমভিধায়াগ্রে, পুন-
র্বিশেষনাম-জিজ্ঞাসবে, অথ অনন্তরং বিশেষপিণ্ডাভিধানং ‘দেবদন্তঃ বজ্রদন্তঃ’
বেতি প্রকৃতে কথয়তি—যন্মামান্ত বিশেষপিণ্ডসা মাতাপিতৃকৃতং ভবতি, তং
কথয়তি ॥ ২

স চ প্রজাপতিরতিক্রান্তজন্মনি সম্যক্কর্ম-জ্ঞানভাবনানুষ্ঠানৈঃ সাধক্যবস্থায়াম্,
যং যন্মাং কর্মজ্ঞানভাবনানুষ্ঠানৈঃ প্রজাপতিত্বং প্রতিপিংসুন্যং পূর্বঃ প্রথমঃ সন্,
অন্মাং প্রজাপতিত্ব-প্রতিপিংসুসমুদায়াং সর্ক্স্মাং, আদৌ ঔষং অদহং । কিম্ ?
আসন্মানজ্ঞানলক্ষণান্ সর্ক্সান্ পাপানুঃ প্রজাপতিত্বপ্রতিবন্ধকারণভূতান্ । ৩

যন্মাদেবম্, তন্মাং পুরুষঃ—পূর্বমোযদ্বিতি পুরুষঃ । যথায় প্রজাপতিরৌবিদ্যা
প্রতিবন্ধকান্ পাপানুঃ সর্ক্সান্, স পুরুষঃ প্রজাপতিরভবং, এবমন্যোহপি জ্ঞানকর্ম-
ভাবনানুষ্ঠান-বহিনা, কেবলং জ্ঞানবলাদ্বা ওষতি তন্মীকরোতি হ বৈ সঃ
তম্ ; কম্ ? যোহস্মাদ্বিভবঃ পূর্বঃ প্রথমঃ প্রজাপতিঃ বৃভূষতি ভবিতুমিচ্ছতি,
তমিতার্থঃ । তং দর্শয়তি—য এবং বেদেতি ; সামর্থ্যাজ্জ্ঞানভাবনাপ্রকর্ষবান্ ।

নহু অনর্থায় প্রাজাপত্যপ্রতিপিংসা, এবংবিদা চেৎ দহতে ? নৈব দোষঃ ;
জ্ঞানভাবনোৎকর্ষভাবাং প্রথমং প্রজাপতিত্বপ্রতিপত্ত্যভাবমাত্রত্বাং দাহন্য ।
উৎকৃষ্টসাধনঃ প্রথমং প্রজাপতিত্বং প্রাপ্নুবন্—ন্যূনসাধনো ন প্রাপ্নোতীতি স তং
দহতীত্যাচ্যতে ; ন পুনঃ প্রত্যক্ষমুৎকৃষ্টসাধনেন ইতরো দহতে । যথা লোকে
আজিন্মতাং যঃ প্রথমমাজিন্মপসর্পতি, তেনেতরে দগ্ধা ইব অপকৃতসামর্থ্যা ভবন্তি,
তদ্বৎ ॥ ৩৮ ॥ ১ ॥

টীকা । ত্রাঙ্কণান্তরমবতাধা পূর্বোপ সধক্যঃ বক্তৃঃ বৃত্তঃ কীর্তয়তি—আত্মৈবেত্যাদিনা ।
কেবলপ্রাণদর্শনেন চ প্রজাপতিত্বপ্রাপ্তির্বাগ্যতেতি সধক্যঃ । ইদানীম্ আত্মৈবতাদেত্ত্বেন্দ্রেন
ইত্যন্তঃ প্রাক্তনগ্রন্থস্ত আপাততত্ত্বাৎপর্য়মাহ—প্রজাপতেরिति । আদিপদেন সর্ক্সান্বাদি
গৃহ্যতে । কলোৎকর্ষোপবর্জনং কুত্রোপযুক্ত্যতে, তন্মাহ—ভেন চেতি । কর্মকাণ্ডপদেন পূর্ব-
গ্রন্থোহপি সংগৃহীতঃ । কলাতিশয়ো হেবতিশয়পেক্ষঃ, অন্তর্গা আকস্মিকত্বাপাতাং । অতো
জ্ঞানকর্মকলভূতত্ববিভূতিরচ্যমানা জ্ঞানকর্মণোপার্হবঃ দর্শয়তীত্যাহ—সামর্থ্যাদ্বিতি ।
আপাতিকং তাৎপর্য়মুক্তা । পরমতাৎপর্য়মাহ—বিবক্ষিতং বিতি । কিং, বিমতং সংসারান্তর্ভূতং,
কার্যকরণাশ্চহাং, অস্মাদিকার্যকরণবদিত্যাহ—কার্যোতি । প্রাজাপত্যপদস্ত সংসারান্তর্ভূতত্বে
হেবন্তরমাহ—তুলেতি । তুলনঃ সাধয়তি—ব্যক্তেতি । অনিত্যত্বাৎ দৃষ্টত্বাচ্চ প্রজাপতিত্বং

সংসারান্তর্গতমিত্যাহ—অনিত্যোতি । ইতিশব্দো বিবক্ষিতার্থসমাপ্তার্থঃ । কিমিত্যেতদ্ বিবক্ষিত-
মুপবর্ধিতে, তত্রাহ—ব্রহ্মবিজ্ঞান ইতি । তত্চেৎ বিবক্ষিতার্থবচনম্ একাকিত্বা বিজ্ঞান
বক্ষ্যমাণায়া মুক্তিহেতুহমিত্যুক্তার্থমিতি দৃষ্টব্যম্ । যদা তি কর্ত্ত্বজ্ঞানফলং প্রজ্ঞাপতিত্বং
সংসার ইত্যুচ্যতে, তদা তৎপর্বান্তাৎ দর্শন্যাৎ তস্মাদ্বিরক্তস্ত বক্ষ্যমাণবিজ্ঞানামধিকারঃ
সেৎস্ততীত্যর্থঃ । অথ বস্তু কন্তুচিদিতিতামাত্রেণ তত্রাদিকারসম্বৎসরান্য়ং ন মুগ্ধম্, ইত্যা-
শঙ্ক্যাহ—ন হীতি । উক্তয়ত্রাপি বিষয়শব্দঃ পূর্বেণ সমানামধিকরণঃ । বিবক্ষিতমর্থমুপসংহরতি—
তস্মাদিতি । বৈরাগ্যমন্তরেণ জ্ঞানানধিকারাজ্জ্ঞানাদিফলস্ত প্রজ্ঞাপতিত্বস্তোৎকর্ষবতঃ সংসার-
বচনং ততো বিরক্তস্ত বক্ষ্যমাণবিজ্ঞানামধিকারার্থম্ । বিরক্তস্ত বিজ্ঞানাদিকারে মোক্ষাদপি
বৈরাগ্যঃ স্তাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—তথা চেতি । নহু মোক্ষার্থঃ বিজ্ঞানঃ প্রবর্ত্তিতব্যঃ, মোক্ষন্ত
অপূর্ব্বার্থত্বাৎ ন প্রেক্ষ্যবতা প্রার্থ্যতে, তত্রাহ—তদেতর্পিতি । :

আপাতিকমনাপাতিকং চ তাৎপর্য়ানুজ্ঞা, প্রতীকমাদায়াক্ষরাণি বাক্যকরোতি—আত্মৈবেতি ।
তত্রাশমেধামধিকারে প্রকৃতত্বং সূচয়তি—অগুজ ইতি । পূর্ব্বশ্লোকপি ব্রাহ্মণে তস্ত প্রস্তুতত্ব-
মন্তীত্যাহ—বেদিকেতি । স এব আর্সাদিতি সম্বন্ধঃ । স্থিতাবস্তায়ামপি প্রজ্ঞাপতিরেব
সমীদেহঃ তত্ত্বদ্বাষ্টাঙ্গানা তিষ্ঠতীতি বিশেষাসিদ্ধিঃ । ইত্যশঙ্ক্যাহ—তেনেতি । আত্মশব্দেন
পরস্তাপি গ্রহসম্ভবে কিমিতি বিরোধেবোপাদিচ্চতে, ইত্যশঙ্ক্যাহ বাক্যশব্দাদিত্যাহ—স চেতি ।
বক্ষ্যমাণমথালোচনাদি বিরোড্ধাক্তকর্ত্ত্বকমেবেত্যাহ—স এবেতি । স্বরূপধর্মবিষয়ো যৌ বিমর্শো ।
নাস্তুদ্বিতি বাক্যমাদায় অক্ষরাণি বাচ্যে—বস্তুস্বরূপমিতি । দর্শনশক্ত্যভাবাদেব বস্তুস্তরং প্রজ্ঞা-
পতিনং দৃষ্টবানিত্যাশঙ্ক্যাহ—কেবলং স্থিতি । সোহমিত্যাদি বাচ্যে—তথেনিতি । যথা সর্ব্বাঙ্গা
প্রজ্ঞাপতিরহমিতি পূর্ব্বশ্লোক জন্মনি শ্রোতেন বিজ্ঞানেন সংসৃতো বিরোড্ধা, তথৈদানীমপি
ফলাবস্থঃ সোহং প্রজ্ঞাপতিরস্মীতি প্রথমং বাক্যস্তবানিতি যোজন্য । ব্যাহরণফলমাহ—স্তত
ইতি । কিমিতি প্রজ্ঞাপতেরহমিতি নামোচ্যতে, সাধারণঃ হীদং সর্ব্বেষাম্ ; ইত্যশঙ্ক্যো-
পাসনার্থমিত্যাহ—তস্তেতি । আধ্যাত্মিকস্ত চাক্ষুশস্ত পুরুষস্তাহমিতি রহস্তং নামেতি যতো
বক্ষ্যতি, অতঃ স্রুতিসিদ্ধমেবৈতন্মামান্ত ধ্যানার্থমিহোক্তমিত্যর্থঃ । প্রজ্ঞাপতেরহংনামত্বে লোক-
প্রসিদ্ধিঃ প্রমাণয়িতুমুত্তরং বাক্যমিত্যাহ—তস্মাদিতি । ২

উপাসনার্থঃ প্রজ্ঞাপতেরহংনামোক্তা পুরুষনামনির্লকণং করোতি—স চেত্যাদিনা ।
পূর্ব্বশ্লোক জন্মনি সাধকবহুয়াঃ কর্ত্ত্বাজ্ঞানুষ্ঠানৈরহমহমিকর্য প্রজ্ঞাপতিত্বপ্রাপ্তানাং যথো পূর্ব্বো
যঃ সম্যক্ কর্ত্ত্বাজ্ঞানুষ্ঠানৈঃ সর্ব্বং প্রতিবক্ষকং যস্মাদদহং, তস্মাৎ স প্রজ্ঞাপতিঃ পুরুষ ইতি
যোজনা । উক্তমেব স্মৃতিয়তি—প্রথমঃ সন্নতি । সর্ব্বস্মাদস্মাৎ প্রজ্ঞাপতিত্বপ্রতিপিত্বসমুদায়ং
প্রথমঃ সন্নোবদ্বিতি সম্বন্ধঃ । আকাজ্ঞাপূর্ব্বকং দাহং দর্শয়তি—কিমিত্যাদিনা । ৩

পূর্ব্বং প্রজ্ঞাপতিত্বপ্রতিবক্ষকপ্রধঃসিদ্ধে সিদ্ধমর্থমাহ—যস্মাদিতি । পুরুষগুণোপাসকস্ত
ফলমাহ—বধেতি । অয়ং প্রজ্ঞাপতিরিত্তি ত্ববিক্তদ্বস্ত্যা সাধকোক্তিঃ, পুরুষঃ প্রজ্ঞাপতিরিত্তি
ফলাবস্থঃ স কথ্যতে । কোহসাবোবর্তীত্যপেক্ষারামাহ—তং দর্শয়তীতি । পুরুষগুণঃ প্রজ্ঞাপতি-
রহমস্মীতি যো বিজ্ঞানং, সোহজ্ঞানোবর্তীত্যর্থঃ । বিজ্ঞানামো কথমেবা ব্যবহা, ইত্যশঙ্ক্যাহ—
সামর্থ্যাদিতি । হেতুসাম্যে দাহকত্বানুপপত্তে: তৎপ্রকর্ষবানিতরান্ দহতীত্যর্থঃ । প্রসিদ্ধং

দাহমাহার চোদয়তি—নয়তি । তথা চ তৎপ্রজ্ঞাবোগাং তদুপাস্ত্যসিদ্ধিরিত্যর্থঃ । বিবক্ষিতঃ দাহঃ দর্শয়ন্তুরমাহ—নৈব দোষ ইতি । তদেব শব্দয়তি—উৎকৃষ্টেতি । প্রাপ্তবন্ ভবতীতি শেষঃ । উপচারিকঃ দাহঃ দৃষ্টান্তেন সাধয়তি—যথেনিতি । আজির্দ্ব্যধা, তাং সরসি ধাবন্তী-তাজিহন্তঃ, তেষামিতি যাবৎ ॥ ৩৮ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—“আত্মৈব ইদমগ্রে আসীৎ” ইত্যাদি । সমুচ্চিত অর্থাৎ সহানুষ্ঠিত জ্ঞান ও কর্ম দ্বারা যে, প্রজ্ঞাপতিত্ব লাভ হয়, এ কথা ইতঃপূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে ; আর শুদ্ধ প্রাণ-দর্শনেও যে, ঐ পদ লাভ হয়, তাহাও “তদে-তল্লোকজিং এব” ইত্যাদি বাক্যে বর্ণিত হইয়াছে । অতঃপর জ্ঞান ও কর্মের ফল-স্বরূপ প্রজ্ঞাপতির যে, জাগতিক সৃষ্টি স্থিতি ও সংহারকার্য্যে স্বাতন্ত্র্যাদি বিতৃতি বা মহিমা, তদুপবর্ণন দ্বারা জ্ঞান ও কর্মের উৎকর্ষ বর্ণনা করা আবশ্যক, সেই উদ্দেশ্যেই এই চতুর্থ অধ্যায় আরম্ভ হইতেছে । ইহা দ্বারা কর্মকাণ্ডোক্ত জ্ঞানসংকৃত কর্মেরও স্তুতি সাধিত হইতেছে ; কিন্তু ইহার অভিপ্রেত প্রয়োজন হইতেছে এই যে, কর্মকাণ্ডে যত কিছু জ্ঞান-কর্ম বিহিত আছে, সংসারই সে সমুদয়ের মুখ্য ফল ; কারণ, ঐ সমস্ত ফলে ভয় ও উদ্বেগাদির উল্লেখ আছে, অধিকন্তু তৎসমস্তই কার্য্য-করণভাবাপন্ন (দেহেন্দ্রিয়াত্মক) এবং স্থূল, ব্যক্ত ও অনিত্যতাদোষগ্রস্ত ; কেবল বক্ষ্যমাণ ব্রহ্মবিজ্ঞাই মোক্ষলাভের একমাত্র হেতু ; সুতরাং পরবর্তী ব্রহ্মবিজ্ঞার ভক্ত্যও এই চতুর্থ ব্রাহ্মণ আরম্ভ করা আবশ্যক হইয়াছে (১) । তুচ্ছ না থাকিলে যেমন জলপানে প্রবৃত্তি হয় না, তেমনি নানারকম সাধ্য-সাধনভাবপূর্ণ (কার্য্য-কারণাত্মক) এই সংসারে যাহার বিতৃষ্ণা বা বৈরাগ্য না হয়, তাহার কখনই আত্মজ্ঞানে অধিকার ও প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে না । [পরবর্তী ব্রহ্মবিজ্ঞার মোক্ষরূপ ফল দর্শন

(১) তাৎপর্য্য—এই চতুর্থ ব্রাহ্মণ কেন আরম্ভ হইতেছে, এবং পূর্ব ব্রাহ্মণের সহিত ইহার সম্বন্ধই বা কিপ্রকার, তাহা বলায় দিতেছেন । এই চতুর্থ ব্রাহ্মণ আরম্ভ করিবার উদ্দেশ্য দুইটি—প্রথম প্রয়োজন প্রজ্ঞাপত্য-পদলাভরূপ উৎকৃষ্ট ফলপ্রদর্শন দ্বারা পূর্বকাণ্ডোক্ত জ্ঞান-কর্মের প্রশংসা করা ; কারণ, সাধনের উৎকর্ষ না থাকিলে কখনই ফলোৎকর্ষ হইতে পারে না ; কাজেই ফলোৎকর্ষ বর্ণনা দ্বারাই তৎসাধনীভূত জ্ঞান-সংকৃত কর্মেরও স্তুতি সম্পন্ন হইবে । দ্বিতীয় প্রয়োজন—বক্ষ্যমাণ ব্রহ্মবিজ্ঞার স্তুতি করা ; কেন-না, দেখা যাইতেছে যে, পূর্বোক্ত জ্ঞানকর্মের সর্বোৎকৃষ্ট ফল হইতেছে—প্রজ্ঞাপত্য অধিকার লাভ ; তাহাও যখন স্থূলতা ও অনিত্যতাদোষগ্রস্ত সংসারেরই অন্তর্ভূত, অথচ বক্ষ্যমাণ ব্রহ্মবিজ্ঞার ফল হইতেছে সংসারের অতীত দিত্য দিগতিশর আনন্দস্বরূপ মোক্ষ ; তখন সহজেই লোকের পূর্বোক্ত জ্ঞানকর্মের বৈরাগ্য জন্মিতে পারে, এবং ব্রহ্মবিজ্ঞারও প্রবৃত্তি হইতে পারে, এইজন্যই তাহা বলাইতেছেন—উত্তরার্থঃ চ । উভয়ের মধ্যে শেষোক্ত উদ্দেশ্যটাই ক্রটির অভিপ্রেত ।

করিলে সহজেই পূর্বোক্ত কলে লোকের বৈরাগ্য জন্মিতে পারে] ; অতএব জ্ঞানমিশ্রিত কৰ্ম্মকলের যে, উৎকর্ষ বর্ণনা, তাহা পরবর্তী ব্রহ্মবিজ্ঞান প্রাশংসার্থেও বটে । ‘মুমুকু ব্যক্তির ইহাই একমাত্র প্রাপ্য,’ ‘সেই এই আত্মবস্তুটি পূজ্য অপেক্ষাও প্রিয়’ ইত্যাদি প্রতিতেও এই অভিপ্রায়ই প্রকটিত করা হইবে । ১

কৃতির ‘আত্মৈব’ এই আত্মা অর্থ—প্রজাপতি, যিনি অণু হইতে জাত প্রথম-শরীরী বলিয়া অভিহিত । বেদোক্ত জ্ঞান-কৰ্ম্মানুষ্ঠানের ফলস্বরূপ একমাত্র তিনিই,—কি ? না, এই বিভিন্নজাতীয় অপরাপর শরীরোৎপত্তির পূর্বে সেই প্রজাপতির শরীরের সহিত অবিভক্ত অর্থাৎ তদায়ক ছিলেন । (প্রজাপতি-স্বরূপই) ছিলেন । সেই আত্মাও (প্রজাপতিও) আবার পুরুষবিধ—পুরুষা-কৃতি হস্ত-মন্তকাদিসম্পন্ন বিরাটস্বরূপ । সর্বাঙ্গে সমুৎপন্ন সেই প্রজাপতিই অচুর্বাঙ্গ করিয়া ‘আমি কে, এবং আমার লক্ষণ—বিশেষত্বই বা কি’, ইহা আলোচনা করিয়া—প্রাণসমষ্টিভূত এবং দেহেন্দ্রিয়ায়ক আপনা হইতে পৃথগ্ভূত অপর কোনও বস্তু দর্শন করিলেন না (দেখিতে পাইলেন না), পরন্তু সর্বাঙ্গস্বরূপে কেবল আপনাকেই দর্শন করিলেন । সেই রূপ, পূর্বজন্মোৎপন্ন শ্রোত-বিজ্ঞান সংস্কারসম্পন্ন তিনি প্রথমে ‘আমি হইতেছি—সেই প্রজাপতি, আমি হইতেছি—সকলের আত্মা’ এইরূপ উক্তি করিয়াছিলেন । বেহেতু প্রজাপতি পূর্বজন্মজাত সংস্কারানুসারে প্রথমেই আপনাকে ‘অহম্’ বলিয়া উল্লেখ করিয়া-ছিলেন, সেই হেতুই তিনি ‘অহং’ নামে পরিচিত হইলেন । ‘অহং’ নামই যে, তাহার কৃতিপ্রদর্শিত উপনিবদ্—গুহ্য নাম, তাহা পরে বলা হইবে । সেই হেতু, যেহেতু সর্বকারণ প্রজাপতিতে এইরূপ ঘটনা হইয়াছিল, সেই হেতু, এখনও—বর্তমান সময়েও প্রজাপতির কার্যভূত (প্রজাপতি-মষ্ট) প্রাণিগণের মধ্যে কেহ আমন্ত্রিত হইলে ‘তুমি কে’ এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইলে, প্রথমেই ‘এই আমি’ (অয়ম্ অহম্) বলিয়া অর্থাৎ আপনাকে কারণভূত প্রজাপতিরূপে পরিচিত করিয়া, তাহার পর বিশেষ নামজিজ্ঞাসু ব্যক্তিকে আপনার দেহপিণ্ডের পরিচা-য়ক ‘দেবদত্ত’ বা ‘যজ্ঞদত্ত’ প্রভৃতি নাম বলিয়া থাকে,—যে নাম তাহার পিতা-মাতা দেহপিণ্ডের পরিচর্য্য রক্ষা করিয়াছেন, সেই নাম বলিয়া থাকে । ২

সম্প্রতি বাহ্যিক কৰ্ম্ম ও জ্ঞানভাবনা দ্বারা প্রজাপতিত্বলাভ করিতে ইচ্ছুক, সেই প্রজাপতিই সকলের প্রাজাপত্য-পদাভিলাষী অপর সকলের প্রথমে সমুৎপন্ন হইয়া, পূর্বজন্মের সাধকাবহার যথাযথরূপে অনুষ্ঠিত কৰ্ম্ম ও জ্ঞানভাবনা প্রত্যাহ

সৰ্বপ্রথমে দধ্ব করিয়াছিলেন ; কি দধ্ব করিয়াছিলেন ? না, প্রজাপতিত্বলাভের প্রতিকূলভূত আসক্তি ও অজ্ঞানাত্মক পাপসমূহ [দধ্ব করিয়াছিলেন] ।

যেহেতু এই প্রকার অবস্থা, সেই হেতুই তিনি পুরুষ—অর্থাৎ ‘পুরুষ্ ঔবৎ’ এই কারণে (‘পুরুষ’ শব্দের পু—পু, আর ‘ঔব্’ ধাতুর ঔব, উভয়ের যোগে নিম্পন্ন) পুরুষপদবাচ্য হইলেন । এই প্রজাপতি যেরূপ প্রতিবন্ধক পাপরাশি দধ্ব করিয়া পুরুষ—প্রজাপতি হইয়াছেন, এইরূপ অন্তেও জ্ঞানসহকৃত কর্ম্মচুষ্ঠানরূপ অগ্নি দ্বারা, অথবা কেবলই জ্ঞান দ্বারা তাহাকে ভগ্নীভূত করেন । কাহাকে ? না, যে ব্যক্তি এবংবিধ জ্ঞানীর অগ্রে প্রজাপতি হইতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে [ভগ্ন করেন] । ভগ্নীকরণের কর্তার নির্দেশ করিতেছেন—যিনি এইরূপ জ্ঞানলাভ করেন, অর্থাৎ জ্ঞানানুশীলনজাত উৎকর্ষসম্পন্ন হন, [তিনি] । ৩

এখন শঙ্কা হইতেছে যে, প্রজাপতি-পদেচ্ছু ব্যক্তিকে যদি জ্ঞানী পুরুষ দধ্বই করিয়া কেলেন, তাহা হইলে প্রজাপতিত্ব লাভের অভিলাব ত কেবল অনর্পণেরই কারণ হইয়া পড়ে ? না,—ইহা দোষাবহ নহে ; এই দাহ অর্থ আর কিছুই নহে, কেবল বাহাদের জ্ঞান-ভাবনা সমুৎকর্ষ লাভ করে নাই, তাহাদের প্রজাপতিত্ব-প্রাপ্তি হইতে না দেওয়াই ঐ দাহ শব্দের অর্থ । উত্তম সাধনসম্পন্ন ব্যক্তিই প্রথমে প্রজাপতি-পদ অধিকার করিয়া থাকে ; কাজেই নূনসাধনসম্পন্ন ব্যক্তি সেই পদ লাভ করিতে পারে না, এইজন্তই উত্তমসাধক ব্যক্তি হীনসাধনসম্পন্ন ব্যক্তিকে যেন দধ্বই করে, বলা ঐইয়া থাকে ; কিন্তু সত্য সত্যই যে, উৎকৃষ্ট-সাধনসম্পন্ন ব্যক্তি হীনসাধন ব্যক্তিকে দধ্বই করিয়া ফেলে, তাহা নহে । যেমন নির্দিষ্ট সীমান্তে গমনেচ্ছু ব্যক্তিগণের মধ্যে, যে ব্যক্তি প্রথমে সীমান্তস্থানে উপস্থিত হইতে পারে, তাহা দ্বারা অপর গন্তুর্গ অসমর্থরূপে প্রমাণিত হওয়ার যেন দধ্বপ্রায়ই হইয়া থাকে, ইহাও তেমনই (১) ॥ ৩৮ ॥ ১ ॥

(১) তাৎপৰ্য—‘আজি’ অর্থ—নির্দিষ্ট সীমা । ‘আজিহতাঃ’ অর্থ—বাহারা সেই সীমান্ত স্থানকে লক্ষ্য করিয়া গমন করে । এখনও এইরূপ ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন একটি স্থান লক্ষ্য করিয়া বলা হয় যে, অমুকস্থান হইতে বাহির হইয়া, যে লোক সর্বপ্রথমে অমুক স্থানে বাইতে পারিবে, সে ব্যক্তি পুরস্কার লাভ করিবে । যে ব্যক্তি প্রথমে নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হয়, সেই ব্যক্তিই নির্দিষ্ট পুরস্কার লাভে সমর্থ হয়, অধিকন্তু তাহা দ্বারা অপর গন্তারা পরাজিত হয়, হীনশক্তি বলিয়া বিবেচিত হয়, এবং অপমানেরও দধ্বপ্রায় হয় । এখানেও, যে ব্যক্তির সাধন-সম্পদ উৎকৃষ্ট, তিনিই প্রথমে প্রজাপতিপদ লাভ করেন, হীনসাধন ব্যক্তির তদর্শনে শোকাবলে দধ্বপ্রায় হন ।

শাক্তরভ্যাসম্ :—যদিং তুইবিতং কর্মকাণ্ডবিহিত-জ্ঞানকর্মফলং প্রাজাপত্যলক্ষণম্, নৈব তং সংসারবিসয়মত্যক্রামং, ইতীমমর্থঃ প্রদর্শয়িতুমাহ—

টীকা।—জ্ঞানকর্মফলং সৌত্রং পদমুকুটস্থায়ুক্তিঃ, তদন্তমুক্ত্যভাবাৎ তদ্ব্যতীত-সম্যগ্বীক্ষ্যকরে প্রবৃত্তিরনধিকা, ইত্যাপত্তা সোহবিভেদিতাত্ম তাত্পর্যমাহ—যদিদমিতি । তুইবিতং হোতুমন্তিপ্রেতমিতি যাবৎ—

ভাষ্যানুবাদ :—এখানে কর্মকাণ্ডের জ্ঞানও কর্মের ফলস্বরূপ, যে প্রাজাপত্য পদের প্রশংসা করা ক্রতির অভিপ্রেত, সেই প্রাজাপত্য পদও সংসারের অধিকার অতিক্রম করিতে পারে না, অর্থাৎ তাহাও সংসারেরই অন্তর্গত, ইহা প্রদর্শনের জন্ত বলিতেছেন—

সোহবিভেৎ, তস্মাদেকাকী বিভেতি, স হায়গীক্ষাক্ষত্রে—
যন্মদগ্য়মাস্তি কস্মান্ম বিভেমীতি, তত এবাস্ম ভয়ং বীয়ায়,
কস্মাদ্ভ্যেভ্যং দ্বিতীয়ান্নৈ ভয়ং ভবতি ॥ ৩৯ ॥ ২ ॥

সরলার্থঃ :—প্রাজাপত্যফলস্তাপি সংসারান্তর্গতত্বং প্রদর্শয়িতুমাহ—
“সোহবিভেৎ” ইত্যাদি ।

সঃ (কর্মজ্ঞানফলভূতঃ প্রজাপতিঃ) অবিভেৎ (অগ্নাদিবং ভীতঃ ভবৎ) ;
তস্মাৎ (একাকিনঃ প্রজাপতেঃ ভয়োদগমাদেব হেতোঃ) [ইদানীমপি] একাকী
(অসহায়ঃ জনঃ) বিভেতি । সঃ অয়ং (ভীতঃ প্রজাপতিঃ) হ (ঐতিহ্যে)
ঈক্ষাংচক্রে (আলোচিতবান্—) যং (যস্মাৎ) মদন্তং (মদ্যতিরিক্তম্ বহুস্বরং)
নাস্তি (ন বিদ্যতে), [তস্মাৎ হেতোঃ] হু (বিতর্কে) কস্মাৎ (কারণাৎ)
বিভেমি (ভীতো ভবামি) ইতি । ততঃ (তস্মাৎ আলোচনাৎ) এব তস্ম ভয়ং
বীয়ায় (বিগতমভূৎ) । [অবিদ্যামূলকং হি ভয়ং জ্ঞানোদয়ে ন সম্ভবতীতাহ—]
কস্মাৎ (হেতোঃ) অভ্যেৎ [ন কস্মাদপীতিভাবঃ] ; হি (যতঃ) দ্বিতীয়াৎ
(স্বব্যতিরিক্ত-বহুস্বরাৎ) বৈ (এব) ভয়ং ভবতি (উৎপত্তে), [সর্কীয়ভাবা-
পন্নস্ত তস্ম তু ভয়ং ন সম্ভবতীতি ভাবঃ ॥ ৩৯ ॥ ২ ॥

অনুবাদ :—প্রাজাপত্য পদটিও যে, সংসারেরই অন্তর্গত, তৎপ্রদর্শনার্থ বলিতেছেন—সেই প্রথমোক্ত পন্ন প্রজাপতি ভীত হইয়াছিলেন ; সেইজন্যই লোক একাকী থাকিলে ভয় পায় । তিনি (প্রজাপতি) আলোচনা করিলেন—যখন আমি হইতে আর পৃথক্ বস্তু কিছু নাই, তখন কেনইবা আমি ভীত হইতেছি । তাহার পরই তাঁহার ভয় বিনূরিত

হইল । প্রকৃতপক্ষে, কেনই বা তিনি ভীত হইবেন ?—কারণ, দ্বিতীয় হইতেই ত ভয় হইয়া থাকে ; [তাহার ত দ্বিতীয় কোন বস্তু নাই], সুতরাং ভয়েরও সম্ভাবনা নাই] ॥ ৩৯ ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ :—সোহবিভেৎ । সঃ প্রজাপতিঃ, সোহয়ং প্রথমঃ শরীরী পুরুষবিধো ব্যাখ্যাতঃ, সোহবিভেৎ ভীতবান্ অশ্বাদিবদেবেত্যাহ । যশ্নাদয়ঃ পুরুষবিধঃ শরীর-করণবান্ আশ্বনাশব-বিপরীতদর্শনবস্ত্वाৎ অবিভেৎ । তস্মাৎ তৎসামান্য্যং অন্তঃস্থেপি একাকী বিভেতি । কিন্তু, অশ্বাদিবদেব ভয়হেতু-বিপরীতদর্শনাপনোদকারণং যথাভূতাস্বদর্শনম্ । সোহয়ং প্রজাপতিঃ ঈক্ষাম্ ঈক্ষণং চক্রে কৃতবান্ হ । কথম্ ? ইত্যাহ—যং যশ্নাৎ মন্তোহন্তং আশ্ববাতি-রেকেন বহুন্তরং প্রতিবন্দীভূতং নাস্তি, তস্মিন্নাশ্ববিনাশহেতুভাবে, কশ্মাৎ নু বিভে-মীতি । তত এব—যথাভূতাস্বদর্শনাৎ অস্ত প্রজাপতেভ্যং বীয়ায় বিম্পষ্টম্ অপ-গতবৎ । তস্ত প্রজাপতেভ্যম্, তং কেবলাবিজ্ঞানিমিত্তমেব ;—পরমার্থদর্শনে অনুপপন্নম্ ; ইত্যাহ—কশ্মাৎ হি অভেদ্যং ?—কিমিত্যসৌ ভীতবান্ ? পরমার্থ-নিরূপণায়াং ভয়মনুপপন্নমেব ইত্যভিপ্রায়ঃ । যশ্নাৎ দ্বিতীয়াং বহুন্তরাটৈ ভয়ং ভবতি, দ্বিতীয়াং চ বহুন্তরমবিদ্যাপ্রভাপস্থাপিতমেব । ন হি অদৃশ্যমানং দ্বিতীয়াং ভয়জন্মনো হেতুঃ, “তত্র কো মোহঃ, কঃ শোক একত্বমনুপপত্তঃ” ইতি মন্তবর্ণাৎ । বৈচৈক্যদর্শনেন ভয়মপনুদাদ অপনোদিতং তদ্ বৃক্ষম্ ; কশ্মাৎ ? দ্বিতীয়াং বহুন্তরাটৈ ভয়ং ভবতি, তং একত্বদর্শনেন দ্বিতীয়দর্শনমপনীতম্, ইতি নাস্তি যতঃ । ১ ।

অত্র চোদয়ন্তি—কুতঃ প্রজাপতেরেকত্বদর্শনঃ জাতম্ ? কো বা তস্মৈ উপ-দিদেশ ? অথানুপদিষ্টমেব প্রাপ্তবৃত্তং ; অশ্বাদেবপি তথা প্রসঙ্গঃ । অথ জন্মান্তরকৃত-সংস্কারহেতুকম্ ? একত্বদর্শনানর্থক্যপ্রসঙ্গঃ । যথা প্রজাপতেরতি-ক্রান্তজন্মাবহন্তৈকত্বদর্শনং বিদ্যমানমপি অবিদ্যা-বন্ধকারণং নাপ্নিন্তে ; যতঃ অবিদ্যাসংযুক্ত এবাস্তং জাতোহবিভেৎ, এবং সর্কেবামেকত্বদর্শনানর্থক্যং প্রাপ্নোতি । অস্ত্যমেব নিবর্তকমিতি চেৎ ; ন ; পূর্ববৎ পুনঃ প্রসঙ্গেনানৈ-কান্ত্যাৎ ; তস্মাদনর্থকমৌবেকত্বদর্শনমিতি । ২

নৈব দোষঃ । উৎকৃষ্টহেতুত্ববত্যাং লোকবৎ ; যথা পুণ্যকর্ষোত্তরৈক্যবিত্তৈঃ কার্য্যকরণৈঃ সংযুক্তে জন্মনি সতি প্রজা-মেমান্বতিবৈশারদ্যাৎ দৃষ্টম্, তথা প্রজা-পতেভ্যর্জ্ঞানবৈরাগ্যোপাধিবিপরীতহেতু-সর্বপাপাদাহাবিত্তৈঃ কার্য্যকরণৈঃ সংযুক্ত-

মুক্তং জন্ম, তদুত্তরঞ্চ অল্পপদিষ্টমেব বক্তব্যম্ একমুদর্শনং প্রজ্ঞাপতেঃ ।
তথা চ স্মৃতিঃ—

“জ্ঞানমপ্রতিষৎ যন্ত বৈরাগ্যঞ্চ প্রজ্ঞাপতেঃ ।

ঐশ্বর্য্যাকৈব ধর্ম্মশ্চ সহসিদ্ধং চতুষ্টিয়ম্ ॥” ইতি ।

সহসিদ্ধত্বে ভয়াল্পপদতিরিক্তি চেৎ—ন হি আদিত্যেন সহ তম উদেতি । ন ;
অত্যাল্পপদিষ্টার্থত্বাৎ সহসিদ্ধবাক্যাত্ম । ৩

শ্রদ্ধা-তাৎপর্যা-প্রণিপাতাদীনাম্ অহেতুত্বমিতি চেৎ,—জ্ঞানতম্—“শ্রদ্ধা-
বাল্লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংবতেজিয়ঃ ।” “তদ্বিক্তি প্রণিপাতেন” ইত্যেবমাদীনাং
প্রতিশ্রুতিবিহিতানাং জ্ঞানহেতু নামহেতুত্বম্—প্রজ্ঞাপতেরিব জন্মান্তরকৃত-ধর্ম্ম-
হেতুত্বে জ্ঞানশ্রুতি চেৎ ; ন ; নিমিত্তবিকল্প-সমুচ্চয়গুণবদগুণবত্তভেদোপপত্তেঃ ।
লোকে হি নৈমিত্তিকানাং কার্য্যাণাং নিমিত্তভেদোহনেকধা বিকল্যতে, তথা
নিমিত্তসমুচ্চয়ঃ । তেবাঞ্চ বিকল্পিতানাং সমুচ্চিতানাঞ্চ পুনঃগুণবদগুণবদ-
কৃতো ভেদো ভবতি । তদযথা—রূপজ্ঞান এব তাবদ্নৈমিত্তিকে কার্য্যে তমসি
বিনালোকেন চক্ষুরূপসন্নিকর্ষে নক্তধরুণাণাং রূপজ্ঞানে নিমিত্তং ভবতি ; মন
এব কেবলং রূপজ্ঞাননিমিত্তং যোগিনাম্ ; অত্য়াকল্প সন্নিকর্ষালোকাভ্যাং সহ
তপাদিত্যচক্ষ্রাণালোকভেদৈঃ সমুচ্চিতা নিমিত্তভেদা ভবন্তি । তথালোকবিশেষ-
গুণবদগুণবদ্বেন ভেদাঃ সূচ্যঃ । এবমেব আত্মৈকমুজ্ঞানেহপি কচিজন্মান্তরকৃতং
কর্ম্ম নিমিত্তং ভবতি ; যথা প্রজ্ঞাপতেঃ । কচিৎ তপো নিমিত্তম্ ; “তপসা ব্রহ্ম
বিজিজ্ঞাসস্ব” ইতি শ্রুতেঃ । কচিৎ “আচার্য্যাবান্ পুরুষো বেদ”, “শ্রদ্ধাবাল্লভতে
জ্ঞানম্”, “তদ্বিক্তি প্রণিপাতেন”, “আচার্য্যাকৈব”, “জ্ঞাতব্যো দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ”
ইতি প্রতিশ্রুতিভা একান্তজ্ঞানলাভনিমিত্তত্বং শ্রদ্ধাপ্রভৃতীনাং অধর্ম্মাদিনিমিত্ত-
বিয়োগহেতুত্বাৎ ; বেদান্তশ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনানাঞ্চ সাফলজ্ঞেয়বিষয়ত্বাৎ ;
পাপাদি-প্রতিবন্ধক্যে চ আত্মমনসোর্হৃতার্থজ্ঞাননিমিত্ত-স্বাভাবাৎ । তন্মাদহেতুত্বং
ন জাতু জ্ঞানশ্চ শ্রদ্ধাপ্রণিপাতাদীনামিতি ॥ ৩৯ ॥ ২ ॥

টীকা । আহ বিবক্তিতার্থসিদ্ধার্থং হেতুং—ভয়ভাত্ত্বমিতি শেষঃ । জ্ঞানকর্ম্মকলং
ত্রৈলোক্যাত্মকমুদ্রমুৎকৃষ্টমপি সংসারান্তর্ভূতমেব, ন কৈবল্যমিতি বক্তৃমুত্তরং বাক্যমিত্যর্থঃ ।
অহমেকাকী, কোহপি মাং হনিষ্যতীতি আত্মনাশ-বিষয়বিপরীতজ্ঞানবত্বাৎ প্রজ্ঞাপত্তিভীত-
বানিত্যত্র কিং প্রমাণমিত্যাশঙ্ক্য কার্য্যাগতেন ভয়লিঙ্গেন কারণে প্রজ্ঞাপত্তৌ তদমুমেয়মিত্যাহ—
যন্মাদিতি । তৎসামান্যাদেকাকিছাবিশেষাদিতি বাবৎ । প্রজ্ঞাপতেঃ সংসারান্তর্ভূতত্বে হেতুভয়-
মাহ—কিঞ্চিতি । যথাসাদৃশী রজ্জু-হাশাদৌ সর্প-পুরুষাদিভিন্নজনিতভয়নিবৃত্তয়ে বিচারেণ
তত্ত্বজ্ঞানং সম্পাদ্যন্তে, তথা প্রজ্ঞাপতিরপি ভয়শ্চ তদ্ব্যতিক্রান্তে বিপরীতধর্ম্মো দৃষ্টিহেতুং তত্ত্বজ্ঞানং

বিচার্য সম্পাদিতবানিত্যার্থঃ । পরমার্থদর্শনমেব প্রথমপূর্বকঃ বিশদয়তি—কথমিত্যাदिना ।
তন্নিমিত্তাত্মাদিত্যাধৌ পঠিতবাম্, মচ্ছন্দোপলক্ষিতঃ প্রত্যক্চৈতন্যম্ অবিভীতব্রহ্মরূপেণ জ্ঞাত্ব।
সহেতুঃ ভীতিঃ প্রজাপতিরিকপদিত্যুক্তম্, ইদानीं তত্তজ্ঞানকলমাহ—কৃত ইতি । কস্মাদী-
তাদেবকৃতরস্তু পূর্বেণ পৌনরুক্তামিত্যাশঙ্ক্য বিদ্রুবে। হেতুভাবাৎ ন ভরমিত্যুক্তসমর্থনার্থাহুতরস্তু
নৈবমিত্যাহ—তন্ত্বেত্যাদিনা । অনুপপত্তৌ হেতুমাহ—যস্মাদিতি । পরমার্থদর্শনেনহপি বহুস্তরাৎ
কিমিতি ভয়ং ন ভবতীত্যশঙ্কাহ—দ্বিতীয়ঃ চেতি । অথরবতিরেকভাভাৎ মৈতস্ত অবিজ্ঞা-
প্রতাপহাপিতত্বেহপি কৃতস্তদ্বৎত্বৈতদর্শনং ভয়কারণং ন ভবতীত্যশঙ্কাহ—ন ইতি । তদজ্ঞানমে-
সতি অজ্ঞানাবোগাৎ তদ্বৎ দৈতঃ তদর্শনং চাহুত্মমিত্যাহে। হেতুভাবাৎ ভয়ানুপপত্তিরিত্যর্থঃ ।
অবৈতজ্ঞানে ভয়নিবৃত্তিরিত্যত্র ময়ঃ সংবাদয়তি—তত্রৈতি । বিরাদৈকাদর্শনেনৈব প্রজাপতে-
র্ভয়মপীতং, ন অবৈতদর্শনেন, ইত্যশ্লিষ্যত্বেহপি যৎ বদন্তম্ভীতীতাদি শক্যং বাধ্যাতুমিত্যাশঙ্ক্য
অঙ্গীকুর্যাহ—যচেতি । তদেব প্রথমধারা প্রকটয়তি—কস্মাদিত্যাदिना । ১

প্রথমব্যাখ্যানানুসারেণ চোক্তমুখ্যপয়তি—অত্রৈতি । প্রজাপতেত্রৈকাঙ্ক্যজ্ঞানাৎ ভীতি-
শ্চত্তিরক্তা, ন চ তস্ত তজ্ঞানং যুক্তং, হেতুভাবাদিত্যাহ—কৃত ইতি । যস্মাৎ অস্মাকমৈক্যধীঃ,
তস্মাদেব তস্তাপি স্তাদিত্যাশঙ্কাহ—কো বেতি । ন হি তস্ত শাস্ত্রস্বপ্নমাচাৰ্য্যভাবাৎ, নাপি
সম্মাসস্তত্ত্ব ত্রৈবর্ণিকবিষয়ত্বাৎ, নাপি শমাদি ঐশ্বর্য্যাসক্তত্বাৎ, অতোহস্মাহ এসিদ্ধস্বপ্নাদিবিজ্ঞা-
হেতুভাবাৎ ন প্রজাপতেরৈকধীর্ভুক্তৈত্যর্থঃ । উপদেশানপেক্ষমেব প্রজাপতেরৈকাজ্ঞানং প্রাদুর্ভূত-
মিতি শঙ্কতে—অথৈতি । অতিপ্রসক্তাঃ প্রতাহ—অস্মদাদেয়িতি । প্রজাপতেব্রহ্মমানাবস্থায়াম্
আচাৰ্য্যাস্তু সত্ত্বাৎ শ্রবণাত্মাদুস্তৈরৈকাজ্ঞানোদয়াৎ তৎসংস্কারোখঃ তথাবিধমেব তজ্ঞানং
কলাবস্থায়ামপি স্তাদিতি চোদয়তি—অথৈতি । দ্বয়তি—একবেতি । অজ্ঞানধ্বংসিভেদার্থ-
বহুমিত্যাশঙ্কাহ—যথৈতি । তত্র প্রমকমাহ—যত ইতি । দাষ্টাণ্টিকমাহ—এবমিতি । নবশ্লিষ্যেব
জন্মনি প্রজাপতেরৈকধীরনপেকা জায়তে, 'জ্ঞানমপ্রতিঘঃ যন্ত' ইতি শ্রুতেঃ । ন চ তদ্বৎপস্তা-
নস্তরমেব সহেতুঃ বন্ধঃ নিরুপস্থি, ভয়রত্যাদিফলেন প্রারককৰ্ম্মণা প্রতিবন্ধাৎ; অতো মরণ-
কালিকঃ তদজ্ঞানধ্বংসীতি শঙ্কতে—অন্ত্যামেবেতি । প্রবৃত্তকলস্ত কৰ্ম্মণঃ যোগপাদকাজ্ঞান-
লেশাৎ বিজ্ঞানশক্তিপ্রতিবন্ধকত্বেহপি জন্মান্তরাদিসর্বসংস্কারহেতুজ্ঞান-ধ্বংসি-জ্ঞানসামর্থ্যপ্রতি-
বন্ধকহে মান্যভাবাৎ মধ্যে জাতং জ্ঞানমনিবর্তকমিত্যাশঙ্ক্য বক্তৃম্, অন্ত্যস্ত চ জ্ঞানস্ত নিবর্তকহে-
নাস্ত্যাহেতুঃ । ব্রহ্মমানান্তরস্তান্তো জ্ঞানে তদ্বৎসিদ্ধাদুস্তৈরস্ত্যস্ত অজ্ঞানধ্বংসিভেদ অনিরম্যৎ ।
ন চ ব্রহ্মমানান্তরে প্রজাপতৌ চাত্তাং জ্ঞানং জ্ঞানবাদজ্ঞানধ্বংসি, পূর্বজ্ঞানেব বন্ধহেতুজ্ঞান-
ধ্বংসিষাদুস্তৈরজ্ঞানবহেতোরনৈকান্ত্যাহে। ন চাত্তাম্ ঐক্যজ্ঞানম্, ঐক্যজ্ঞানবাদজ্ঞানধ্বংসীতি
যুক্তম্ । উপাস্ত্য-তাদৃশ্ জ্ঞানবদন্তোহপি তদবোধাৎ, উপাস্তো হেতোরনৈকান্ত্যাহে, ইত্যভিপ্রোক্তা
দ্বয়তি—নেত্যাদিনা । কুণ্ডকারণভাবাৎ তদন্তরেণ চ উপস্তাবতিপ্রসক্তাৎ, সংস্কারাবীনত্বেহপি
নিষেধাভাবাৎ অন্ত্যস্ত চ জ্ঞানস্ত অজ্ঞানধ্বংসিষাসিদ্ধেয়বৃত্তং প্রজাপতেরেকদর্শনম্, ইতুপ-
সংহরতি—তস্মাদিতি । ২

প্রজাপতেঃ স্তুত-প্রতিবুদ্ধবৎ প্রকৃষ্টাদুষ্টোখকার্য্যকরণবৎ পূর্বকরীপদপদার্থব্যাক্ত্যন্বয়বতঃ
স্মৃতিবিপরিসংখিনো বাক্যে বিচার্য্যমাণাদদুষ্টসহকৃতাৎ তদজ্ঞানঃ স্তাৎ, লোকে বিশিষ্টাদুষ্টোখ-

কার্যকরণানাং প্রজ্ঞানুত্তিষ্মদর্শনাৎ ; তেন চ জ্ঞানেন জ্ঞানান্তরহেতুবিভাক্ষয়েৎপি আরক্যং কৰ্ম
তচ্চ চ ভ্রমরভাদি অবিকালেপতো ভবিষ্যতীতি পরিহরতি—নৈব দোষ ইতি । সংগৃহীতমর্থং
সম্বৰ্ধতে—যথোক্তাদিনা । ধৰ্মাদিচতুষ্টিরাপিপরাতিমধৰ্মাদিচতুষ্টিঃ, তত্র হেতৌঃ সৰ্ব্বস্ত পাণ্ডুনো
জ্ঞানানুত্তিষ্মনে নাশাদিতি যাবৎ । উৎকৃষ্টঃ প্রকৃষ্টজ্ঞানাদিশালিহন্ । উক্তজ্ঞানফলমাহ—
তদ্ব্যবহৃত্যেতি । তত্র জ্ঞানাদিবৈশারদ্যে পৌরাণিকীঃ স্মৃতিমুদাহরতি—তথা চেতি । অপ্রতিবন্ধ-
প্রতিবন্ধঃ নিরঙ্কুশমিত্যেতৎ প্রত্যেকং সম্বধ্যতে । যন্তেতচ্চতুষ্টিঃ সহসিক্কা, স নিরবৰ্ত্ততেতি
সব্ধঃ । সহসিক্কাহ্মতেঃ ‘সোহবিত্তে’ ইতি ঋতিবিক্কাহাদ্রামাণ্যমিতি বিরোধাধিকরণস্তায়েন
শব্দে—সহসিক্কা ইতি । সত্যেব সহজে জ্ঞানে যহেতোঃ স্মৃতিমিতি চেৎ, ন, ইত্যাহ—
ন হীতি । অস্তেনাচার্যোণাশুপদিস্তেম্বেব প্রজাপতেজ্ঞানমুদেতি, ইত্যেবমর্থপরত্বাৎ সহসিক্কা-
বাক্যস্ত তজ্জ্ঞানাৎ প্রাক্ তস্ত ভ্রমবিক্কাহ্ উক্তং চাজ্ঞানলেশাৎ, অতো ন বিরোধঃ ঋতিমুতো-
রিত সম্বধ্যতে—নেত্যাদিনা । ৩

জ্ঞানোৎপত্তেরাচার্য্যাস্তনপেক্ষে শ্রদ্ধাদি-বিধানানর্থকাৎ অনেক ঋতিস্মৃতিবিরোধঃ স্মাদিতি
শব্দে—শ্রদ্ধেতি । আদিপদেন শর্মাদিগ্রহঃ, অস্মদাদিমুত্বেযাং হেতুহ্মিতি চেৎ, ন, ইত্যাহ—
প্রজাপতেরিত্যেতি । চোদিতং বিরোধঃ নিরাকরোতি—নেত্যাদিনা । নিমিত্তানাং বিকল্পঃ
সমুচ্চয়োঃ গুণবদগুণবদমিত্যেনেব প্রকারেণ কাব্যোৎপত্তৌ বিশেষসম্ভবাৎ ন শ্রদ্ধাদিবিধানানর্থকা-
মিত্যর্থঃ । সংগ্রহবাক্যঃ বিরূপোতি—লোকে হীতি । তন্নি সৰ্গঃ বিকল্পাদি যথা জাতুং শক্যঃ,
তথৈকস্মিন্নেব নৈমিত্তিকে রূপজ্ঞানাধিকার্যো দর্শয়াম্যেত্যাহ—তদ্যথেনিতি । তত্র বিকল্প-
মুদাহরতি—তমসীত্যাদিনা । সমুচ্চয়ঃ দর্শয়তি—অস্মাকং ইতি । বিকল্পিতানাং সমুচ্চিতানাং
চ নিমিত্তানাং গুণবদগুণবদপ্রবৃত্ত্যঃ ভেদঃ কথয়তি—তথেনিতি । আলোকবিশেষস্ত গুণবদঃ,
বহলত্বমগুণবদঃ মলপ্রভভঃ, চকুরাদে গুণবদঃ নির্মলত্বাদি, তিমিরোপহতত্বাদি চ অগুণবদমিতি
ভেদঃ । দৃষ্টান্তঃ প্রতিপাদ্য দাষ্টান্তিকমাহ—এবমিতি । তথাস্তথাপি প্রজাপতিতুল্যস্ত
বামদেবাদেজ্ঞানান্তরীয়সাধনবশাৎ ঐশ্বর্য্যাসুগ্রহাৎ অগ্নি জন্মনি স্মৃতবাক্যাদৈকাজ্ঞানমুদেতীতি
শেষঃ । ভূগুপ্তন্তুল্যো বাহিকারী কচিদিত্যুচ্যেতে । তপোপ্ৰবর্তিতরেকাধ্যামালোচনম্ ।
যেতকেতুপ্রভৃতি জ্ঞাননিমিত্তানাং সমুচ্চয়ঃ দর্শয়তি—কচিদিত্যাদিনা । একান্তং নিরতমাবস্তকং
জ্ঞানোদয়লাভে নিমিত্তমিতি যাবৎ । অথ প্রিপাতাদিব্যতিরেকেণ ন প্রজাপতেরপি জ্ঞানঃ
সম্ভবতি, সামগ্র্যভাবাদত আহ—অধর্মাধীতি । প্রিপাতাদেঃ জ্ঞানোদয়প্রতিবন্ধকনিবৰ্ত্তকত্বাৎ
প্রজাপতেতচ্চ তন্নিবৃত্তেজ্ঞানান্তরীয়সাধনরত্বাৎ আধুনিকপ্রিপাতাদিনা বিনা স্মৃতবাক্যাদেব
একাধীঃ সম্ভবতীত্যর্থঃ । তর্হি প্রধাদিব্যতিরেকেণাপি প্রজাপতেজ্ঞানং স্মাদিত্যশঙ্ক্যাহ—
বেদান্তেনিতি । ন তৈবিনা জ্ঞানঃ কচিদিপি স্মাৎ, প্রজাপতেস্ত জ্ঞানান্তরীয়প্রবণবশাৎ ইদানী-
মস্মৃতবাক্যাত্তদুৎপত্তিরিতি শেষঃ । তর্হি প্রধাদিকমপি প্রতিবন্ধকনিবৰ্ত্তকত্বেন প্রজাপতে-
রাদরপ্যং, তন্নিবৃত্তিমন্তরেণ জ্ঞানোৎপত্তাসুপপত্তেরিত্যশঙ্ক্যাহ—পাপাদিতি । আত্ম-মনসোর্মিষঃ
সংযুক্তয়োঃ সন্ধিঃ যৎ পাপং, তৎকার্য্যং চ রাগাদি, তেন জ্ঞানোৎপত্তৌ প্রতিবন্ধক পূর্ব্বোক্তেন
জ্ঞানেন কয়ে সতি, প্রজাপতেরীশ্বর্য্যাসুগ্রহাৎ স্মৃতবাক্যস্ত পরমার্থজ্ঞানোৎপত্তৌ কেষলস্ত
নিমিত্তত্বাৎ, তস্ত আধুনিকপ্রধাদিব্যতিরেকেণ জ্ঞানোদয়েহপি ন তর্হিবিবের্থ্যম্ । অস্মাকং

তদ্বশাদেব তদ্ব্যপত্তেৰ্বাক্যাতাৎপৰ্য্যাদিজ্ঞানং সৰ্ব্বেষামেব জ্ঞানসাধনম্, আচাৰ্য্যাদিষু পুনৰ্বিকল্প-
সমুচ্চৰাবিত্যৰ্থঃ । অধিকারিত্বেন জ্ঞানহেতুৰ্বিকল্পেহপি তেষামন্যায় সমুচ্চৰাৎ ন ঋতিত্ব-
বিরোধোহন্তি, ইতু্যপসংহরতি—তন্মাদিতি ॥ ৩৯ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—“সোহবিভেৎ” ইত্যাদি । সেই প্রজাপতি—যিনি প্রথম
শরীরী পুরুষাকার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, তিনি ভীত হইয়াছিলেন,—বলা
হইল যে, তিনিও আমাদেরই মত ভয় পাইয়াছিলেন । যেহেতু পুরুষবিধ—দেহে-
জ্বরবিশিষ্ট প্রজাপতি আপনার বিনাশাদিবিষয়ক বিপরীত দর্শনে অর্থাৎ তাদৃশ
ভ্রান্তিজ্ঞানের ফলে ভীত হইয়াছিলেন, সেই হেতু, অত্য়াপি তৎসমানজাতীয় (দেহে-
জ্বরসম্পন্ন) ব্যক্তি একাকী থাকিতে ভয় পায় । অপিচ, আমাদের জ্ঞান তাঁহার
পক্ষেও যথার্থ আত্মজ্ঞানই ভয়োৎপাদক ভ্রান্তিজ্ঞানের নিবৃত্তিসাধক । সেই এই
প্রজাপতি আলোচনা করিয়াছিলেন ; কি প্রকার ? তাহা বলিতেছেন—যেহেতু
আমা হইতে স্বতন্ত্র অর্থাৎ আমার অতিরিক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীভূত অস্ত্র কোনও বস্তু নাই ;
আমার বিনাশকর তাদৃশ বস্তুর অভাবে আমি কেন ভয় পাইতেছি ? সেই কার-
ণেই—যথাযথভাবে আত্মার স্বরূপ উপলব্ধির ফলেই প্রজাপতির সেই ভয় সম্পূর্ণরূপে
অপগত হইয়াছিল । প্রজাপতির যে, সেই ভয়, তাহা কেবলই অজ্ঞানমূলক ;
সুতরাং আত্মদর্শন উপস্থিত হইলে তাহা কখনই থাকিতে পারে না ; তাই বলি-
লেন—‘কস্মাৎ হি অভেদ্যং’ ?—কি কারণে তিনি ভীত হইবেন ? অভিপ্রায় এই
যে, পরমার্থতত্ত্বের নিরূপণ হইলে, কখনই ত ভয়ের সম্ভাবনা থাকে না ; যেহেতু
দ্বিতীয় বস্তু হইতেই ভয় হইয়া থাকে, অথচ দ্বিতীয় বস্তুমাত্রই অবিজ্ঞান-সমুখিত ;
সুতরাং অপর কোন প্রকার দ্বিতীয় পদার্থ জ্ঞানগোচর না হইয়া কখনই ভয়োৎ-
পাদক হয় না ; কেন না, শ্রোত মতে আছে যে, ‘যে লোক নিরন্তর একত্ব দর্শন
করে, তাহার শোকই বা কি, আর মোহই বা কি ?’ ইতি । অতএব তিনি যে,
একত্বদর্শনের বলে ভয় নিবারণ করিয়াছিলেন, তাহা যুক্তিযুক্তই বটে । যুক্তিট
কি ? যেহেতু দ্বিতীয় হইতেই—অপর বস্তু হইতেই ভয় হইয়া থাকে ; একত্ব-
দর্শনের বলে তাঁহার সেই বৈতদর্শন অপনীত হইয়াছিল ; কাজেই তাহার আর
ভয়ের সম্ভাবনা ছিল না । ১

কেহ কেহ এস্থলে আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলেন—প্রজাপতির একত্বদর্শন
অগ্নিলীকোণা হইতে ? কে-ই বা তাঁহাকে সে উপদেশ দিয়াছিল ? যদি বিনা
উপদেশেই ঐরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে, তবে, আমাদেরও তাহা হইতে পারে ; আর
যদি বল, অগ্ন্যস্তরসংকিত সংস্কারই ঐ একত্বদর্শনের মূল কারণ, তাহা হইলেও

একত্বদর্শনের কোন প্রয়োজন থাকিতেছে না। প্রজাপতির প্রাক্তন জন্মের একত্বদর্শন বিদ্যমান থাকিয়াও যেরূপ [সেই জন্মে] বন্ধ-জনক অবিজ্ঞার অপনয়নে সমর্থ হয় নাই, তদ্রূপ সকলের পক্ষেই একত্বদর্শন অনর্থক হইয়া পড়িতে পারে। প্রজাপতির যে, পূর্বজন্মে বন্ধন-হেতু অবিজ্ঞা অপনীত হয় নাই, তাহা তাঁহার এ জন্মে ভয় দর্শনেই অনুমান করা যাইতে পারে। যদি বল, সর্বশেষে একত্বদর্শন হয়, তাহাই অবিজ্ঞা-নিবারক হয় ; না,—তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, পূর্বজন্মের জ্ঞান এ জন্মেও তুলাবস্থার সম্ভাবনা রহিয়াছে ; অতএব এই একত্বদর্শন অনর্থকই হইতেছে । ২

না,—অনর্থক হইতেছে না ; কারণ, লোকপ্রাপ্তির জ্ঞান, এখানেও হেতুটির উৎকর্ষ থাকা আবশ্যক হয়। যেমন পুণ্যকর্মসমুদ্ভূত বিমুক্ত দেহেক্রিয়াদिवিশিষ্ট জন্মলাভ হইলেই প্রাক্তন জ্ঞানসংস্কারজাত বিমল স্মৃতিশক্তি অবির্ভাব দৃষ্ট হয় ; তেমনি প্রজাপতিরও ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য প্রভৃতির প্রতিকূলভূত পাপের বিনাশ হইলেই বিমুক্ত উৎকৃষ্ট জন্ম লাভ সম্ভবপর হয়, এবং সেই জন্মে, স্বগত বিমুক্তিবলে বিনা উপদেশেও একত্বদর্শন লাভ করা অযৌক্তিক হইতে পারে না। স্মৃতিশাস্ত্রও বলিতেছেন যে, 'প্রজাপতির অপ্রতিহত জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য ও ধর্ম, এই চারিটিই সহসিক বা স্বাভাবিক' ইতি। ভাল, প্রজাপতির জ্ঞানচতুষ্টয় যদি স্বভাবসিকই হয়, তাহা হইলে ত কখনই তাঁহার ভয় হইতে পারে না,—স্বপ্রকাশ আদিতোর সঙ্গে ত কখনও অন্ধকারের উদয় সম্ভব হয় না ; না,—এ আপত্তিও হইতে পারে না ; কারণ, উক্ত বাক্যোপদিষ্ট 'সহসিক' কথার অর্থ—অন্তের উপদেশ ব্যতিরেকে লব্ধ। অতিপ্রায় এই যে, প্রজাপতির যে, অপ্রতিহত জ্ঞান, বৈরাগ্য, ধর্ম ও ঐশ্বর্য্য, তাহা কাহারও উপদেশ হইতে লব্ধ হয় নাই, পরন্তু স্বীয় শক্তিবলেই লব্ধ হইয়াছে ; এইজন্তই উহা 'সহসিক' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে । ৩

ভাল, যদি মনে কর যে, বিনা উপদেশেই প্রজাপতির জ্ঞান লাভ হইয়াছিল, তাহা হইলে ত শ্রদ্ধা, তাৎপর্য্য বা একনিষ্ঠা ও প্রণিপাত প্রভৃতি জ্ঞানলাভের প্রসিদ্ধ হেতুগুলির অহেতু হইয়া পড়ে ?—প্রজাপতির জ্ঞান জন্মান্তরসঞ্চিত ধর্ম হইতেই যদি জ্ঞানলাভের সম্ভব হয়, তাহা হইলে ত 'শ্রদ্ধাবান, তৎপর (ঐতর্থে নিষ্ঠাবান) ও সংযতেন্দ্রিয় ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করে', 'তুমি গুরুর নিকট যাইয়া প্রণিপাত দ্বারা তাহা অবগত হও' ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিবিহিত জ্ঞানহেতুগুলির অহেতু হইতে পারে, অর্থাৎ কারণতাপ্রসিদ্ধিই ব্যাহত হইয়া যায় ? না,—অহেতু

হয় না ; কারণ, নিমিত্তসমূহের সমুচ্চর (একত্র বহু নিমিত্তের উপস্থিতি), বিকল্প (পৃথগভাবে এক একটি নিমিত্তের উপস্থিতি) এবং অধিকারীর গুণবস্তু ও অগুণবস্তুভেদে এ আপত্তির সমাধান হইতে পারে। ভগতে যে সমস্ত কার্য-পদার্থ নিমিত্তবিশেষ হইতে সমুৎপন্ন হয়, তাহাদের সেই নিমিত্তভেদে অনেকপ্রকার কর্তব্য কৰা হইয়া থাকে। সেইরূপ, নিমিত্তসমূহের আবার সমুচ্চর এবং বিকল্প বাবস্থাও দেখা যায়। সেই বিকল্পিত বা সমুচ্চিত্ত নিমিত্তসমূহের মধ্যেও আবার গুণগত উৎকর্ষ ও অপকর্ষানুসারে নহু প্রভেদ ঘটিয়া থাকে। দৃষ্টান্ত এই যে, সাধারণতঃ চক্ষু ও আলোকপ্রভৃতি নহনৈম নিমিত্তের সাহায্যে বেত-শীতাদি রূপবিবরে জ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, স্তম্ভন চাক্ষু্য জ্ঞানটী নৈমিত্তিক ; কিন্তু সেই একই রূপজ্ঞান কার্য সম্পাদনে, দৈগ্ধিতে পাওয়া যায়, রাত্রিচর শৃগাল প্রভৃতির সহকে অন্ধকারে মধোও আলোক নিরূপেক শুধু চক্ষুঃসংযোগই নিমিত্তকারণ হইয়া থাকে, যোগ্যগুণে পক্ষে মনই রূপজ্ঞানের একমাত্র নিমিত্ত হইয়া থাকে, কিন্তু অস্বাদে পক্ষে আবার সেই রূপ জ্ঞানেই চক্ষুঃসংযোগ ও আলোক অলোকে মধোও আবার সূর্য্য চক্ষুদি নৈমিত্ত আলোকে সঞ্চিত সমুচ্চিত্ত বা একত্রিত হইয়া নিমিত্তগত প্রভেদ ভ্রান্তিও থাকে ; অধিকতর সেই বিশেষ বিশেষ আলোকেও গুণগত উৎকর্ষাপকর্ষানুসারে 'কার্যোৎপাদনে' নহু প্রকার প্রভেদ সংঘটিত হইয়া থাকে। এই প্রকার আত্মিকজ্ঞান সহকেও কোথাও ভ্রান্ত্যবরূপ কৰ্মই নিমিত্ত হইয়া থাকে, যেমন প্রজ্ঞাপ্রতিভা হইয়াছিল, কোথাও বা কেবল তপস্যাই নিমিত্ত হইয়া থাকে ; কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন—‘তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে বিশেষরূপে অবগত হও’ ; কোথাও আবার ‘উপগুক্ত আচার্য্যবান্ পুরুষই তাহাকে জানেন’, ‘প্রজ্ঞাবান্ ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করেন’, ‘গুরুব নিকট প্রণিপাত (প্রণতি) দ্বারা সেই তত্ত্ব অবগত হও’, ‘আচার্য্য হইতে লব্ধ বিদ্যাটী বীৰ্য্যবতী হয়’, ‘আত্মাকে শ্রবণ করিবে, দর্শন করিবে, এবং প্রত্যক্ষ করিবে’ ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতি হইতে জানা যায় যে, পাত্র-বিশেষে প্রজ্ঞা প্রভৃতিও জ্ঞানলাভের একান্ত বা অব্যভিচারী নিমিত্ত কারণ ; কেন না, প্রজ্ঞা প্রভৃতি দ্বারা জ্ঞানপ্রতিবন্ধক অশুদ্ধাদি দোষগুলি বিদূরিত হইয়া যায়। বৈদ্যাস্তশাস্ত্রের যে, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন, সে সমুদয়েরও মুখ্য বিষয় হইতেছে—সাক্ষাৎ বিজ্ঞের ব্রহ্মবস্তু। বিশেষতঃ জ্ঞানপ্রতিবন্ধক পাপাদি দোষগুলি বুদ্ধি ও মন হইতে বিদূরিত হইলে পর, স্বভাবতঃ সত্যপ্রাপ্তি বুদ্ধির পক্ষে একত্বদর্শন সম্পাদন করা ত স্বভাবসিদ্ধই বটে ; অতএব, প্রজ্ঞা

প্রকৃতি জানহেতুগুলির করিন্ কালেও জানহেতুর বারিত হইতে পারে না (১) ॥ ৩৯ ॥ ২ ॥

স বৈ নৈব রেমে, তস্মাদেকাকী ন রমতে, স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ ।
স হৈতাবানাস—যথা স্ত্রীপুমাৎসৌ সম্পরিষক্তৌ ; স ইমমেবা-
জ্ঞানং দ্বেধাপাতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাং, তস্মাদিদ-
মর্কয়ুগলমিব স্ব ইতি হ স্মাহ যাজ্ঞবল্ক্যাস্তস্মাদয়মাকারঃ স্ত্রিয়া
পূর্য্যাত এব, তাৎ সমভবৎ ততো মনুষ্যা অজায়ন্ত ॥ ৪০ ॥ ৩ ॥

সরলার্থঃ ।—[প্রজাপতে: সংসারাস্তর্গতহমেন সমপণিতু: পুনরাহ—]
“স নৈব” ইত্যাদি । স: (প্রথমোৎপন্ন: প্রজাপতিঃ নৈব সম্যং একাকী সন্)
ন এব (নিশ্চয়ে) রেমে (রতিং ন অন্তত্ববান্), তস্মাৎ (হেতো:) [ইদানীমপি
জন:] একাকী (দ্বিতীয়রহিত: সন্) ন রমতে (বতিং ন অন্তত্ববতি) । স: (এবম্
অতিবৃক্ণ: প্রজাপতি:) দ্বিতীয়া: (আত্মন: সহায়ত্বত অতঃ কিঞ্চিং) ঐচ্ছৎ
(অভিগমিতবান্) । স. হ [সত্যসঙ্কল্পত্বাৎ] এতাবান্ (এতৎপরিমাণ:) আস
(বভূব), —যথা সম্পরিষক্তৌ (পরম্পরালিঙ্গিতৌ), দ* পুমা সৌ (স্ত্রী চ পুমান্
চ, তৌ)—স্রাপুমা সৌ, তথা আত্মানমেন স্ত্রীপরিষক্তমিব মেনে ইত্যর্থ:) । স:
(এব-ভাণাপন্ন: প্রজাপতি:) ইমম্ আত্মানম্ (স্বদেহম্ এব দ্বেধা (দ্বিপাকারেণ
—স্ত্রীপুরুষেণ) অপাতয়ৎ (বিভক্তম্ অকরোং , ততঃ দ্বেধাকরণাৎ) পতি: চ

(১) তাৎপৰ্য্যঃ—ভাষ্যোক্ত “নিমিত্তবিকল্প-সমুচ্চয়-ওপবৎপদভেদোপপত্তে:” কথার
অভিপ্রায় এষ্ট যে,—কাহা যাত্রেয়ক কতকগুলি নিমিত্ত থাকে । কিন্তু স্থলভেদে সেই নিমিত্ত-
গুলির অনেকপ্রকার ব্যবস্থা দেখা যায় ; কোন স্থানে সমস্ত নিমিত্তগুলিরই আবশ্যক হয়,
কোন স্থলে বা কয়েকটির মাত্র অপেক্ষা হয় ; আবার একেব সম্বন্ধে যে যে নিমিত্ত আবশ্যক
হয়, অপরের সম্বন্ধে সে সমুদায়ের অপেক্ষা হয় না । তাহার উপর আবাব নির্দিষ্ট নিমিত্তগুলির
এবং কাহাৎকত্রের গুণগত উৎকৃষ্টপকর্ষণও কার্যের বৈচিত্র্য ঘটাইয় থাকে ; যেখানে উৎকৃষ্টগুণ-
সম্পন্ন একটিমাত্র নিমিত্ত দ্বারা কাহা সম্পন্ন হইতে পারে, সেখানেই অপেক্ষাকৃত হীনগুণসম্পন্ন
একাধিক নিমিত্তের প্রয়োজন হইয়া পড়ে । ইত্যাদি বহু কাৰণে বৃদ্ধা যায় যে, কার্যবিশেষের
জন্ত নির্দিষ্ট নিমিত্তগুলির যে, সর্বত্রই সমানভাবে প্রয়োজন হয়, তাহা নহে, পরন্তু যেখানে
যতটুকু সরকার, সেখানে ততটুকুমাত্রই গ্রহণ করিতে হয় । কিন্তু তা' বলিয়া নির্দিষ্ট নিমিত্ত-
গুলির নিমিত্তক নষ্ট হইতে পারে না । আলোচ্য স্থলেও প্রজাপতিও পক্ষ প্রজা প্রদীপাতাদি
নিমিত্তের আবশ্যক না থাকিলেও, অস্ত্রের পক্ষে যখন আবশ্যকতা রহিয়াছে, তখন প্রজা
প্রকৃতির অনিমিত্ততা শর্কা হইতেই পাবে না ।

পত্নী চ অভবতাং (পতি-পত্ন্যৌ জ্ঞাতে) ; তস্মাৎ—(সম্মাৎ প্রজাপতে: শরীরাক্ষম্
এব পত্নী অভূৎ, তস্মাৎ হেতোঃ) ইদং স্বঃ (আয়ন: শরীরং) অর্দ্ধবৃগলং
(অর্দ্ধং চ তৎ বৃগলং বিদলং দলান্বমিতি বাবৎ) ইব,—ইতি বাজ্রবক্ষ্যঃ (তন্নাশা
শ্ববিঃ) আহ স্ব। তস্মাৎ (হেতোঃ) আকাশঃ আকাশবৎ শৃঙ্গপ্রায়ঃ) অয়ং
(পুংসেহঃ) স্ত্রীয়া (অন্ধাকৃত্তয়া) পূর্ণাতে 'পূর্ণঃ ভবতি' এব (নিশ্চয়ে)।
তাঃ (শরীরাকৃত্তয়া: শতরূপাণ্যাম্ স্ত্রীয়া) সমভবৎ (মিথুনীভাবেন উপাগচ্ছৎ)
[মমুস স্ত্রকঃ প্রজাপতিঃ]; ততঃ তস্মাৎ উপগমনাৎ; মমুম্যাঃ 'মানবাঃ'
অভারন্ত উৎপন্নঃ' ॥ ৪০ ॥ ৩ ॥

মূলানুবাদঃ—সেই প্রজাপতি একাকী তৃপ্তিলাভ করিতে
পারিলেন না; সেইজন্য এখনও লোকে একাকী থাকিয়া সন্তুষ্ট হয় না;
তিনি আপনার দ্বিতীয় (স্ত্রী) কামনা করিলেন; তাহার পর তিনি এইরূপ
ভাবাপন্ন হইয়াছিলেন—পরম্পর আলসিত স্ত্রী-পুরুষ যেরূপ হয়। তিনি
এই স্ত্রীয় দেহকেই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন; তাহার ফলে পতি
ও পত্নী এই দুইটি রূপ উদ্ভূত হইয়াছিল। এইজন্যই যাজ্ঞবল্ক্য শ্ববি [পত্নী-
রহিত] এই নিজ দেহকে অর্দ্ধবৃগলের গায়—অর্দ্ধাংশশৃঙ্গ শস্ত্রবীজের
মত বলিয়াছিলেন; সেই কারণে আকাশ, অর্থাৎ শৃঙ্গপ্রায় এই দেহ
নিশ্চয়ই স্ত্রী দ্বারা পূর্ণতা লাভ করিয়া থাকে। সেই প্রজাপতি—গিনি
মনু নামে পরিচিত, তিনি সেই শরীরাকৃত্তয়া স্ত্রীতে—যাঁহার নাম শতরূপা,
সেই পত্নীতে মিথুনীভাবে উপগত হইয়াছিলেন; তাহা হইতে মনুম্যাগণ
উৎপন্ন হইল ॥ ৪০ ॥ ৩ ॥

শাকরভাষ্যম্—ইতচ্চ স সাববিষয় এব প্রজাপতিত্বম্, যতঃ সঃ
প্রজাপতির্নৈব রেমে রতিং, নান্ভবৎ—অরত্যাবিষ্টোহভূদিত্যর্থঃ, অস্বদা-
দিবদেব যতঃ; ইদানীমপি তস্মাদেকাকিরাদিধর্মবন্ধাৎ একাকী ন রমতে রতিং
নান্ভবতি। রতিনামেষ্টার্থসংযোগজ্ঞা ক্রীড়া, তৎপ্রসঙ্গিন ইষ্টবিরোগাৎ মনস্তা-
কুলীভাবোহরতিরিত্যুচ্যতে। সঃ তস্তা অরতেরপনোদায় দ্বিতীয়ম্ অরত্যাপঘাতসমর্থং
স্রীবস্ত্র ঐচ্ছৎ গচ্ছিমকরোৎ। তস্ত চৈবং স্রীবিষয়ং গৃহ্যতঃ স্ত্রীয়া পরিষক্ত-
স্ত্রোবায়নো ভাবো বভূব।

সঃ তেন সত্যোপ্স্বাৎ এতাবান্ এতৎপরিমাণ আস বভূব হ। কিম্পরিমাণঃ?
ইত্যাহ—যথা লোকে স্ত্রী-পুংসদৌ অবত্যাপনোদায় সম্পরিষক্তৌ যৎপরিমাণৌ

জ্ঞাতাম্, তথা তদুপরিমাণে বভূবেত্যর্থঃ । স তথা তদুপরিমাণমেব ইমমাংসানং
 যেষা বিপ্রকারমপাতয়ং পাতিতবান্ । 'ইমমেব' ইত্যবধানং মূলকারণাদ্বিরাজো
 বিশেষণার্থম্ । ন কীরস্ত সর্কোপমর্দেন দধিভাবাপত্তবঃ বিব্যাট সর্কোপমর্দেন
 এতাবানাস ; কিং তচ্চি ? আয়না ব্যবস্থিতস্তেব বিব্যাট সত্যসম্বল্লাদ আয়ন্যতি-
 রিক্ত-স্বা-পুংসপনিবন্ধরূপরিমাণ-শরীরাশ্চ বভূব । ২. এব চ বিব্যাট তথাভূতঃ
 —'স হৈতাবানাস' ইতি সামান্যবিকল্পণাৎ । ততস্তদ্ব্যং পাতনং পতিচ্চ পত্নী
 চাভবতাম্ —ইতি দম্পত্যোনির্গচন লৌকিকবোঃ, অঃ ১৭ ৩২—সম্মাদাংসান
 এবাক্তঃ পুণ্য ভূতঃ —বেদ স্বা, তদ্ব্যং হৃদ এব'বল'দ্ব্যং ৩২ বৃগলম্, অর্কঃ
 তদবৃগল বিদলক —তদবৃগল বিদল অর্কবিদল'ম'বোঃ, পাক্ স্মৃদ্বহনাৎ ।
 কস্তাবৃগলমিত্যচাচে —স আয়ন ইতি ।

[illegible][illegible]

তেন ভাবেনেতি যাবৎ। কণমভিমানমাত্ৰেণ সংযোজ্যমানমহম, তত্রাহ—সত্যোতি।
নিপাতোহব্যধাৰণে। তত্ৰৈত্ত্ব পুনবস্তুবাদোঃস্বার্থঃ। পাদমণ্ডনেব গম্পুন্দকং বিগুণোতি—
কিমিত্যাদিনা। সম্ভ্রতি আপুংসয়োৰূপপ্তিমাহ—স তথোক্ত। নতু স্বাভাবো বিরাজো বা
সংস্কৃত্যাপুংসাগতস্ত পিগুস্ত বা। নান্দ, সপক্ষেন বিরাডগহায়াগাং, তস্ত কন্দহাং; দ্বিতীয়ে
তু আশ্বলায়পুপপ্তিস্তত্রাহ—উনমিতি। তথা চ সপক্ষেন কণ্ডোহং নাতপগণমবিরুদ্ধমিত্যর্থঃ।
তবেব ক্ষুটয়তি—নেত্যাদিনা। কস্ত তহি বিধাকরণম্? ২০। ১৭।—কিং তহীতি। তচ্চ
বিধাকরণকর্মেতি শেষঃ। কণঃ ততি তত্রাশ্বলায়ঃ সম্ভবতীত্যাদিঃ। স এব চেতি। তথাভূতঃ
সংস্কৃত্যাপুংস(স্ম)বিদ্যাণোঃভূদিতি যাবৎ। ন কেবলং মনু, ৭। ৭। ১। নান্যোবেব দম্পত্যোরিদং
নির্কচনং, কিন্তু লোকপ্রসিদ্ধয়োঃ সন্দরোরেব তয়োরেতদ্ ২২। ১৭, সন্দরোস্ত সম্ভবাদিত্যাহ—
লৌকিকয়োরিতি। উক্তে নির্কচনে লোকাস্তবমশুকুলয়তি - ৩০। ১৮। পাপিতি সহধর্ম-

চারিণীদম্বকাৎ পূৰ্ণমিত্যর্থঃ । আকাজ্জাঘাৱা বহীমাদায় অনুভবমবলম্ব্য বাচষ্টে—কন্তেতাদিনা ।
বৃগলগন্ধো বিকারার্থঃ ।

অনুভবসিদ্ধেঃ প্রামাণিকসম্মতিমাহ—এবমিতি । ঘোষাপাতনে সতি একো ভাগঃ
পুরুষঃ, অপরস্ত্রীতি । অত্রৈবাহেহন্তরমাহ—যস্মাদিতি । উবহনাৎ প্রাণবহ্নায়াম্ আকাশঃ
পুরুষাৰ্দ্ধঃ স্ত্রীৰ্দ্ধশ্চো যস্মাদসম্পূর্ণা বর্ততে, তস্মাৎ উবহনেন প্রাণস্ত্র্যর্ধেন পুনরিতরো ভাগঃ
পূর্যতে, যথা বিদলার্দ্ধোঃসম্পূর্ণঃ সম্পূটকরণেন পুনঃ সম্পূর্ণঃ ক্রিয়তে, তস্মাদিতি বোজনাম্ ।
পূৰ্ণমপি স্বাভাবিকযোগাতাবশেন সংসর্গোহভূৎ, অনাদিহ্মাৎ সংসারশ্চেতি সূচয়িতুং পুনরিত্যুক্তম্ ।
পুরুষাৰ্দ্ধঃস্তত্রার্কিত চ মিথঃ সম্বন্ধাৎ যদুগ্মাদিসৃষ্টিরিত্যাহ—তামিত্যাদিনা ॥ ৪০ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—এই কারণেও প্রাজাপত্য পদটি সংসারান্তর্গত ; যেহেতু
সেই প্রজাপতি নিশ্চয়ই রতি—প্ৰীতি অনুভব করিতে পারিলেন না ; ঠিক আমা-
দেরই মত অতৃপ্তিসম্পন্ন হইয়াছিলেন । সেই হেতুই এখনও একাকী অবস্থায় কোন
ব্যক্তিই রতি অনুভব করে না । রতি অর্থ—অভীষ্ট বস্তুর প্রাপ্তিজ্ঞ জীড়া বা
আমোদ । যে লোক অভীষ্ট বস্তু পাইতে প্রয়াসী, তাহার পক্ষে অভিলষিত
বস্তুর বিচ্ছেদ হইলে মনে যে, আকুলতা—অরতি হওরা, তাহা যুক্তিযুক্তই বটে ।
তিনি (প্রজাপতি) সেই অরতি অপনোদনের জন্য অরতিনিবারণকর্ম অপর কিছু
অর্থাৎ স্ত্রীপদার্থ ইচ্ছা করিয়াছিলেন,—তিনি স্ত্রী-বস্তু পাইতে অভিলাষ করিয়া-
ছিলেন । তিনি এইরূপ স্ত্রীলাভের ইচ্ছা করিলে পর, স্ত্রীসংযুক্তের দ্বারা তাঁহার
মানসিক ভাব উপস্থিত হইয়াছিল, অর্থাৎ আপনাকে যেন স্ত্রীসংযুক্ত বলিয়া মনে
করিতেছিলেন । তিনি সত্যসঙ্কর ; এইজন্য সেই ইচ্ছার ফলে এতাবান্—এবং-
বিধ হইয়াছিলেন । কি প্রকার হইয়াছিলেন, তাহা বলিতেছেন—জগতে স্ত্রী
ও পুরুষ বৈরূপ নিরানন্দভাব অপনোদনের জন্য পরস্পরে মিলিত হইয়া যে পরি-
মাণ হয়, ঠিক সেইরূপ—সেই পরিমাণই হইয়াছিলেন । তিনি ঐরূপ ভাবনামু-
সারে আপনার এই দেহকেই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন । “ইমমেব দেহঃ”
(এই দেহকেই) এইরূপ বিশেষ করিয়া নির্দেশের অভিপ্রায় এই যে, মূলকারণ
হইতে বিরাট্‌দেহের বৈলক্ষণ্য প্রদর্শন করা, অর্থাৎ দুই বৈরূপ আপনার স্বরূপটি
সম্পূর্ণরূপে বিমর্দিত বা বিরূত করিয়া পশ্চাৎ দৃঢ়ভাবে পরিণত হয়, কিন্তু
বিরাট্‌পুরুষ সেরূপ আপনার স্বরূপটি সম্পূর্ণরূপে বিমর্দিত করিয়া উক্ত পরিমাণ-
বিশিষ্ট হন নাই ; পরন্তু তাঁহার স্বরূপ পূর্বে বৈরূপ ছিল, সেইরূপই রহিল ;
আপনার অমোঘ সঙ্কল্পবশে তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র, সমালিঙ্গিত স্ত্রীপুরুষাকার একটি
মূর্তিতে অভিব্যক্ত হইলেন ; কিন্তু সেই বিরাট্‌রূপের কোনও পরিবর্তন হয়
নাই । “স ই এতাবান্” এই সামান্যাদিকরণ্য হইতে অর্থাৎ ‘সঃ’ পদের সহিত

‘এতাবান্’ পদের অর্থগত অভেদ নির্দেশ হইতেও এইরূপ অর্থই অবধারিত হইতেছে (১) ।

সেইরূপে দুইভাগে পাতন করাতেই—দেহকে দুইভাগে বিভক্ত করাতেই পতি ও পত্নী নাম হইয়াছিল । ইহাই হইল ব্যবহারসিক ‘দম্পতি’ (পতি ও পত্নী) শব্দের নিৰ্ম্মচন বা ব্যুৎপত্তিপ্রণালী । যেহেতু এই দে, জ্ঞানুষ্টি, ইহা আত্মারই পৃথগ্ভাবে অবস্থিতিমাত্র ; সেই হেতু আপনার (জ্ঞানবিকৃত) শরীরটি ‘অন্ধবৃগল’ অন্ধাংশ, কেবল অর্থাৎ অন্ধ অথচ বৃগল—অন্ধবৃগল,—দার-পরিগ্রহের পূর্বে যেন অন্ধাংশে গণ্ডিতই থাকে । দারপরিগ্রহের পূর্বে কাহার অন্ধবৃগল (অন্ধাংশ), তাহা বলিতেছেন,—নিজের, অর্থাৎ আপনারই ‘অন্ধবৃগল’ ছিলেন । যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি একথা বলিয়াছিলেন । যাজ্ঞবল্ক্য শব্দের অর্থ এইরূপ—বল্ক অর্থ—বক্তা ; যজ্ঞের বল্ক—যজ্ঞবল্ক ; তাহার পুত্র—যাজ্ঞবল্ক্য [তদ্ধিত অন্ প্রত্যয়.], ‘দৈবরাতি’ ইহার নামান্তর । অথবা, যজ্ঞবল্ক অর্থ—ব্রহ্মা, তাঁহার পুত্র—যাজ্ঞবল্ক্য । যেহেতু অন্ধাংশ-রূপ এই পুরুষদেহ আকাশ অর্থাৎ জ্ঞানরূপ অন্ধাংশগুণ, সেই হেতুই সংবোধনের পর বিদলিত অন্ধাংশ যেমন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তেমনি বিবাহের পরে পুরুষের ঐ শূন্য দেহও অপরাহ্ন—দ্বাদশ দ্বারা পূর্ণতা লাভ করে । সেই প্রজাপতি,—যাহার অপর নাম মনু, তিনি আপনার পত্নীরূপে পরিকল্পিত সেই শতরূপানামী দুই-তাতে সঙ্গত জ্ঞান-পুরুষভাবে উপগত হইয়াছিলেন । সেই উপগমনের ফলে মনুষ্যগণ জন্মলাভ করিয়াছে—উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৪৭ ॥ ৩ ॥

সো হেয়মীক্ষাক্ষত্রে কথং নু মাত্মন এব জনয়িত্বা সম্ভবতি, হন্ত তিরোহসানীতি, সা গৌরভবদৃষভ ইতরস্তাৎ সমেবাববৎ, ততো গাবোহজ্জায়ন্ত, বড়বেতরাভবদশ্ববন ইতরো গর্দভীতরা গর্দভ ইত-

(১) তাৎপৰ্য্য—ক্রটিতে ‘সঃ এতাবান্ আস’ ‘তিনি এই পরিমাণ হইয়াছিলেন’ বলা হইয়াছে । ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, তিনি (সঃ); স্ত্রী-পুংভাবে প্রকাশিত হইবার পূর্বে যেরূপ ছিলেন, ঠিক সেইরূপ থাকিয়াই ‘এতাবান্’ (এই পরিমাণ) হইয়াছিলেন । পক্ষান্তরে, হস্তিকা যেরূপ খটাকারে পরিণত হয়, ছদ্ম যেরূপ দধি-আকারে বিকৃত হয়, তিনিও যদি ঠিক তদ্রূপেই আপনার পূর্বতন স্বরূপটি বিধ্বস্ত করিয়া, স্ত্রী-পুং-পরিবর্তনরূপে প্রকটিত হইতেন, তাহা হইলে ‘তিনি এই পরিমাণই ছিলেন’ না বলিয়া ‘তাঁহার এইরূপ পরিমাণ হইয়াছিল’ বলাই সঙ্গত হইত, কিন্তু সামান্যধিকরণ বা অভেদনির্দেশ করা কখনই সঙ্গত হইত না ।

হইলেন; শতরূপা আবার মেঘরূপ ধারণ করিলেন, মনুও মেঘশরীর গ্রহণপূর্বক তাহাতে উপগত হইলেন; তাহাব ফলে ছাগ ও মেঘজাতি জন্ম লাভ করিল। এইরূপেই পিনীলিকা হইতে আরম্ভ করিয়া যে কিছু ত্রৌপুংভাবাপন্ন প্রাণী আছে, সে সমুদয় প্রাণী সৃষ্টি করিলেন ॥ ৪১ ॥ ৪ ॥

[illegible][illegible]

ভাষ্যানুবাদ।—সেই পুঙ্খানুপুঙ্খ এই শতকরা মূল্য তাহা গমনে স্থিতি-
শাস্ত্রোক্ত দোষ অরণ্যপূর্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন না, একপ অকার্য্য
কিন্তু সে সম্ভবপর হয় ? যে, আমাকে আপনা হইতেই উৎপাদন করিয়া কত-
স্থানীর সেই আমাকেই সম্ভোগ করিতেছেন। যদিও ইনি (মহু) স্মরণীয়

নির্লজ্জ হউন, তথাপি আমি তিরোহিত হই—ভিন্নজাতীয় শরীর গ্রহণ করিয়া আপনাকে আবৃত করি। শতরূপা এইরূপ বিবেচনা করিয়া গোরূপা হইলেন। অষ্টব্য বিভিন্ন প্রাণীর কর্ম্মানুসারে শতরূপার ও তৎসংবাদক মনুর মনে বারং-বার সেই একই ভাবের উদয় হইতে লাগিল। শতরূপা গোরূপ ধারণ করিলে পর, মনুও ঋষভ (বৃষ) হইয়া তাঁহাতে (শতরূপাতে) উপগত হইলেন, ইত্যাদি কথার ব্যাখ্যা পূর্ববৎ। সেই সম্বোধনের ফলে গোজাতি জন্মলাভ করিল। শতরূপা বড়ুয়া (ঘোটকী) হইলেন, মনুও অশ্বরূপী হইলেন; পুনরায় শতরূপা হইলেন গর্দভী, আর মনু হইলেন গর্দভ। তন্মধ্যে বড়ুয়া প্রভৃতির সঙ্গে অশ্ববৃষ প্রভৃতির সঙ্গমের ফলে একশক, অর্থাৎ একধুরবিশিষ্ট অশ্ব, অশ্বতর ও গর্দভ, এই তিনটি জাতির জন্ম হইল। এইরূপ শতরূপা আবার হইলেন অজা, আর মনু হইলেন মেঘ; মনু তাহাতেও উপগত হইলেন;—এখানে ‘তাম্’ পদের বীণা (দ্বিকল্পিত) বুদ্ধিতে হইবে; [স্মৃতরাং অর্থ হইতেছে—] সেই সেই অজা ও মেঘাদিরূপ—প্রত্যেকেতেই উপগত হইয়াছিলেন। সেই সঙ্গমের ফলে ছাগ ও মেষজাতির জন্ম হইল। জগতে পিপীলিকা হইতে আরম্ভ করিয়া বত কিছু মিথুন—স্ত্রী-পুরুষভাবাপন্ন প্রাণী, তৎসমস্তই উক্ত প্রকার প্রণালী অনুসারে উৎপাদন করিলেন (১) ॥ ৪১ ॥ ৪ ॥

সোহবেদহং বাব সৃষ্টিরম্যাহং হীদং সর্বগসৃষ্কীতি, ততঃ
সৃষ্টিরভবং, সৃষ্ট্যাং হ্যস্মৈতস্ম্যাং ভবতি য এবং বেদ ॥ ৪২ ॥ ৫ ॥

সরলার্থঃ।—সঃ (প্রজাপতিঃ) [ইদং জগৎ সৃষ্ট্বা] অবৎ অমল্লত) ;
যং অহং (প্রজাপতিঃ) বাব (এব) সৃষ্টিঃ (সৃজ্যতে ইতি সৃষ্টিঃ—সৃষ্টং বস্তু)
অস্মি (ভবামি); হি (যস্মাৎ) ইদং (দৃশ্যমানং) সর্বং অসৃষ্কি (সৃষ্টবান্

(১) তাৎপর্য—আদিপুরুষ প্রজাপতি আপনার মানস সঙ্কল্প-প্রভাবে আপনার দেহ হইতেই একটি স্ত্রী ও পুরুষমুহুরিতে বিভক্ত হইলেন। সেই স্ত্রী ও পুরুষমুহুরি দুইটি তাঁহা হইতে বস্তুতঃ পৃথক্ না হইলেও, তাহা দ্বারাই পৃথগ্ভাবে সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। ক্রমে মনুষ্য, গো প্রভৃতি প্রাণিনিবহ সৃষ্টি করিলেন এবং উত্তরোত্তর সেই সৃষ্টির বিকাশেই এই বিশাল প্রাণিজগৎ পরিপূর্ণ হইল। পুরুষটির নাম হইল মনু, আর স্ত্রীটির নাম হইল শতরূপা।

যাঁহারা বলেন, এই প্রাণিজগতের সৃষ্টি এক সময়ে হয় নাই, প্রকৃতির পরিণাম-বৈচিত্র্যে অথবা ঈশ্বরের ভূয়োদর্শনজাত অভিজ্ঞতার ফলে ক্রমে ক্রমে এই জগৎ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, তাঁহাদের উক্তি ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ও যুক্তিবিরুদ্ধ।

অগ্নি) ইতি । ততঃ (যস্মাৎ প্রজাপতিরেব সৃষ্টিশব্দেন আত্মানং নিদিদেশ, তস্মাৎ) সৃষ্টিঃ (সৃষ্টিনামা) অভবৎ [প্রজাপতিঃ] । যঃ এবং সৃষ্টিতত্ত্বং) বেদ (বিজ্ঞানান্তি), [সঃ] অস্ত্র (প্রজাপতেঃ) এতস্তাং সৃষ্ট্যাং ভবতি (প্রভবতি—স্রষ্টা ভবতি ইত্যর্থঃ) ॥ ৪২ ॥ ৫ ॥

মূলানুবাদ :—সেই প্রজাপতি এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন—যেহেতু আমিই এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়াছি, সেই হেতু আমিই সৃষ্টি, অর্থাৎ আমার সৃষ্ট সমস্ত পদার্থই মৎসরূপ । সেই চিন্তার ফলেই তাঁহার সৃষ্টি নাম হইল । যে লোক প্রজাপতির এবং-বিধ সৃষ্টিতত্ত্ব অবগত হন, তিনিও প্রজাপতির সৃষ্ট জগতে স্রষ্টা হইয়া লাভ করেন ॥ ৪২ ॥ ৫ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ :—স প্রজাপতিঃ সর্গমিদং জগৎ সৃষ্টা অবৎ । কথম্ ? অহং বাব অহমেব সৃষ্টিঃ—সৃজাত ইতি সৃষ্টিঃ জগৎস্রাজ্যে সৃষ্টিগতি, —যস্মাৎ সৃষ্টং জগৎ মদভেদদ্বাং অহমেবাস্মি, ন মন্তো বাতিরিচ্যাতে । কুত এতৎ ? অহং হি যস্মাৎ ইদং সর্গং জগদসৃজি সৃষ্টবানস্মি, তস্মাদিত্যর্থঃ । যস্মাৎ সৃষ্টিশব্দেন আত্মানমে-বাত্ম্যধাং প্রজাপতিঃ, ততস্তস্মাৎ সৃষ্টিরভবৎ সৃষ্টিনামাভবৎ । সৃষ্ট্যাং জগতি হ অস্ত্র প্রজাপতেঃ এতস্তাম্ এতস্মিন্ জগতি স প্রজাপতিবৎ স্রষ্টা ভবতি, স্বাত্মনো-হনন্তভূতস্ত জগতঃ । কঃ ? য এবং প্রজাপতিবৎ যথোক্তং স্বাত্মনোহনন্তভূতং জগৎ, সাধ্যাত্মাধিভূতাদিদৈবং জগদহমস্মি ইতি বেদ ॥ ৪২ ॥ ৫ ॥

টীকা । যত্বেপি মধ্যাহ্নস্রষ্টরেবোক্তা, তথাপি সর্গা সৃষ্টিরুক্তবেতি সিদ্ধবৎকৃত্যাহ—স প্রজাপতিগতি । অবগতিং প্রমুখকং বিশদয়তি—কথমিত্যাदिना । কথং সৃষ্টিরস্মীত্যবধাৰ্য্যতে, কর্তৃক্রিয়য়োঃ একত্বাযোগাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—সৃজাত ইতীতি । পরার্থমুক্তা বাক্যার্থমাহ—যস্ময়েতি । জগচ্ছব্দাভূপরি তচ্ছব্দমধ্যাহ্নত্বা অহমেব তদস্মীতি সন্ধ্যকঃ । তত্র হেতুমাহ—মদভেদবাদিতি । এবকার্যার্থমাহ—নেতি । মদভেদবাদিতুক্তমাক্ষিপা সমাধত্তে—কুত ইত্যাদিনা । ন হি সৃষ্টিঃ স্রষ্ট্রার্থাস্তরং, তস্মৈব তেন তেন মায়াবিবৎ অবস্থানাদিত্যর্থঃ । ততঃ সৃষ্টিগতিয়াহি ব্যাচষ্টে—যস্মাদিতি । কিমর্থম্ স্রষ্ট্রৈবেয়া বিভূতিকপদিষ্টৈত্যাশঙ্ক্যাহ—সৃষ্ট্যমিতি । জগতি ভবতীতি সন্ধ্যকঃ । বাক্যার্থমাহ—প্রজাপতিবদিতি ॥ ৪২ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—সেই প্রজাপতি এই বিশাল জগৎ সৃষ্টি করিয়া মনে করিয়াছিলেন । কি প্রকার ? আমিই সৃষ্টি, অর্থাৎ আমি যে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছি, তাহা আমা হইতে ভিন্ন বা পৃথক্ বস্তু নহে ; সুতরাং আমিই হইতেছি—সৃষ্টিস্বরূপ ; সৃষ্টির কোন বস্তুই আমা হইতে অতিরিক্ত নহে । এখানে সৃষ্টি অর্থ

—বাহ্য সৃষ্ট হয় ; সুতরাং সৃষ্টিশব্দে প্রজাপতি-সৃষ্ট সমস্ত জগৎই বুঝাইতেছে । কি কারণে প্রজাপতির সৃষ্টরূপত্ব সম্ভব হয় ? যেহেতু আমিই এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়াছি, সেই হেতুই ইহা আমা হইতে অতিরিক্ত নহে । প্রজাপতি যেহেতু আপনাকেই সৃষ্টি শব্দে অভিহিত করিয়াছিলেন, সেই হেতুই প্রজাপতিসৃষ্ট এই জগৎগুলে সৃষ্টি নাম প্রচলিত হইয়াছে । সে ব্যক্তিও প্রজাপতির দ্বারা আপনার অনতিরিক্ত জগৎনির্মাণে সমর্থ হয় ; কোন্ ব্যক্তি ? না, যে ব্যক্তি এই প্রকারে—প্রজাপতির দ্বারা আপনার অনতিরিক্তস্বরূপ এই জগৎকে ‘আমিই হইতেছি—অধ্যাত্ম, অধিদৈব ও অধিভূতাত্মক এই জগৎস্বরূপ’, এইরূপে অবগত হন, তিনি ॥ ৪২ ॥ ৫ ॥

অথৈত্যান্মহং স মুখাচ্চ যোনেহস্তাত্যাগ্মিমস্যজত,
তস্মাদেতদুভয়মলোমকমন্তরতো। অলোমকা হি যোনিরন্তরতঃ ।
তদ্বদিদমাহুরমুং যজামুং যজেত্যেকৈকং দেবমেতশ্চৈব সা
বিসৃষ্টিরেব উ হেব সর্বৈ দেবাঃ ।

অথ বৎকিঞ্চিদমার্দ্ৰং তদ্রেতসোহস্যজত, তদু সোমঃ, এতাবদ্বা
ইদং সর্বমগ্নৈবান্নাদশচ—সোম এবান্নমগ্নিরান্নাদঃ, সৈবা
ব্রহ্মণোহতিসৃষ্টিঃ । যচ্ছেয়সো দেবানস্যজতান্ যশ্নমর্ভাঃ
সম্মুতানস্যজত তস্মাদতিসৃষ্টিরতিসৃষ্ট্যাং হাশ্চৈতশ্চাং ভবতি ব
এবং বেদ ॥ ৪৩ ॥ ৬ ॥

সরলার্থঃ :—অথ (স্ত্রী-পুরুষসংগঠনস্তরং) সঃ (প্রজাপতিঃ) অভ্য-
মহং (মহনমকরোং) ; [তদেব প্রপঞ্চয়ন্ আহ—] ইতি (এবংপ্রকারেণ)
মুখাং যোনেঃ হস্তাত্যাং চ [করণাত্যাং] (হস্তাত্যাং মধ্যমানাং আত্মনো মুখ-
রূপাদ যোনেরিত্যর্থঃ) অগ্নিম্ অস্যজত (সৃষ্টবান্) ; তস্মাং (মহনজাগ্রিযোনিদ্বাং
হেতোঃ) এতং উভয়ং (হস্তো মুখং চ) অন্তরতঃ (অভ্যন্তরাবচ্ছেদেন) অলো-
মকং (লোমবর্জিতং) ; হি (তথাহি) যোনিঃ (স্ত্রী-চিরুমপি) অন্তরতঃ (অভ্য-
ন্তরে) অলোমকা (লোমরহিতা এব) । তং (তস্মাং হেতোঃ) [বাজিকাঃ]
দেবম্ (অগ্নাদিকম্) একৈকং (স্বরূপতো ভিন্নং) [মন্তমানাঃ] বৎ আহঃ
(বদন্তিঃ)—‘অমুং (অগ্নিং) বজ, অমুং (ইন্দ্রং) বজ’ ইতি, [তং ন সমীচীন-
নিত্যভিপ্রায়ঃ ।] হি (বস্মাং) সা বিসৃষ্টিঃ (সর্বা সৃষ্টিঃ) এতত (প্রজাপতোঃ)

এব । এবঃ (প্রজাপতিঃ) এব সর্কে দেবাঃ (অগ্ন্যাগ্ন্যাকাঃ, অতো দৈবতভেদ-
বুদ্ধিঃ ভ্রমরূপা ইত্যর্থঃ) ।

[ভোক্তা অগ্নিরূকঃ, ইদানীং ভোগ্যমন্নমাহ—] অথ (অগ্নিসৃষ্ট্যানন্তরং)
ইদং (অন্নভূয়মানম্) যৎ কিঞ্চ (যৎকিঞ্চিৎ) আর্দ্র (দ্রব্যায়কং বস্তু, সোম
ইতি যাবৎ), তৎ (সর্কং) রেতসঃ (প্রজাপতেঃ স্বর্কাদ্যং বাজ্রাং) অমৃজত । তৎ
(প্রজাপতিনা সৃষ্টং দ্রব্যায়কং বস্তু) উ (নিশ্চয়ে) সোমঃ (অদনীয়ঃ সোমঃ) ।
ইদং সর্কং (জগৎ) এতাবৎ বৈ (এতৎপরিমাণম্)—অন্ন চ এব, অন্নাদঃ চ এব
(ভোক্তৃ-ভোগ্যায়কমেব) । [তত্র] সোমঃ এব অন্ন (ভক্ষণীয়ং), অগ্নিঃ এব
চ অন্নাদঃ (অন্নভোক্তা) । সা এয়া (বক্ষ্যমাণা) ব্রহ্মণঃ (প্রজাপতেঃ) অতিসৃষ্টিঃ
(আয়্নোহপি অধিকা), যৎ শ্রেয়সঃ (প্রশস্ততরান্) দেবান্ অমৃজত (সৃষ্টবান্) ।
[কৃত এতৎ ? ইত্যাহ—] যৎ [প্রজাপতিঃ স্বয়ং] মর্ত্যাঃ (মরণদর্শী সন্) অমৃ-
তান্ (মরণশূন্যান্—অমৃজত ; তন্মাং (হেতোঃ) । দেবসৃষ্টিঃ] অতিসৃষ্টিঃ
[উচ্যতে] । যঃ এব, (যথোক্তপ্রকারে) অতিসৃষ্টিতত্ , বেদ, সঃ অস্ত (প্রজা-
পতেঃ) অতিসৃষ্টা ভবতি (প্রভবতীত্যর্থঃ) ॥ ৪৩ ॥ ৬ ॥

মূলানুবাদঃ :—অতঃপর প্রজাপতি মন্তনক্রিয়া করিয়াছিলেন ।

[সেই মন্তন দ্বারা] হস্ত ও মুখরূপ উৎপত্তিস্থান হইতে ভোক্তৃস্বরূপ
অগ্নি সৃষ্টি করিলেন ; এই কারণেই এই উভয় স্থান (মুখ ও হস্ত)
অভ্যন্তরভাগে লোমবিহীন ; উৎপত্তি-স্থান স্রোচ্চিও অভ্যন্তরে লোম-
হীনই বটে । অতএব যাজ্ঞিকেরা যে, বলিয়া থাকেন, ‘অমুকের যাগ কর,
অমুকের যাগ কর’, তাহাতে তাহারা ঐ সমস্ত দেবতাকে বিভিন্ন বলিয়াই
মনে করেন ; [কিন্তু তাহা তাহাদের ভ্রম ;] কারণ, ঐ সমস্ত দেবতা এই
প্রজাপতিরই সৃষ্টি, এবং ইনিই সে সমস্ত দেবতাস্বরূপ ।

অতঃ পর, যাহা কিছু আর্দ্র অর্থাৎ দ্রবময় রসময় বস্তু, তাহা তিনি রেতঃ
হইতে (আঙ্গুনিহিত বীজ হইতে) সৃষ্টি করিলেন । সেই আর্দ্র বস্তুটি
হইতেছে সোম । এই সমস্ত সৃষ্টিই এতদুভয়ায়ক—গন্ন ও অন্নাদময়
(ভোক্তৃ-ভোগ্যায়ক) ; তন্মধ্যে সোমই অন্ন, আর অগ্নিই অন্নাদ অর্থাৎ
অন্নভোক্তা । তিনি যে, নিজের অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর দেবভাগগণকে
সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহাই তাহার (প্রজাপতির) অতিসৃষ্টি অর্থাৎ উৎকৃষ্ট

সৃষ্টি ; যেহেতু তিনি নিজে মরণশীল (মর্ত্য) ইইয়াও অমৃত অর্থাৎ মরণ-
বিহীন দেবতাগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন ; সেই হেতুই ইহা অতিসৃষ্টি । যে
লোক প্রজাপতির এই সৃষ্টিতত্ত্ব যথোক্তপ্রকারে জানেন, তিনি নিজেও
প্রজাপতির অতিসৃষ্টিতে প্রভুত্ব লাভ করেন ॥ ৪৩ ॥ ৬ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্ :—এবং স প্রজাপতির্জগদিদং মিথুনাশ্বকং সৃষ্ট্বা ব্রাহ্মণা-
দিবর্ণনিয়ন্ত্রীর্দেবতাঃ সিস্কুরাদৌ—অগ-ইতি শব্দদ্বয়মভিনয়প্রদর্শনার্থম্—অনেন
প্রকারেণ মুখে হস্তৌ প্রক্ষিপা অভ্যমহুং আভিমুখ্যেন মন্থনমকরোং । স মুখং
হস্তাভ্যাং মণিহা, মুখাচ্চ যোনেহ'স্তাভ্যাঞ্চ যোনিভ্যাং অগ্নিং ব্রাহ্মণজাতেরমু-
গ্রহকর্তারম্ অমৃজত সৃষ্টবান্ । যদ্বাং দাহকস্তাঘ্নেযোনিঃ এতচ্ছবৎ—হস্তৌ মুখঞ্চ,
তস্মাচ্ছবরমপ্যেতদলোমকং লোমবিবর্জিতম্ । কিং সর্কমেব ? ন ; অন্তরতঃ অভ্য-
ন্তরতঃ । অস্তি হি যোন্তা সামান্যমূতরস্তাশ্চ । কিম্ ? অলোমকা হি যোনি-
রন্তরতঃ স্ত্রীণাম্ । তথা ব্রাহ্মণোহপি মুখাদেব জজ্ঞে প্রজাপতেঃ ; তস্মাদেক-
যোনিহাং জ্যেষ্ঠেনেবামুজোহনুগৃহতে অগ্নিনা ব্রাহ্মণঃ । তস্মাদব্রাহ্মণোহগ্নি-
দেবত্যৌ মুখবীৰ্য্যশ্চেতি শ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধম্ । ১

তথা বলাশ্রয়াভ্যাং বাহুভ্যাং বলভিদাদিকং ক্ষত্রিয়জাতি-নিয়ন্তারং ক্ষত্রিয়ঞ্চ ।
তস্মাদৈক্সং ক্ষত্রং বাহুবীৰ্য্যশ্চেতি শ্রুতৌ স্মৃতৌ চাবগতম্ । তথা উরুত ঈহা-
শ্রয়াৎ বসাদিলক্ষণং বিশো নিয়ন্তারং বিশঞ্চ । তস্মাং কৃষাদিপরো বসাদি-
দেবতাশ্চ বৈশ্বাঃ । তথা পূবণঃ পৃথ্বীদৈবতঃ শূদ্রঃ চ পশুভ্যাং পরিচরণক্ষমম্ অমৃজ-
তেতি শ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধেঃ । তত্র ক্ষত্রাদিদেবতাসর্গমিহানুকূলং বক্ষ্যমাণমপি উক্ত-
বত্পসংহরতি সৃষ্টিসাকল্যানুকীর্তন্যৈ । যথেষৎ শ্রুতিস্মৃতিবিস্তৃতা, তথা প্রজাপ-
তিরেব সর্কে দেবা ইতি নিশ্চিতোৎসর্হঃ, অষ্টরনন্ত্রাং সৃষ্টানাম্, প্রজাপতিনৈব
সৃষ্ট্বাং দেবানাম্ । ২

অথৈবং প্রকরণার্থে ব্যবস্থিতে তৎস্বত্বাভিপ্রায়েণ অবিহন্যতাস্তরনিক্লেপস্তাসঃ ।
অন্তনিষ্ঠা অন্তস্তত্তয়ে (ক) । তং তত্র কর্মপ্রকরণে কেবলযাজ্ঞিকা যাগকালে
যদিদং বচ আহঃ—‘অমুমগ্নিং যজ, অমুমিহ্রং যজ’ ইত্যাদি নাম-শব্দ-স্তোত্রকর্মাদি-
ভিন্নত্বাং ভিন্নমেব অগ্নাদিদেবম্ একৈকং মন্তমানা আহরিত্যভিপ্রায়ঃ । তং ন
তথা বিদ্বাং ; তস্মাদেতত্ত্বৈব প্রজাপতেঃ সা বিসৃষ্টীর্দেবভেদঃ সর্কঃ ; এব উ হি
এব প্রজাপতিরেব প্রাণঃ সর্কে দেবাঃ । ৩

(ক)—নিম্নোপস্থাসেনান্তনিষ্ঠানিষ্ঠাঐব, কিং অন্তস্তত্তয়ে ইতি কচিং পাঠঃ

অত্র বিপ্রতিপত্তন্তে—পর এব হিরণ্যগর্ভ ইত্যেকৈ; সংসারীত্যপরে; পর এব তু মন্ববর্ণাং—“ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহঃ” ইতি শ্রুতে:; “এষ ব্রহ্মৈব ইন্দ্র এব প্রজাপতিরেতে সর্কে দেবাঃ” ইতি চ শ্রুতে:; স্বতেশ্চ—

“এতমেকৈ বদন্ত্যমিৎ মনুমন্তে প্রজাপতিম্” ইতি ।

“যোহসাবতীন্দ্রিযোহগ্রাহঃ সৃষ্টোহবাক্তঃ সনাতনঃ ।

সর্কভূতমরোহচিস্ত্যঃ স এব স্বয়মুদ্বর্তো ॥” ইতি চ ।

সংসার্যেব বা স্থাং,—“সর্কান্ পাপান্ ঔবৎ” ইতি শ্রুতে:; ন হুসংসারিণঃ পাপাদাহপ্রসঙ্গোহস্তু; ভরারতি-সংযোগশ্রবণাক্ত; “অথ যন্নর্তাঃ সন্নমৃতান-সৃজত” ইতি চ, “হিরণ্যগর্ভঃ পশুত জায়মানম্” ইতি চ মন্ববর্ণাং; স্বতেশ্চ কর্মবিপাকপ্রক্রিয়ায়াম্—

“ব্রহ্মা বিশ্বসৃজো ধর্মো মহানব্যাক্রমেব চ ।

উক্তমাং সাধিকীমেতাং গতিমাহর্ম্মনীশিনঃ ॥” ইতি । ৪

অথৈবঃ বিরুদ্ধার্থানুপপত্তে: প্রামাণ্যাবাঘাত ইতি চেৎ; ন; কল্পনাস্ত-রোপপত্তেরবিরোধঃ উপাধিবিশেষসম্বন্ধাৎ বিশেষকল্পনাস্তরনুপপত্ততে;

“আসীনো দূরঃ ব্রজতি শয়ানো বাতি সর্কতঃ ।

কন্তুঃ মদামদং দেবং মদন্তো দ্রাতুমহতি ॥”

ইত্যেবমাদিশ্রুতিভাঃ । উপাধিবশাং সংসারিহ্ম, ন পরমার্থতঃ; স্বতোহ-সংসার্যেব । এবমেকং নানাহৃদং হিরণ্যগর্ভস্ত । তথা সর্কজীবানাম্, “তব-মসি” ইতি শ্রুতে: । হিরণ্যগর্ভস্তুপাধিস্থত্যাতিশয়রূপেণ প্রায়শঃ পর এবৈতি শ্রুতিস্মৃতিবাদাঃ প্রবৃতাঃ; সংসারিহ্ম কচিদেব দশয়ন্তি । জীবানাং তু উপাধি-গতাস্থদ্ধিবাচ্যতাং সংসারিহ্মেব প্রায়শোহভিলপাতে । ব্যাবৃত্তকৃত্তমোপাধি-ভেদাপেক্ষয়া তু সর্কঃ পরহেনাভিধীয়তে শ্রুতিস্মৃতিবাদৈ: । ৫

তार्কিকৈস্ত পরিভ্রাণ্যগমবলৈঃ—অস্তি নাস্তি, কর্তা অকর্তা ইত্যাদি বিরুদ্ধং বহু তর্কযন্তিরাকুলীকৃতঃ শাস্ত্রার্থঃ; তেনার্থনিশ্চয়ো দুর্লভঃ । যে তু কেবল-শাস্ত্রানুসারিণঃ শাস্ত্রদর্পাঃ, তেষাং প্রত্যক্ষবিষয় ইব নিশ্চিতঃ শাস্ত্রার্থো দেবতাদি-বিষয়ঃ । ৬

তত্র প্রজাপতেরেকস্ত দেবতানাদি-লক্ষণো ভেদো বিবক্ষিত ইতি—তত্রাদি-ক্কোহন্নাদঃ, অন্নান্তঃ সোম ইদানীমুচ্যতে । অথ যৎকিঞ্চিদং লোকে আর্জিৎ স্রবাস্ব-কম্, তৎ রেতস্ আদ্যনো বীজাদসৃজত; “রেতস আপঃ” ইতি শ্রুতে: । স্রবাস্বকচ্চ সোমঃ; তস্মাৎ যদ্বার্জিৎ প্রজাপতিনা রেতসঃ সৃষ্টম্, তচ্চ সোম এব । এতাবদে

এতাবদেব, নাতোহধিকম্, ইদং সৰ্বম্ । কিং তং ? অন্নৈব সোমো দ্রবাস্ব-
কত্বাদাপ্যায়কম্ ; অন্নাদশ্যগ্নিঃ, ঔক্ষ্যং কল্পত্বাচ্চ । তত্রৈবমবদ্বিরতে—সোম
এবান্নম্, বদন্ততে তদেব সোম ইত্যর্থঃ ; য এবাত্তা, স এবাগ্নিঃ ; অৰ্ধবলান্নি অবধার-
ণম্ । অন্নমগ্নিরপি কচিং হুরমানঃ সোমপক্ষ্যৈব ; সোমোহপি ইজামানোহ-
গ্নিরেব, অত্ ত্বাং । এবমগ্নীষোমায়কং জগৎ অগ্ন্যত্নেন পশুন্ ন কেনচিদোষণ
লিপাতে ; প্রজাপতিশ্চ ভবতি । সৈবা ব্রহ্মণঃ প্রজাপতে: অতিসৃষ্টিরাশ্বনোহ-
প্যতিশয়া । ৭

কা সা ? ইত্যাহ—যং শ্রেয়সঃ প্রশস্ততরাদায়নঃ সকাশাদ্ যস্মাদসৃজত
দেবান্, তস্মাদেবসৃষ্টিরতিসৃষ্টিঃ । কথং পুনরাশ্বনোহতিশয়া সৃষ্টিঃ ? ইত্যত
আহ—অথ যদ যস্মাৎ মৰ্ত্তাঃ সন্ মরণধৰ্ম্মা সন্, অমৃতান্ অমরণধৰ্ম্মিণো দেবান্,
কৰ্ম্মজ্ঞানবহ্নিনা সৰ্ম্মানায়নঃ পাপান্ ওষিত্বা অসৃজত ; তস্মাদিয়ম্ অতিসৃষ্টিকৃত-
কষ্টজ্ঞানস্ত ফলমিত্যর্থঃ । তস্মাদেতাস্মতিসৃষ্টিঃ প্রজাপতেরাশ্বভূতাং যো বেদ, স
এতস্মাস্মতিসৃষ্ট্যাং প্রজাপতিরিব ভবতি প্রজাপতিবদেব শ্রষ্টা ভবতি ॥ ৪৩ ॥ ৬ ॥

টীকা । নমু সৰ্ম্মা সৃষ্টিকৃত্য, উক্তং চ প্রজাপতেৰ্হিত্তিসম্বীৰ্ত্তনকলং, কিমবশিষ্টতে,
যদধর্ম্মভূতং বাক্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—এবমিতি । আদ্যবভ্যমহ্মদিতি সম্বন্ধঃ । অভিনয়প্রদর্শনমেব
বিপদয়তি—অনেনেনতি । মুখাদেবগ্নিঃ প্রতি যোনিহে গমকমাহ—যস্মাদিতি । প্রত্যক্ষবিরোধঃ
শক্তিহা দুযয়তি—কিমিত্যাদিনা । হস্তয়োর্মুখে চ যোনিশ্লব্দপ্রয়োগে নিমিত্তমাহ—অস্তি হীতি ।
প্রজাপতের্মুখং ইবমগ্নিঃ সৃষ্টোহপি কথং ব্রাহ্মণমমুগুভাতি, তত্রাহ—তথ্যেতি । উক্তংতর্থে
শ্রুতিস্মৃতিসংবাদঃ—দর্শয়তি—তস্মাদিতি । ‘আগ্নেয়ো বৈ ব্রাহ্মণঃ’ ইত্যাক্ষা শ্রুতিস্তদমুসারিণী
চ স্মৃতির্দ্রষ্টব্যা । ১

‘অগ্নিমসৃজত’ ইত্যেতদ্ব্যপলকণার্থমিত্যাভিপ্রেতা সৃষ্টাস্তরমাহ—তথ্যেতি । বলতিদিল্লঃ ।
আদিশ্লোকেন বরুণাদিগৃহ্যতে । ক্ষত্রিয়ং চাসৃজত ইত্যমুবর্ত্ততে । উক্তমর্থং প্রমাণেন ত্রুয়তি—
তস্মাদিতি । ‘ইল্লো রাজস্বঃ’ ইত্যাক্ষা শ্রুতিস্তদমুসারিণী চ স্মৃতিরবধেয়া । বিশং চাসৃজতেতি
পূর্ববৎ । ঐহাশ্রয়াদ্রুতো জাতস্বঃ বহাদেবোঽষ্টহঃ চ তচ্ছব্দার্থঃ । ‘পত্যাঃ শূদ্রোহজায়ত’
ইত্যাক্ষা শ্রুতিস্তথাবিধা চ স্মৃতিরমুসর্তব্যা । অগ্নিসমুজ্ঞ বক্ষ্যমাণেন্দ্রাদিসর্গোপলক্ষণেষু সতি
সৃষ্টিসাকল্যাদেব উ এব সৰ্কে দেবা ইত্যুপসংহারসিদ্ধিরিতি কলিতমাহ—তথ্যেতি । উক্তেন
বক্ষ্যমাণোপলক্ষণং সৰ্ব্বলক্ষণং সূচয়তীতি ভাবঃ । কিঞ্চ সৃষ্টিরত্র ন বিবক্ষিতা, কিন্তু যেন
প্রকারেণ সৃষ্টিশ্রুতিঃ স্থিতা, তেন প্রকারেণ দেবতাদি সৰ্কাঃ প্রজাপতির্যেবেতি বিবক্ষিত-
মিত্যাহ—তথ্যেতি । তত্র হেতুমাহ—শ্রুতীরিতি । তথাপি কথং দেবতাদি সৰ্কাঃ প্রজাপতিমাত্র-
মিত্যাশঙ্ক্যাহ—প্রজাপতিনেনতি । ২

‘তদ্বদিত্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—তথ্যেতি শ্রষ্টা প্রজাপতির্যেব সৃষ্টে সৰ্কাঃ কার্যমিতি
প্রকরণার্থে পূর্বোক্তপ্রকারেণ স্বাবস্থিতে সভ্যসত্ত্বঃ তত্বেব সৃষ্টিবিবক্ষনা তদ্বদিত্যাদি-

বিষ্মমতাস্তরস্ত নিদানার্থং বচনমিত্যর্থঃ । মতাস্তরে নিম্নিতংপি কথং প্রকরণার্থঃ স্ততো
তবতীত্যাশঙ্ক্যাহ—অন্তেতি । ঐক্যং দেবমিত্যস্ত তাৎপর্যমাহ—নামেতি । কাঠকং কালাপ-
কমিতিবৎ নামভেদাৎ ক্রতুস্তত্তদেবতাস্থতিভেদাদ্ ঘটকটাদিবৎ অর্থক্রিয়াভেদাচ্চ এতোকং
দেবানাং ভিন্নত্বাৎ কৰ্ম্মণামেতদ্বচনমিত্যর্থঃ । আদিশব্দেন রূপাদিভেদাৎ তত্ত্বিন্নত্বং সংগৃহীতম্ ।
নবত্র কৰ্ম্মণাং নিম্না ন প্রতিষ্ঠাতি, তন্নতেপত্তাস্তেব প্রতীতেরিত্যাশঙ্ক্যাহ—তন্নেতি ।
একন্তেব প্রাপ্তানেকবিধো দেবতাপ্রভেদঃ শাকলাব্রাহ্মণে বক্ষ্যত ইতি বিবক্ষিত্বা বিশিনষ্টি—
প্রাণ ইতি । ৩

অগ্ন্যাবয়বো দেবাঃ সৰ্গে প্রজাপতিরেবেতুক্তং, সম্প্রতি তৎপরূপনিদিধারয়িষ্যা তত্র বিপ্রতি-
পত্তিং দৰ্শয়তি—অন্তেতি । হিরণ্যগৰ্ভস্ত পরমাত্মে, দ্বিতীয়ে কল্পে সংসারিত্বং বিধেয়মিতি
বিভাগঃ । তত্র পূৰ্ণপক্ষঃ গৃহীতম্—পর এব ইতি । নহু একস্থানেকোজ্ঞকত্বং মন্ববর্ণাদব-
গম্যতে, ন তু পরমাত্মত্বং প্রজাপতেরিত্যাশঙ্ক্য ব্রাহ্মণবাক্যানুদাহরতি—এব ইতি । ব্রহ্ম-
প্রজাপতী সূত্র-বিরাজৌ । এষশব্দঃ পরমাত্মবিষয়ঃ । স্মৃতেচ পর এব হিরণ্যগৰ্ভ ইতি সম্বন্ধঃ ।
তত্রৈব বাক্যান্তরং পঠতি—যোহসাবিতি । কৰ্ম্মেল্লিয়াবিষয়মহমতাল্লিয়ত্বম্ । অগ্ন্যাহুত্বং
জ্ঞানেল্লিয়াবিষয়ত্বম্ । তত্র হেতুমাহ—হুম্মোহবাক্ত ইতি । ন চ তত্ত্বাসং, প্রমাদাদিভাবা-
ভাবমাক্ষিহেন সদা সত্যাদিত্যাহ—সনাতন ইতি । ইতচ্চ তত্ত্ব নাসং, সৰ্গেবামাত্মত্বাদিত্যাহ—
সৰ্গেতি । অস্তঃকরণবিষয়ত্বমাহ—অচিন্ত্য ইতি । যোহসৌ পরমাত্মা যথোক্তবিশেষণঃ, স এব
স্বয়ং বিরাজাঙ্মনা ভূতবানিত্যাহ—স এবেতি । মন্বব্রাহ্মণস্মৃতিসু পরস্ত সৰ্গদেবতাস্থত্বদৃষ্টেয়ং চ
সূত্রস্ত তৎপ্রতীতেতত্ত্ব পরমিত্যুক্তম্ ; ইদানীং পূৰ্ণপক্ষাণ্ডরমাহ—নসংযোযেতি । সৰ্গপাপু-
দাহশ্রবণমাত্রেণ কথং প্রজাপতেঃ সংসারিত্বং, তদ্রাহ—ন হীতি । “অন্তস্তদ্বর্গোপদেশাৎ” ইত্যত্র
পরস্তাপি সৰ্গপাপুদাহরণাকারাত্মকং নদং সংসারিত্বং লিঙ্গমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ভয়েতি । অস্তজ্ঞতেতি চ
প্রবণাদিতি সম্বন্ধঃ । ন কেবলং মর্ত্যজ্ঞপ্তেতরেব সংসারিত্বং, কিন্তু জন্মজ্ঞপ্তেতচেত্যাহ—হিরণ্য-
গৰ্ভমিতি । যথোক্তহেতুনাং সংসার্যেব স্তাদিতি প্রতিজ্ঞয়াহুত্বং । কৰ্ম্মফলদৰ্শনাদিকারে
ব্রহ্মেতাদ্ভাষাঃ স্মৃতেচ তৎকলভূতস্ত প্রজাপতেঃ সংসারিত্বমেবেত্যাহ—স্মৃতেচেতি । বিরাজ-
ব্রহ্মেতুচ্যতে । বিবক্ষ্যে মবাদয়ঃ । ঋগ্বেদভিমানিনী দেবতা যমঃ । মহান্ প্রকৃতেরাভ্যো
বিকারঃ সূত্রম্ । অব্যক্তং প্রকৃতিরিত্তি ভেদঃ । ৪

অন্ত তর্হি দ্বিবিধবাক্যব্যাং প্রজাপতেঃ সংসারিত্বমসংসারিত্বং চ, ইত্যশঙ্ক্যাহ—অথেতি ।
তদ্বিবিধবাক্যশ্রবণানন্তর্য্যামধদর্শনার্থঃ । এবংশব্দঃ সংসারিত্বাসংসারিত্বপ্রকারপরামর্শার্থঃ । বিরোধ-
কৃতমপ্রাণাণ্য নিরাকরোতি—নেত্যাदिना । স্বতোহসংসারিত্বং, কল্পনয়া চ সংসারিত্বমিতি
কল্পনান্তরমন্তব্যং দ্বিবিধপ্রতীক্যবিরোধাৎ প্রামাণ্যাদিচ্ছিন্নমিত্যর্থঃ । কল্পনয়া সংসারিত্বমিত্যেতৎ
বিপদয়তি—উপাধীতি । উপাধিকী পরস্ত বিশেষকল্পনেত্যত্র প্রমাণমাহ—আসীন ইতি ।
স্মরণেন কুটোহোপায়া বনসঃ সীমং দূরগমনদৰ্শনাৎ তদুপাধিকে । দূরং ব্রজতি ; যথা স্বপ্নে
শরানোহপি মনসো গতিব্রাহ্মণ্য সৰ্বত্র বাতীত্বাতি, তথা জাগরেৎপীত্যর্থঃ । কল্পিতেন
হর্গাদিবিকারেণ স্বাক্ষাভিকেন তদভাবেন চ ব্রহ্মমাত্মনং ন কচিদপি নিশ্চেষ্টুং শক্যেতীত্যাহ—
কন্তমিতি । আদিপদেন দ্ব্যারভীবেত্যাধিক্রান্তরো গৃহ্যন্তে । উদাহৃতপ্রতীক্যং তাৎপর্যমাহ—

উপাধীতি। কিং তহি পারমার্থিকঃ? তদাহ—যত ইতি। পূৰ্বেণ সখ্যঃ। হিরণ্যগৰ্ভস্ত
বাস্তবমবাস্তবং চ রূপং নিকৃপিতমুপসংহরতি—এবমিতি। তত্তাপঃশ্রাদ্ধাদিবৎ ন যতো ব্রহ্মহ,
কিন্তু সংসারিষ্মেব স্বাভাবিকমিত্যাশঙ্ক্য দৃষ্টান্তস্ত সাধাবিকলতামাহ—তথেতি। সৰ্বজীবানা-
মেকত্বং নানাহং চেতি পূৰ্বেণ সখ্যঃ। তেবাং যতো ব্রহ্মহে প্রমাণমাহ—তদ্বিতি। কতুর্হি
হিরণ্যগৰ্ভে বিশেষঃ, যেনাসৌ অশ্রাদ্ধাদিভিরূপান্ততে, তত্রাহ—হিরণ্যগৰ্ভস্থিতি। নমু শ্রুতিস্মৃতি-
বাদেযু কচিং তত্ত সংসারিষ্মপি প্রদৰ্শ্যতে, সত্যং, তৎ তু কল্পিতমিত্যাভিপ্রেত্যাহ—সংসারিষ্ম-
স্থিতি। অশ্রাদ্ধাদিষু তুল্যমেতদিত্যাশঙ্কাহ—জীবানাং স্থিতি। কথং তহি ‘তত্ত্বমসি’ ‘কেব্রহ্ম-
চাপি মাং বিক্ৰি’ ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিবাদাঃ সংগচ্ছন্তে, তত্রাহ—বাস্তবন্তেতি। ৫

ধমতে তত্ত্বনিশ্চয়মুক্ত। পরমতে তদভাবমাহ—তार्কিকৈব্ধিতি । নহেবজীবাবাদেহপি
সৰ্বব্যবহাৰুপপত্ত্তেতত্ত্বনিশ্চয়দৌৰ্ভাং তুলামিতি চেৎ ; নেতাংহ—যে স্থিতি । স্বপ্নবৎ প্রবোধং
প্রাগ্বেশব্যবহাসাস্তব্যাদুৰ্দ্ধঃ চ তদভাবস্তেষ্টিদাদেকমেব ব্রহ্মানান্নবিচ্ছাবাশং অশেষব্যবহাসান্দ-
মিতি পক্ষে ন কাচন দোষকলেন্তি ভাবঃ । ৬

সৰ্বদেবতাস্বকল্প প্রজাপতে: স্বতোংসংসারিহ: কল্পনয়া বৈপরীতামিতি হিতে সতি
অধেতাংদ্বান্তরগ্রহস্ত তাৎপৰ্য্যমাহ—তত্রৈতি। বিবক্ষিত ইত্যন্তরগ্রহপ্রযুক্তিরিতি শেষ:। তন্ত
বিষয়: পরিশিনষ্টি—তত্রাগ্নিরিতি। অত্রাভ্যায়োনিষ্কারণার্থী সপ্তমী। সম্প্রতি প্রতীকনাদায়-
ক্ষরাণি ব্যাকরোতি—অধেতি। অতু: সর্গানন্তর্য্যামধশব্দার্থ:। রেতস: সর্গাদপাং সর্গেহপি
সোমশব্দে কিময়াতমিত্যাশঙ্ক্যাহ—দ্বাবাক্ষক্চেতি। অত্রাপ্যাহতে: সোমোংপত্তিশ্রবণাৎ, তত্র
শৈত্যোপলক্চেতি ভাব:। সোমস্ত দ্রবাক্ষকত্বে কলিতমাহ—তস্মাদিতি। অগ্নীষোময়ো-
রান্নয়ো: হৃষ্টাবপি জগতি শৃষ্টব্যান্তরনবশষ্টনবন্তীত্যাশঙ্ক্যাহ—এতাবদিতি। আপ্যায়ক: সোমো
দ্রবাক্ষকত্বাৎ, অন্নং চাপ্যায়কং প্রসিদ্ধং, তস্মাদুপপন্নং সোমস্তান্নমিতিত্যাহ—দ্রবাক্ষকত্বাদিতি।
সোম এবান্নমগ্নিরান্ন ইত্যবধারণস্ত বিবক্ষিতমর্থমাহ—তত্রৈতি। নপোক্তং বাক্যং সপ্তমর্থ:।
বধাশ্রতনবধারণমবধার্থী কৃতো বিধান্তরেণ তদ্যাপ্যান্নমিত্যাশঙ্ক্যাহ—অর্থবলান্ধীতি। অন্নাদন্ত
সংহৃত্বাৎ অগ্নিহমন্নস্ত চ সংহরণীতয়া সোমননবধারণরিতুং যুক্তমিতিার্থ:। নমু অন্নস্ত সোমেন
ন নিয়মোংগেরপি জলাদিনা সংহারাৎ, ন চাতুরগ্নিহেন নিয়ম: সোমস্তাপি কদাচিদজ্ঞানহেন
অত্বাৎ, তৎকৃতোংর্থবলমিত্যাশঙ্ক্যাহ—অগ্নিরপীতি। সোহপি সংহাধ্যাক্ষেৎ সোম এব, স চ
সংহর্তা চেদগ্নিরেব, ইত্যবধারণসিদ্ধিরিতিার্থ:। প্রজাপতে: সৰ্বাস্বদ্বনুপক্রম্য জগতো বৈধা-
বিত্তক্তহাভিধানং কুলোপযুক্তমিত্যাশঙ্ক্য তন্ত হৃত্তে পৰ্য্যবসানাং তন্নিম্নাস্ববুদ্ধোপাসকস্ত সৰ্ব-
দোষরাহিতা: কলমত্র বিবক্ষিতমিত্যাহ—এবমিতি। অমুগ্রাহকদেবহৃষ্টমুক্তা তদুপাসকস্ত
কলোক্তার্থমাদৌ দেবহৃষ্ট: হ্তৌতি—সৈম্বেতি। ৭

‘অধির্মুখা’ ইত্যাদিশ্রুতের প্রাথমিকোক্তাবয়বঃ, তৎকণঃ তৎস্বষ্টিক্তোৎপত্তিশব্দভী-
 শব্দভে—কণমিতি । প্রজাপতের্ভজমানাবহাগেক্ষমা দেবহষ্টেরংস্বষ্টদ্ব্যচনবিকল্পমিতি পরি-
 হরতি—অত আহেতি । দেবহষ্টেরতিস্বষ্টিক্তাবশব্দানুবাদার্থঃ অধশব্দঃ । জানন্তেত্যানুলকণঃ,
 কর্মণোহপীতি দ্রষ্টব্যম্ । অতিস্বষ্ট্যামিত্যাদি ব্যাচষ্টে—তস্মিমিতি । সেবামিষ্টো তদাশ্বা
 প্রজাপতিরহসেব ইত্যাপাসিত্তত্তাবাপত্ত্যা তৎস্বষ্টিক্তং বলভীত্যর্থঃ । ১০।৩।

ভাষ্যানুবাদ :—প্রজাপতি এইরূপে স্ত্রী-পুরুষায়ক এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া ব্রাহ্মণাদি বর্ণের নিয়ন্ত্রী (শাসনক্ষম) দেবতাসমূহ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হইয়া প্রথমে এই শ্রুতির ‘অথ’ ও ‘ইতি’ শব্দ দুইটি অভিনয় বা অনুকরণ প্রকাশক—এই প্রকারে মুখে হস্তদ্বয় অর্পণ করিয়া অভিমুখন করিয়াছিলেন, অভীষ্টসিদ্ধির অনুকূলরূপে মন্থন (ঘর্ষণ) করিয়াছিলেন । তিনি দুই হাতে মুখমণ্ডল মন্থন করিয়া, সেই মুখ ও হস্তদ্বয়রূপ বোনি (উৎপত্তিস্থান) হইতে ব্রাহ্মণজাতির অনু-গ্রাহক অগ্নিদেবের সৃষ্টি করিয়াছিলেন । যেহেতু মুখ ও হস্তদ্বয়, উভয়ই দাহ-কারী অগ্নির উৎপত্তিস্থান, সেই হেতুই এই উভয় স্থান অলোমক অর্থাৎ লোম-বর্জিত ; তবে কি সমস্ত অংশই [লোমশূন্য] ? না,—তাঙ্গ নহে, অন্তরে অর্থাৎ কেবল অভ্যন্তরভাগে [লোমশূন্য] ; প্রসিদ্ধ জননেন্দ্রিয়ের সহিত এই উভয়স্থানের সাদৃশ্য আছে । সেই সাদৃশ্যটি কি ? না, রমণীগণের জননেন্দ্রিয় ও অভ্যন্তরভাগে লোমশূন্য ; (ইহাই উভয়ের মধ্যে সাম্য বা সমানদর্শ) । ব্রাহ্মণজাতিও প্রজাপতির মুখ হইতেই জন্ম ধারণ করিয়াছে ; এই কারণে উভয়ই এক-কারণোৎপন্ন বলিয়া, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যেমন কনিষ্ঠের প্রতি অনুগ্রহ করে, তেমনি অগ্নিও ব্রাহ্মণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন । এই কারণেই শ্রুতি ও স্মৃতি-শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে যে, ব্রাহ্মণগণ অগ্নিদৈবতক ও মুখবীৰ্য্য, অর্থাৎ অগ্নিই ব্রাহ্মণের অনুগ্রাহক দেবতা এবং তাহাদের বীৰ্য্য বা শক্তিও মুখমধ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকে (১) । ১

এইরূপ, বলের অধিষ্ঠান বাহবর হইতে ক্ষত্রিয়জাতি এবং তাহাদের নিয়ন্তা (পরিচালক) ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবতার [সৃষ্টি করিয়াছিলেন] ; এই জন্তই শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে ক্ষত্রিয়জাতি ও বাহবল উভয়ই ইন্দ্রদৈবতক বলিয়া প্রসিদ্ধ । এইরূপ উরু হইতে চেষ্টা ও চেষ্টাশ্রয় বৈশ্যজাতি ও তাহার নিয়ন্তা বশুপ্রভৃতি দেবতার [সৃষ্টি করিয়াছিলেন] ; এই কারণেই বৈশ্যজাতি কুবিকর্মে তৎপর ও বশু প্রভৃতি দেবতা দ্বারা পরিচালিত বলিয়া প্রসিদ্ধ । এইরূপ পৃথিবীদৈবতক পুষা ও

(১) তাৎপৰ্য্য—ব্রাহ্মণের শক্তি যে, মুখমধ্যে প্রতিষ্ঠিত, এ বিষয়ের প্রসিদ্ধিসূচক একটি উদাহরণ এই :—মহামুনি বাণ্যাকির তপোবন-সন্নিধানে যখন লক্ষণতনয় চল্লকেতুর সহিত রামচন্দ্রের পুত্র লবের বাদ-বিতর্ক হইতেছিল, সে সময় চল্লকেতু রামচন্দ্রের বিজয়-কীর্ত্তিকপে মহাবীর পরশুরামের পরাজয়ের উল্লেখ করেন, তদন্তরে লব বিজয়ক্ষেত্রে বলিয়াছিলেন—

“সিদ্ধং হেতুং বাচি বীৰ্য্যং বিজানাং বাহুবীৰ্য্যং বশু-তং ক্ষত্রিয়ণাম্ ।

শত্রুসাহী ব্রাহ্মণো জামদগ্ন্যঃ, তস্মিন্ দাশে কা স্তিতস্তত্ত্ব রাজ্ঞঃ ।”

পরিচর্যাক্ষম শ্রুতজাতিকে পদ হইতে সৃষ্টি করিলেন ; কারণ, প্রতি-সৃষ্টিতে ঐক্লপই প্রসিদ্ধি আছে । যদিও এখানে ক্ষত্রিয়ারদি দেবতা-সৃষ্টির কথা উক্ত হয় নাই, পরে বলা হইবে ; তথাপি এখানে সৃষ্টির প্রসঙ্গ পরিপূর্ণ রাখিবার জন্য সে সমস্ত কথাও প্রত্যাশ্রিত মতই উল্লেখিত হইল । উক্ত প্রতি যেক্লপ অর্থ প্রতি-পাদন করিতেছেন, তাহাতে এইক্লপ অর্থই নিশ্চিত হইতেছে যে, প্রজাপতিই সর্ব দেবাত্মক ; কারণ, সৃষ্ট পদার্থমাত্রই স্রষ্টা হইতে অভিন্ন ; দেবগণও প্রজাপতিকর্তৃকই সৃষ্ট ; স্তুরাং তাহারাও প্রজাপতি হইতে ভিন্ন নহে (২) । ২

এইক্লপ যখন প্রকরণার্থ অবধারিত হইল, তখন বুঝিতে হইবে যে, ইহার উৎকর্ষ ব্যাপনের জন্যই অজ্ঞাত অবিদ্য-সম্মত মত গুলি উপস্থাপন বা উল্লেখ করা হইয়াছে ; কারণ, একের যে নিম্না, তাহাই অপরের প্রশ্ন সাংস্কৃত হইয়া থাকে । [এখন সেই অবিদ্বানের মতগুলি উপস্থাপ্ত হইতেছে —] লোকপ্রসিদ্ধ কৰ্ম্মপ্রকরণে যাজ্ঞিকগণ, যজ্ঞানুষ্ঠানকালে যে, এই কথা বলিয়া থাকেন—‘এই অগ্নির অর্চনা কর, অমুক ইন্দ্ৰের অর্চনা কর’ ইত্যাদি ; একপাশে অভিপ্রায় এই যে, যজ্ঞীয় দেবতাগণের নাম, স্তোত্র ও কৰ্ম্মাদির পার্থক্য দেখিয়া তাহারা অগ্ন্যাদি দেবতাকেও স্বরূপতঃ ভিন্ন ভিন্ন বলিয়াই মনে করিয়া ঐক্লপ বলিয়া থাকেন ; কিন্তু জিজ্ঞাস্য ব্যক্তি কখনই দৈবতভাবে ঐক্লপে বুঝিবেন না ; কেননা, বিভিন্নাকার ঐ সমস্ত দেবতা এই প্রজাপতিরই বিসৃষ্টি অর্থাৎ সৃষ্ট ; এব এই প্রজাপতিই প্রাণিকণী সর্ব-দেবাত্মক । ৩

এবিষয়ে অনেকে বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়া থাকেন—একশ্রেণীর লোকেরা বলেন,—হিরণ্যগর্ভ পরমাত্মা বা পরব্রহ্মই বটে ; অপস সম্প্রদায় বলেন,—তাহা নহে, হিরণ্যগর্ভও সংসারী (কৰ্ম্মফলভোক্তা জীব-শ্রেণীরই অন্তর্গত) । কিন্তু মন্ত্রসৃষ্টি হইতে জানা যায় যে, তিনি পবব্রহ্মস্বরূপই বটে ; কারণ, মন্ত্রে আছে—‘এই প্রজাপতিকে ইন্দ্র, সূর্য্য, বরুণ ও অগ্নি বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন,’ এবং

(২) তাৎপৰ্য্য—যট-স্রষ্টা কৃষ্ণকার ও তৎসৃষ্ট যট কখনই এক অভিন্ন পদার্থ নহে ; স্তুরাং এখানে আপত্তি হইতে পারে যে, স্রষ্টা প্রজাপতি ও তৎসৃষ্ট দেবতা এক হইবে কিরূপে ? তদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, এখানে ‘স্রষ্টা’ শব্দে কেবল নিমিত্ত কারণমাত্র বুঝিতে হইবে না, পরন্তু যিনি নিজে নিমিত্তও বটে এবং উপাদানও বটে, এক্লপ কারণকেই ‘স্রষ্টা’ বলিয়া বুঝিতে হইবে । যেমন লুতা (মাকড়সা) সৃষ্ট স্তুর নিমিত্ত ও উপাদান—উত্তর প্রকার কারণ, প্রজাপতিও তেমনি স্বকর্মা সম্বন্ধে নিমিত্ত ও উপাদান, উত্তর কারণাত্মক ; এই জন্য তৎসৃষ্ট দেবতাগণ তাহা হইতে পৃথক্ বস্তু হইতে পারে না ; এই নিয়ম অব্যাহতকারী ; স্তুরাং নির্দোষ ।

অন্তঃপ্রতিবেদ্যে—‘ইনিই ব্রহ্মা, ইনিই ইন্দ্র, ইনিই প্রজাপতি এবং ইনিই সর্বদেবতাস্বক’ ইতি । স্মৃতিতেও আছে—‘এই আদি পুরুষকে (প্রজাপতিকে) কেহ কেহ অগ্নি বলেন, অস্ত্রে আবার মনু বলিয়া নির্দেশ করেন’, এবং ‘এই বিনি অতীন্দ্রিয়, বুদ্ধির অগম্য, সূক্ষ্ম, অব্যাকুলগণী চিরন্তন ও সর্বভূতময়, তিনিই প্রথমে স্বয়ং প্রাচুর্য্য হইয়াছিলেন’ ইতি । অথবা, তিনি স সারী—জীবজন্তুসকলও হইতে পারেন ; কেন না, প্রতি বলিতেছেন, ‘তিনি সর্ববিধ পাপ দম্ব করিয়াছিলেন ; সংসারী না হইলে ত তাহার পক্ষে কখনই পাপ দাহ করা সম্ভবপর হইতে পারে না ; বিশেষতঃ ভয় ও অবতীতসম্বন্ধে তাহার সংসারিত্বের অপর কারণ, এবং ‘অতঃপর তিনি নিজে মর্ত্য হইয়াও যে অমর সৃষ্টি করিয়াছিলেন’, ‘জায়মান হিরণ্যগর্ভকে দর্শন কর’ ইত্যাদি মন্ত্রেও তাহার সংসারিত্বই প্রতীতি হইয়াছে । কর্মফল-প্রাপক প্রতিবেদ্যে ইহাই জানা যাইতেছে—‘ব্রহ্মা (বিরাজি), বিশ্বশষ্ট্রগণ (মন্তু প্রভৃতি), ধর্ম (যম), মহান (মহত্ত্ব—অর্থাৎ তদুপাধিক সূত্রান্বিত) ও অব্যাকুল (প্রকৃতি), এ সমস্তকে সাত্ত্বিক কন্ঠেব উৎকৃষ্ট ফল বলিয়া জ্ঞানিগণ ব্যাখ্যা করেন’ ইতি । ৪

ভালকথা, একই বিষয়ে এবং বিধ বিরুদ্ধার্থ-স ঘটন যখন সম্ভবপর হয় না, তখন কোন ব্যাক্যেরই প্রামাণ্য হইতে পারে না । ফলে প্রজাপতির সংসারিত্ব বা অসংসারিত্ব কিছুই সিদ্ধ হইতেছে না : না, এ কথাও হইতে পারে না ; কারণ, অন্তপ্রকার করণা দ্বারা উক্ত বিরোধের পরিহার হইতে পারে, অর্থাৎ উপাধি-বিশেষের স্বত্বনিবন্ধন এরূপ করণা করা যাইতে পারে, [যাহাতে সংসারিত্ব ও অসংসারিত্ব উভয় কল্পনারই ব্যাঘাত না ঘটে] । ‘বিনি একত্র অবস্থিত হইয়াও দূরে গমন করেন, শয়ান থাকিয়াও সর্বত্র গমন করেন, মদ্যম অর্থাৎ মদযুক্ত ও মদ-বিযুক্ত সেই দেবকে (পরমেশ্বরকে) আমি ভিন্ন আর কে জানিতে পারে ?’ ইত্যাদি প্রতি হইতেও জানা যায় যে, তাহার সংসারিত্ব ধর্মট। উপাধিক, পারমার্থিক নহে ; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তিনি অসংসারীই বটে । এইপ্রকার উপাধিস্বত্বনিবন্ধন হিরণ্যগর্ভের একত্ব ও নানাত্ব দুইই সম্ভব হয় । ‘তুমি তৎস্বরূপ’ ইত্যাদি প্রতি হইতে জানা যায় যে, অন্তান্ত জীবের স্বত্বকেও একপই ব্যবস্থা । হিরণ্যগর্ভের উপাধি স্বত্বই বিতুল ; এই জন্ত প্রতি ও স্মৃতিশাস্ত্রসমূহ তাঁহাকে অধিকাংশস্থলে পরমেশ্বররূপেই নির্দেশ করিয়া থাকেন, অতি অল্প স্থানেই তাঁহার সংসারিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন । পক্ষান্তরে, জীবগণের উপাধি স্বত্বাবতই অতদ্বিবক্ত ; এই জন্ত অধিকাংশস্থলে তাঁহাদের সংসারিত্বই নির্দেশ করিয়াছেন ; সর্বোপাধি-

বিনিমুক্ত স্বভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আবার সমস্ত শ্রুতি ও স্বতিশাস্ত্র জীবের পরমেশ্বরভাবও নির্দেশ করিয়াছেন । ৫

কিন্তু যাহারা তार्কিক—আগম-প্রমাণের বলবত্তায় উপেক্ষা করেন, তাঁহারা ‘আত্মা আছে, নাই, কৰ্ত্তা ও অকৰ্ত্তা’ ইত্যাদি বহুবিধ বিরুদ্ধ তর্ক করিয়া শাস্ত্রার্থ আকুল (বিরুদ্ধ বা অনিশ্চিতরূপ) করিয়া থাকেন ; তাহার ফলে শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করা অসম্ভব হইয়া পড়ে । পক্ষান্তরে, যাহারা একমাত্র শাস্ত্রানুসারী গর্ভহীন, তাঁহাদের নিকট দেবতাদি অপরোক্ষবিষয়ের প্রতিপাদক শাস্ত্রার্থ (শাস্ত্রসিদ্ধান্ত) প্রত্যক্ষবৎ সুনিশ্চিত হইয় থাকে । ৬

এখানে আদিদেব একই প্রজাপতির—অত্মা (ভোক্তা) ও অদনীরূপ রূপভেদ বর্ণনা করাই শ্রুতির অভিপ্রেত ; তন্মধ্যে—প্রথমে ভোক্তা অগ্নির কথা উক্ত হইয়াছে, এখন অদনীর সোমের কথা বলা হইতেছে । জগতে যাহা কিছু আর্জ—দ্রবময় বস্তু, তাহা রেত হইতে—আত্মীয় বীজ হইতে সৃষ্টি করিলেন ; কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন—‘রেত হইতে জল (জলীয় দ্রব্য) [প্রাচুর্য হইয়াছে]’ ; সোমও দ্রব্যাত্মক ; অতএব প্রজাপতি স্বীয় রেত হইতে, যে আর্জ বস্তুর সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহাই সোম । জগতে যাহা কিছু আছে, তৎসমস্ত এতাবৎই—এই পর্য্যন্তই, ইহার অধিক আর কিছু নাই । ইহা কি ? না সোম, সোমই অন্ন, দ্রব্যাত্মকতানিবন্ধন তৃপ্তিসাধক ; এবং উষ্ণ ও রুক্ষ বলিয়া অগ্নি হইতেছে—অন্নাদ অর্থাৎ ভোক্তা । এবিষয়ে এইরূপই অবধারণ হইতেছে যে, সোমই অন্ন, অর্থাৎ যাহা ভক্ষণ করা যায়, তাহাই অন্ন ; এবং যিনি ভক্ষণকৰ্ত্তা, তিনিই অগ্নি । [যদিও এখানে অবধারণসূচক কোন শব্দ নাই সত্য, তথাপি] অর্থ-সঙ্গতির অনুরোধে অবধারণই বুঝিতে হইবে । সময়বিশেষে অগ্নিও হ্রস্বমান (আত্মিকরূপে অর্পিত) হইলে সোমস্থানীয় অর্থাৎ অন্নমধ্যে পরিগণিত হয়, আবার সোমও সময়বিশেষে ইজ্যমান (অর্চিত) হইয়া অগ্নিস্থানীয় অর্থাৎ ভোক্তা হইয়া থাকে ; কারণ, তখন তাঁহার ভোক্তৃত্বই থাকে, (ভোগ্যত্ব থাকেনা) । যে লোক অগ্নীষোমাত্মক এই জগৎকে আত্মস্বরূপে দর্শন করে, সে লোক কোনপ্রকার দোষে—পুণ্যে বা পাপে লিপ্ত হয় না, অধিকত্ব প্রাজাপত্য পদ লাভেও সমর্থ হয় । ইহা হইতেছে প্রজাপতির অতিশ্রুতি—প্রজাপতি অপেক্ষাও ইহার গুরুত্ব অধিক । ৭

সেই সৃষ্টিটি কি ? এতদন্তরে বলিতেছেন—যেহেতু তিনি প্রেরান্—আপনার অপেক্ষাও উৎকর্ষসম্পন্ন এই দেবগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই হেতুই দেবসৃষ্টি তাঁহার অতিশ্রুতি । ভাল, সৃষ্টি আবার আপনা হইতেও অতিশয় হয় কি প্রকারে ?

তদ্বত্তরে বলিতেছেন—যেহেতু তিনি নিজের মর্ত্য অর্থাৎ মরণশীল হইয়াও অমৃত—
মরণরহিত দেবগণকে জ্ঞান ও কর্মরূপ বলি দ্বারা আপনার সর্ববিধ পাপরাশি
দক্ষ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই হেতুই ইহা অতিসৃষ্টি অর্থাৎ উৎকৃষ্ট কর্মের ফল
স্বরূপ (১)। অতএব যে লোক প্রজাপতির আশ্রয়রূপ অর্থাৎ তাঁহা হইতে
অনতিরিক্ত এই অতিসৃষ্টি জ্ঞানেন—অনুধ্যান করেন, তিনিও প্রজাপতির জ্ঞায়
এই অতিসৃষ্টিতে প্রভু হন—অর্থাৎ প্রজাপতিরই মত সৃষ্টিকর্তা হন ॥ ৪৩ ॥ ৬ ॥

আভাস-ভাষ্যম্—“তদ্বদং তদ্ব্যবাকৃতমাসীৎ ।” সর্বং বৈদিকং
সাধনং জ্ঞান-কর্মস্বরূপং কত্রীত্যনেককারকাপেক্ষং প্রজাপতিত্বফলাবসানং সাধ্যম্
এতাবদেব,—বদেতন্ ব্যাকৃতং জগৎ সংসারঃ । অথৈতস্তেব সাধ্যসাধনলক্ষণস্ত
ব্যাকৃতস্ত জগতো ব্যাকরণাৎ প্রাগ্‌বীজাবস্থা যা, তাঃ নির্দিষ্টকৃতি অঙ্কুরাদি-
কার্য্যাদুমিতামিব বৃক্ষস্ত, কর্মবীজোহবিজ্ঞাক্ষেত্রো হসৌ সংসারবৃক্ষঃ সমূল উক্কর্তব্য-
ইতি । তদ্বক্ষরণে হি পুরুষার্থপরিসমাप्तिঃ । তথাচোক্তম্—“উক্কমূলোহবাক্ষাশঃ”
ইতি কাঠকে ; গীতাসু চ “উক্কমূলমধঃশাখম্” ইতি ; পুরাণে চ “ব্রহ্মবৃক্ষঃ সনা-
তনঃ” ইতি ।

টীকা । পূর্বোক্তরগ্রহণোঃ সম্বন্ধং বক্তুং প্রতীকমাদায় বৃত্তং কাঁঠরতি—তদ্ব্যবাকৃতমাসীৎ ॥
তত্ত্ব আদেবদার্থং বৈদিকমিত্যুক্তম্ । সাধনমিত্যুক্তে মুক্তিসাধনং পুরঃ স্মরতি, তদ্বিরস্ততি—
জ্ঞানেতি । একরূপস্ত মোক্ষস্থানেকরূপং ন সাধনং ভবতীতি ভাবঃ । মুক্তিসাধনং মান-
বস্তত্বং তবজ্ঞানম্, ইদং তু কারকসাধ্যমতোহপি ন তদ্ব্যবাকৃতমাসীৎ—কত্রীদীতি । কিং চেদং
প্রজাপতিত্বফলাবসানম্, “সূত্মরস্তাক্সা ভবতি” ইতি শ্রুতেঃ । ন চ তদেব কৈবল্যং, ভয়রত্যাদি-
শ্রবণাৎ, অতোহপি নেদং মুক্ত্যর্থমিত্যাহ—প্রজাপতিত্বেনিতি । কিঞ্চ, নিত্যসিদ্ধা মুক্তিঃ, ইদং তু
সাধ্যক্ষলম্, অতোহপি ন মুক্তিহেতুরিত্যাহ—সাধ্যমিতি । কিঞ্চ, মুক্তির্যাকৃতসাধনার্থস্তরমস্তদেব,
“তদ্বিদিত্যং” ইত্যাদিশ্রুতেঃ ; ইদং তু নামরূপং ব্যাকৃতম্, অতোহপি ন তদ্ব্যবাকৃতমাসীৎ—
এতাবদেবেতি । সম্ভ্রুতাব্যাকৃতকণ্ডিকামবতারয়ন্ প্রবেশবাক্যাৎ প্রাক্তনস্ত তদ্ব্যবাকৃতসাধ-
নার্থ্যস্ত তৎপর্য্যমাহ—অথৈতি । জ্ঞানকর্মলোকজ্ঞানস্বর্গমধঃশাখাঃ । বীজাবস্থা সাত্ত্ব্যসপ্রত্যগ-
বিজ্ঞা, তস্তা নির্দেহে নিষ্করমেব, ন সাক্ষ্যনির্দেহজ্ঞাননির্বাচ্যাদিতি বক্তুং নির্দিষ্টকৃতিত্বাক্তম্ ।
বৃক্ষস্ত বীজাবস্থাং লোকো নির্দিষ্টতীতি সম্বন্ধঃ । যজ্ঞজ্ঞানে পুণ্যপুণ্ড্রস্তদেব বাচ্যং, কিনিতি

(১) তাৎপর্য্য—ইহা হইতে বুঝা বাইতেছে যে, জন্মকালে স্বয়ং প্রজাপতিও পাপরহিত
ছিলেন না, এবং সূত্মর অধিকার হইতেও বিমুক্ত ছিলেন না; কিন্তু তিনি জ্ঞান ও কর্মদ্বা-
তানের সাহায্যে স্বীয় সমস্ত পাপ বিনষ্ট করিয়া নিষাপ অবস্থায় দেবগণকে সৃষ্টি করার দেবপণ
আজ্ঞায় পাপবিমুক্ত ; কাজেই প্রজাপতি অপেক্ষাও তাহার কার্যের উৎকর্ষ অধিক হইতেছে ;
এই জন্ত দেবসৃষ্টিকে অতিসৃষ্টি বলা হইরাছে ।

প্রত্যাবিভোচ্যতে ? তত্রাহ—কথং ইতি । উক্তব্য ইতি তদ্ব্যবস্থাপনবর্ণনমিতি শেবঃ । অথ পুরুষার্থমর্থমানস্ত তদ্ব্যবস্থাপনমিতি কোপবৃত্তান্তে, তত্রাহ—তদ্ব্যবস্থাপন ইতি । নমু সংসারস্ত মূলমিব নাস্তি, ন্তাববাবাধঃ । প্রধানান্তেব বা তদ্ব্যবস্থা, নাস্তাতঃ ব্রহ্ম ; ইত্যাপন্য প্রতিশ্রুতিভাঃ পরিহরতি—তথা চেতি । উক্তমুক্তং কারণং কাৰ্য্যাপেক্ষয়া পরমব্যাকৃতং মূলমন্তেভ্যদ্ব্যবস্থাপনমিতি হিরণ্যগৰ্ভাদয়ঃ, মূল্যাপেক্ষয়াহবাচ্যঃ শাখা ইত্যাবাক্ষ্যণঃ । এবং ‘উক্তমূলমধঃশাখা’ ইত্যাদি-গীতা অপি নেতবাঃ । অস্তি হি সংসারস্ত মূলম্, ‘নেদমূলং ভবিত্বমিতি’ ইতি কথং ; তচ্চ-জাতং ব্রহ্মৈবেতি প্রতিশ্রুতিপ্রসিদ্ধমিতি ভাবঃ ।

আভাস-ভাষ্যানুবাদ :—“তন্ হ ইদং তর্হি অব্যাকৃতম্ আসীৎ” ইত্যাদি । বেদোক্ত জ্ঞান-কর্ম্মাক্ষক যত সাধন (উপায়) আছে, তৎ সমস্তই কর্ত্তা প্রভৃতি বহু কারক-সাপেক্ষ ; এবং সে সমুদয়ের শেষ ফল হইতেছে—হিরণ্যগৰ্ভ-প্রাপ্তি ; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু সে সমস্ত উপায় সাধ্য-শ্রেণীরই অন্তর্গত, এবং “এতাবৎ এব” এই পর্য্যন্তই বটে—যাহা এই নাম-রূপাভিব্যক্ত বিশ্বসংসারমণ্ডল । অকুরাদি কার্য্য-দর্শনে যেমন বৃক্ষের পূর্ববর্ত্তী বীজাবস্থা অস্বীকৃত হয়, তেমনি সাধ্য ও সাধন-ভাবে অভিব্যক্ত এই জগতেরও অভিব্যক্তির পূর্বে যে বীজাবস্থা ছিল, এখন প্রতি তাহাই নির্দেশ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন । উদ্দেশ্য—কর্ম্মরূপ বীজ হইতে অবিত্ত-ক্ষেত্রে প্রাপ্তবৃত্ত এই (জন্ম মরণ প্রবাহরূপ) সংসারবৃক্ষকে সমূলে উন্মূলিত করা ; কারণ, সংসারের উন্মূলনে জীবের সর্বপ্রকার পুরুষার্থ সমাপ্ত হইয়া যায় । এ কথা কঠোপনিষদেও উক্ত আছে—‘উক্তমূল ও অধঃশাখ (এই সংসার-বৃক্ষ)’ ; ভগবদগীতাতেও আছে—‘উক্তমূল ও অধঃশাখ’ [এই সংসার-বৃক্ষ ছেদন করিয়া], পুরাণ শাস্ত্রেও আছে—‘এই চিরন্তন ব্রহ্মবৃক্ষ’ (১) ইত্যাদি ।

তন্মৈদং তদ্ব্যাকৃতমাসীৎ, তন্মামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তাসৌ-নামায়মিদংরূপ ইতি, তদিদমপ্যেতর্হি নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তেহসৌনামায়মিদংরূপ ইতি, স এষ ইহ প্রবিষ্ট আ নখাগ্রেভ্যোঃ । যথা সুরঃ সুরধানেহবহিতঃ স্তাদ্ বিশ্বন্তরো বা বিশ্বন্তরকুলায়ে,

(১) তাৎপৰ্য্য—“উক্তমূলঃ অধঃশাখঃ” ইত্যাদি বাক্যে রূপকভাবে সংসারের ব্রহ্ম বর্ণনা করা হইয়াছে । সংসার যখন বৃক্ষ হইল, তখন তাহার মূল, শাখা ও পত্রাদি থাকিবে আবশ্যক । এই সংসারবৃক্ষের মূলটি উর্ধ্বে (উপরে) ব্রহ্মরূপে, অর্থাৎ সর্বোপরি বর্ত্তমান পরমেশ্বর ইহার মূল, আর অধোবর্ত্তী দেবতার সমুদায় তাহার শাখা-প্রপক । ইহা কল্যাণ থাকিবে কি না, হিরণ্যময়ি ; এই কারণে ‘অবধঃ’ ; কিন্তু, তথাপি ইহা সনাতন—অনাদি কাল হইতে প্রবহমান থাকার ইহা একপ্রকার নিত্যেরই যত ।

তং ন পশ্যন্তি । অকুৎসো হি সঃ, প্রাণমেব প্রাণো নাম ভবতি, বদন্ বাক্ পশ্যৎশ্চক্ষুঃ শৃণুৎশ্রোত্রং মদ্বানো মনস্তান্ত্রৈতানি কৰ্ম্মনামান্বেব । স যোহত একৈকমুপাস্তে ন স বেদাকুৎসো হ্যেযোহত একৈকেন ভবতি, আত্মৈত্যেবোপাসীতাত্র হ্যেতে সৰ্ব্ব একঃ ভবন্তি । তদেতৎ পদনীয়মশ্চ সৰ্ব্বশ্চ, বদয়মাত্মানেন হ্যেতৎ সৰ্ব্বং বেদ । যথা হ বৈ পদেনানুবিন্দেদেবং কীর্ত্তিৎ শ্লোকং বিন্দতে য এবং বেদ ॥ ৪৪ ॥ ৭ ॥

সরলার্থঃ :—তং (অপ্রত্যকং বীজাবস্থং) ইদং (প্রত্যকং নামরূপাভি-
ব্যক্তং জগৎ) তর্হি (তদা—উৎপত্তে: প্রাক্) অব্যাকৃতং (নাম-রূপাভ্যাম্ অনভি-
ব্যক্তম্) আসীৎ হ । তং (বীজরূপেণ স্থিতং জগৎ) নাম-রূপাভ্যাং—অয়ং (পদার্থঃ)
অসৌনামা (অদো নাম অস্তেতি অসৌনামা, ছান্দসোহয়ং প্রয়োগঃ), ইদংরূপঃ
(ইদং স্তেতপীতাদি রূপম্ অস্তেতি ইদংরূপঃ) ইতি (এবং) ব্যাক্রিয়ত (স্বয়মেব
ব্যাকৃতম্—ব্যবহারযোগ্যং বভূব) । [অতএব] এতর্হি (ইদানীং) অপি
'অসৌনামা, ইদংরূপশ্চ অয়ম্' ইতি নামরূপাভ্যাম্ এব ব্যাক্রিয়তে (ব্যাকৃতং
ভবতীত্যর্থঃ) ইতি । যথা কুরঃ কুরধানে (কুরকোশে), অথবা যথা বিশ্বন্তরঃ
(অগ্নিঃ) বিশ্বন্তরকুলায়ে (কাষ্ঠাদৌ) অবহিতঃ (অন্তুনিবিষ্টঃ) স্ত্রাৎ (ভবেৎ),
তথা সঃ (জগৎকারণতয়া প্রসিদ্ধঃ) এবঃ (পরমেশ্বরঃ) ইহ (নামরূপাভ্যনা
ব্যাকৃতে জগতি) আ নখাগ্রেভাঃ (নখাগ্রপর্য্যন্তং) প্রবিষ্টঃ (প্রবেশং কৃতবান্) ।
[তথাপি অজ্ঞাঃ] তং (সর্কানুহাতমপি পরমেশ্বরং) ন পশ্যন্তি (পরমেশ্বরত্বেন ন
জানন্তীত্যর্থঃ) । হি (যস্মাং) সঃ (আ নখাগ্রপ্রবিষ্টঃ আত্মা) অকুৎসঃ (উপাধি-
পরিচ্ছন্নতয়া উপলভ্যমানত্বাৎ অপূর্ণঃ); [তথাহি—] সঃ (প্রবিষ্ট আত্মা) প্রাণন্
(প্রাণনাদি-ব্যাপারং কুর্সন্) এব প্রাণঃ নাম (প্রসিদ্ধো) ভবতি; বদন্ (বচন-
ব্যাপারং কুর্সন্) বাক্, পশ্যন্ চক্ষুঃ, শৃণন্ শ্রোত্রং, মদ্বানঃ (সঙ্গল-বিকল্পলক্ষণং
ব্যাপারং কুর্সন্) মনঃ ভবতি । তানি এতানি (যথোক্তানি প্রাণাদীনি) অন্ত
(আত্মনঃ) কৰ্ম্ম-নামানি এব [দেহপ্রবিষ্ট আত্মা এব তত্তৎকস্মানুসারতঃ প্রাণাদি-
নামভিঃ পৃথগিব প্রতীয়তে ইতি ভাবঃ] ।

অতঃ (অস্মাৎ হেতোঃ) যঃ সঃ (যঃ কশ্চিৎ) একৈকং (প্রাণ ইতি বা,
বাগিতি বা—ইত্যেবং) উপাস্তে, সঃ (উপাসকঃ) ন বেদ (নৈব আত্মানং বেত্তি);
হি (যতঃ) এবঃ (আত্মা) একৈকেন (প্রাণাত্মেকৈকবিশেষণেন বিশিষ্টঃ সন্)

অকৃত্বঃ (অসমস্তঃ) ভবতি ; অতঃ ‘আত্মা’ ইত্যেব (বিশেষণভেদান্ পরিত্যজ্য কেবলম্ আত্মস্বরূপেণৈব) উপাসীত ; হি (যস্মাৎ) অত্র (আত্মনি) এতে (প্রাপ্তানাঃ প্রাণাদয়ঃ) সৰ্কে একং ভবন্তি (একরূপতাম্—অভিন্নতাং প্রতিপদ্যন্তে) । তৎ এতৎ অস্ত সৰ্ব্বস্ত (জীবনিবহস্ত) পদনীৰ্ণঃ (প্রাপ্যঃ) । [কিং তৎ ?] যৎ (যঃ) অরং আত্মা ইতি । হি (যস্মাৎ) অনেন (আত্মনা জ্ঞাতেন) এতৎ সৰ্ব্বং (জগৎ) বেদ (জানাতি ইত্যর্থঃ) । যথা হ বৈ (প্রসিদ্ধৌ) পদেন (চরণেন পদচিহ্নেন বা) অনুবিন্দেৎ (নষ্টং গবাদিকং লভতে) ; তথা, যঃ এবং (যথোক্তং তত্ত্বং) বেদ, [সঃ] কীৰ্ত্তিঃ (লোকপ্রতিষ্ঠাং) শ্লোকং (যশশ্চ) বিন্দতে (লভতে) ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥ ৭ ॥

মূলানুবাদ ১—সেই এই দৃশ্যমান জগৎ তৎকালে অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে অব্যাকৃত—নাম ও রূপাকারে অনভিব্যক্ত ছিল, অর্থাৎ বীজভাবে বর্তমান ছিল । সেই জগৎ নাম ও রূপাকারে অভিব্যক্ত হইল,—‘দেবদন্ত যজ্ঞদন্ত’ প্রভৃতি নাম ও শ্বেতপীতাদি রূপবিশিষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইল ; এই জগৎই বর্তমান সময়েও বিশেষ বিশেষ নাম ও বিশেষ বিশেষ রূপ লইয়াই এই জগৎ (জাগতিক বস্তু) অভিব্যক্ত হইয়া থাকে । কুর যেমন কুরাধারে নিহিত থাকে, অথবা বিশ্বস্তর (অগ্নি) যেরূপ তদাশয় কাষ্ঠাদির মধ্যে নিহিত থাকে, তদ্রূপ সেই জগৎকারণ পরমেশ্বরও এই অভিব্যক্ত জগতে নখাগ্র হইতে সর্বাবয়বে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন । [কিন্তু তিনি এইরূপে প্রবিষ্ট থাকিলেও অজ্ঞজনেরা] তাঁহাকে দেখিতে পায় না ; [কেন না, তাহারা যাহাকে দর্শন করে,] সেই আত্মা হইতেছে—অকৃত্বঃ অর্থাৎ অপূর্ণ—প্রকৃত পূর্ণ আত্মার ঔপাধিক অংশবিশেষ মাত্র । [যেমন] প্রাণনাদি ব্যাপার নিষ্পাদন করেন বলিয়া প্রাণ নামে প্রসিদ্ধ হন, সেইরূপ, বাগিদ্রিয়ের ব্যাপার করত শ্রোত্র, এবং মনন বা চিন্তা করত মনঃশব্দ-বাচ্য হন ; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু এ সমস্তই তাহার কন্দ্য়ানুযায়ী নাম মাত্র । অতএব যে লোক তাহাকে উক্ত প্রকার এক একটিমাত্র গুণ-যোগে উপাসনা করেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁহাকে জানেন না ; কারণ, এক একটিমাত্র গুণবিশিষ্ট আত্মা ত কখনই সম্পূর্ণ হইতে পারে না ; অতএব ‘আত্মা’ বলিয়াই তাঁহার উপাসনা করিবে । ইহাতেই (এই আত্মাতেই) উক্ত ঔপাধিক গুণসমূহ একীভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে । এই যে, পরিপূর্ণ

আত্মা, ইহাই সর্বজীবের একমাত্র পদনীয় বা গন্তব্য স্থল ; কারণ, এত-
 দ্বিজ্ঞানেই সর্ব বস্তু লাভ করা যায় । লোক যেমন পদের সাহায্যে
 গন্তব্য স্থান লাভ করে, তেমনি যিনি যথাবর্ণিত প্রকারে আত্ম-তত্ত্ব অবগত
 হন, তিনিও কীর্ত্তি ও প্রশংসা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৪৪ ॥ ৭ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্ ।—তদ্বাদম্ । তদ্বিতী বীজাবস্থং জগৎ প্রাপ্তংপত্তেঃ,
 তর্হি তস্মিন্ কালে, পরোক্ষত্বাৎ সর্বনাম্নাহপ্রত্যক্ষাভিধানেনাভিধীয়তে—ভূতকাল-
 সম্বন্ধিহাদব্যাকৃত-ভাবিনো জগতঃ । সুখগ্রহণার্থমৈতিহ্যপ্রয়োগো হ-শব্দঃ ; ‘এবং
 হ তদা আসীৎ’—ইত্যাচ্যমানে সুখং তাং পরোক্ষামপি জগতো বীজাবস্থাং প্রতি-
 পত্ততে,—যদিষ্ঠিরো হ কিল রাজাসীদিত্যুক্তে যদং । ইদম্-ইতি ব্যাকৃতনামরূপা-
 যুক্তং সাধা-সাধনলক্ষণং যথাবর্ণিতমভিধীয়তে ; তদ্-ইদং-শব্দয়োঃ পরোক্ষ-প্রত্যক্ষা-
 বস্থ-জগদ্রাচকরোঃ সামান্যাদিকরণাদেকত্বমেব পরোক্ষ-প্রত্যক্ষাবস্থ জগতো-
 হবগম্যতে—তদেবেদং, ইদমেব চ তদ্ অব্যাকৃতমাসীদিতি । অথৈবং সতি,
 নাসত উৎপত্তিন্ সতো বিনাশঃ কার্য্যশ্চেত্যবধৃতং ভবতি । ১

টীকা । সম্প্রতি প্রতীকমাদায় পদানি ব্যাচষ্টে—তদ্বাদাদিন । অপ্রত্যক্ষাভিধানেন
 তদ্বিতী সর্বনাম্নাহ বীজাবস্থং জগদভিধীয়তে পরোক্ষত্বাদিত্যেব সৎকালঃ । কথং জগতো বীজাবস্থ-
 নিত্যাপেক্ষা তদ্বিতীত্যাখ্যমাহ—প্রাগিতি । কথং তত্ত্ব পরোক্ষত্বং, তত্রাহ—ভূততি । নিপাতার্থ-
 মাহ—সুপেতি । হৃদ্যার্থমভিনয়তি—কিলেতি । যথাবর্ণিতমিত্যর্থং সৎসারংসারহোক্তিঃ ।
 পরম্বয়সামান্যাদিকরণলক্ষণমাহ—তদ্বাদমিতি । একইমভিনয়েনোদাহরতি—তদেবেতি ।
 একত্বাবগতিকলং কথয়তি—অপেতি । সামান্যাদিকরণাবশাদেকত্বং নিশ্চিতং সত্যনন্তরম্—
 “নাসতো বিদ্বতে ভাবো নান্তাবো বিদ্বতে সত্যঃ ।”

ইতি স্মৃতিরনুসৃত্য ভবতীতি ভাবঃ । ১

তদেবভূতং জগদব্যাকৃতং সৎ নামরূপাভ্যামেব—নাম্নাহ রূপেণৈব চ ব্যাক্রিয়ত ।
 ব্যাক্রিয়তেতি কর্ণকর্ক্ণপ্রয়োগাৎ তৎ স্বয়মেবাত্মৈব ব্যাক্রিয়ত—বি+আ+অক্রি-
 যত—বিস্পষ্টং নামরূপবিশেষাবধারণমর্থ্যাদং ব্যাক্রীভাবমাপত্তত—সামর্থ্যাদাক্রিপ্ত-
 নিরন্ত-কর্ক্ণ-সাধনক্রিয়া-নিমিত্তম্ । অসৌনামেতি সর্বনাম্নাহবিশেষাভিধানেন নাম-
 মাত্রং ব্যপদিশতি ; দেবদত্তো যজ্ঞদত্ত ইতি বা নামাত্মেতি অসৌনামা অয়ম্ । তথা
 ইদমিতি শুক্লকৃষ্ণাদীনামবিশেষঃ ; ইদং শুক্লমিদং কৃষ্ণং বা রূপমাত্মেতি ইদংরূপঃ ।
 তদ্বাদমব্যাকৃতং বস্তু, এতর্হি এতস্মিন্নপি কালে নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তে—
 অসৌনামায়ম্ ইদংরূপ ইতি । ২

অজাতং ব্রহ্ম জগতো মূলমিত্যুক্ত্বা তদ্বিতী জগদ্বিতী নিক্রিয়তি—তদেবভূতমিতি ।
 ভূতীয়াবস্থংসাব্যর্থং ব্যাচষ্টে—নামেতি । ক্রিয়ান্দপ্রয়োগাভিপ্রাযঃ তদনুবাদপূর্বকমাহ—

ব্যাক্রিয়তেতি । তত্র পদচ্ছেদপূৰ্ব্বকং তদ্ব্যচ্যবৰ্ণমাহ—ব্যাক্রিয়তেত্যাদিহা । অস্মদেবেতি
কুতো বিশেষ্যতে, কারণমন্তরেণ কাব্যোৎপত্তিরবৃত্তেত্যাশঙ্ক্যাহ—সামর্থ্যাদিতি । নির্বেদ্যকাৰ্য্য-
সিদ্ধান্তুপপত্ত্যাক্ষিপ্তো নিরস্তা জনয়িতা কর্তা চোৎপত্তৌ সাধনক্রিয়া-করণব্যাপারদ্বয়মিতি
তদপেক্ষা ব্যক্তিভাবমাপত্ততেতি যোজন্য । নামসামান্তং দেবদত্তাদিহা বিশেষণায়াং সংযোগ্য
সামান্তবিশেষবানর্থো নামব্যাকরণবাক্যো বিবক্ষিত ইত্যাহ—অসাবিত্যাदिना । असौ-सकः
ज्ञोतोऽव्ययदेन नेयः । रूपसामान्तं गुरुकृत्वादिना विशेषे संयोग्योच्चाते रूपव्याकरण-
व्याकौनेत्याह—तथेत्यादिना । अवाकृतमेव वाकृतान्नना व्यक्तमित्येतत् नृपुत्रप्रवृत्तद्वैत-
नष्टयति—तदिदमिति । ২

যদর্থঃ সৰ্ব্বশাস্ত্রারম্ভঃ, যস্মিন্নিবিশ্বয়া স্বাভাবিক্য। কর্তৃক্রিয়াকলাধারোপণা কৃতা,
যঃ কারণঃ সৰ্ব্বশূ জগতঃ, যদাস্মকে নামরূপে সলিলাদিব স্বচ্ছান্মলমিব কেনন্ অব্যা-
কৃতে ব্যাক্রিয়েতে, যচ্চ তাভ্যাং নামরূপাভ্যাং বিলক্ষণঃ স্বতো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত-
স্বভাবঃ, স এষ অব্যাকৃতে আয়ত্ত্বতে নাম-রূপে ব্যাকুৰ্মন, ব্রহ্মাদিত্ত্ববর্ণ্যাক্তেবু
দেহেহিহ কৰ্ম্মকলাশ্রেয়ষু অশনারাদিমত্সু প্রবিষ্টঃ । ৩

তদ্ব্যতীতমূলকারণমুখ্য। তন্নামরূপাভ্যামিত্যাदिना तत्काधामुक्तम्, ईदानीं प्रवेशवाक्यात्म-
नकापेक्षितमर्थमाह—यदर्थ इति । काष्ठवशाच्चनो वेदस्तराद्धो वस्तु परमं प्रतिपत्त्यर्थो
विज्ञावते, कर्मकाष्ठं हि स्पर्शानुष्ठानादिः, तद्वत्तद्विधायां तद्वज्ज्ञानोपयोगीकृत्यते, ज्ञानकाष्ठं तु
साक्षादेव तद्गोपयुज्याते 'सर्वे वेदाः संपदमानमन्ति' इति च अग्रते ; स परोऽत्र एभिः
वेदादिविति यो ज्ञाना । सन्तस्तारारस्तु ब्रह्मास्ति समस्तमुक्तं तत्र विरोधसमाधानार्थमाह—
यस्मिन्निति । अध्यासस्तु तदुक्तिरुपपत्तिरिति नामश्रुत्यैव वारयति—अविद्ययति । तत्रा विद्या-
ज्ञानेन सादिद्वैदानाद्यथासत्त्वज्ञानसिद्धिरित्याशङ्क्य—वाताविकेति । विद्याप्रागभावसम-
विद्यायां व्यावर्तयति—कथंति । न हि तदुपादानमभावश्च सम्भवति, न चोपादानांतरमस्तीति
भावः । अथस्तु सर्वत्र यच्छक्तं पूर्णवद्भवेत् । अस्मिन् कर्तृव्यासासत्ताविद्याकृतव्याकृत्या
समये विरोधः समाहितः, संप्रताथासकारणत्वात्कथंति निमित्तोपादानत्वेन सांख्यवादमा-
नक्यात्ममेव कारणं तद्वेदनिराकरणार्थं कथयति—सः कारणमिति । प्रतिवृत्तिवादेन परमं
तत्कारणं असिद्धमिति भावः । नामरूपान्नक्तं वैतत्याविद्याविद्यमानदेहाविद्यापनोक्तव्यं
निधातीत्याह—यदास्मके इति । वाकहूरायनः यथावतः शुद्धे दृष्टान्माह—सलिलादिति ।
व्याक्रियमाणैर्निरूपणैः यतोऽंशुद्धे दृष्टान्माह—मलमिवेति । यथा केनापि अलोप-
तन्मात्रमेव, तथाकात्ररक्षायां जगद् ब्रह्मात्रं तज्ज्ञानवाचां चेति भावः । निताशुद्ध्यादि-
नक्षयमपि वस्तु न यतोऽज्ञाननिवर्तकः, केवलं तत्साधकत्वात्, वाक्याशुद्धिर्व्याकरणं तु
तथेति मवानोक्तं—यच्छेति । 'आकाशो ह वै नाम नामरूपैर्मादिकविता, ते वस्तुना
तद्वत्' इति प्रतिपादितमाह—तात्पर्यमिति । नामरूपान्नक्तवैतस्यासंपर्निर्वादेन विद्याशुद्ध-
मशुद्धेर्वैतसम्बन्धीनत्वात्, तत्राविद्या अव्यक्तिकेताद्विद्येत्येतत् तत्सम्बन्धः निवेदयति—युक्तेति ।
तन्मादेव ज्ञानान्तर्वासंगोपनिबन्धाह—युक्तेति । विद्यावशात् तद्व्याविसत्तायेनपि वक्तव्यमिति

নৈবমিতি চেত্তেতাহ—যতাব ইতি । অব্যাকৃতবাক্যকোক্তমজ্ঞাতঃ পরমাত্মানং পরামৃশতি—স ইতি । তমেব কার্যাহং প্রত্যকং নির্দিশতি—এব ইতি । আত্মা হি যতো ব্রিতান্তক্কাবিক্রিপোহপি স্বাবিচ্ছাবষ্টেজান্নরূপে ব্যাকরোতীতি তৎসর্জনস্তাবিচ্ছাময়ঃ বিবাক্কাহ—অব্যাকৃতে ইতি । তন্নোরাত্মনা ব্যাকৃতত্বে তদতিরেকণ্যতাবঃ কলংতীতি মত্ৰা বিশিনষ্ট—আত্মেতি । জনিমদ্বাত্র-মিহ-শকার্থঃ কথয়তি—ব্রহ্মাদীতি । তত্রৈব হংখাদিনমকো নাত্মনোতি মহানো বিশিনষ্ট—কর্মেতি । ব্রহ্মাত্মকো পদময়সামানাদিকরণাধিপতে হেতুমাতঃ—প্রবিষ্ট ইতি । ৩

নমু, অব্যাকৃতং স্বয়মেব ব্যাক্রিয়তেতাক্রমঃ কথমিদানীমুচ্যতে—পর এব তু আত্মা অব্যাকৃতং ব্যাকৃক্স্মিত্ত প্রবিষ্ট ইতি ? নৈব দোষঃ ; পরস্তাপ্যাত্মনোহব্যাকৃতজগদ্ব্যবধেন বিবাক্ষিতত্বাৎ । আক্ষিপ্তনিয়ম-কর্তৃক্রিয়ানিমিত্ত হি জগদব্যাকৃতং ব্যাক্রিয়ত ইত্যবোচাম ; ইদং-শব্দসামানাদিকরণাচ্চ অব্যাকৃতশব্দস্ত । যথেনং জগৎ নিয়মাত্মনেককারকনিমিত্তাদিবিশেষবদ্ ব্যাকৃতম্, তথাহপরিত্যক্তাশ্রিতম-বিশেষবদেব তদব্যাকৃতম্ ; ব্যাকৃত্যব্যাকৃতমাত্রস্ত বিশেষঃ । দৃষ্টশ্চ লোকে বিবাক্ষাতঃ শব্দপ্রয়োগঃ—‘গ্রাম আগতঃ, গ্রামঃ শৃণুঃ’ ইতি, কদাচিৎ গ্রামশব্দেন নিবাসমাত্রবিবাক্ষারঃ ‘গ্রামঃ শৃণুঃ’ ইতি শব্দপ্রয়োগো ভবতি ; কদাচিৎ নিবাসি-জনবিবাক্ষারঃ ‘গ্রাম আগতঃ’ ইতি ; কদাচিৎভয়বিবাক্ষারামপি গ্রাম-শব্দপ্রয়োগো ভবতি—‘গ্রামঞ্চ ন প্রবিশেৎ’ ইতি যথা, তদ্বদিহাপি জগদিদং ব্যাকৃতম্ অব্যাকৃতং চেতাভেদবিবাক্ষারামাত্মনোভবতি ব্যাপদেশঃ । তথেনং জগত্ত্বপত্তিবিনা-শায়কমিতি কেবলজগদ্ব্যপদেশঃ । তথা “মহানজ আত্মা” “অস্থলোহনগুঃ” “স এন নেতি নেতি” ইত্যাদি কেবলাত্মব্যপদেশঃ । ৪

পরব্রাহ্মা শ্রুত্বা হৃষ্টে প্রবিষ্টো জগতীত্যাদিষ্টমাক্ষিপতি—নয়িতি । পূর্বাপরবিবোধঃ সমর্থকো—নেনতাদিন । ব্যাক্রিয়তেতি কল্পকর্তৃপ্রয়োগাজগৎকর্তৃবিবাক্ষিতত্বমুক্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ—আক্ষিপ্তেতি । মুচ্যতে বৎসঃ স্বয়মেবেতিবৎ কর্তৃকর্তরি লকারো ব্যাকরণসৌকার্য্যাপেক্ষয়া, সত্যেব কর্তরি নির্বাহতীতি ভাবঃ । অব্যাকৃতশব্দস্ত নিয়মাদিযুক্তজগদ্ব্যচিহ্নে হেতুস্বরমাহ—ইদংশব্দেতি ।

কথমুক্ত-সামানাদিকরণামাত্রাব্যাকৃতস্ত জগতো নিয়মাদিযুক্তত্বং, তত্রাহ—যথেনিতি । নিয়মাদীতাদিধিকেন কর্তৃকরণাদিগ্রহণম্ । নিমিত্তাদীতাদিধিকেনোপাদানমুচ্যতে । বিমতঃ নিয়মাদিসাপেক্ষং কার্য্যত্বাৎ সম্প্রতিপন্নবদিতার্থঃ । কল্পহি প্রাণবহু সম্প্রতিতনে চ জগতি বিশেষস্তত্ৰাহ—ব্যাকৃতেতি । কথং পুনরব্যাকৃতশব্দেন জগদ্ব্যচিনা পরো গৃহ্যতে, একস্ত শব্দত্বানেকার্থব্যাপাদত আহ—দৃষ্টেনেতি । উক্তমেব ক্ষুটয়তি—কদাচিদিতি । উভয়-বিবাক্ষা গ্রামশব্দপ্রয়োগস্ত দাষ্টান্তিকমাহ—তথ্যিতি । ইহেতব্যাকৃতবাক্যোক্তিঃ । নিবাস-মাত্রবিবাক্ষা গ্রামশব্দপ্রয়োগস্ত দাষ্টান্তিকমাহ—তথ্যিতি । নিবাসিজনবিবাক্ষা তৎপ্রয়োগস্তাপি দাষ্টান্তিকং কথ্যেতি—তথা মহানিতি । ৪

নমু পরেণ ব্যাক্ত্বা ব্যাক্তং সৰ্বতো বাপ্তং সৰ্বদা জগৎ ; স কথমিহ প্রবিষ্টঃ পরিকল্প্যতে ? অপ্রবিষ্টো হি দেশঃ পরিচ্ছিন্নেন প্রবেষ্টুং শক্যতে, যথা পুরুষেণ গ্রামাদিঃ, নাকাশেন কিঞ্চিৎ, নিতাপ্রবিষ্টকৃতং । পাষণ-সর্পাদিবৎ ধৰ্ম্মান্তরেণেতি চেৎ,—অথাপি স্থাৎ—ন পর আত্মা স্বেনৈব রূপেণ প্রবিবেশ ; কিং তর্হি ? তৎস্ব এব ধৰ্ম্মান্তরেণোপজায়তে ; তেন প্রবিষ্ট ইতুপচর্য্যতে ; যথা পাষণে সহজোহস্তম্বঃ সর্পঃ, নারিকেলো বা তোরম্ । ন, “তৎ স্বষ্টা তদেবানুপ্রাবিশৎ” ইতি ক্রতেঃ ; যঃ স্রষ্টা, স ভাবান্তরমনাপন্ন এব কার্য্যঃ, স্বষ্টা পশ্চাৎ প্রাবিশদিতি হি ক্রতে । যথা ‘ভুক্তা গচ্ছতি’ ইতি ভুক্তি-গমিক্রিয়য়োঃ পূর্বাপরকালয়োঃ রিতরেতরবিচ্ছেদঃ, অবিশিষ্টেচ কৰ্ত্তা, তদ্বদিহাপি স্থাৎ ; ন তু তৎস্বশ্চৈব ভাবান্তরোপজনন এতৎ সম্ভবতি । ন চ স্থানান্তরেণ বিঘ্নস্তা স্থানান্তরসংযোগলক্ষণঃ প্রবেশো নিরবয়বস্থা-পরিচ্ছিন্নস্ত দৃষ্টঃ । ৫

অব্যাক্তবাকো পরস্ত একত্বান্তস্ত প্রবেশবাকো সশব্দেন পরামৃষ্টস্ত স্বষ্টে কার্য্যে এবেশ উক্তস্তঃ চ প্রকারান্তরেণাক্ষিপতি—নব্বিতি । কথমিতিসুচিতামনুপপত্তিম্বেব স্পষ্টয়তি—অপ্রবিষ্টো ইতি । দৃষ্টান্তাবষ্টেনেব প্রবেশবাদী শব্দতে—পাষণেতি । তদেব বিবৃণোতি—অথাপীত্যাদিনি । পরস্ত পরিপূর্ণস্ত কচিং এবেশাভাবেদপীতি যাবৎ । তচ্ছব্দঃ স্বষ্টকার্য্যবিষয়ঃ । ধৰ্ম্মান্তরঃ জীবাণাম্ । দৃষ্টান্তঃ বাচস্পেতি । পাষণাধারঃ সর্পাদিস্তত্র প্রবিষ্ট ইতি শব্দাপোহার্থঃ সহজবিশেষণম্ । সর্পাদেবানুপ্রাবিশৎ ইতিভূতপক্ষকপরিণামত্বাত্তত্র সহজঃ, পাষণাদৌ যানি ভূতানি স্থিতানি, তেষাং পরিণামঃ সর্পাদিঃ, তক্রপেণ তত্র ভূতানামনুপ্রবেশবদপরিচ্ছিন্নস্তাপি পরস্ত জীবাकारेण वृक्षादौ प्रवेशनिश्चयितार्थः । আক্ষেপ্তা ক্রতে—নেতি । তদেব স্পষ্টয়তি—যঃ স্রষ্টেতি ।

নমু তক্ষণা নির্মিতে বেশ্মনি ততোহন্তস্তাপি প্রবেশো দৃষ্টতে, তথা পরেণ স্বষ্টে জগতাস্ততঃ প্রবেশো ভবিষ্যতি, নেতাহ—যথেনিতি । পাষণসর্পস্তায়েন কার্য্যস্বষ্টেব পরস্ত জীবাণ্যে পরিণামে তৎস্বষ্টেত্যাদিশ্রবণমনুপপন্নমিতি ব্যতিরেকং দর্শয়তি—নব্বিতি । অস্ত তর্হি পরস্ত মার্জ্জারাদিবৎ পূর্বাবস্থান-ত্যাগেনাবস্থানান্তরসংযোগাত্মা প্রবেশঃ, নেতাহ—ন চেতি । নিরবয়বোপরিচ্ছিন্নস্তাত্মা, তস্ত স্থানান্তরেণ বিযোগঃ প্রাপ্য স্থানান্তরেণ সহ সংযোগলক্ষণো যঃ প্রবেশঃ, স সাবয়বে পরিচ্ছিন্নে চ মার্জ্জারাদৌ দৃষ্টপ্রবেশসদৃশো ন ভবতীতি যোজন্য । বিঘ্নজ্যোতি পাঠে তু স্মৃটেব যোজন্য । ৫

সাবয়ব এব, প্রবেশশ্রবণাদিতি চেৎ ; ন ; “দিব্যো হুম্বুর্ভঃ পুরুষঃ” “নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ম্” ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ । সৰ্বব্যাপদেষ্ট-ধৰ্ম্মবিশেষ-প্রতিবেদশ্রুতিভ্যশ্চ । প্রতিবিষ্যপ্রবেশবদিতি চেৎ ; ন ; বদন্তরেণ বিপ্রকর্ষানুপপত্তেঃ । ত্রব্যে গুণ-প্রবেশবদিতি চেৎ ; ন, অনাপ্রিতত্বাৎ ; নিত্যপরতত্ত্বত্বৈবাপ্রিতস্ত গুণস্ত ত্রব্যে প্রবেশ উপচর্য্যতে ; ন তু ব্রহ্মণঃ স্বাতন্ত্র্যশ্রবণাৎ তথা প্রবেশ উপপদ্যতে । কণে

বীজবদিতি চেৎ ; ন ; সাবয়বৎ-বৃদ্ধি-করোৎপত্তি-বিনাশাদিশ্রবৎপ্রসঙ্গাৎ । ন চৈবং ধর্মবৎ ব্রহ্মণঃ, “অজোহ্জরঃ” ইত্যাদিশ্রুতিজ্ঞানবিরোধাৎ । অস্ত্র এব সংসারী পরিচ্ছিন্ন ইহ প্রবিষ্ট ইতি চেৎ ; ন ; “সেয়ং দেবতৈকত” ইত্যারভ্য “নাম-রূপে ব্যাকরবাণি” ইতি তস্তা এব প্রবেশ-ব্যাকরণ-কর্তৃত্বশ্রুতেঃ । তথা “তৎ সৃষ্টা তদেবানুপ্রাবিশৎ” “স এতমেব সীমানং বিদার্যৈতরা দ্বারা প্রাপদ্যত” “সর্কাদি রূপানি বিচিত্রা ধীরো নামানি কৃৎস্নাভিবদন্ যদাত্তে”, “স্ কুমার উত বা কুমারী স্ জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি” “পুরুষশ্চৈব দ্বিপদঃ” “রূপং রূপম্” ইতি চ মন্ত্রবর্ণাং ন পরাদস্ত্য প্রবেশঃ । প্রবিষ্টানামিতরেতরভেদাৎ পরানেকত্বমিতি চেৎ ; ন ; “একো দেবো বহুধা সন্নিবিষ্টঃ” “একঃ সন্ বহুধা বিচার” “ত্বমেকোহসি বহুননুপ্রবিষ্টঃ” “একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাষ্ট্রা” ইত্যাদিশ্রুতিভ্যাঃ । ৬

প্রবেশশ্রুত্যা নিরবয়বত্বাসিদ্ধিঃ শক্যতে—সাবয়ব ইতি । প্রবেশশ্রুতেরন্ত্যুপপত্তে-ক্কাংমাণত্বেনৈবমিতি পরিহরতি—নেতাদিনা । অমৃতত্বঃ নিরবয়বত্বম্ । পুরুষত্বং পূর্ণত্বম্ । প্রকারান্তরেণ প্রবেশোপপত্তিঃ শক্যতে—প্রতিবিধেতি । আদিতাদৌ জলাদিনা সন্নিবন্ধাদি-সম্বৎ প্রতিবিধাগাপ্রবেশোপপত্তিঃ ; আত্মনি তু পরাশ্রয়সংস্রবচ্ছিন্নে কেনচিদপি তদভাবায় যথোক্তপ্রবেশসিদ্ধিরিত্যাহ—ন বস্তুত্বরেণেতি । প্রকারান্তরেণ প্রবেশঃ চোদয়তি জব্য ইতি । পরস্তাপি কার্যো প্রবেশ ইতি শেষঃ । ওপাপেক্ষয়া পরস্ত বৈলক্ষণ্যঃ দর্শয়ন্ পরিহরতি—নেতাদিনা । স্বাতন্ত্র্যপ্রবণম্ “এব সর্বৈধরঃ” ইত্যাদি ।

পনসাদিকলে বীজস্ত প্রবেশবৎ কার্যো পরস্ত প্রবেশঃ স্ফাদিত গন্ধিহা দূয়য়তি—কল-হতাদিনা । বিনাশাদীতাদিশকেনানাস্তহানঃপরত্বাদি গৃহ্যতে । এতদন্তেইহমাশঙ্ক্য নিরাচষ্টে—ন চেতি । জ্ঞানাদীনাং ধর্মাদাং ধর্মিণো ভিন্নত্বাভিন্নত্বাসম্ববাদিশ্রুত্যাঃ । বীজকলরোরবয়বাবয়বিকং পাষণ্ডসর্গরোদারাদ্বাধেয়েততাপুনরুক্তিঃ । পরস্ত সর্বপ্রকারপ্রবেশাসম্ববে প্রবেশশ্রুতেরালম্বনং বাচামিত্যাশঙ্ক্য পূর্ণপক্ষমুপসংহরতি—অস্ত্র এবেতি । জগতোহি পরঃ স্রষ্টেতি বেদান্তমত্যানা, স্রষ্টেব চ অবেষ্টা, প্রবিষ্ট ব্যাকরবাণিতি প্রবেশব্যাকরণরোরেককর্তৃত্বশ্রুতেঃ, তস্মাৎ পরস্মাদস্ত্য প্রবেশো ন যুক্তিমানিতি সিদ্ধান্তয়তি—নেতাদিনা । তত্বেব ত্রৈতীয়শ্রুতিং সংবাদয়তি—তথ্যেতি । ঐতরেয়শ্রুতিরপি যথোক্তমর্থমুপোদয়তীত্যাহ—স এতমেবেতি । শ্রীনারায়ণামন্ত্র-মপাত্নামুলয়তি—সর্কাদিতি । ব্যাক্যন্তরমুদাহরতি—স্ কুমার ইতি । অত্রৈব ব্যাক্য-শেষস্তানুগুণ্যং দর্শয়তি—পূর ইতি । উদাহৃতশ্রুতীনাং তাৎপর্যমাহ—ন পরাদিতি ।

পরস্ত প্রবেশে প্রবিষ্টানাং মিথো ভেদান্তদভিন্নস্ত তস্তাপি নানাভ্যুপসংস্কিরিতি শক্যতে—প্রবিষ্টানামিতি । ন পরস্তানেকত্বমেকত্বশ্রুতিবিরোধাদিতি পরিহরতি—নেতাদিনা । ‘বিচার’ বিচারায়েতি বাবৎ । ৬

প্রবেশ উপপদ্যতে নোপপদ্যত ইতি—তিষ্ঠতু তাবৎ ; প্রবিষ্টানাং সংসারিত্বাৎ তদনন্তত্বাচ্চ পরস্ত সংসারিত্বমিতি চেৎ ; ন ; অশনাদাত্যয়শ্রুতেঃ । স্থিতি-

দুঃখিত্বাদিদর্শনারেতি চেৎ ; ন ; “ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহুঃ” ইতি শ্রুতেঃ ।
প্রত্যক্ষাদি বিরোধাদবৃত্তমিতি চেৎ ; ন ; উপাধ্যাত্র-জনিত-বিশেষবিষয়ত্বাৎ
প্রত্যক্ষাদেঃ । “ন দৃষ্টেদ্রষ্টারং পশ্বেঃ” “বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজ্ঞানীরাং” “অবি-
জ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ” ইত্যাদিশ্রুতিভ্যো ন আত্মবিষয়ং বিজ্ঞানম্ ; কিং তর্হি ? বুধ্যাহ্য-
পাধ্যাত্মপ্রতিচ্ছাদ্যবিষয়মেব—‘সুখিতোহহং, দুঃখিতোহহম্’ ইত্যেবমাদিপ্রত্যক্ষ-
বিজ্ঞানম্ ; ‘অয়মহম্’ ইতি বিষয়েণ বিষয়িণঃ সামান্যধিকরণ্যোপচারাৎ, “নান্ত-
দতোহস্তি দষ্টু” ইত্যাত্মপ্রতিবেদাচ্চ । দেহাবয়ববিশেষত্বাচ্চ সুখদুঃখয়োবিষয়-
ধর্মত্বম্ । ৭

পরন্তু প্রবেশে নানাত্মপ্রসঙ্গঃ প্রতাপায় দেহাস্তরং চোদয়তি—প্রবেশ ইতি । তেষাং
সংসারিত্বেনপি পরন্তু কিমারাং, তদাচ—তদনন্তত্বাদিতি । প্রতাপষ্টভেন দুষয়তি—নেতি ।
অনন্তবসমুৎপত্তঃ শব্দে—সুখিত্বৈতি । নাসংসারিত্বমিতি শেষঃ । গুণাতিসংকীর্ণত্বমাত—
নেতি । আগমো হি পরন্তাসংসারিত্বে মানং ত্রয়োচ্যতে, স চাধাক্ষবিক্রান্তো ন পার্থে মানঃ, ন চ
বৈপরীত্যঃ, দ্রোষ্টেদেন বলবত্বাদিতি শব্দে—প্রত্যক্ষাদিতি । শব্দে পুংস্বাদিনি দ্ব্যশয়ম-
বিকৃতবতি সিদ্ধান্তী ষাতিসংকীর্ণত্বমাত—নোপাধীতি । উপাধিরন্তুঃকরণঃ, তদাঃপ্রভেদে জনিতো
বিশেষসিদ্ধান্তাসমুৎপত্তদুঃখাদিবিষয়ত্বাৎ প্রত্যক্ষাদেহান্তাসনাত্মজ্ঞানংসারিবাগমন্ত ন
বিরোধোহন্তীতার্থঃ । কিঞ্চ, প্রত্যক্ষাদীনামনাত্মবিষয়ত্বাদাত্মবিষয়ত্বাচ্চাগমন্ত তিরবিষয়ত্বাৎ
নানদোষিণো বিরোধোহন্তীতান্তিপ্রত্যাশ্বনোঃপ্রত্যক্ষবিষয়ে প্রতীকদ্বারত্বাৎ—ন দৃষ্টেদ্রিতি ।
সুখাহমিত্যাদিপ্রতিভাসন্ত তর্হি কা গতিরিত্যাশঙ্ক্য পুংস্বান্তমেব স্মারয়তি—কিং
তর্হীতি । বুধ্যাদিরূপাধি, তত্রাত্মপ্রতিচ্ছাদ্য তৎপ্রতিবিমুক্তবিষয়মেব সুখাহমিত্যাদি
বিজ্ঞানমিতি বোদ্ধব্যঃ । আত্মনো দুঃখিত্বাভাবে দেহস্তরমাহ—অয়মিতি । অয়ং দেহোহহমিতি
দৃষ্টেন হইত্বাদিআত্মাসংসারনাদবৃত্তবিশিষ্টত্বৈব প্রত্যক্ষবিষয়ত্বাৎ কেবলস্বাত্মনো দুঃখাদিসংসারো-
হন্তীতার্থঃ । কিঞ্চ, অতুল্যাদি বিশেষণমঙ্গরং প্রকৃতম্ । তন্ত্বেব প্রতাপাঙ্কঃ দশরথী শ্রুতিপ্রায়নঃ
সংসারিত্বং বারহতীতাহ—নান্তদিতি । কিঞ্চ, পানমোহুঃপং শিরসি দুঃখমিতি দেহাবয়ববিশেষ-
ত্বেন তৎপ্রতীতেতদ্ব্যবহিকসংসারান্ননি সংসারিত্বঃ প্রামাণিকমিত্যাহ—দেহেতি । ৭

“আত্মনস্ত কামার” ইত্যাত্মার্থব্রুতেরগুরুমিতি চেৎ ; ন ; “বজ্র বা অজ্ঞানি-
জ্ঞাতং” ইত্যবিজ্ঞানবিষয়াত্মার্থত্বাভ্যুপগমাৎ, “তং কেন কং পশ্বেৎ” “নেহ নানান্তি
কিঞ্চন” “তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমমুপপত্ততঃ” ইত্যাদিনা বিজ্ঞানবিষয়ে তৎ-
প্রতিবেদাচ্চ নাত্মার্থত্বম্ । ৮

কতিবশাবস্থানঃ সংসারিত্বঃ শব্দে—আত্মনঃপ্রতি । সুখং তাবদাত্মপ্রম্ “আত্মনস্ত কামার”
ইতি সুখসাধনত্বাৎপ্রতিবেদেৎ, অতঃপুত্রবিনাকৃতঃ দুঃখমপি তত্র, ইত্যাত্মসংসারিত্বব্রু-
তিতার্থঃ । আবিভক্ত-সংসারিত্বাবস্থাবেনান্ননোহন্তিপ্রায়নমন্তপ্রতিপাদকবাক্যন্ত কামারেত্যাদি-
বাক্যমিতি বদ্যাহ—দেহেতি । তত্রাবিক্তসংসারিত্ববাকীত্যত্র গদ্যকমাহ—বজ্রেতি । অদেন হি

বাকোন অবিজ্ঞানবাহ্যামেবান্ধার্থঃ স্থানদেয়ভূপদ্যতে । অতো ন তন্ত্রান্ধর্ম্মমিতার্থঃ ।
আত্মনি সংসারিত্ত্বপ্রতিপাদ্যেহপি গমকমাহ—তৎ কেনেতি । আত্মনোহসংসারিত্ত্ব
বিষদনুভবমুকুলমিতি চ-শব্দঃ । ৮

তাকিকসময়বিরোধাদবুদ্ধিমিতি চেৎ ; ন ; যুক্ত্যাপায়নো হঃখিত্বানুপপত্তেঃ ।
ন হি হঃখেন প্রত্যক্ষবিবরণেণাত্মনো বিশেষ্যত্বম্, প্রত্যক্ষবিবরণত্বাৎ । আকাশস্ত
শব্দগুণবস্তুবাদাত্মনো হঃখিত্বমিতি চেৎ ; ন ; একপ্রত্যয়বিবরণানুপপত্তেঃ । ন হি
স্বপ্নগ্রাহকেণ প্রত্যক্ষবিবরণেণ প্রত্যয়েন নিত্যানুমেয়ত্বাত্মনো বিবরীকরণমুপ-
পত্ততে ; তন্ত্ৰ চ বিবরীকরণে আত্মন একত্ববিষয়ভাবপ্রসঙ্গঃ । একত্বৈব বিবর-
বিষয়িত্বং দীপবদिति চেৎ ; ন ; যুগপদসম্ভবাৎ, আত্মত্বশানুপপত্তেঃ । ৯

তৎকালপ্রাপ্যাদাত্মনঃ সংসারিত্বমিতি শব্দে—তাকিকেতি । বুদ্ধাদিচতুর্দশগুণ-
বানাজ্ঞেতি তাকিকসময়ঃ, তেন বিরোধান্ত্রাসংসারিত্বমযুক্তং, তৎকালিকো হি সিদ্ধান্তো ভবতি
ইত্যর্থঃ । সম্ভবতঃকারিরোধী বা কতিপয় তৎকারিরোধী বা সিদ্ধান্তঃ । নাহুং, তাকিকাদিসিদ্ধান্ত-
স্তাপি মিথো বৈদিকতর্কসং বিরোধাদসিদ্ধিপ্রসঙ্গাৎ । দ্বিতীয়ে হু শ্রোততৎকারিরোধাদাত্মা-
সংসারিত্বসিদ্ধান্তেহপি সিদ্ধোদিতান্তিসঙ্গায়াহ—ন যুক্ত্যপীতি । কিং, হঃখাদিরান্ধর্ম্মো ন
ভবতি, বেদ্যত্বাৎ, রূপাদিবিদিত্যাহ—ন ইতি । প্রত্যক্ষবিবরণয়োক্তা প্রতীচস্তদ্বিবরণঃখা-
বিবেক্ষ্যত্বমযুক্তং ; প্রত্যক্ষপ্রত্যক্ষয়োঃ শব্দাকাশমোরবি হঃখাত্মনোরপি গুণগুণিত্বসম্ভবাদिति
শব্দে—আকাশস্তেতি । যত্র ধর্ম্মধর্ম্মিভাবস্তত্রৈকজ্ঞানগমাহঃ দৃষ্টং, যথা শুক্লো ঘট ইতি,
তদ্ব্যাপকং বাবর্ত্তমানঃ হঃখাত্মনোহুগুণধর্ম্মিৎ বাবর্ত্তমিতি, শব্দাকাশমোরবি গুণগুণিত্বাবো
নাত্মকং সম্ভবতঃ, শব্দতত্ত্বাত্মনাকাশমিতি স্থিতিরিত্যাশয়েনাহ—নৈকেতি ।

কথং তদনুপপত্তিসম্ভবাহ—ন ইতি । নিত্যানুমেয়স্তেতি জরতাকিকমতানুসারেণ সাংখ্য-
সময়ানুসারেণ চোক্তম্ । আধুনিকং তাকিকং প্রত্যাহ—তন্ত্ৰ চেতি । স্থপাদিবিদ্যানোহপি
প্রত্যক্ষেণ বিবরীকরণে সতি একমিন্ দেহে তদৈকাসম্মতেরাত্মান্তরন্ত তত্রাবোগাদেবত্ব
ভৌতব্রহ্মানিষ্টে পুরুষান্তরস্তাত্ত্বং প্রত্যপ্রত্যক্ষত্বাদ্ ব্রহ্মভাবাদানুদৃষ্টত্বাসিদ্ধিরিত্যর্থঃ । দীপস্ত
স্ববাহারহেতুত্বেন বিবরবিবরিত্ববদেকত্ববাত্মনো ব্রহ্মদৃষ্টত্বসিদ্ধেব্রহ্মভাবো নাস্তীতি শব্দে—
একত্বৈবেতি । আত্মনো বিবরবিবরিত্বং কাংক্ষোনাংশাভ্যাং বা ? আত্মেহপি যুগপৎ ক্রমেণ
বা ? নাহু ইত্যাহ—ন যুগপদिति । ক্রিয়ায়াঃ গুণঃ কত্বং, তত্র প্রাধাত্ত্বং কর্ম্মত্বমতো
যুগপদেকক্রিয়াং প্রত্যেকস্ত সাকল্যেন গুণপ্রধানত্বাবোগানুমেয়মিত্যর্থঃ । ন দ্বিতীয়ঃ, একভা-
বেভ্যভাবাদिति মত্বা কল্পান্তঃ প্রত্যাহ—আত্মনীতি । এতেন প্রদীপদৃষ্টান্তেহপি প্রতিনী-
তন্ত্রস্তাংশাভ্যাং তদ্বাবে প্রকৃতানুকুলত্বাৎ । ৯

এতেন বিজ্ঞানস্ত গ্রাহ-গ্রাহকত্বং প্রত্যুক্তম্ ; প্রত্যক্ষানুমানবিষয়য়োঃ
হঃখাত্মনো গুণগুণিত্বেনানুমানম্ । হঃখস্ত নিত্যমেব প্রত্যক্ষবিবরণত্বাক্রপাদি-
সামানাদিকরণ্যাক্তঃ, যনঃসংযোগজ্ঞেহেতুপাত্মনি হঃখস্ত সাবরবত্ব-বিক্রিয়াবত্বা-
নিত্যত্বপ্রসঙ্গাৎ । ন হবিবৃত্য সংযোগি ত্রব্যং গুণঃ কৃচ্ছ্রপয়ন অপয়ন বা দৃষ্টঃ

কচিং । ন চ নিরবয়বং বিক্রিয়মাণং দৃষ্টং কচিং, অনিত্যগুণাশ্রয়ং বা নিত্যম্ । ন চাকাশ আগমবাদিভিনির্নিত্যাবগম্যতে । ন চাত্মো দৃষ্টীন্তোহস্তুি । বিক্রিয়-
মাণমপি তৎ-প্রত্যয়ানিবৃত্তেৰ্নিত্যমেবেতি চেৎ ; ন ; দ্রব্যাত্মাবয়বাত্মাত্মব্যতি-
রেকেণ বিক্রিয়ানুপপত্তেঃ । সাবয়বত্বেহপি নিত্যত্বমিতি চেৎ ; ন, সাবয়বত্মাবয়ব-
সংযোগপূৰ্ব্বকত্বে সতি বিভাগোপপত্তেঃ । বজ্রাদিষদর্শনান্নেতি চেৎ ; ন ; অমু-
মেয়ত্বাৎ সংযোগপূৰ্ব্বত্বস্ত । তস্মান্নানিত্যগুণাশ্রয়ত্বোপপত্তিঃ । ১০

নমু বিজ্ঞানবাদিনো যুগপদেকস্ত বিজ্ঞানস্ত সাকল্যেন গ্রাহগ্রাহকত্বমুপযন্তি, তথা বদাস্ত-
নোহপি স্তাৎ, তত্রাহ—এতেনেতি । একস্তোত্তরত্বনিরাসেনেত্যর্থঃ । যা ভূৎ প্রত্যক্ষমাগমিকঃ,
পারিভাবিকঃ বাস্তুনঃ সংসারিত্বম্ ; আত্মমানিকং তু ভবিষ্যতি, দুঃখাদি কচিদাপ্রিতঃ গুণত্বাদ্
রূপাদিবিত্যাশ্রয়ে সিদ্ধে পরিশেষাদাত্মনন্তদাশ্রয়ত্বাদিত্যাশঙ্কাহ—প্রত্যকেতি । ন তি মিশো-
বিরুদ্ধয়োঃ গুণভগিষ্মমুম্মেয়ঃ, দুঃখাদেচ্চ সাত্তাসবুদ্ধিহত্যাং পারিশেষত্বাসিদ্ধিরিত্যর্থঃ । সাত্তাসাত্তঃ-
করণনিষ্ঠঃ দুঃখাদীত্যত্র প্রমাণাত্বাৎ কথং সিদ্ধসাধনত্বমিত্যাশঙ্ক্য দুঃখাহমিত্যাদিপ্রত্যক্ষস্ত
তত্র প্রমাণত্বাহুত্বমানস্ত সিদ্ধসাধনত্বায় পরিশেষাসিদ্ধিরিত্যাহ—দুঃখন্তেতি । যত্র রূপাদিমতি
দেহে দাহচ্ছেদাদি দৃষ্টং, তত্রৈব তৎকৃতদুঃখাদ্যুপলভ্যাত্মানন্তবয়বমিতি হেতুস্তরমাহ—
রূপাদীতি ।

যন্তু আত্মনঃসংযোগাদাত্মনি বুদ্ধাদদেঃ নব বৈশেষিকা গুণা ভবন্তীতি, তদনুযয়তি—মনঃ-
সংযোগজহেৎপীতি । দুঃখস্তাত্মনি মনঃসংযোগজহেৎপাপগতেহপি মনোবদাত্মনঃ সংযোগিত্বাৎ
সাবয়বত্বাদিপ্রসঙ্গাত্মত্বমেব ন স্তাদিত্যর্থঃ । তত্র সংযোগিত্বেন সক্রিয়ত্বং সাধয়তি—ন হ্যীতি ।
সম্প্রতি সক্রিয়ত্বেন সাবয়বত্বং প্রতিপাদয়তি—ন চেতি । যথা দুঃখাত্মানো বিক্রিয়েতি
কৈশ্চিদ্বিষ্টত্বাত্তস্ত সক্রিয়ত্ববিরুদ্ধমিত্যাশঙ্কাহ—ন চেতি । যথা আত্মা ন পরিণামী নিরবয়-
বহারভাবদ্বিতি ভাবঃ । কিঞ্চ, আত্মা ন গুণী নিত্যত্বাৎ, সামান্ত্র্যং, ইত্যাহ—অনিত্যেতি ।
নিত্যং পশ্যাম ইতি শেবঃ । বাশকো নঞমুকর্ষণার্থঃ ।

আকাশে ব্যাভিচারমাশঙ্কাহ—ন চেতি । আকাশস্ত নিত্যত্বং চেৎ ‘আত্মন আকাশঃ সজুতঃ’
ইত্যাদিশ্রুতিবিরোধঃ স্তাদিতি সূচয়িতুমাগমবাদিভিরিত্যুক্তম্ । পরমাধ্বাদৌ ব্যাভিচারমাশঙ্কাহ—
ণ চাস্ত ইতি । ন তাবদণবঃ সত্ত্বি ত্র্যপেক্তরসত্বং, মানাত্বাৎ ; দিশল্চাকাশেহন্তর্ভবন্তি, কালস্ত
“সর্বো নিমেঘা জজিরে” ইত্যাদিশ্রুতেরুৎপত্তিমান্, মনোংপায়ময়ঃ স্রুতিপ্রসিদ্ধমতো । ন
কচিৎব্যভিচার ইতি ভাবঃ । যস্মিন্ বিক্রিয়মাণে তদবেদমিতি বুদ্ধির্ন বিহন্ততে, তদপি
নিত্যমিতি স্তারেন পরিণামবাদী শক্যতে—বিক্রিয়ামমিতি । তৎপ্রত্যয়ত্বদেবেদমিতি প্রত্যয়ঃ ।
বিক্রিয়াৎ বদতা ত্রব্যাত্মাবয়বাত্মাত্মত্বাৎ বাচ্যং, তদেব তত্ত্বানিত্যত্বমাত্মাত্মাবস্ত প্রামাণিকত্ব
দুর্লভত্বাদিতি পরিহরতি—ন ত্রব্যন্তেতি ।

আত্মনঃ সক্রিয়ত্বং সাবয়বত্বং বাস্ত, তদাপি নানিত্যত্বমিতি স্তাবাদী শক্যতে—সাবয়ব-
হেৎপীতি । যৎ সাবয়বং তদবয়বসংযোগকৃতং, যদা পটাদি, তথা সতি সংযোগস্ত বিভাগা-
বসানত্বাবয়ববিভাগে ত্রব্যাত্মাত্মত্ববস্তবত্বাবীতি দূষয়তি—ন সাবয়বন্তেতি । যৎ সাবয়বং,

তদবয়বসংযোগপূৰ্ণকমিতি ন ব্যাপ্তিঃ । সাবয়বেষেব বজ্রাদিবয়বসংযোগপূৰ্ণকমে অমাণা-
ভাবাদিতি শব্দতে—বজ্রাদিবিধি । বিমতমবয়বসংযোগপূৰ্ণকং সাবয়বত্বাৎ পটবদিত্যনুমানেন
পরিহরতি—নানুমেরবাদিতি । আত্মনো মনঃসংযোগজ্ঞাতঃপাদিগুণে সাবয়বত্বসক্রিয়ত্বা-
নিত্যবাদিপ্রসঙ্গং প্রতিপাদ্য একতমুপসংহরতি—তস্মাদিতি । ১০

পরস্তাতঃশিচ্ছেৎশস্ত চ দুঃখিনোহভাবে তঃপোপশমনায় শাস্তারস্তানর্থক্যমিতি
চেৎ ; ন ; অবিত্যাদ্যারোপিততঃশিচ্ছদ্রমাপোহাপদ্বাং—আত্মনি প্রকৃতসম্মাপূরণ-
দ্রমাপোহবৎ ; কলিততঃখ্যায়াভ্যাপগমাচ্চ । ১১

আত্মনোঃনর্থক্যসংসারশাস্তারস্তানর্থক্যমুপপত্তা সৎসারিত্ত্বার্থাপত্তা শব্দতে—পরস্তেতি ।
অবিত্যাবিত্তমানমাত্মহমনর্থভ্রমং নিরাকৰ্ত্ত্বং তদারস্তঃ নস্তবতীতানাপোপত্তা সমাধতে—
নাবিচ্ছেতি । পরস্তেবাবিত্যাকৃতসংসারিত্ত্বজ্ঞাপ্তিকংসার্থঃ শাস্তবিত্তোতদদৃষ্ট্যন্তেন স্পষ্টয়তি—
আত্মনীতি । যৎ তু পরস্তাহংপিহমস্ত চ দুঃখিনোঃসৎ, তদ্বাহ—কলিতেতি । ন তাবৎ
পরস্তাদন্তো দুঃখী ‘নাত্তোহতোহস্তি দ্রষ্টা’ ইত্যাদিশ্রুতে । স পুনরনাত্মনির্কাচ্যাজ্ঞানসদ্ব্যাক্ত-
জ্ঞৈববুদ্ধাদিত্তিরেকাধ্যাসমাপন্নঃ সংসরতি । তথা চ কলিতাকারদ্বারা দুঃখিনঃ পরস্তাত্মনোহ-
স্রীকারান্নার্থপত্তেকুপানমিত্যর্থঃ । ১১

জলসূর্যাদি-প্রতিবিশ্ববদানুপ্রবেশচ প্রতিবিশ্ববদ্ ব্যাকৃতে কার্যো উপলভ্য-
ত্বম্ । প্রাপ্তংপত্তেরনুপলব্ধ আত্মা পশ্চাৎ কার্যো চ সৃষ্টে ব্যাকৃতে বুদ্ধেরন্তরূপ-
লভ্যমানঃ সূর্যাদিপ্রতিবিশ্ববৎ জলাদৌ কার্যঃ সৃষ্টা প্রবিষ্ট ইব লক্ষ্যমাণো নির্দি-
শ্যতে—“স এষ ইহ প্রবিষ্টঃ” “তৎ সৃষ্টা তদেবানুপ্রাবিশৎ” “স এতমেব সীমানং
বিদার্যৈতরা দ্বারা প্রাপদাত” “সেয়ং দেবতৈক্ষত—হস্তাহমিমাংস্তিস্রো দেবতা
অনেন জীবেনাত্মনামুপ্রবিষ্ট” ইত্যেবমাদিভিঃ । ন তু সৰ্বগতস্ত নিরবয়বস্ত
দিগ্দেশকালান্তরাপক্রমণপ্রাপ্তিলক্ষণঃ প্রবেশঃ কলাচিদুপাপদ্যতে । ন চ
পরাদাত্মনোহন্তোহস্তি দ্রষ্টা, “নাত্তদতোহস্তি দ্রষ্ট” “নাত্তদতোহস্তি শ্রোতৃ”
ইত্যাদিশ্রুতেরিত্যবোচাম । উপলব্ধার্থত্বাচ্চ সৃষ্টিপ্রবেশস্থিতাপ্যবাক্যানাম্ ;
উপলব্ধে: পুরুষার্থত্বপ্রবণাৎ—“আত্মানমেবাবেৎ” “তস্মাত্তৎ সৰ্বমভবৎ” “ব্রহ্ম-
বিদাপ্রোতি পরম্ ।” “স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ, ব্রহ্মৈব ভবতি” “আচার্য্য-
বান্ পুরুষো বেদ”, “তস্ত তাবদেব চিরম্” ইত্যাদিশ্রুতিভাঃ ।

“ততো মাং তদ্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ।”

“তদ্ব্যগ্রাং সৰ্ববিজ্ঞানাং প্রাপাতে হমৃতং ততঃ ॥”

ইত্যাদিশ্রুতিভ্যশ্চ । ভেদদর্শনাপবাদাচ্চ সৃষ্টাদিবা ক্যানামাত্মৈকত্বদর্শনার্থপরস্তো-
পপত্তিঃ । তস্মাৎ কার্যাস্থতোপলভ্যত্বমেব প্রবেশ ইতুপচর্য্যতে । ১২

পরস্ত এবশে ‘প্রাপ্তাঃ দোষপরম্পরাঃ পরাকৃত্য তৎপ্রবেশধরূপং নিরূপয়তি—জ্ঞোতি ।
যথা জলে সূর্যাদে: প্রতিবিম্বলক্ষণঃ এবশো দৃষ্টতে, তথাত্মনোপি সৃষ্টে কার্যো কালবিকঃ

শ্ৰবেণ ইত্যর্থঃ । অনবচ্ছিন্নাধয়চিন্তাতোক্ৰবৃন্তরঞ্জন সন্নিকৰ্ণাসম্ভবায় প্রতিবিধাণ্যাবেশঃ
 সম্ভবতীত্যাণক্য বৃন্তরঞ্জনরায় কল্পিতসন্নিকৰ্ণাচ্ছাদায় প্রতিবিষপকং সাধয়তি—আশ্বেতি ।
 তদেব অপকরতি—প্রাণুৎপত্তেরিত্যাदिना ।

স্বাভিপ্রেতঃ এবেশঃ প্রতিপাদ্য পরেষ্টঃ পরাচেষ্টে—ন স্থিতি । কৃতশুদ্ধিশো দেশাৎ-
 কালাচ্চাপ্রথমণেন দিগন্তরে দেশান্তরে কালান্তরে চ প্রাপ্তিলক্ষণ ইতি যাবৎ । যৎ তু
 পরমাদম্বস্ত্র প্রবেষ্টমিতি, তদ্রাহ—ন চেতি । অপেদঃ এবেশাদি বস্ত্রতো বিস্তমানমস্ত্র,
 কিমিত্যবিজ্ঞ কল্পতে, তদ্রাহ—উপলক্ষীতি । আত্মজানার্থং ন এবেশাদীনঃ কল্পিতবাস্ত-
 বাকানাং ন স্বার্থে প্ৰযাসানমিত্যর্থঃ । ফলবৎসন্নিধাবলঃ সদস্মি^১ জায়মাশিতোক্তমেব
 পঞ্চমঃ — উপলক্ষ্যবিত্তাদিনা । অংগং তত্ত্বযোগ্যপ্ৰমাণী । তদিদমাত্মজানমুচ্যেৎ ।
 প্রাপ্তার্থঃ সাধয়তি—প্রাপ্তে চীতি । স্ত্রীাদিবাকানামেকাজানার্থং তেইদৃশবাহ—
 ভেদেতি । কল্পিতঃ এবেশঃ প্রতিপাদিতমপসংসর্গতি—তদ্রাদিতি । ১২

আ নথাগ্রেভাঃ—নথাগ্রমর্ষাদমাত্মনশ্চৈতন্তমুপলভাতে । তত্র কণমিব
প্রবিষ্টঃ, ইত্যাহ—যথা লোকে, কুরধানে—কুরো ধীরতেহস্মিন্নিতি কুরধানঃ,
তস্মিন্ নাপিতোপকুরাধানে কুরোহস্থঃস্থো যথোপলভাতে—অবহিতঃ প্রবেশিতঃ
স্বাং ; যথা বা বিশ্বম্ভরঃ অগ্নিঃ—বিশ্বস্ত ভরণাদ্বিশ্বম্ভরঃ, কলায়ে নীড়েহগ্নিঃ কাষ্ঠাদৌ,
অবহিতঃ স্বাং—ইতামুবর্ততে ; তত্র হি স মণ্যমান উপলভাতে । যথা চ কুবঃ
কুরধানে একদেশেচবসিতঃ, যথা চাগ্নিঃ কাষ্ঠাদৌ সৰ্ব্বতো বাপ্যাবস্থিতঃ, এব
সামান্ততো বিশেষতশ্চ দেহঃ স বাপ্যাবস্থিত আত্মা । তত্র হি স প্রাণনাদি
ক্রিয়ানান্ দর্শনাদিক্রিয়াবা শ্চোপলভাতে । তস্মাৎ তত্রৈব প্রবিষ্টে তমাত্মান,
প্রাণনাদিক্রিয়াবিশিষ্ট ন পশুন্তি নোপলভন্তে । ১৩

ক। পুনরন্ত প্রবেশস্ত ময়াদেত্যাশঙ্কাত—আ নপাগ্বেভা উতি। সম্ভবতি মধাদানন্তবে
কিমিতি প্রবেশস্তেষমেব ময়াদেত্যাশঙ্ক।হ—নখ্যত্রৈতি। দৃষ্টান্তদ্বয়মাকাংক্ষাপ্রবন্ধপরিণাম—
তত্রৈতি। প্রবেশাধারো দেহাদিঃ সমুদায়ঃ। প্রথমোদাহরণপ্রতীকোপাদানম্—যথেনিতি।
তদ্ব্যাচষ্টে—লোক উতি। তত্র প্রবেশিতঃ ক্ষুরস্ত কথং সিদ্ধমত আত—অনুঃস্থঃ উপলভ্যত
উতি। বিশ্বস্তরশকস্তাগ্নিবিষয়ঃ ব্যাপাদয়তি—বিষয়ন্তেতি। তত্র তদন্তর্ভূতঃ মহাকৃত্ত্বা—
জ্ঞাত্ত্বদ্বাং দ্রষ্টব্যম্। কাষ্ঠানাবয়বৈরবহিতয়ে বৃত্তিমাহ—তত্রৈতি। দৃষ্টান্তদ্বয়ে বিবাকৃতমংল-
ননুজ দাষ্টান্তিকমাহ—যথেষ্টাদিনা। আশ্বনো জাগ্রৎ-সপ্নরোদেহে ধরা বৃত্তিঃ, স্বপ্নে তু
সামান্তবৃত্তিরেবেত্যাবস্তরবিভাগমাহ—তত্র হীতি। অবহায়নং সমুদায়ঃ। ন কেবলং বিশেষ-
বৃত্তিরেব তদোপলক্ষ্য, কিন্তু সামান্তবৃত্তিচেতি চকারার্থঃ। অবহায়নং সৈবেত্যাগি তন্ত্বেবার্থঃ।
বাক্যান্তরম্বতারণিতুং ত্বমিকামাহ—তদ্বাদিতি। বস্মাহুতরী বৃত্তিরায়নঃ শরীরে দৃষ্টতে,
তদ্বাস্ত্রৈবে ব্রহ্মদ্ব্যবদবিদ্যায়া প্রবিষ্টোঃসমিতি বোজন। ব্যাকৃত্যং জগতঃ সকাশাদান্নানং
পৃথকভূতং ন পঞ্জহীতি বাক্যং, তদ্ব্যাচষ্টে—তদ্বাস্ত্রানমিতি। বিশিষ্টঃ পঞ্জস্তোহপি কেবল-
সাম্প্রদায়ঃ ন পঞ্জহীতি সাব্যং। চাক্ষুশবহিনেযস্তেইবমশঙ্ক্য ব্যাচষ্টে—নোপলভ্যন্ত উতি। ১৩

ननु अप्राप्तप्रतिषेधोऽयम्—‘तं न पशुति’ इति, दर्शनस्याप्रकृतत्वात् ; नैव दोषः ; सृष्ट्यादिवाक्यानामाद्यैककप्रतिपत्त्यर्थपरत्वात् प्रकृतमेव तस्य दर्शनम् । “रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव, तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय” इति-मन्त्रवर्णात् । तत्र प्राणनादिक्रियाविशिष्टं दर्शने हेतुमाह—अकृतं असमतः, हि यस्मात् सः प्राणनादिक्रियाविशिष्टः । कुतः पुनरकृतं नश्यम् ? इति, उच्यते—प्राणमेव प्राणनक्रियामेव कुर्वन् प्राणो नाम प्राणसमाप्यः प्राणाभिधानो भवति । प्राणनक्रियाकर्तृत्वात् प्राणः प्राणितीत्याच्यते, नास्तीति क्रियाः कुर्वन्—नपा लावकः, पक्षक इति । तस्मात् क्रियासुतरविशिष्टस्यानुपसंहारादकृतं नो हि सः । १४

इदमन्येधमाक्षिपति—नविति । अतिषेधात् प्राप्तं दण्ड्यन् परितरति—नेत्यादिना । “तमानरूपता” न एव” इत्यादिवाक्यानां ज्ञानार्थहेतुमानमात्र-रूपमिति ।

विशिष्टं दर्शनं नपि पूर्णत्वादर्थने हेतुस्तिरनन्तरवाक्यमिति—तत्रेति । अतिज्ञावाक्यार्थे हि ते सतीति यावत् । तस्मात्तदर्थनेऽपि पूर्णत्वादर्थनमिति शेषः । विशिष्टस्यापि पूर्णत्वमात्रादस्य प्राणनानिकर्तृत्वायोगादिति शङ्के—कुत इति । प्राणनादिक्रियाकर्ता प्राणादितिः सहस्रत्वात् पूर्णो न भवतीत्युक्तवार्तिकसुतरमाह—उच्यते इति । आस्यनि प्राणशब्दप्रत्ययमुपपादयति—प्राणनक्रियाकर्तृत्वादिति । तत्कर्तृत्वादायां प्राण उच्यते, प्राणितीति व्यापतेरिति योजना । नदृष्टाद्येवकारार्थमात्र—नास्तीति । एवकारार्थमन्त्र हेतुर्ननुपसंहरति—तस्मादिति । १४

तथा वदन् वदनक्रियां कुर्वन्—वदतीति वाक्, पशुन् चक्षुः, चष्टे इति चक्षुः श्रुति, शृणुन्—शृणोतीति श्रोत्रम्, ‘प्राणमेव प्राणो वदन् वाक्’ इत्याद्यां क्रियाशक्त्युद्भवः प्रदर्शितो भवति । ‘पशुश्चक्षुः शृणुश्चोत्रम्’ इत्याद्यां विज्ञानशक्त्युद्भवः प्रदर्शयते, नामरूपविषयज्ञाद्विज्ञानशक्त्यः । श्रोत्र-चक्षुर्वी विज्ञानस्य साधने, विज्ञानं तु नाम-रूपसाधनम् ; नहि नाम-रूपव्यतिरिक्तं विज्ञेयमस्ति ; तयोश्चोपलब्धे करणं चक्षुःश्रोत्रे । क्रिया च नाम-रूपसाध्या प्राणसमवायिनी ; तस्याः प्राणाश्रया आभिव्यक्तौ वाक् करणम् ; तथा प्राणपादपायूपस्थाध्यानि ; सर्वेषामुपलक्षणार्था वाक् । एतदेव हि सर्वं व्याकृतं—“तत्र वा इदं नाम रूपं कथं” इति हि वक्ष्यति । मनानो मनः—मन्यते इति ; ज्ञानशक्तिविकसानां साधारणं करणं मनः—मन्यतेहनेनेति ; प्रकृतं कर्ता सन् मनानो मन इत्याच्यते । १५

आपावहारं समस्तकरणोपसंहारेऽपि प्राणस्य व्यापारदर्शनात्प्राधात्यायमां प्राणवृत्त्यादिवाक्यानां व्यापार क्रियाशक्तिवत्त्वेन प्राणसादृश्याद्यो वदन्ति तत्पूर्वकमुत्तरवाक्यानि व्याचष्टे—तथेत्यादिना । प्राणवदनानामनुक्तकर्मण्यव्यापारमुपलक्ष्य वाक्यव्यतिरिक्तमाह—प्राणमेवेति । प्राणवागाद्यापि विचारणादीनि शेषः । दृष्टिप्रतिष्ठामनुक्तज्ञानेऽप्यव्यापारोपलक्षणं

কৃৎসনস্তরব্যাক্যোক্ত্যংপর্যমাহ—পশুশ্রুতি । চক্ষুরাছাপাধিধারা আত্মনীতি পূর্ববৎ । উক্ত-
বুদ্ধীশ্রিয়বাপারাত্মামুত্তং তদ্ব্যাপারমূলক্যাজ্ঞনঃ শ্রেয়াদিপরিচ্ছেদো ন সিধ্যতি, সম্বন্ধঃ
বিনোপলক্ষণাবোগাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—নামরূপেতাদিনা । একাংশপ্রকাশকাতিরিক্তজ্ঞেয়াভাবাত্ত-
দুপলক্ষে চ চক্ষুঃশ্রোত্রয়োরিব ঙ্গাদেৱপি করণদ্বাদেকার্থত্বরূপসম্বন্ধাদুপলক্ষণসম্ববাদাজ্ঞনঃ
শ্রেয়াদিসিদ্ধিরিতার্থঃ । তথাহপুস্তকশ্রেয়শ্রিয়বাপারোণমুক্ততদ্ব্যাপারোপলক্ষণাদাজ্ঞনো ন
গন্ত্ৱাদিপরিচ্ছেদঃ সংগচ্ছতে, বিনা সম্বন্ধমূলক্যাসিদ্ধেরিত্যাশঙ্ক্যাহ—ক্রিয়া চেতাদিনা ।
সৰ্বা ক্রিয়া নামরূপব্যঙ্গা প্রাণাশ্রয়া চ । তত্র প্রাণাশ্রয়-নামবিষয়োচ্চারণক্রিয়াব্যঞ্জকত্বং বাচ্যং
হস্তাদীনাং তদাশ্রয়াদানাদিবাঞ্জকতা, তস্মাদেকাশ্রয়ক্রিয়া-ব্যঞ্জকত্বযোগাদুপলক্ষণসম্ববাদাজ্ঞনো
গন্ত্ৱাদিসিদ্ধিরিতার্থঃ । শক্তিরয়োক্তবোক্তা সমস্তসংসারস্ত প্রতীচ্যামোহত্র বিবক্ষিত ইত্যাহ—
এতদেবেতি । উক্তুতশক্তিহ্রস্মেতচ্ছদার্থঃ । উক্তেহর্থং বাক্যশেষমনুকূলয়তি—অয়মিতি । অয়া
মধানঃ সন্ মন ইত্যুচ্যতে, মনুত ইতি ব্যুৎপত্তেরিতি বাক্যান্তরং বাচ্যে—মধান ইতি । করণে
প্রসিদ্ধস্ত মনশেকস্ত কথমাজ্ঞানি বৃত্তিরিত্যাশঙ্ক্য ব্যুৎপত্তিভেদমাহ—জ্ঞানশক্তীতাদিনা । ১৫

তাত্তেতানি প্রাণাদীনি অস্তাজ্ঞানঃ কৰ্মনামানি—কৰ্মজ্ঞানি নামানি কৰ্ম-
নামাত্তেব, ন তু বস্তুমাত্রবিষয়ানি ; অতো ন কৃৎসন্যবস্থবল্লোতকানি—এবং হি
অসাবাছ্যা প্রাণনাদিক্রিয়য়া তত্ত্বংক্রিয়াজনিত-প্রাণাদিনাম-রূপাত্ম্যং ব্যাক্রিয়-
মানোহবল্লোতামানোহপি । স বোহতোহস্মাৎ প্রাণনাদিক্রিয়াসমুদায়াৎ
একৈকং—প্রাণং চক্ষুরিতি বা বিশিষ্টম্ অন্তপসংহতেতরবিশিষ্টক্রিয়ায়কম্,
মনসা ‘অয়মায়ৈতি’ উপাঙ্গে চিস্তয়তি, ন স বেদ—ন স জ্ঞানতি ব্রহ্ম । কস্মাৎ ?
অকৃৎসনোহসমন্তো হি বস্মাদেব আত্মা, অস্মাৎ প্রাণনাদিসমুদায়াৎ, অতঃ প্রবি-
ভক্তঃ, একৈকেন বিশেষণেন বিশিষ্টঃ, ইতর-ধৰ্ম্মাস্তরান্তুপসংহারাদ্ ভবতি ।
বাবদরমেবং বেদ—‘পশুামি’ ‘শৃগোমি’ ‘স্পৃশামি’ ইতি বা স্বভাবপ্রবৃত্তিবিশিষ্টঃ
বেদ, বাবদজ্ঞাসা কৃৎসন্যাজ্ঞানং ন বেদ । ১৬

আত্মাদিশব্দভ্যো বিশেষমাহ—তানীতি । কৃৎসন্যবস্থবল্লোতকানি ন ভবন্তীত্যেতদেব
ক্ষুটয়তি—এবং ইতি । প্রাণাদীনাং কৰ্মনামহে সতীতি যাবৎ । অবল্লোতামানোহপি ন
কৃৎসনো দৃষ্টে স্তাদিতি শেষঃ ।

অকৃৎসদর্শিনোপাস্তদর্শিহমাশঙ্ক্যাহ—স য ইতি । আত্মোপাসিত্ত্বরাস্তদর্শনাসম্বন্ধমুক্তমিতি
শঙ্কিতা পরিহরতি—কস্মাদিতাদিনা । তস্মাদিশিষ্টোক্তদর্শনো ন ব্রহ্মাস্তদুদর্শীতি শেষঃ । উপাস্তি-
জ্ঞানমুপাস্ত ইতি জ্ঞানতি ন স্বভাবাদুপাসনমিত্যুক্তম্ । তথা চ জ্ঞানম্ জ্ঞানাতীতি
ব্যাহতিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—বাবদিতি । এবং বেদেতোতদেব—বিত্রিয়তে—পশুামীতাদিনা । ১৬

কথং পুনঃ পশুন্ বেদ ? ইত্যাহ—আয়ৈতোব, আত্মা—ইতি প্রাণাদীনি
বিশেষণানি বাহ্যক্যানি, তানি যন্ত, সঃ—আপ্নুব্ তানি আয়ৈতুচ্যতে । স তথা
কৃৎসবিশেষোপসংহারী সন্ কৃৎসনো ভবতি । বস্তুমাত্ররূপেণ হি প্রাণাছাপাধি-

বিশেষবিক্রিয়াজনিতানি বিশেষণানি ব্যাপ্নোতি । তথাচ বক্ষ্যতি “ধ্যায়তীব
লেগায়তীব” ইতি । তস্মাদাশ্বেত্যেবোপাসীত । এবং কুংস্নো হসৌ শ্বেন
বস্ত্ররূপেণ গৃহমাণো ভবতি । কস্মাৎ কুংস্নঃ ? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—অত্রাস্মিন্ আত্মনি
হি বস্মাৎ নিরূপাধিকে জলমূৰ্ছ্যপ্রতিবিশ্বভেদা ইবাদিত্যে, প্রাণাছ্যপাধিকৃতা
বিশেষাঃ প্রাণাদিকৰ্মজ-নামাভিধেয়া যথোক্তা হেতে একমভিন্নতাং ভবন্তি
প্রতিপত্তস্তে । ১৭

আকাঙ্ক্ষাপূৰ্ণকং বিদ্যাহুত্ৰমবতারয়তি—কথমিতি । তত্র বাগোয়ং পদমাদত্তে—আশ্বে-
তীতি । তস্মাচ্চষ্টে—প্রাণাদীনীতি । তস্মিন্দৃষ্টে পূৰ্ণোক্তদোষরূপিতাং দশয়তি—স তথেনতি ।
তত্ত্ববিশেষণব্যাপ্তিধারেণেতি বাবৎ । কথং তত্ত্ববিশেষণোপসংহারো তেন তেনাত্মনা তিষ্ঠন্ কুংস্নঃ
স্তাৎ, তত্রাহ—বস্ত্রমাত্রেতি । যতোহস্ম প্রাণনাদিসম্বন্ধে সম্ভবতি কিমিত্যুপাধিসম্বন্ধেনেত্যা-
শঙ্ক্যাহ—তথা চেতি । আত্মনি সর্বোপসংহারবতি দৃষ্টে পূৰ্ণোক্তদোষাভাবাতঃ পশুস্ত্রৈবাস্ত-
দর্শাতুপসংহরতি—তস্মাদিতি । যথোক্তাছ্যোপাসনে পূৰ্ণোক্তদোষাভাবে প্রাপ্তস্তম্বেব হেতুঃ
স্মারয়তি—এবমিতি । তস্তার্থঃ ক্ষোরয়তি—ধ্বেনতি । বাঃমনসাতীতেনাকাব্যাকারণেন
প্রাপ্তভূতেনেতি বাবৎ । আকাঙ্ক্ষাপূৰ্ণকমন্তরবাক্যমবত্যাং বাকরোতি—কস্মাদিত্যাদিনা ।
তস্মাদযথোক্তনামাত্মনমেবোপাসীতেতি শেষঃ । অশ্বেব দ্ব্যোতকো দ্বিতীয়ো হিশকঃ । ১৭

“আশ্বেত্যেবোপাসীত” ইতি নাপূৰ্ণবিধিঃ, পক্ষে প্রাপ্তত্বাৎ । “যৎ সাক্ষাদ-
পরোক্ষাদব্রূহ” । “কতম আশ্বেতি,—যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ” ইত্যেবমাছ্যাত্মপ্রতি-
পাদনপরাতিঃ ঐতিহ্যবিশয়ঃ বিজ্ঞানমুৎপাদিতম্ ; তত্রাত্মস্বরূপবিজ্ঞা-
নেনৈব তদ্বিশয়ানাশ্চাভিমানবুদ্ধিঃ কারকাদিক্রিয়াকলাধ্যারোপণাত্মিকা অবিজ্ঞা
নিবর্তিতা ; তস্তাৎ নিবর্তিতায়াং কামাদিদোষাত্মপপত্তেরনাশ্চচিত্তাহুপপত্তিঃ ;
পারিশেষাদাশ্চিষ্টেব । তস্মাৎ ততপাসনমস্মিন্ পক্ষে ন বিধাতব্যম্,
প্রাপ্তত্বাৎ । ১৮

বিদ্যাহুত্ৰঃ বিমিশ্রণং বিনা বিবক্ষিতেহর্থে ব্যাখ্যাগাপূৰ্ণবিধিরয়মিতি পক্ষঃ প্রত্যাহ—
আশ্বেত্যেবেতি । অত্যন্তাপ্রাপ্তার্থো হুপূৰ্ণবিধিধা স্বর্ণকামোয়িতোত্রং জুহুয়াদিতি, নাস্ত্য তথা,
পক্ষে প্রাপ্তত্বাদাছ্যোপাসনম্, তত্ত্ব তৎপ্রাপ্তিঞ্চ পূৰ্ণবিশেষ্যাপেক্ষয়া বিচারবাসনে পটীতবিজ্ঞ-
তীত্যর্থঃ । ইদানীমাত্মজ্ঞানস্তাবিধেয়ত্বাপনার্থঃ বস্ত্রমভাবলোচনয়া নিত্যপ্রাপ্তিমাহ—যৎ
সাক্ষাদিতি ; উৎপাদ্যতামুক্তঐতিহ্যবিজ্ঞানং, কিং তাবতেত্যাহ—তত্রোতি ।
কারকাদীতাদিপদং তদবাস্তবভেদবিষয়ম্ । নববিজ্ঞানামপনীতায়ামপি রাগদেবাদিসত্ত্বাবৈধী
প্রবৃত্তিঃ স্তাৎ, ন হি বিশ্বদবিশ্ববোধ্যবহারে কচ্চিৎশিষ্যঃ, পন্যাদিত্তিষ্ঠাবিশেষাদিতি স্তায়াদত
আহ—তস্মাদিতি । বাধিতানুপ্রবৃত্তিমাভ্যাস বৈধী প্রবৃত্তিরবাধিতাভিমানমন্তরেণ তদযোগাদিতি
ভাবঃ । বিশ্বঃ সুপুণ্ড্রলব্ধঃ ব্যাবর্তয়তি—পারিশেষাদিতি । শ্রৌতজ্ঞানাৎপূৰ্ণমপি সৰ্ব্বাসাং
চিন্ত্যতীনাং জ্ঞাননৈবাত্তেতত্ত্বব্যবহাৎ প্রাপ্তমাত্মজ্ঞানং, শ্রৌতে তু জ্ঞানে শাস্ত্যানাশ্বেতি

ক্ষুরণমাস্ত্রজ্ঞানমেবেতি নিত্যপ্রাপ্তিমতিপ্রত্যাহ—তস্মাদিতি । অগ্নিন্ পক্ষহিতি নিত্যপ্রাপ্তদ-
পকোক্তিঃ । ১৮

তিষ্ঠতু তাবৎ—পাক্ষিক্যোপাসনপ্রাপ্তিনিত্য্য বেতি ; অপূৰ্ণবিধিঃ স্তাৎ,
জ্ঞানোপাসনয়োরেকহে সত্যপ্রাপ্তত্বাৎ ; “ন স বেদ” ইতি বিজ্ঞানঃ
প্রস্তুত্যা “আত্মোতোবোপাসীত” ইত্যভিধানাৎ বেদোপাসনশব্দয়োরেকার্থতাহব-
গম্যতে । “অনেন হোতং সৰ্বং বেদ” “আত্মানমেবাবেৎ” ইত্যাদি প্রতিভাষ্য
বিজ্ঞানমুপাসনম্ । তস্মাৎ চাপ্রাপ্তত্বাদ্বিধাইহম্ । ন চ স্বরূপাধ্যাত্মানে পুরুষ-
প্রবৃত্তিরূপপত্ততে ; তস্মাদপূৰ্ণবিধিরেবারম্ । কশ্মবিধিসামান্ত্যচ্চ—যথা “যজ্ঞেত,
জুহুয়াৎ” ইত্যাদয়ঃ কৰ্মবিধয়ঃ, ন তৈরস্মাৎ “আত্মোতোবোপাসীত” “আত্মা বা
অরে দ্রষ্টব্যঃ” ইত্যাত্মোপাসনবিধেক্ষিণ্যেবোহবগম্যতে । ১৯

অপূৰ্ণবিধিবাদী শঙ্কতে—তিষ্ঠতু তাবদিতি । সৰ্বেষাং স্বভাবতো বিষয়প্রবণানীন্দ্রিয়ানি
নাস্ত্রজ্ঞানবার্তামপি সৃষ্ণন্তে ; তদতাস্তাপ্রাপ্তত্বাদাস্ত্রজ্ঞানে ভবতাপূৰ্ণবিধিরিতি ভাবঃ ।
বিশিষ্টস্তাধিকারিণঃ শাস্ত্রজ্ঞানঃ শব্দাদেব সিদ্ধমিতি কথমপ্তিপ্রিত্যাহ—জ্ঞানেতি । ন
খন্দ্র শাস্ত্রজ্ঞানঃ বিবক্ষিতঃ, কিন্তু উপাসনম্, উপাসনং নাম মানসং কৰ্ম, তদেব
জ্ঞানাবৃত্তিরূপত্বজ্ঞানমিত্যেকহে সত্যপ্রাপ্তত্বাদ্বিধেয়মিতিার্থঃ । তয়োরেকত্বং নিরূপোতি—
নেত্যাদিনা । অনেন হীত্যাদৌ বেদশব্দস্তার্থান্তরবিষয়ত্ববৎ ‘ন স বেদ’ ইত্যত্রাপি কিং ন
স্তাদিত্যাহ—অনেনেতি । উক্তপ্রতিভাষ্যে বিজ্ঞানঃ স্তাৎ, তদুপাসনমেবেতি যোজনঃ ।
‘স যোহত একৈকমুপাস্তে’ ইত্যুক্তমাৎ ‘আত্মোতোবোপাসীত’ ইত্যুপসংসারচ্চ ‘ন স
বেদ’ ইত্যত্র তাবদেব-শব্দস্তোপাসিনার্থমেষ্টবাম্, অস্ত্রোপক্ৰমোপসংসারঃ । তথা
চাক্ষেপশাসনস্তাহুপাসনমেব সৰ্বত্র বেদনঃ, তচ্চ সৰ্বপেবাপ্রাপ্তিমতি তস্মিন্ পূৰ্ণবিধিঃ স্তাদিতি
ভাবঃ ।

ইতচ্চ তস্মিন্ রেষ্টব্যো বিধিরিত্যাহ—ন চেতি । অতঃ প্রবর্তকো বিধিরূপেয় ইতি শেষঃ ।
ন চাতাস্তাপ্রাপ্তবিষয়হারিরনাদিরূপো ন ভবতীত্যাহ—তস্মাদিতি । আত্মোপাস্তিবিধেয়েত্যত্র
হেতুস্তমাহ—কৰ্মবিধীতি । কশ্মাস্ত্রজ্ঞানবিধোঃ শব্দানুসারেণাবিশেষমভিধাতি—যথেন্ভা-
দিনা । ১৯

মানসক্রিয়াত্বচ্চ বিজ্ঞানস্ত,—যথা “বশ্চে দেবতায়ৈ হবির্গৃহীতঃ স্তাৎ,
তাং মনসা ধ্যায়েন্দ বযট্করিশ্বন” ইত্যাত্মা মানসী ক্রিয়া বিধীয়তে, তথা “আত্মো-
তোবোপাসীত” “মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ” ইত্যাত্মা ক্রিয়ৈব বিধীয়তে জ্ঞানা-
ত্মিকা । তথাবোচাম—বেদোপাসনশব্দয়োরেকার্থমিতি । ভাবনাঃ শত্রয়ো-
পপত্তেচ্চ,—যথা হি ‘যজ্ঞেত’ ইত্যস্তাঃ ভাবনায়াং, কিম্ ? কেন ? কথম্ ?
ইতি ভাব্যাত্মাকাক্ষাপনয়কারণমঃ শত্রয়মবগম্যতে, তথা “উপাসীত” ইত্য-
স্তামপি ভাবনায়াং বিধীরমানায়াম্, কিমুপাসীত ? কেনোপাসীত ? কথ-

মুপাসীত ? ইত্যাত্মাকাঙ্ক্ষারাম্ ‘আত্মানমুপাসীত, মনসা, ত্যাগব্রহ্মচর্য্যশম-
দমোপরম-তিতিকাঁদীতিকর্তব্যতাসংবৃত্তঃ’ ইত্যাদিশাস্ত্রেণৈব সমর্থ্যতে অংশ-
ত্রয়ম্ । ২০

সংপ্রত্যর্থতোহ্যাবিশেষব্রাহ্ম—ভাবনেতি । তদেব দৃষ্টাৎ স্পষ্টয়তি—যথেন্তি । যদি
ক্রিয়া বিধীয়তে, কথং জ্ঞানাত্মিকেন্তি বিশেষ্যতে, তত্রাহ—তথেন্তি ।

ইতচ্চাত্মোপাসনে বিধিরস্তীতাহ—ভাবনেতি । বেদান্তেহু ভাবনাপেক্ষিতাংশত্রয়োপপত্তিঃ
বিশদয়িতুং দৃষ্টান্তমাহ—যথেন্তি । ভাবনায়াং বিধীয়মানহে সত্যং শ্রেয়ঃ । প্রেরণার্থকঃ
শব্দব্যাপারঃ স্বজ্ঞানকরণকঃ স্তুতাদিজ্ঞানেন্তিকর্তব্যতাকঃ পুরুষপ্রসঙ্গভাবানন্তঃ শব্দভাবনোচ্যতে ।
যৎ যোগেন প্রযাজাদিতিরূপকৃত্য সাধয়েদ্বিতি পুরুষপ্রতিরর্থভাবনেতি বিভাগঃ । দৃষ্টান্তস্বমর্থঃ
দাষ্টান্তিকৈ যোজয়তি—তথেন্তাদিনা । তাগো নিদিক্কামাবেহ্জনম্ । উপরমো নিত্য-
নৈমিত্তিকত্যাগঃ । তিতিকাদাতাদিপদঃ সমাধানাদিনংগ্রহার্থমিত্যংশত্রয়মিতি সম্বন্ধঃ । শাস্ত্রঃ
“শান্তো দান্তঃ” ইত্যাদি । উক্তপ্রকারমংশত্রয়মন্তরপি তুল্যমিতি বক্তৃদাদিপদম্ । ২০

যথা চ কৃত্বন্ত্য দর্শপূর্ণমাসাদিপ্রকরণন্ত্য দর্শপূর্ণমাসাদিবিদ্যুদ্দেশত্বেনোপ-
যোগঃ, এবমোপনিষদাত্মোপাসনপ্রকরণস্য আত্মোপাসনবিদ্যুদ্দেশত্বেনৈবোপ-
যোগঃ ; “নেতি নেতি” “অন্তূলম্” “একমেবাদিতীয়ম্” “অশনারাত্তীতঃ”
ইতোবমাদিবাক্যানাম্ উপাস্যাত্মস্বরূপবিশেষসমর্পণেনোপযোগঃ । ফলঞ্চ—
মোক্শোহবিদ্যানিবৃত্তির্কা । ২১

বিধিব্রহ্মানং বেদান্তানাং কাব্যপরেহেহপি তদ্ধীনানাং তেষাং বস্তুরতেত্যাশঙ্ক্যাহ—যথা
চেতি । বিদ্যুদ্দেশত্বেন তচ্ছেষঃহনেতি ধাবৎ । অন্তূলদিবাক্যানানারোপিতত্বেনিবেধেনাদ্বয়ং
বস্ত্র সমর্পয়তাঃ কথমুপাস্তিবিধিশেষহমিত্যাশঙ্ক্যাহ—নেতাদিনা । ‘ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি’
‘তরতি শোকমাত্মবিৎ’ ইত্যাদীনাং ফলার্পকত্বেনোপাস্তিবিদ্যুপযোগমন্তিগ্রেতাহ—ফলং চেতি ।
মোক্শো ব্রহ্মপ্রাপ্তিঃ । ২১

অপরে বর্ণয়ন্তি—উপাসনেনাত্মবিষয়ং বিশিষ্টং বিজ্ঞানান্তরং ভাবয়েৎ ;
তেনাত্মা জায়তে, অবিদ্যানিবর্ত্তকঞ্চ তদেব, নাত্মবিষয়ং বেদবাক্যজনিতং
বিজ্ঞানমিতি । এতদ্বিন্নম্বে বচনাত্তপি—“বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাঃ কুর্বীত” “দ্রষ্টব্যঃ
শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ” “সোহদ্রষ্টব্যঃ স জিজ্ঞাসিতব্যঃ”
ইত্যাদীনি । ২২

আত্মোপাসনং বিধেয়মিতি পক্ষমুক্তা পক্ষান্তরমাহ—অপর ইতি । তস্তানুপযোগ-
মাশঙ্ক্যাহ—তেনেন্তি । শাস্ত্রজ্ঞানস্তাসংস্ফটাপরোক্ষাত্মবিষয়ভাবমিতি-শব্দেন হেতুকরোতি ।
জ্ঞানান্তরং বেদান্তেহু বিধেয়মিত্যত্র মানমাহ—এতদ্বিন্নম্ভিতি । ২২

ন, অর্থান্তরাভাবাৎ । ন চ “আত্মোপাস্যোপাসীত” ইত্যপূর্ব্ববিধিঃ ।
কস্মাৎ ? আত্মস্বরূপকথনানাত্মপ্রতিবেদবাক্যজনিত-বিজ্ঞানব্যতিরেকেণার্থান্তরস্য

কৰ্ত্তব্যস্য মানসস্য বাহস্য বা অভাবাৎ । তত্র হি বিধেঃ সাক্ষ্যম্, যত্র বিধিবাক্যপ্রবণমাত্রজনিত-বিজ্ঞানবাতিরেক্ষণ পুরুষপ্রবৃ্ত্তিগমাতে—যথা, “দর্শ-পূর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজ্ঞেত” ইত্যেবমাদৌ । ন হি দর্শপূর্ণমাসবিধিবাক্য-জনিতবিজ্ঞানমেব দর্শপূর্ণমাসানুষ্ঠানম্ । তচ্ছাধিকারাদ্যপেক্ষানুভাবি ; ন তু “নেতি নেতি” ইত্যাদ্যত্বপ্রতিপাদক-বাক্যজনিতবিজ্ঞানবাতিরেক্ষণ দর্শপূর্ণ-মাসাদিবৎ পুরুষব্যাপারঃ সম্ভবতি । সর্বব্যাপারোপশমহেতুত্বাৎ তদ্বাক্য-জনিতবিজ্ঞানস্য । ন হি উদাসীনবিজ্ঞানং প্রবৃ্ত্তিজনকম্ ; অত্রজ্ঞানাত্ত্ববিজ্ঞান-নিবর্তকত্বাচ্চ “একমেবাদ্বিতীয়ম্” “তত্ত্বমসি” ইত্যেবমাদিবাক্যানাম্ । ন চ তন্নিবৃ্ত্তৌ প্রবৃ্ত্তিরূপপদ্যতে, বিরোধাৎ । ২৩

পক্ষদ্বয়ে প্রাপ্তে প্রথমপক্ষঃ প্রত্যাহ—নার্থাস্তুরাভাবাদিতি । তত্র নঞর্থমেব স্বয়ং ব্যাচষ্টে—ন চেতি । শাক্তজ্ঞানবতো বিষয়াভাবায় বিধিঃ সম্ভবতি, অবিন্ধ্যাতংকায়ানিবৃ্ত্তৌ স্বয়ং কলাবহুত্বাচ্চৈতর্য্যঃ । হেতুভাগঃ প্রমুখপূর্বকঃ বিবৃণোতি—কৃশাদিত্যাদিনা । আত্মোপদেশে-নানাত্মনিবেদনারা বাক্যোক্তজ্ঞানাত্তিরেক্ষণেতি যাবৎ । কৰ্ত্তব্যাস্তুরাভাবোপি বাক্যজন্ত-বিজ্ঞানমেব বিবেকঃ স্তাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—তত্র হীতি ।

দৃষ্টান্তেতংপি বাক্যোক্তজ্ঞানাত্তিরেক্ষণ পুরুষপ্রবৃ্ত্তিরসিক্তেতাশঙ্ক্যাহ—ন হীতি । তদনুষ্ঠানং তহি—বাক্যার্থজ্ঞানাধীনমিতি বার্থে বিধিস্তত্রাহ—তচ্চেতি । অধিকারো বিধিপুরুষসৎকন্তং-কৃতজ্ঞানাপেক্ষমুষ্ঠাননিত্যর্থবাহিধিরিত্যর্থঃ । তহি প্রকৃতোতংপি বাক্যোক্তজ্ঞানবাতিরেক্ষণ পুরুষব্যাপারসম্ভবাবিধিসাক্ষ্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—নহিতি । অথ বিমতঃ প্রবর্ত্তকঃ বৈদিকজ্ঞানহা-বিধিবাক্যোক্তজ্ঞানবদি তাশঙ্ক্য প্রবর্ত্তকবিষয়মুপাধিরিত্যাহ—ন হীতি । মিথ্যাজ্ঞানানিবর্ত্তকত্ব-মুপাধাস্তুরমাহ—অত্রক্লেতি । বাক্যোক্তজ্ঞানস্ত তন্নিবর্ত্তকত্বোপি প্রবর্ত্তকত্বঃ কিং ন স্তাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি । ২৪

বাক্যজনিতবিজ্ঞানমাত্রাৎ ন ব্রহ্মানাত্ত্ববিজ্ঞাননিবৃ্ত্তিরিতি চেৎ ; ন ; “তত্ত্ব-মসি” “নেতি নেতি” “আত্মবেদম্” “একমেবাদ্বিতীয়ম্” “একৈবেদমমৃতম্”, “নাত্তদতোহস্তি দ্রষ্টু” “তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিজ্জি” ইত্যাদিবাক্যানাং তদ্বাদিত্বাৎ । দ্রষ্টব্যবিধৈর্কিঁবয়সমর্পকাণ্যোতানীতি চেৎ ; ন ; অর্থাস্তুরাভাবাৎ, ইত্যুক্তোত্তর-ত্বাৎ—আত্মবস্ত্ত্বরূপসমর্পকৈরেব বাক্যৈঃ “তত্ত্বমসি” ইত্যাদিভিঃ শ্রবণকাল এব তদর্শনস্য কৃতত্বাদ্ দ্রষ্টব্যবিধৈর্নানুমানান্তরং কৰ্ত্তব্যমিত্যুক্তোত্তরমেতৎ । ২৪

দ্বিতীয়োপাধেঃ সাধনব্যাপ্তিং শঙ্ক্যতে—বাক্যোতি । ব্রহ্মাত্মকাধীপর-বাক্যোক্তবিজ্ঞানস্তা-জ্ঞানতংকার্থ্যক্ষ্যসিক্তোপায় সাধনব্যাপ্তিরিত্যাহ—নেত্যাদিনা । তদ্বাদিত্বাদ্ বস্ত্ত্বরূপাদিতি যাবৎ । উক্তানাং বাক্যানাং বিধ্যপেক্ষিতার্থসমর্পকত্বেন তচ্ছেষঃ শঙ্কিতমুভাবতে—দ্রষ্টব্যোতি । সিদ্ধান্তোপক্রমেণ সমাহিতমেতদিত্যাহ—নেতি । তদেব শষ্টেরতি—আত্মোতি । ২৪

আত্মস্বরূপানুষ্ঠানমাত্রোপায়বিজ্ঞানে বিধিসম্বন্ধে ন প্রবর্ত্ততে, ইতি চেৎ ;

ন ; আত্মবাদিবাক্যশ্রবণেনাত্মবিজ্ঞানস্য জনিতত্বাৎ—কিং ভোঃ কৃতস্য করণম্ ।
তচ্ছ্রবণেহপি ন প্রবর্তত ইতি চেৎ ; ন ; অনবস্থা প্রসঙ্গাৎ,—যথা আত্মবাদিবাক্যার্থ-
শ্রবণে বিধিমন্তরেণ ন প্রবর্ততে, তথা বিধিবাক্যার্থশ্রবণেহপি বিধিমন্তরেণ ন
প্রবর্তিহ্যতে, ইতি বিধাস্তরাপেক্ষা ; তথা তদর্থশ্রবণেহপীত্যনবস্থা প্রসজ্যেত । ২৫

পর্যাক্তমুক্তাবয়তি—আত্মস্বরূপেতি । কুত্র তর্হি বিধিঃ ?—আত্মজ্ঞানে বা বাক্যশ্রবণে বা
তদর্থজ্ঞানস্মৃতিসন্তানে বা চিত্তবৃত্তিনিরোধে বা ? নাহ ইত্যাহ—নাস্ত্ববাদীতি । দ্বিতীয়ঃ
শব্দতে—তচ্ছ্রবণেহপীতি । অনিষ্টার্থবাদিবাক্যস্তাসত্যাদিলক্ষণস্ত বিধিং বিনা শ্রবণাৎ
তত্ত্বমাদেরপি তস্মাদুতে শ্রবণমবিরুদ্ধমিত্যভিসন্ধায় দোষাস্তরমাহ—নেত্যাদিনা । তত্ত্বমাদি-
শ্রবণপ্রয়োজকো বিধিরাত্মনোহপি প্রযুক্ত শ্রবণমিতি চেৎ, নৈবং, স পদধ্বন্যনবিধিরহো বা ?
আত্মে তদপেক্ষয়ঃ ক্রতস্ত তত্ত্বমস্তাদেঃ স্বার্থবোধিৎ কদ্বাক্যবদিতি স্বার্থনিষ্ঠত্বাবিশেষো,
দ্বিতীয়ে তস্তাপ্রমাণত্বাভীয়াৎপরনির্বাচকত্বঃ দুরোৎসারিতমিত্যভিপ্রেত্যানবস্থাঃ বিরূপোতি—
সপেত্যাদিনা । ২৫

বাক্যজনিতাত্মজ্ঞানস্মৃতিসন্ততেঃ শ্রবণবিজ্ঞানমাত্রাদর্থাস্তরত্বমিতি চেৎ ; ন ;
অর্থপ্রাপ্তত্বাৎ—যদৈবাত্মপ্রতিপাদকবাক্যশ্রবণাদাত্মবিষয়ঃ বিজ্ঞানমুৎপদ্যতে, তদৈব
তত্ত্বপদ্যমানং তদ্বিষয়ঃ মিথ্যাজ্ঞানং নিবর্তয়দেবোৎপদ্যতে । আত্মবিষয়মিথ্যা-
জ্ঞাননিবৃত্তৌ চ তৎপ্রভবাঃ স্মৃতয়ো ন ভবন্তি স্বাভাবিক্যোহনাত্মবস্ত্তভেদবিষয়াঃ ।
অনর্থত্বাবগতেচ্চ,—আত্মাবগতৌ হি সত্যামগ্ৰদ্বন্দ্বনর্থত্বেনাবগম্যতে, অনিত্যত্বা-
শুদ্ধাদিবহুদোষবত্বাৎ, আত্মবস্ত্তনশ্চ তদ্বিলক্ষণত্বাৎ । তস্মাদনাত্মবিজ্ঞানস্মৃতীনামা-
ত্মাবগতেরভাবপ্রাপ্তিঃ ; পারিশেষাদাত্মৈকত্ববিজ্ঞানস্মৃতিসন্ততেরর্থত এব ভাবাৎ
ন বিধেয়ত্বম্ । শোকমোহভয়রাগাদিভূতদোষনিবর্তকত্বাচ্চ তৎস্মৃতেঃ—বিপরীত-
জ্ঞানপ্রভবো হি শোকমোহাদিদোষঃ ; তথা চ “তত্র কো মোহঃ” “বিদ্বান্ নবিভেতি
কূতশ্চন” “অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোহসি” “ভিদ্যাতে হৃদয়গ্রন্থিঃ” ইত্যাদিশ্রুতয়ঃ । ২৬

তৃতীয়শব্দতে—বাক্যজনিতেনিতি । ততঃ সা বিধেয়েতি শেষঃ । তস্তা বিধেয়ত্বং দুষয়তি—
নেতি । অর্থপ্রাপ্তিঃ বিরূপোতি—যদৈবেতি । অনাত্মস্মৃতিহেতুজ্ঞানবিবর্তৌ তৎকাব্যাস্মৃতানুপপত্তেঃ
স্বভাববলপ্রাপ্তিবাত্মস্মৃতিরিত্যুক্তমিদানীমনাত্মস্মৃতেরনর্থহত্বাৎস্বয়ব্যাতিরেকসিদ্ধত্বাচ্চাত্মস্মৃতিঃ স্বভাব-
প্রাপ্তেত্যাহ—অনর্থত্বেনিতি । অনাত্মনোহনর্থত্বনিশ্চারাচ্চ তদীয়স্মৃতানুপপত্তাবিতরস্মৃতিরর্থ-
প্রাপ্তেত্যাহ—আত্মাবগতাবিতি । আত্মনশ্চ পর মেষ্টত্বাবগমাদর্থপ্রাপ্তা তদীয়স্মৃতিরিত্যাহ—
আত্মবস্ত্তনশ্চেতি ।

অর্থপ্রাপ্তা বিধেয়ত্বাভাবমুপসংহরতি—তস্মাদিতি । অনাত্মস্মৃতিহেতুজ্ঞানাত্মবাদি-
সুজ্ঞকার্থঃ । অর্থতন্নিদেবকরাত্মত্বাববলাদিতি বাবৎ । দৃষ্টকলত্বাচ্চাত্মস্মৃতির্ম বিধেয়েত্যাহ—
শোকেতি । মিথ্যাজ্ঞানমেব সা নিবর্তয়তি, ন শোকাদীত্যাশঙ্ক্যাহ—বিপরীতেতি । আত্মস্মৃতেঃ
শোকাদিনিবর্তকত্বং মানমাহ—তথা চেতি । ২৬

নিরোধস্তর্হি অর্থাস্তরমিতি চেৎ—অথাপি স্যাৎ চিত্তবৃত্তিনিরোধস্য বেদবাক্য-
জনিতাশ্রবিজ্ঞানাদর্থাস্তরহতাং তস্মাস্তরেষু চ কর্তব্যতত্ত্বাবগতত্বাদ্বিধেয়ত্বমিতি চেৎ ;
ন ; মোক্ষসাধনত্বেনানবগমাৎ । ন হি বেদান্তেষু ব্রহ্মাশ্রবিজ্ঞানাদন্তঃ পরমপুরুষার্থ-
সাধনত্বেনাবগমাতে—“আত্মানমেবাবেৎ, তস্মাস্তৎ সর্বমভবৎ” । “ব্রহ্মবিদাপ্নোতি
পরম্ ।” “স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ, ব্রহ্মৈব ভবতি ।” “আচার্য্যাবান্
পুরুষো বেদ” “তস্য তাবদেব চিরম্” “অভয়ং হি বৈ ব্রহ্ম ভবতি, য এবং বেদ”
ইত্যেবমাদিভ্রুতিশেতভ্যঃ । অনন্তসাধনত্বাচ্চ নিরোধস্য,—ন হ্যাশ্রবিজ্ঞান-তৎ-
স্বতিসন্তানবাতিরেকেণ চিত্তবৃত্তিনিরোধস্য সাধনমস্তি । অভ্যাপগম্যোদমুক্তম্ ; ন তু
ব্রহ্মবিজ্ঞানবাতিরেকেণাত্মোক্ষসাধনমবগমাতে । ১৭

চতুর্থব্রূপায়তি—নিরোধস্তর্হিতি । যদি বাক্যোপজ্ঞানাদেববিধেয়ঃ, তর্হি চিত্তবৃত্তি
নিরোধে মুক্তিসাধনত্বেন বিধীয়তাং, তস্তোক্তজ্ঞানাদেবর্থাস্তরহাদিতার্থঃ । চোক্তমেব বিবৃণোতি—
অথাপিতি । অর্থাস্তরহাস্তস্ত বিধেয়তেনি শেবঃ । তস্ত মুক্তিহেতুত্বেন বিধেয়ত্ব যোগশাস্ত্রঃ
সংবাদয়তি—তস্মাস্তরেবিতি । “অথ যোগাসুশাসনম্” ইতি নিঃশ্রেয়সহেতুঃ সমাধিঃ সূত্রিতত্ত্বস্ত
চ লক্ষণমুক্তং যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধ ইতি । তন্নিরোধাবস্থায়ঃ চান্ননঃ স্বরূপপ্রতিষ্ঠাঃ কৈবল্য-
মাধ্যাতং “তদা ব্রহ্মঃ স্বরূপংবহ্নানম্” ইতি, এবং যোগশাস্ত্রে মুক্তিহেতুত্বেনেতো নিরোধবিধি-
রিতার্থঃ । যোগশাস্ত্রাদপি বলবতীঃ শ্রুতিমাত্রিত্যোক্তরমাহ—নেত্যাदिन ।

চিত্তবৃত্তিনিরোধস্ত মুক্তিহেতুত্বোপি ন বিধেয়ঃ, বিধিঃ বিনা তৎসিদ্ধিরিত্যাং—অনন্তেতি ।
ন তাবদধ্যাক্ষপিক্সিনিরোধে বিধেয়ঃ, সর্বস্তাপি তৎসিদ্ধ্যবধিবিবৈরর্থ্যাং, নাপি সঙ্গোক্তন্য
তন্নিরোধে বিধেয়ো, জ্ঞানাদেব তৎসিদ্ধেবিস্থানর্থক্যাদিতার্থঃ । “নাস্তঃ পৃষ্ঠা বিজ্ঞাতে”
“জ্ঞানাদেব তু কৈবল্যম্” ইত্যাদিশাস্ত্রমহুসরম্পেত্যবাদঃ ত্যজতি—অভ্যাপগম্যেতি । নিরোধস্ত
মুক্তিহেতুত্বমিদমা পরামুদ্রম্ । যোগশাস্ত্রমপি শ্রুতিস্মৃতিবিরোধে ন প্রমাণম্, “এতেন যোগঃ
প্রভুক্তঃ” ইতি স্তায়াদিতি ভাবঃ । ১৭

আকাজ্জ্ঞানভাবাচ্চ ভাবনাভাবঃ । যত্চক্ৰঃ “যজ্ঞেত” ইত্যেবমাদৌ, কিং ?
কেন ? কথম্ ? ইতি ভাবনাকাজ্জ্ঞানায়ঃ ফলসাধনৈতিকর্তব্যতাভিরাকাজ্জ্ঞাপ-
নননং বণা, তদ্বিহাপ্যাস্রবিজ্ঞানবিধাবপ্যুপপদ্যত ইতি । তদসং ; “এক-
মেবাদ্বিতীয়ম্” “তত্ত্বমসি” “নেতি নেতি” “অনন্তরমবাহম্” অরমাত্মা ব্রহ্ম”
ইত্যাদিবাক্যার্থবিজ্ঞানসমকালমেব সর্বাাকাজ্জ্ঞাবিনিবৃত্তেঃ । ন চ বাক্যার্থ-
বিজ্ঞানে বিধিপ্রবৃত্তঃ প্রবর্ততে । বিদ্যাস্তরপ্রযুক্তো চানবহ্নাদোবমবোচাম ।
ন চ “একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম” ইত্যাদিবাক্যেযু বিধিরবগম্যতে, আশ্রয়রূপাদ্যা-
গ্যানেনৈবাবসিতত্বাৎ । ২৮

বেদান্তেষু বিধেয়াভাবোক্তা বিধিনিবৃত্তঃ, সংপ্রত্যশ্রয়বতী ভাবনা তেষুভীত্বাৎ দূরয়তি—

বাক্যজ্ঞেতি । তদেব স্মৃতিমুক্তমমুবদতি—বহুজ্ঞমিতি । আগমাবষ্টেন নিরাচষ্টে—
দদমিতি । বিধিমন্তরেণ বাক্যার্থজ্ঞানে প্রবৃত্ত্যবোপাদৈধমেব জ্ঞানং সৰ্বকাজ্ঞানিবৰ্ত্তক-
বৈত্যাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি । যথা কর্মকাণ্ডে স্বাধ্যায়বিধেরর্থানবোধপথ্যন্তয়েন জ্যোতিষ্টোমাদি-
বিধার্থজ্ঞানে বিধান্তরং নাপেক্ষতে, তথা জ্ঞানকাণ্ডেহপি তাদিত্যর্থঃ । তত্রাপি “বেদঃ
কৃত্বমোঃবিপ্লবঃ” ইতি বিধান্তরপ্রযুক্তমেব বাক্যার্থজ্ঞানমিত্যাশঙ্ক্যাহ—বিধান্তরেতি । অতঃপা-
শ্রুতকল্পনাপ্রসঙ্গাচ্চ ন বিধিণেষবৎ বেদান্তানামিত্যাহ—ন চেতি । ১৮

বস্তুস্বরূপাধ্বাখ্যানমাত্রদ্বাদপ্রামাণ্যমিতি চেৎ—অথাপি স্যাৎ, যথা
“সোহরৌদীৎ যদরৌদীৎ, তদরুদ্রসা রুদ্রত্বম্” ইত্যেবমাদৌ বস্তুস্বরূপাধ্বাখ্যান-
মাত্রদ্বাদপ্রামাণ্যম্, এবমাত্মার্থবাক্যানামপীতি চেৎ; ন; বিশেষাৎ । ন
বাক্যস্ত বস্তুধ্বাখ্যানং, ক্রিয়াধ্বাখ্যানং বা প্রামাণ্যপ্রামাণ্যাকারণম্; কিন্তুহি?
নিশ্চিতকসবদ্বিজ্ঞানোৎপাদকত্বম্ । তদ্ব্যতীতি, তৎ প্রমাণং বাক্যম্, যত্র নাস্তি,
তদপ্রমাণম্ । ২০

বেদান্তঃ স্বার্থে ন মানং, সিদ্ধার্থবাক্যাত্মকঃ “সোহরৌদীৎ” ইত্যাদিৎ ইত্যমুমানান্তেবাং
বিশিষ্মণ্যঃ প্রামাণ্যার্থমেষ্টব্যমিতি শব্দতে—বস্তুস্বরূপেতি । তদেবামুমানং প্রপঞ্চয়তি—
অথাপীতি । বিদেহশ্রুতভেদেপিতি যাবৎ । ফলবন্নিশ্চিতজ্ঞানাজনকত্বমুপাধিরিতি স্বমানঃ
সমাধত্তে—ন বিশেষাদিতি । নঞর্থঃ স্পষ্টয়তি—ন বাক্যন্ততি । বিশেষঃ ব্যাচষ্টে—কিং
তস্মীতি । তত্ত্ব প্রামাণ্যপ্রযোজকত্বমমুদয়ব্যতিরেকাতাঃ দর্শয়তি—তদমত্রেতি । ২১

কিঞ্চ, ভোঃ পৃচ্ছামস্তাম্—আত্মস্বরূপাধ্বাখ্যানপরেণ বাক্যেণ ফলবন্নিশ্চিতং
চ বিজ্ঞানমুৎপদ্যতে ন বা? উৎপদ্যতে চেৎ, কথমপ্রামাণ্যমিতি । কিংবা ন
পশ্যসি অবিশ্বাসোকমোহভরাদিসংসারবীজদোষনিবৃত্তিঃ বিজ্ঞানফলম্? ন শৃণোষি
বা কিং—“তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমমুপশ্রুতঃ” “মদ্রবিদেবাস্মি নাস্মবিৎ,
সোহই ভগবঃ শোচামি, তং মা ভগবান্ শোকস্ত পরং পারং তারয়তু” ইত্যেবমাত্মা-
পনিষদাক্যশতানি, এবং বিদ্বতে কিং “সোহরৌদীৎ” ইত্যাদিণু নিশ্চিতং ফলবচ্চ
বিজ্ঞানম্? ন চেদ্বিগতে, অস্তপ্রামাণ্যম্; তদপ্রামাণ্যে ফলবন্নিশ্চিতবিজ্ঞানোৎ-
পাদকস্ত কিমিত্যপ্রামাণ্যং স্যাৎ? তদপ্রামাণ্যে চ দর্শপূর্ণমাসাদিবাক্যেণ কো
বিশ্রুতঃ । ৩০

সামান্তজ্ঞায়ঃ প্রকৃতে যোজয়ন পৃচ্ছতি—কিঞ্চিতি । কিং তেষু তাদৃগজ্ঞানমুৎপদ্যতে ন বেতি
প্রশ্নার্থঃ । বিত্যায়েত্বভববিবোধঃ স্তাদিতি মত্ৰা পক্ষান্তরমনঙ্গ প্রত্যাহ—উৎপদ্যতে চেদिति ।
আমাণ্যে হেতুসম্বাবান্যপ্রামাণ্যমিত্যর্থঃ । নিশ্চিতজ্ঞানজনকত্বেহপি ফলবৎবিশেষণমসিদ্ধ-
মিত্যাশঙ্ক্যাহ—কিং বেতি । বিদমমুভবফলশ্রুতিসিদ্ধং বিশেষণমিতি ভাবঃ । দৃষ্টান্তং বিধিটবিত্তুঃ
প্রশান্তরং প্রকৌতি—এবমিতি । বেদান্তেবিবেতি যাবৎ । কিংবা বেতি শেষঃ । আন্তে
সাধাবৈকল্যং মত্ৰা দ্বিতীয়ং দৃশয়তি—ন চেদिति । তর্হি তদমুদয়ং তদমুদয়াদেবপি স্তাদপ্রামাণ্য-

মিত্যাশঙ্ক্যাহ—তদপ্রামাণ্য ইতি । বিমতঃ স্বার্থে মানং, যথোক্তজ্ঞানজনকত্বাৎ, দর্শাদিবাক্য-
বদিত্তি ভাবঃ । বিপক্ষে দোষমাহ—তদপ্রামাণ্যে চেতি । ৩০

নহু দর্শপূর্ণমাসাদিবাক্যানাং পুরুষপ্রবৃত্তিবিজ্ঞানোৎপাদকত্বাৎ প্রামাণ্যম্,
আত্মবিজ্ঞানবাক্যেহু তন্নাশ্তীতি । সত্যমেবম্ ; নৈষ দোষঃ, প্রামাণ্য-
কারণোপপত্তেঃ । প্রামাণ্যকারণঞ্চ যথোক্তমেব, নাশ্চ । অলঙ্কারচায়াং, যং
সর্বপ্রবৃত্তিবীজ-নিরোধফলবদ্বিজ্ঞানোৎপাদকত্বমাত্মপ্রতিপাদকবাক্যানাম্, নাপ্রামা-
ণ্যকারণম্ । ৩১

অবর্তকজ্ঞানজনকত্বমুপাধিরিতি শব্দে—নহিতি । সাধনবাস্ত্বিং ধুনীতে—আশ্বেতি ।
অবর্তকজ্ঞানজনকত্বং ধ্বনিং নাস্তীত্যাকীকরোতি—সত্যমিতি । তর্হি যথোক্তোপাধিসম্ভাবাদহু-
মানাত্মস্থানমিত্যাশঙ্ক্যাহ—নৈষ দোষ ইতি । ন হি অবর্তকবীজনকত্বং প্রামাণ্যে কারণং,
নিষেধবাক্যেপ্রামাণ্যপ্রসঙ্গাৎ । ন চ নিবর্তকবীজনকত্বমপি তথা, বিধাবপ্রামাণ্যপ্রসঙ্গাৎ ।
নোভয়ং, প্রত্যেকমুভয়কারণত্বাভাবেনাপ্রামাণ্যাদিত্তি ভাবঃ । বেদান্তেহু অবর্তকবীজনকত্বত্বাবো
ন কেবলমদোষঃ, কিন্তু ওৎ ইত্যাৎ—অলঙ্কারচেতি । “আত্মানঃ চেৎ” ইত্যাদিশ্রুতঃ
“এতদ্ভূত্বা” ইত্যাদিশ্রুতেচ্চারজ্ঞানং কৃতকৃতাতনিদানম্ । ন চ জ্ঞানশ্চ অবর্তকত্ব ইতদ্ভূতঃ,
প্রবৃত্তীনাং ক্লেশাক্ষেপকত্বাৎ ; অতোযথোক্তজ্ঞানজনকত্বং বাক্যানাং ভূষণমেবেত্যর্থঃ । ৩২

যত্ ক্রম—“বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্বীত” ইত্যাদিবিচনানাং বাক্যার্থবিজ্ঞানব্যতি-
রেকেণোপাসানার্থত্বমিতি ; সত্যমেতৎ ; কিন্তু নাপূর্কবিধার্থতা ; পক্ষে প্রাপ্তশ্চ
নিয়মার্থটৈব । কথং পুনরুপাসনশ্চ পক্ষপ্রাপ্তিঃ ?—যাবত্ পারিশেষ্যাদাত্মবিজ্ঞান-
শ্রুতিসমুত্তির্নিত্যেবেত্যভিহিতম্ ? বাচম্—যত্বেপোবম্, শরীরারম্ভকশ্চ কর্মণো
নিয়তফলত্বাৎ, সমাগজ্ঞানপ্রাপ্তাবপি অবশ্যস্তাবিনী প্রবৃত্তির্কায়নঃকায়ানাম্, লঙ্কা-
বৃত্তেঃ কর্মণো বলীরত্বাৎ—যুক্তেষাদিপ্রবৃত্তিবৎ ; তেন পক্ষে প্রাপ্তং জ্ঞানপ্রবৃত্তি-
দৌর্জল্যম্ । তন্মাৎ ত্যাগবৈরাগ্যাদিসাধনবলাবলম্বেনাত্মবিজ্ঞানশ্রুতিসমুত্তিনিয়-
স্তব্যা ভবতি ; ন ত্বপূর্ক কৰ্ত্তব্য, প্রাপ্তত্বাদিত্যবোচ্যম । তন্মাৎ প্রাপ্তবিজ্ঞান-
শ্রুতিসমুত্তাননিয়মবিধার্থানি “বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্বীত” ইত্যাদিবাক্যানি,
অত্বার্থাসম্ভবাৎ । ৩৩

শব্দার্থঃ জ্ঞানং বিধেয়মিতি প্রতিক্রিয়া পূর্বোক্তপক্ষাত্মরসম্ভবদিত্তি—যত্ ক্রমিতি ।
উপাসনার্থত্বমিত্যাশঙ্কোপাসনে ন তৎসাক্ষাৎকারঃ ভাবয়েদিত্যেবমর্থত্বমিত্যর্থঃ । অভ্যাসপন্থাবাদেন
পরিহরতি—সত্যমিতি । যথোক্তেহু বাক্যোপাসনঃ তৎসাক্ষাৎকারমুদ্ভববিধীয়তে চেৎ,
প্রকৃতেহপি বাক্যে তৎসম্ভবারাপূর্ববিধিরিতি প্রক্রমো ভ্রান্তো, ইত্যশঙ্ক্যাহ—কিচ্ছিত্তি । কথং
তর্হি বিধাত্তীকারবাচোহুত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—পক্ষেতি । যথা পক্ষে প্রাপ্তস্তাবধাত্ত
ব্রীহীন-
বহুতীতি নিয়মরূপো বিধিরকীকৃতঃ, তথা অশ্চোপাসনস্তাপি পক্ষে প্রাপ্তশ্চ তদেব কৰ্ত্তব্যঃ
নান্যোপাসনমিতি নো নিয়মস্তদর্থতা প্রকৃতবাক্যন্তেতি ন প্রকৃতবিরোধোচ্চীত্বার্থঃ ।

পাকিকীঃ প্রাপ্তিমুক্তামাক্ষিপতি—কথমিতি । কা পুনরত্রাপ্তিপত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—
যাবতেতি । আত্মনি বাক্যোপে বিজ্ঞানে সত্যানুস্মৃতিহেতুনাং মিথ্যাজ্ঞানাদীনামপনীত্বাৎক্বে-
ভাবে ফলাভাব ইতিজ্ঞায়েন তানামসম্ভবাদানুস্মৃতিসত্ত্বিতরেব পুনঃ সদা স্তাৎ, প্রকারান্তরা-
যোগাদিতি সিদ্ধান্তিনোক্তহ্মান্নোপাসনস্ত পক্ষে প্রাপ্তিরিতার্থঃ । তস্ত নিত্যপ্রাপ্তিমুক্তামক্ষী-
করোতি—বাঢ়মিতি । তর্হি নিয়মবিধিযাচোষুক্তিরযুক্তেত্যশঙ্ক্যাহ—যজ্ঞপীতি । আত্মনি
নিত্যাপরোক্ষসংবিদেকতানে অরণং বিস্মরণং বা যজ্ঞাপি নোপপদ্যতে, তথাপি তয়োস্তম্নিন্নমুভব-
সিদ্ধহ্মিন্নিয়মবিধেঃ সাবকাশহ্মিত্যাশয়েনাহ—শরীরেতি । অথারক্কলস্তাপি কৰ্ম্মণঃ সমাগ্-
জ্ঞানান্নিবৃত্তে ন বিদুযো বাগাদান্যং প্রবৃত্তিরত আহ—লকেতি । যথা মুক্তস্তেহুপাধাণাদেব-
প্রতিবন্ধাদ্ যাবৎসং প্রবৃত্তিরবশস্তাবিনী, তথা প্রবৃত্তফলস্ত কৰ্ম্মণো জ্ঞানেনোপজীব্যতয়া ততো
বলবহ্মান্তবশাদ্বিনোৎপি যাবত্তোষণং বাগাদিপ্রবৃত্তিপ্রৌবামিতার্থঃ । আরক্ককৰ্ম্মপ্রাবল্যে ফলিত-
মাহ—তেনেতি । আরক্কস্ত কৰ্ম্মণো যথোক্তেন স্তায়েন প্রাবল্যে তদস্মৎ ক্ষুধাদিদোষো
যদোক্তবতি, তদাত্মনি বিস্মরণাদিসম্ভবাৎ তজ্জ্ঞানপ্রাপ্তেঃ পাকিকহ্মাদবশস্তাবিকৰ্ম্মাপেক্ষয়া
তদৌকল্যং স্তাদিতার্থঃ ।

তথাপি নিয়মবিধাঙ্গীকারণস্ত কিমায়াতং ? তদাহ—তস্মাদিতি । জ্ঞানস্ত পক্ষে প্রাপ্তত্বং
তচ্ছকার্থঃ । আদিপদং ব্রহ্মচর্যামদমাদিসংগ্রহার্থম্ । বিজ্ঞায়তাদিবা কান্যং নিয়মবিধ্যর্থ-
হমুপসংহরতি—তস্মাদিতি । আদিপদেন প্রকৃতমপি বাক্যং সংগৃহ্যতে । তচ্ছকার্থমেব
স্পষ্টয়তি—অস্ত্যর্থতি । ৩০

ননু অনাত্মোপাসনমিদম্, ইতি-শব্দপ্রয়োগাৎ ; যথা ‘প্রিয়মিত্যেতদুপাসীত’
ইত্যাদৌ ন প্রিয়াদিশুণা এবোপাস্তাঃ, কিং ততি ? প্রিয়াদিশুণবৎপ্রাণাদ্যেবো-
পাস্তম্ ; তথা ইহাপি ইতি-পরায়শব্দপ্রয়োগাৎ অয়শুণবদনাত্মবস্তুপাস্তমিতি
গম্যতে । আত্মোপাস্তবাক্যবৈলক্ষণ্যাচ্চ—পরেণ চ বক্ষ্যতি—“আত্মানমেব
লোকমুপাসীত” ইতি ; তত্র চ বাক্যে আত্মৈবোপাস্তভেনাভিপ্রেতঃ, দ্বিতীয়া-
শ্রবণাৎ ‘আত্মানমেব’ ইতি ; ইহ তু ন দ্বিতীয়াঃ শ্রবতে, ইতি-পরশচায়শব্দঃ
“আত্মৈবোপাসীত” ইতি । অতো নাাত্মোপাস্তঃ, আয়শুণশচাঃ, ইতি ত্বব-
গম্যতে । ন ; বাক্যশেবে আত্মন উপাস্তভেনাবগম্যৎ ; অস্ত্রেব বাক্যস্ত শেবে
আত্মৈবোপাস্তভেনাবগম্যতে —“তদেতৎ পদনীয়মস্ত সৰ্বস্ত, বদয়মান্মা” “অস্তর-
তরং বদয়মান্মা” আত্মানমেবাবেৎ” ইতি । ৩১

শাক্তজ্ঞানাদেব পূমর্থসিদ্ধেস্তস্ত তদাবৃত্তেতুতীয়জ্ঞানস্ত বা বিধেয়ভাবাবোধোক্তাঃ শুদ্ধে
সিদ্ধার্থে মানমিত্যুক্তম্ ; ইদানীমিতি-শব্দপ্রযুক্তং চোচ্চমুখাপগতি—অনাত্মেতি । আত্ম-
শব্দাদুর্দ্ধমিতি-শব্দপ্রয়োগাদাত্মশব্দার্থস্তোপাস্তভেনাবিবক্ষিতভাদায়শুণকস্তানাত্মনোহব্যাকৃতশক্তি-
তস্ত প্রধানস্তোপাসনমস্মিৎবাক্যে বিবক্ষিতমিতার্থঃ । উক্তমেবার্থং দৃষ্টাণ্ডেন স্পষ্টয়তি—যথৈ-
তাদিনা । অনাত্মোপাসনমেবাত্র বিধিৎসিতমিত্যত্র হেতুঃপ্রমাহ—আত্মেতি । তদেব
প্রপঞ্চয়তি—পরেণেতি । ততো বৈলক্ষণ্যং দর্শয়তি—ইহ ত্বিতি । বৈলক্ষণ্যাস্তরমাহ—ইতি-

পরশ্চেতি । বৈলক্ষণ্যকলমাহ—অত ইতি । নাত্মানাম্ভোপাসনং বিবক্ষিতমিতি পরিহরতি—
নেত্যাদিনা । হেতুর্থঃ স্মৃটয়তি—অন্তেবেতি । ৩৩

প্রবিষ্টস্ত দর্শনপ্রতিষেধামুপাস্তত্বমিতি চেৎ—যস্ত আত্মনঃ প্রবেশ উক্তঃ,
তন্তৈব দর্শনং বার্য্যতে, “তং ন পশ্যন্তি” ইতি প্রকৃতোপাদানাত্ । তস্মাদাত্মনোহ-
মুপাস্তত্বমিতি চেৎ ; ন, অকৃত্বৎস্বদোষাৎ ; দর্শনপ্রতিষেধোহকৃত্বৎস্বদোষাভিপ্ৰায়েণ,
নাম্ভোপাস্তত্বপ্রতিষেধাৎ ; প্রাণনাদিক্রিয়াবিশিষ্টত্বেন বিশেষণাৎ । আত্মনশ্চেচ্চ-
পাস্তত্বমনতিপ্ৰেতম্, প্রাণনাষ্টেকৈকক্রিয়াবিশিষ্টত্বাত্মনোহকৃত্বৎস্বদচনমনর্থকং স্তাৎ
—“অকৃত্বন্মো হেযোহত ঐকৈকেন ভবতি” ইতি । অতোহনৈকৈকবিশিষ্টত্বাত্মা
কৃত্বৎস্বত্বপাস্ত এবেতি সিদ্ধম্ । ৩৪

আত্মনশ্চেচ্চপাস্তত্বঃ, তদা প্রকৃত্ববিরোধঃ স্তাদিতি শঙ্কে—প্রবিষ্টস্তেতি । আত্মনো
দর্শনপ্রতিষেধঃ প্রকটয়তি—যন্তেতি । তন্তৈবেতি নিয়মে হেতুর্মাহ—প্রকৃত্যেতি । তচ্ছবস্ত
প্রকৃতপরামর্শিত্বাৎ প্রবিষ্টস্ত চ প্রকৃতত্বাস্ত তেনোপাদানাদিতি হেতুর্থঃ । পূর্বপক্ষঃ
নিগময়তি—তস্মাদিতি । প্রাণনাদিবিশিষ্টস্ত পরিচ্ছিন্নত্বাস্ত দৃষ্টেহেৎপি পূর্ণস্ত ন দৃষ্টেতি
নিষেধশ্চতিপর্ধ্যবসানাম্ভোপকৃত্ববিরোধোহস্মীতি পরিহরতি—নেত্যাদিনা । তদেব বিশদয়তি—
দর্শনেতি । কথময়মিতিপ্রারম্ভেদঃ শ্রুতেরবগম্যতঃ, তত্রাহ—প্রাণনানীতি । প্রাণশ্চেবেত্যাদিনা
ক্রিয়াবিশেষবিশিষ্টত্বেনাত্মনো বিশেষণাত্তস্ত দৃষ্টেহেৎপিনানৌ পরিপূর্ণো দৃষ্টঃ স্তাদিতি শ্রুতেরাশয়ো
লক্ষ্যতে, কেবলস্ত তু তন্তোপাস্তত্বমতিসংহিতমকৃত্বৎস্বদোষাত্তাবাদিতার্থঃ । উক্তমর্থঃ ব্যতিরেক-
মুগেন সাধয়তি—আত্মনশ্চেদিতি । তস্তামুপাস্তত্বার্থঃ তদচনমর্থবদিত্যাশঙ্ক্য তদুপাস্তত্ব-
নিষেধস্তাম্ভোপাস্তত্বের পর্ধ্যবসানমভিপ্ৰেত্যাহ—অতোহনৈকৈকেতি । ৩৪

যত্বাত্মশব্দস্তেতি-পরঃ প্রয়োগঃ, আত্মশব্দ-প্রত্যয়য়োরাত্মত্বস্ত পরমার্থতোহ-
বিষয়ত্বজ্ঞাপনার্থম্ ; অত্রথা “আত্মানমুপাসীত” ইত্যেবমবক্ষ্যৎ । তথাচার্যাদাত্মনি
শব্দ-প্রত্যয়াবজ্ঞাতৌ স্তাতাম্ ; তচ্চানিষ্টম্ “নেতি নেতি” “বিজ্ঞাতারমরে কেন
বিজ্ঞানীরাং” “অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাত্” “যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ”-
ইত্যাদিশ্রুতিভ্যাঃ । যত্ন “আত্মানমেব লোকমুপাসীত” ইতি, তদ্ অনাম্ভোপা-
সনপ্রসঙ্গনিবৃতিপরত্বাৎ বাক্যান্তরম্ । ৩৫

উপকৃত্বোপসংহারাত্তামুপাস্তত্বমাত্মনো দর্শিতমিদানীমিতি-শব্দপ্রয়োগাদনাম্ভোপাসনমিদ্দমি-
ত্বাৎ প্রত্যাহ—যত্বিতি । প্রয়োগশব্দানুপরিষ্টাৎ সশব্দো দ্রষ্টব্যঃ । ইতিশব্দস্ত বোধোক্তার্থভা-
ভাবে দোষমাহ—অন্তর্থেতি । ন চাত্মনঃ স্বাত্মোপাস্তত্বার্থমিতি-শব্দোহর্থবান্, পূর্বাপর-
বাক্যবিরোধাদিতি দ্রষ্টব্যম্ । ইতিশব্দমন্তরেণ বাক্যপ্রয়োগে দোষমাহ—তর্থেতি । তস্ত
শব্দপ্রত্যয়বিষয়বিশিষ্টমেবেতি চেৎপ্রত্যাহ—তর্থেতি । আত্মোপাস্তত্ববাক্যবৈলক্ষণ্যাদনাম্ভোপা-
সনোক্তিত্বাৎ, তদ্ব্যয়তি—যত্বিতি । ৩৫

অনির্জাতত্বস্যাত্মাত্মাত্মা জাতব্যোহিনাত্মা চ । তত্র কস্মাদাম্ভোপাসন এব

বহু আহ্বীয়তে—“আহ্নেত্যোবোপাসীত”ইতি, নেতরবিজ্ঞানে, ইতি । অত্রোচ্যতে—তদেতদেব প্রকৃতং পদনীয়ং গমনীয়ং, নাশ্রুং । অত্র সৰ্বশ্চেতি নির্দ্ধারণার্থা যন্তী ; অশ্বিন্ সৰ্বশ্চিন্নিত্যর্থঃ । যদয়মাত্মা যদেতদাত্মত্বম্ ; কিং ন বিজ্ঞাতব্যমেবাশ্রুং ? কিং তর্হি ? জ্ঞাতব্যত্বেহপি ন পৃথগ্জ্ঞানান্তরমপেক্ষতে আত্মজ্ঞানাত্ । কস্মাৎ ? অনেনাত্মনা জ্ঞাতেন, হি বস্মাদেতং সৰ্বমনাত্মজ্ঞাতম্ অশ্রুং যৎ তৎ সৰ্বং সমস্তং বেদ জানাতি । নহু অজ্ঞানেনাশ্রুং ন জ্ঞায়তে ? ইতি, অশ্রু পরিহারং চন্দ্রভাদিগ্রন্থেন বক্ষ্যামঃ । ৩৬

অশ্নেব জ্ঞাতব্যো নানাজ্ঞেতি প্রতিজ্ঞায়ামত্রীতাদিনঃ হেতুরুক্তং, সংপ্রতি তদেতৎপদনীয়মিত্যাদিবাক্যাপেক্ষা চোক্তমুপায়তি—অনিজ্ঞাতয়েতি । উত্তরমাহ—অত্রোতি । নির্ধারণমেব ক্ষোরয়তি—অশ্বিন্নিতি । নাশ্রুদিত্যুক্তবাদনাত্মনো বিজ্ঞাতবাহ্যভাবচ্ছেদনেন হীত্যাদিশেষবিরোধঃ স্মাদিতি শঙ্কতে—কিং নেতি । তস্তাজ্ঞেয়ং নিষেধতি—নেতি । তস্তাপি জ্ঞাতবাহে নাশ্রুদিতি বচনমনবকাশমিত্যাপেক্ষাহ—কিং তর্হীতি । তস্ত সাবকাশং দর্শয়তি—জ্ঞাতবাহেহপিতি । আত্মনঃ সকাশাদনাত্মনোহর্থান্তরহ্যাত্মজ্ঞানাজ জ্ঞাতবাহ্যযোগাজ্জ্ঞাতবাহে জ্ঞানান্তরমপেক্ষিতব্যমেবেতি শঙ্কতে—কস্মাদিতি । উত্তরবাক্যেনোত্তরমাহ—অনেনেতি । আত্মনাত্মজ্ঞাতস্ত কল্পিতহ্যন্তস্ত তদতিরিক্তস্বরূপাভাবাৎ তজ্জ্ঞানেনৈব জ্ঞাতত্বসিদ্ধির্নাস্তি জ্ঞানান্তরাপেক্ষেতার্থঃ । লোকদৃষ্টমাত্রিতানেনেত্যাদিবাক্যার্থমাক্ষিপতি—নহিতি । আত্মকাব্যাদনাত্মনস্তশ্বিন্ অন্তর্ভাবং তজ্জ্ঞানের জ্ঞানমুচিতমিতি পরিহারতি—অশ্নেতি । ৩৬

কথং পুনরেতং পদনীয়মিতি ? উচ্যতে—যথা হ বৈ লোকে, পদেন—গবাদি-খুরাক্তিতো দেশঃ পদমিত্যুচ্যতে, তেন পদেন, নষ্টং বিবিৎসিতং পশুং পদেনাশ্বিন্যমাণোহহুবিদ্ভেৎ লভেত, এবমাত্মনি লক্কে সৰ্বমুপলভত ইত্যর্থঃ । নহু আত্মনি বিজ্ঞাতে সৰ্বমজ্ঞজ্ঞায়ত ইতি জ্ঞানে প্রকৃতে, কথং লাভোহপ্রকৃত উচ্যতে ? ইতি ; ন ; জ্ঞান-লাভয়োরেকার্থত্বস্ত বিবক্ষিতত্বাৎ । আত্মনো হলাভোহজ্ঞানমেব ; তস্মাজ্জ্ঞানমেবাত্মনো লাভঃ, ন অনাত্মলাভবদপ্রাপ্তপ্রাপ্তিলক্ষণ আত্মলাভঃ, লক্-লক্কব্যয়োৰ্ভেদাভাবাৎ । যত্র হি আত্মনোহনাত্মা লক্কব্যো ভবতি, তত্রাত্মা লক্কা, লক্কব্যোহনাত্মা । স চাপ্রাপ্ত উৎপাদাদিক্রিয়াবাবহিতঃ, কারক-বিশেষোপাদানেন ক্রিয়াবিশেষমুৎপাদা লক্কব্যঃ । স তু অপ্রাপ্তপ্রাপ্তিলক্ষণোহনিত্যঃ, মিথ্যাজ্ঞানজনিতকামক্রিয়াপ্রভবত্বাৎ, স্বপ্নে পুত্রাদিলাভবৎ । অরন্ত তদ্বিপরীত আত্মা । ৩৭

সত্যোপাস্তাভাবান্নাত্মত্বস্ত পদনীয়ত্বসিদ্ধিরিতি শঙ্কতে—কথমিতি । অসত্যস্তাপি ক্রত্যচাৰ্য্যাদেবরথক্রিয়াকারিত্বসম্ভবাদান্নাত্মত্বস্ত পদনীয়ত্বোপপত্তিরতাহ—উচ্যত ইতি । বিবিৎসিতং লক্কমিষ্টম্ । অশ্বেষপোশায়ং দর্শয়িতুং পদেনেতি পুনরুক্তিঃ । অনেনেত্যত্র বেদেতি

জ্ঞানেনোপক্রমামুবিদ্বদিতি লাভমুক্তা। কীর্ত্তিমিত্যাদিশ্রুতৌ পুনর্জ্ঞানার্ধেন বিদিনোপ-
সংহারাদমুবিদ্বদিতি শ্রুতেরূপক্রমোপসংহারবিরোধঃ স্তাদিতি শব্দতে—নহিতি । শক্তিঃ
বিরোধঃ নিরাকরোতি—নেতি । কথং তয়োরৈক্যার্থঃ, গ্রামাদৌ তদেকত্বাপ্রসিদ্ধিরিত্যা-
শঙ্কাহ—আত্মন ইতি । গ্রামাদাবপ্রাপ্তে প্রাপ্তিরেব লাভো ন জ্ঞানমাত্রঃ, তথাত্রাপি কিং ন
স্তাদিত্যাশঙ্কাহ—নেতাদিনা ।

জ্ঞানলাভশব্দয়োর্থভেদস্তর্হি কৃত্তেতাশঙ্কাহ—যত্র হীতি । অনাত্মনি লক্ষলক্ষণয়োজাত-
জ্ঞেয়য়োঃ ভেদে ক্রিয়াভেদাৎ ফলভেদসিদ্ধিরিতার্থঃ । যদাত্মলাভোহপি জ্ঞানান্তিষ্ঠতে, লাভহা-
দনাত্মলাভবদিত্যাশঙ্কা জ্ঞানহেতুমান্বানধীনত্বমুপাধিরিতাহ—স চেতি । অপ্রাপ্তবাং ব্যাক্তী-
করোতি—উৎপাদ্যেতি । তদাবধানমেব সাধয়তি—কারকেতি । কিকানাত্মলাভোহবিদ্যা-
কল্পিতঃ, কাদাচিত্ত্বকত্বাৎ সম্ভববদিতাহ—স ইতি । কিঞ্চ, অসাধবিদ্যাকল্পিতোহ-
প্রামাণিকত্বাৎ সম্ভূতিপন্নবদিতাহ—মিথোতি । প্রকৃতে বিশেষঃ দর্শয়তি—অয়ং ভিত্তি । ৩৭

আত্মত্বাদেব নোৎপাদ্যাদিক্রিয়াবাবহিতঃ । নিত্যলক্ষণরূপত্বেহপি সতি অবিদ্যা-
মাত্রং ব্যবধানম্ ; যথা গৃহমাণায়া অপি শুক্তিকায়া বিপর্যায়েন রক্ততাত্ত্বমায়া
অগ্রহণং বিপরীতজ্ঞানবাবধানমাত্রম্, তথা গ্রহণম্ জ্ঞানমাত্রমেব, বিপরীতজ্ঞান-
বাবধানাপোহার্থত্বজ্ঞানম্ ; এবমিহাপি আত্মনোহলাভঃ অবিদ্যামাত্রবাবধানম্ ;
তদ্বাদিত্যা তদপোহনমাত্রমেব লাভঃ নাভ্যঃ কদাচিদপ্যুপপত্ততে । তদ্বাদাত্মলাভে
জ্ঞানাদর্থান্তরসাধনস্থানর্থকাং বক্ষ্যামঃ । তদ্বাদ্মিরাশঙ্কমেব জ্ঞান-লাভয়োরেকা-
র্থত্বং বিবক্ষমাহ—জ্ঞানং প্রকৃত্যন্তবিদ্বদিতি ; বিদ্বতে নার্ভাব্যাহাৎ । ৩৮

বৈপরীতামেব ক্ষোরয়তি—আত্মত্বাদিতি । আত্মনঃ তর্হি নিত্যলক্ষণং ন তদ্বাদলক্ষণবৃদ্ধিঃ
স্তাদিত্যাশঙ্কাহ—নিতোতি । আত্মন্তলাভোহজ্ঞানং, লাভস্ত জ্ঞানমিত্যেতদদৃষ্টাত্তেন স্পষ্টয়তি—
যথোক্তাদিনা । শুক্তিকায়াঃ স্বরূপেণ গৃহমাণায়া অপীতি যোজনম্ । আত্মলাভোহবিদ্যানিবৃদ্ধি-
রেবেত্যত্রোক্তং বক্ষ্যমাণং চ গমকং দর্শয়তি—তদ্বাদিতি । অবিরোধমুপসংহরতি—তদ্বাদিত্যা-
দিনা । তয়োরেকার্থত্বেহপি কথমমুবিদ্বদিতি মধ্যে প্রযুক্তান্তে, তত্রাহ—বিদ্বতেরতি । ৩৮

শুণ-বিজ্ঞানফলমিদমুচ্যতে ; যথা—অন্নমায়া নামরূপাত্তপ্রবেশেন খ্যাতিং
গতঃ আত্মত্বাদিনামরূপাত্তাং, প্রাণাদিসংহতিং চ শ্লোকং প্রাপ্তবান্—ইত্যেবং
যো বেদ ; স কীর্ত্তিঃ খ্যাতিঃ শ্লোকং চ সজ্জাতমিষ্টৈঃ সহ, বিদ্বতে লভতে । যদ্বা,
যথোক্তং বস্ত যো বেদ, মুমুক্শুণামপেক্ষিতং কীর্ত্তিশব্দিতমৈক্যজ্ঞানং, তৎফলং
শ্লোকশব্দিতাং মুক্তিমাপ্নোতীতি মুখ্যমেব ফলম্ ॥ ৪৪ ॥ ৭

আদিমখ্যাবসানানামবিরোধমুক্তা কীর্ত্তিমিত্যাদিবাক্যবত্যাণী ব্যাকরোতি—উপোক্তাদিনা ।
ইতি-শব্দাহুপরিষ্টাৎ যথোক্তান্ত সম্বন্ধঃ । জ্ঞানস্ততিষ্ঠাত্ত্ব বিবক্ষিতা, জ্ঞানিনামীদৃক্ফলস্তানভিলষি-
তত্বাদিতি ব্রষ্টবান্ ॥ ৪৪ ॥ ৭ ॥

আত্মানুবাদ ।—‘তদ্বাদম্’ ইত্যাদি । উৎপত্তির পূর্বে এই জগৎ বীজ-

বস্থায়—কারণরূপে অব্যাক্তাবস্থায় বিদ্যমান ছিল ; এই জন্তই—তৎকালে পরোক্ষ ছিল বলিয়াই অপ্রত্যক্ষবাচক সর্বনাম ‘তৎ’ শব্দে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে । অব্যাক্ত অবস্থার অবস্থিত ভবিষ্যৎ জগৎ তখনও অতীত কালের সহিত সংসৃষ্ট থাকায় [তাহার পরোক্ষস্বাভিধান যুক্তিযুক্তই হইয়াছে] । বিষয়টি যাহাতে অনারাসে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে, সেই জন্ত ঐতিহ্যবোধক (পুরাবৃত্তবোধক) ‘হ’ শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে । কেন না, ‘বর্ধিত্র নামে একজন রাজা ছিলেন’, এই কথা বলিলে যেমন ঐতিহাসিক রূপে সহজেই বুঝিতে পারা যায়, তেমনি ‘তৎকালে এইপ্রকার ছিল’ বলিলে, জগতের বীজাবস্থাটা পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষের অগোচর হইলেও তাহা অনারাসেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায় । ‘ইদম্’ শব্দেও যথোক্তপ্রকার সাধা-সাধনাত্মক (কার্য্য-কারণভাবাপন্ন) অভিব্যক্তি নাম-রূপাত্মক জগতের নির্দেশ করা হইয়াছে । এখানে জগতের পরোক্ষাবস্থাবোধক ‘তৎ’ শব্দ ও প্রত্যক্ষাবস্থাবোধক (স্থলাবস্থাবোধক) ‘ইদম্’ শব্দের সামান্যিকরণ্য বা অভেদ নির্দেশ থাকায় স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, এই পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষাত্মক জগৎ কলতঃ একই বস্তু, ভিন্ন নহে ;—যাহা এই ব্যক্তাবস্থায় বর্তমান আছে, তাহাই পূর্বে অব্যাক্তাবস্থায় বর্তমান ছিল, (উভয়ের মধ্যে স্বরূপগত পার্থক্য কিছুমাত্র নাই) । ইহা ছাড়া, অসতের উৎপত্তি হয় না, আর সং—বর্তমান কার্য্য বস্তুরও বিনাশ হয় না, এইরূপ সিদ্ধান্তই অবধারিত হইল । ১

এবংবিধ জগৎ অব্যাক্তাবস্থায় থাকিয়া [সৃষ্টির প্রারম্ভে] নাম-রূপাকারেই—নাম ও বিশেষ বিশেষ আকৃতিতে ব্যাক্ত হইল (অভিব্যক্ত হইল) । এখানে ‘ব্যাক্রিয়ত’ ক্রিয়াপদটির কর্ণ-কর্তৃবাচ্যে প্রয়োগ (*) থাকায় বুঝিতে হইবে যে,

(*) তাৎপৰ্য্য—সাধারণতঃ কার্য্যমাত্রেয়ই স্বতন্ত্র কর্তা ও কৰ্ম্ম থাকে . কর্তা উপযুক্ত সাধনের সাহায্যে ক্রিয়া নিষ্পাদন করিয়া থাকে . কিন্তু যেখানে কাৰ্য্যটিকে অনারাসসাধা বুঝাইবার জন্ত কর্ণকেই কর্তার স্থানবত্তী করিয়া কর্তারূপে ব্যবহার করা হয়, তাহাকে কর্ণ-কর্তৃবাচ্য প্রয়োগ বলে ; কল কথা, যে প্রয়োগে কর্তার স্পষ্ট প্রতীতি থাকে না, কর্ণেরই কর্তৃত্ব মনে হয়, তাহাই কর্ণকর্তৃ-প্রয়োগ । যেমন ‘হিচ্ছতে বৃক্ষঃ পয়মেব’ অর্থাৎ বৃক্ষটি আপনিই যেন কাটা হইতেছে ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কর্তা ও সাধনাদি না থাকিলে কোথাও কোন ক্রিয়াই হইতে পারে না ; জগতের অভিব্যক্তিতেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই ; এই জন্তই ভাষ্যকার ‘সামর্থ্যাৎ নিয়ন্তৃ’ ইত্যাদি কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছেন । পরমেশ্বর জীবগণের প্রাক্তন-কর্মাশুসারে অনারাসে জগৎসৃষ্টি সম্পন্ন করিয়াছিলেন ; এই অভিপ্রায় জ্ঞাপনের জন্ত কর্ণ-কর্তৃবাচ্যে প্রয়োগ করা হইয়াছে ।

সেই জগৎ নিজেই—আপনিই ব্যক্তীভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল,—অর্থাৎ নাম ও রূপ-
 বিশেষে প্রতীত হইবার উপযুক্ত অবস্থার স্পষ্টরূপে ব্যক্তীভূত হইয়াছিল। বিনা
 হেতুতে যখন কার্য্য হইতে পারে না ; তখন [উল্লেখ না থাকিলেও] কার্য্য
 নিয়ামক অধ্যক্ষ) কর্তা, করণব্যাপারাদি আবশ্যকীয় কারণ-সমূহের সন্ধ্যাব
 দ্বিগত হইতে হইবে । [এখন অভিযান্ত্রিক স্বরূপ বলিতেছেন,—] ‘অসৌ-নামা’
 ‘ইদং-রূপঃ’ অর্থাৎ দেবদত্ত বা যজ্ঞদত্ত প্রভৃতি যাতাব নাম এবং এই দৃশ্যমান গুরু
 কৃষ্ণাদি বর্ণ যাতার রূপ, ‘তাদৃশ’ নাম-রূপবিশিষ্ট ; এখানে সাধারণভাবে ‘অসৌ’
 এই সম্বন্ধনাম শব্দ থাকায় নামমাত্রেরই গ্রহণ করিতে হইবে, আন ‘ইদং-রূপঃ’
 স্থলেও ‘ইদং’ শব্দ থাকায়, জগতে যত নকম রূপ আছে, তৎসমস্তই বুঝিতে
 হইবে । সেই এই আলোচ্য অব্যাকৃত বস্তুটাই বর্তমান সময়েও (আধুনিক
 সৃষ্টিকালেও) নাম-রূপ দ্বাবাই ব্যাকৃত হইয়া থাকে—ইহা ‘অমক-নামক’ ও
 ‘অমুক-আকৃতিবিশিষ্ট’ । ২

যে তত্ত্বপ্রতিপাদনের জন্য সমস্ত অধ্যায়শাস্ত্রের আবশ্য, স্বভাবসিদ্ধ অবিজ্ঞা
 দ্বারা যাতার উপর কর্তৃত্বাদি ধর্ম্ম আরোপিত হইয়াছে, যিনি সমস্ত জগতের কারণ,
 স্বচ্ছ সলিল হইতে বেকপ মলস্বরূপ ফেন সমুদ্রাত হয়, তেমনি স্ব-বপভূত নাম ও
 রূপ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ—নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব, সেই তিনিই আয়ত্বভূত
 নাম ও রূপ প্রকটিত করিয়া কর্ম্মকলাশ্রয় এবং ক্ষুধা-পিপাসাদি-সম্পন্ন একাদি
 তৃণ পূর্ণাস্ত্র দেহীবা অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন । ৩

প্রশ্ন হইতেছে যে, ভাল, পূর্বে বলা হইয়াছে—‘অব্যাকৃত জগৎ আপনা
 হইতেই ব্যাকৃত বা অভিযাকৃত হইয়াছে ; এখন আবার এ কথা বলা হইতেছে কি
 প্রকারে যে, পরমাত্মাই অব্যাকৃত জগৎকে ব্যাকৃত করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করি-
 লেন ? না—এ কথা দোষাবহ হইতেছে না ; কারণ, সেখানে পরমাত্মাকেই
 অব্যাকৃত জগৎস্বরূপে প্রতিপাদন করা শ্রুতির অভিপ্রেত ; এইজন্যই [ঐরূপ বলা
 হইয়াছে] আমরাও পূর্বেই বলিয়া রাখিয়াছি যে, অব্যাকৃত জগৎ যে স্বয়ংই
 ব্যাকৃত হইয়াছে, তাহাতেও জগতের নিয়ন্তা, কর্তা, ক্রিয়াসাধন প্রভৃতি আবশ্য-
 কীয় সমস্ত কারণেরই সন্ধ্যাব স্বীকার করিতে হইবে, (নচেৎ কার্য্যই জন্মিতে
 পাবে না) । বিশেষতঃ ‘ইদং’ শব্দের সহিত ‘অব্যাকৃত’ শব্দের সামান্যিকরণ্যও
 (অভেদ নির্দেশও) এ সিদ্ধান্তের সমর্থন করিতেছে, অর্থাৎ এই দৃশ্যমান (ব্যাকৃত)
 জগতে বেকপ নিয়ন্তা (পরিচালক) প্রভৃতি বহুবিধ বিশিষ্ট কারকাদির সম্বন্ধ দৃষ্ট
 হয়, তদ্রূপ সেই অব্যাকৃত জগৎ-সদ্বন্ধেও এ সমস্ত নিমিত্তাদির সন্ধ্যাব অবশ্যই

স্বীকার করিতে হইবে ; উভয়ের মধ্যে এইমাত্র বিশেষ যে, একটি ব্যাকৃত (ব্যক্ত), আর অপরিষ্কৃত অব্যাকৃত (অব্যক্ত) । তাহার পর বক্তার ইচ্ছানুসারে একরূপ বিচিত্র ক্রিয়াপদের প্রয়োগ অল্পতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—‘গ্রাম আসি-
রাছে’ (গ্রামস্থ লোক আসিরাছে), এবং ‘গ্রাম শূন্য হইয়াছে’ (গ্রামে লোকের
বাস নাই), ইত্যাদি স্থলে গ্রাম-শব্দে কখনও কেবল বসতি মাত্র অর্থের বিবক্ষায়
অর্থাৎ গ্রামে লোকের বাস নাই, এইরূপ অর্থ প্রতিপাদনের অভিপ্রায়ে ‘গ্রামঃ শূন্যঃ’
এইরূপ শব্দ-ব্যবহার হইয়া থাকে, কখনওবা গ্রামবাসী লোককে লক্ষ্য করিয়া
‘গ্রামঃ আগতঃ’ এইরূপ শব্দ-প্রয়োগ করা হইয়া থাকে, কখনওবা গ্রামবাসী লোক
ও তাহাদের বসতি, এতদভ্যন্তর অর্থকেই লক্ষ্য করিয়া ‘গ্রাম’ শব্দের প্রয়োগ হইয়া
থাকে ; যথা,—‘গ্রামঃ চ ন প্রবিশেৎ’ অর্থাৎ ‘এ গ্রামেও প্রবেশ করিবে না’ ।
[সেখানে যেমন গ্রামে প্রবেশ ও গ্রামবাসী জনের সংসর্গ, উভয়ই নিষিদ্ধ
হইয়াছে] ; তেমনি এখানেও ব্যাকৃত ও অব্যাকৃত ভগতের অভেদবিবক্ষায়
আত্মস্বরূপে, আর ভেদবিবক্ষায় অনাস্বরূপেও ব্যবহার হইয়া থাকে ; ‘সেই এই
ভগৎ উৎপত্তি-বিনাশশীল’, এইবাক্যে আবার কেবলই ভগতের (জড়ভাবের)
নির্দেশ হইয়াছে । সেটুকু, ‘আত্মা মহান্ ও অজ (জগদ্রহিত)’, ‘স্থূলও
নহে, অণুও নহে’ ‘এই আত্মা বস্তুটি ইহা নহে ইহা নহে’ ইত্যাদি স্থলে শুধু
আত্মারই স্বরূপোন্মেষ হইয়াছে । ৪

এখন আপত্তি হইতেছে যে, পরমাত্মার ইচ্ছায় ব্যাকৃত (ব্যক্তীভাবাপন্ন) এই
ভগৎ যখন তাঁহা দ্বারা সর্বদা সক্ষমভাবে ব্যাপ্তই রহিয়াছে, তখন তাঁহাকেই
আবার ইহার মধ্যে প্রবিষ্ট বলিয়া কল্পনা করা যাইতে পারে কি প্রকারে ? কেননা,
অপ্রবিষ্ট স্থানেই কোনও পবিচ্ছিন্ন পদার্থ প্রবেশ করিতে পারে ; যেমন লোকে
গ্রাম প্রভৃতি স্থানে প্রবেশ করিয়া থাকে ; কিন্তু অকাশ ত কখনও কোথাও
প্রবেশ করিতে পারে না ; কারণ, তাহা সর্বদা সর্বত্র পবিব্যাপ্তই রহিয়াছে । যদি
বল, পাষণ্মধ্যগত সর্পাদির ত্রায় অল্প কোনরূপেও তাঁহার প্রবেশ হইতে পারে
অর্থাৎ যদি বল যে, পরমাত্মা স্বীয় ব্যাপকরূপে প্রবেশ করেন না সত্য ; কিন্তু
তাঁহার মধ্যগত থাকিয়াই অল্প কোনও প্রকারে প্রকটিত হইয়া থাকেন ;
এই জন্তই তাঁহাকে ‘প্রবিষ্ট’ বলিয়া আরোপ মাত্র কবা হইয়া থাকে ; পাষণের
ভিতরে যেমন পাষণের সঙ্গেসঙ্গেই সর্পের আবির্ভাব হয়, অথবা নারিকেলের
মধ্যে যেমন সঙ্গে সঙ্গেই জল উৎপন্ন হয়, ইহাও ঠিক তেমনি । না, তাহাও বলিতে
পার না ; কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন—‘তাহা সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করি-

লেন' । ইহা হইতে জানা বাইতেছে যে, যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি স্বয়ংই অবিকৃতভাবে অর্থাৎ অল্প কোনও ধর্মাস্তর গ্রহণ না করিয়াই জগৎ সৃষ্টি করিয়া, পরে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন । যেমন 'ভোজন করিয়া গমন করিতেছে' বলিলে পূর্বকালবর্তী ভোজনক্রিয়া ও পরবর্তী গমন-ক্রিয়া এতদ্ভয়ের পার্থক্য প্রতীত হইলেও ত কর্তার পার্থক্য-প্রতীতি হয় না, (পরন্তু একই কর্তার প্রতীতি হয়), এখানেও ঠিক তদ্রূপ ব্যবস্থাই হওয়া উচিত ; কিন্তু প্রবিষ্ট বস্তুর অবস্থান্তরোৎপত্তি স্বীকার করিলে ইহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না । আর নিরবয়ব ও অপরিচ্ছিন্ন কোন পদার্থের যে, এক স্থান পরিত্যাগপূর্বক অল্প স্থানের সহিত সংযোগাত্মক প্রবেশ, তাহাত কোথাও দেখা যায় না ; [অতএব নিরবয়বের প্রবেশের কথা কোন মতেই উপপন্ন হইতে পারে না] । ৫

যদি বল, শ্রুতিতে যখন প্রবেশের কথা আছে, তখন তিনি সাবয়বই বটে ; না,—তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, 'পুরুষ দিব্য ও অমূর্ত (নিরবয়ব),' 'নিষ্ক্রিয় ও নিরংশ' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে এবং সর্ববিধ ধর্ম-প্রতিবেদক অল্প শ্রুতি হইতেও [তাহার নিরবয়বত্ব প্রমাণিত হয়] । যদি বল, সূর্যাদি-প্রতিবিম্বের যেরূপ জলাদিতে প্রবেশ দৃষ্ট হয়, ইহারও তদ্রূপ প্রবেশ কল্পনা করা বাইতে পারে । না, তাহাও হইতে পারে না ; কারণ, কোন বস্তুর সহিতই তাহার বিপ্র-কর্ষ বা ব্যবধান নাই, [অগচ ব্যবধান না থাকিলে একের মধ্যে অপরের প্রবেশ কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না] । [ভাল, ব্যবধান না থাকিলেও] দ্রব্যের মধ্যে যেরূপ গুণের প্রবেশ হয়, সেরূপ প্রবেশ ত ব্রহ্মেরও হইতে পারে ? না,—তাহাও হইতে পারে না ; কারণ, ব্রহ্ম ত গুণের জ্ঞান কোথাও আশ্রিত নহে । গুণ-পদার্থ নিতাই পরাধীন (দ্রব্যের অধীন) ও দ্রব্যাস্রিত ; স্মৃতরাং দ্রব্যের মধ্যে তাহার প্রবেশ-ব্যবহার উপপন্ন হয়, কিন্তু স্বতন্ত্র অর্থাৎ অ-পরাধীন ব্রহ্মের সম্বন্ধে ত সেরূপ প্রবেশ কখনই সম্ভব হইতে পারে না । আর কলের মধ্যে বীজ-প্রবেশের জ্ঞান যে, প্রবেশ বলিবে ; তাহাও নহে ; কারণ, তাহা হইলে, কলের জ্ঞান ব্রহ্মেরও সাবয়বত্ব, বৃদ্ধি, হ্রাস, উৎপত্তি ও বিনাশাদি ধর্মের সম্ভাবনা হইতে পারে ; প্রকৃতপক্ষে ত ঐ সমস্ত ধর্মের সহিত ব্রহ্মের কল্পিনাকালেও সম্বন্ধ নাই ; কারণ, তাহা হইলে তিনি 'জন্মরহিত ও মরণহীন' ইত্যাদি শ্রুতি ও যুক্তির সহিত বিরোধ উপস্থিত হয় (১) । আর যদি বল—অল্প কোনও পরিচ্ছিন্ন

(১) তাৎপৰ্য্য—ব্রহ্মের বৃদ্ধি-হ্রাসাদি ধর্ম স্বীকার করিলে যে, শ্রুতি-বিরোধ উপস্থিত হয়, তাহা "অল্পঃ অল্পঃ" ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রকাশিত হইয়াছে । বৃদ্ধি-বিরোধ এইরূপ—ব্রহ্ম যদি

সংসারী (জীবই) ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে, (ব্রহ্ম নহে) ; না, তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, 'সেই এই দেবতা (পরমাত্মা) ঈক্ষণ করিলেন' এই হইতে আরম্ভ করিয়া 'নাম ও রূপ ব্যাকৃত করিব' এই পর্য্যন্ত শ্রুতিতে সেই পরমেশ্বরেরই সৃষ্টিমধ্যে প্রবেশ ও অভিযুক্তি কার্য্যে কর্তৃত্ব উল্লিখিত আছে । সেইরূপ 'তিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন,' 'তিনি এই সীমা বিদীর্ণ করিয়া, ইহা দ্বারাই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন,' 'স্থিরস্বভাব ব্রহ্ম সমস্ত রূপ (আকৃতি) নির্মাণ করিয়া এবং পৃথক্ পৃথক্ নামকরণ করিয়া, সেই সেই নামের উল্লেখ করত অবস্থান করেন', 'তুমি কুমার, অথবা কুমারী, তুমি জীর্ণ (বৃদ্ধ) হইয়া দণ্ড দ্বারা গমন করিয়া থাক,' 'প্রথমে দ্বিপদ সৃষ্টি করিলেন,' 'তিনি বিভিন্ন বস্তুতে [প্রবেশ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন আকারে প্রকাশ পাইলেন]' এই সমস্ত শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায় যে, পরমাত্মা ভিন্ন অপর কাহারো প্রবেশ হয় নাই । আপত্তি হইতে পারে যে, প্রবেশের পাত্রগুলির মধ্যে যখন পরস্পর পার্থক্য বা প্রভেদ রহিয়াছে, তখন প্রবিষ্ট পরমাত্মার ত বহুত্ব হইয়া পড়ে ? তদন্তরে বলি যে, না, তাহা হয় না ; কারণ, 'একই দেবতা (পরমাত্মা) বহুরূপে প্রবিষ্ট হইয়াছেন' 'তিনি এক হইয়াও বহু প্রকারে বিচরণ করিতেছেন', 'তুমি বহুতে প্রবেশ করিয়াও একই আছ' 'একই দেব (পরমাত্মা) সর্বভূতের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছেন, এবং তিনি সর্বব্যাপী ও সর্বভূতের অন্তরাত্মা' ইত্যাদি শ্রুতিতে [তাঁহার একত্বই ব্যবস্থিত হইয়াছে] । ৫

আচ্ছা, প্রবেশ উপপন্ন হয়, কি না হয়, সে কথা থাকুক ; প্রবিষ্টমাত্রই যখন সংসারী, এবং পরমাত্মাও যখন সেই সমস্ত সংসারী হইতে ভিন্ন নহে, তখন পরমাত্মারও নিশ্চয়ই সংসারিহ সম্ভাবিত হইতে পারে ? একথা যদি বল, তদন্তরে বলিতেছি যে, না—তাহাও হইতে পারে না ; কারণ, শ্রুতিতে তাঁহাকে অশনানাদি (ভোজনেচ্ছা প্রভৃতি) ধর্ম্মশৃণু বলা হইয়াছে । যদি বল যে, জীবের যখন স্মৃতি-দ্রুতাদি সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ হইতেছে, তখন তিনি অশনানাদির অতীত হইতে পারেন

ধর্ম্মো হন, আর ক্ষয়, বৃদ্ধি প্রভৃতি যদি তাঁহার ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে, এই ধর্ম্মগুলি ব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত ভিন্ন, কি অভিন্ন ? ভিন্ন হইলে ত অদ্বৈতভাব থাকে না, আর অভিন্ন হইলেও উহাদের উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মেরই উচ্ছেদ সম্ভাবিত হয় ; কাজেই এই জাতীয় ধর্ম্মগুলিকে ভিন্ন বা অভিন্ন বলিয়া নিরূপণ করা যায় না ; অতএব ব্রহ্মসম্বন্ধে এরূপ ধর্ম্ম স্বীকার করা যুক্তি-বিরুদ্ধ হয় ; অতএব ব্রহ্মের বৃদ্ধি ক্ষয়াদি ধর্ম্ম-সম্বন্ধ, এবং তন্নিবন্ধন যে সাবয়বধ বন্ধনা, তাহা সম্ভব হইতে পারে না ।

না ; না,—সে কথাও বলিতে পার না ; কারণ, শ্রুতিতে আছে—‘তিনি (আত্মা) লোকহুঃখে (সংসারহুঃখে) লিপ্ত হন না’ ; ‘তিনি এ সমস্তের অতীত’ । যদি বল, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-বিরুদ্ধ বলিয়া শ্রুতির কথা যুক্তিসঙ্গত নহে ; না, সে কথাও বলা চলে না ; কারণ, আত্মার অভিব্যক্তি-ক্ষেত্র বিশেষ বিশেষ উপাধির বৈচিত্র্যই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিষয় হয়, [কিন্তু আত্মা হয় না] ; কেন না, ‘দৃষ্টি’র দ্রষ্টাকে (জ্ঞানের প্রকাশককে) দর্শন করিতে পার না’ । ‘অরে মৈত্রেয়ি, বিজ্ঞাতাকে আবার কিসের দ্বারা জানিবে ?’, ‘তিনি অস্ত্রের অবিজ্ঞাত, অথচ স্বয়ং বিজ্ঞাতা’ ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, আত্মা প্রত্যক্ষাদি জ্ঞানের বিষয় নহে, তবে কি ? না, বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধিতে প্রতিকলিত যে আত্মপ্রতিবিম্ব, তাহাই ‘আমি সুখী, আমি দুঃখী’ ইত্যাদি প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয় বা বিজ্ঞেয়, (কিন্তু আত্মা তাহার বিষয় নহে) ; কারণ, ‘অয়ম্ অহম্’ (ইহা আমি) ইত্যাদি স্থলে বিষয়ের (অয়ং-পদবাচ্য জ্ঞেয় পদার্থের) সহিত বিষয়ীর (বিজ্ঞাতা আত্মার) সামান্য-ধিকরণ্য বা অভেদ ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় ; বিশেষতঃ ‘ইহা ভিন্ন আর দ্রষ্টা নাই’ ইত্যাদি শ্রুতিতে দ্বিতীয় আত্মার নিবেদ্যও রহিয়াছে (১) । বিশেষতঃ হস্তপদাদি দেহাবয়বে সুখ-দুঃখের প্রতীতি হয় বলিয়াও সুখ-দুঃখকে বিষয়ের (অনাত্মপদার্থের) ধর্ম বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে (২) । ৭

যদি বল, ‘আত্মার তৃপ্তিসাধনের জন্তই [সমস্ত বিষয় প্রিয় হইয়া থাকে]’

(১) তাৎপর্য—সাধারণতঃ জ্ঞান হয় বিষয়ী, আর জ্ঞেয় বস্তু হয় বিষয় । বেদান্তমতে জ্ঞানই আত্মা ; সুতরাং আত্মাকেই বিষয়ী বলা যায় । ‘অয়ম্ অহম্’ স্থলে, ‘অয়ং’ পদের অর্থ—প্রত্যক্ষযোগ্য অনাত্মবস্তু ; সুতরাং তাহা আত্মোপাধিভূত বুদ্ধি-প্রভৃতি ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না ; আর ‘অহং’ পদের অর্থ—আত্মা । জ্ঞান ও জ্ঞেয় এবং আত্মা ও অনাত্মা স্বভাবতই ভিন্ন, কিন্তু তথাপি ব্যবহারক্ষেত্রে অনাত্মা ‘অয়ং’ পদার্থের সহিত বিষয়ীর (আত্মার) অভেদ আরোপ করা হইয়া থাকে । ইহা হইতেই বেশ বুঝা যায় যে, শুদ্ধ আত্মা লৌকিক প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিষয় নহে ; পরন্তু বুদ্ধিরূপ উপাধিতে প্রতিবিম্বিত যে আত্ম-লোভস্ব, তাহাই উহার বিষয় ; কাজেই ‘আমি সুখী দুঃখী’ ইত্যাদি অমুভব দ্বারা বিশুদ্ধ আত্মার সুখ-দুঃখাদি সন্দেহ করনা করা যাইতে পারে না ।

(২) তাৎপর্য—সাধারণতঃ ‘আমার হাতে দুঃখ, পায়ে দুঃখ, কিংবা মস্তকে দুঃখ, অথবা স্থ’ ইত্যাদিরূপে দেহাবয়ব হস্তপদাদিতেই সুখ-দুঃখের প্রতীতি হইয়া থাকে ; হস্তপদাদি যে অনাত্মবস্তু—বিষয়, সে বিষয়ে কাহারো সন্দেহ নাই ; সুতরাং উক্তপ্রকার প্রতীতি হইতেও জানা যায় যে, সুখ-দুঃখাদি ধর্মগুলি আত্মার নহে ; পরন্তু অনাত্মা দেহাদিরই বটে, আত্মাতে সে সকলের আরোপ হয় না ।

ইত্যাদি প্রতিতে যখন আত্মতত্ত্বকেই একমাত্র উদ্দেশ্য বলা হইয়াছে, তখন আত্মার সূত্র-দুঃখ নাই, এ কথাটা যুক্তিবদ্ধ হইতেছে না ; না, তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, 'যে সময় অন্তেরই মত হয়, আত্মা হইতে আপনাকে যেন ভিন্ন বলিয়াই মনে করে' ইত্যাদি প্রতিতে অবিজ্ঞানসম্বিত আত্মাকেই উল্লিখিত কামনার ক্ষেত্র বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে । বিশেষতঃ 'যখন ব্রহ্মান্ন-বোধ উপস্থিত হয়, তখন কিসের দ্বারা কাচাকে দর্শন করিবে ?' 'এ জগতে নানা (ব্রহ্ম ভিন্ন) কিছুই নাই' [মুমুক্শু যখন] সর্বত্র একত্ব দর্শন করেন, তখন তাহার শোকই বা কি, আর মোহই বা কি ?' ইত্যাদি প্রতিতে জ্ঞানদশার সূত্র-দুঃখাদির সম্ভাব নিষিদ্ধই হইয়াছে ; কাজেই সূত্র দুঃখ প্রভৃতিকে আত্মার ধর্ম বলা যায় না । ৮

যদি বল, তর্কশাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের সহিত বিরোধ হয় বলিয়া, ইহা যুক্তিবদ্ধ হইতেছে না ; না, তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, যুক্তি দ্বারাও আত্মার সূত্র-দুঃখাদি-সম্বন্ধ উপপন্ন হইতে পারে না । কেন না, প্রত্যক্ষের অগম্য আত্মা কখনই প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত দুঃখ দ্বারা বিশেষিত (দুঃখের বিশেষ্য) হইতে পারে না ; কারণ, আত্মা কখনও লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয় নহে । যদি বল, আকাশ অপ্রত্যক্ষ হইলেও যেমন প্রত্যক্ষ-গ্রাহ্য শব্দ তাহার গুণ বা ধর্ম হয়, তেমনি অপ্রত্যক্ষ আত্মারও প্রত্যক্ষযোগ্য দুঃখ-গুণের সহিত সম্বন্ধ হইতে বাধ্য কি ? না, তাহা বলা যায় না ; কারণ, তাহা হইলেও এক বুদ্ধির বিষয় হইতে পারে না ; কেন না, প্রত্যক্ষের বিষয় (প্রত্যক্ষযোগ্য) যে সূত্রগ্রাহক জ্ঞান, [তোমার মতে] নিত্যানুমেয় আত্মা কখনই তাহার বিষয়ীভূত হইতে পারে না । বিশেষতঃ আত্মা যখন এক বৈ দুই নয়, তখন, সেই আত্মাও যদি ঐ জ্ঞানেরই বিষয়ীভূত হয়, তাহা হইলে (সেই আত্মাও বিষয়শ্রেণীতে নিবিষ্ট হইলে) বিষয়ীরই (বিষয়-প্রকাশক—বিষয়গ্রাহকেরই) অভাব হইয়া পড়ে । আর যদি বল, দীপ যেমন নিজেই নিজের বিষয় ও বিষয়ী (প্রকাশ ও প্রকাশক) হয়, তেমনি আত্মাও নিজেই নিজের বিষয় ও বিষয়ী (জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা) হইবে ; না, তাহাও বলিতে পার না, কারণ, একই সময়ে কাহারো বিষয়-বিষয়িভাব হইতে পারে না । বিশেষতঃ আত্মা যখন নিরংশ (নিরবয়ব), তখন অংশভেদেও যে, ঐরূপ বিষয়-বিষয়িভাব কল্পনা করা, তাহাও সম্ভব হয় না (ক) । ৯

(ক) তাৎপর্য—তর্কিকগণ বলিয়া থাকেন যে, আত্মাতে চতুর্দশপ্রকার গুণ আছে—
“বুদ্ধাদিষট্কাং সংখ্যাदिपक्षकं भावना तथा । धर्माधर्मौ गुणौ एते आत्मनः स्यात्तुर्दश ॥”

উপরে যে সমস্ত যুক্তি-প্রমাণ প্রদর্শিত হইল, তাহা দ্বারা [বৌদ্ধমতে] বিজ্ঞানের যে, গ্রাহ-গ্রাহকভাব, তাহাও খণ্ডিত হইল, এবং প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত দ্রুংখ, আর অনুমানের বিষয়ীভূত আত্মার যে, গুণ-গুণিতাব-কল্পনা, তাহাও নিরস্ত হইল ; কারণ, দ্রুংখ-পদার্থ নিতাই প্রত্যক্ষের বিষয়, অধিকন্তু দৈহিক রূপাদির সহিত একাধিকরণে (একই দেহে) প্রতীত হইয়া থাকে ; [সুতরাং রূপাদি যেমন আত্মার গুণ নহে, তেমনি দ্রুংখও আত্মার গুণ হইতে পারে না] । আর আত্মাতে দ্রুংখ যদি মনঃসংযোগজনিতও হয়, তাহা হইলেও আত্মাতে সাবয়বত্ব, সবিকারত্ব ও অনিত্যত্বাদি দোষ আসিয়া পড়ে ; কারণ, কোথাও এমন কোনও গুণ দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহা উৎপন্ন বা বিনষ্ট হইবার সময় স্বয়ংস্বক সাবয়ব দ্রব্যকে কিছুমাত্র বিকৃত করে না । আর যাহার অবয়ব নাই, সেই নিরবয়ব পদার্থকেও কোণারও বিকৃত হইতে, অথবা কোন নিত্য পদার্থকেও অনিত্য গুণ-বিশিষ্ট হইতে দেখা যায় না । বিশেষতঃ যাহারা আগমবাদী অর্থাৎ প্রধানতঃ শাস্ত্রপ্রামাণ্যমাত্রাবলম্বী, তাহারা ত আকাশকেও নিত্য বলিয়া স্বীকার করেন না ; অথচ এ বিষয়ে তত্ত্বিগ্ন আর উপযুক্ত দৃষ্টান্তও দেখা যায় না । আর যদি বল, বিকৃত হইলেও যখন তৎ-প্রত্যয়ের নিবৃত্তি হয় না, অর্থাৎ 'ইহা সেই বস্তুই বটে' এইরূপ জ্ঞান বিভ্রম্যানই থাকে, তখন উহা বিকারী হইলেও নিতাই বটে ; না, তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, দ্রব্যের রূপান্তর না ঘটাইয়া কখনও কোন

অর্থাৎ বুদ্ধি (জ্ঞান) স্থগ, দ্রুংখ, ইচ্ছা, দেহ, যত্ন (চেষ্টা), একত্বাদি সংখ্যা, মহৎ পরিমাণ, পূণকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, 'ভাবনা' নামক সংস্কার, (মাহার সাহায্যে জ্ঞাত বিষয় পুনঃ স্মৃতিপথে উদ্ভূত হয়), ধর্ম ও অধর্ম, এই চতুর্দশটি গুণ আত্মার স্বভাসিক ধর্ম । এখন আত্মাতে যদি স্থগ-দ্রুংখের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে উক্ত তাত্ত্বিকসিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে । অতএব আত্মার স্থগ-দ্রুংখাদি ধর্মসমূহ স্বীকার করাই উচিত । তদন্তরে ভাস্কর্য্য বলিতেছেন—

যুক্তি দ্বারাও যখন আত্মার স্থগ-দ্রুংখভাব প্রমাণ করা যাইতে পারে, তখন তাহাতে স্থগ-দ্রুংখ সম্বন্ধ কখনই স্বীকার করা যাইতে পারে না । একটি যুক্তি এই যে, স্থগ-দ্রুংখগুণ প্রত্যক্ষের বিষয় হয়, আত্মা কিন্তু সাধারণ প্রত্যক্ষের অবিসয়, সুতরাং প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষের মধ্যে কখনও ধর্ম-ধর্মিতাব হইতে পারে না । বিশেষতঃ আত্মা জ্ঞানধরূপ । সুতরাং তাহা বিষয়ী, আর আত্মগুণ স্থগ-দ্রুংখ হইল তাহার বিষয় ; দীপ যেমন কথঞ্চিৎ নিজেরই নিজকে প্রকাশিত করে বলিয়া বিষয়ও বটে, এবং বিষয়ীও বটে ; আত্মার পক্ষে কিন্তু সেসরূপ ব্যবস্থা হইতে পারে না ; কারণ, দীপ সংশ্ল বা সাবয়ব পদার্থ ; তাহার পক্ষে একাংশে প্রকাশক আর অপরাংশে একান্তর হইতেও পারে, কিন্তু আত্মা যখন নিরংশ পদার্থ, তখন তাহার পক্ষে একই সময়ে প্রকাশক-বিষয়িতাব হইতে পারে না ইত্যাদি ।

প্রকার বিকার হইতে পারে না ; অর্থাৎ এরূপ কোনও বিকার দেখা যায় না, যাহা দ্বারা বিকৃত দ্রব্যের রূপান্তর ঘটে না, পরন্তু উহাই বিকারের স্বভাব বা স্বরূপ । আর এ কথাও বলিতে পার না যে, ইউক না কেন আত্মা সাবয়ব, তথাপি উহা নিত্য ; তাহা হইলে অবয়বসমূহের পরস্পর সংযোগই যখন সাবয়ব পদার্থের কারণ, তখন নিশ্চয়ই সেই সমস্ত অবয়বের পুনর্বার বিভাগও অবশ্যস্বাভাবী, [অবয়ব-বিভাগই ত সাবয়ব পদার্থের ধ্বংস বা বিনাশ, কাজেই সাবয়ব পদার্থের ধ্বংসও অবশ্যস্বাভাবী] । যদি বল, বজ্রপ্রভৃতি কোন কোন সাবয়ব বস্তুতে যখন অবয়ব-সংযোগ দৃষ্ট হয় না, তখন সংযোগপূর্বকত্ব নিরমটি ঠিক অব্যভিচারী (সার্বত্রিক) নহে ; না, সে কথাও সঙ্গত হয় না ; কারণ, বজ্রাদিও যে, অবয়বসংযোগ হইতেই উৎপন্ন, তদ্বিষয়ে অস্বীকার করা যাইতে পারে ; অতএব আত্মাতে কখনই দুঃখাদি অনিত্যগুণের সম্ভাব উপপন্ন হইতে পারে না (১) । ১০

(১) তাৎপর্য—এ স্থানে যে সমস্ত তর্কের অবতারণা করা হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটিই জটিল এবং পূর্ণপ্ৰভাবে আলোচনার যোগ্য, কিন্তু সেরূপ অবসর কোথায় ? তাই দুই একটি বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনার আভাস মাত্র প্রদান করিতেছি—প্রথম কথা হইল, আমরা আত্মাতে যে সুখ-দুঃখ অনুভব করিয়া থাকি, তাহা আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম নহে ; পরন্তু উহা মনের ধর্ম ; বিষয়-সম্বন্ধ মনের সহিত আত্মার সংযোগে উহার উৎপত্তি ; সুতরাং, উহা অনিত্য । এ কথার উত্তরে ভাস্কর বলেন—আচ্ছা, আত্মার সুখ-দুঃখাদি যদি মনঃসংযোগজন্যই হয়, তাহা হইলেও আত্মার ঐ সমস্ত গুণকে উৎপত্তি-বিনাশশীল বলিতে হইবে । দেখিতে পাওয়া যায়, গুণ কখনও সাবয়ব ভিন্ন নিরবয়ব বস্তুতে থাকে না, এবং থাকেও সম্ভব হয় না । অবশ্য, নৈয়ায়িকগণ শব্দ-গুণবিশিষ্ট আকাশকেও নিরবয়ব বলেন ; কিন্তু উপনিষৎপ্রভৃতি প্রামাণিক শাস্ত্রে যখন পঞ্চভূতকেই উৎপন্ন (জন্ম) পদার্থ বলিয়াছেন ; তখন শাস্ত্রপ্রামাণ্যানুসারে আকাশকেও গুণাত্মক নিরবয়ব দ্রব্যরূপে দৃষ্টান্ত দেওয়া চলে না । অতএব আত্মাতে সুখ-দুঃখ স্বীকার করিলেই সাবয়বত্বও স্বীকার করিতে হয় ; অধিকন্তু, সাবয়ব দ্রব্যে যখনই কোনও গুণ উৎপন্ন হয়, অথবা তাহা হইতে অন্তর্হিত হয়, তখনই তাহার কিছু না কিছু বিকার উৎপন্ন করিয়া থাকে । অতএব আত্মার সুখ-দুঃখ স্বীকার করিলে বিকারিত্বও স্বীকার করিতে হয় ; বিকারিত্ব স্বীকার করিলেই তাহার অনিত্যত্বও স্বীকার করিতে হয় । বিকারশীল সাবয়ব বস্তুমাত্রই কতকগুলি অবয়বের সংযোগে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে ; তাহা হইলেই ‘সংযোগাশ্চ বিরোগান্তাঃ’ অর্থাৎ সংযোগের শেষ ফল হইতেছে—বিরোগ ; অবয়ব-বিরোগই সাবয়ব পদার্থের ধ্বংস । বজ্র প্রভৃতি যে সমস্ত সাবয়ব বস্তুকে আপাতদৃষ্টিতে নিত্য বলিয়া এবং অবয়ব-সংযোগহীন বলিয়া, এইরূপ মনে হয় ; বস্তুতঃ সাবয়বত্ব নিবন্ধন সে সমস্ত বস্তুকেও সংযোগজ বলিয়া অস্বীকার করা যাইতে পারে ; সুতরাং ঐ সমস্ত বস্তুও ইহার বিরুদ্ধ দৃষ্টান্ত হইতে পারে না ।

এখন আপত্তি হইতে পারে যে, পরমাত্মাও যদি হৃৎখী (হৃৎখীশ্র) না হইলেন, এবং তন্ত্ৰিণ অপর কাহাকেও বধন হৃৎখী বলিয়া কল্পনা করা যাইতে পারে না, তখন সেই হৃৎখীশ্রির জ্ঞাত শাস্ত্রারম্ভের ত কিছুমাত্র প্রয়োজন দেখা যাইতেছে না ; না, একরূপ আপত্তিও হইতে পারে না ; কারণ, অবিজ্ঞা-বশতঃ আত্মাতে হৃৎখীত্বম্ অধ্যারোপিত হইয়াছে, তন্নিবৃত্তিই শাস্ত্রারম্ভের উদ্দেশ্য । যেমন [“দশমদ্বন্দ্বমসি”স্থলে] অজ্ঞানবশতঃ আত্মাতে কল্পিত দশমদ্বন্দ্ব সংখ্যার অপূর্ণতাদ্বন্দ্বনিবৃত্তির জ্ঞাত উপদেশের আবশ্যক হয়, (*) তেমনি এখানেও আত্মাতে কল্পিত হৃৎখীত্বনিবৃত্তির জ্ঞাত শাস্ত্রারম্ভের প্রয়োজন আছে । ১১

জলের মধ্যে যেরূপ সূর্য্যাদির প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হইয়া থাকে, তদ্রূপ ব্যাকৃত জগতের মধ্যেও যে, আত্মার প্রতিবিম্ববৎ উপলব্ধি বা প্রতীতি, তাহাই আত্মার প্রবেশ । জগৎপতির পূর্বে আত্মার উপলব্ধি ছিল না, পশ্চাৎ স্থল কার্য্য সৃষ্ট হইলে পর, বুদ্ধির অভ্যন্তরে তাহার উপলব্ধি হইল ; এই কারণেই জলাদির মধ্যে সূর্য্যাদি-প্রতিবিম্বের জ্ঞার কার্য্যস্বরূপ জগৎসৃষ্টির পর, তিনি তন্মধ্যে প্রবিষ্টবৎ অন্তর্ভূত হন বলিয়া প্রতি-নির্দেশ রহিয়াছে,—‘তিনি ইহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন’, ‘তাহা (জগৎ) সৃষ্টি করিয়া তাহারই মধ্যে তিনি প্রবেশ করিলেন’, ‘তিনি এই সীমা বিদীর্ণ করিয়া ইহা দ্বারা এই প্রাপ্ত হইলেন’, ‘সেই দেবতা (পরমেশ্বর) আলোচনা করিলেন,—ভাল, আমি এই জীবাত্মরূপে এই তিন দেবতার (তেজঃ, জল ও পৃথিবীর) অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক [নাম ও রূপ বিস্তার

(*) তাৎপৰ্য্য—দশজন লোক বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যাইতে যাইতে পথে একটি ক্ষুদ্র নদী পাইল ; নদীটা সমুদ্রগণের নাহায়ে পার হইলে পর, তাহাদের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল যে, আমরা ঠিক দশ জনই পার হইতে পারিয়াছি ? কিংবা কেহ নদীতে ডুবিয়া গিয়াছে ? তখনই গণনা আরম্ভ হইল । সকলেই অতুত পতিত । প্রত্যেকেই গণিবার সময় আপনাকে বাদ দিয়া গণিতে আরম্ভ করিল ; স্মরণে নয় জনের বেশী আর কিছুতেই হইল না, তখন তাহারা স্থির করিল যে, আমাদের মধ্যে দশম লোকটি নিশ্চয়ই জগে ডুবিয়া মরিয়াছে । সকলেই দশম ব্যক্তির শোকে কাঁদিয়া আঁতুল । অপর একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি তাহাদের দুঃখবহা দর্শনে কাতর হইয়া বলিলেন যে, তোমরা পুনর্বার গণনা করিয়া দেখ, দশম মরে নাই ; তখন তাহাদের একজন পূর্ব্ববৎ গণনা করিতে করিতে সেই নবম পর্য্যন্ত গণনা করিল, তখনই সেই অভিজ্ঞ ব্যক্তি অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া বলিলেন যে, ‘দশমদ্বন্দ্বমসি’ অর্থাৎ তুমিই সেই দশম । তখন তাহাদের দশম সংখ্যার অপূর্ণত্ব বিধূরিত হইল ।

করিব’ ইত্যাদি । [প্রবেশ শব্দের বৈকল্পিক অর্থ বলা হইল, সেরূপ না হইলে,] সৰ্ব্বব্যাপী ও নিরবয়ব আত্মার পক্ষে দিক্, দেশ ও কালের সহিত সংযোগ-বিয়োগাত্মক প্রবেশ কখনও উপপন্ন হইতে পারে না । প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মার অতিরিক্ত যে, আর কেহ দ্রষ্টা আছেন, তাহাও নহে ; কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন—‘ইহার অতিরিক্ত আর কেহ দ্রষ্টা নাই’, ‘ইহার অতিরিক্ত আর কেহ শ্রোতা নাই’ ইত্যাদি ; এ সব কথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি । বিশেষতঃ জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়-প্রতিপাদন এবং সৃষ্ট জগতে ব্রহ্মের প্রবেশবোধক যে সমস্ত শ্রুতিবাক্য আছে, সে সমস্তের প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে—ব্রহ্মকে উপলব্ধি-গোচর করান । কারণ, শ্রুতিতে ব্রহ্মোপলব্ধিই পুরুষার্থ (পুরুষের মুখ্য প্রয়োজন) বলিয়া শ্রুত হয়,—‘আত্মাকেই জানিবে,’ ‘সেই ব্রহ্মোপলব্ধির ফলে সৰ্ব্বাত্মক হইয়াছিলেন’, ‘ব্রহ্মবিৎ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন’, ‘সেই যে-কেহ পরমাত্মাকে অবগত হন, তিনি ব্রহ্মই হইয়া যান’, ‘আচার্য্য-বান্ পুরুষ (জিজ্ঞাসু ব্যক্তি) তাঁহাকে জানেন’, ‘তাঁহার (ব্রহ্মদর্শীর) সেই পর্য্যন্তই মিলন’ ইত্যাদি ; এবং ‘তাঁহার পর আমাকে যথাযথরূপে অবগত হইয়া পশ্চাৎ আমাতে (ব্রহ্মে) প্রবেশ লাভ করেন,’ ‘তাহাই (জানই) সৰ্ব্ববিজ্ঞার শ্রেষ্ঠ, এবং তাহা হইতেই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে’, ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্র হইতেও [জানা যায় যে, ব্রহ্মোপলব্ধিই প্রধান পুরুষার্থ বা তাহার সাধন] । বিশেষতঃ আটম্বকতত্ত্বজ্ঞান-সমুৎপাদনেই যে, সৃষ্টি প্রতিপাদক বাক্যের তাৎপর্য্য, তাহা ভেদদর্শনের নিন্দা হইতেও প্রতিপন্ন হয় । অতএব, সৃষ্ট জগতে তাঁহার উপলব্ধিই ‘তাঁহার প্রবেশ’ বলিয়া কল্পিত হইয়া থাকে । ১২

‘আ নথাগ্রেভাঃ’—নথের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত আত্ম-উচ্যতত্ত্ব অন্তর্ভূত হইয়া থাকে । আত্মাইবা সেখানে কি প্রকারে প্রবিষ্ট আছেন ? তাহা বলিতেছেন—জগতে কুর যেমন কুরধানে—কুর যাহাতে রাখা হয়, তাহার নাম কুরধান—নাপিতের যন্ত্রাধার । কুর যেমন সেই কুরধানের মধ্যে নিবেশিত থাকে, অথবা বিশ্বস্তর—অগ্নি, জগৎকে ভরণ (পোষণ) করে বলিয়া অগ্নির নাম বিশ্বস্তর ; কুলায় অর্থ—নীড় (বাসস্থান) ; অর্থাৎ অগ্নি বৈকল্পিক বিশ্বস্তর-কুলায়ে—কাষ্ঠ প্রভৃতির অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট থাকে ; তজ্জন্তই কাষ্ঠঘর্ষণ করিলে তন্মধ্যে হইতে অগ্নি প্রকাশ পাইয়া থাকে । কুর যেমন কুরধানের একাংশে অবস্থান করে, এবং অগ্নি যেমন কাষ্ঠকে সৰ্ব্বতোভাবে ব্যাপিয়া তন্মধ্যে নিহিত থাকে, তেমনি আত্মাও এই দেহকে সামান্ত-বিশেষভাবে অর্থাৎ আংশিকভাবে ও সৰ্ব্বতোভাবে ব্যাপিয়া তন্মধ্যে অবস্থান করে ; কিন্তু সেই দেহমধ্যে আস—প্রাণব্যাপার ও দর্শনাদি ক্রিয়ার সহযোগেই আত্মার উপলব্ধি হইয়া

থাকে ; এই জ্ঞানই সেই দেহমধ্যে প্রবিষ্ট প্রাণনাদি-ক্রিয়াবিশিষ্ট সেই আত্মাকে দর্শন করিতে পায় না । ১৩

ভাল, এখানে যখন দর্শনের কোন প্রসঙ্গই নাই, তখন ‘তাহাকে দর্শন করে না’ এই কথাটা ত অপ্রাপ্তপ্রতিষেধ হইল, অর্থাৎ যাহার প্রাপ্তি সম্ভাবনা ছিল না, তাহারই নিষেধ করা হইল ? না, ইহা দোষাবহ হয় না ; কেন না, সৃষ্টি-প্রভৃতি-প্রতিপাদক বাক্যগুলির প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হইতেছে—আত্মৈকত্বজ্ঞান সমুৎপাদন করা ; সুতরাং আত্মদর্শন এখানে অপ্রাসঙ্গিক নহে ; এই জ্ঞানই মন্ত্রেতে আছে—‘তিনি প্রত্যেক বস্তুতে প্রবিষ্ট হইয়া তত্তদ্রূপে প্রকাশ পাইয়াছিলেন ; লোকের বুদ্ধিগম্য হইবার জ্ঞানই ইহার সেই রূপটি অভিব্যক্ত হইয়াছে’ ইত্যাদি । কেন যে, প্রাণনাদি ক্রিয়াসহযোগে আত্মারই দর্শন হয়, তাহার কারণ প্রদর্শন করিতেছেন—যে হেতু, প্রাণনাদি ক্রিয়াবিশিষ্ট সেই আত্মা অকুৎসব—সমস্ত নয়, [সেই হেতুই অসম্যাকবুদ্ধির বিষয় হইয়া থাকে] । প্রাণনাদিবিশিষ্ট আত্মা যে, অসম্পূর্ণ কেন, তাহাও বলিতেছেন—আত্মা কেবল প্রাণন অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাসাদি ক্রিয়া করে বলিয়াই প্রাণ-নামে অভিহিত হইয়া থাকে । [বৃত্তিতে হইবে যে,] শুধু প্রাণধারণ কার্যের কৰ্ত্তা বলিয়াই অর্থাৎ আত্মা প্রাণন করে বলিয়াই প্রাণ-নামে অভিহিত হয়, কিন্তু অন্ত ক্রিয়ার কৰ্ত্তৃত্বনিবন্ধন নহে । যেমন, যে ব্যক্তি ছেদন করে, তাহাকে ‘লাবক’ (ছেদক) বলে, আর যে লোক পাক করে, তাহাকে ‘পাচক’ বলে ; ইহাও তদ্রূপ । অতএব অপরাপর ক্রিয়ার কৰ্ত্ত্বরূপে আত্মার অন্তত্ব হইয়া না বলিয়াই ঐরূপ আত্মা অকুৎসব বা অসম্পূর্ণ । ১৪

সেইরূপ বদন-ক্রিয়া করে বলিয়া—বাক্যোচ্চারণ করে বলিয়া বাक् ; দর্শন করে বলিয়া চক্ষুঃ ; চক্ষুঃ অর্থ দর্শনকারী—দ্রষ্টা ; ‘শৃগ্ন’—শ্রবণ করে বলিয়া শ্রোত্র । “প্রাণন্ এবং প্রাণঃ,” আর “বদন্ বাक्” এই দুই কথায় আত্মাতে ক্রিয়া-শক্তির অভিব্যক্তি জ্ঞাপিত হইল । আর “শৃগ্ন চক্ষুঃ,” ও “শৃগ্ন শ্রোত্রঃ” এই দুইটি কথায় জ্ঞানশক্তির আবির্ভাব প্রদর্শন করা হইল ; কেন না, নাম ও রূপ, এই দুইটাই জ্ঞানশক্তির বিষয় বা গ্রহণীয় । শ্রবণেন্দ্রিয় ও চক্ষু হইতেছে—বিজ্ঞানোৎপাদনের উপায়, আর বিজ্ঞান হইতেছে নাম ও রূপের সাধন অর্থাৎ শ্রোত্র ও চক্ষুরিঞ্জিরের সাহায্যে প্রথমে অল্পতবাস্বক জ্ঞান জন্মে, তাহার পর সেই বিজ্ঞানই আবার নাম ও রূপ, এই দুইটি বিষয় গ্রহণ করে । জগতে নাম ও রূপ ভিন্ন আর কিছু জ্ঞাতব্য পদার্থ নাই । সেই দুইটি বিষয় অল্পতব করিতে হইলে চক্ষুঃ ও কণ ভিন্ন আর কোনও সাধন বা উপায় নাই ; কাজেই চক্ষুঃ ও কণকে

নাম-রূপবোধের সাধন বলা হইতেছে। তাহার পর, ক্রিয়ামাত্রই নাম-রূপের সাহায্যে নিষ্পাদিত হয়, এবং প্রাণই সেই ক্রিয়ার আশ্রয়। সেই প্রাণাপ্রিত ক্রিয়ার অভিব্যক্তিতেও (প্রকাশনেও) বাগিন্দ্রিয়ই কারণ ; হস্ত, পদ, পায়ু (মল-দ্বার) ও উপস্থ (জননেন্দ্রিয়) সম্বন্ধেও এইরূপ নিয়ম ; কেবল উপলক্ষার্থ অর্থাৎ উদাহরণস্বরূপে বাগিন্দ্রিয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে মাত্র। ইহাই যে ব্যাকৃত সমষ্টি বা সৃষ্টিসমষ্টি, তাহা 'ত্রয়ং বা ইদং নাম রূপং কৰ্ম্ম' এই প্রতিতেও বলিবেন। এইরূপ 'মনানঃ'—মনন করে—ভাগমন্দ চিন্তা করে বলিয়া 'মনঃ' নামে অভিহিত হয়। যাহা দ্বারা মনন করা হয়, এইরূপ অর্থাত্মসারে সর্ববিধ জ্ঞানসাধন অন্তঃ-করণকেও 'মনঃ' বলা হইয়া থাকে ; কিন্তু পুরন সেক্ষপ অর্থে 'মনঃ' শব্দবাচ্য নহে, পরন্তু তিনি নিজে মনন-কার্য্যের কর্তা বলিয়া 'মনঃ' শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন। ১৫

[এই যে সমস্ত নাম উল্লিখিত হইল,] সেই প্রাণাদি সমস্ত নামই এই আত্মার কৰ্ম্ম-নাম, অর্থাৎ নিশ্চয়ই কৰ্ম্মানুযায়ী নাম, কিম্ব কোনটাই প্রকৃত শুদ্ধ আত্ম-বস্তুর বোধক নহে। আত্মা যথোক্তপ্রকার প্রাণনাদি ক্রিয়া ও ক্রিয়াজনিত প্রাণাদি নাম এবং তদনুরূপ রূপে অভিব্যক্ত হইলেও—সূচিত হইলেও, ঐ সমস্ত নাম দ্বারা প্রকৃত আত্মবস্তুর যথাযথ স্বরূপটি প্রকাশ পায় না। অতএব, যে লোক উক্ত প্রাণনাদি ক্রিয়াসমষ্টিরূপে গ্রহণ না করিয়া একএকটিকে—শুধু প্রাণ বা চক্ষু ইত্যাদি এক এক অংশ বিশিষ্টকেই 'ইহাই আত্মা' বলিয়া মনে মনে উপাসনা করে—চিন্তা করে, কিম্ব সমস্ত ক্রিয়াবিশিষ্টের অনুসন্ধান করে না, বস্তৃতঃ সে লোক ব্রহ্মকে জানে না। কারণ ? যেহেতু ঐরূপ এক একটি মাত্র গুণবৃত্ত আত্মা অকৃত্ব অর্থাৎ উক্ত প্রাণনাদি ক্রিয়াসমষ্টি হইতে পৃথগ্ভূত—এক একটিমাত্র গুণে বিশেষিত আত্মা পূর্ণ আত্মা নহে ; কারণ, অপর ক্রিয়াসমূহের চিন্তা না থাকায় উহা আত্মার সম্পূর্ণ স্বরূপ হইতে পারে না। অভিপ্রায় এই যে, উপাসক যে পর্য্যন্ত এইরূপ—'দর্শনকর্তা, শ্রবণকর্তা ও স্পর্শকর্তা' ইত্যাদি প্রকার স্বভাবসিদ্ধ বৃত্তি বা ক্রিয়াবিশিষ্টরূপে চিন্তা করেন, তিনি সে পর্য্যন্ত ঠিক যথার্থরূপে সম্পূর্ণ আত্মাকে জানিতে পারে না। ১৬

ভাল, কিরূপে দর্শন করিলে আত্মাকে যথার্থরূপে জানিতে পারে ? তদন্তরে বলিতেছেন—'আত্মা'-রূপে [অর্থাৎ ব্যাপকরূপে দর্শন করিলেই জানিতে পারে]। ইতঃপূর্বে বাহার সম্বন্ধে প্রাণাদি যে সমস্ত বিশেষণ বা কণ্যনাম উক্ত হইয়াছে, তিনিই সেই সমস্ত বিশেষণের ব্যাপক বলিয়া এখানে 'আত্মা' নামে অভিহিত

হইতেছেন (১) । সেই আত্মা সমস্ত বিশেষণব্যাপী বলিয়া কুৎস—পূর্ণ । কেন না, তিনি স্বীয় স্বভাববলেই প্রাণাদি বিশেষ বিশেষ উপাধির ক্রিয়াজনিত সমস্ত বিশেষণ বা বিশেষ বিশেষ অবস্থাগুলিকে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন ; [কাজেই তিনি কুৎস বা পূর্ণ] । ইতঃপর ‘যেন ধ্যানই করেন, যেন স্পন্দনই করেন’ ইত্যাদি বাক্যেও এই কথাই বলা হইবে । অতএব, তাঁহাকে আত্মারূপেই উপাসনা করিবে ; ঐরূপ উপাসনা করিলেই যথার্থরূপে সম্পূর্ণ আত্মাকে গ্রহণ করা হইয়া থাকে । আশঙ্কা হইতে পারে যে, ঐরূপ চিন্তা করিলেই আত্মার পূর্ণতাব গ্রহণ করা হয় কেন ? সেই আশঙ্কা অপনয়নের নিমিত্ত বলিতেছেন—যেহেতু, সর্বোপাধিবর্জিত শুদ্ধ বস্তুভূত এই আত্মাতে—জলে প্রতিফলিত সূর্য্যবিম্বসমূহেরূপ সূর্য্যে মিশিয়া এক হয়, তদ্রূপ প্রাণাদি-উপাধিজনিত কর্মজ প্রাণাদি-নাম-বাচ্য যে সমস্ত বিশেষ বা ভেদসমূহ পূর্বে কথিত হইয়াছে, সে সমস্তই এক হইয়া যার, অর্থাৎ আত্মার সহিত অভিন্নভাবে প্রাপ্ত হয় । ১৭

[লোকে যখন আপন ইচ্ছামত ‘আত্মারূপে’ আত্মার উপাসনা করিতে পারে, তখন আত্মোপাসনারও] পাক্ষিক প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে, অতএব ‘আত্মা ইতোব উপাসীত’ এই বাক্যোক্ত উপাসনারিধিটি ‘অপূর্ব্ববিধি’ হইতে পারে না, অর্থাৎ ইহা লোকের সম্পূর্ণ অবিজ্ঞাত বিবরের উপদেশক বিধি হইতে পারে না । ‘বাহ্য সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষস্বরূপ’ ‘কোনটি আত্মা ? না, এই বাহ্য বিজ্ঞানময়’, আত্মপ্রতি-পাদক এই সমস্ত শ্রুতিতেই আত্মবিষয়ে বিজ্ঞানোপদেশ রহিয়াছে ; সুতরাং আত্মার প্রকৃত স্বরূপ বিজ্ঞাত হইলে, সেই বিজ্ঞান দ্বারাই ত অনাত্মাভিমান এবং কারক ও ক্রিয়াকলারোপাত্মক অবিজ্ঞাও অপনীত হইয়া যাইতে পারে । অবিজ্ঞা-নিবৃত্তি হইলে আত্মাতে আর কামাদি দোষেরও উৎপত্তি-সম্ভাবনা থাকে না ; সুতরাং কামাদি দোষ নিবৃত্তি হইয়া গেলে অনাত্মবিষয়ক চিন্তাও আর আসিতে

(১) তাৎপর্য—‘আত্মা’ শব্দটি ‘অত্’ ধাতু হইতে ‘মন্’ প্রত্যয় যোগে নিম্পন্ন হইয়াছে । ‘অত্’ ধাতুর অর্থ—সতত গমন বা সর্বব্যাপিহ ; সুতরাং ‘আত্মা’ শব্দের যৌগিক অর্থ হইতেছে—যিনি সর্বগত বা সর্বব্যাপী, তিনিই আত্মা । এইরূপ যোগার্থকে লক্ষ্য করিয়াই ভাস্কর্য্যকার বলিয়াছেন যে, ‘প্রাণ’, ‘বাক্’ ও ‘প্রোত্র’ প্রকৃতি এক একটি কর্ম-নামে আত্মার যেসমস্ত আংশিক ভাব প্রকটিত হয়, এক আত্মারূপে সেই সমস্ত উপাধিক বিশেষ বিশেষ অবস্থাগুলি আত্মার জোড়ীকৃত হয় । এই জন্ত এক একটি বিশেষ ভাব ধরিয়া উপাসনা করিলে আত্মার ঠিক সম্পূর্ণতাব গ্রহণ করা হয় না ; পরন্তু ‘আত্মা’ বলিয়া উপাসনা করিলেই ঐ সমস্ত দৃঢ় ভাবগুলি গ্রহণ করা হয় ; কারণ, আত্মা ত ঐ সমস্ত ভাবেরই সমষ্টিবিশিষ্ট ।

পারে না ; কাজেই অবশিষ্ট আত্মবিষয়ক চিন্তাই পাওয়া যায় । অতএব, এই মতে আত্মোপাসনার জন্ত আর বিধির আবশ্যক হইতে পারে না ; কারণ, উহা প্রমাণান্তর দ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে ; [অথচ অপ্রাপ্ত বিষয় ভিন্ন, প্রাপ্তবিষয়ে কখনই অপূর্ববিধি হইতে পারে না] (২) । ১৮

[অপূর্ববিধিবাদী পুনশ্চ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন]—থাকুক,—আত্মোপাসনার প্রাপ্তি পাক্ষিক বা নিত্য, এ কথা রাখিয়া দাও । এটি কিন্তু অপূর্ববিধিই হওয়া উচিত ; কারণ, জ্ঞান ও উপাসনা যখন একই বস্তু, তখন উহা নিশ্চয়ই অপ্রাপ্ত ; বিশেষতঃ “ন স বেদ” (সে লোক জানে না), এই কথা বলার পর অর্থাৎ ‘বেদনে’র প্রসঙ্গে যখন “আত্মা ইত্যেব উপাস্যাত” (আত্মা বলিয়াই উপাসনা করিবে) বলা হইয়াছে, তখন বেশ বুঝা যাইতেছে যে, ‘বেদন’ ও ‘উপাসনা’ শব্দের একই অর্থ । তাহার পর, ‘ইহা দ্বারা (আত্মবিজ্ঞান দ্বারা) এই সমস্ত জগৎ জানা যায়,’ ‘আত্মাকেই জানিয়াছিলেন’ ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও বিজ্ঞান ও উপাসনার একত্বই প্রতিপন্ন হইতেছে । যথোক্ত বিজ্ঞান যখন অত্ৰ কোনও প্রমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, তখন তদ্বিষয়ে অবশ্যই বিধি হইতে পারে । [আর [বিধি ব্যতীত] কেবলই বস্তুর স্বরূপ বর্ণনা করিলে, তদ্বিষয়ে কখনই লোকের প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে না ; অতএব ইহা ‘অপূর্ব-বিধি’ই বটে । বিশেষতঃ কৰ্ম্মবিধির অনুরূপ বলিয়াও [ইহাকে অপূর্ববিধি বলিতে হইবে] । কারণ, ‘যজ্ঞেত’ (যজ্ঞ করিবে), ‘জুহুয়াৎ’ (হোম করিবে) ইত্যাদি কৰ্ম্ম-নিষায়ক বাক্যের সঙ্গে আত্মো-

(২) তাৎপর্য—যাহা দ্বারা লোককে কাব্যবিশেষে প্রবৃত্তি বা নিবর্তিত করা হয়, তাহার নাম ‘বিধি’ । ইহাই বিধির সামান্ত্র লক্ষণ । বিধি প্রথমতঃ চারি প্রকার—(১) অপূর্ব-বিধি, (২) নিয়মবিধি (৩) পরিসংখ্যাবিধি ও (৪) প্রয়োগবিধি । তদ্ব্যতীত, অত্ৰ কোন প্রকারে যাহা জানিতে পারা যায় না, এরূপ কোনও নূতন বিষয়ের জ্ঞাপক যে বিধি, তাহার নাম ‘অপূর্ববিধি’, ইহার নামান্তর উৎপত্তিবিধি । আর যেসকল কাব্য লোকের জানা আছে, এবং ইচ্ছা করিলে করিতেও পারে, ইচ্ছা না করিলে নাও করিতে পারে, সেসকল নিয়মবোধক (অবশ্যকর্তব্যতাজ্ঞাপক) বিধির নাম নিয়ম-বিধি ।

যেখানে বিধিবিভক্তি থাকিলেও বিধির প্রাধান্ত থাকে না, পরন্তু নিষেধেই তাৎপর্য অবধারিত হয়, তাহার নাম পরিসংখ্যা । যেমন “পঞ্চ পঞ্চনখান্ ভূঞ্জীত” অর্থাৎ পঞ্চনখযুক্ত পাঁচপ্রকার শ্রীকে ভক্ষণ করিবে, এইমূলে ভক্ষণ না করাই বাক্যের উদ্দেশ্য ; যদি ভক্ষণ করিতেই হয়, তবে ঐ পাঁচপ্রকার ভিন্ন কোন শ্রীকে ভক্ষণ করিবে না ।

আর যে বিধিতে কেবল ক্রিয়ানুষ্ঠানের প্রণালীমাত্র কথিত হয়, তাহার নাম প্রয়োগবিধি । মন্ত্রাদির বিনিয়োগ নির্দেশ করাও প্রয়োগবিধির অন্তর্গত ।

পাসনা-বিধায়ক “আত্মৈত্যোব উপাসীত” “আত্মা বা অরে দ্রব্যঃ” ইত্যাদি বিধি-
গুলির কিছুমাত্র প্রভেদ বুঝা যাইতেছে না ; [অতএব ইহা অপূৰ্ণবিধিই বটে] । ১৯

বিশেষতঃ বিজ্ঞান কথার অর্থ মানস ক্রিয়া, তজ্জন্তুও [এখানে অপূৰ্ণবিধিই
স্বীকার করিতে হইবে] । যেমন, যে দেবতার উদ্দেশ্যে হবিঃ (যজ্ঞীয় দ্রব্য) গ্রহণ
করিতে হয়, বযট্কার করিবার পূর্বেই (‘হবিঃ ত্যাগের অগ্রেই’) তাহাকে মনে মনে
চিন্তা করিবে’ ইত্যাদি মানসী ক্রিয়ার (শুধু চিন্তাত্মক ক্রিয়ার) বিধান হইয়া থাকে,
তেমনি ‘আত্মা-ইত্যোব উপাসীত’ “মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ” ইত্যাদি স্থলেও
জ্ঞানাত্মক ক্রিয়াই বিহিত হইতেছে । আর ‘বেদন’ ও ‘উপাসনা’ শব্দের যে, একই
অর্থ, তাহা আমরা পূর্বেই প্রতিপাদন করিয়াছি । বিশেষতঃ অপূৰ্ণবিধির
অঙ্গস্বরূপ যে, ‘ভাবনা’ নামক অংশত্রয়, তাহাও এখানে উপপন্ন হইতেছে । দেখ,
‘যজ্ঞেত’ (যজ্ঞ করিবে), এই ভাবনা স্থলে (ভাবনা অর্থ—ফলোৎপত্তির অনুকূল
ব্যাপারবিশেষ ।) যেমন সাধন ও ফলাদি-বিষয়ে আকাঙ্ক্ষার নিবারণক—‘কিং ?
কেন ? ও কথম্ ?’ অর্থাৎ কি ফল কি উপায়ে এবং কি প্রকারে উৎপাদন
করিবে ? এই তিনটি অংশের প্রতীতি হইয়া থাকে, ঠিক তেমনি “উপাসীত”
এই বিধীয়মান ‘ভাবনা’তেও কাহার উপাসনা করিবে ? এবং কি প্রকারে
করিবে ? এইরূপ আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হইয়া থাকে ; সেই আকাঙ্ক্ষা অপনয়নের
নিমিত্তই, ‘ব্রহ্মচর্য্য, ধম দম, উপরতি ও তিতিক্ষা প্রভৃতি ইতিকর্তব্যতা সমন্বিত’
ও ‘ত্যাগী হইয়া মনের দ্বারা আত্মার উপাসনা করিবে’ ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যে
বিধির অপেক্ষিত সেই অংশত্রয় প্রদর্শিত হইতেছে । ২০

[ইহার উদাহরণ রূপে বলা যাইতে পারে যে,] ‘দর্শ পূর্ণমাস’ যাগের সমস্তটা
প্রকরণই যেমন দর্শ-পূর্ণমাস যাগের বিধিকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রবৃত্ত হইয়াছে,
ঠিক তেমনি উপনিষদের আত্মোপাসনা-প্রকাশক সমস্ত প্রকরণটাই আত্মো-
পাসনার বিধিকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রবৃত্ত হইয়াছে । আর “নেতি নেতি” (ইহা নহে,
ইহা নহে), ‘হুল নহে’ ‘নিশ্চয়ই এক ও অদ্বিতীয়’ এবং ‘তিনি অশনায়াদির
অতীত’ এই বাক্যগুলিরও কেবল উপাস্ত্র আত্মার স্বরূপ প্রদর্শন করাই প্রধান
উদ্দেশ্য ; ইহার ফল অবিজ্ঞানবৃত্তি অথবা মুক্তিলাভ । ২১

অপর সকলে আবার বলিয়া থাকেন যে, [‘আত্মৈত্যোবোপাসীত’ এই বাক্যের
অর্থ—] উপাসনা দ্বারা আত্মবিষয়ে এক প্রকার স্বতন্ত্র জ্ঞান সমুৎপাদন করিবে ।
এই জ্ঞান দ্বারাই আত্মাকে জানা যায়, এবং তাদৃশ জ্ঞানই আত্মবিষয়ক অজ্ঞান
বা ভ্রান্তি বিদূরিত করিয়া থাকে ; কিন্তু কেবলই বেদবাক্যলব্ধ আত্মবিষয়ক

জ্ঞান অবিজ্ঞান-নিবারণে কিংবা আত্মার স্বরূপ-প্রকাশনে কখনই সমর্থ হয় না । এ বিষয়ে বেদবাক্যও আছে—‘বিশেষরূপে জানিয়া শেষে প্রজ্ঞা (প্রকৃষ্ট জ্ঞান) লাভ করিবে, আত্মাকে শ্রবণ করিবে, মনন করিবে, এবং নিদিধ্যাসন (ধ্যান বিশেষ) করিবে, অবশেষে দর্শন করিবে’, ‘আত্মার অনুসন্ধান করিবে, এবং সেই আত্মাকে জানিতে হইবে’ ইত্যাদি । ২১

[পর পর দুইটি মত উল্লেখ করিয়া, সিদ্ধান্তবাদী এখন প্রথম মতটি খণ্ডন করিবার জন্য বলিতেছেন (১)—] না,—স্বতন্ত্র কোনও প্রয়োজন না থাকায় প্রথমোক্ত পক্ষটি সঙ্গত হইতেছে না । “আত্মোক্ত্যেবোপাসীত” এটি কখনই ‘অপূর্ববিধি’ নহে । কারণ? যেহেতু, আত্মার স্বরূপপ্রকাশক ও অনায়াস-প্রতিবেদক বাক্য হইতে যাহা অবগত হওয়া যায়, এখানে তদতিরিক্ত এমন কোনও বিষয় পাওয়া যাইতেছে না, যাহা মানস কিংবা বাহ্যরূপে অনুষ্ঠানযোগ্য হইতে পারে । সেখানেই বিধির সার্থকতা হয়, যেখানে বিধিবাক্য শ্রবণের পর, শাস্ত্রজ্ঞান ছাড়া আরও কিছু অনুষ্ঠানযোগ্য প্রতীতিগম্য হয় ; যেমন—‘স্বর্গাভিলাষী পুঙ্খ ‘দর্শ’ ও ‘পূর্ণমাস’ নামক দুইটি যাগ করিবে’, ইত্যাদি স্থলে (২) । সেখানে ‘দর্শ’ ও ‘পূর্ণমাস’ যাগের বিধায়ক বাক্য শ্রবণে, যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, শুধু

(১) তাৎপর্য—“আত্মোক্ত্যেব উপাসীত” বাক্যটি লইয়া প্রথমঃ দুইটি পক্ষ দাঁড়াইল—এক পক্ষ বলিতেছেন—এটা অপূর্ববিধি, আত্মোপাসনাই তাহার বিষয়; সুতরাং আত্মার উপাসনার লোককে প্রবৃত্ত করাই এই বাক্যের উদ্দেশ্য । অপর পক্ষ বলিতেছেন যে, না, “আত্মোক্ত্যেবোপাসীত” বাক্যে আত্মোপাসনার বিধান করা হয় নাই, পরন্তু বাক্যজনিত জ্ঞানের অতিরিক্ত একটি স্বতন্ত্র জ্ঞানের বিধান করা হইয়াছে । অপর অভিপ্রায় এই যে, সাক্ষাৎ শ্রুতি-বাক্য হইতে যে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, তাহা পরোক্ষ—শাস্ত্র জ্ঞান, তাহা দ্বারা কাহারো প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি হয় না, এবং আত্মারও স্বরূপ-সাক্ষাৎকার হয় না । পরন্তু সেই সমস্ত বাক্যজনিত জ্ঞান হইতে যে স্বতন্ত্র একপ্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই আত্ম-সাক্ষাৎকারের কারণ এবং সেই জ্ঞানলাভের জন্যই এখানে অপূর্ববিধির আবশ্যকতা হইতেছে । এ পক্ষের অমুকূলে প্রমাণ এই যে, “বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাঃ কুর্যীত” প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যে ‘বিজ্ঞায়’ শব্দে শব্দজ্ঞানের কথা বলিয়া পুনশ্চ ‘প্রজ্ঞাঃ’ কথায় প্রকৃত জ্ঞানলাভের উপদেশ করা হইয়াছে ।

(২) তাৎপর্য—বিধিবাক্যের বিশেষ এই যে, বিধিবাক্য শ্রবণের পর শব্দশাস্ত্রের নিয়মানুসারে প্রথমে জ্যোতির দ্বয়ে একটি শাস্ত্র জ্ঞান (বাক্যার্থ জ্ঞান) উৎপন্ন হয়, তাহার পর সেই বিধিবাক্যটি যে কার্যের উপদেশ দিতেছে, সেই বিষয়ে নিজের অধিকার আছে কি না, ইত্যাদি বিষয়ে বিচার উপস্থিত হয় ; যদি কুন্তিতে পারে যে, অধিকার আছে, তবে বিহিত কার্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, আর অধিকার না থাকিলে, তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় না । অতএব

সেই জ্ঞানমাত্রই দর্শ-পূর্ণমাস বাগের অন্তর্ধান নহে, অর্থাৎ কেবল ঐ বিধিবাক্য জানিলেই যে, দর্শপূর্ণমাস-বাগের ফললাভ হয়, তাহা নহে, পরন্তু উহার ফল অন্তর্ধান-সাপেক্ষ ; সেই অন্তর্ধানও আবার শ্রোতার অধিকারাদি-সাপেক্ষ । আত্মার স্বরূপ-প্রতিপাদক “নেতি নেতি” ইত্যাদি বাক্য শ্রবণে যে জ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, সেই জ্ঞানভিন্ন সেখানে ‘দর্শপূর্ণমাসাদি’ বাগের জ্ঞান আর কিছুই কর্তব্য আছে বলিয়া প্রতীতি হয় না ; কেন না, আত্মার স্বরূপ-প্রকাশক বাক্যলব্ধ জ্ঞানের ইহাই স্বভাব যে, সে পুরুষকে সর্ববিধ কর্তব্যাব্যাহিকার হইতে নিবৃত্ত করিয়া দেয় । আর বিধি-নিষেধরহিত (উদাসীন) বাক্য হইতে কখনই লোকের প্রবৃত্তি বা চেষ্টা জন্মিতে পারে না । বিশেষতঃ অত্রক্ৰভাব ও অনাত্ম-বুদ্ধি বিদূরিত করাই “তৎ ত্বমসি” “একমেব অদ্বিতীয়ম্” প্রভৃতি বাক্যগুলির একমাত্র উদ্দেশ্য ; অথচ তাদৃশ অজ্ঞান বা ভ্রান্তিজ্ঞান অপনীত হইলে পর, কখনই লোকের কর্তব্য-চেষ্টা জন্মিতে পারে না ; কারণ, উহারা পরস্পর-বিরুদ্ধ স্বভাবাপন্ন ; [কাজেই অবস্থানিবৃত্তির পর আর লোকের চেষ্টা আসিতে পারে না] । ২৩

যদি বল, কেবল বাক্যজনিত জ্ঞানেই অত্রক্ৰভাব ও অনাত্মবুদ্ধি কখনই অপনীত হইতে পারে না । [তদন্তরে বলি যে,] না, সে কথাও বলা চলে না ; কারণ, ‘তৎ ত্বমসি’ (তুমি তৎস্বরূপ), “নেতি নেতি” (ইহা নহে—ইহা নহে), “আত্মৈব ইদম্” (এ সমস্তই আত্মস্বরূপ), “একমেব অদ্বিতীয়ম্” (নিশ্চয়ই এক ও অদ্বিতীয়), “ব্রহ্ম বৈ ইদমমৃতং পুরাতনং” (অগ্রে এই জগৎ-অমৃত ব্রহ্মস্বরূপ ছিল), “নাশ্রদতোহস্তি দ্রষ্টৃ” (এতদতিরিক্ত আর কেহ দ্রষ্টা নাই), “তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি” (তুমি তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে), ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যই সে কথা বলিয়া দিতেছেন । যদি বল, এ সমস্ত বাক্যই “দ্রষ্টব্যঃ” এই দৃষ্টিবিধির বিষয়-সমর্পক, অর্থাৎ দর্শনের কৰ্ম্মপদার্থ নির্দেশক ; [তদন্তরে বলি যে,] না, তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, পূর্বেই বলিয়াছি যে, ‘দ্রষ্টব্য’ বাক্যে বিধি-কল্পনার স্বতন্ত্র কোনও প্রয়োজন নাই ; কেন না, আত্মার স্বরূপজ্ঞাপক ‘তৎ ত্বমসি’

বিধিবাক্য হলে কেবল বাক্যার্থ জ্ঞানেই শেষ হয় না, তদনুরূপ ক্রিয়ানুষ্ঠানও শ্রোতার আবশ্যক হয় ; কিন্তু যেখানে সেরূপ কোনও কর্তব্যের উপদেশ নাই, কেবল বাক্যার্থ জ্ঞানেই বাক্যের পরিসমাপ্তি হয়, সেখানে বিধিপ্রত্যয় (লিঙ) থাকিলেও বিধি কল্পনা করা বাইতে পারে না । দর্শ ও পূর্ণমাস প্রভৃতি বাগের বিধিবাক্য দেখিলেই এ বিষয়টি আরও স্পষ্ট হইতে পারে ।

প্রভৃতি বাক্য হইতে যখন বাক্যশ্রবণের সঙ্গেসঙ্গেই আত্মবিষয়ে সাক্ষাৎকার সম্পন্ন হইয়া যায়, তখন 'দ্রষ্টব্য' বিধি অনুসারে ত আর কিছুই অনুষ্ঠের অবশিষ্ট থাকে না ; এই উত্তর পূর্বেই প্রদত্ত হইয়াছে ; [সূত্র১ এখানে আর অধিক কথা বলা অনাবশ্যক] ॥ ২৪

যদি বল, বিধি ব্যতীত শুদ্ধ আত্মার স্বরূপমাত্র বর্ণনা করিলে তদ্বিষয়ে কখনই লোকের প্রবৃত্তি হইতে পারে না ; [অতএব বিধির আবশ্যক হইতেছে] ; না, এ কথাও বলা যায় না ; কারণ, আত্মার স্বরূপ-প্রকাশক বাক্য-শ্রবণেই যখন আত্মার সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান সমুৎপন্ন হইতে পারে, তখন বল দেখি, কৃত বিষয়ের পুনর্কীর্ত্তন করণ (অনুষ্ঠান) হইতে পারে কি প্রকারে ? যদি বল, শুধু আত্মার স্বরূপ-প্রকাশক বাক্য শ্রবণ করিলেও তদ্বিষয়ে লোকের প্রবৃত্তি হইতে পারে না ; [সূত্র১ লোকপ্রবৃত্তির জন্য বিধির আবশ্যক ; না, তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, তাহা হইলে অনবস্থাদোষ উপস্থিত হয় ; আত্মবোধক বাক্য শ্রবণেও যেমন বিধির অভাবে তদ্বিষয়ে লোকের প্রবৃত্তি হইতে পারে না, তেমনি স্বতন্ত্র বিধি না থাকিলে বিধিবাক্য শ্রবণেও লোকের প্রবৃত্তি হইতে পারে না ; কাজেই তাহার জন্যই আবার পৃথক্ বিধির আবশ্যক ; এইরূপ সেই বিধিবাক্যার্থ শ্রবণেও [স্বতন্ত্র বিধিকল্পনার আবশ্যক হয়], এইরূপে অনবস্থাদোষ উপস্থিত হইতে পারে ॥ ২৫

যদি বল, বাক্যার্থ-ভাবনা-জনিত যে স্মৃতিধারা অর্থাৎ উপাসনাত্মক জ্ঞান, তাহা বাক্যশ্রবণজাত জ্ঞান হইলেও বিধির আবশ্যক হয় না ; কারণ, আত্মার স্বরূপ-প্রতিপাদক বাক্যশ্রবণে যেই মুহূর্ত্তে আত্ম-বিষয়ে জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, উক্ত জ্ঞানটি ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই আত্মবিষয়ক অজ্ঞান বিনষ্ট করিরাই সমুৎপন্ন হয় ; সূত্র১ আত্মবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া গেলে পর, বিভিন্নাকার অনাত্ম-বস্তুবিষয়ে জীবের স্বভাবসিদ্ধ যে অজ্ঞানমূলক স্মরণাত্মক জ্ঞান, তাহারও আর উৎপত্তি সম্ভবপর হয় না । অনর্থজ্ঞানও ঐরূপ স্মৃতি-সমুৎপত্তির প্রতিবন্ধক ; কেন না, আত্ম-তত্ত্ব বুঝিতে পারিলে অনাত্মবস্তুমাত্রই অনর্থ (জীবের অপ্রার্থনীয়—দুঃখকর) বলিয়া বোধ হইতে থাকে । কারণ, অনাত্ম বস্তুমাত্রই অনিত্য, অশুচি ও দুঃখাদি বহুতর দোষের আকর ; পক্ষান্তরে, আত্মা উহার সম্পূর্ণ বিপরীত ; কাজেই আত্মজ্ঞান উদিত হইলে, পূর্ব্বেমুদৃত অনাত্মবস্তুগুলি আর স্মৃতিপথে উদিত হইতে পারে না ; সূত্র১ তখন তাহার পক্ষে কেবল অবশিষ্ট আত্মবিষয়ে স্মৃতিধারার উদয়ই স্বাভাবিক ; তজ্জন্ত আর বিধিকল্পনার আবশ্যক হয় না । বিশে-

যতঃ শোক-মোহাদি দোষনিচয় স্বতই ব্রাহ্মিজ্ঞানগ্রন্থত ; আর আত্ম-বিষয়ক স্মৃতিধারা হইতেছে সেই শোক, মোহ, ভয়, শ্রম ও দুঃখাদি সমস্ত দোষের নিব-
ৰ্ত্তক। দেখ, শ্রুতিও সে কথা বলিতেছেন—‘আত্মদর্শন হইলে পর, তাহার আর
শোকই বা কি, আর মোহই বা কি?’ আত্মজ্ঞ পুরুষ কোথা হইতেও ভীত হন
না, ‘হে জনক, তুমি অভয় (ব্রহ্ম) লাভ করিয়াছ’, ‘হৃদয়ের গ্রন্থি—কামরা-
গাদি দ্বোষ নষ্ট হইয়া যায়’ ইত্যাদি। ২৬

ভাল, তাহা হইলেও, নিরোধ ত ইহা হইতে অতিরিক্তই বটে,—অর্থাৎ চিত্তের
বৃত্তিনিরোধ যখন বেদবাক্যজনিত আত্ম-বিজ্ঞান হইতে পৃথক পদার্থ, এবং অপরা-
পর শাস্ত্রেও যখন উহার কর্তব্যতা বিজ্ঞাপিত আছে, তখন উহার জগৎ ত বিধির
আবশ্যক হয়? না, এ কথাও সঙ্গত হয় না; কারণ, চিত্তবৃত্তি-নিরোধের মোক্ষ-
সাধনত্ব বোঝা যায় না; কেন না, বেদান্তশাস্ত্রে একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞ-জ্ঞান ভিন্ন আর
কিছু যে, পরমপুরুষার্থ—মোক্ষের সাধন আছে বা থাকিতে পারে, তাহা ত দেখা
যায় না; কেন না, ‘আত্মাকেই অবগত হইয়াছিলেন, ‘তাহাতেই সৰ্ব্বাশ্রয়তাব প্রাপ্ত
হইয়াছিলেন’ ‘ব্রহ্মবিৎ পুরুষ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন’ ‘সেই যে কেহ পরব্রহ্মকে জানেন,
তিনিও ব্রহ্মই হন’, ‘উপবৃত্ত আচার্য্যবান্ পুরুষই জ্ঞানলাভ করেন,’ ‘তাহার সেই
পরিমাণই বিলম্ব’ ‘যিনি এই তত্ত্ব জানেন, তিনিও ভদ্র ব্রহ্মস্বরূপ হন’ ইত্যাদি
শত শত শ্রুতি হইতে এ কথা জানা বাইতেছে। চিত্তবৃত্তি-নিরোধের অনন্তসাধনত্বও
ইহার অপর হেতু,—আত্মজ্ঞান ও তদ্বিষয়ক স্মৃতিধারা (চিন্তাপ্রবাহ) ব্যতীত,
চিত্তবৃত্তি-নিরোধের যে, অপর কোনও উপায় আছে, তাহাও নহে; (পরন্তু উহাই
চিত্তবৃত্তি-নিরোধের একমাত্র উপায়)। আর চিত্তবৃত্তিনিরোধের যে, মোক্ষ-
সাধনতা বলা হইয়াছে, তাহাও কেবল অভ্যুপগম বা স্বীকার করিয়া লওয়া হই-
য়াছে মাত্র; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই মোক্ষসাধন
আছে বলিয়া স্বীকৃত হয় না। ২৭

বিশেষতঃ আকাঙ্ক্ষা না থাকাতেও এখানে ‘ভাবনা’ বা বিধিকল্পনা সম্ভব
হইতে পারে না। পূর্বে যে, বলা হইয়াছে,—“যজ্ঞেত” ইত্যাদি ক্রিয়াবিধিহুলে
যে রূপ ‘কি, কিসের দ্বারা? এবং কি প্রকারে? এই তিনটি বিষয় জানিতে
ইচ্ছা হয় বলিয়া, ফল, ফল-সাধন (যাহা দ্বারা ফল লাভ হয়) ও তাহার অন্তর্ধান-
প্রণালীর নির্দেশ দ্বারা সেই আকাঙ্ক্ষার অপনয়ন করা হইয়া থাকে, তেমনি
এখানে এই আত্মবিষয়ক বিজ্ঞানবিধিতেও ঐ সমস্ত নিয়মই উপপন্ন হইতে পারে।
না,—সে কথাও সঙ্গত হয় না; কেন না, ‘তিনি নিশ্চয়ই এক অবিভীত’ ‘তুমি

তৎস্বরূপ' 'ইহা নয়—ইহা নয়' 'তিনি বাহ্যভ্যন্তরবর্জিত' 'এই আত্মা ব্রহ্ম' ইত্যাদি বাক্যার্থবোধের সমকালেই সর্ববিষয়ে আকাজ্ঞা নিবৃত্ত হইয়া যায়। আর এ কথাও বলিতে পারা যায় না যে, বিধি দ্বারা প্রেরিত (নিয়োজিত) হইয়াই লোকে বাক্যার্থশ্রবণে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে; কারণ, তাহা হইলে বিধির জ্ঞাত্ত্বও আবার অপর বিধির আবশ্যক হইয়া পড়ে; সুতরাং এইরূপে যে অনবস্থা-দোষ উপস্থিত হয়; এ কথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। আর "একম্ এব অদ্বিতীয়ম্" প্রভৃতি বাক্যে যে, কোন বিধি পাওয়া বাইতেছে, তাহাও নয়; কারণ, ঐ সমস্ত বাক্য কেবল আত্মবস্তুর স্বরূপমাত্র নির্দেশ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছে। ২৮

ভাল, ঐ সমস্ত বাক্য যদি কেবলই বস্তুর স্বরূপমাত্র-প্রকাশক হয়, তাহা হইলে ত ঐ সমস্ত বাক্যের প্রামাণ্যই থাকিতে পারে না, আর যদি এরূপ বাক্যেরও প্রমাণ্য হয়, তাহা হইলে, 'তিনি (অগ্নি) রোদন করিয়াছিলেন; তিনি, যে রোদন করিয়াছিলেন, তাহাই রুদ্রের রুদ্রত্ব অর্থাৎ রুদ্রসংজ্ঞার কারণ' ইত্যাদি স্থলে যেমন শুধু বস্তু-স্বরূপমাত্র কথিত হওয়ায় বাক্যের অপ্রামাণ্য হইয়াছে, তেমনি আত্মস্বরূপপ্রকাশক বাক্যগুলিরও অপ্রামাণ্য হইতে পারে? এ কথা যদি বল, তদন্তরে আমরা বলি যে, না,—অপ্রামাণ্য হইতে পারে না; কারণ, উভয়ের মধ্যে বৈলক্ষণ্য আছে। অতিপ্রায় এই যে, বস্তুর স্বরূপকথন কিংবা ক্রিয়া-কথন কখনই বাক্যের প্রামাণ্য বা অপ্রামাণ্যের কারণ নহে; তবে কি? না, নিশ্চিতফলক বিজ্ঞানোৎপাদকত্বই [বাক্য প্রামাণ্যের কারণ।] যে বাক্য তাদৃশ জ্ঞান জন্মায়, তাহা প্রমাণ, আর যে বাক্য তাহা জন্মায় না, তাহাই অপ্রমাণ। ২৯

অপিচ, মহাশয়, তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, যে সমস্ত বাক্যে আত্মার স্বরূপ বর্ণিত আছে, সেই সমস্ত বাক্যে নিশ্চয়াত্মক সফল জ্ঞান সমুৎপন্ন হয় কি না? যদি সফল জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, তাহা হইলে ঐ বাক্যের অপ্রামাণ্য হইবে কেন? আর ঐ সমস্ত বাক্যজাত বিজ্ঞান হইতে যে, সংসারের বীজভূত শোক, মোহ ও ভয় প্রভৃতি দোষনিবৃত্তিরূপ ফল সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা কি দেখিতেছ না? এবং 'তগন আত্মৈকত্বদর্শী শোকই বা কি, আর মোহই বা কি?' 'হে ভগবন্, আমি কেবল মগ্নতত্বই জানি, কিন্তু আত্মতত্ব জানি না, সেই আত্মজ্ঞানবিহীন আমি তুংগে ভোগ করিতেছি। সেই আমাকে আপনি শোকের পরপারে উত্তীর্ণ করুন' এই জাতীয় শত শত প্রতিবাক্যও কি শুনিতেছ না? [এখন জিজ্ঞাসা করি—] "সোহরোদীৎ"

ইত্যাদি বাক্যে এবংবিধ সকল বিজ্ঞান আছে কি ? যদি না থাকে, তবে অপ্রামাণ্য হউক ; ঐ জাতীয় বাক্যের অপ্রামাণ্য হইলেও, যে সকল বাক্য সকল ও অসন্দিগ্ধ বিজ্ঞান সমুৎপাদন করিতেছে, সে সকল বাক্যের অপ্রামাণ্য হইবে কেন ? আর যদি সকল ও অসন্দিগ্ধ জ্ঞানোৎপাদক ঐ সমস্ত বাক্যেরও অপ্রামাণ্য হয়, তাহা হইলে দর্শ-পূর্ণমাসাদি-বিধায়ক বাক্যের উপরই বা প্রামাণ্যের বিশ্বাস কি ? । ৩০

যদি বল, দর্শ-পূর্ণমাসাদি-বিধায়ক বাক্যগুলি লোকের ক্রিয়াপ্রবৃত্তির অন্তর্কুল জ্ঞান জন্মায়, এইজন্ত প্রমাণ, কিন্তু আত্মবিজ্ঞাননিরূপক বাক্যে লোকের প্রবৃত্তি-জনক কোন জ্ঞানের উপদেশ করে না, এই কারণে অপ্রমাণ ; হাঁ, এ কথা সত্য ; কিন্তু তথাপি উক্ত দোষ এখানে হইতেছে না ; কারণ, এখানে প্রামাণ্যের কারণই বিদ্যমান রহিয়াছে । প্রামাণ্যের কারণ পূর্বে যাঁহা নির্দেশ করা হইয়াছে, এখানেও তাহাই, তদতিরিক্ত আর কিছুই নহে ; [স্মরণ্য যখন নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান জন্মাই-তেছে, এবং তাহার ফলও যখন বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন অপ্রামাণ্য হইবে কেন ?] বিশেষতঃ আত্ম-প্রতিপাদক বাক্যগুলি যে, সর্ববিধ প্রবৃত্তির বীজভূত অবিস্তার নিবৃত্তিক্রম জ্ঞানমাত্র সমুৎপাদন করে, ইহা ত সে সমস্ত বাক্যের অলঙ্কারস্বরূপ ; স্মরণ্য কখনই অপ্রামাণ্যের কারণ হইতে পারে না । ৩১

[এখন দ্বিতীয় বাদীর মত খণ্ডন করিতেছেন—] আরও যে বলা হইয়াছে— “বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুবীত” ইত্যাদি বাক্যের কেবল শব্দার্থজ্ঞানই অর্থ নহে, পরন্তু উপাসনা-প্রতিপাদনও উহাদের আর একটি অর্থ । সে কথা সত্য ; কিন্তু তাহা হইলেও [বাদীর অভিপ্রেত] অপূর্ববিধি উহার অর্থ নহে ; পরন্তু পক্ষে প্রাপ্ত বলিয়া বরং নিয়মার্থতাই (নিয়মবিধি) হইতে পারে, অর্থাৎ “আত্মোক্তোব উপাসীত” বাক্যে উৎপত্তিবিধি না হইয়া বরং নিয়মবিধিই কল্পিত হইতে পারে । ভাল, উপাসনার পাক্ষিক প্রাপ্তি সম্ভবপর হয় কিপ্রকারে ? যেহেতু, পূর্বেই বলা হইয়াছে, আত্মবিষয়ক যে, বিজ্ঞানপ্রবাহ, ‘পারিশেষ্য’ নিয়মাত্মসারে তাহাত নিত্য-প্রাপ্তই বটে । (১) হাঁ, যদিও একথা সত্য হউক, তথাপি, যে প্রাক্কন কর্মকালে বর্তমান শরীর সমুৎপন্ন হইয়াছে, তাহার ফল ত সুনির্দিষ্ট,

(১) তাৎপর্য—পারিশেষ্য অর্থ—যতগুলি বিষয়ের প্রাপ্তি সম্ভাবনা থাকে, উত্তমোত্তম অপর সমস্তগুলির প্রাপ্তি বিধি হইয়া গেলে, যেটা অবশিষ্ট (অনিষিদ্ধ) থাকে, কালে কালে তৎসম্বন্ধেই যে, বিধি-নিষেধাদি পর্যাবসিত হওয়া, তাহা । এখানেও অনাত্মবিষয়ক জ্ঞানের প্রাপ্তি সম্ভাবনা থাকিলেও তাহা বরং আত্মজ্ঞানের বা সৃষ্টিপথের বিরোধী, তখন তাহা গ্রহণযোগ্য হইতে পারে

অর্থাৎ যে দেশে, যে সময়ে ও যে পরিমাণে হইবার নিয়ম বা ব্যবস্থা আছে, কিছুতেই তাহার অন্তথা হয় না; অতএব, নিক্ষিপ্ত বাণ-গতির জ্ঞান ফল-প্রদানে প্রবৃত্ত সেই প্রারম্ভ কৰ্ম্মের বলবত্তা-নিবন্ধন সাধারণতঃ তদনুরূপই লোকের বাচিক, কারিক ও মানসিক প্রবৃত্তি বা চেষ্টা হইয়া থাকে, সেইজন্ত তত্ত্বজ্ঞানবিষয়ে প্রবৃত্তি না হইতেও পারে, কাজেই জ্ঞানপ্রবৃত্তির দৌর্দল্যকে পাক্ষিক (পক্ষে) প্রাপ্ত বলা যায়। এই কারণেই সন্ন্যাস ও বৈরাগ্যাदि সাধনসম্পদ অবলম্বন দ্বারা আত্ম-বিষয়ক বিজ্ঞানপ্রবাহকে কেবল নিয়মিত ও স্তব্ধ শাস্ত্র করিতে হয়, কিন্তু নূতন করিয়া আর উৎপাদন করিতে হয় না; কারণ, উহা ত প্রকারান্তরে প্রাপ্তই আছে; প্রাপ্ত বিষয়ে যে, অপূৰ্ণবিধি হইতে পারে না, সে কথা-আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। অতএব [বুদ্ধিতে হইবে যে,] প্রকারান্তরে নব আত্মবিষয়ক বিজ্ঞান-প্রবাহ বাহাতে বিচ্ছিন্ন না হয়, তাদৃশ নিয়ম করাই “বিজ্ঞান প্রজ্ঞা কুর্বাতি” ইত্যাদি বাক্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য; কারণ, তদ্বিন্ন অর্থ কোনও অর্থ এখানে সম্ভবপর হইতে পারে না। ৩২

ভাল, [“আত্মোত্তোষোপাসীত”, এই শ্রুতিতে যে উপাসনার কথা আছে,] ইহা ত অনাত্মবস্তুর উপাসনা; কারণ, ‘ইতি’ শব্দের প্রয়োগ রহিয়াছে; যেমন ‘প্রিয়’—এই বলিয়াই উপাসনা করিবে’ ইত্যাদি স্থলে প্রিয়াদি গুণই উপাস্ত্র নহে, তবে কি? না, প্রিয়াদি-গুণবিশিষ্ট প্রাণপ্রভৃতিই সেখানে উপাস্ত্র; তেমনি এখানেও আত্ম-শব্দের পর ‘ইতি’ শব্দের প্রয়োগ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, আত্ম-গুণবিশিষ্ট অপর কোনও অনাত্মবস্তুরই উপাসনা করিতে হইবে। বিশেষতঃ যে সমস্ত বাক্যে সত্য সত্যই আত্মোপাসনার কথা আছে, সে সমস্ত বাক্যের সহিত এই বাক্যের বৈলক্ষণ্যও যথেষ্ট রহিয়াছে। ইহার পরেও বলিবেন যে, ‘আত্মরূপ লোকেরই উপাসনা করিবে’ ইতি। সেখানে আত্মশব্দের পর দ্বিতীয়া বিভক্তির নির্দেশ থাকায় আত্মোপাসনাতেই শ্রুতির তাৎপর্য্য; কিন্তু এই “আত্মোত্তি+এব+উপাসীত” শ্রুতিতে দ্বিতীয়া বিভক্তির উল্লেখ নাই, অগত আত্মা শব্দের পরেই ‘ইতি’ শব্দের প্রয়োগ রহিয়াছে; অতএব বুঝা যাইতেছে যে, এখানে আত্মা উপাস্ত্র নহে, পরন্তু তাহা হইতে স্বতন্ত্র আত্মগুণই উপাস্ত্র। না,—এ আপত্তি সঙ্গত হইতে পারে না; কারণ, বাক্যের শেষাংশে আত্মারই উপাস্ত্র প্রতীত হইতেছে; এই বাক্যেরই শেষভাগে আত্মাই উপাসনীয়রূপে না,—নিবদ্ধ হইল; সুতরাং কেবল আত্মজ্ঞানই অবশিষ্ট থাকিতেছে, কাজেই তাহাকে বিভ্রাণ্ড বলা যাইতে পারে।

নির্দিষ্ট হইয়াছে ; যথা ‘এই যে, আত্মা, ইনিই সকল উপাসকের পদনীয় (প্রাপ্তব্য)’, ‘এই যে, আত্মা, ইনিই সৰ্ব্বাপেক্ষা আত্যন্তরীণ’ ‘আত্মাকেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন’ ইতি । ৩৩

যদি বল, ভূতাত্মপ্রবিষ্ট আত্মার দর্শন যখন প্রতিবিদ্ধ বা নিষিদ্ধ হইয়াছে, তখন তাহার ত আর উপাস্ত্বই হইতে পারে না ; অর্থাৎ “তং ন পশুস্তি” (তাহাকে দর্শন করে না) ইত্যাদি বাক্যে [‘তং’পদে] আত্মার নির্দেশ করিয়া সেই প্রবিষ্ট আত্মারই দর্শনযোগ্যতা নিষেধ করা হইয়াছে ; অতএব কিছুতেই আত্মার উপাস্ত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না । না, সে কথাও বলিতে পার না ; কারণ, “তং ন পশুস্তি” শ্রুতিতে যে, দর্শনের নিষেধ, তাহা আত্মার উপাস্ত্ব নিবারণের জন্ত নহে ; পরন্তু উহার অভিপ্রায় এই যে, ঐক্যে যাহারা আত্মার উপাসনা করে, তাহারা সম্পূর্ণ আত্মার উপাসনা করে না ; এইজন্তই তাদৃশ অকৃত্ত্বভাবে দর্শনের প্রতিষেধ করা হইয়াছে ; এবং এইজন্তই প্রাণনপ্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা আত্মাকে বিশ্লেষিত করা হইয়াছে । আর সত্য সত্যই যদি আত্মোপাসনা শ্রুতির অনভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে ‘অতএব এক একটি বিশেষণবিশিষ্ট আত্মা অকৃত্ত্ব বা অপূর্ণ’ ইত্যাদিরূপে প্রাণাদি এক একটি মাত্র ক্রিয়াবিশিষ্ট আত্মাকে অকৃত্ত্ব বলিয়া নির্দেশ করিবার কোনই আবশ্যক হইত না ; বরং উহা সম্পূর্ণ নিরর্থক হইয়া পড়িত ; অতএব ইহাই নিশ্চিত হইতেছে যে, এক একটি ক্রিয়া এই সমস্ত বিশেষণে বিশ্লেষিত আত্মাই কৃত্ত্ব অর্থাৎ পূর্ণত্বাব ; অতএব বুঝা যাইতেছে যে, সেই কৃত্ত্ব আত্মাই জীবের অবশ্য উপাসনীয় । ৩৪

আরও যে, বলা হইয়াছে, এই আত্ম-শব্দের পর যে, একটি ‘ইতি’ শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য এই যে,—ব্যর্থ আত্মতত্ত্ব কখনই আত্ম-শব্দ ও আত্ম-প্রতীতির বিবরণ হয় না, তাহা জ্ঞাপন করা । তাহা না হইলে, শ্রুতি কেবল “আত্মানুপাসীত” অর্থাৎ আত্মার উপাসনা করিবে, শুধু এই কথা বলিয়াই কান্ত হইতেন ; তাহাতেই কলে কলে আত্মার শব্দ-বেদন ও প্রত্যয়গম্য সিদ্ধ হইতে পারিত, [ইতি-শব্দ প্রয়োগের কিছুই আবশ্যক হইত না] । অথচ ‘নেতি নেতি’ ‘বিজ্ঞাতাকে আবার কিসের দ্বারা জানিবে’ ‘এক নিজে অবিজ্ঞাত, অথচ বিজ্ঞাতা’, ‘বাক্য বাহ্যকে না পাইয়া মনের সহিত কিরিতা আইনে’ ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও জানা যায় যে, ঐক্য সিদ্ধান্ত কখনই শ্রুতির অভিপ্রেত নহে । আর “আত্মানুবেদ উপাসীত” এই যে, ইতি-শব্দ বহিঃ আত্মোপাসনার বিধান ; বুঝিতে হইবে, অনাত্মোপাসনার

লোকের আসক্তি নিবারণ করাই তাহার মূখ্য উদ্দেশ্য ; সুতরাং ইহা কখনই উপাসনাবিধায়ক স্বতন্ত্র বাক্য নহে, [ইহা সেই পূর্ববাক্যেরই অন্তর্ভুক্ত—ভাব-প্রকাশক মাত্র] । ৩৫

আচ্ছা, আত্মাও যেরূপ অবিজ্ঞাত, অনাত্মাও ঠিক সেইরূপই অবিজ্ঞাত ; সুতরাং উভয়ই তুল্য ; কাজেই আত্মা ও অনাত্মা উভয়ই জ্ঞাতব্য বিষয় ; এমন অবস্থায় “আত্মা ইত্যেব উপাসীত” শ্রুতি অনুসারে কেবল আত্মোপাসনাতেই যত্ন করিতে হইবে, অনাত্মোপাসনাতে নহে, ইহার কারণ কি ? তদন্তরে বলা হইতেছে—সেই এই প্রস্তাবিত আত্মাই পদনীয় অর্থাৎ উপাসকের একমাত্র প্রাপ্তব্য ; তদ্বিন্ন আর কিছুই প্রাপ্তব্য নহে । শ্রুতির ‘অন্ত সর্বন্ত’ শব্দে যে যথী বিভক্তি রহিয়াছে, তাহার অর্থ হইতেছে—নির্ধারণ, অর্থাৎ সমস্ত জগতের মধ্যে । “যং অয়ম্ আত্মা” অর্থ—যাহা এই আত্মতত্ত্ব । ভাল, তাহা হইলে, আর কিছুই কি জ্ঞাতব্য নাই ? না, সে কথাও নয় ; তবে কি না, অপর সমস্ত বস্তু জ্ঞাতব্য হইলেও সে সমুদায়ের জ্ঞান আর স্বতন্ত্র জ্ঞানের আবশ্যক হয় না, এই আত্মবিজ্ঞানেই সে সমস্তও বিজ্ঞাত হইয়া যায়, ইহার কারণ এই যে, আত্মাকে বিশেষভাবে জানিতে পারিলে, তাহা দ্বারা, এই যে সমস্ত অনাত্মবস্তু আছে, তৎসমস্তই বিশেষরূপে বিজ্ঞাত হইয়া যায় । ভাল, এক বস্তু জানিলে তাহা দ্বারা ত অপর বস্তু কখনও জানা যায় না ? হাঁ—জানা যায়, ছন্দোভি প্রভৃতি দৃষ্টান্ত দ্বারা আমরা এ আপত্তির পরিহার করিব । ৩৬

আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, ইহাই জীবের একমাত্র প্রাপ্তব্য হয় কি প্রকারে ? হাঁ, বলা যাইতেছে—জগতে যেমন নষ্ট (হারাণ) পশুকে অনুসন্ধান করিতে যাইয়া তাহার পদ দ্বারা—খুরচিহ্ন দ্বারা তাহাকে লাভ করে, তেমনি আত্মাকে লাভ করিলেই তদ্বারা অপর সমস্ত বস্তুই লাভ করা হইয়া থাকে । এখানে শ্রুতির ‘পদ’ শব্দে গোপ্রভৃতি পশুর খুর-চিহ্নিত স্থানকে বঙ্গা করা হইয়াছে । ভাল কথা, এখানে আত্মবিজ্ঞানে যে, অপর সমস্ত বিষয়ের বিজ্ঞান, তাহা হইতেছে আলোচ্য বিষয়, তাহার মধ্যে সম্পূর্ণ লাভের কথা ত, অপ্রাসঙ্গিক ; অতএব সে কথা বলা হইতেছে কেন ? না, এ আপত্তিও হইতে পারে না ; কারণ, এখানে জ্ঞান ও লাভ, এই উভয়েরই অর্থ এক, এবং শ্রুতিরও তাহাই অভিপ্রেত । কেন না, আত্মার অলাভ অর্থ—অজ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নহে ; সুতরাং বুঝিতে হইবে, আত্মাকে জানাই আত্মার লাভ ; কিন্তু অনাত্ম-বস্তুর লাভ বৈরূপ অপ্রাপ্তের প্রাপ্তি, আত্ম-লাভ কখনই সেরূপ হইতে পারে না ; কারণ,

এখানে লক্ষ্য (লাভকর্তা) ও লক্ষ্যের (প্রাপ্য বস্তুর) কিছুমাত্র ভেদ বা পার্থক্য নাই ।

যেখানে আত্মাভিন্ন বস্তু লক্ষ্য হয়, সেখানেই আত্মা হয় লক্ষ্য, আর অনাত্ম-বস্তু হয় লক্ষ্য । সেই অপ্রাপ্ত বস্তুটিও আবার উৎপত্তি প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা ব্যবহৃত থাকে ; অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ কারকের (ও ক্রিয়া-সাধনের) সাহায্যে ক্রিয়াবিশেষ উৎপাদন করিলে, তাহাও পর সেই লক্ষ্য বস্তুটি লাভ করিতে পারা যায় ; অধিকন্তু সেই অপ্রাপ্তি প্রাপ্তিরূপে লাভ, তাহাও স্বপ্নকালীন পুলাদিলাভের জ্ঞান মণ্ডা জ্ঞান-প্রসূত বলিয়া অনিত্য, এই আত্মা কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত । ৩৭

[এখন অনাত্ম-পদার্থ হইতে আত্মার বিপরীততা বিষয়ে যুক্তিপ্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—] আত্মা বলিয়াই, আত্মা উৎপাদনাদি ক্রিয়া দ্বারা ব্যবহৃত নয় (১) । কেন না, আত্মা নিত্যই লক্ষ্য আছে, কেবল অবিজ্ঞান দ্বারা তাহার ব্যবধান হয় মাত্র ; অর্থাৎ কেবল অবিজ্ঞানোপেই নিত্যলক্ষ্য আত্মাকেও অলক্ষ্য বলিয়া মনে হয় মাত্র ; যেমন শুক্লি- (বিস্ময়) দর্শন স্থলেও ভ্রম বশতঃ সেই শুক্লিই বহুতথ্যগুণে প্রকাশ পায়, সেই কারণে যথার্থ শুক্লির প্রতিষ্ঠা হয় না । অবিজ্ঞান বা ভ্রমজ্ঞানই সেখানে শুক্লিকে আবৃত করিয়া রাখে । সেইভাবে শুক্লির গ্রহণ অথও শুক্লিবিষয়ক জ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নহে ; কারণ, বিপরীত জ্ঞানরূপ ব্যবধানের অপরায়নকবাই ঐক্য জ্ঞানের একমাত্র উদ্দেশ্য ; সেই প্রকার এখানেও অজ্ঞান দ্বারা ব্যবধানই আত্মার অলাভ ; সুতরাং জ্ঞান দ্বারা সেই অজ্ঞানোপসংবগই আত্মার লাভ, অল্পপ্রকার ‘লাভ’ কখনও উপপন্ন হয় না । এই কারণেই আমরা পূর্বে আত্মলাভ বিষয়ে জ্ঞানাত্মিক সাধনের অনর্থক্য প্রতিপাদন করিব । অতএব নিঃশঙ্কভাবে জ্ঞান ও লাভশব্দের একার্থত্ব বলিতে বাহিরা জ্ঞানের প্রকরণে লাভবাচক ‘অমুবিদ্যে’ ক্রিয়ার প্রয়োগ করিয়াছেন ; কারণ, ‘বিদ’ ধাতুর প্রকৃত অর্থই লাভ । ৩৮

এখন উক্ত গুণচিন্তার কল এইরূপ কথিত হইতেছে যে, এই আত্মা যেমন

(১) সাধারণতঃ ক্রিয়ার কণ্ড চারি শ্রেণীতে বিভক্ত । যথা,—(১) উৎপাদ্য (২) বিকার্য, (৩) প্রাপ্য ও (৪) সৎপ্রাপ্য । তন্মধ্যে অবিজ্ঞান বস্তুর উৎপাদন করিলে হয় ‘উৎপাদ্য’ ; যেমন ঘট । বিজ্ঞান বস্তুর অস্তিত্ব (বিকার) করিলে হয় ‘বিকার্য’ ; যেমন স্বর্ণ-নির্মিত কুণ্ডল । অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তিতে হয় ‘প্রাপ্য’ ; যেমন গ্রামাদি । আর কোনও বিজ্ঞান বস্তুর দোষোপশমন বা উপশমন করিলে তাহা হয় সংস্কার্য, যেমন স্বর্ণ দ্বারা দূর্গন্ধকে পরিষ্কার করা, কিন্তু নিত্য নির্লিপ্য আত্মার পক্ষে উক্ত চতুর্বিধের একটি ধর্মও সম্ভবপর হয় না ।

নাম ও রূপের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ‘আত্মা’ প্রতিতি নাম ও রূপানুসারে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, এবং প্রাণাদির সমষ্টিভাবে মহিমাও প্রাপ্ত হইয়াছে ; ঠিক তেমনি যে লোক যথোক্ত আত্মতত্ত্ব অবগত হন, তিনিও লোকপ্রতিষ্ঠা এবং অতীষ্ট বস্তুর সহিত সম্বন্ধ লাভ করেন, অথবা যে লোক যথোক্ত আত্মতত্ত্ব জানেন, তিনি মুমুক্শুগণের অত্যন্ত আবশ্যকীয় কীৰ্ত্তি-শব্দবাচ্য যে, একই জ্ঞান, তাহারই ফল-স্বরূপ শ্লোকশব্দবাচ্য মুক্তি লাভ করেন ; ইহাই উক্ত উপাসনার মুখ্য ফল (২) ॥ ৪৪ ॥ ৭ ॥

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিভাৎ প্রেয়োহন্যস্মাৎ
সর্বস্বাদন্তরতঃ বদয়মাত্মা ।

স যোহন্যমাত্মনঃ প্রিয়ং ক্রবাণং ক্রয়াৎ প্রিয়ং রোৎস্ব-
তীতীশ্বরো হ তথৈব স্মাৎ, আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত, স য
আত্মানমেব প্রিয়মুপাস্তে, ন হ্যস্ম প্রিয়ং প্রমায়ুকং ভবতি ॥৪৫॥৮॥

সরলার্থঃ :—[সম্প্রতি আত্মন এব উপাস্তমুপপাদয়িতুমাহ—“তদেতৎ”
ইত্যাদি ।] তৎ (পূর্বোক্তং) এতৎ (ব্রহ্মবস্ত) পুত্রাৎ প্রেয়ঃ (পুত্রাপেক্ষরূপি
অতিশয়েন প্রিয়ং), বিভাৎ (ধনরত্নাদেঃ) প্রেয়ঃ, অন্তস্মাৎ (প্রিয়তেনাভিমতাৎ)
সর্বস্বাৎ প্রেয়ঃ । [কিং তৎ ? ইত্যাহ—] যৎ অয়ং (ইদং) অন্তরতঃ (পুত্রাদি-
ভ্যোহপি সন্নিহিততঃ বস্ত) আত্মা (আত্মতত্ত্বম্) । সঃ যঃ (আত্মজঃ) ঈশ্বরঃ
(সমর্থঃ সন্) আত্মনঃ অন্তঃ (পুত্রাদিকং) প্রিয়ং ক্রবাণং ক্রয়াৎ (কথয়েৎ)—
[তব] প্রিয়ং (পুত্রাদিকং) রোৎস্বতি (নিরোধং প্রাপ্যতি—বিনজ্যতি)
ইতি হ (প্রসিদ্ধো) ; তথা এব স্মাৎ (তস্ত প্রিয়নিরোধো ভবেদেব ইত্যর্থঃ) ।
[অতঃ] আত্মানং এব প্রিয়ং উপাসীত [নাত্মং] । সঃ যঃ (যঃ কশ্চিৎ) আত্মা-
নম্ এব প্রিয়ম্ উপাস্তে, অস্ম (উপাসকস্ত) প্রিয়ং ন হ (নৈব) প্রমায়ুকং
(মরণলীলাং) ভবতি । [যন্তপি আত্মবিদঃ মরণার্থং প্রিয়মপ্রিয়ং বা কিঞ্চিৎ নাভি,
তথাপি অমুবাদমাত্রমিদং কৃতমিতি ভাবঃ] ॥ ৪৫ ॥ ৮ ॥

(২) প্রথমে কীৰ্ত্তি ও শ্লোকশব্দের যে, প্রতিষ্ঠা ও ইষ্ট-সংযোগ অর্থ করা হইয়াছে, তাহা
বিজ্ঞানের ফল হইলেও মুমুক্শুর পক্ষে কখনই আর্থনীর নহে ; মুমুক্শুর একমাত্র আর্থনীর
হইতেছে—মুক্তি ও মুক্তিসাধন একই-জ্ঞান ; তাই ভাস্করকার ‘বহা’ বলিয়া বিস্তার ব্যাখ্যার
মুমুক্শুর অভিমত প্রয়োজন নির্দেশ করিয়াছেন ।

মূলানুবাদ :—[অগ্নি বস্তু ভাগ করিয়া আত্মারই উপাসনা করিতে হইবে কেন, তাহার কারণ-প্রদর্শনার্থ বলিতেছেন—] সর্বাপেক্ষা অন্তরতর অর্থাৎ অতি সন্নিহিত যে এই আত্মতত্ত্ব, ইহা পুত্র অপেক্ষা অধিক প্রিয়, বিত্ত অপেক্ষাও অধিক প্রিয় ; এমন কি, অগ্নি সমস্ত হইতেই অধিক প্রিয় । আত্মতত্ত্বজ্ঞ লোক ঈশ্বর অর্থাৎ অলৌকিক শক্তিশিবেশ লাভ করিয়া থাকেন ; তিনি, অপর যে লোক আত্ম-ভিন্ন পদার্থকে অধিকতর প্রিয় বলে, তাহাকে যদি বলেন যে, ‘তোমার অভিমত প্রিয় বস্তু বিনষ্ট হইবে’, তাহা হইলে ঠিক সেইরূপই হয় । অতএব আত্মাকেই প্রিয়-বুদ্ধিতে উপাসনা করিবে । যে কোন লোক আত্মাকে প্রিয় বলিয়া উপাসনা করেন, তাহার প্রিয় বস্তু কখনই বিনাশপ্রাপ্ত হয় না ॥ ৪৫ ॥ ৮ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ :—কুতশ্চাত্মতত্ত্বমেব জ্ঞেয়ম্ অনাদৃত্যাত্মং ? ইত্যাহ—তদেতৎ আত্মতত্ত্বং প্রেয়ঃ প্রিয়তরং পুত্রাৎ ; পুত্রো হি লোকে প্রিয়ঃ প্রসিদ্ধঃ, তস্মাদপি প্রিয়তরম্—ইতি নিরতিশয়প্রিয়ত্বং দর্শয়তি । তথা বিভ্রাৎ হিরণ্যরত্নাদেঃ ; তথা অগ্ন্যং বদ্যন্তোকে প্রিয়ত্বেন প্রসিদ্ধম্, তস্মাৎ সূর্য্যাদিত্যর্থঃ । তং কস্মাদাত্মতত্ত্বমেব প্রিয়তরং, ন প্রাণাদি ?—ইতি ; উচ্যতে—অন্তরতরম্—বাহ্যং পুত্র-বিভ্রাদেঃ, প্রাণপিওসমুদায়ো হি অন্তরোহত্যন্তরঃ সন্নিবৃষ্ট আত্মনঃ ; তস্মাদপ্যন্তরাতঃ অন্তরতরম্, বদ্যন্তাত্মা বদেতদাত্মতত্ত্বম্ । যো হি লোকে নিরতিশয়প্রিয়ঃ, স সূর্য্যপ্রবত্বেন লব্ধব্যো ভবতি ; তথা অগ্ন্যাত্মা সূর্য্যলৌকিকপ্রিয়েভ্যঃ প্রিয়তমঃ ; তস্মাৎ তন্নাভে মহান্ বক্তা আস্থেয় ইত্যর্থঃ—কর্তব্যাতাপ্রাপ্তমপ্যত্মপ্রিয়লাভে যত্ন-মুক্ত্বিত্বা ।

কস্মাৎ পুনঃ আত্মানাং প্রিয়রোরত্নতরপ্রিয়হানেন ইতরপ্রিয়োপাদানপ্রাপ্তৌ আত্মপ্রিয়োপাদানেনৈব ইতরহানং ক্রিয়তে, ন বিপর্য্যয়ঃ—ইতি ? উচ্যতে—স বঃ কশ্চিদগ্নম্ অনাত্মবিশেষং পুত্রাদিকং প্রিয়তরমাত্মনঃ সকাশাদব্রূবাণং ক্রুয়াৎ আত্মপ্রিয়বাদী । কিম্ ? প্রিয়ং তব অভিমতং পুত্রাদিলক্ষণং রোংস্ততি আবরণং প্রাণসংরোধঃ প্রাপ্ন্যতি বিনজ্জাতীতি । স কস্মাদেবং ব্রবীতি ? যস্মাদীশ্বরঃ সমর্থঃ পর্য্যাপ্তোহসৌ এবং বজ্রং হ যস্মাৎ ; তস্মাৎ তন্নিব জ্ঞাৎ—বস্ত্রেনোক্তং—‘প্রাণসংরোধঃ প্রাপ্ন্যতি’ । যথাত্মবাদী হি সঃ, তস্মাৎ সঃ ঈশ্বরো বজ্রম্ । ঈশ্বরশব্দঃ ক্রিপ্রবাচীতি কেচিৎ ; তবেৎ, যদি প্রসিদ্ধিঃ জ্ঞাৎ । তস্মাদ্ভুক্ত্বিত্বা

प्रियम्, आश्वानमेव प्रियमुपासीत । स य आश्वानमेव प्रियमुपास्ते—आश्वेव प्रियो नाश्वोऽस्तीति प्रतिपद्यते—अश्वलौकिक प्रियमप्याप्रियमेवेति निश्चिता, उपास्ते चिन्तयति ; न हाश्व एव विदः प्रियं प्रमायुक्तं प्रमरणीयं भवति । नित्याश्ववादमात्रमेतत्, आश्वविदोऽश्वश्च प्रियश्चाप्रियश्च चात्वात् ; आश्वप्रियग्रहणस्तथार्थं वा, प्रियगुण-फलविधानार्थं वा मन्दाश्वदर्शिनः, ताच्छीघ्राप्रत्यारोपादानां ॥ ४५ ॥ ८ ॥

टीका । आश्वानः पदनीयदे तद्वैवाज्यातइत्यत्रो हेतुः, अधुना तद्वैव हेतुस्तद्वैव नोत्तरवाक्यमवतारयति—कृतं चेति । अश्वदनायेति यावत् । विरक्तश्च पुत्रे औत्तयात्वात् कथमाश्वनस्तथा प्रियतरहप्रियाशक्ताह—पुत्रो हीति । प्रियतरमाश्वतद्वैवमिति शेषः । लोकदृष्टिमेवावष्टभाह—तपेति । विरक्तपदेन माश्वविद्वत्कथं विरक्तमपि गृह्यते । विशेषाणामानुष्यात् प्रेतोक्तं अदर्शनमशक्यमिति शयनेनाह—तथाऽश्वमिति । पुत्रादौ औचित्याभावादेऽपि प्राणदौ तदवधिचारादाश्वनो न प्रियतरमिति शक्यते—तत् कश्चादिति । पदान्तरमादाय वाक्येन परिहरति—उच्यते इत्यादिना । अश्वतरमहे प्रियतरमहाधने हेतुराश्वम्, इत्यादिप्रेता विशेषात् व्यापदिशति—यदयमिति । आश्वने निरतिशयप्रेमाप्पदेऽपि कृतस्तद्वैव पदनीयमिति शक्यं वाक्यार्थमाह—यो हीत्यादिना । पुत्रादिलाभे दारादीनां कर्तव्यात्वेन प्राप्ताप्रयत्नविरोधादाश्वलाभे प्रयत्नः शक्यो न भवतीति शक्यं—कर्तव्यमिति ।

आश्वने निरतिशयप्रेमाप्पदेऽपि युक्तिः पृच्छति—कश्चादिति । आश्वप्रियशोपादानमनुसक्तानम्, इतरश्वानाश्वप्रियश्च हानमनुसक्तानम् । विपर्ययाहानमपि पुत्रादावतिनिवेशेनाश्वप्रियश्वाननुसक्तानमिति विभागः । युक्तिलेशः दर्शयितुमशक्यवाक्यमवतारयति—उच्यते इति । यः कश्चिदाश्वप्रियवादी, स तद्वैवाज्यात् प्रियं कृत्वा प्रतिक्रियामिति सत्यं । वक्तव्यं प्रश्नपूर्वकं प्रकटयति—किमित्यादिना । आश्वप्रियवादित्येव वदतापि पुत्रादिनाश्वतद्वैवकार्थं नियतो न निधातीति शक्यं परिहरति—स कश्चादित्यादिना । हण्योऽवधारणार्थः नमर्थपदादुपरि सन्धाते । तद्वैव वक्तुमिति शेषः । उक्तं सामर्थ्यमनु फलितमाह—यथादिति । अथाश्वप्रियवादिना यथोक्तं सामर्थ्यमेव कथं लक्ष्यमिति शक्यं—यपेति । कृतोऽश्वतद्वैवमित्याश्वनो विनाशित्वादिनाशिनश्च दुःशास्त्रकत्वात् अश्वश्च ब्राह्मिनाऽश्वान् तद्वैवपरीताशुग्या औचित्येनैव, अनाश्वमुपासीत तावत् । पक्षास्तरमनु वृक्षप्रयोगात्तावेन दूयति—दूयशक्य इति । अनाश्वमुपासीत औचित्येनैव दूयते फलितमाह—तद्वैवमिति । उपहितमनु तत्फलं कथयति—स य इति । अश्ववादोऽतको ह-शक्यः । प्रियमाश्वत्वं, तस्यापि लौकिकग्रहणार्थः श्वत्वादित्याश्विते तन्निवासार्थमश्ववादमात्रमत्र विवक्षितमिति शक्यं—नित्येति । फलप्रतेर्गत्यस्तुतमाह—आश्वप्रियेति । महतीदमाश्वप्रियग्रहणं, यत् तन्निष्ठं प्रियं न प्रययति ; तद्वैवद्वैवमनुसक्तानं कर्तव्यमिति श्वत्वं फलकीर्तनमित्यर्थः । पक्षास्तरमाह—प्रियगुणेति । यो मन्मः सम्राजदर्शी, तस्य प्रियगुणविशिष्टाद्वैवापासने प्रियं प्राणादि नञ्जतीति फलं विधातुं फलवचनमित्यर्थः । यथाश्वानं प्रियमुपासीत प्रियं प्राणादि विद्यानामर्थान्न नञ्जति, तथा च मन्मविशेषणं मन्म-

মিত্যাপদ্যাহ—তাজ্জীলোতি । তাজ্জীলোহর্থে বিহিত্ত্বাকঙ্-প্রত্যয়স্ত প্রত্যোপাদানাত্
বতাবহানাবোগাক প্রমরণশীলত্বাভাবেনপি প্রাণাদেহাতাত্ত্বিকমপ্রমরণমবিবক্ষিতমিত্যর্থঃ ১৫৫৮।

ভাষ্যানুবাদ ।—অন্ত সমস্ত বিষয় উপেক্ষা করিয়া কি কারণে যে, কেবল আত্মতত্ত্বেরই চিন্তা করিতে হইবে, তাহার হেতু নির্দেশ করিতেছেন— সেই এই আত্মতত্ত্ব পুত্র অপেক্ষাও প্রিয়; অর্থাৎ সমধিক প্রিয় ; জগতে সাধারণতঃ পুত্রই সর্ক্যাপেক্ষা প্রিয় হইয়া থাকে, তদপেক্ষাও প্রিয়তর বলায় আত্মতত্ত্বের সর্ক্য-ধিক প্রিয়ত্ব সূচনা করা হইল । সেই প্রকার, বিত্ত—সুবর্ণ-রত্নাদি অপেক্ষাও এবং আরও যে সমস্ত বস্তু জগতে প্রিয় বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, সে সমস্ত অপেক্ষাও [অধিক প্রিয়] । ভাল কথা, সেই আত্মতত্ত্বই বা সর্ক্যাপেক্ষা অধিক প্রিয় হয় কেন, আর প্রাণাদি বস্তুই বা প্রিয় না হয় কেন ? হাঁ, বলিতেছি—সাধারণতঃ পুত্র ও বিত্ত প্রভৃতি বাহ্য পদার্থ অপেক্ষা প্রাণসমষ্টিই অন্তর—অভ্যন্তর অর্থাৎ আত্মার খুব ঘনিষ্ঠ ; সেই অন্তর বা সন্নিহিত প্রাণ অপেক্ষাও ইহা অন্তরতর অর্থাৎ আরও সন্নিহিত,—যাহা এই সেই আত্মা, অর্থাৎ সেই আত্মতত্ত্ব । জগতে যাহা সর্ক্যাপেক্ষা অধিকতর প্রিয়, সর্ক্যতোমুখী চেষ্টায় তাহাকেই লাভ করিতে হয় ; এই আত্মাও লোকপ্রসিদ্ধ সমস্ত প্রিয়বস্তু অপেক্ষা প্রিয়তম ; অতএব অন্ত প্রিয়-প্রাপ্তির জন্ত যত্ন করা আবশ্যক হইলেও, তাহা ত্যাগ করিয়া এই আত্মলাভের জন্তই বিশেষ চেষ্টা করা উচিত ।

এখানে আশঙ্কা হইতেছে যে, আত্মা ও অনাত্মা, উভয়ই প্রিয় ; তন্মধ্যে একটি প্রিয়কে পরিত্যাগ করিয়া অপর প্রিয় বস্তুটিকে গ্রহণ করিতে হইবে ; এমনত অবস্থায়, কি কারণে আত্মারূপ প্রিয় বস্তুটি গ্রহণ করিয়া, অপর—অনাত্ম-বস্তুগুলি পরিত্যাগ করিতে হইবে ? ইহার বৈপরীত্যই বা হয় না কেন ? ইহার উত্তরে বলা বাইতেছে—যে ব্যক্তি অন্তকে—পুত্র প্রভৃতি অপর কোনও অনাত্মপদার্থকে আত্মা অপেক্ষাও সমধিক প্রিয় বলিয়া উল্লেখ করে, তাহাকে—সেই যে-কোনও আত্ম-প্রিয়বাদী (যে লোক আত্মাকেই সর্ক্যধিক প্রিয় বলিয়া থাকেন, তিনি) যদি বলেন—কি ? না, প্রিয় বস্তু অর্থাৎ তোমার অভিমত পুত্রাদিরূপ প্রিয় বস্তু ক্ষুদ্র হইবে—আবরণ—প্রাণ-নিরোধ প্রাপ্ত হইবে, অর্থাৎ বিনষ্ট হইবে । ভাল, তিনি ঐরূপ কথাই বা বলিবেন কেন ? [উত্তর—] যেহেতু, তিনি ঈশ্বর অর্থাৎ ঐরূপ কথা বলিতে সম্পূর্ণ সমর্থ ; সেই হেতুই তাহা সেইরূপই হইবে, অর্থাৎ তিনি যে প্রাণ নিরোধের কথা বলিয়াছেন, [তাহা ঠিক সেইরূপই হইবে] । কেননা, তিনি হইতেছেন স্বার্থবাদী (সত্যবাদী) ; সেই জন্তই তিনি ঐরূপ বলিতে সমর্থ ।

কেহ কেহ বলেন—‘ঈশ্বর’ শব্দটি কিপ্রত্যাবোধক । যদি প্রসিদ্ধি থাকে, অর্থাৎ ঐরূপ অর্থ যদি অপ্রসিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে ঐরূপ অর্থও হইতে পারে । অতএব অপর প্রিয় বস্তু পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র প্রিয় আত্মারই উপাসনা করিবে । সেই যে লোক একমাত্র প্রিয় বস্তু আত্মারই উপাসনা করে,—আত্মাই একমাত্র প্রিয়, তত্ত্বিন্ন কিছুই প্রিয় নাই, এইরূপ বুঝিতে পারে, অর্থাৎ লোকপ্রসিদ্ধ প্রিয়-বস্তুকেও অপ্রিয় বলিয়াই অবধারণ করিয়া [আত্মার] উপাসনা (চিন্তা) করে ; নিশ্চয়ই তাদৃশ বিজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির প্রিয় বস্তু মরণশীল হয় না অর্থাৎ বিনষ্ট হয় না । একথাটা নিত্যানুবাদ মাত্র অর্থাৎ স্বতই বাহ্য ঘটনা থাকে, তাহারই উল্লেখ মাত্র, [কিন্তু ইহা প্রকৃত বিজ্ঞা-ফল নহে] । কেন না, আত্মদর্শীর সম্বন্ধে তত্ত্বিন্ন প্রিয় বা অপ্রিয় আর কিছুই সম্ভবপর হয় না । অথবা আত্মারূপ প্রিয়-চিন্তার প্রশংসার্থও এই কথা হইতে পারে ; অথবা [প্রমাণ্যুপ শব্দে] তাচ্ছীল্য-প্রত্যয়ের প্রয়োগ থাকায় এরূপও বলা যাইতে পারে যে, বাহ্যের বার্থ আত্ম-জ্ঞানবিহীন মনোদর্শী, তাহাদের সম্বন্ধে প্রিয়গুণচিন্তার ফল-প্রকাশনার্থই ঐ প্রকার ফলোন্মেষ করা হইয়াছে ॥ ৪৫ ॥ ৮ ॥

তদাহ্ব্যব্রহ্মবিদ্যা সর্বং ভবিষ্যন্তে মনুষ্যা মন্যন্তে । কিমু
তদ্ ব্রহ্মাবেদ যস্মান্তং সর্বমভবদিতি ॥ ৪৬ ॥ ৯ ॥

সরলার্থঃ :—[ব্রহ্মজিজ্ঞাসবঃ] তং (ব্রহ্মমাণা তৎ) আহঃ (কথয়ন্তি)
—[কিমু ?] মনুষ্যাঃ স্বব্রহ্মবিদ্যা (যস্মা ব্রহ্মবিদ্যা) সর্বং ভবিষ্যন্তঃ (যস্মা
ব্রহ্মবিদ্যা বয়ং সর্বাভ্যুভাবং গমিষ্যামঃ ইতি) মন্যন্তে ; [অত্র অবিশেষেণ প্রবৃত্ত-
মপি শাস্ত্রং প্রাধান্যতঃ মনুষ্যানেবাধিকরোতি, তেবাহমেব ভূয়সা নিঃশ্রেয়সাভ্যুদয়-
সাধনেহধিকারাত্, ইতি মন্তব্যম্] । [অত্র পৃচ্ছামঃ—] তং ব্রহ্ম কিমু (কিং
বস্তু) অবৎ (জ্ঞাতবৎ), যস্মাৎ (বিজ্ঞানাৎ) তং (ব্রহ্ম) সর্বং (সর্বাভ্যুভাবং)
অভবৎ ? ইতি ॥ ৪৬ ॥ ৯ ॥

মূলানুবাদ :—ব্রহ্মজিজ্ঞাসুগণ বলিয়া থাকেন—মনুষ্যাগণ যে
ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা সর্বাভ্যুভাব হইব বলিয়া মনে করে ; [জিজ্ঞাসা করি,] সেই
ব্রহ্মই বা কি বিষয় জানিয়াছিলেন ? বাহ্যের প্রভাবে তিনি সর্বাভ্যুভাব
লাভ করিয়াছেন ॥ ৪৬ ॥ ৯ ॥

শাস্ত্ররভাস্যম্ :—যত্রিতা ব্রহ্মবিদ্যা—“আত্মতোবোপাসীত” ইতি,
যদর্থোপনিষৎ কুৎসাপি ; তত্রৈতত্ত্ব যত্রত্ব ব্যাচিখ্যাতঃ প্রয়োজনান্ভিযিৎসরা

ভাতিতি শেষঃ । মনুষ্যগ্রহণশ্চ কৃতামাহ—মনুষ্যোতি । নহু দেবাদীনামপি বিদ্যাধিকারো দেবতাদিকরণস্তায়ৈব বক্ষ্যতে, তৎ কুতো মনুষ্যাণামেবাধিকারজ্ঞাপনমিত্যত আহ—মনুষ্য ইতি । বিশেষতঃ সর্বাভিসম্বাদেনেতি যাবৎ । তথাপি কিমিতি তে জ্ঞানানুত্তিং সিদ্ধবদ্রবস্তৃত্যা-
শঙ্ক্যাহ—যথোতি । উত্তয়ত্র কৰ্ম্মব্রহ্মণোরিতি যাবৎ ।

উত্তরবাক্যানুপাদন্তে—তথ্যেতি । মনুষ্যাণাং মতং তচ্ছদার্থঃ । বস্তুশব্দেন জ্ঞানাৎ ফলমুচ্যতে । আক্ষেপগৰ্ভস্ত চোদ্যস্ত প্রবৃত্তৌ বিরোধপ্রতিভাসো হেতুরিত্যতঃশব্দার্থঃ । তদ্ব্রহ্ম পরিচ্ছিন্ন-
মপরিচ্ছিন্নং বেতি কুতো ব্রহ্মণি চোদ্যতে, তদ্রাহ—মন্তোতি । প্রজ্ঞাস্তব্ধং কৰোতি—তৎ কিমিতি । ব্রহ্ম স্বাক্ষানমজ্ঞানীদতিরিক্তং বেতি প্রগম্য প্রসঙ্গঃ দর্শয়তি—যস্মাদিতি । সৰ্ব্বস্ত ব্যতিরিক্তবিষয়ে জ্ঞানং প্রসিদ্ধং, তৎ কিং বিচারেণেত্যাশঙ্ক্যাহ—ব্রহ্ম চেতি । “সৰ্বং পবিত্রং ব্রহ্ম” ইত্যাদৌ ব্রহ্মণঃ সৰ্ব্বাঙ্গবিশেষাদতিরিক্তবিষয়াভাবাদাক্ষানমববোধিতি পক্ষস্ত সাবকাশভেদেত্যর্থঃ ।
কিংবদন্ত্য প্রমার্থমুক্ত্বাক্ষেপার্থমাহ—তদ্বদীতি । ব্রহ্ম হি কিঞ্চিদজ্ঞাহ সৰ্ব্বম্ভবং জ্ঞাহ বা ? নাচো ব্রহ্মবিদ্যানর্থক্যাদিত্যুক্তং দ্বিতীয়মনুবদতি—অথোতি । স্বরূপমন্তস্ত জ্ঞাহ ব্রহ্মণঃ সৰ্ব্বা-
পত্তিরিতি বিকল্পোভয়ত্র সাধারণঃ দৃশ্যমাহ—বিজ্ঞানেতি । দ্বিতীয়ে দোষান্তরমাহ—
অনবস্থেতি । বহিরেবাক্ষেপঃ পরিহরতি—ন ত্রাবদীতি । অজ্ঞাহৈব ব্রহ্মণঃ সৰ্ব্বভাবঃ,
অস্মাদেনস্ত জ্ঞানাদিতি শাস্ত্রার্থে বৈরূপ্যম্ । ন চাস্মদাদেৰপি তদন্তরেন তত্ত্বাবঃ, শাস্ত্রানর্থক্যাৎ ।
জ্ঞানাদব্রহ্মণঃ সৰ্ব্বভাবপক্ষে শোভ্যং দোষমাক্ষেপ্তা স্মারয়তি—ফলেতি । স্বতোহপরিচ্ছিন্নং ব্রহ্ম
অবিদ্যাতৎকাম্যাসম্বন্ধাৎ পরিচ্ছিন্নবদ্ব্যতি, তন্নিবৃত্তৌপাধিকং সৰ্ব্বভাবস্ত সাধ্যত্বং ; ন চানবস্থা,
জ্ঞেয়াত্তরানঙ্গীকারাৎ, নাপি কিস্মাবিরোধো বিষয়ত্বমন্তরেন বাকীয়বৃদ্ধিবৃত্তৌ ক্ষুরণাদিতি পরি-
হরতি—নৈকোহপীতি । এতেন বিদ্যাবৈয়র্থ্যমপি পরিহৃতমিত্যাহ—অর্থোতি । যদ্যপি ব্রহ্ম-
পরিচ্ছিন্নং নিত্যসিদ্ধং, তথাপি তত্রাবিদ্যাতৎকাম্যাসংস্রপস্তাধিশেষমন্ত জ্ঞানাহুপপত্তেন
তদ্বৈয়র্থ্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥ ৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—যে ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিপাদনের জন্য সমস্ত উপনিষৎশাস্ত্রের
আরম্ভ, “আত্মৈত্যেব উপাসীত” ইত্যাদি বাক্যে সেই ব্রহ্মবিদ্যাই স্বত্রাকারে
(সংক্ষেপ) উল্লেখিত হইয়াছে মাত্র ; এখন ক্রটি সেই সংক্ষিপ্ত কথাটির ব্যাখ্যা
করিতে ইচ্ছুক হইয়া প্রথমতঃ প্রয়োজন নির্দেশমানসে উপোদঘাত (সম্বন্ধ)
(১) প্রদর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন—

(১) তাৎপৰ্য্য—কোন একটি কথা বলিতে হইলেই তাহার সহিত পূর্বকথায় সম্বন্ধ
পাকা আবশ্যক ; নচেৎ অসম্বন্ধ বাক্য প্রলাপোক্তির স্থায় উপেক্ষণীয় হয় । ঐরূপ সম্বন্ধ ছয়
ভাগে বিভক্ত ; তন্মধ্যে একটির নাম ‘উপোদঘাত’ : অর্থাৎ প্রস্তাবিত বিষয়ের সমর্থনানুকূল
চিন্তা ‘চিন্তায় প্রকৃতসিদ্ধার্থান্ উপোদঘাতঃ বিহুবুধাঃ’ অর্থাৎ প্রস্তাবিত বিষয়সিদ্ধির অনুকূল
চিন্তাকে পুষ্টিতপণ ‘উপোদঘাত’ বলেন । ইতঃপূর্বে আত্মোপাসনার যে সংক্ষেপে উপদেশ
করা হইয়াছে, এখন সেই কথারই অনুকূলে—কেন অপরাপর সৰ্ব্ববস্তুর পরিত্যাগ করিয়া

ঋতির 'তৎ' পদে অব্যবহিত পরবাক্যে যাহার স্মৃতি করা হইবে, সেই বস্তু বুঝিতে হইবে । যাহারা ব্রাহ্মণ—ব্রহ্ম বস্তু জানিতে ইচ্ছুক এবং জন্ম, জরা ও মরণ-প্রবাহরূপ চক্রে ভ্রমণজনিত দুঃখময় জলে পরিপূর্ণ অপার সংসারসাগর পারের ভেলাস্বরূপ গুরু লাভ করিয়া সেই সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইতে অভিলাষী, সাধ্য-সাধনাত্মক (কার্য্য-কারণভাবাপন্ন) ধর্ম্মাধর্ম্ম-সাধন ও তাহার ফল হইতে বিরক্ত এবং তদ্বিলক্ষণ—নিত্য নিরতিশয় শ্রেয়োলাভে অভিলাষী, তাহারা এই কথা বলিয়া থাকেন । কি বলিয়া থাকেন, তাহা বলিতেছেন—যে ব্রহ্মবিজ্ঞা দ্বারা, —ব্রহ্ম অর্থ—পরমাত্মা, বিজ্ঞার সাহায্যে তাঁহাকে জানা যায়, তাহার নাম ব্রহ্ম-বিজ্ঞা । সেই ব্রহ্ম-বিজ্ঞা দ্বারা সমস্ত অর্থাৎ যেরূপ হইলে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, ঠিক সেইরূপ সর্কীয়্যভাব প্রাপ্ত হইব বলিয়া মনুষ্যগণ মনে করে ; যেমন কর্ম্ম হইতে কর্ম্মফলপ্রাপ্তি ধ্রুব বলিয়া মনে করে, তেমনি ব্রহ্মবিজ্ঞা হইতেও সর্কীয়্য-ভাব-প্রাপ্তিরূপ ফলকে অবশ্যস্বাভাবী বলিয়াই মনে করিয়া থাকে ; কারণ, বেদ-প্রামাণ্যের সম্ভাব উভয়ত্রই সমান, অর্থাৎ কর্ম্মফল-সম্বন্ধেও বেদই প্রমাণ, এবং ব্রহ্মবিজ্ঞার ফল সম্বন্ধেও বেদই প্রমাণ ; সুতরাং উভয় ফলই এক প্রমাণ-গম্য বলিয়া উভয়েতেই তুল্য বিশ্বাস হওয়া উচিত । মনুষ্যেরই বিশেষভাবে অধিকার জ্ঞাপনের জন্ত, এখানে কেবল মনুষ্যের উল্লেখ করা হইয়াছে ; অভিপ্রায় এই যে, স্বর্গাদি অভ্যুদয় এবং মুক্তিরূপ নিঃশ্রেয়সসিদ্ধির উপায়সাধনে মনুষ্যগণেরই বিশেষ-ভাবে অধিকার, [অশ্বের সেরূপ অধিকার নাই] ।

এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিরুদ্ধভাব লক্ষিত হইতেছে ; এইজন্ত আমরা জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, যাহার বিজ্ঞানে মনুষ্যগণ সর্কীয়্যক হইব বলিয়া মনে করিয়া থাকে, সেই ব্রহ্ম নিজে কি বিষয় জানিয়াছিলেন,—যাহা জানিয়া তিনি সর্কীয়্যক হইয়াছেন ? ঋতি হইতে জানা যায় যে, ব্রহ্ম সর্ব্বময় ; তিনি যদি অপর কোনও বস্তু না জানিয়াই সর্কীয়্যক হইয়া থাকেন, তবে অপরের সম্বন্ধেও সেইরূপই হউক, ব্রহ্মবিজ্ঞার প্রয়োজন কি ? আর তিনিও যদি কিছু জানিবার পরই সর্কীয়্যক হইয়া থাকেন, তাহা হইলে, ব্রহ্মবিজ্ঞানের ফলস্বরূপ সর্কীয়্যভাব যখন বিজ্ঞান-সাধ্য অর্থাৎ জ্ঞান হইতে সমুৎপন্ন, তখন তাহাও কর্ম্মফলেরই তুল্য ; সুতরাং তাহাও অনিত্য হইতে পারে । দ্বিতীয়তঃ অনবস্থা দোষও হয়,—কেন না, সেই সর্কীয়্যক ব্রহ্ম যেরূপ অজ্ঞ বস্তু অবগত হইয়া সর্কীয়্যক হইয়াছেন, তৎ-একমাত্র আত্মার উপাসনা করিতে হইবে, তাহার কারণনির্দেশার্থ এই দশম ঋতির অবতারণা করা হইতেছে ।

পূর্ববর্তী ব্রহ্মও আবার সেইরূপই অল্প কিছু জানিয়া—[সর্কীয়ক হইয়াছিলেন ; এইরূপে অনবস্থা দোষ আসিয়া পড়ে]। আর তিনি যে, কিছু না জানিয়াই সর্কীয়ক হইয়াছিলেন, তাহাও হইতে পারে না ; কারণ, তাহা হইলে শাস্ত্রের তাৎপর্য্য দুইপ্রকার করণা করিতে হয় অর্থাৎ কেবল আমাদের সর্কীয়ভাবেই অল্প বিজ্ঞান আবশ্যক হয়, কিন্তু ব্রহ্মের পক্ষে তাহা হয় না ; এই প্রকারে একই শাস্ত্রের দুইপ্রকার অর্থ করণা করিতে হয় । | আর যদি তিনি কিছু জানিয়াই সর্কীয়ক হইয়া থাকেন], তাহা হইলেও বিজ্ঞানল সর্কীয়ভাবেই অনিত্য হইতে পারে । [তদন্তরে বলিতেছেন যে,] না—এখানে ইহার একটি দোষও হয় না । কারণ, অর্থভেদে ইহার উপপত্তি বা সমাধান হইতে পারে । অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্ম যদিও নিত্য এবং অপরিচ্ছিন্ন, তথাপি অবিজ্ঞান প্রভাবে তাঁহাতে অনিত্য ও পরিচ্ছন্নতাদি দোষ আরোপিত হয়, সেই অবিজ্ঞা ও তৎকার্য্যের ধ্বংসসাধনরূপ যে প্রয়োজন, তাহা সেখানেও অব্যাহতই রহিয়াছে, কাজেই বিদ্যার নিষ্ফলত্ব বা অনিত্যফলত্ব দোষ সম্ভাবিত হয় না ॥ ৪৬ ॥ ৯ ॥

ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীত্তদাত্মানমেবাবেৎ । অহং ব্রহ্মাস্মীতি ।
তস্মান্নতং সর্কীয়ভবৎ, তদ্বো যো দেবানাং প্রত্যবুধ্যত, স এব
তদভবৎ, তথযৌগাং তথা মনুষ্যাণাং, তন্মৈতং পশ্যন্মৃষীৰ্বামদেবঃ
প্রতিপেদেহং মনুরভবৎসূর্য্যশ্চেতি ।

তদিদমপ্যেতর্হি য এবং বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি, স ইদং সর্কীয়
ভবতি, তন্ত হ ন দেবাশ্চ নাভূত্যা ঈশতে । আত্মা হেযাৎ
স ভবতি, অথ যোহত্যাং দেবতামুপাস্তেহন্যোসাবন্যোহহমস্মীতি,
ন স বেদ ; যথা পশুরেবৎ স দেবানাম্ । যথা হ বৈ বহবঃ
পশবো মনুষ্যাং ভুঙ্ক্যুরেবমেকৈকঃ পুরুষো দেবান্ ভুনক্ত্যে-
কস্মিন্নেব পশাবাদীয়মানেহপ্রিয়ং ভবতি কিমু বহুবু, তস্মাদেযাং
তন্ন প্রিয়ং, যদেতন্মনুষ্যা বিদ্যাঃ ॥ ৪৬ ॥ ১০ ॥

সরলার্থঃ :—প্রাপ্তকৃত প্রকৃত প্রতিবচনমুচ্যতে “ব্রহ্ম বা” ইत्याদিना ।]
অগ্রে (সৃষ্টেঃ প্রাক্) ইদং (জগৎ) ব্রহ্ম বৈ (এব) আসীৎ ; তৎ (ব্রহ্ম) আত্মানং
(স্বমৈব রূপং) জবেৎ (বিজ্ঞাতবৎ),—অহং ব্রহ্ম (বৃহত্তমং—সর্কীয়ব্যাপি) অস্মি
(ভবামি) ইতি ; তস্মাৎ (আত্মবিজ্ঞানাৎ) তৎ (ব্রহ্ম) সর্কীয় (সর্কীয়কম্) অভবৎ ;

[কিং বহনা,] দেবানাং মধ্যে যঃ যঃ তৎ (ব্রহ্ম) প্রত্যবুধ্যত (জ্ঞাতবান্, আত্মবিজ্ঞানাং লব্ধবান্), সঃ এব তৎ (ব্রহ্ম) অভবৎ ; তথা ঋষীণাম্, তথা মনুষ্যাণাং [মধ্যেহপি যঃ যঃ প্রত্যবুধ্যত, স এব তদভবৎ, ইতি সম্বন্ধঃ] । ঋষিঃ বামদেবঃ হ (ঐতিহ্যে) তৎ এতৎ (ব্রহ্ম) পশুন্ (অনুভবন্) প্রতিপেদে (প্রতিপন্নঃ বভূব)—অহং মনুঃ সূর্য্যঃ চ (অপি) অভবন্ ইতি । এতর্হি (ইদানীং) অপি যঃ (জনঃ) এবং (যথোক্তেন প্রকারেণ) তৎ (প্রাপ্তকৃত্বং) ইদং অহং ব্রহ্ম অগ্নি ইতি বেদ (বিজানাতি), সঃ (সোহপি) ইদং (দৃশ্তমানং) সর্কং (সর্কাস্থকং) ভবতি । দেবাঃ চ (অপি) তস্যা (সর্কভাবাপন্নস্ত) অভূতৌ (অকল্যাণায়) ন হ (নৈব) ঈশতে (সমর্থ্য ভবন্তি) ; [কৃতঃ ?] হি (যন্তাং) সঃ (বিদ্বান্) এযাং (দেবানাং) আত্মা (অভিন্নরূপঃ) ভবতি ।

অথ (পক্ষান্তরে) যঃ (জনঃ) অসৌ (উপাস্তঃ দেবঃ) অতঃ (মন্তঃ পৃথক্), অহং (উপাসকঃ) অতঃ (উপাস্তাং পৃথক্) অগ্নি (ভবামি),—ইতি (এবং) অত্যাং (আত্মভিন্নাং) দেবতাম্ উপাস্তে ; সঃ (উপাসকঃ) ন বেদ (ব্রহ্ম ন জানাতি) ; [অতএব মনুষ্যাণাং] যথা পশুঃ (গবাদিঃ—ভোগ্যঃ), সঃ (অব্রহ্মবিৎ) [অপি], দেবানাং এবং (তথা ভোগ্যঃ), [অবিদ্বান্ পুরুষোহপি পশুবং দেবানাং ভোগ্যো ভবতীতি ভাবঃ] । যথা (যদ্বৎ) বহবঃ পশবঃ (গো-মেবাদয়ঃ) মনুষ্যাঃ ভূত্যাঃ (উপভোগং কুরুন্তি), এবং (তদ্বৎ) একৈকঃ পুরুষঃ (মনুষ্যঃ) দেবান্ ভুনক্তি (তেষাং ভোগং নিষ্পাদয়তি) । একস্মিন্ পশৌ আদীয়মানে (অপহ্রিয়মাণে সতি) অগ্নিরং (দ্বেষঃ) ভবতি, কিম্ বহু ? (বহু আদীয়মানেষু সংস্রুত অগ্নিরং ভবতীতি কিম্ বাচ্যম্ ?) তন্তাং (হেতোঃ) এযাং (দেবানাং) তৎ ন প্রিয়ম্, [কিং ?] যৎ মনুষ্যাঃ এতৎ (সর্কং ব্রহ্ম) বিদ্যাঃ (বিজানীষুঃ) ইতি ॥ ৪৭ ॥ ১০ ॥

মূলানুবাদ :—যষ্টির পূর্বে এই জগৎ ব্রহ্মস্বরূপ ছিল; তিনি, ‘আমি হইতেছি ব্রহ্ম’ এইরূপে আত্মাকেই জানিয়াছিলেন; সেই কারণেই তিনি সর্কাস্থক হইয়াছিলেন। দেবতাগণ, ঋষিগণ ও মনুষ্যগণের মধ্যে যে যে ব্যক্তি তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) বুঝিয়াছিলেন, তিনিই সেই ব্রহ্ম হইয়াছিলেন। বামদেব ঋষি সেই এই ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইয়া বুঝিয়াছিলেন যে, আমিই মনু ও সূর্য্য হইয়াছিলাম। বর্ত্তমান সময়েও যে কোন লোক এই প্রকার বুঝিতে পারে যে, ‘আমি হইতেছি—ব্রহ্মস্বরূপ’,

তিনিও এই সর্বস্বাত্ম্য প্রাপ্ত হন ; দেবগণও তাঁহার অনিষ্টসাধনে সমর্থ হন না । কারণ, তিনি এ সমস্তেরই আত্মা (স্বরূপভূত) হন ; পক্ষান্তরে, যে লোক ইহাকে ত্যাগ করিয়া অন্য দেবতার উপাসনা করে,—‘আমি (উপাসক) অন্য, এবং ইনি (উপাস্ত) অন্য, এইরূপ ভেদদৃষ্টিতে অপর দেবতার উপাসনা করে, প্রকৃতপক্ষে সে লোক ব্রহ্মকে জানে না । মনুষ্যগণের যেমন পশু, তিনিও দেবগণের নিকট ব্রহ্মণ, অর্থাৎ পশুর স্থায় দেবগণের উপভোগ্য হন । বহু পশু যেরূপ মনুষ্যকে ভোগ করে অর্থাৎ মনুষ্যের ভোগ সাধন করে, তেমনি সেই ভেদদর্শী এক একটি লোকও দেবগণের উপভোগ্য হইয়া থাকে । একটি পশুও অপরে লইলে অথবা হস্তচ্যুত হইলে যখন অপ্রিয় বা দুঃখ উপস্থিত হয়, তখন বহু পশু ঐরূপ হইলে ত কথাই নাই ; এই কারণেই দেবতাদিগের তাহা প্রিয় নয় যে, মনুষ্যগণ ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হয় ॥ ৪৭ ॥ ১০ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্ ।—বদি কিমপি বিজ্ঞায়ৈব তদ্ ব্রহ্ম সর্বমভবৎ, পৃচ্ছামঃ—কিমু তদ্ ব্রহ্ম অবেদ, যস্মাৎ তৎ সর্বমভবদিতি । এবং চোদিতে সর্বদোষানা-গন্ধিতং প্রতিবচনমাহ—

ব্রহ্ম অপরম্, সর্বভাবস্ত সাধ্যাত্মোপপত্তেঃ ; ন হি পরস্ত ব্রহ্মণঃ সর্বভাবাপত্তি-কিঞ্জানসাধ্যা ; বিজ্ঞানসাধ্যাক্ষ সর্বভাবাপত্তিমাহ—‘তস্মাত্তৎ সর্বমভবৎ’ ইতি । তস্মাদ্ “ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ” ইতি অপরং ব্রহ্মেহ ভবিতুমর্হতি । ১

টীকা ।—ইদানীং প্রথমন্ত তদন্তরং ব্রহ্মেত্যাদিশ্রুতিমবতারয়তি—যদীত্যাদিমা । তত্র বৃত্তিকৃতং মতামুসারেণ ব্রহ্মণসার্থমাহ—ব্রহ্মেতি । তস্ত পরিচ্ছিন্নব্রাহ্মজ্ঞানেন সর্বভাবস্ত সাধ্যাত্মসত্ত্বাদিতি হেতুমাং—সর্বভাবশ্চেতি । সিদ্ধান্তে যথোক্তহেতুপপত্তিঃ দোষমাহ—ন ইতি । সা তর্হি বিজ্ঞানসাধ্যা মা ভূদিত্যত আহ—বিজ্ঞানেতি । ১

মনুষ্যাধিকারাদ্বা তদ্ব্যবী ব্রাহ্মণঃ স্থাৎ ; “সর্বং ভবিষ্যন্তো মনুষ্যা মন্তস্তে” ইতি হি মনুষ্যাঃ প্রকৃতাঃ ; তেবাং চাত্ত্বাদয়নিঃশ্রেয়সসাধনে বিশেষতোহধিকার ইত্যুক্তম্, ন পরস্ত ব্রহ্মণো নাপ্যপরস্ত প্রজাপতেঃ । অতো দ্বৈতৈকত্বাপরব্রহ্মবিভ্রা কৰ্ম-সহিতয়া অপরব্রহ্মভাবব্রূপসম্পন্নো ভোজ্যাদপারিত্ত্যঃ সর্বপ্রাপ্ত্যা উচ্ছিন্নকামকৰ্মবন্ধনঃ পরব্রহ্মভাবী ব্রহ্মবিজ্ঞাহেতোব্রহ্মেত্যভিধীয়তে । দৃষ্টং লোকেহপি ভাবিনীং যত্তিমাশ্রিত্য শকপ্ররোগঃ—যথা ‘ঐদনং পচতি’, ইতি ; শাস্ত্রে চ—“পরিব্রাজকঃ

সৰ্গভূতভয়দক্ষিণাম্” ইত্যাদিঃ ; তথা ইহ—ইতি । কেচিং—ব্রহ্মভাবী পুরুষো
ব্রাহ্মণ ইতি ব্যাচক্ষতে । ২

হিরণ্যগৰ্ভস্ত নোপদেশজন্তজ্ঞানাদব্রহ্মভাবঃ, ‘সহসিদ্ধং চতুষ্টয়ম্’ ইতি স্মৃতেঃ স্বাভাবিক-
জ্ঞানবত্যাং, তস্মাত্তৎ সৰ্গমতবদ্বিতী চোপদেশাধীনধীসাধ্যোহনৌ ক্রতঃ । ন চানীদিত্যতীত-
কালাবচ্ছেদদ্বিকালে তস্মিন্ যুজ্যতে । সমবৰ্ত্ততেতি চ জ্ঞানবাত্রঃ ক্রয়তে । কালান্তকে তৎ-
স্বকন্ত স্বাশ্রয়পরাহতত্বাৎ মনুষ্যাণাং প্রকৃতত্বাচ্চ নাপরঃ ব্রহ্মেহ ব্রহ্মণকমিত্যপরিতোষাদ্
বৃত্তিকার্যমতঃ হিহা ব্রহ্মেতি ব্রহ্মভাবী পুরুষো নির্দিষ্টত্ব ইতি ভৰ্গুপ্রপঞ্চোক্তিমাত্রিত্যা
তদ্ব্যতীতমাহ—সমুদ্যেতি । তদেব প্রপঞ্চয়তি—সৰ্গমিত্যাধিনা । যৈতৈকং সৰ্গজগদানন্তকমপয়ঃ
হিরণ্যগৰ্ভাধায় ব্রহ্ম, তস্মিন্ বিজ্ঞা হিরণ্যগৰ্ভোহহমিত্যাহঃপ্রহোপাত্তিঃ, তদা সমুদিতম্বা তত্ত্বাব-
মিহৈবোপপত্তঃ, হিরণ্যগৰ্ভপদে বস্তোজাং ততোহপি দোষদর্শনামিরক্তঃ, সৰ্গকৰ্মকলপ্রাপ্তা নিবৃত্ত-
‘কামাদিনিগড়ঃ সাধ্যান্তরাভাবাবিষ্টামেবার্হয়মানঃ’শব্দশাব্দ ব্রহ্মভাবী জীবোহস্মিন্ বাকো ব্রহ্মণসার্থ
ইতি কলিতমাহ—স্বত ইতি । কথং ব্রহ্মভাবিনি জীবো ব্রহ্মণশস্ত্র প্রবৃত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—
নৃষ্টেতি । আদিশব্দেন ‘পৃহুঃ সৃষ্টীং ভাব্যাং বিশেষঃ’ ইত্যাদি গৃহ্যতে । ইহেতি প্রকৃত-
বাক্যকথনম্ । ২

তদ্ব ; সৰ্গভাবোপপত্তেরনিত্যত্বদোষাৎ । নহি সৌহৃদ্যি লোকে পরমার্থতঃ,
যো নিমিত্তবশাদ্ভাবান্তরমাপদ্যতে নিত্যশ্চেতি । তথা ব্রহ্মবিজ্ঞান-নিমিত্তকৃত্য
চেৎ সৰ্গভাবাপত্তিঃ, নিত্য্য চেতি বিরুদ্ধম্ । অনিত্যত্বে চ কৰ্মকলতুল্যতেত্যাচে
দোষঃ । ৩

ভৰ্গুপ্রপঞ্চব্যাখ্যানং দ্বয়য়তি—তদ্ব্যতি । ব্রহ্মণকেন পরমার্থাভিন্নরক্ত গ্রহে তন্ত সৰ্গভাবাপত্তেঃ
সাধ্যত্বাননিত্যত্বাপত্তের্ন তদ্ব্যতনুচিতমিত্যর্থঃ । সাধ্যাত্তাপি মোক্ষস্ত নিত্যত্বমাশঙ্ক্য, যৎ কৃতকঃ
তদনিত্যমিতি স্তায়মাত্রিত্যাহ—ন ইতি । সামান্তস্তায়ঃ প্রকৃতে বোজয়তি—তদ্ব্যতি । ভবতু
সৰ্গভাবাপত্তেরনিত্যত্বঃ, কা হানিষ্টব্রাহ—অনিত্যত্বে চেতি । ৩

অবিজ্ঞাতাসৰ্গত্বনিবৃত্তিঃ চেৎ সৰ্গভাবাপত্তিঃ ব্রহ্মবিজ্ঞানকলং মন্তসে,
ব্রহ্মভাবিপুরুষকল্পনা ব্যর্থ্য ত্রাৎ । প্রাগ্ ব্রহ্মবিজ্ঞানাদপি সৰ্গো জন্তব্রহ্মভাৎ
নিত্যমেব সৰ্গভাবাপন্নঃ পরমার্থতঃ ; অবিজ্ঞয়া তু অব্রহ্মত্বমসৰ্গত্বকথায্যারোপিতম্—
যথা শুক্তিকার্যং রজস্তম্, ব্যোম্মি বা তলমলববাদি ; তথেষ ব্রহ্মণি অধ্যারোপিত-
মবিজ্ঞয়া অব্রহ্মত্বমসৰ্গত্বক ব্রহ্মবিজ্ঞয়া নিবৰ্ত্ততে, ইতি মন্তসে যদি, তদা যুক্তম্—
বৎ পরমার্থত আনীৎ পরং ব্রহ্ম ব্রহ্মণশস্ত্র মুখ্যার্থকৃত্বং “ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ”
ইত্যস্মিন্ বাক্য উচ্যতে—ইতি বক্তৃম্ ; যথাত্ত্বার্থবাদিহাদ্ বেদস্ত । ন স্থিরং
কল্পনা যুক্ত—ব্রহ্মণসার্থবিপরীতো ব্রহ্মভাবী পুরুষো ব্রহ্মেত্যাচ্যত ইতি, প্রতাহত-
ক্রতকল্পনারা অন্ত্যাব্যত্যাং—মহতরে প্রয়োজনান্তরেৎসতি । ৪ .

কিক, জীবভাবব্রহ্মত্বং তদাবিজ্ঞাতত্বঃ পারমার্থিকং যেতি বিরুদ্ধাত্তমন্ত দ্বয়য়তি—অবিজ্ঞা-

কৃত্তি। তদ্রানুবাদভাগঃ বিস্তরতে—প্রাগিত্যাদিন। ব্রহ্মভাবিপুরুষকল্পনা ব্যৰ্থেভ্যুক্তং
ব্যক্তীকরোতি—তদেতি। তস্মিন্ পক্ষে বদব্রহ্মজ্ঞানাৎ পূৰ্ণমপি পরমার্থতঃ পরং ব্রহ্মসীৎ, তদেব
প্রকৃতে বাক্যে ব্রহ্মশব্দেনোচ্যত ইতি যুক্তং বক্তৃঃ, তন্নি ব্রহ্মশব্দস্ত মুখ্যমালম্বনমিতি যোজন।।
গৌৰ্বাহীক ইতিবদমুখ্যার্থোহপি ব্রহ্মশব্দো নির্বাহীতাশঙ্ক্যাহ—যথেনি। নিরতিশয়মহম্ব-
নম্পন্নং বস্ত্র ব্রহ্মশব্দেন অশ্রুতম্, অশ্রুতস্ত ব্রহ্মভাবী পুরুষঃ, শ্রুতহান্য। অশ্রুতকল্পনা ন জ্ঞায়বতী,
তদ্রানুভবকল্পনা ন বুদ্ধেনি বাবর্ত্যমাহ—ন দ্বিতি।

অগ্নিরধীতেহুবা কবিতাদো ঞ্চতহাচ্ছ। অঞতোপাদানঃ দুইমিতাশকাহ—মহত্তর ইতি ।
তত্রাশ্লিশকন্ত মুখার্থে সত্যবিত্তিধানীমুপপত্তা। বাক্যার্থানিস্কন্তজ্ঞানে প্রয়োজনে ঞ্চতমসি
হিহ। অঞতঃ গৃহেত, প্রকৃতে ভসতি প্রয়োজনবিশেষে ঞ্চততাত্ত্বাদিন্ যুক্তিমতীত্যাৰ্থঃ । মনুষ্যাধি-
কারঃ নিকৌচুঃ ব্রহ্মতাবিপুলবকল্পনেত্যাশকা মহত্তরবিশেষণম্ । যদ্বক্ষ্যবিদ্যয়েতি পরস্তাপি
তুলামবিকৃতং, তন্ত চাবিদ্যাবারংধিকারিহমবিরুদ্ধমিত্যে ফটভবিদ্যাতীতিভাবঃ । ৪

অবিজ্ঞাকৃতব্যতিরেকেণাব্রহ্মত্বমসৰ্বত্বঞ্চ বিজ্ঞত এবতি চেৎ ; ন ; তন্ত্ৰ ব্রহ্ম-
বিজ্ঞয়া অপোহানুপপত্তেঃ । ন হি কচিৎ সাক্ষাদব্রহ্মত্বাপোত্তী দৃষ্টা কর্ত্তী বা
ব্রহ্মবিজ্ঞা ; অবিজ্ঞানান্ত সৰ্বত্রৈব নিবৰ্ত্তিকা দৃষ্টতে ; তথা ইহাপি অব্রহ্মত্বমসৰ্ব-
ত্বকাবিজ্ঞাকৃতমেব নিবৰ্ত্তাতাং ব্রহ্মবিজ্ঞয়া ; ন তু পাদমাগিকং বস্তু কৰ্ত্তুং নিবৰ্ত্ত-
য়িতুং বা অৰ্হতি ব্রহ্মবিজ্ঞা । তন্মাদার্থৈব প্রত্যক্ষাঙ্গতকল্পনা । ৫

দ্বিতীয়ঃ কল্পমুখাপগতি—অবিচ্ছেদিত। ব্রহ্মবিজ্ঞানৈবৈশ্বৰ্ণ্য প্রদঙ্গান্‌মৈবমিতি দুষয়তি—
 তজ্জৈতি। অমুপপত্তিমেষ সাধয়তি—নহীতি। নাস্তাদারোপমত্বেরণেতি যাবৎ। বস্তুধৰ্ম্মস্ত
 পরমার্থভূতস্ত পদার্থস্তেতাৰ্থঃ। বিজ্ঞানান্তর্হি কথমর্থবদ, তত্রাহ—অবিজ্ঞানাস্বিতি। সৰ্ব্বত্র
 শুভাদাবিতি যাবৎ। বিমতমবিজ্ঞানকং বিজ্ঞানিবতঃহাৎ রজতাদিবদিত্যভিপ্রোক্ত দাষ্টাৰ্ণ্টিক-
 নাই—তথেতি। বিমতঃ ন কারকং বিজ্ঞানহাৎ শুক্তিবিজ্ঞানবদিত্যাশয়েনাই—নহিতি। অব্রহ্মহা-
 দেৰ্ব্যাত্তবহাযোগাদবুদ্ধ্য। ব্রহ্মভাবিপূৰুষকল্পনেতাপনঃহরতি—তস্মাদিতি। ৫

ब्रह्मण्यविद्याभूपपत्तिरिति चेत् ; न ; ब्रह्मणि विद्याविधानात् । न हि शुक्ति-
कारां रजताधारोपगणेशसति शुक्तिकाङ्क्षं ज्ञाप्यते- -चक्षुर्गोचरापन्नाराम् 'इयं
शुक्तिका, न रजतम्' इति । तथा 'सदेवेदः सर्वः, एकैवेदः सर्वम्, आद्यैवेदः
सर्वः, नेदः द्वैतमस्ति अब्रह्म' इति ब्रह्मण्येकत्वविज्ञानं न विधातव्यम्, ब्रह्मण्यविद्या-
धारोपणायामसत्याम् । न क्रमः—शुक्तिकारामिव ब्रह्मण्यतद्वन्माधारोपणं
नास्तीति ; किं तर्हि ? न ब्रह्म स्वाश्रयतद्वन्माधारोपनिमित्तम् अविद्याकर्तुं चेति ।
तवत्त्वेन—नाविद्याकर्तुं शक्नुवन् ब्रह्म ; किञ्च नैव अब्रह्मविद्याकर्ता चेतनो
जाह्नोहन्त इत्यन्ते—“नाहोहन्तोहन्ति विज्ञाता” । “नाहोहन्तोहन्ति विज्ञातृ”,
“तद्वमसि”, “आत्मानमेवावेत्”, “अहं ब्रह्मास्मि”, अहोहन्तावेहोहन्मस्तीति न स
वेद” इत्यादिप्रतिषेधः । प्रतिषेधश्च—“समं सर्वेषु भूतेषु”, “अहमाह्मा शुद्धा-

কেশ”, “তুনি চৈব স্বপাকে চ”, “বস্তু সৰ্ব্বাণি ভূতানি”, “যস্মিন্ সৰ্ব্বাণি ভূতানি” ইতি চ মন্ত্রবর্ণাং । ৬

ব্রহ্মণ্যবিদ্যানিবৃত্তিৰ্বিভাকলমিত্যত্র চোদয়তি—ব্রহ্মণীতি । ন হি সৰ্ব্বজ্ঞে প্রকাশৈকরসে ব্রহ্মণ্যজ্ঞানমাদিতো তমোবহুপ-রমিতি ভাবঃ । তত্তাজ্ঞাতস্বমজ্ঞঃ ব্যক্তিপ্যতে ? নাহুঃ, ইতাহ—ন ব্রহ্মণীতি । ন হি তত্ত্বমসীতি বিদ্যাবিধানং বিজ্ঞাতে ব্রহ্মণি যুক্তং, গিষ্টেপিষ্টপ্রসঙ্গাৎ । অতত্ত্বজ্ঞাতনেষ্টব্যমিত্যর্থঃ । ব্রহ্মাষ্ট্রৈক্যমজ্ঞাতং শাস্ত্রেণ জ্ঞাপাতে, তদ্বিষয়ং চ শ্রবণাদি বিধীয়তে, তেন তন্নিরজ্ঞাতস্বমেষ্টব্যমিত্যুক্তমর্থঃ দৃষ্টান্তেন সাধয়তি—ন ইতি । বিদ্যাভ্যাস্তাজ্ঞান ব্যতিরেকাদব্রহ্মণ্যবিদ্যাধারোপণায়াঃ শুক্লৌ রূপারোপণং দৃষ্টান্তিমিতি উষ্টবাম্ । কল্পান্তর-নালম্বতে—ন ক্রম ইতি ।

ব্রহ্মবিভাকর্ক্ণ ন ভবতীত্যস্ত যথাক্রতো বা অর্থঃ ? তদন্তত্ত্বদাজ্ঞারোহন্তীতি বা ? তত্রাজ্ঞমসী-করোতি—ভবতি । অনাদিহাদবিদ্যায়াঃ কত্রপেক্ষাতাবাদিনা চ যারং ব্রহ্মণি জ্ঞাত্যনভ্যাপ-গমাদিত্যর্থঃ । দ্বিতীয়ঃ প্রতাহ—কিঞ্চিতি । ব্রহ্মণোহন্তঃচেতনো নাস্তীত্যত্র প্রতিশ্রুতীকদা-হরতি—নাহোহন্তোহন্তীতাদিনা । ব্রহ্মণোহন্তোহচেতনোহপি নাস্তীত্যত্র মন্ত্রবর্ণঃ পঠতি—যতি । ৬

নহেবং শাস্ত্রোপদেশানর্থক্যমিতি ; বাচ্যম্, এবমবগতে অস্তেবানর্থক্যাম্ । অবগমানর্থক্যমপীতি চেৎ ; ন ; অনবগমনিবৃত্তেদৃষ্টত্বাৎ । তন্নিবৃত্তেরূপানুপ-পত্তিরেকত্বে ইতি চেৎ ; ন, দৃষ্টবিরোধাৎ ; দৃষ্টতে হি একত্ববিজ্ঞানাদেবানব-গমনিবৃত্তিঃ ; দৃষ্টমানমপ্যনুপপন্নমিতি ক্রবতো দৃষ্টবিরোধঃ স্তাৎ । ন চ দৃষ্টবিরোধঃ কেনচিদপ্যনুপপন্নমাত্যে ; ন চ দৃষ্টেহনুপপন্নং নাম, দৃষ্টত্বাদেব । দর্শনানুপপত্তি-রिति চেৎ ; তত্রাপ্যেবৈব যুক্তিঃ । ৭

ব্রহ্মণোহন্তজ্ঞাতভাবে দোষমানশ্চতে—নহিতি । কিমিদমানর্থক্যমবগতেহনবগতে বা চোক্ততে ? তত্রাজ্ঞমসীকরোতি—বাচ্যমিতি । দ্বিতীয়ে, নোপদেশানর্থক্যমবগমানর্থক্যাদিতি উষ্টবাম্ । উপদেশবদবগমনস্তাপি স্বপ্রকাশে বস্তুনি নোপযোগোহন্তীতি শঙ্কতে—অবগমেতি । অনুভবমশুভ্য পরিহরতি—নানবগমেতি । সা বস্তুনো ভিন্না চেদবৈতহানিঃ, অভিন্না চেজ্ঞানাদীনদ্বাসিদ্ধিরিতি শঙ্কতে—তন্নিবৃত্তেরিতি । অনবগমনিবৃত্তেদৃষ্টমানতয়া স্বরূপা-লাপ্যোবাং প্রকারান্তরাসম্ভাব্য পক্ষমপ্রকারত্বমেষ্টব্যমিতি মহাহ—ন দৃষ্টেতি । দৃষ্টমপি যুক্তিবিরোধে ত্যাজ্যমিত্যালক্যাহ—দৃষ্টমানমিতি । দৃষ্টবিরুদ্ধমপি কুতো নেষ্টতে, তত্ৰাহ—ন চেতি । অনুপপন্নমসীকৃত্যোক্তং, তদেব নাস্তীতাহ—ন চেতি । যুক্তিবিরোধে দৃষ্টরাতাদী-ভবতীতি শঙ্কতে—দর্শনেতি । দৃষ্টবিরোধে যুক্তেরেবাতাসবৎ স্তাদিতি পরিহরতি—উত্রাপীতি । অনুপপন্নং হি সৰ্ব্বতঃ দৃষ্টবলাদিষ্টং, দৃষ্টত্বং অনুপপন্নং ন কিকিরিমিত্তমসীত্যর্থঃ । ৭

“পুণ্যো বৈ পুণ্যো” কল্পণা ভবতি । “তং বিজ্ঞাকর্কণী সমধারণতেতে ।” “মহা বোদ্ধা কৰ্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ” ইত্যেবমাদিশ্রুতিবৃত্তিভায়েভ্যঃ পর-দ্বাধিলকণোহন্তঃ সংসারী অবগম্যতে ; তদ্বিলকণশ্চ পরঃ “স এব নেতি নেতি”

“অশনান্নাত্যেতি” “য আত্মাপহতপাপা বিজরো বিমৃত্যঃ” “এতস্ত বা অক্ষরস্ত
প্রশাসনে” ইত্যাদিশ্রুতিভাঃ । কণাদাক্ষপাদাদিতর্কশাস্ত্রেণ চ সংসারিবিলাক্ষণ
ঈশ্বর উপপত্তিঃ সাধ্যতে ; সংসারহঃখাপনয়ার্থিকপ্রবৃতিদর্শনাৎ শূচমন্ত্রস্বামীশ্বরাৎ
সংসারিণোহবগম্যতে ; “অবাক্যানাদরঃ” “ন মে পার্থাস্তি” ইতি শ্রুতিস্মৃতিভাঃ ;
“সোহষেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ” “তং বিদিত্বা ন লিপ্যতে” “ব্রহ্মবিদাপ্নোতি
পরম্” “একধৈবানুদ্রষ্টবামেতৎ” “যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বা” “তমেব ধীরো
বিজ্ঞায়” “প্রণবো ধনুঃ, শরো হ্যস্মা, ব্রহ্ম তন্নক্ষ্যমুচ্যতে” ইত্যাদিকর্মকর্ত্বিনির্দে-
শাচ্চ । মুমুক্শোশ্চ গতি-মার্গবিশেষবদেশোপদেশাৎ ; অসতি ভেদে কন্তু কুতো গতিঃ
স্তাৎ ? তদভাবে চ দক্ষিণোত্তরমার্গবিশেষান্তপত্তিগন্তব্যদেশানুপপত্তিঃশেচতি ;
ভিন্নস্ত তু পরম্মাদায়নঃ সর্বমেতদ্রূপপন্নম্ । ৮

ব্রহ্মতাবিপুরুষকরনাং নিরাকৃতা স্বপক্ষে শাস্ত্রস্বার্থবস্তুত্বং, সম্প্রতি প্রকারান্তরেণ পূর্ণ-
পক্ষয়তি—পুণা ইতি । আদিশব্দেন ‘বোহঃ’ বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণে’ ইত্যাত্মা শ্রুতিগৃহ্যতে ।
‘কুর কদৈব তস্মাদহম্’ ইত্যাত্মা স্মৃতিঃ । স্মারো মিথোবিরুদ্ধয়োরেকত্বাবোগাঃ । বিলাক্ষণত্বমন্তরে
হেতুঃ । জীবন্ত পরম্মাদস্তত্বেপি ন তস্ত ততোহন্তত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—তদ্বিলক্ষণশেচতি । পরন্তু
তদ্বিলক্ষণত্বং শ্রুতিতো দর্শয়িত্বা তত্রৈবোপপত্তিমাহ—কণাদেতি । কিতাদিকমূলক্রিয়ংকর্তৃকং
কার্যাদাহ ঘটবদিত্যাছোপপত্তিঃ । তয়োর্মিথো ভেদে হেতুস্তরমাহ—সংসারেতি । জীবন্ত
স্বগতদ্বঃখধ্বংসে হুঃখং মে মা ভূদিত্যধিহেন প্রবৃতিদৃষ্টা, নেপন্ত সাংস্তি, হুঃখাভাবঃ ; অতো
ভেদস্তয়োর্মিত্যর্থঃ । ইত্যেতৎপরন্তু ন প্রবৃতির্হেতুকলয়োরভাবাদিতাহ—অবাকীতি । মিথো
ভেদে স্রোতঃ লিঙ্গান্তরমাহ—সোহষেষ্টব্য ইতি । ৮

কর্ম-জ্ঞানসাধনোপদেশাচ্চ,—ভিন্নশেচদ্রূপকণঃ সংসারী স্তাৎ, ব্রুতস্তৎ প্রত্যভ্য-
দয়নিঃশ্রেয়সসাধনয়োঃ কর্ম-জ্ঞানয়োকপদেশঃ, নেখরন্ত, আপ্তকামত্বাৎ ; তস্মাদ্
ব্রুতং ব্রহ্মেতি ব্রহ্মভাবী পুরুষ উচ্যত ইতি চেৎ ;—ন, ব্রহ্মোপদেশানর্থক্যপ্রস-
ঙ্গাৎ,—সংসারী চেৎ ব্রহ্মভাবী অব্রহ্ম সন্ বিদিত্বাত্মানমেব—অহং ব্রহ্মাস্মীতি
সর্বমভবৎ ; তন্তু সংসার্যাশ্রয়বিজ্ঞানাদেব সর্বাশ্রয়তাবস্ত ফলন্ত সিদ্ধত্বাৎ, পরব্রহ্মো-
পদেশন্ত ঐবমানর্থক্যং প্রাপ্তম্ ॥ ৯

তত্রৈব লিঙ্গান্তরমাহ—মুমুক্শেতি । গতিদেবযানাত্মা, তস্তা মার্গবিশেষবোহর্চিমাণিঃ, দেশো
পদ্ব্যং ব্রহ্ম, তেষামুপদেশান্তেগর্ভবভিসম্ভবস্তীত্যাদয়ঃ, তথাপি কথং ভেদসিদ্ধিত্বাহ—
অসত্তীতি । বা ভুলপতিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—তদভাবে চেতি । কথং তর্হি গতাদিকমূপপত্ততে, তত্রাহ
—ভিন্নশেচতি । জীবন্তরয়োর্মিথো ভেদে হেতুস্তরমাহ—কর্মেতি । ভেদে সত্বোপপত্তা তবস্তীতি
শেবঃ । তদেব শূচয়তি—ভিন্নশেচতি । তন্ভেদে প্রামাণিকেষপি কথং ব্রহ্মতাবিপুরুষকরনোক্ত্যা-
নক্যোপসংহরতি—তস্মাদিতি । ব্রহ্মভাবিনো জীবন্ত ব্রহ্মলববাচ্যে ব্রহ্মোপদেশস্তানর্থক্য-
প্রসঙ্গাৎ নৈবমিতি দৃষয়তি—নেত্যাদিনা । প্রসঙ্গমেব একটয়তি—সংসারী চেতিতি । ৯

তদ্বিজ্ঞানস্ত কচিৎ পুরুষার্থসাধনেহবিনিয়োগাৎ সংসারিণ এব—অহং ব্রহ্ম-
স্মৃতি ব্রহ্মত্বসম্পাদনার্থ উপদেশ ইতি চেৎ ; অনির্জ্ঞাতে হি ব্রহ্মবরূপে কিং
সম্পাদয়েৎ—অহং ব্রহ্মস্মৃতি ? নির্জ্ঞাতলক্ষণে হি ব্রহ্মণি শক্য সম্পৎ কর্তুন্ম ।
ন ; “অয়মাত্মা ব্রহ্ম” “যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাঙ্গা” “য আত্মা” “তং সত্যং স
আত্মা” “ব্রহ্মবিদাপ্রোতি পরম্” ইতি প্রকৃত্য “তস্মাদা এতস্মাদাত্মনঃ” ইতি
সহস্রশো ব্রহ্মাত্মশব্দয়োঃ সামান্যাদিকরণ্যাদেকার্থত্বমেবেত্যবগম্যতে । অতস্ত
হি অতস্ত সম্পৎ ক্রিয়তে, নৈকত্বে ; “ইদং সৰ্বং যদয়মাত্মা” ইতি চ
প্রকৃতস্তেব দ্রষ্টব্যস্তাত্মন একত্বং দর্শয়তি । তস্মাদাত্মনো ব্রহ্মত্বসম্পদ-
পত্তিঃ । ১০

বিধিষেধেব ব্রহ্মোপদেশোৎসর্গবানিতি চেৎ, তত্র কিং কর্তব্যবিধিষেধেবোপাস্তিবিধিষেধেব
বা তদর্থবহমিতি বিকল্পাত্ত্বঃ দুযুজ্য—তদ্বিজ্ঞানস্তেতি । অবিনিয়োগাধিনিষোজকল্পত্যা-
ভাবাদিতি শেষঃ । কল্পান্তরমাদত্তে—সংসারিণ ইতি । উপদেশস্ত জ্ঞানার্থত্বতদনপেক্ষত্বাচ্চ
সম্পত্তেস্তত্ত্ব কথং তাদর্থ্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—অনির্জ্ঞাতে ইতি । ব্যতিরেকমুক্ত্যাহবসম্বন্ধাচ্চে-
নির্জ্ঞাতেতি । পদয়োঃ সামান্যাদিকরণ্যেন জীবব্রহ্মণোরভেদাবগম্য সম্পৎপক্ষঃ সম্ভবতীতি
সমাধত্তে—নেতাদিনা । কথমেকত্বে গম্যমানেহপি সম্পদোহুপপত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—অতস্ত
ইতি । একত্বে হেবন্তরমাহ—ইদমিতি । একত্বে কলিতমাহ—তস্মাদিতি । ১০

ন চাপ্যন্তং প্রয়োজনং ব্রহ্মোপদেশস্ত গম্যতে ; “ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মেব ভবতি”
“অভয়ং বৈ জনকং প্রাপ্তোহসি” “অভয়ং হি বৈ ব্রহ্ম ভবতি” ইতি চ তদাপত্তি-
প্রবণাৎ । সম্পত্তিচেৎ, তদাপত্তিন্ স্তাৎ । ন হস্তস্তাত্ত্বাব উপপদ্যতে । বচনাৎ
সম্পত্তেরপি তদ্ব্যবাপত্তিঃ স্তাদিতি চেৎ ; ন ; সম্পত্তেঃ প্রত্যয়মাত্রত্বাৎ বিজ্ঞানস্ত
চ মিথ্যাজ্ঞাননিবর্তকত্বব্যতিরেকেণাকারকত্বমিত্যবোচাম । ন চ বচনং বস্তনঃ
সামর্থ্যজনকম্ । জ্ঞাপকং হি শাস্ত্রং ন কারকমিতি স্থিতিঃ । “স এব ইহ
প্রবিষ্টঃ” ইত্যাদিবাক্যেষু চ পরস্তেব প্রবেশ ইতি স্থিতিঃ । তস্মাদব্রহ্মেতি ন
ব্রহ্মত্বাবি-পুরুষকল্পনা সাধনী । ১১

কিঞ্চ, সম্পত্তিপক্ষে তদাপত্তিঃ কলমন্ত্যেতি বিকল্পা দ্বিতীয়ঃ প্রত্যাহ—ন চেতি । আত্ম-
দুযুজ্য—সম্পত্তিচেদিতি । তং যথার্থত্যাদিবাক্যাবিত্ত্য শব্দতে—বচনাদিতি । সম্পত্তের-
মানবান তৎসাদনস্তাত্ত্বত্বমিত্যাহ—নেতি । তস্তা মানবোপেক্ষা, মানস্তাকারকত্বাৎ । ন চ
মুদ্রাহুগানসবাদপাত্তাত্ত্বং, হিতস্ত নষ্টস্ত বাহুপপত্তেঃ । অতিষ্ঠ ন পুরুষদ্বিত্বাদিত্যাবতি-
থায়িনী, তৎসাদনস্তাত্ত্বা তদ্ব্যবাপটারাৎ ; অতো ব্রহ্মত্বাবঃ শব্দঃ সিদ্ধো ন সাম্পাদিক
ইত্যাহ—বিজ্ঞানস্তেতি । অখ্যাত্তাত্ত্বত্বাবে যথোক্তং বচনমেব শক্ত্যধারকমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন
চেতি । ব্রহ্মোপদেশানবর্ণক্যপ্রসঙ্গায় ব্রহ্মত্বাবিপুরুষকল্পনেত্বক্ । তত্রৈব হেবন্তরমাহ—স এব

ইষ্টার্থবাধনাচ্—সৈকবধনবদনস্তরমবাহমেকরসং ব্রহ্মেতি বিজ্ঞানং সৰ্ব-
জ্ঞানুপনিষদি প্রতিপিপাদয়িষিতোহর্থঃ—কা ওদরেপ্যন্তেবধারণাদেবগম্যতে—
“ইত্যমুশাসনম্” “এতাবদরে খবমৃতম্” ইতি ; তথা সৰ্বশাখোপনিষৎসু চ
ত্রৈকৈক্যবিজ্ঞানং নিশ্চিতোহর্থঃ । তত্র যদি সংসারী ব্রহ্মণোহন্ত আত্মানমে-
বাবেৎ—ইতি কল্মেত, ইষ্টার্থার্থ বাধনং জ্ঞাৎ ; তথা চ শাস্ত্রমুপক্রমোপসংহার-
য়োবিরোধাদসমঞ্জসং কল্পিতং জ্ঞাৎ । ব্যপদেশান্ত্রপপত্তেঃ—যদি চ “আত্মান-
মেবাবেৎ” ইতি সংসারী কল্মেত, ‘ব্রহ্মবিজ্ঞা’ ইতি ব্যপদেশো ন জ্ঞাৎ “আত্মান-
মেবাবেৎ” ইতি ; সংসারিণ এব বেত্ত্বোপপত্তেঃ । ১০

ব্রহ্মোপদেশস্ত সম্পচ্ছেদেহে দোষাস্তরমাহ—ইষ্টার্থেতি । তদেব বিবৃষ্ণিষ্টমর্থমাচষ্টে—সৈক-
বেতি । যথোক্তং বস্ত তাত্পর্য্যগম্যস্তানুপনিষদীত্য হেতুমা—কাওদরেপীতি । মধু-
কাতাবসানগতমবধারণং দর্শয়তি—ইত্যমুশাসনমিতি । মুনিকাণ্ডান্তে ব্যবহিতমুদাহরতি—
এতাবদिति । ন কেবলমুপদেশস্ত সম্পচ্ছেদেহে বৃহদারণাকবিরোধঃ, কিং তু সৰ্বোপনিষদি-
রোধোহন্তীত্যাহ—তথেতি । ইষ্টমর্থমিষমুক্তা তদ্বাধনং নিগময়তি—তথ্যেতি । নহু বৃহদারণ্যকে
ব্রহ্মকতিক্রিয়াঃ জীবপরমোৰ্ত্তেদোহভিপ্রেতঃ, উপসংহারে হতভেদ ইতি ব্যবহার্য্য তথিরোধঃ শক্যঃ
সমাধাতুং তাত্ অহ—তথাচেতি । ব্রহ্মভাবিপুরুষকল্পনারমুপদেশানর্থক্যমিষ্টার্থবাধনশ্চেত্যুক্তম্,
ইদানীং ব্রহ্মেতাদিবাক্যে ব্রহ্মণকেন পরস্তাগ্রহণে তদ্বিচার্য্য ব্রহ্মবিদ্যেতি সংজ্ঞানুপপত্তিঃ
দোষাস্তরমাহ—ব্যপদেশানুপপত্তেচেতি । ১২

আত্মেতি বেদিতুরন্ত্রচ্যাত ইতি চেৎ ; ন ; “অহং ব্রহ্মস্মি” ইতি বিশেষণাৎ ;
অন্ত্রশ্চেদেত্ত্বঃ জ্ঞাৎ, ‘অয়মসৌ’ ইতি বা বিশেষ্যেত, ন তু ‘অহমস্মি’ ইতি ।
‘অহমস্মি’ ইতি বিশেষণাৎ ‘আত্মানমেবাবেৎ’ ইতি চাবধারণাৎ নিশ্চিতম্ আত্মৈব
ব্রহ্মেত্যবগম্যতে ; তথা চ সত্বাপপন্নো ব্রহ্মবিজ্ঞাব্যপদেশঃ, নান্তথা ; সংসারিবিজ্ঞা
হি অন্তথা জ্ঞাৎ । ন চ ব্রহ্মত্বেব্রহ্মে হেত্বোপপত্তেঃ পরমার্থতঃ, তমঃপ্রকাশবিব
তানোবিকল্পস্তাৎ । ১৩

অত্রোক্তব্রহ্মলক্ষার্থাক্ষেতুজীবদন্তদ্বাদানমিত্যত্রাব্রহ্মণকেন পরো গৃহ্যতে, তদ্বিজ্ঞা চ ব্রহ্ম-
বিদ্যেতি সংজ্ঞানিচ্ছিরিতি শব্দে—আত্মেতীতি । বাক্যশেষবিরোধোন্নৈবমিত্যাহ—নাইমিতি ।
তদেব প্রপকরতি—অন্ত্রশ্চেদिति । যথোক্তাবগমে—কলম্ অহ—তথা চ সতীতি । অত্যন্তভেদে
ব্যপদেশানুপপত্তিঃ বিশদয়তি—সংসারীতি । জীবব্রহ্মণোভেদভেদোপগম্যভেদেন ব্রহ্মবিদ্যেতি
ব্যপদেশঃ সৎজ্ঞাতীত্যাহ—ন চেতি । ১৩

ন চোত্তরনিমিত্তে ব্রহ্মবিদ্যেতি নিশ্চিতো ব্যপদেশো যুক্তঃ, তদা ব্রহ্মবিজ্ঞা
সংসারিবিজ্ঞা চ জ্ঞাৎ ; ন চ বস্তনোহন্তরতীরত্বং কল্পয়িতুং যুক্তম্ তত্ত্বজ্ঞানবিব-
কারাম্, প্রোক্তঃ সংশয়ো হি তথা জ্ঞাৎ ; নিশ্চিতং চ জ্ঞানং পুরুষার্থসাধনমিচ্ছতে

—“যন্ত তাদক্ষা ন বিচিকিৎসাক্তি” “সংশয়িতা বিনশতি” ইতি প্রতিশ্রুতিভ্যাম্ ।
অতো ন সংশয়িতো বাক্যার্থো বাচ্যঃ পরহিতার্থিনা । ১৪

তাত্কাং বা ব্রহ্মজ্ঞানোর্ভেদভেদো, তথাপি তিন্নাভিন্নবিভায়াঃ ব্রহ্মবিভেতি নিরতো বাপদেশো
ন তাদিত্যাহ—ন চেতি । নিমিত্তঃ বিষয়ঃ । তিন্নাভিন্নবিষয়া বিভা ব্রহ্মবিষয়পি ভবতোবেতি
বাপদেশসিদ্ধিশাশ্বতাহ—তদেতি । উত্তরাস্বকবাহন্তনন্তবিভাপি তথেনি বিকল্পোপপত্তিশা-
শ্বতাহ—ন চেতি । অস্ত তর্হি বস্ত ব্রহ্ম বাহুব্রহ্ম বা বৈকল্লিকবিত্যাশঙ্ক্যাহ—শ্রোতুরিতি ।
সংশয়িতমপি জ্ঞানং বাক্যাহুৎপত্ততে চেত্তাবৈতব পুরুষার্থঃ শ্রোতুঃ সিধ্যতীত্যশঙ্ক্যাহ—নিশ্চিতং
চেতি । শ্রোতুর্নিশ্চিতজ্ঞানস্ত কলবয়েহপি বক্তৃঃ সংশয়িতমর্থঃ বদতো ন কচন হানিরিত্যা-
শঙ্ক্যাহ—অত ইতি । নিশ্চিতস্তেব জ্ঞানস্ত পূম্বর্ষসাধনত্বং ন সংশয়িতস্তেতি অতঃপদার্থঃ । ১৪

ব্রহ্মণি সাধকত্বকল্পনা অন্তদাদিষিব অপেশলা—“তদাত্মানমেবাবেৎ, তস্মাত্তৎ
সর্বমভবৎ” ইতি চেৎ, ন ; শাস্ত্রোপালভ্যৎ ; ন হুৎসংকল্পনেয়ম্, শাস্ত্রকৃতা
তু ; তস্মাক্সজ্ঞানমুপালভ্যৎ ; ন চ ব্রহ্মণ ইষ্টং চিকীর্ষুণা শাস্ত্রার্থবিপরীতকল্পনয়া
স্বার্থপরিত্যাগঃ কার্য্যঃ । ন চৈতাবতোবাক্ষমা যুক্তা ভবতঃ ; সর্বং হি নানাত্বং
ব্রহ্মণি কল্পিতমেব “একধৈবাহুদ্রষ্টব্যম্” “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন” “যত্র হি দ্বৈতমিব
ভবতি” “একমেবাদ্বিতীয়ং” ইত্যাদিবাশাস্ত্রভেদাঃ, সর্বো হি লোকবাবহারো
ব্রহ্মণ্যেব কল্পিতো ন পরমার্থঃ সন্, ইত্যন্নমিদমুচ্যতে—ইয়মেব কল্পনা
অপেশলেনিতি । ১৫

জীবপরমোরত্যন্তভেদস্ত ভেদাভেদয়োঃচাযোগাৎ পরমেব ব্রহ্ম ব্রহ্মলক্ষবাচ্যং, ন জীব-
ত্বভাবীভূত্বং, সম্প্রত্যাত্মভেদপক্ষে দোষশাস্ত্রভেদে—ব্রহ্মণীতি । তদাত্মানমেবাবেদিতি জাত্বং
ব্রহ্মণুচ্যতে, তদযুক্তং, তস্ত জ্ঞানমুত্তিহাৎ ; অত এব ন তৎকল্পনমপি । ন চ স্বকর্তৃকর্পকজ্ঞানানু-
মুক্তিঃ, পরন্ত তিন্নাকারককলবিলকণবাদতো ন পরং ব্রহ্ম ব্রহ্মলক্ষিতবিত্যর্থঃ । শাস্ত্রং ব্রহ্মণি
সাধকবাদি দর্শয়তি, তচ্চাপৌরুষেয়মদোষাগ্রোপলভ্যত্বং, তথা চ তিন্নাবিক্তং সাধকবাদ্যবিরুদ্ধ-
মিতি—সমাধত্তে—ন শাস্ত্রেতি । স চাহুত্বত্বাপৌরুষেয়বৈশাভাবিতদোষবাদিতি শেখঃ । নহু
ব্রহ্মণো নিত্যমুক্তবপরীকণার্থঃ শাস্ত্রমুপালভ্যতে, নেতাহ—ন চেতি । শাস্ত্রাচ্চ ব্রহ্মণো
নিত্যমুক্তবঃ পম্যতে, সাধকবাদি চ তস্ত ভেদৈবোচ্যতে, ন চার্চজরতীরমুচিৎ ; তথা চ বাস্তবঃ
নিত্যমুক্তবঃ, কল্পিতমিতরদিত্যাহেয়ম্ । যদি তস্ত নিত্যমুক্তবর্ষঃ সর্বধৈব সাধকবাদি নেত্বতে,
তদা স্বার্থপরিত্যাগঃ তাত্, সাধকবাদিনা বিনাঃত্বাদয়নিঃশ্রেয়সমোরসমভবাৎ । ন চ ব্রহ্মণোঃস্ত-
কেতনোঃচেতনো বাহন্তি ‘মাত্তোঃতোহন্তি ব্রষ্টা’ ‘ব্রহ্মৈবেদং সর্বম্’ ইত্যাদিভেদাঃ ; তস্মাৎ
বাক্যো বাবহায়েত্যর্থঃ ।

কিঞ্চ, সর্বত্রাপি সংসারস্ত ব্রহ্মাবিক্তরাংখ্যাসাভবন্তুত্বম্ সাধকবাদ্যপি তত্রাখ্যত্বনিত্যত্বপ-
গমে কাংলুপপত্তিরিত্যাহ—ন চেতি । তস্ত তিন্নম্ কল্পিতত্বং সুতোঃবদনিত্যানত্বাহ—
একধেতি । উক্তকথিতাৎপর্য্যঃ সফলরতি—সর্বো দ্বীতি । সর্বস্ত বৈতস্যাবহারস্ত ব্রহ্মণি কল্পিতত্ব
প্রকৃচ্চোক্তভাভাসবঃ কলতীতাহ—ইত্যন্নমিতি । ১৫

তন্নাৎ—যৎ প্রতিষ্টৎ অষ্ট্ৰ ব্রহ্ম তদ্ ব্রহ্ম ; বৈ-শকোহবধারণার্থঃ ; ইদং শরীরস্থং
যৎ গৃহ্যতে, অগ্রে প্রাক্ প্রতিবোধদপি ত্রৈলোক্যবাসীং সৰ্পক্ষেদম্ ; কিন্তু-অপ্রতিবোধাৎ
'অব্রহ্মস্মি অসৰ্পঃ চ ইত্যাব্রহ্মধারোপাৎ 'কর্ত্তাঃ জিগ্যাবান্, ফলানিঞ্চ ভোক্তা,
স্বধী হুঃধী সংসারী' ইতি চাধ্যারোপরতি ; পরমার্থতস্ত ব্রহ্মৈব তদ্বিলক্ষণং সৰ্পকঃ ;
তৎ কণ্ঠকিমাচার্যোণ দদামুনা প্রতিবোধিতং 'নাসি সংসারী'ইতি আত্মানমে-
বাবেৎ স্বাভাবিকম্, অবিজ্ঞাধারোপিতবিশেষবর্জিতমিত্যেব-শব্দস্বার্থঃ] ১৬

পরপক্ষঃ নিরাকৃত্য স্বপক্ষঃ দর্শয়তি—তন্মাদিতি । তদ্ব্যতিরেক্যেণ জগৎপ্রাপ্তিঃ সূচয়তি—
বৈশক ইতি । তৎপদার্থমুক্তাঃ স্বং-পদার্থং কথয়তি—উদয়তি । তদ্যোরবিস্তৃতা ভেদঃ শক্তিঃ
পদান্তরং ব্যাচষ্টে—প্রাদিতি । তস্তাপরিচ্ছিন্নত্বমাহ—সৰ্পঃ চেষ্টি । কণ্ঠং নহি বিপন্নীতধী-
রিত্যাশঙ্ক্যাহ—কিঞ্চিতি । যথা-প্রতিভাসঃ কর্ত্তৃবাদেৰ্হাস্তবদমানকঃ শাস্ত্রবিরোধাৎ মৈবমিত্যাহ—
পরমার্থতব্রিতি । তদ্বিলক্ষণমধ্যস্তসমস্তস্যংসাররহিতমিতি যাবৎ । কিমু তদব্রহ্মেতি চোন্তঃ
পরিক্রতা কিং তদব্রহ্মিতি চোন্তান্তরং প্রত্যাহ—তৎ কণ্ঠকিদিতি । পূর্ববাক্যোক্তমবিজ্ঞাবিশিষ্ট-
মধিকারিণেব বাবহিতং ব্রহ্ম নাসি সংসারীত্যাচার্যোণ দদ্যাবতঃ কণ্ঠকিধোষিতমাত্মানমেবাব্রহ্মিতি
সম্বন্ধঃ । আত্মৈব প্রমেরন্তজ্ঞানমেব প্রমাণমিত্যেবমর্থমেকাকারন্ত বিবক্ষ্যাহ—
অবিস্তেতি । ১৬

ক্ৰহি কোহসাংবায়ী স্বাভাবিকঃ, যমাত্মান- বিদিতবদ ব্রহ্ম । নহু ন স্মর-
ন্তাত্মানম্ ; দর্শিতো হুসৌ—য ইহ প্রবিশ্ত প্রাণিতাপানিতি ব্যানিতি উদানিতি
সমানীতীতি । নহু 'অসৌ গোঃ, অসাবধঃ' ইত্যেবমসৌ ব্যাপদিশ্ততে ভবতা,
নাত্মানং প্রত্যক্ষং দর্শয়সি ; এবং তর্হি দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা বিজ্ঞাতা স আত্মেতি ।
নদ্যত্রাপি দর্শনাদিক্রিয়াকর্ত্তুঃ স্বরূপং ন প্রত্যক্ষং দর্শয়সি ; ন হি গমিরেব গন্তুঃ
স্বরূপম্, হিদির্কা ছেতুঃ ; এবং তর্হি দৃষ্টেদ্রষ্টা, ক্রতেঃ শ্রোতা, মতেষষ্ঠা, বিজ্ঞাতে-
কিঁজ্ঞাতা, স আত্মেতি । ১৭

প্রকৃতমাত্মশব্দার্থঃ বিবিচ্য বক্তুং পুচ্ছতি—ত্ৰহীতি । স এম ইহ প্রতিষ্ট ইত্যাত্মানো
দর্শিতভ্যাং প্রাণনাদিলিঙ্গন্ত তস্ত ত্বৈবানুসন্ধাতুং শক্যত্বাশ্চ বক্তব্যমিত্যাহ—নথিতি ।
আত্মানং প্রত্যক্ষমিচ্ছুঃ পুচ্ছতস্তৎপরোক্তবচনমুত্তরমিতি শব্দতঃ—নথসাবিতি । আত্মানং চেষ্টে
প্রত্যক্ষমিচ্ছসি, তর্হি প্রত্যক্ষমেব তং দর্শয়ামীত্যাহ—এবং তহীতি ।

নব্যঃ প্রতিজ্ঞাস্বরূপঃ প্রতিবচনমিতি চোদয়তি—নথ্যেতি । প্রত্যক্ষবাদদর্শনাদিক্রিয়ামাত্মশব্দ-
কর্ত্তুঃ স্বরূপমপি তথেষ্যশঙ্ক্যাহ—ন হীতি । যদি দর্শনাদিক্রিয়াকর্ত্ত্বরূপোক্তিমাত্রোণ
জিহ্বাসা নোপশ্যামিতি, তর্হি দৃষ্টাদিস্যাকিঞ্চনাত্মোক্তা তুচ্ছত্ব ভবানিত্যাহ—এবং তর্হি
দৃষ্টেতি । ১৭

নহু অত্র কো বিশেষো দ্রষ্টেরি? যদি দৃষ্টেদ্রষ্টা, যদি বা ঘটস্ত দ্রষ্টা, সৰ্ব্বথাপি
দ্রষ্টেব; দ্রষ্টব্য এব তু ভবান্ বিশেষমাহ—দৃষ্টেদ্রষ্টেতি ; দ্রষ্টা তু যদি দৃষ্টে, যদি

বা ঘটস্ত, দ্রষ্টা দ্রষ্টেব । ন, বিশেষোপপত্তেঃ—অন্ত্যত্র বিশেষঃ, যো দৃষ্টে দ্রষ্টা, স দৃষ্টিশ্চেষ্টবতি, নিত্যমেব পশুতি দৃষ্টিম্, ন কদাচিদপি দৃষ্টিন্ দৃষ্টতে দ্রষ্টা ; তত্র দ্রষ্টৃদৃষ্ট্যা নিত্যায় ভবিতবাম্ ; অনিত্যা চেৎ দ্রষ্টৃদৃষ্টিঃ, তত্র দৃষ্টা বা দৃষ্টিঃ, সা কদাচিদ দৃষ্টেতাপি—যথা অনিত্যায় দৃষ্ট্যা ঘটাদি বস্ত । ন চ তৎ দৃষ্টেদ্রষ্টা কদাচিদপি ন পশুতি দৃষ্টিম্ । ১৮

পূর্ব্বদ্বাং প্রতিবচনাদগ্নিন্ প্রতিবচনে দ্রষ্টৃবিবরণে বিশেষো নাস্তীতি শব্দে—নশ্বতি । বিশেষোক্তাং বিশদয়তি—বদীতাদিনা । ঘটস্ত দ্রষ্টা দৃষ্টেদ্রষ্টেতি বিশেষে প্রতীয়মানেন তদভাবোক্তিক্যাহতেত্যাশঙ্ক্যাহ—দ্রষ্টব্য এবতি । তথা দ্রষ্টব্যাপি বিশেষো ভবিষ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ—দ্রষ্টা বিতি । বৃত্তিমদন্তঃকরণাবচ্ছিন্নঃ সৰ্ব্বকারণে ঘটদ্রষ্টা কূটস্থচিন্মাত্রবক্তব্যঃ সন্নিধিসত্ত্বাত্মকেন বুদ্ধিতদবৃত্তীনাং দ্রষ্টেতি বিশেষবলীকৃত্য পরিহরতি—নেতাদিনা । এতদেব স্মৃতিরিতি—অস্মীতি । সপ্তমী দ্রষ্টারমধিকরোতি দৃষ্টেদ্রষ্টৃস্তাবদয়বাতিরেকাত্যাং বিশেষঃ বিশদয়তি—যো দৃষ্টেরিতি । তবতু দৃষ্টিসম্বাবে দ্রষ্টৃঃ সদা তদ্রষ্টৃৎ, তথাপি কথং কূটস্থদৃষ্টিমিত্যাশঙ্ক্যাহ—তত্রৈতি । নিত্যরূপপাদয়তি—অনিত্যা চেদিতি । উক্তপক্ষপরামর্শার্থী সপ্তমী । কদাচিদেকৈ দ্রষ্টৃদৃষ্টত্বৈ দৃষ্টান্তমাহ—যথেনিতি । ঘটাদিবদদৃষ্টিরপি কদাচিদেব দ্রষ্টা দৃষ্টতে, ন সৰ্ব্বদা, ইত্য-নিষ্টাপত্তাবশ্যমাহ—ন চেতি । বিকাসিগচ্ছিত্ত্যাদ্রষ্টৃৎ ক্রমদ্রষ্টৃত্বমন্তথা দ্রষ্টৃৎ চ দৃষ্ট-তৎসাক্ষিপো বাবর্তমানঃ তস্ত নির্বিকারত্বঃ সমরতীতি ভাবঃ ; ১৮

কিং হে দৃষ্টা দ্রষ্টৃঃ—নিত্যা অদৃষ্টা, অজ্ঞা অনিত্যা দৃষ্টেতি ? বাচম্ ; প্রসিদ্ধা তাবদনিত্যা দৃষ্টিঃ, অজ্ঞানরূপদর্শনাৎ ; নিতৈব চেৎ, সর্বোহনরূপ এব জ্ঞাৎ ; দ্রষ্টৃস্ত নিত্য্য দৃষ্টিঃ—“ন হি দ্রষ্টৃদৃষ্টেবিপরিণ্যাসো বিজ্ঞতে” ইতি ক্রতেঃ ; অনুমানানু-—অনুতাপি ঘটাত্মাসবিসয়া স্বপ্নে দৃষ্টিরূপলভ্যতে ; সা তর্হি ইতরদৃষ্টিনাশে ন নশুতি ; সা দ্রষ্টৃদৃষ্টিঃ, তয়া অবিপরিপুঞ্জয়া নিত্য্য দৃষ্ট্যা স্বরূপভূতয়া স্বয়ং-জ্যোতিঃসমাখ্যয়া ইতরাননিত্যাং দৃষ্টিং স্বপ্নবুদ্ধান্তরৌক্যসনাশ্রত্যরূপাং নিত্য-মেব পশুন্ দৃষ্টেদ্রষ্টা ভবতি । এবম্ সতি দৃষ্টিরেব স্বরূপমন্ত অম্যোক্যবৎ, ন কাণাদানামিব দৃষ্টিব্যতিরিক্তোহন্তশ্চেতনো দ্রষ্টা । ১৯

দৃষ্টিবরঃ প্রমাণতাবাদিরিষ্টমিতি শব্দে—কিমিতি । তদুত্তরমলীকরোতি—বাচমিতি । তদানিত্যাং দৃষ্টিবস্তুত্বেন সাধয়তি—প্রসিদ্ধেতি । উক্তমর্থঃ বুদ্ধ্যা ব্যক্তীকরোতি—নিত্যেবতি । সপ্তমিতি নিত্য্যঃ দৃষ্টিঃ ক্রত্যা সমর্থয়তে—দ্রষ্টুরিতি । তত্রৈবোপপত্তিমাহ—অনুমানানুচেতি । তদেব বিবরণোতি—অনুতাপিতি । জাগরিতে চক্ষুরাদিহীনস্তাপি পুংসঃ স্বপ্নে বাসনাময়ঘটাদি-বিষয়া দৃষ্টিরূপলভা, বা চ সা তদগ্নিন্ কালে চক্ষুরাদিক্রিয়িতদৃষ্টাত্মকেনপি পরমবিনতভূতদৃষ্টতে, সা দ্রষ্টৃঃ বক্তব্যভূতাব্দৃষ্টিনিতৈব্যা : বিষয়ঃ নিত্যমব্যক্তচারিবাৎ পরোষ্টাশ্রয়মিতি প্রয়োগোপপত্তে-রিতার্থঃ । বদাম্য দৃষ্টিবক্তব্যবক্তেৎ কথং দৃষ্টেদ্রষ্টৃভুক্তমত্র আহ—তথেনিতি । নিত্যেব হেতুঃ—অবিপরিপুঞ্জয়েতি । নিত্যবরঃ পরিহৃত্বঃ স্বরূপভূতয়েত্যানু । তত্র দৃষ্টান্তরূপেভ্যং বায়তি—

স্বয়মিতি । উক্তমবিশ্লিষ্টপুংস্বয়ং বানজি—ইত্যমিতি । আত্মা দৃষ্টেহঁষ্টেতি স্থিতে কলিতমাহ—
এবং চেতি । অন্তঃক্ষেতনোহঁচেতনো বেতি শেষঃ । ১৯

তৎ ব্রহ্ম আত্মানমেব নিত্যদৃগ্ৰূপম্ অধ্যারোপিতানিত্যদৃষ্টাদিবর্জিতমেব
অবেৎ বিদিতবৎ । নহু বিপ্রতিবিদ্ধং—“ন বিজ্ঞাতের্বিজ্ঞাতারং বিজানীয়াঃ”
ইতি শ্রুতেঃ—বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞানম্ । ন ; এবং বিজ্ঞানান্ন বিপ্রতিবেদঃ ; এবং দৃষ্টেদ্রষ্টা
ইতি বিজ্ঞায়তঃ এব ; অতজ্ঞানানপেক্ষত্বাচ্চ—নচ দ্রষ্টুর্নিত্যেব দৃষ্টিরিত্যেবং
বিজ্ঞাতে দৃষ্টে বিবরাৎ দৃষ্টিমত্মাশ্রয়াক্ষতে ; নিবর্ততে হি দ্রষ্টে বিবরদৃষ্ট্যাকাঙ্ক্ষা,
তদসম্ভাবাদেব ; ন হুবিজ্ঞানান্নে বিবরে আকাঙ্ক্ষা কথঞ্চিৎপজায়তে ; নচ দৃষ্টা
দৃষ্টিদ্রষ্টারং বিবরীকর্তৃমুৎসহতে, যতস্তমাশ্রয়তে । নচ স্বরূপবিবরাকাঙ্ক্ষা
স্বশ্চেব ; তস্মাদজ্ঞানাদধ্যারোপণনিবর্ত্তিরেব “আত্মানমেবাবেৎ” ইত্যুক্তম্, নাত্মনো
বিবরীকরণম্ । ২০

নিত্যদৃষ্টবস্তুবাস্তবস্বার্থঃ পরিশোধ্য শ্রুতাক্ষরাণি যোজয়তি—তদ্ব্রহ্মেতি । বাক্যশেষ-
বিরোধঃ চোদয়তি—নহিতি । কিং কণ্ঠস্থেনাত্মনো জ্ঞানং বিরূপাতে, কিং বা সাক্ষিভবেন্তি
বাচ্যং, নাট্যোহঁনভূপগমাদিত্যাহ—নেতি । ন দ্বিতীয় ইত্যাহ—এবমিতি । তদেব স্পষ্টয়তি—
এবং দৃষ্টেরিতি । তর্হি তদ্বিষয়ং জ্ঞানান্তরমপেক্ষিতবামিতি কুতো বিরোধো ন প্রসঙ্গীত্য-
শক্যাহ—অন্তজ্ঞানেতি । ন বিপ্রতিবেদ ইতি পূর্বেণ সন্দ্বন্ধঃ । সংগৃহীতমর্থং বিবৃণোতি—ন
চেতি । নিত্যেব স্বরূপভূতেতি শেষঃ । বিজ্ঞাতত্বং বাক্যায়বৃদ্ধিবৃত্তিাব্যাপ্যম্ । অস্তাং দৃষ্টিং
স্মরণলক্ষণম্ । আত্মনিবরস্মরণাকাঙ্ক্ষাভাবঃ প্রতিপাদয়তি—নিবর্ত্ততে ইতি । আত্মনি-
স্মরণরূপে স্মরণস্তাত্মজ্ঞানস্বভেদং কৃত্ত্বদাকাঙ্ক্ষোপশান্তিরিত্যাশক্যাহ—ন ইতি । কিং চ,
দ্রষ্টরি দৃষ্টাহঁদৃষ্টা বা দৃষ্টিরপেক্ষাতে ? নাট্যঃ, ইত্যাহ—ন চেতি । আদিত্যপ্রকাগন্ত রূপাদেত্তৎ-
প্রকাশকত্বাভাবমিতি ভাবঃ । ন দ্বিতীয় ইত্যাহ—ন চেতি । আত্মনো বৃত্তিব্যাপ্যভেদং
স্মরণব্যাপ্যত্বানস্মরকরণায় বাক্যশেষবিরোধোহঁন্তীত্যুপসংহরতি—তস্মাদিতি । ২০

তৎ কথমেবেদিত্যাহ—অহং দৃষ্টেদ্রষ্টা আত্মা ব্রহ্মস্মি ভবামীতি । ব্রহ্মেতি—
—যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাৎ সর্বাস্তর আত্মা অশনারাত্তীতো নেতি নেত্যত্মলমনস্বিত্যে-
বমাদিলক্ষণম্, তদেবাহমস্মি, নাট্যঃ সংসারী, যথা ভবানাহ—ইতি । তস্মাদেবং
বিজ্ঞানাৎ তৎ ব্রহ্ম সর্বমভবৎ—অব্রহ্মাদধ্যারোপণাপগমাৎ তৎকার্যাত্মাসর্বভূত
নিবৃত্ত্য সর্বমভবৎ । তস্মাদ ব্রহ্মমেব মনুষ্যা মনুন্তে—যৎ ব্রহ্মবিজ্ঞয়া সর্বং ভবি-
ষ্যাম ইতি । যৎ পৃষ্টম্—কিমু তৎ ব্রহ্মাবেৎ, যস্মাৎ তৎ সর্বমভবদिति, তন্নির্গীতং
“ব্রহ্ম বা ইদমগ্রআসীৎ, তদাত্মানমেবাবেৎ—অহং ব্রহ্মস্মিতি, তস্মাৎ তৎ সর্ব-
মভবদिति । ২১

বাক্যান্তরমাকাঙ্ক্ষাপূর্বকবাদন্তে—তৎ কথমিতি । তদক্ষরাণি বাচ্যে—দৃষ্টেরিতি । ইতি-
পদমবেদিত্যেন্ন সন্দ্বধ্যতে । ব্রহ্মলক্ষণং বাচ্যে—ব্রহ্মেতীতি । ব্রহ্মাহংপদার্থোনির্দেশো বিশেষণ-

বিশেষত্বভাববক্তিত্রয়ো বাক্যার্থমাহ—তদেবেতি । আচার্যোপনিষদেঃ বক্তৃ নিশ্চয়ং দর্শয়তি—
বধেতি । ইতি-নকো বাক্যার্থজ্ঞানসমাপ্তার্থঃ । ইদানীং কলবাক্যং ব্যাচষ্টে—তদ্বাদিতি ।
সৰ্গভাবমেব বাক্যরোতি—অত্রকেতি । ব্রহ্মৈবাবিভক্তাঃ সংসরতি বিভক্তাঃ চ মুচ্যত ইতি পক্ষস্ত
নির্দোষত্বপূৰ্ণসংসরতি—তন্মাদবৃত্তমিতি । বৃত্তং কীর্তয়তি—যং পৃষ্টমিতি । ২১

তৎ তত্র যো যো দেবানাং মধ্যে প্রত্যবুধ্যাত প্রতিবুদ্ধবান্ আত্মানং যথোক্তেন
বিধিনা, স এব প্রতিবুদ্ধ আত্মা তদ্ব্রহ্ম অভবৎ ; তথা স্বৰ্গাণাম্, তথা মনুষ্যাণাং
চ মধ্যে ! দেবানামিত্যাदि লোকদৃষ্ট্যপেক্ষয়া, ন ব্রহ্মত্ববুদ্ধ্যোচ্যতে ; “পূরঃ
পূৰ্ব্ব আবিশৎ” ইতি সৰ্বত্র ব্রহ্মৈবানুপ্রবিষ্টমিত্যবোচাম । অতঃ শরীরাত্মা-
পাখিজানিত-লোকদৃষ্ট্যপেক্ষয়া দেবানামিত্যাছ্যচেত ; পরমার্থতত্ত্ব তত্র তত্র ব্রহ্মৈ-
বাগ্ন আসীৎ প্রাক্ প্রতিবোধাৎ দেবাদিশরীরেবত্বপৈব বিভাব্যমানম্, তদাত্মান-
মেবাবেৎ, তথৈব চ সৰ্বমভবৎ । ২২

যথাগ্নিহোতাদি মনুষ্যাদিভ্যামিতমন্তমৰ্ষিভ্যাদিবিশেষবৃত্তঃ চাধিকারিণমপেক্ষতে, ন তথা
জ্ঞানমিতি বক্তুং তদ্ব্যো যো দেবানামিত্যাদিবাক্যং তদক্ষরাণি ব্যাচষ্টে—তত্ত্বত্রৈতি । যথোক্তেন
বিধিনাঃ স্বরূপাদিকৃতপদার্থপরিশোধনাদিনেতৃত্বার্থঃ । জ্ঞানাদেব মুক্তির্ন সাধনান্তরাদিতোবকার্যার্থঃ ।
বিবকিতমধিকার্যনিয়মঃ প্রকটয়তি—তথৈত্যাক্ষিণ্য । যো যঃ প্রত্যবুধ্যাত, স এব তদন্তবদ্বিতি
পূৰ্বেণ সম্বন্ধঃ । ব্রহ্মৈবাবিভক্তাঃ সংসরতি, মুচ্যতে চ বিভক্তাঃ, ইত্যুক্তবাদেবাদীনাঃ বিভ্রাতিভ্রাত্যাঃ
বন্ধবোদ্ধোক্তিত্ত্ববিবন্ধেত্যাশঙ্ক্যাহ—দেবানামিত্যাঙ্গীতি । তদ্বদৃষ্টোব ভেদবচনে কা হানিরিত্যা-
শঙ্ক্যাহ—পূর ইতি । আবিভক্তং ভেদমনুজ্ঞ তত্ত্বদাজ্ঞান । স্থিতব্রহ্মচৈতন্ত্বস্তেব বিভ্রাতিভ্রাত্যাঃ
বন্ধবোদ্ধোক্তে ন পূৰ্ণাপরবিরোধোহন্তীতি কলিতমাহ—অত ইতি । “অবিভ্রাদৃষ্টমনুজ্ঞ তদ্বদৃষ্ট-
মব্যচষ্টে—পরমার্থত্বমিতি । এবোধ্যৎ প্রাপপি তত্র তত্র দেবাদিশরীরেহ পরমার্থতো ব্রহ্মৈ-
বাসীচেৎ, ঔপদেশিকং জ্ঞানমনবৰ্ণকমিত্যাশঙ্ক্যাহ—অতথৈবেতি । নানাজীববাদস্ত তু নাবকাশঃ
প্রকটমবিরোধাদিত্যাশংয়েনাহ—তদ্বিতি । তথৈবেত্যুৎপন্নজ্ঞানানুসারিত্বপরামর্শঃ । ২২

অতঃ ব্রহ্ম-বিভ্রাতাঃ সৰ্গভাবাপত্তিঃ কলমিত্যেতত্ত্বার্থস্ত দ্রষ্ট্রিয়ে মজ্জামুদাহরতি
ক্ৰটিঃ । কথম্ ?—তদব্রহ্ম এতদাত্মানমেব অহমস্মরীতি পশ্যন্ এতদাত্মাদেব ব্রহ্মণো
দর্শনাদ্ স্ববিকীর্যমেবোধ্যঃ প্রতিপেদে ই প্রতিপন্নবান্ কিল । স এতস্মিন্ ব্রহ্মা-
দ্বদর্শনেহবহ্নিত এতান্ মজ্জান্ দদর্শ—অহং মনুরভবং স্বর্বাশ্চেত্যাদীন । তদেতদ্ব্রহ্ম
পশ্যন্ন্বিতি ব্রহ্মবিভ্রা পরামুত্তে ; অহং মনুরভবং স্বর্বাশ্চেত্যাদিনা সৰ্গভাবাপত্তিঃ
ব্রহ্ম-বিভ্রাকলং পরামুশতি ; পশ্যন্ সৰ্গাত্মভাবং কলং প্রতিপেদে, ইত্যান্নাং
প্ররোগাদ্ ব্রহ্মবিভ্রাসহস্রসাধনসাধ্যং যোক্তং দর্শয়তি—তুদানতুপ্যতীতি বধৎ । ২৩

তদ্বৈতবিভ্রাদিবাক্যসমভাৰ্য্য বাক্যরোতি—অতঃ ইতি । বহ্নোদাহরণক্ৰটিমেব প্রবধানা
ব্যাচষ্টে—কথমিত্যাখিণ্য । জ্ঞানাম্ মুক্তিরিত্যর্থবাদোহরমিতি ভোক্তামিহ কিসকৃতম্ ।
আদিপদং সমস্তবাসদেবত্বকরণার্থম্ । তত্রাবান্তরবিভ্রাপমাহ—তদেতদ্বিতি । শব্দপ্রত্যয়-

প্রয়োগপ্রাপ্তমর্থঃ কথয়তি—পশুশ্রুতি । “লক্ষণহেত্বোঃ দ্বিঘায়াঃ” (পাং সূ. ৩।২।১২৬) ইতি হেতৌ শত্ৰুপ্রত্যয়বিধানান্নৈরন্তর্যো চ সতি হেতুসম্ভবাৎ প্রকৃতে চ প্রত্যয়বলাদ্ব্রহ্ম-বিজ্ঞান-মোকশ্যোন্নৈরন্তর্য্যপ্রতীতেত্তরা সাধনান্তরানপেক্ষয়া লভ্যঃ মোক্ষঃ দর্শয়তি শ্রুতিরিত্যর্থঃ । অত্রোদাহরণমাহ—ভুজ্ঞান ইতি । ভুক্তিক্রিয়ামাত্রসাধা তি তৃপ্তিরত্র প্রতীয়তে, তথা পশুশ্রু-তাদাবপি ব্রহ্মবিজ্ঞানামাত্রসাধা মুক্তির্ভাভীত্যর্থঃ । ২৩

সেরং ব্রহ্ম-বিজ্ঞায় সর্বভাবাপত্তিরাসীন্নহতাঃ দেবাদীনাম্ বীর্য্যাতিশয়াৎ, নেদানী-মৈদংসুগীনানাম্, বিশেষতো মনুষ্যাণাম্, অন্নবীর্য়াদ্যঃ ; ইতি শ্রুতং কথয়তি ব্রহ্ম-বিজ্ঞায়, তদ্ব্যুৎপাদনমাহ—তদিদং প্রকৃতং ব্রহ্ম যৎ সর্বভূতান্নপ্রবিষ্টং দৃষ্টিক্রিয়াদিলিঙ্গম্, এতর্হি এতন্নিরূপিত বর্তমানকালে, যঃ কশ্চিদাবৃত্তবাহোঃস্বক্যা আত্মানমেব এবং বেদ অহং ব্রহ্মস্মিতি—অপোহোণাধিজনিতদ্রাস্ত্রবিজ্ঞানাদ্যারোপিতান্ বিশেষান্ সংসারধর্ম্মানাগন্ধিতমনস্তরমবাহং ব্রহ্মবাহমস্মি কেবলমিতি, সঃ অবিজ্ঞাকৃতা-সর্বজনিবৃত্তেঃ ব্রহ্মবিজ্ঞানাদিদং সর্বং ভবতি । ন মহাবীর্য়েষু বামদেবাদিষু হীনবীর্য়েষু বা বার্তমানিকেষু মনুষ্যেষু ব্রহ্মণো বিশেষঃ তদ্বিজ্ঞানশ্চ বাস্তু । বার্ত-মানিকেষু পুরুষেষু তু ব্রহ্মবিজ্ঞাকলেহনৈকান্তিকতা শঙ্ক্যতে, ইত্যত আহ—তস্ত হ ব্রহ্মবিজ্ঞাতুর্যথোক্তেন বিধিনা, দেবা মহাবীর্য়ান অপি, অভূতো অভবনাস্ত ব্রহ্ম-সর্বভাবশ্চ নেশতে ন পর্য্যাপ্তাঃ ; কিমুতাত্তে । ২৪

তদ্বৈতদিত্যাদি বাখ্যায় তদ্বিমিত্যাদ্ব্যবহারশ্রুতঃ শঙ্কতে—সেরমিতি । ঐদংসুগীনানাম্ কলিকালবর্তিনামিতি যাবৎ । উত্তরবাক্যমুত্তরত্বেনাবতাধা ব্যাকরোতি—তদ্ব্যুৎপাদনায়েতি । তস্ত তটীয়াং বারয়তি—যৎ সর্বভূতমিতি । প্রবিষ্টে প্রমাণমুক্তং স্মারয়তি—দৃষ্টীতি । ব্যাবৃত্তং ব্যাভেদু বিষয়েৎস্বকং সান্তিলাভং মনো যন্ত স তথোক্তঃ । এবংশকার্যমেবাহ—অহমিতি । তদেব জ্ঞানং বিব্রণোতি—অপোহোতি । যদা মনুষ্যোহহমিত্যাদিজ্ঞানে পরিপস্থিনি কথং ব্রহ্মহমিতি জ্ঞানমিত্যাশঙ্কাহ—অপোহোতি । অহমিত্যাস্তজ্ঞানং সদা সিদ্ধমিতি ন তদর্থং প্রবর্তিতবামিত্যাশঙ্কাহ—সংসারেতি । কেবলমিত্যাদিতীয়ত্বমুচ্যতে । জ্ঞানমুক্তা তৎকলমাহ—সোহবিশ্লেষোতি । যৎ তু দেবাদীনাম্ মহাবীর্য়াদিব্রহ্মবিজ্ঞায় মুক্তিঃ সিধ্যতি, নান্নদাদীনামন্নবীর্য়-ত্বাদিতি, তদাহ—নহীতি ।

প্রের্যাসি বহুবিদ্বানীতি এসিক্ষিমাশ্রিত্য শঙ্কতে—বার্তমানিকেধিতি । শঙ্কোত্তরত্বেনোত্তর-বাক্যমাধায় ব্যাকরোতি—অত আহেত্যাदिना । যথোক্তেনাধ্যাদিনা প্রকারেণ ব্রহ্মবিজ্ঞাতু-রিত্তি সম্বন্ধঃ । অপিশকার্ধঃ কথয়তি—কিমুতেতি । অন্নবীর্য়ান্তত্র বিদ্বকরণে পর্য্যাপ্তা নেতি কিমুত বাচ্যমিতি যোজনম্ । ২৪

ব্রহ্মবিজ্ঞাকলপ্রাপ্তৌ বিদ্বকরণে দেবাদন্ন জ্ঞাত ইতি কা শঙ্কা ? ইতি, উচ্যতে—দেবাদীন প্রতি ঋণবন্ধাৎ মর্ত্যানাম্ ; “ব্রহ্মচর্য্যেণ পরিভ্যঃ, যজ্ঞেন দেবেভ্যঃ, প্রজ্ঞা পিতৃভ্যঃ” ইতি হি জ্ঞায়মানমেব ঋণবন্ধং পুরুষং দর্শয়তি শ্রুতিঃ ; সন্ত-

ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାଋ—“ଅଥୋ ଅୟଂ ବା...” ଇତ୍ୟାଦିଲୋକଋତେଷ୍ଚ ଆତ୍ମାନୋ ବୁଦ୍ଧିପରିପିପାଳ-
ରିୟସା ଅଧର୍ମଗ୍ଣାନିବ ଦେବାଃ ପରତତ୍ତ୍ୱାନ୍ ମନୁଷ୍ଟାନ୍ ପ୍ରତି ଅମୃତତ୍ୱପ୍ରାପ୍ତିଃ ପ୍ରତି ବିସ୍ମଃ
କୁର୍ବୁରिति ଛାୟାବୈବା ଶବ୍ଦା । ୨୧

ଅପ୍ରାପ୍ତପ୍ରତିଯୋଗ୍ୟୋଗମତିଶ୍ରେୟା ଚୋଦୟତି—ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ଧତି । ଶବ୍ଦାନିମିତ୍ତଃ ଦର୍ଶୟନ୍ ଉଦ୍ଧରାହ—
ଉଚ୍ୟତ ଇତି । ଅଧର୍ମଗ୍ଣାନିବୋଦ୍ଧର୍ମା ଦେବାଦୟୋ ମର୍ତ୍ତ୍ୟାନ୍ ପ୍ରତି ବିସ୍ମଃ କୁର୍ବୁରୀତି ଶେଷଃ । କଥଃ
ଦେବାଦୀନ୍ ପ୍ରତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟାନାବୁଦ୍ଧିଃ, ତତ୍ତ୍ୱାହ—ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟୋପେତି । ଯଥା ପଶୁରେବାଂ ସ ଦେବାନାମିତି ମନୁଷ୍ଟାଂ
ପଶୁମାନୁଷ୍ଠାଶ୍ରବଣାଋ ତେବାଃ ପାରତତ୍ତ୍ୱାଦ୍ଦେବାଦୟତ୍ତାନ୍ ପ୍ରତି ବିସ୍ମଃ କୁର୍ବୁରୀତିଆହ—ପରିତି । ‘ଅଥୋ
ଅୟଂ ବା ଆତ୍ମା ସର୍ବେବାଂ ଭୂତାନାଂ ଲୋକଃ’ ଇତି ଚ ତେବାଃ ସର୍ବପ୍ରାପିତୋଗାଧଋତେଷ୍ଚ ସର୍ବେ ତଦ୍ବିସ୍ମ-
କରା ଭବନ୍ତୀତିଆହ—ଅଥୋ ଇତି । ଲୋକଋତାଭିଶ୍ରେୟତ୍ତ୍ୱଃ ଶ୍ରବଣମିତି—ଆତ୍ମନ ଇତି ।
ଯଥାଧର୍ମଗ୍ଣାନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୁଦ୍ଧର୍ମା ବିସ୍ମାଚରନ୍ତି, ତଥା ଦେବାରଃ ସ୍ଥିତିପରିରକ୍ଷାର୍ଥଃ ପରତତ୍ତ୍ୱାନ୍ କର୍ମିଣଃ
ପ୍ରତ୍ୟୁଦ୍ଧର୍ମପ୍ରାପ୍ତିମୁଦ୍ଧିଷ୍ଠ ବିସ୍ମଃ କୁର୍ବୁରୀତି ତେବାଂ ତାନ୍ ପ୍ରତି ବିସ୍ମକର୍ତ୍ତୃଶବ୍ଦଃ ଶାବକାଶେବେତାର୍ଥଃ । ୨୧

ଅପଶୁନ୍ ଅଶରୀରାଣିବ ଚ ବ୍ରହ୍ମସ୍ତି ଦେବାଃ ; ମହତ୍ତରାଂ ହି ବୁଦ୍ଧିଂ କର୍ମାଧୀନାଂ ଦର୍ଶୟି-
ଷ୍ଠାତି ଦେବାଦୀନାମ୍—ବହୁପଦ୍ମସମ୍ମତେକେକତ୍ୱ ପୁରୁଷତ୍ୱ ; “ତନ୍ନାଦେବାଂ ତନ୍ନ ପ୍ରିୟମ୍, ଯଦେତଂ
ମନୁଷ୍ଟା ବିଦ୍ୟାଃ” ଇତି ହି ବକ୍ତାତି ; “ଯଥା ହ ବୈ ଅୟ ଲୋକାୟାରିଟିମିଚ୍ଛେଦେବାଂ ହୈବା-
ବିଦେ ସର୍ବାଣି ଭୂତାନ୍ତାରିଟିମିଚ୍ଛନ୍ତି” ଇତି ଚ ; ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ଧେ ପାରାର୍ଥାନିବୁଦ୍ଧେନ ‘ସ୍ୱଲୋକତ୍ୱଃ
ପଶୁବଃକ୍ତ୍ୟାଭିପ୍ରାୟୋହପ୍ରିୟାରିଟିବଚନାଭ୍ୟାସବ୍ୟାପ୍ତେ ; ତନ୍ନାଦ୍ବିଦୋ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ଧାଫଳ-
ପ୍ରାପ୍ତିଃ ପ୍ରତି କୁର୍ବୁରେବ ବିସ୍ମଂ ଦେବାଃ, ପ୍ରତାବବନ୍ତଃ ଚି ତେ । ୨୨

ପଶୁନିର୍ଦ୍ଦେଶନେନ ବିବକ୍ତିତତ୍ତ୍ୱଃ ବିନୁପୋତି—ଅପଶୁନିତି । ପଶୁହୀନୀୟାନାଂ ମନୁଷ୍ଟାଂ ଦେବାଦିତୀ
ରକ୍ଷାୟେ ହେତୁମାହ—ମହତ୍ତରାମିତି । ‘ଇତଂ ଦେବାଦୀନାଂ ମନୁଷ୍ଟାନ୍ ପ୍ରତି ବିସ୍ମକର୍ତ୍ତୃଶବ୍ଦଃ ମହତ୍ତରାପ୍ରାପ୍ତୋ
ମହାବିତମିତ୍ୟାହ—ତନ୍ନାମିତି । ତତଂ ତେବାଂ ତାନ୍ ପ୍ରତି ବିସ୍ମକର୍ତ୍ତୃଶ୍ଚ ଭାତୀତ୍ୟାହ—ସୌଧେତି ।
ସ୍ୱଲୋକୋ ଦେହଃ । ଏବାଂବିସ୍ମଃ ସର୍ବଭୂତୋଦ୍ଧୋହମିତି କରନାବଦ୍ୟ । ତ୍ରିମାପଦାଧୁବଦ୍ଧାର୍ଥଚକାରଃ ।
ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ଧେଽପି ମନୁଷ୍ଟାଂ ଦେବାଦିପାରତତ୍ତ୍ୱାବିଧାତଂ କିମିତି ତେ ବିସ୍ମାଚରନ୍ତୀତ୍ୟାଶଙ୍କାହ—ବ୍ରହ୍ମ-
ବିଦ୍ଧ ଇତି । ଦେବାଦୀନାଂ ମନୁଷ୍ଟାନ୍ ପ୍ରତି ବିସ୍ମକର୍ତ୍ତୃଶ୍ଚ ଶବ୍ଦାନୁପପାଦିତାନୁପନଃସରତି—ତନ୍ନାମିତି ।
ନ କେବଳମୁକ୍ତହେତୁବଳାଦେବ, କିଂ ତୁ ସାମର୍ଥ୍ୟାଋତ୍ୟାହ—ପ୍ରତାବବନ୍ତଃକିତି । ୨୩

ନନ୍ଦେବାଂ ସତି ଅଜ୍ଞାସ୍ତପି କର୍ମକଳପ୍ରାପ୍ତିଷୁ ଦେବାନାଂ ବିସ୍ମକରଣଂ ମେଘ-ପାନମୟଂ ;
ହନ୍ତ ତର୍ହି ଅବିସ୍ମନ୍ତୋହତ୍ତାଦୟନିଃସ୍ତ୍ରୋତ-ସାଧନାହୁତାନେଷୁ ; ତଥା ଜ୍ଞେୟତାଚିନ୍ତ୍ୟାଶକ୍ତିତ୍ୱାଂ
ବିସ୍ମକରଣେ ପ୍ରଭୃତ୍ୟଂ ; ତଥା କାଳକର୍ମକ୍ଷୋବିଧିତପସାଂ ; ଏବାଂ ହି କଳସମ୍ପାଦି-ବିପତ୍ତି-
ହେତୁତ୍ୱଂ ଶାନ୍ତେ ଲୋକେ ଚ ପ୍ରସିଦ୍ଧମ୍ ; ଅତୋହପାନାସାଂ ଶାନ୍ତାର୍ଥାହୁତାନେ । ଈ ; ସର୍ବ-
ପଦାର୍ଥାନାଂ ନିରତନିମିତ୍ତୋପାଦାନାଂ, ଋଗୈଷ୍ଟିତ୍ତ୍ୱାଦ୍ଦର୍ଶନାଋ, ସ୍ୱତାବ୍ୟକ୍ତେ ଚ ତତ୍ତ୍ୱଭାବ-
ପତ୍ତେଃ, ସ୍ୱଧର୍ମଃସାଦିକଳାନିମିତ୍ତଂ କର୍ମେତ୍ୟେତନ୍ନିନ୍ ପକ୍ତେ ହିତେ ବେଦସ୍ଥିତି-ଭାବ-
ଲୋକପରିଗ୍ରହୀତେ, ଦେବେଷ୍ୱରକାଳାନ୍ତାବାଂ ନ କର୍ମକଳବିପର୍ଯ୍ୟାୟକର୍ତ୍ତାରଃ, କର୍ମବାଂ

কাজিকরকারকভাং—কর্ম হি শুভাশুভং পুরুষাণা দেব-কালেশ্বরাদিকারককল্পনপেক্ষা
নান্মানং প্রতিলভতে, লক্ষ্যকর্মপি ফলদানেঃসমর্থম্, ক্রিয়য়া হি কারকান্ত-
নেকনিমত্তোপাদানস্বাভাব্যাং; তস্মাৎ ক্রিয়ানুগুণা হি দেবেশ্বরাদয় ইতি কর্মস্ব-
তাবল্ল ফলপ্রাপ্তিং প্রত্যবিস্তম্ভঃ । ২৭

সামর্থ্যাচ্চৈচ্ছিকলপ্রাপ্তৌ তেষাং বিল্লকবণং, তহি কন্মফলপ্রাপ্তাবপি স্তাদিত্যতিশ্রমঃ
শক্যতে—নহিতি । ভবতু তেষাং সর্বত্র বিল্লাচবণমিত্যত অতঃ—হন্তেতি । অবিস্রভো
বিবাসাতাবঃ । সামর্থ্যাবিল্লকর্তৃহেহতিশ্রমস্তাবমাহ—গপেতি । অতিশ্রমস্তাবমাহ—তথা
কালেতি । বিল্লকরণে প্রভুস্বমিতি পূর্বেণ সম্বন্ধঃ । দ্রবদানীনাং যথোক্তকার্যকরস্বৈ প্রমাণ-
মাহ—এবাং হীতি । “এষ স্বেব সাধু কর্ম কারয়তি ।” “কন্ম হেব তদুচুঃ” ইত্যাদিবাং
শাস্ত্রলক্ষ্যঃ । দেবাদীনঃ বিল্লকর্তৃদ্রবদীনামপি ঐশ্বর্যবাদেরার্থানুষ্ঠানে বিবাসাতাবান্ত-
প্রমাণাং প্রাপ্তিমিতি কলিতমাহ—অতোঃপীতি ।

কিমিদমবৈদিকস্ত চোক্তং । কিং বা বৈদিকস্ত । ইতি বিকল্পাত্তঃ দুষয়তি—নেতাদিনা ।
দধ্যাহ্নুপিপাদয়িষয়া হুঙ্কাত্তাদানদর্শনাং প্রাণিনাং সুপুহু পাদিতাবতমাদুষ্ঠে স্বভাববাদে চ নিয়ত-
নিমিত্তাদানবৈচিত্র্যাদশনয়োরনুপপত্তেস্বদ্ব্যোপাৎ কর্মফলং জগদেৎস্বামিত্যর্থঃ । দ্বিতীয়ং প্রত্যাহ—
অপেতি । ‘কর্ম হেব’ ইত্যাত্তা ক্রতিঃ । ‘কর্মণা বধাতে ত হু’ তত্যাত্তা স্মৃতিঃ । জগদৈচ্ছিত্যাহুপ-
পত্তিস্ত স্মৃতিঃ । কণমেতাবতা দেবাদীনঃ কর্মফলে বিল্লকর্তৃতাবান্তত্বাহ—কর্মণামিতি ।
কণং হেতুসিদ্ধিরিত্যাপ্য কর্মণঃ স্বোৎপত্তৌ দেবাভ্যপেক্ষাং বাতিবেকমুপন(ণ) দর্শয়তি—কর্ম
হীতি । স্বকলোপ তস্ত তৎসাপেক্ষহমন্তীতাহ—লক্ষ্যেতি । নিপন্নমপি কন্ম পূর্বোক্তং কারক-
মনপেক্ষা ফলদানে শক্যং ন ভবতীত্যর্থঃ । কন্মণং স্বোৎপত্তৌ ফলে চ কারকসাপেক্ষস্বৈ
হেতুস্বাহ—ক্রিয়য়া হীতি । কারকাদীনামনেকবাং নিমিত্তানানুপাদানেন স্বভাবো নিম্পদ্যতে
যস্তাঃ, সা তথোক্তা, তস্তা ভাবঃ কারকান্তনেকনিমিত্তোপাদানস্বাভাবঃ, তস্মাদুভয়ত্র পরতন্ত্রঃ
কর্ণেত্যর্থঃ । দেবাদীনঃ কর্মসাপেক্ষিতকারকস্বৈ কলিতমাহ—তস্মাদিতি । ২৭

কর্মণামপোবাং বশানুগত্বং কচিং, স্বসামর্থ্যস্তাপ্রণোক্তত্বাং । কর্মকাল-দৈব-
দ্রব্যাদিস্বভাবানাং গুণপ্রধানভাবস্বনিয়তো চক্রিক্তেরশেচিতি তৎকৃতো মোহো
লোকস্ত ।—কর্মৈব কারকং নান্তং ফলপ্রাপ্তাবিতি কেচিং; দৈবমেবেতাপরে;
কাল ইত্যেকৈ; দ্রব্যাদিস্বভাব ইতি কেচিং; সন্ম এতে সংহতা এবৈতাপরে ।
তত্র কর্মণঃ প্রাধান্তমঙ্গীকৃত্য বেদস্বতিবাদাঃ “পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্মণা ভবতি,
পাপঃ পাপেন” ইত্যাদয়ঃ । যত্পোবাং স্ববিষয়ে কস্তচিং প্রাধান্তোক্তবঃ, ইতরেবাং
তৎকালীনপ্রাধান্তশক্তিস্তম্ভঃ, তথাপি ন কর্মণঃ ফলপ্রাপ্তিং প্রতি অনৈকান্তি-
কব্ধম্, শাস্ত্রস্বনির্দ্ধারিতত্বাং কর্মপ্রাধান্তস্য । ২৮

ইতোঃপি কর্মফলে দ্বিবিভক্ত্যাহ—কর্মণামিতি । এবাং দেবাদীনঃ কচিবিবিল্লকণে
কার্যে কর্মণাং বশবত্ত্বিমেষ্টব্যং, প্রাণিকর্মাপেক্ষাক্ষত্রেণ বিল্লকরণেতিশ্রমঃ, অতোঃপীতি

সর্বত্র তেবাং তদপেক্ষা বাচ্যেত্যর্থঃ । তত্র তেবাং কর্ণবশবর্ত্তিহে হেতুঃসমাহ—বসামর্থ্যভেতি ।
 বিদ্বলকণং হি কার্য্যং হুঃখমুৎপাদয়তি । ন চ হুঃখমুৎপাদয়তি পাণাছুপপত্ততে, হুঃখবিষয়ে পাণসামর্থ্যভ
 শাস্ত্রাধিপত্যপ্রত্যাহায়েত্বাৎ, তস্মাৎ প্রাণিনামদৃষ্টবশাদেব দেবাদয়ো বিদ্বলকণমিত্যর্থঃ ।
 দেবাদীনাং কর্ণপারতন্ত্র্যে কর্ণ তৎপরতন্ত্র্যং ন স্তাৎ, প্রধানগুণভাববৈপরীত্যাবোগাদিত্যা-
 শঙ্ক্যাহ—কর্ণেতি । ইতচ্চ নামীবাং নিরতো গুণপ্রধানভাবোহন্তীত্যাহ—দুর্বিজ্ঞেরন্তেতি ।
 ইতি-শঙ্কো হেতুর্ভঃ । যতো গুণপ্রধানকৃতো মতিবিজ্ঞমো লোকস্তোপলভ্যতে, তস্মাদসৌ
 দুর্বিজ্ঞেরো ন নিরতোহন্তীতি যোজন্য । মতিবিজ্ঞমে বাদিবিপ্রতিপত্তিঃ হেতুমাহ—কর্ণৈবেত্যা-
 দিনা । কণং তর্হি নিশ্চয়ন্ত্যাহ—তত্রোতি । বেদবাদানুদাহরতি—পুণ্যো বা ইতি । আদি-
 পদেন ‘ধর্ম্মবজ্জা ব্রজেন্দুর্ধ্বম্’ ইত্যাদয়ঃ স্মৃতিবাদা গৃহ্যন্তে । সূর্য্যোদয়দাহ—সে, নামো কাল-অলন-
 সলিলাদেঃ প্রাধান্তপ্রসিদ্ধেন কর্ণৈব প্রধানমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যন্তপীতি । অনৈকান্তিকত্বমপ্রধান-
 ত্বম্ । তত্র হেতুমাহ—শাস্ত্রেতি । ঋতিস্মৃতিলক্ষণং শাস্ত্রমুদাহৃতম্ । জগদ্বৈচিত্র্যানুপ-
 পত্তিনীত্যঃ । ২৮

ন ; অবিশ্বাপগমমাত্রত্বাদ ব্রহ্মপ্রাপ্তিকলস্ত,—যদুক্তং ব্রহ্মপ্রাপ্তিকলং প্রতি দেবা
 বিদ্বৎ কুর্য্যুরিতি, তত্র ন দেবানাং বিদ্বদ্বরণে সামর্থ্যম্ ; কস্মাৎ ? বিদ্বাকালানন্ত-
 রিতত্বাদ ব্রহ্মপ্রাপ্তিকলস্ত ; কথম্ ; যথা লোকে দ্রষ্টুশ্চক্ষুৰ আলোকেন সংযোগো
 যৎকালঃ, তৎকাল এব রূপান্তিভাব্যিঃ, এবমান্নবিষয়ং বিজ্ঞানং যৎকালম্, তৎকাল
 এব তদ্বিষয়াজ্ঞানতিরোভাবঃ স্তাৎ ; অতো ব্রহ্মবিদ্যায়াং সত্যামবিদ্বাকার্য্যানু-
 পপত্তেঃ, প্রদীপ ইব তমঃকার্য্যস্ত ; তৎ কেন কস্ত বিদ্বৎ কুর্য্যাদেবাঃ—বত্রান্নত্বমেব
 দেবানাং ব্রহ্মবিদঃ ২৯

কর্ণকলে দেবাদীনাং বিদ্বৎকর্ত্ত্বং প্রসঙ্গাগতঃ নিরাকৃতঃ বিদ্বাকলে তেবাং তদাশঙ্কিতং
 নিরাকরোতি—নাবিভেতি । তত্র নঞর্থমুক্তানুবাদপূর্ব্বকং বিশদয়তি—যদুক্তমিতি । তত্র
 প্রসঙ্গপূর্ব্বকং পূর্ব্বোক্তং হেতুং স্মৃটয়তি—কস্মাদিতি । আত্মনো ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপায়া মুক্তেরজ্ঞান-
 ক্ষম্তিমাত্রবাক্তান্ত জ্ঞানেন তুল্যকালবাক্তান্তম্ সতি তন্ত কলস্তাবশ্যকত্বাদেবাদীনাং বিদ্বাচরণে
 নাবকাশোহন্তীত্যর্থঃ । উক্তমেবার্থমাকালপূর্ব্বকং দৃষ্টান্তেন সমর্থয়তে—কথমিত্যাদিনা ।
 ব্রহ্মবিদ্যাতৎকলয়োঃ সমানকালবে কলিতমাহ—অত ইতি । দেবাদীনাং ব্রহ্মবিদ্বাকলে বিদ্ব-
 ককর্ত্ত্বাভাবে হেতুঃসমাহ—যত্রোতি । যস্তাং বিদ্বায়াং সত্যং ব্রহ্মবিদো দেবাদীনাং সত্যত্বমেব,
 তস্তাং সত্যং কণং তে তন্ত বিদ্বদ্বাচরণঃ, স্ববিষয়ে তেবাং প্রাতিকূল্যাচরণানুপপত্তে-
 রিত্যর্থঃ । ২৯

তদেতদাহ—আত্মা স্বরূপং ধ্যেয়ম্ যন্তং সর্ব্বশাস্ত্রবিজ্ঞেরং ব্রহ্ম, হি যস্মাৎ
 এবাং দেবানাং স ব্রহ্মবিদ্ ভবতি—ব্রহ্মকৃষ্ণাসমকালমেবাবিদ্বামাত্রব্যবধানাপগমাৎ
 শুক্তিকার্য্য ইব রক্তভাভাসায়াঃ শুক্তিকার্য্যমিত্যবোচাম । অতো নাম্মনঃ প্রতি-
 কূল্যে দেবানাং প্রবন্ধঃ সম্ভবতি । যন্ত হি অনাস্মকৃতং কলং দেশকালনিমিত্তা-

স্তরিতম্, তত্রানান্নবিবরে সকলঃ প্রযত্তো বিদ্যাচরণায় দেবানাং; ন হি বিদ্যা-
সমকাল আত্মভূতে দেশকালনিমিত্তানস্তরিতে, অবসরানুপপত্তে: । ৩০

উক্তার্থে সমনস্তরবাক্যমুখ্যং বাচ্যে—তদেতদাহতি । কথং ব্রহ্মবিদ্যাসমকালমেব
ব্রহ্মবিদ্যেবাদীনাং ভবতি, তত্রাহ—অবিদ্যামাত্রোতি । যথেনং রজতমিতি রজতাকারারঃ
শুক্তিকারারঃ শুক্তিকারমবিদ্যামাত্রাবাহিতং, তথ! ব্রহ্মবিদোপি সর্বত্রাহে তন্মাত্রাব্যবধানাত্তত্ত্বাশ
বিদ্যোদয়ে নাস্তরীয়কত্বেন নিবৃত্তেৰ্ভুক্তং বিদ্যাতৎফলয়োঃ সমানকালম্ । উক্তং চৈতৎ প্রতি-
বচনদশারামিত্যর্থঃ । উক্তন্তু হেতোরপেক্ষিতং বদন্ ব্রহ্মবিদো দেবাদ্যান্নহে কলিতমাহ—অত
ইতি । কৈবলো তেষাং বিদ্বাকর্ষত্বে কৃত্য তৎকর্তৃত্যশকাহ—যন্ত ইতি । তেষাং নিরক্ষুণ্ণ-
প্রসঙ্গং বারয়তি—ন হিতি । সকলঃ প্রযত্ন ইতি পূৰ্ণেণ সম্বন্ধঃ । তন্ত নিরবকাশাদিতি
হেতুনাহ—অবসরতি । ৩০

এবং তর্হি বিদ্যা প্রত্যয়সম্বন্ধাভাবাৎ বিপরীতপ্রত্যয়-তৎকার্য্যয়োশ্চ দর্শনাদন্ত্য
এবান্নপ্রত্যয়োহবিদ্যানিবর্তকঃ, ন তু পূৰ্ণ ইতি । ন ; প্রথমেনানৈকান্তিকত্বাৎ—
যদি হি প্রথম আত্মবিবরঃ প্রত্যয়োহবিদ্যাঃ ন নিবর্তয়তি, তথাহ্যোহপি, তুল্যা-
বিবরত্বাৎ । এবং তর্হি সম্বন্ধোহবিদ্যানিবর্তকঃ, ন বিচ্ছিন্ন ইতি । ন ; জীব-
নার্যো সতি সম্বন্ধানুপপত্তে:—ন হি জীবনাদিহেতুকে প্রত্যয়ে সতি বিদ্যাপ্রত্যয়-
সম্বন্ধিতরূপপত্ততে, বিরোধাৎ । অথ জীবনাদিপ্রত্যয়তিরস্বরণেনৈব আ মরণান্তাৎ
বিদ্যাসম্বন্ধিরিতি চেৎ ; ন ; প্রত্যয়ের্ত্রাসম্বন্ধানবধারণাৎ শাস্ত্রার্থানবধারণদোষাৎ
—ইয়তাং প্রত্যয়ানাং সম্বন্ধিরবিদ্যায়া নিবর্তিকেত্যনবধারণাৎ শাস্ত্রার্থো নাবজি-
য়েত ; তচ্চানিষ্টম্ । সম্বন্ধিমাত্রহেতবধারিত এবেতি চেৎ, ন আত্মস্তরোরবিশে-
ষাৎ—প্রথমা বিদ্যা-প্রত্যয়সম্বন্ধিঃ মরণকালান্তা বেতি বিশেষাভাবাৎ, আত্ম-
স্তরোঃ প্রত্যয়য়োঃ পূৰ্ব্বোক্তৌ দোষৌ প্রসজ্যোয়াম্ । এবং তর্হি অনিবর্তক
এবেতি চেৎ, ন ; “তন্মাত্রং সর্বমভবৎ” ইতি শ্রুতেঃ, “ভিগ্নতে হৃদয়গ্রন্থিঃ” “তত্র
কো মোহঃ” ইত্যাদিশ্রুতিভাশ্চ । ৩১

জ্ঞানজ্ঞানস্তরফলত্বাৎফলে দেবাদীনাং ন বিদ্বাকর্ষত্বেভূতানুপপত্তাঃ স্বপ্নাঃ শব্দতঃ—এবং
তর্হিতি । জ্ঞানজ্ঞানস্তরফলহে ন তদজ্ঞানং নিবর্তয়েদজ্ঞানমিব তদজ্ঞানামপি, ব্রহ্মানীতি
জ্ঞানসম্বন্ধাভাবাৎ । ন চাদ্যমেব জ্ঞানমজ্ঞানংসি, প্রাগিবোদ্ধমপি রাগাদেশতৎকার্য্যাত চ দৃষ্টত্বাৎ ।
অতো দেহপাতকানীনাং জ্ঞানমজ্ঞানং নিবর্তয়তীতি কুতো জীবমুক্তিরিত্যর্থঃ । অন্তাজ্ঞানজ্ঞা-
নানিবর্তকত্বং তৎসম্বন্ধতের্কা? প্রথমে তত্ত্বাসম্বন্ধাদান্নবিবরত্বাৎ তৎসংসিদ্ধা? ইতি
বিকল্পোক্তয়ত্র দৃষ্টান্তাভাবঃ সখা দ্বিতীয়ে দোষান্তরমাহ—ন প্রথমেনেতি । তদেবাদ্ভূতানেন
কোরয়তি—বদি ইতি ।

কল্পান্তরং শব্দয়তি—এবং তর্হিতি । অবিচ্ছিন্না জ্ঞানসম্বন্ধিরজ্ঞানং নিবর্তয়তীত্যোক্তম্-
দুবরতি—নেত্যাশিবা । জীবনাদিহেতুকঃ প্রত্যয়ো বুদ্ধিকিতোহং ভোকেহমিত্যাশিবাশং ।

তত্ত্ব বুদ্ধকাহ্নাপনু তত্ত্ব একান্দ্রীত্যবিচ্ছিন্নপ্রত্যয়সত্ত্বতচ্চ বিরুদ্ধতয়া যৌগপদ্যাধোপে হেতুমাং—
বিরোধাদিতি । প্রত্যয়সত্ত্বতিমুপপাদয়ন্নানুশক্তে—অপেতি । উক্তরীত্যা প্রত্যয়সত্ত্বতিমুপেতা
দুযয়তি—নেত্যাদিনা । তমেব দোষঃ বিশদয়তি—ইয়তামিতি । শাস্ত্রার্থো জ্ঞানসত্ত্বতিরজ্ঞানঃ
নিবর্তরতীত্যেবমান্বকঃ ।

আজ্ঞেত্যেবোপাসীতেতি ক্ষেত্রেজ্ঞান-সত্ত্বতিমাত্ৰসত্ত্বাবে ততো বিদ্যাধারাহবিদ্যাধাস্তি-
রিতি শাস্ত্রার্থনিশ্চয়সিদ্ধিরিত্যাহ—সত্ত্বতীতি । আত্মবীসত্ত্বতেঃ সত্ত্বেহপি ন সাত্ত্ববিষয়ত্বাধিদ্যা-
ধারাহবিদ্যাং নিবর্তয়তি । আদ্যাদিত্রিকণশাস্ত্রার্থসত্ত্বতো ব্যভিচারাদিতি পরিহরতি—নান্যন্তরো-
রিতি । পূৰ্ব্বমিন্ প্রত্যয়ে নাসিদ্ধ্যানিবর্তকত্বম্, অস্ত্যে তু তথেষুত্বোক্তে তত্ত্বাত্ত্বাত্ত্বাৎ চেদ্
দৃষ্টান্তাত্মাভাবঃ ; আত্মবিষয়ত্বাত্ত্বাৎ প্রথমপ্রত্যয়ে ব্যভিচারঃ স্তাদিত্যুক্তো দোষো । আত্মা
সত্ত্বতিনাবিদ্ধাঃসিনী ; অন্ত্যা তু তথেষুত্বোক্তোহপি বিশেষাভাবাদস্তাত্ত্বাত্ত্বাৎ নিবর্তকত্বে
দৃষ্টান্তাত্মাভাবঃ । আত্মবিষয়ত্বাত্ত্বাৎ ত্বনৈকান্তিকত্বমিত্যেতাভাবো দোষো স্তাত্মামিত্যুক্তং
বিরূপোতি—প্রথমেতি । অন্ত্যপ্রত্যয়স্ত তৎসত্ত্বতচ্চাবিদ্ধ্যানিবর্তকত্বাসত্ত্ববে প্রথমস্তাপি
রাগাঙ্গমুভূত্যা তদযোগাজ্ঞানমজ্ঞানানিবর্তকমেবেতি চোদয়তি—এবং তর্হীতি । ক্ষতি-
বিরোধেন পরিহরতি—ন তন্নাদিতি । ৩১

অর্থবাদ ইতি চেৎ ; ন ; সৰ্ব্বশাখোপনিষদামর্থবাদত্বপ্রসঙ্গাৎ ; এতা-
বদ্ব্যত্মার্থত্বোপক্ষীণা হি সৰ্ব্বশাখোপনিষদঃ । প্রত্যক্ষপ্রমিতাত্মবিনয়বাদত্বেবেতি
চেৎ ; ন ; উক্তপরিহারত্বাৎ—অবিজ্ঞানোক্তমোহভরাদিদোষনিবৃত্তেঃ প্রত্যক্ষবাদিতি
চোক্তঃ পরিহারঃ । তদ্বাদাঙ্গঃ অন্ত্যঃ সত্ত্বতঃ অসত্ত্বতচ্চ—ইত্যেচোক্তমেতৎ ;
অবিজ্ঞানাদিদোষনিবৃত্তিকলাবসানত্বাবিজ্ঞানঃ—য এবাবিজ্ঞানাদিদোষনিবৃত্তিকলকৃতং
প্রত্যয়ঃ—আত্মঃ অন্ত্যঃ সত্ত্বতঃ অসত্ত্বতো বা, স এব বিজ্ঞেত্যভ্যুপগমাৎ ন চোক্তস্তা
বতারণ্যকোহপ্যস্তুতি । ৩২

তাসামর্থবাদত্বেনাবিবক্তিত্বং শক্তে—অর্থবাদ ইতি চেদিতি । অতিপ্রসঙ্গেন দুযয়তি—
ন সৰ্ব্বোতি । যথোক্তপ্রতীনামর্থবাদত্বেহপি কণঃ সৰ্ব্বশাখোপনিষদাং তত্ত্বপ্রসঙ্গিরিত্যাহ—
এতাবদিতি । এতাবদ্ব্যত্মার্থত্বমজ্ঞানানুদজ্ঞাননিবৃত্তিরিত্যেতাবদ্ব্যত্মার্থত্ব সত্ত্বাভাবঃ । অহংখী-
গমে প্রতীচি তাসাং প্রবৃত্তেঃ সংবাদবিসংবাদাত্মাৎ মানত্বাযোগাদন্ত্যেবার্থবাদতেতি প্রসঙ্গোক্তেত্বং
শক্তে—প্রত্যকেতি । প্রমাতুরহংখীপমাতা, নান্ননন্তংসাক্ষিণঃ ; তত্ত্ব বেদান্তা একত্বং বোধয়ন্তীতি
ন সংবাদাদিশঙ্কেত্যাহ—নোক্তেতি । বিষদহুত্বমাত্রিত্যপি কলক্ষেতের্থবাদত্বং সমাহিত-
বিত্যাহ—অবিজ্ঞেতি । আত্মজ্ঞানস্ত তদজ্ঞাননিবর্তকত্বে হিতে পরমতত্ত্ব নিরবকাশত্বং কলতী-
তাহ—তন্নাদিতি । চোক্তজ্ঞানবকাশত্বমেব বিশদয়তি—অবিজ্ঞানীতি । ৩২

যত্কৃতং বিপরীতপ্রত্যয়-তৎকার্য্যয়োশ্চ দর্শনাদিতি ; ন ; তচ্ছবহিত্যেহেতু-
ত্বাৎ—যেন কর্ণশা শরীরমারজ্যং তদ্বিপরীতপ্রত্যয়দোষনিষিদ্ধাত্ত্বত্ব তথাভূত-
ত্বেব বিপরীতপ্রত্যয়দোষসংযুক্তস্ত কলদানে সামর্থ্যম্, ইতি যাবচ্ছরীরপাতঃ, তাবৎ
কলোপভোগাক্ততয়া বিপরীতপ্রত্যয়ঃ রাগাদিদোষক তাবদ্ব্যত্মসাক্ষিপত্যেব—

মুক্তেবুৎ প্রবৃত্তফলহান্তক্কেতুকশ্চ কৰ্ম্মণঃ । তেন ন তস্ত নিবর্তিকা বিজ্ঞা, অবিরো-
ধাৎ ; কিং তর্হি ? স্বাশ্রয়াদেব স্বাভাবিরোধি অনিষ্টাকার্যাং বৃহৎপিংস্র, তন্নিকৃণ্ণিকি,
অনাগতহাৎ ; অতীতং হি ইতরং । ৩৩

জ্ঞানসত্ত্বেরস্তাজ্ঞানস্ত বাহজ্ঞানধ্বংসিত্বাসিদ্ধেরাভ্যমেব জ্ঞানং তথেষ্টুক্তং, সম্প্রতি পরোক্ত-
মনুবদতি—বহুজমিতি । দর্শনান্নাভ্যং জ্ঞানমজ্ঞানধ্বংসীতি শেষঃ । আরককৰ্ম্মণেবস্ত বিবন্ধেহ-
হিত্তিহেতুহাষিদ্ভবোহপি যাবদারককৰ্ম্মণং রাগাদ্ভাভানাবিরোধাত্তৎকরে চ দেহাভাসজগদা-
ভাসরোরভাবান্নাজ্ঞানস্তাজ্ঞাননিবর্তকহানুপপত্তিরিত্যুক্তরমাত—ন তচ্ছেষতি । তদেব প্রপঞ্চ-
য়তি—যেনেত্যাदिना । যচ্ছকস্তাকিপতীতানেন সংকঃ । আক্ষেপকত্বনিয়মং সাধয়তি—
বিপরীতেতি—মিথ্যাজ্ঞানেন রাগাদিদোষেণ চ নিমিত্তেন প্রবৃত্তিহাদিতি যাবৎ । তথাভূতস্তেতাস্ত
বিবরণং বিপরীতপ্রত্যয়েতাদি । কৰ্ম্মেব যত্না বিশেষ্যতে । তাবন্মাত্রঃ প্রতিভাসমাত্রশরীরম্ ।
আরককৰ্ম্মণোহপ্যজ্ঞানজগৎস্বেন জ্ঞাননিবর্ত্যহাং জ্ঞাননিবৃত্তো দেহাভাসৌদি সম্ভবতীত্যাহ—
মুক্তেবুদिति । যথা প্রবৃত্তবেগস্তোহদেবৈর্বেগকরাদেবাপ্রতিবন্ধস্ত কয়ন্তথা ভোগাদেবারককৰ্ম্মণঃ,
'ভোগেন হিতরে কপয়িত্বা সম্পদ্যতে' ইতি স্মায়াৎ, ন জ্ঞানাদিতার্থঃ । তক্কেতুকশ্চ বিপরীত-
প্রত্যয়াদিপ্রতিভাসকার্যজনকস্তেতি যাবৎ ।

নহু জ্ঞানমনারককৰ্ম্মবদারকমপি কৰ্ম্ম কৰ্ম্মহাবিশেষণান্নিবর্তয়িত্বাতি, নেতাহ—তেনেতি ।
অবিচ্ছালেশেন সহারকশ্চ কৰ্ম্মণো বিজ্ঞা নিবর্তিকা ন ভবতীত্যত্র হেতুমাং—অবিরোধাদিতি ।
ন হি জ্ঞানাদারকং কৰ্ম্ম কীর্যতে তদবিরোধিত্বাদবিচ্ছালেশাচ্ছ তদবস্থিতেরন্তথা জীবন্তুক্তিশাস্ত্র-
বিরোধাদিতি ভাবঃ । আরকশ্চ কৰ্ম্মণো জ্ঞাননিবর্ত্যহে জ্ঞানং কৰ্ম্মনিবর্তকমিতি কথং প্রসিদ্ধি-
রিত্যাহ—কিং তহীতি । প্রসিদ্ধিবিবরণম্—স্বাশ্রয়াদিতি । জ্ঞানবিরোধি যদজ্ঞানকার্যমানারকং
কৰ্ম্ম জ্ঞানান্নয়-প্রমাত্রাভ্যাদজ্ঞানং কলাক্সনা জন্মাত্তিমুখং, তন্নিবর্তকং জ্ঞানমিতি প্রসিদ্ধির-
বিরুদ্ধেতার্থঃ । বিমতঃ ন জ্ঞাননিবর্ত্যং কৰ্ম্মহাদারককৰ্ম্মবদিতানুমানাদনারকমপি কৰ্ম্ম ন
জ্ঞাননিবৃত্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ—অনাগতহাদিতি । অনারকং কৰ্ম্ম ফলরূপেণাপ্রবৃত্তহাৎ প্রবৃত্তেন
জ্ঞানেন নিবর্ত্যম্ । আরকং তু কৰ্ম্ম ফলরূপেণ জাতহান্তভোগাদৃতে ন নিবর্তিমহীতি । অনুমানঃ
হাগমাপবাদিতমপ্রমাণমিতার্থঃ । ৩৩

কিঞ্চ, নচ বিপরীতপ্রত্যয়ো বিজ্ঞাবত উৎপত্ততে, নির্দিষ্টবৃত্তাৎ—অনবধৃত-
বিষয়বিশেষস্বরূপং হি সামান্ত্রমাত্রমাত্রিত্য বিপরীতপ্রত্যয় উৎপত্তমান উৎপত্ততে,
যথা—শুদ্ধিকার্যাং রজতমিতি । স চ বিষয়বিশেষাবধারণবতোহশেষবিপরীত-
প্রত্যয়ান্নয়শ্চোপমর্দিতহাৎ ন পূর্ববৎ সম্ভবতি, শুদ্ধিকার্দে সম্যকপ্রত্যয়োৎপত্তৌ
পুনরদর্শনাৎ । ৩৪

নখনারককৰ্ম্মনিবৃত্তাবপি বিহুবশ্চদারককৰ্ম্ম ন নিবর্ততে, তথাচ যথাপূর্বং বিপরীতপ্রত্যয়াদি-
প্রবৃত্তেক্ষিষদবিষয়বিশেষো ন স্তাদত আহ—কিঞ্চেতি । হেতুসিদ্ধার্থঃ বিপরীতপ্রত্যয়বিবরণ-
বিশদয়তি—অনবধৃততি । সম্প্রতি বিষয়বিরে বিষয়ভাবাবিপরীতপ্রত্যয়হানুপপত্তিরিত্যুক্ত-
মচেতি । আশ্রয়ভাববিশেষস্ত সামান্ত্রমাত্রমাত্রলব্ধস্তেতি যাবৎ । আশ্রয়ক্কেতি পাঠে-

পারমার্থিকঃ । বিদ্বো বিপরীতপ্রত্যয়াদিপ্রতিভাসেহপি ন বধাপূৰ্ণঃ তৎসৰ্বং, যন্ত তু বধাপূৰ্ণঃ সংসারিষ্মিতাদিস্তাবিরোধাদিতি মদ্বোক্তম্—ন পূৰ্ণবদिति । তদ্রাহুতবঃ প্রমাণমিতি—
গুতিকাদাবিতি । ৩৪

কচিং তু বিজ্ঞায়াঃ পূৰ্ণোৎপন্নবিপরীতপ্রত্যয়জনিতসংস্কারেভ্যো বিপরীত-
প্রত্যয়াবভাঙ্গাঃ স্মৃতয়ো জায়মানা বিপরীতপ্রত্যয়ভ্রান্তিমকস্মাৎ কুৰ্ন্তি ; যথা—
বিজ্ঞাতদিগ্ভিভাগস্তাপি অকস্মাদিহিপর্যায়বিভ্রমঃ । সমাগ্জ্ঞানবতোহপি চেৎ
পূৰ্ণবদিবিরূপীতপ্রত্যয় উৎপত্তিতে, সমাগ্জ্ঞানেহপ্যবিস্তৃত্যং শাস্ত্রার্থবিজ্ঞানাদৌ
প্রবৃত্তিরসমঞ্জসা স্তাৎ, সৰ্ব্বত্র প্রমাণমপ্রমাণং সম্পদ্যেত ; প্রমাণাপ্রমাণয়োৰ্বিশে-
ষানুপপত্তেঃ । এতেন সমাগ্জ্ঞানানন্তরমেব শরীরপাতাভাবঃ কস্মাৎ ?—ইত্যেতৎ
পরিহৃতম্ । ৩৫

যথাজ্ঞানবতো বিপরীতপ্রত্যয়ভাবোহুভূয়তে, তথা তদ্বতোহপি কচিবিপরীতপ্রত্যয়ো
দৃশ্যতে, তথা চ কথং তদ্রাহুতবিরোধো ন অন্তরেদিত্যাশঙ্ক্য পরোকজ্ঞানবতি বিপরীতপ্রত্যয়-
সত্ত্বেহপি নাপরোকজ্ঞানবতি তদ্বাদ্ভিত্যভিপ্রেতাহ—কচিবিতি । পরোকজ্ঞানাদিভাঃ
সমুদ্যতঃ । পক্ষমীত্বপরোকজ্ঞানার্থা । অকস্মাদিত্যজ্ঞানাতিরিক্তকঃ স্তাসামগ্র্যভাবোক্তিঃ ।

বিদ্বো মিত্যাজ্ঞানাতাৎমক্ । বিপক্ষে, দোষমাহ—সমাগিতি । তৎপূৰ্ণকমুষ্ঠানমাদি-
শব্দার্থঃ । সমাগ্জ্ঞানাবিশেষে দোষান্তরমাহ—সৰ্ব্বঃ চৈতি । জ্ঞানাদজ্ঞানধ্বংসে তদ্বখমিত্যা-
জ্ঞানস্ত সবিষয়স্ত বাদিত্বাহ বিদ্বো রাগাদিরিত্যুপপাদ্য জ্ঞানায়োক্ষে তজ্জন্মমাত্রেন শরীরঃ
স্থিতিহেতুভাবাৎ পতেদिति সজ্ঞানুক্তিপক্ষঃ প্রত্যাহ—এতেনেতি । প্রবৃত্তকলস্ত কৰ্ম্মণো
ভোগাদৃতে কয়ো নাস্তীত্যুক্তেন জ্ঞানেনেতি যাবৎ । ৩৬

জ্ঞানোৎপত্তেঃ প্রাগৃক্তং তৎকাল-জন্মান্তরমপিত্যনাঞ্চ কৰ্ম্মণামপ্রবৃত্তফলানাং
বিনাশঃ সিদ্ধো ভবতি, ফলপ্রাপ্তিবিঘ্ননিষেধশ্চৈতরেব ; “কীর্ত্তন্তে চাস্ত কৰ্ম্মাণি”,
“তস্ত তাবদেব চিরম্,” “সৰ্বে পাপ্যানঃ প্রদূরন্তে,” “তং বিদিত্বা ন লিপ্যতে
কৰ্ম্মণা পাপকেন” “এতম্ হৈবৈতে ন তরতঃ,” “নৈনং কৃতাকৃতে তপতঃ,” “এতৎ
হ বাব ন তপতি,” “ন বিতেতি কৃতশ্চন” ইত্যাদিশ্রুতিভাষ্যঃ ; “জ্ঞানায়িঃ সৰ্ব-
কৰ্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে” ইত্যাদিশ্রুতিভাষ্যঃ । ৩৭

আরককৰ্ম্মণা দেহস্থিতিমুক্তে তরেবাঃ জ্ঞাননিবর্ত্যত্বমুপসংহরতি—জ্ঞানোৎপত্তেরিতি । তস্ত
হ ন দেবান্বনেতি বিদ্বো বিজ্ঞানকলপ্রাপ্তৌ বিঘ্ননিষেধশ্চানুপপত্তা যথোক্তার্থো ভাতীত্যর্থঃ ।
ন কেবলঃ কৃতার্থাপত্তা যথোক্তার্থসিদ্ধিঃ, কিন্তু ক্রতিশ্রুতিভাষ্যমপীত্যাহ—কীর্ত্তন্তে চেতা-
দিনা । ৩৬

যত্ন ঋণৈঃ প্রতিবধ্যত ইতি, তন্ন, অবিজ্ঞাবিবরত্বাৎ,—অবিজ্ঞাবান্ হি ঋণী, তস্ত
কৰ্ত্তব্যতাপত্তেঃ, “যত্র বাজ্জদিব তাত্তব্রাত্তোহন্তং পত্তেৎ” ইতি হি বক্ষ্যতি ।
অনন্তং সৎসত্ত আত্মাধ্যম্, যত্রাবিজ্ঞায়াং সত্যামন্তসি ব স্তাৎ, তিমিরকৃতবিভীষত্রেবৎ,

তত্রাবিত্তাকৃতানেককারকাপেক্ষং দর্শনাদি কৰ্ম তৎকৃতং ফলঞ্চ দর্শয়তি—তত্রাত্তো-
হত্বং পশ্বেদিত্যাदिना । যত্র পুনর্কিষ্ঠায়াং সত্যামবিদ্যাকৃতানেকতত্ত্বমপ্রাহণম্,
“তৎ কেন কং পশ্বেৎ” ইতি কৰ্মাসম্ভবং দশয়তি । তস্মাদবিদ্যাবিষয় এব
ঋণিত্বম্, কৰ্মসম্ভবাং, নেতরত্র । এতচ্চোক্তবত্র ব্যাচিখ্যাসিদ্ধ্যমাণৈরেব বাক্যৈ-
ক্ৰিত্তরেণ প্রদর্শয়িত্বামঃ । ৩৭

জীবশুদ্ধিঃ সাধয়তা জ্ঞানফলে প্রতিবন্ধাতাব উক্তং, ইদান পুনোক্ত শঙ্কাবীজমমুদয়তি—
যয়িতি । ঋণিত্বং হি বিদ্রুষোবিদ্রুষো বেতি বিকল্পাচ্ছা দৃশয়ন্নিগ্রীষমকীৰ্বোতি—তন্নৈত্যা-
দিনা । ঋণিত্বস্তিতি শেষঃ । তদেব স্মৃত্যতি—অবিদ্যাবানি । অবিদ্রুষোস্তি কৰ্ত্তৃহাদীতাত্ত
মানমাহ—যত্রোতি । বন্ধমাণবাকার্থঃ প্রকৃতোপযোগিহেন ঋণয়তি—অনন্ত্যদিত্তি । ঋণিত্বং
বিদ্রুষো নেতৃত্বং বাক্যকৰ্ত্তৃং তস্ত নাস্তি কৰ্ত্তৃহাদীতাত্তাপি প্রমাণমাহ—যত্র পুননিত্তি । বিদ্রুষাং
সত্যামবিদ্যাযান্তৃত্তানেকতত্ত্বমস্ত চ প্রাহণং যত্র সম্পদ্যতে, তত্র তস্মাদেব কারণং তৎ
কেনেত্যাदिना কস্মাদেবসম্ভবং দর্শয়তীতি যোজনন । প্রমাণসিদ্ধমর্থঃ নিগময়তি—তস্মাদিত্তি । ৩৭

তদ্যপেহৈব তাবৎ—অথ যঃ কচ্চিদপ্রাক্ষবিং অগাম আয়ানো ব্যতিরিক্তাং
যাং কাঞ্চিদেবতাম্ উপাস্তে—স্তুতিনমস্কাবগাংবল্যাপতাবপ্রণিধানধ্যানাদিনা উপ-
াস্তে—তস্তা গুণতাবমুপগম্যা আস্তে—অন্তোহসাপনান্না মন্তঃ পৃথক্, অন্তোহহ-
মস্মাধিকৃতঃ, যদ্যপ্যে ঋণিবং প্রতিকৰ্ত্তব্যম্—ইত্যেব পত্যবঃ সন্ উপাস্তে, ন স
ইত্থংপ্রত্যয়ঃ বেদ বিজ্ঞানাত্তি তত্ত্বম্ । ন স কেবলমেবস্তুতোহবিদ্বান্ অবিদ্যাদি-
দোষবানেব, কিং তর্হি, বগা পশুর্গবাদিঃ বাহনদোহনাত্ত্যপকাবৈকপভূজ্যতে, এবং
স ইজ্যাদ্যানেকোপকাবৈকপভোক্তব্যাত্ত্য একেকেন দেবাদানাম ; অতঃ পশুরিব
সর্কার্ণেষু কৰ্মস্বধিকৃত ইত্যর্থঃ । ৩৮

অবিদ্যাবিষয়শুণিত্বমিত্যোক্তং প্রকল্পয়বিদ্যাসুত্রমবতাবয়তি—এতচ্চেতি । তদৃশিত্বমবিদ্যা-
বিষয়ং যথা স্মৃটং ভবতি, তথা “অথ নোহন্তাম্” ইত্যাদাবনন্তবগ্রহ এব কথ্যতে প্রথমমিত্যর্থঃ ।
তদক্ষরাণি ব্যাকরোতি—অপেত্যাदिना । বিদ্যাসুত্রানন্ত্যামবিদ্যাসুত্রস্তা(হা)ধণকার্থঃ । যোগো
গন্ধপুষ্পাদিনা পূজা । বলুপহাবো নৈবেদ্যসমর্পণম্ । প্রণিধানমৈকাগ্রাম্ । ধ্যানং তত্বে-
বানন্তরিতপ্রত্যয়প্রবাহকরণম্ । আদিপদং প্রদক্ষিণাদিগ্রহণার্থম্ । ভেদদর্শনমত্রোপাসনং ন
শাস্ত্রীয়মিত্যভিপ্রৈত্যতদেব বিবৃণোতি—অন্তোহসাবিতি । তস্ত মূলমাহ—ন স ইতি ।
বাক্যান্তরমবত্যা ব্যাচষ্টে—ন স কেবলমিত্তি । সোহবিদ্বানেবমুক্তদৃষ্টান্তবশাং পশুরিব দেবানাং
ভবতি । তেবাং মধ্যে তত্বেকেকেন বহুভিরূপকাবৈকভোগাদিত্তি যোজনন । পশুসাম্যো
সিদ্ধমর্থঃ কথয়তি—অত ইতি । ৩৮

এতস্ত হি অবিদ্রুষো বর্ণাপ্রমাদিপ্রবিভাগবতোহধিকৃতস্ত কৰ্মণো বিদ্যাসহিতস্ত
কেবলস্ত চ শাস্ত্রোক্তস্ত কার্য্যং মনুষ্যাদিকো ব্রহ্মান্ত উৎকর্ষঃ ; শাস্ত্রোক্তবিপ-
রীতস্ত চ স্বাভাবিকস্ত কার্য্যং মনুষ্যাদিক এব স্বাববাত্তোহপকর্ষঃ ; যথা কৈতত্ত্বং,

তথা “অথ ব্রহ্মো বাব লোকাঃ” ইত্যাদিনা বক্ষ্যামঃ কৃত্বেনৈবাধ্যায়শেষেণ ।
বিদ্যায়াম্ চ কার্যং সৰ্ব্বাঙ্ঘভাবাপত্তিরিত্যেতৎ সংক্ষেপতো দৰ্শিতম্ । সৰ্ব্বা হীরমূপ-
নিবদ্বিধ্যাবিভাগপ্রদর্শনেনৈবোপক্ষীণা । যথা চৈবোহর্থঃ কৃত্বন্ত শাস্ত্রস্ত, তথা
প্রদর্শয়িষ্যামঃ । ৩৯

অথানেনাবিভাঙ্গ্যত্রৈণ কিং কৃতং ভবতীত্যপেক্ষারামবিভাষাঃ সংসারহেতুঃ সৃজিতমিতি
বক্তৃমবিভাষায়াং কৰ্মফলঃ সঙ্কিপতি—এতস্তেত্যাদিনা । কৰ্মসহায়ভূতা বিজ্ঞা দেবতা-
ধানাস্থিকা । শাস্ত্রাণ্যবৎ স্বাভাবিককল্পণোপপি বৈবিধ্যং সৃচয়িতুং চ শক্যঃ । তত্র তু সহকাৰিণী
বিজ্ঞানগ্রন্থীদশনাদিরূপেতি ভেদঃ । কথং যথোক্তং কল্পফলমবিভাষ্যঃ স্তাদিভাষ্যাক্ষাঃ—যথা
চেতি । সত্রৈবৈবধানস্বার্থং বিজ্ঞানস্বার্থমনু কামতি—বিজ্ঞান্যশ্চেতি । স্ত্রাদান্তবাক্যং বাবরতি—
সম্বা হ্যতি । কথমেতদবগম্যতে, তত্রাহ—যথোক্তি । ৩৯

যস্মাদেবম্, তস্মাদবিদ্যাবস্তুং পুরুষং প্রতি দেবা ঈশতে এব বিদ্বঃ কর্তৃম্
অনুগ্রহঞ্চ, ইত্যেতদদর্শয়তি—যথা ই বৈ লোকে বহবো গোহৃদাদয়ঃ পশবঃ মনুষ্যাঃ
স্বামিনমায়নঃ অধিষ্ঠাতারঃ ভূত্বাঃ পালয়েয়ুঃ, এবং বহুপশুস্থানীয়ে একৈকো-
হবিবান্ পুরুষো দেবান্,—দেবানিতি পিত্রাতাপলক্ষণার্থম্,—ভুনক্তি পালয়তীতি—
ইমে ইন্দ্রাদয়ঃ অস্তে মত্তঃ মমেশিতারঃ, ভূত্বা ইবাহমেবাঃ স্বতিনমস্বারেজাদিনা-
বাবনঃ কৃত্বাভ্যাদয়ঃ নিঃশ্রেয়সঞ্চ তৎপ্রতঃ ফলং প্রাপ্যামীত্যেবমভিসন্ধিঃ । ৪০

মনুষ্ট্যণামবিভাবতাং দেবপশুহুে স্থিতে কৰ্মি তমাহ—যস্মাদিহ । এতঃ প্রমাণহেনোক্তর
বাক্যানুশ্রাব্যত—এতমিতি । কিমিদমবিভাবতে, দেবাদিপালনমিত্যাদিঃ বাক্যাতঃপদ্যমাহ—
ইম ইন্দ্রাদয় ইতি । অভিসন্ধিরবিভাবতঃ পুরুষস্তেতি শেদ । ৪০

তত্র লোকে বহুপশুমতো যথা একস্মিন্নেব পশ্বাদীয়েমানে ব্যাঘ্রাদিনা
অপভ্রিয়মাণে মহদপ্রিয়ং ভবতি ; তথা বহুপশুস্থানীয়ে একস্মিন্ পুরুষে পশুভাবাৎ
বৃষ্টিষ্ঠতি অপ্রিয়ং ভবতীতি কিং চিত্রং দেবানাম্, বহুপশুপচরণ ইব কুটুস্থিনঃ ।
তস্মাদেবাং দেবানাং তন্ন প্রিয়ম্ ; কিং তৎ ? যদেতদ্ ব্রহ্মাভ্যতকঃ কণঞ্চন
মনুষ্যা বিত্যাঃ বিজ্ঞানীযুঃ । তথা চ অন্তরঙ্গমঙ্গুগীতাসু ভগবতো বাসস্ত—

“ক্রিয়াবত্তিহি কৌন্তের দেবলোকঃ সমাবৃতঃ ।

ন চৈতদিষ্টং দেবানাং মৰ্ত্যৈরুপরি বৰ্ত্তনম্ ॥” ইতি ।

অতো দেবাঃ পশুনিব ব্যাঘ্রাদিত্যাঃ, ব্রহ্মবিজ্ঞানাদ্ বিদ্বামাচিকীৰ্ত্তি—
অন্তরূপভোগ্যত্বাৎ বা ব্যুত্তিষ্ঠেয়ুরিতি । যং তু মুমোচয়িষ্যতি, তং ব্রহ্মাদিভির্ধো-
ক্যন্তি, বিপরীতমশ্রদ্ধাভিঃ । তস্মাদনুসূৰ্দ্দেবারাধনপরঃ শ্রদ্ধাতক্ৰিপরঃ অণেনো-
হপ্রমাদী স্তাৎ বিদ্যাপ্রাপ্তিং প্রতি বিদ্যাং প্রতীতি বা, কাকৈতৎ প্রদর্শিতং
ভবতি দেবানিহ । ৪১ ॥ ১০ ॥

একস্মিন্নেবেতাদিবা কামাদার ব্যাচষ্টে—তজ্জৈতি । মনুষ্যাণাং পশুভাবাদ্ভূতান্নপ্রিয়ং দেবানামিতি হিতে তদুপায়মপি তবজ্ঞানং তেষাং দেবা বিদ্বিবন্তীত্যাহ—তস্মাদিতি । তববিত্তার্য্যো গৌরভাঃ কথকনেতৃত্বম্ । মনুষ্যাণামুৎকর্ষং দেবা ন মনুষ্যন্তীত্যাহ—প্রমাণমাহ—তথা চেতি । তেষাং ব্রহ্মবিজ্ঞান কৈবল্যপ্রাপ্তিঃ স্মৃতরামনিষ্টেতি ভাবঃ ।

দেবানীনাম্ মনুষ্যেব ব্রহ্মজ্ঞানস্তাপ্রিয়ং হেতুপি কিং স্তাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—অত ইতি । তেষাং বিদ্বদ্ভাচর্য্যতামতিপ্রায়মাহ—অস্মাদিতি । তর্হি দেবাদিভিরূপহতানাং মনুষ্যাণাং মুমুক্শব ন ন সম্পদ্যেতেত্যাশঙ্ক্যাহ—যং বিতি । উক্তং হি—

“ন দেবা দত্তমাদার ব্রহ্মস্তু পশুপালবৎ ।

যং হি ব্রহ্মভূমিচ্ছন্তি বুক্ষা সংযোজয়ন্তি তন্” ॥ ইতি ॥

তর্হি কিমিতি সর্কানেনব দেবা নানুগৃহ্ণন্তীত্যাসঙ্ক্যাহ—বিপরীতমিতি । দেবতাপরাদ্ভূতম-
নুমোচয়িমিতমিতি যাবৎ । সম্প্রতি দেবতাপ্রিয়বাক্যেন ধনিতমর্থমাহ—তস্মাদিতি । অবিশ্বৎস
মনুষ্যেব দেবাদীনাম্ স্বাতন্ত্র্যং তচ্ছকার্য্যং । অস্মাদিপ্রধানস্তদারাদনপরঃ সন্ দেবাদীনাম্প্রিয়ঃ
স্তাত্ত্বিপক্ষস্ত মুমুক্শবৈকল্যাদিত্যর্থঃ । তৎপ্রীতিবিষয়ন্ত তৎপ্রসাদাদিত্যৈবৈরাগ্যঃ সর্কানি
কর্মাণি সংস্কৃত্য বিদ্যাপ্রাপকপ্রবণাদিকং প্রতি একাগ্র মনঃ স্তাদিত্যাহ—অপ্রমাণীতি ।
প্রবণাদিকমনুষ্ঠিতরূপি বর্ণাশ্রমাচারপরো ভবেৎ, অশ্রুতা বিদ্যালক্ষণে কলে প্রতিবন্ধসম্ভবাদি-
ত্যাশংক্যমাহ—বিদ্যাং প্রতীতি । ভয়াদিনিমিত্তা ধনেবিকৃতিঃ কাকুর্চ্যতে, যথাহ—‘কাকু-
র্চিয়াং বিকারো যঃ শোকভীতাদিভির্ধনেন’ ইতি । তস্মা কাকা কাশ্রুতঃ স্বরকম্পেন(ণ) ভয়-
মূলপক্ষঃ দেবাদিতজনে কল্লতে তাৎপর্য্যমিত্যাহ—কাকৈতি ॥ ৪৭ ॥ ১০ ॥

ভাস্ক্যানুবাদঃ—এখানে ব্রহ্ম অর্থ—অপর ব্রহ্ম (কার্য্য ব্রহ্ম) ; কেন
না, সর্কানুভাবপ্রাপ্তি যখন ক্রিয়াসাধ্য, তখন তাঁহার সম্বন্ধেই ঐরূপ ফল-প্রাপ্তির
কথা উপপন্ন হয়, কিন্তু পরব্রহ্মের যে সর্কানুভাব, তাহা কোনও ক্রিয়া দ্বারা নিষ্পন্ন
নয়, তাহা তাঁহার স্বাভাবিক ; অথচ “তস্মাৎ তৎ সর্কম্ অভবৎ” এই শ্রুতি অত্রত্য
সর্কভাবাপত্তিকে বিজ্ঞানের ফল বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন । অতএব “এখানে
ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ” এই ব্রহ্ম-শব্দের অপর ব্রহ্ম অর্থ হওয়াই উচিত । ১

অথবা মনুষ্যাদিকারের প্রসঙ্গে যখন এই কথা বলা হইতেছে, তখন, যে
ব্রাহ্মণ বিদ্যাবলে সর্কভাবাপন্ন হইবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন, তাদৃশ
উপযুক্ত ব্রাহ্মণও এখানে ব্রহ্ম-শব্দে অভিহিত হইতে পারেন । কেন না,
এখানে “সর্কং ভবিষ্যন্তো ব্রহ্মা মনুষ্যন্তে” এই শ্রুতিতে মনুষ্যগণেরই উল্লেখ
রহিয়াছে ; আর অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের উপায়ানুষ্ঠানে যে, মনুষ্যগণেরই
বিশেষাধিকার আছে, এ কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে । কিন্তু পরব্রহ্ম বা অপর
ব্রহ্ম প্রজাপতি কাকারো তাহাতে অধিকার নাই । অতএব বুঝিতে হইবে যে,
কর্মসম্বন্ধ ও বৈতসর্কসমবিত অপর-ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলনে যিনি অপর ব্রহ্মভাব

প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং সৰ্ব্বপ্রকার ভোগ্য সামগ্রী হইতে বিরত ও সৰ্ব্বভাবপ্রাপ্তি নিবন্ধন যাহার কাম-কৰ্ম্ম-বন্ধন ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, এবং ভবিষ্যতেও পরব্রহ্মভাব লাভ করিতে সমর্থ, ব্রহ্মবিদ্যার সম্বন্ধ নিবন্ধন ব্রহ্মভাবী তাদৃশ জীবই এখানে ব্রহ্মশব্দে অভিহিত হইতেছে। ব্যবহারক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ বৃত্তি বা অবস্থা ধরিয়াও শব্দ প্রয়োগ করিতে দেখা যায়, যথা—‘ওদনং পচতি’ (ভাত পাক করিতেছে), প্রকৃত পক্ষে কিন্তু চাউলই পাক করে, ভাত পাক করে না; কারণ, চাউল পাক করিলে যাহা হয়, তাহারই নাম ভাত (ওদন); স্মৃতরাং বলিতে হইবে যে, সেখানে চাউলের ভবিষ্যৎ অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া ঐরূপ শব্দ প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। শাস্ত্রেও ঐরূপ ব্যবহার দেখা যায়; যথা—‘পরিব্রাজকঃ সৰ্ব্বভূতাভয়দক্ষিণাম্’ (পরিব্রাজক, দক্ষিণারূপে, সৰ্ব্বভূতে অভয়প্রদান করিবে)। সৰ্ব্বভূতে অভয় দান হইতেছে পারিব্রাজ্য-গ্রহণের (পরিব্রাজক হইবার প্রধান) অঙ্গ; (এখানে কিন্তু অগ্রেই সেই ভবিষ্যৎ পারিব্রাজ্যকে সিদ্ধবৎ গ্রহণ করা হইয়াছে); এখানেও তদ্রূপ। এইরূপ বৃত্তি অনুসারে কেহ কেহ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন যে, ব্রহ্মভাবী—ব্রহ্মনিষ্ঠ জীবই এখানে ব্রহ্মশব্দের অর্থ, অপর কিছু নহে। ২

না, এরূপ ব্যাখ্যা সম্ভব হইতে পারে না; কারণ, তাহা হইলে সৰ্ব্বভাবাপত্তি-রূপ ফলের অনিত্যতা-দোষ আসিতে পারে। জগতে এরূপ কোনও সত্য পদার্থ নাই, যাহা নিত্য, অথচ কারণবিশেষের সহযোগে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়। এইরূপ সৰ্ব্বভাবাপত্তি ফল যদি ব্রহ্মবিজ্ঞানরূপ কারণ হইতেই সমুৎপন্ন হয়, তাহা হইলে তাহার নিত্যতাবাদ নিশ্চয়ই বিরুদ্ধ হয়। আর যদি উহা অনিত্যই হয়, তাহা হইলেও উহা যে, কৰ্ম্মফলেরই তুল্যা হইয়া পড়ে, এ দোষ পূর্বেই কথিত হইয়াছে। ৩

আর যদি মনে কর, ব্রহ্মবিদ্যার ফল যে, সৰ্ব্বভাবাপত্তি, তাহার অর্থ—অবিদ্যাকৃত অসৰ্ব্বভাবনিবৃত্তি মাত্র, তন্নিম্ন আর কিছুই নহে; তাহা হইলেও ব্রহ্মশব্দে ব্রহ্মভাবী পুরুষের কল্পনা করা বিফল হইয়া যায়; অর্থাৎ যদি তুমি মনে কর যে, প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্বেও সমস্ত জীবই ব্রহ্মবরূপ, এবং ব্রহ্মবরূপ বলিয়া চিরকালই ব্রহ্মভাবাপন্ন; কেবল অবিদ্যাবশে যেমন গুস্তিতে রজতের আরোপ হইয়া থাকে; অথবা নভোমণ্ডলে যেমন তল-শলিনাদিত্যবের আরোপ হইয়া থাকে, তেমনি এই ব্রহ্মক্ষেতেও অবিদ্যার প্রভাবে অসৰ্ব্বভাব ও অব্রহ্মভাব আরোপিত হইয়াছে; ব্রহ্মবিদ্যা তাহারই নিবৃত্তিসাধন করিয়া থাকে; তাহা

হইলে প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মশব্দের মুখ্যার্থস্বরূপ যে পরব্রহ্ম, সৃষ্টির পূর্বেও যিনি বিদ্যমান ছিলেন, “ব্রহ্ম বা ইদমগ্রে আসীৎ” বাক্যে সেই ব্রহ্মই অভিহিত হইতেছেন, একথা বলাই যুক্তিযুক্ত হয়। কেন না, যথার্থ তত্ত্ব প্রতিপাদন করাই বেদের স্বভাব, কিন্তু যে লোক ভবিষ্যতে ব্রহ্মভাব লাভ করিবে, অগ্রেই তাহাকে ব্রহ্ম বলিয়া কল্পনা করা কখনই যুক্তিযুক্ত হয় না; কারণ, ঐরূপ অর্থ—ব্রহ্ম-শব্দের বাহ্য মুখ্যার্থ, তাহার বিপরীত; অধিকন্তু, বিশেষ প্রয়োজন না থাকিলে যথাক্রম অর্থ পরিত্যাগ করিয়া যে, অশ্রুতার্থের কল্পনা করা, তাহাও যুক্তিবিরুদ্ধ। ৪

আর যদি বল, অবিদ্যাকৃত অব্রহ্মত্ব ও অসর্বভাব ভিন্নও স্বতন্ত্র অসর্বত্ব ও অব্রহ্মভাব নিশ্চয়ই আছে। না; [যদি ঐরূপ থাকে, তাহা হইলে] ব্রহ্মবিদ্যায় তাহার নিবৃত্তি হইতে পারে না; কেন না, বিদ্যা যে, সাংক্যং সম্বন্ধে কোনও সত্য বস্তুর অপলাপ বা উৎপাদন করিতে পারে, ইহা কোথাও দেখা যায় না; পরন্তু সর্বত্রই অবিদ্যামাত্র নিবারণ করিতে দেখা যায়। তদ্রূপ এখানেও ব্রহ্ম-বিদ্যা কেবল অবিদ্যাকৃত অব্রহ্মত্ব ও অসর্বত্বই নিবারণ করিতে পারে, কিন্তু কখনও কোনও পারমাণ্বিক বস্তু জন্মাইতে বা নিবারণ করিতে পারে না (১)। অতএব যথাক্রম অর্থ পরিত্যাগ করিয়া যে, অশ্রুত অর্থের কল্পনা করা, তাহার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। ৫

বদি বল, ব্রহ্মেতে অবিদ্যা থাকা কখনই সম্ভব হয় না; না, সে কণাও সম্ভব হয় না; কারণ? যেহেতু [শাস্ত্রে] ব্রহ্ম-জ্ঞানের বিধি রহিয়াছে। শুদ্ধিতে যদি রজতের অধারোপ না থাকে, তাহা হইলে, শুদ্ধি চকুর গোচর হইলে পর ‘ইহা শুদ্ধি—রজত নহে,’ এরূপ উপদেশের কখনও আবশ্যক হয় না; এইরূপ, ব্রহ্মেতে যদি অবিদ্যার আরোপ না থাকিত, তাহা হইলে কখনই ‘এ সমস্তই সৎ, এ সমস্তই ব্রহ্ম, এ সমস্তই আত্মা’ ‘ব্রহ্মাতিরিক্ত এই দ্বৈতের সত্তা নাই।’ ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মবিষয়ে একত্ববিজ্ঞানের বিধান আবশ্যক হইত না। [পক্ষান্তরে যদি বল যে,] শুদ্ধিকার হ্রাস ব্রহ্মেতেও অতদ্বর্ণের (অব্রহ্মভাবে) আরোপ যে আদৌ নাই, এ কথা আমরা বলিতেছি না; তবে কি না, ব্রহ্ম নিজেই আপনাতে অধ্যস্ত অব্রহ্মধর্ম আরোপের নিমিত্ত বা কারণ নহে, এবং তিনি তাহার কর্তাও নহে।

(১) তাৎপৰ্য্য—জ্ঞানের সঙ্গে সাধারণতঃ অজ্ঞানেরই বিরোধ; সেই কারণে জ্ঞানোদয়ের অজ্ঞানের ধ্বংস হইয়া থাকে; কিন্তু বাহ্য অজ্ঞান বা অজ্ঞানের ফল নহে, তাহা কখনই জ্ঞান দ্বারা নিবৃত্ত হয় না; কাজেই অব্রহ্মত্ব ও অসর্বত্ব যদি অবিদ্যাজনিত না হইয়া সত্য পদার্থই হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিলেও সেই অসর্বভাব ও অব্রহ্মভাব বিধৃত হইতে পারে না।

[হাঁ, এরূপ বলিলে,] ব্রহ্ম অবিদ্যার কর্তা বা ভ্রান্তিবৃত্ত হন না সত্য, কিন্তু ব্রহ্মভিন্ন আর কোনও চেতনপদার্থ যে অবিদ্যার কর্তা কিংবা ভ্রান্তিবৃত্ত, তাহাও ত ভোমার অভিপ্রেত নহে। বিশেষতঃ ‘ব্রহ্মাতিরিক্ত অস্ত্র কোনও বিজ্ঞাতা নাই’, ‘এতদতিরিক্ত অপর বিজ্ঞাতা নাই’ ‘তুমি সেই ব্রহ্মস্বরূপ’, ‘আত্মাকেই অবগত হইয়াছিলেন’, ‘আমি ব্রহ্মস্বরূপ’ [যিনি মনে করেন] ইনি অস্ত্র এবং আমি অস্ত্র, বস্তুতঃ তিনি জ্ঞানেন না’ ইত্যাদি বহু শ্রুতি হইতে, এবং ‘সর্বভূতে সমান,’ ‘হে জিতেন্দ্র অর্জুন, আমিই আত্মা’ ‘কুতুরে ও চণ্ডালে’ ‘যিনি সর্বভূতকে’ ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্র হইতে, এবং ‘বীহাতে সমস্ত ভূত বর্তমান’ এই মন্ত্র হইতেও যথোক্ত অভিপ্রায়ই জানা যায় । ৬

ভাল কথা, [ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন বিজ্ঞাতা না থাকাই যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ত] শাস্ত্রোপদেশের কোনই আবশ্যকতা হয় না ; সুতরাং ব্রহ্মবিজ্ঞাসম্বন্ধে প্রদত্ত শাস্ত্রোপদেশও নিরর্থক হয়। হাঁ, এ কথা সত্যই বটে, ব্রহ্মাবগতির পর, শাস্ত্রোপদেশ অনর্থক হয় হউক ; (তাহাতে ক্ষতি কি ?) যদি বল, ব্রহ্মাবগতিও অনর্থক বা নিশ্চয়োজন হইয়া পড়ে ? না, সে কথা বলিতে পার না ; কারণ, অবগতি দ্বারা যে, ব্রহ্মবিষয়ক অনবগতি বা অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়, ইহা ত প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। যদি বল, একত্বপক্ষে, সেই অজ্ঞাননিবৃত্তিও সম্ভব হয় না ; না ;—সে কথাও বলিতে পার না ; কারণ, ইহা প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ কথা ; একত্ববিজ্ঞানে যে, অজ্ঞাননিবৃত্তি হয়, ইহা ত প্রত্যক্ষতাই দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যক্ষদৃষ্ট বিবরণকেও অসঙ্গত বা অযৌক্তিক বলিলে, তাহাও দৃষ্টবিরুদ্ধ কথা হইয়া পড়ে ; আর প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ কথা কেহ স্বীকারও করে না ; বিশেষতঃ প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলিয়াই দৃষ্টবিবরে অনুপপত্তি বা অসঙ্গতি হইতে পারে না। যদি বল, প্রত্যক্ষ-দর্শনেও যে অনুপপত্তি বা অসঙ্গতি হয়, সে সম্বন্ধেও ইহাই যুক্তি, অর্থাৎ অনুভবসিদ্ধ দর্শনে বাচনিক অসঙ্গতি কখনই বাধক হইতে পারে না। ৭

তাহার পর, ‘পুণ্যকর্ম দ্বারা পুণ্যবান, আর পাপ দ্বারা পাপী হয়’, ‘বিদ্যা (জ্ঞান) ও কর্ম তাহার অনুগামী হয়’, ‘পুরুষ (জীবাত্মা) মনন, অবধারণ ও ক্রিয়ার কর্তা’ ইত্যাদি শ্রুতি, স্মৃতি ও যুক্তি হইতে পরমাত্মার বিপরীতস্বভাব-সম্পন্ন স্বতন্ত্র সংসারী আত্মার অস্তিত্ব জানা যাইতেছে, আর ‘সেই এই আত্মা (পরব্রহ্ম) ইহা নহে ইহা নহে’ ‘অশনায়ামি (ক্ষুধা পিপাসা প্রভৃতি) অতিক্রম করে’, ‘যে আত্মা নিষ্পাপ এবং অরামরণবর্জিত’, ‘এই অক্ষরের (ব্রহ্মের) শাসনে’ ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জীববিলকণ পরমাত্মার সম্ভাব অবগত হওয়া

যায় ; এবং কণাদ ও গৌতম প্রভৃতিকর্তৃক প্রণীত তর্কশাস্ত্রে যুক্তি দ্বারাও সংসারী জীবের বিপরীতস্বভাবাপন্ন ঈশ্বরের অস্তিত্ব সাধিত হইয়াছে । বিশেষতঃ জীবের সাংসারিক দুঃখজালা নিবৃত্তির চেষ্টাদর্শনেও বুঝা যায় যে, সংসারী জীব নিশ্চয়ই ঈশ্বর হইতে পৃথক্ পদার্থ, ‘তিনি বাগিল্লিরহিত ও আদররহিত’ ‘হে পার্থ (অর্জুন,) ত্রিজগতে আমার কিছুই কর্তব্য নাই’ ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতি-শাস্ত্রও উক্ত অভিপ্রায়ই সমর্থন করিতেছে । তাহার পর, ‘তঁাহাকে অন্বেষণ করিবে, তঁাহাকেই জানিবে’ ‘তঁাহাকে জানিলেই আর লিপ্ত হয় না’, ‘ব্রহ্মবিৎ পরমপুরুষ আত্মাকে লাভ করেন’ ‘একইরূপ দর্শন করিবে’ ‘হে গার্গি, যে ব্যক্তি এই অক্ষর—পরব্রহ্মকে না জানিয়া’ ‘ধীর পুরুষ তঁাহাকেই অবগত হইয়া’ ‘প্রণবকে ধনুঃ, আত্মাকে শর, আর ব্রহ্মকে তাহার লক্ষ্য বা বেধ্য বলা হইয়া থাকে’ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে [জীব ও ব্রহ্মের] কর্তা ও কর্মরূপে নির্দেশ হইতেও [জীব ও পর-মাত্মার ভেদ সমর্থিত হইতেছে] ।

তাহার পর, মুমুক্শু ব্যক্তির দেহত্যাগের পর গমনোপযোগী মার্গবিশেষের উপদেশ হইতেও [উক্ত সিদ্ধান্তই প্রমাণিত হয়] ; কারণ, জীব ও পরমাত্মার যদি ভেদ না থাকে, তাহা হইলে, কাহার কোথা হইতে গতি হইবে ? আর গমনা-ভাবে তত্প্রযোগী দক্ষিণায়ণ ও উত্তরায়ণ, এই দ্বিবিধ মার্গোপদেশও উপপন্ন হয় না, এবং গন্তব্য স্থানের উল্লেখও উপপন্ন হয় না ; পক্ষান্তরে, জীব পরমাত্মা হইতে ভিন্ন হইলে তাহার (পরিচ্ছিন্ন জীবের) পক্ষে উক্ত সমস্ত কথাই সঙ্গত হইতে পারে । ৮

কর্ম ও জ্ঞানসাধনের উপদেশও ইহার অপর কারণ ; কেননা, সংসারী জীব যদি ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র হয়, তাহা হইলেই তাহার সম্বন্ধে মুক্তির জন্ত জ্ঞানোপদেশ ও অভ্যাসের স্বর্গাদিফলের জন্ত কর্মোপদেশ আবশ্যক হইতে পারে ; কিন্তু ঈশ্বরের সম্বন্ধে সেরূপ উপদেশ কখনই সঙ্গত হইতে পারে না ; কারণ, তিনি আপ্তকাম, অর্থাৎ তাঁহার অপ্রাপ্ত এমন কোনও কাম্যবস্তু নাই, বাহা তাঁহাকে পাইতে হইবে । অতএব ব্রহ্ম-শব্দে যে, ব্রহ্মভাবী পুরুষ অভিহিত হইতেছেন, ইহাই যুক্তিযুক্ত ; এ কথা যদি বল, তত্বতরে আমরা বলি যে, না, তাহাও যুক্তি-যুক্ত হইতে পারে না ; কারণ, তাহা হইলে ব্রহ্মোপদেশের আনর্থক্য হইতে পারে,—ব্রহ্মভাবী পুরুষ যদি ব্রহ্ম না হইয়াও কেবল ‘আমি ব্রহ্ম’ এই প্রকারে আত্মস্বরূপ অবগত হইয়াই সর্বস্বভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে, সংসারী-আত্মার বিজ্ঞানেই তাহার সেই সর্বস্বভাবরূপ বিজ্ঞানফলের সিদ্ধি সম্ভাবনা থাকায়, নিশ্চয়ই পরব্রহ্মোপদেশ নিরর্থক হইয়া পড়ে । ৯

পুনশ্চ যদি বল, কোনরূপ পুরুষার্থসিদ্ধির উপায়রূপে আত্মবিজ্ঞানের বিনিয়োগ বা প্রয়োগ না থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, সংসারীর ব্রহ্মজ্ঞ-সম্পাদনের নিমিত্তই “অহং ব্রহ্মস্মি” এই উপদেশ; কেন না, ব্রহ্মের স্বরূপ জানা না থাকিলে ‘আমি ব্রহ্ম’ বলিয়া কিসের সম্পাদন করিবে? (১) কারণ, ব্রহ্মলক্ষণ যথাযথরূপে বিজ্ঞাত থাকিলেই আত্মাতে তত্ত্বাব সম্পাদন করা যাইতে পারে, নচেৎ নহে। না, এ কথাও হইতে পারে না; কারণ, ‘এই আত্মা ব্রহ্ম-স্বরূপ’, ‘যাহা সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম’ ‘যে আত্মা’ ‘তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা’ এই প্রকরণে ‘সেই এই আত্মা হইতে’ ইত্যাদি সহস্র সহস্র শ্রুতিতে ব্রহ্ম ও আত্মা-শব্দের সামাধিকরণ্য নির্দেশ হইতে ব্রহ্ম ও আত্মাশব্দের একার্থত্ব প্রতীত হইতেছে। অত্ৰ পদার্থকেই অত্ৰ পদার্থরূপে সম্পাদন (আরোপ) করা হইয়া থাকে, কিন্তু অভিন্ন পদার্থকে কখনই আরোপ করা যাইতে পারে না। বিশেষতঃ ‘এই সমস্তই সেই আত্মা’ এই শ্রুতিও প্রস্তাবিত দ্রষ্টব্য আত্মারই একত্ব প্রদর্শন করিতেছে। অতএব এখানে কিছুতেই আত্মার ব্রহ্মত্ব সম্পাদন করা (আরোপ করা) উপপন্ন হইতে পারে না। ১০

ব্রহ্মোপদেশের এতদ্বিত্ব যে অত্ৰ কোন প্রকার প্রয়োজন আছে, তাহাও জানা যাইতেছে না; কারণ, ‘ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মই হন’ ‘হে জনক, তুমি অভয় ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছ’, এবং ‘নিশ্চয়ই ব্রহ্ম বস্ত্র অভয়’ ইত্যাদি শ্রুতিতে কেবল ব্রহ্মত্বাপত্তিই একমাত্র প্রয়োজন শ্রুত হইতেছে। ‘অহং ব্রহ্মস্মি’ চিন্তা যদি সম্পদ হয়, তাহা হইলে কখনই ব্রহ্মত্বাপত্তি কল সিদ্ধ হইতে পারে না; কারণ, এক পদার্থ কখনই অপর পদার্থ হইয়া যাইতে পারে না। যদি বল, বচনের (শ্রুতিবাক্যের) বলে সম্পদ্রূপাসনার ফলেও তত্ত্বাপত্তি হইবে; আমরা বলি, না, তাহা হইতে পারে না; কেন না, ‘সম্পদ’ উপাসনা ত জ্ঞান বা চিন্তা ভিন্ন আর কিছুই নহে; আর জ্ঞান যে, একমাত্র মিথ্যাজ্ঞান বা ভ্রমনিবৃত্তি ছাড়া আর কিছুমাত্র করিতে পারে না, এ কথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। বিশেষতঃ শুধু শাস্ত্রীয় বচন ত কখনও

(১) তাৎপর্য—উপাসনা অনেক প্রকার—‘সম্পদ উপাসনা’ তাহারই অন্ততম। সম্পদ অর্থ—অপেক্ষাকৃত অপকৃষ্ট কোন এক বস্তুকে উৎকৃষ্ট বস্তুর সহিত অভিন্নভাবে চিন্তা করা। এখানেও সংসারী জীব ব্রহ্মোপেক্ষা অপকৃষ্ট, তাই তাহার আপনাতে ব্রহ্মত্বাব সম্পাদন করা আবশ্যক হইতেছে; অথচ যে বস্ত্র জ্ঞান ও না নাই, সেজন্য বস্তুতে তত্ত্বাব সম্পাদন করা কোন-রূপেই সম্ভবপর হয় না; এইজন্য সংসারী জীবের পক্ষে ব্রহ্মবিষয়ে জ্ঞান থাকা আবশ্যক হইতেছে। শ্রুতি “অহং ব্রহ্মস্মি” কথার সেই অপেক্ষিত বিবরণের নির্দেশ করিয়াছেন যাত্র।

কোনও বস্তুর শক্তিবিশেষ সমুৎপাদনে সমর্থ নহে, শাস্ত্রমাত্রই জ্ঞাপক অর্থাৎ অবিজ্ঞাত বস্তুকে জ্ঞানগোচর করিয়া দেওয়ারই শাস্ত্রের প্রধান কার্য্য, কিন্তু কোন বস্তুর শক্তিবিশেষ উৎপাদন বা অপনয়ন করা তাহার কার্য্য নহে ; ইহা সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্ত । ‘সেই এই পরমেশ্বর ইহার মধ্যে প্রবিষ্ট’ ইত্যাদি বাক্যে পরব্রহ্মেরই প্রবেশ সিদ্ধান্তিত হইয়াছে । অতএব, এখানে ব্রহ্ম-শব্দে ব্রহ্মতাবী পুরুষের অর্থাৎ যে পুরুষ ব্রহ্মভাব লাভ করিবেন, তাঁহার গ্রহণ করা সমীচীন হইতেছে না । ১১

বিশেষতঃ এরূপ অর্থ করিলে অতীষ্ট অর্থেরও ব্যাঘাত হইয়া পড়ে—ব্রহ্ম বস্তুটি সৈন্ধবপিণ্ডের ত্রায় ভিতরে বাহিরে—সর্ব্বত্রই একরস অর্থাৎ একরূপ, এই-রূপ বিজ্ঞান সমুৎপাদন করাই যে, এই সমগ্র উপনিষদের ‘অভিমত প্রতিপাদ্য বিষয়, তাহা এই উপনিষদেরই মধুকাণ্ড ও মুনিকাণ্ডের অন্তে অবধারণবাক্য হইতে জানা যাইতেছে । [মধুকাণ্ডের শেষে আছে—] “ইতানুশাসনম্” (ইহাই অনুশাসন), আর [মুনিকাণ্ডের শেষে আছে—] “এতাবদ্ অরে খলু অমৃতত্বম্” অর্থাৎ ইহাই নিশ্চিত অমৃতত্ব । এইরূপ, সর্ব্বশাখীয় উপনিষৎ-সমূহেরও ব্রহ্মৈকত্ব-বিজ্ঞানই একমাত্র অর্থ বা প্রতিপাদ্য বিষয় বলিয়া অবধারিত হইয়াছে । এমত অবস্থায়, ‘আত্মানম্ এব অবৎ’ বাক্যে যদি ব্রহ্ম হইতে পৃথকরূপে সংসারী আত্মা কল্পিত হয়, তাহা হইলে শ্রুতির অতীষ্ট একত্ববিজ্ঞান বাধিত হইয়া যায় ; তাহার ফলে উপক্রম ও উপসংহারের বিরোধ ঘটায় শাস্ত্রেরই অসামঞ্জস্য কল্পনা করিতে হয় । ঐরূপ নির্দেশের অনুপপত্তিও অপর কারণ,—“আত্মানম্ এব অবৎ” বাক্যে যদি সংসারী আত্মারই কল্পনা করা হয়, তাহা হইলে “আত্মানমেব অবৎ” বাক্যটি ব্রহ্ম-বিজ্ঞা নামে অভিহিত হইতে পারিত না ; কেন না, এই পক্ষে সংসারী আত্মারই বেজত্ব (বিজ্ঞেয়ত্ব) হইয়া পড়ে (কিন্তু পরব্রহ্মের নহে) । ১২

যদি বল, ‘আত্মা’ শব্দে বেত্তা—উপাসকের অতিরিক্ত অল্প বস্তুর কথা বলা হইয়াছে ; না, তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, ‘অহং ব্রহ্মাস্মি’ (‘আমি ব্রহ্ম-রূপ’) এইরূপে বিশেষিত করা হইয়াছে । অল্প পদার্থই যদি বেদ্য হইত, তাহা হইলে ‘অয়ম্ অসৌ’ অর্থাৎ ‘ইনি অযুকস্বরূপ’ এইরূপই নির্দেশ করা উচিত হইত ; কিন্তু কখনই ‘অহম্ অস্মি’ বলা সঙ্গত হইত না । এখানে বিশেষ করিয়া ‘অহম্ অস্মি’ বলায় এবং “আত্মানমেব অবৎ” এইরূপ অবধারণ থাকায় নিঃসংশয় বুদ্ধি হইতেছে যে, অজ্ঞাত আত্মা অর্থ কখনই ব্রহ্মভিন্ন সংসারী হইতে পারে না । আর এইরূপ অর্থ হইলেই “আত্মানমেবাৎ” বাক্যের “ব্রহ্মবিজ্ঞা” নামে

অভিধান করাও সম্ভব হইতে পারে, নচেৎ নহে ; পক্ষান্তরে এক্রূপ অর্থ না হইলে ইহা ‘সংসারি-বিজ্ঞা’ নামে অভিহিত হওয়াই উচিত ছিল । সূর্য্যের সম্বন্ধে আলোক ও অন্ধকারের ভাব, একই পদার্থের সম্বন্ধে ব্রহ্মত্ব ও অব্রহ্মত্বরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মের উপপন্ন হইতে পারে না ; কারণ, একই সূর্য্যের আলোক ও অন্ধকারের সহিত সম্বন্ধলাভ যেক্রূপ বিরুদ্ধ, ইহাও তদ্রূপ বিরুদ্ধ ; [সুতরাং একই বস্তুর উক্ত উভয়বিধ ভাব কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না] । ১৩

আর যদি ঐ উভয়কেই ইহার নিমিত্তরূপে স্বীকার করা হয়, তাহা হইলেও ইহার কেবল ‘ব্রহ্মবিজ্ঞা’ নামকরণ সম্ভব হয় না ; বরং তাহা হইলে ‘ব্রহ্মবিজ্ঞা’ ও ‘সংসারিবিজ্ঞা’, এই উভয় নামে ব্যবহার করাই সম্ভব হয় ; কিন্তু তৎজ্ঞান উপদেশ করাই যদি বিবক্ষিত হয়, অর্থাৎ শ্রুতির অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে কখনই ওরূপ অর্জজরতীর্য্যভাব কল্পনা করা সম্ভব হইতে পারে না (১) ; কারণ, তাহা হইলে উপদিষ্ট বিষয়ে শ্রোতার সংশয় উপস্থিত হইতে পারে । অগচ ‘যাহার নিশ্চিত বুদ্ধি হয়, কোনরূপ সংশয় না থাকে’ এবং ‘সংশয়াত্মক লোক বিনষ্ট হয়’ ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্র হইতে জানা যায় যে, নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানই পরমপুরুষার্থ মুক্তির সাধন ; অতএব পরহিতার্থী ব্যক্তির পক্ষে সংশয়াত্মক বাক্যার্থ কল্পনা করা কখনই উচিত হয় না । ১৪

আর যদি বল, “তদাঙ্গানমেবাবেষৎ” ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে আমাদের ভ্রাম ব্রহ্মতেও যে, সাধকত্ব-কল্পনা, তাহা সম্ভব নহে ; না, এক্রূপ আপত্তিও করিতে পার না ; কারণ, তাহা হইলে শাস্ত্রবাক্যের প্রতি তিরস্কার বা অমুযোগ করিতে হয় ; কারণ, ইহা ত আর আমাদের কল্পনা নয়, পরন্তু শাস্ত্রই ঐরূপ কল্পনা করিয়াছেন ; সুতরাং এই উপালম্ব বা অমুযোগ শাস্ত্রের উপরই প্রযোজ্য, (আমাদের উপরে নহে) ; অগচ ব্রহ্মের প্রিয়-সাধনের ইচ্ছায় প্রকৃতার্থের বিপরীত কল্পনা দ্বারা কখনই শাস্ত্রার্থ পরিত্যাগ করা উচিত হয় না । আরও এক কথা, শুধু এই সাধকত্ব-কল্পনাতেই তোমার অসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করা সম্ভব হয় না ; কারণ, আগতিক নানাত্ব বা বিভাগমাত্রই ত ব্রহ্মতে পরিকল্পিত ভিন্ন আর কিছুই নহে ; ইহা—‘তাহাকে এক প্রকারেই দর্শন করিবে’ ‘এজগতে নানা—ব্রহ্মভিন্ন কিছুই

(১) তাৎপর্য্য—‘অর্জজরতীর’ ভ্রামটী এক্রূপ—একই ব্যক্তির অর্জাংশে যৌবন, আর অর্জাংশে জরা (বার্দ্ধক্য) । যৌবনাংশে যুবকমূলত ভোগ, আর জরাতারাত্মক অংশে প্রাণীনমূলত জ্ঞানধ্যানাদি করিতে পারে ; এক্রূপ ব্যবস্থা যেমন সম্ভবপর হয় না, তেমনই একই বিভ্রান্তে ‘ব্রহ্মবিজ্ঞা’ ও ‘সংসারিবিজ্ঞা’ এই উভয়ভাবে কল্পনা করা হইতে পারে না ।

নাই' 'বে অবস্থার বৈতের জ্ঞান হয়', 'নিশ্চয়ই তিনি এক ও অদ্বিতীয়' ইত্যাদি বাক্যশেষ হইতে প্রতিপন্ন হয় । বিশেষতঃ যখন সর্বপ্রকার লৌকিক ব্যবহারই একমাত্র ব্রহ্মেতে পরিকল্পিত, প্রকৃতপক্ষে কোনটিই সং নহে, তখন, ব্রহ্মের কেবল সাধক-কল্পনাতেই যে, অশোভনত্ব বলা, ইহা অতি সামান্য কথা (উপেক্ষার যোগ্য) । ১৫

অতএব, প্রষ্টাকপে, যে ব্রহ্ম প্রবেশ করিয়াছেন, এখানে তিনিই ব্রহ্ম-শব্দের অর্থ; প্রতির 'ঐ' শব্দের অর্থ—অবধারণ; 'ইদ' অর্থ—শরীরমধ্যস্থরূপে বাহ্য গৃহীত হয়; অগ্রে অর্থাৎ জ্ঞানোদয়ের পূর্বে, সে সময়েও এ সমস্ত ব্রহ্মস্বরূপই ছিল; কিন্তু প্রতিবোধ বা সম্যক জ্ঞানের অভাবে অবদ্ব্যতন ও অসঙ্গত অধ্যায়োপিত হওয়ায়—'আমি কর্তা, ক্রিয়াসম্পন্ন এবং স্বকৃত ক্রিয়াদর্শনবোক্তা, সুখী, তৃপ্তী ও সন্তোষী' ইত্যাদি ভাবনিচয় আত্মাতে অধ্যায়োপিত কাবরা থাকে; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তৎকালেও কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাদির বিপরীত ব্রহ্মস্বরূপই এবং সর্বাত্মকই ছিল । দয়ালু আচার্য্য কোন রকমে বুঝাইয়া দিলেন যে, 'তুমি সংসারী নহে'; শিষ্য সেই প্রতিবোধের ফলে স্বাভাবিক আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছিলেন । প্রতিব 'এব' শব্দের অভিপ্রায় এষ্ট যে, [তিনি বাহ্য জানিয়াছিলেন, তাহাতে] কোন প্রকার অবিজ্ঞাসমাবোপিত বিশেষ ধর্মের সম্বন্ধ ছিল না । ১৬

এখন জিজ্ঞাসা করি, এই স্বাভাবিক আত্মাটি কে?—বাহ্যকে স্বয়ং ব্রহ্মও অবগত হইয়াছিলেন? কেন, আত্মার কথা কি স্থলণ করিতেছ না?—'বিনি ইহার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান-ব্যাপার করিতেছেন' এইরূপে ত অগ্রেই এই আত্মার স্বরূপ প্রদর্শন করা হইয়াছে । [আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি,] লোকে যেমন এটি গো, এটি অশ্ব ইত্যাদি নির্দেশ করিয়া থাকে, তুমিও তেমনি পরোক্ষভাবেই আত্মার নির্দেশ করিতেছ, কিন্তু প্রত্যক্ষ ত দেখাইতে পারিতেছ না? ভাল কথা, এরূপ নির্দেশই যদি আবশ্যক মনে কর, তাহা হইলে বলিতেছি—সেই আত্মা হইতেছেন জ্ঞাতা (দর্শনকর্তা), শ্রোতা (বাক্য-শ্রবণের কর্তা), মন্তা (সদস্য চিন্তার কর্তা) ও বিজ্ঞাতা (নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানের কর্তা); সূতরাং শ্রবণাদি ক্রিয়ার সহযোগে আত্মা ত প্রত্যক্ষবৎই প্রদর্শিত হইল । ভাল কথা, এরূপেও আত্মাকে দর্শনাদি ক্রিয়ার কর্তা বলাতে তাঁহার স্বরূপ ও প্রত্যক্ষতঃ প্রদর্শন করান হইতেছে না; কেননা, গমনক্রিয়া আর গন্তার স্বরূপ এক নহে, ছেদনই ত ছেদনকর্তার স্বরূপ নয় । আচ্ছা, তাহা হইলে বলিতেছি

যিনি দৃষ্টির দ্রষ্টা, শ্রবণের শ্রোতা, মননের কর্তা ও বিজ্ঞানেরও বিজ্ঞাতা, তিনিই সেই আত্মা । ১৭

আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, তোমার এই শেষ উত্তরেও দ্রষ্টার সম্বন্ধে পূর্বাপেক্ষা কি বিশেষ বলা হইল ? আত্মা দৃষ্টিরই (জ্ঞানেরই) দ্রষ্টা হউক, বা ঘটেরই দ্রষ্টা হউক, সর্বত্রই দ্রষ্টা ভিন্ন আর কিছুই নহে । তুমি 'দৃষ্টির দ্রষ্টা' বলিয়া কেবল দ্রষ্টব্য বিষয় সম্বন্ধেই কিঞ্চিৎ বিশেষ বলিতেছ ; কিন্তু দ্রষ্টা যদি দৃষ্টির কিংবা ঘটের দর্শনকর্তা হয়, তাহা হইলেও তিনি দ্রষ্টাই, তত্ত্বিন্ন আর কিছুই নহে । না, তাহা নহে ; কারণ, এখানেও বিশেষত্বের উপপত্তি হয়—এখানেও বিশেষ আছে—যিনি দৃষ্টির দ্রষ্টা, তিনিও যদি দৃষ্টিস্বরূপই হন, তাহা হইলে দৃষ্টি (জ্ঞান) সর্বদাই তাহার দর্শনগোচর হইতে পারে, কখনই দ্রষ্টার অবিজ্ঞাত থাকিতে পারে না । দ্রষ্টার দৃষ্টি (জ্ঞানস্বভাব) নিত্য হওয়া আবশ্যক, আর দ্রষ্টার দৃষ্টি বা প্রকাশশক্তি যদি অনিত্য (সাময়িক) হয়, তাহা হইলে, যে দৃষ্টি তাহার দৃশ্য অর্থাৎ প্রকাশনীয়, সময়বিশেষে হয় ত সেই দৃষ্টি দর্শনের বিষয় না হইতেও পারে ; যেমন অনিত্য লোকদৃষ্টি দ্বারা দৃশ্য ঘটাদি বস্তু [সময়ে দৃষ্ট হয়, আবার সময়ে অদৃষ্ট থাকে] : দৃষ্টির দ্রষ্টা কিন্তু তদ্রূপ কখনও দৃষ্টিকে প্রকাশ না করিয়া থাকে না, অর্থাৎ বুদ্ধিতে যখনই বৈরূপ বস্তুর উদয় হয়, স্বতঃ প্রকাশমান দ্রষ্টা (আত্মা) তৎক্ষণাৎ সেই বুদ্ধিবিজ্ঞানকে প্রকাশিত করিয়া থাকে ; জ্ঞান কখনও আত্মার অবিজ্ঞাত থাকে না ; কাজেই আত্মার দৃষ্টিকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয় । ১৮

ভাল, তবে কি দ্রষ্টার দৃষ্টি দুইটা ?—একটি নিত্য অথচ অদৃশ্য, আর অপরটা অনিত্য অথচ দৃশ্য ? হাঁ, দ্রষ্টার অনিত্য দৃষ্টি ত (ঘটপটাদিবিষয়ক জ্ঞান ত) প্রসিদ্ধই আছে ; কেননা, জগতে অন্ধ ও অনন্ধ দুই প্রকারই লোক দেখিতে পাওয়া যায় । দৃষ্টি যদি কেবল নিত্যই হইত, তাহা হইলে কেহই আর অন্ধ থাকিত না ; দ্রষ্টার দৃষ্টি কিন্তু নিত্য অর্থাৎ সর্বদাই বিদ্যমান ; কারণ, প্রাতি বলিতেছেন—'দ্রষ্টার দৃষ্টি বিলুপ্ত হয় না' ; অতুমান দ্বারাও ইহা সমর্থিত হইতে পারে—দেখিতে পাওয়া যায়, অন্ধ ব্যক্তিও স্বপ্নসময়ে প্রাতিভাসিক ঘটাদিবিষয়ক দৃষ্টি লাভ করিয়া থাকে, অর্থাৎ অন্ধ ব্যক্তিকেও স্বপ্নসময়ে ঘটাদি বিষয় দর্শন করিতে দেখা যায়, তবেই হইল যে, বাহ্য দৃষ্টি বিলুপ্ত হইলেও সেই নিত্য দৃষ্টি কখনও বিলুপ্ত হয় না ; তাহাই দ্রষ্টার প্রকৃত দৃষ্টি । দ্রষ্টা আপনার স্বরূপকৃত স্বয়ং প্রকাশ-নামক সেই অবিলুপ্ত নিত্য দৃষ্টি দ্বারা—স্বপ্ন ও জাগ্রৎসময়ে বাসনাধর ও বুদ্ধি-বুদ্ধিরূপ

অপর দৃষ্টিটিকে সর্বদা দর্শন করেন ; এইজন্যই তাকে দৃষ্টিরদ্রষ্টা বলা হইয়া থাকে । এইরূপই যদি সিদ্ধান্ত হইল, তাহা হইলে বুলিতে হইবে, অগ্নির উক্ততা যেকণ স্বাভাবিক, তদ্রূপ এই নিত্য দৃষ্টিই আত্মা প্রকৃত স্বরূপ, কিন্তু কণাদমতে যেক্রপ দৃষ্টির (জ্ঞানের) অতিরিক্ত চেতন আত্মা একটি পৃথক্ পদার্থ, বেদান্তের আত্মা সেরূপ পৃথক্ বস্তু নহে । ১৯

সেই এক আপনাকে অধ্যারোপিত অনিত্যাদিদৃষ্টিবঞ্চিত স্ব-স্বরূপকেই জানিয়াছিলেন । এখন আপত্তি হইতেছে যে, ‘বিজ্ঞাতান বিজ্ঞান’-কথা ত প্রতিবিরুদ্ধ ; কারণ, প্রতি বলিতেছেন—‘বিজ্ঞানের বিজ্ঞাতাকে জানিবে না’ ইত্যাদি । না, এবং বিধ বিজ্ঞানে কিছুমাত্র বিরোধ হয় না, কেন না, আত্মা যে দৃষ্টিরও দ্রষ্টা, অর্থাৎ সলজ্ঞানের প্রকাশক, ইহা ত নিশ্চয়ই জানা বাইতেছে । বিশেষতঃ আত্মাকে সাধারণতঃ জ্ঞানান্তর-নিরপেক্ষও বলিতে হইবে, কেননা, দ্রষ্টার নিত্য-বিজ্ঞান-সম্বন্ধ বিজ্ঞাত থাকিলে, দ্রষ্টার সম্বন্ধে আব অল্প বিজ্ঞানের আকাঙ্ক্ষাও হয় না, অর্থাৎ দ্রষ্টা অপর জ্ঞানের সাহায্যে আপনাকে জানিয়া থাকে—এরূপ জানিতে কাহারও ইচ্ছা হয় না । দ্রষ্টার অতিবিস্তৃত বিজ্ঞানসম্বন্ধ থাকা সম্ভবপর হয় না বলিয়াই, দ্রষ্টৃবিষয়ে অল্প দৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা আপনা হইতেই নিবৃত্ত হইয়া যায় ; কেন না, যে বিষয় বিদ্যমান নাই—নিত্যন্ত অসত্য, তাহা জানিবার জন্য কাহারো আগ্রহ হয় না বা হইতে পারে না । আব দগ্ধ-দৃষ্টি অর্থাৎ আত্ম-প্রকাশ বুদ্ধিবৃত্তিও কখনই দ্রষ্টাকে (আত্মাকে) প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না ; সুতরাং তাহা জানিবার জন্য জ্ঞানাকাঙ্ক্ষাও উপস্থিত হয় না, তা’ছাড়া, আপনার বিষয়ে আপনার আকাঙ্ক্ষা হওয়া সম্ভবপরও হয় না । অতএব, “আত্মানম্ এব অবৎ” কথার অর্থ—অজ্ঞানকৃত কতৃত্বাদি আরোপনিবৃত্তিমাত্র, কিন্তু আত্মাকে প্রকাশিত করা নহে (১) ২০

তিনি কিপ্রকার জানিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছেন—‘আমি হইতেছি দৃষ্টির

(১) তাৎপৰ্য্য—আপত্তি হইয়াছিল, আত্মা যখন স্বপ্রকাশ, আব জ্ঞান বা জ্ঞানী অর্থ যখন বিষয়কে প্রকাশকরা ; অথচ স্বপ্রকাশকে প্রকাশ করাও যখন অসম্ভব, এখন উক্ত প্রতির অর্থ সঙ্গত হয় কিরূপে ? ভাস্কর্য্যর তদুত্তরে বলিতেছেন যে, এখানে ‘অবৎ’ (জানিয়াছিলেন) কথার অর্থ—প্রকাশ করা নহে, কিন্তু অজ্ঞানের মহিমায আত্মাতে যে, কর্তৃব্য তোকৃত্বাদি লভ্যধর্ম্ম আরোপিত হইয়াছিল, কেবল তাহার নিবৃত্তি করাই এখানে “অবৎ” কথার অর্থ ; কেননা, “যস্মৈ প্রকাশমানস্বায় নাতাস উপযুক্তাতে ।” অর্থাৎ যস্মৈ প্রকাশমান পদার্থকে প্রকাশ করা কখনও সম্ভবপর হয় না ।

দ্রষ্টা (বুদ্ধিবৃত্তির প্রকাশক) আত্মা—ব্রহ্মস্বরূপ, [এই প্রকার জানিয়াছিলেন] । এখানে ব্রহ্ম অর্থ—যাহা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষস্বরূপ সর্বাস্তর অশনাদির অতীত “নেতি নেতি” শ্রুতিপ্রতিপাদ্য এবং অমূল ও অনণু ইত্যাদিপ্রকারে সর্বজগৎ-বিলক্ষণ; সেই ব্রহ্মই আমি, কিন্তু আপনি যেরূপ বলিতেছেন, আমি বস্তুতঃ সেরূপ ব্রহ্মাতিরিক্ত স্বতন্ত্র সংসারী নহি। অতএব, এবংবিধ জ্ঞানের প্রভাবে সেই ব্রহ্ম সর্বাঙ্গক হইয়াছিলেন, অর্থাৎ আরোপিত অব্রহ্মভাব ও অসর্গভাব নিবৃত্তি করিয়া সর্বাঙ্গভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। অতএব মনুশ্চেরা যে, ব্রহ্মবিজ্ঞা দ্বারা সর্বভাবাপন্ন হইব বলিয়া মনে করে, তাহা যুক্তিবৃদ্ধিই বটে। পূর্বে যে প্রশ্ন করা হইয়াছিল—‘সেই ব্রহ্ম আবার কাহাকে জানিয়াছিলেন? বাহাকে জানিয়া তিনি সর্বাঙ্গক হইয়াছেন?’ “ব্রহ্ম বা ইদমগ্রে আসীৎ” ইত্যাদি বাক্যে তাহারই উত্তর নিরূপিত হইল। ২১।

এই জগতে দেবগণের মধ্যে যিনি যিনি প্রতিবুদ্ধ হইয়াছিলেন অর্থাৎ যথোক্ত বিধানে আত্মস্বরূপ জানিয়াছিলেন, প্রতিবুদ্ধ সেই সেই আত্মাই ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; এইরূপ ঋষিগণের মধ্যে এবং সেইরূপ মনুষ্যগণের মধ্যেও হইয়াছিল। এখানে যে, দেবমনুষ্যাদি বিভাগের উক্তি করা হইতেছে, তাহা কেবল লৌকিক ব্যবহারানুযায়িমাত্র, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানানুসারী নহে; কেননা, “পুং পুরুষ আবিশৎ” এই সকল শ্রুতি অনুসারে, ব্রহ্মই যে, সর্বত্র অমুখ্যাত আছেন, একথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। অতএব বুঝিতে হইবে, শ্রুতিতে যে, ‘দেবানাম্’ ইত্যাদি ভেদোন্মেষ করা হইয়াছে, তাহা কেবল শরীরাদি-উপাধিকৃত লোকপ্রতীতির অনুযায়িমাত্র; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু বিজ্ঞানলাভের পূর্বেও, সেই সমস্ত দেবাদি শরীরেও ব্রহ্ম বিদ্যমানই ছিলেন, কেবল বুদ্ধিদোষে অল্পপ্রকার প্রতীতি হইত মাত্র। পরে তিনি আত্মাকে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, সেই জ্ঞানপ্রভাবেই সর্বাঙ্গভাব লাভ করিয়াছিলেন। ২২।

এই ব্রহ্ম-বিজ্ঞা হইতে যে, সর্বভাবপ্রাপ্তিরূপ ফল লাভ হয়, এ কথার দৃঢ়তা সম্পাদনার্থ শ্রুতি নিজেই মন্ত্রসমূহের উল্লেখ করিতেছেন। তাহা কি প্রকার? না, বামদেবনামক ঋষি—‘আমি হইতেছি এই ব্রহ্ম-স্বরূপ’ এই প্রকার আত্ম-দর্শন লাভ করত, অর্থাৎ এইরূপ ব্রহ্মদর্শনের ফলে তৎকালেই আপনার সর্বাঙ্গভাব বুঝিয়াছিলেন, অর্থাৎ তিনি উক্ত ব্রহ্মদর্শনে অবস্থিত হইয়া এই সমস্ত মন্ত্রার্থ দর্শন করিয়াছিলেন—‘আমিই মনু ও পুৰুষ হইয়াছিলাম’ ইত্যাদি। “তদেতৎ ব্রহ্ম পশুন্” কথাটি ব্রহ্মবিজ্ঞার সহিত সৰ্ব্বত্র প্রকাশক। ‘আমি মনু ও পুৰুষ

হইয়াছিল। এই বাক্যে সর্বভাবাপত্তিরূপ ব্রহ্মবিজ্ঞান ফলও প্রকাশ করা হইতেছে। ‘ভোজন করিতে করিতে তৃপ্তিলাভ করে’ বলিলে যেমন ভোজনকেই তৃপ্তিকলের কারণ বলিয়া নির্দেশ করা হয়, তেমনি ‘দর্শন করত সর্বাত্মভাবরূপ ফললাভ করিয়াছিলেন’ এই প্রয়োগেও বুঝাইতেছেন যে, ব্রহ্মবিদ্যা-সহকৃত সাধনই মুক্তিরূপ ফলসিদ্ধির কারণ। ২৩

ভাল কথা, ব্রহ্মবিজ্ঞান ফলস্বরূপ যে সর্বভাবাপত্তি, ইহা মহাবীর্যশালী দেবতা-প্রভৃতির সম্বন্ধেই সম্ভবপর হইয়াছিল, কিন্তু এখন বর্তমান যুগের লোকদিগের—বিশেষতঃ মনুষ্যদিগের পক্ষে তাহা কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না ; কারণ, ইহারা অতিশয় অলসশক্তিসম্পন্ন, এইরূপ আশঙ্কা কাহারও মনে হইতে পারে ; তদনু-দনের নিমিত্ত বলিতেছেন—দর্শনাদি ক্রিয়ানুসৃত এই যে সর্বভূতাত্মপ্রবিষ্ট ব্রহ্মের কথা বলা হইল, তাহা এখনও—বর্তমান সময়েও, যে কোন লোক বাহ্যবিষয়ে আসক্তি পরিত্যাগপূর্বক ‘আমি উক্ত ব্রহ্মস্বরূপ’ এই বলিয়া আত্মাকে জানেন—উপাধিসম্বন্ধজনিত ভ্রান্তিজ্ঞানের ফলে যে সমুদয় বিশেষবর্ষ্য আরোপিত হইয়াছিল, সে সমস্ত অপনীত করিয়া, আমি নিশ্চয়ই সংসারধর্ম্মে অসংশ্লিষ্ট এবং বাহ্যভাস্তর-ভাবরহিত ব্রহ্মস্বরূপ, এইরূপে আত্মার উপলব্ধি করেন ; ব্রহ্মবিজ্ঞানে অবিচ্ছিন্ন অসর্বভ্রান্তি নিবৃত্ত হইয়া যাওয়ার তিনিও উক্ত সর্বভাবাপন্ন হইতে পারেন। কারণ, মহাশক্তিসম্পন্ন বামদেবপ্রভৃতিতে কিংবা বর্তমানকালীন হীনবীর্য্য মনুষ্যেতে ব্রহ্ম বা ব্রহ্মবিজ্ঞানের কিছুমাত্রও তারতম্য ঘটে নাই, অর্থাৎ ব্রহ্ম ও ব্রহ্মবিজ্ঞা সকলের পক্ষেই চিরদিন সমান আছে। বর্তমানকালীন লোকদিগের ব্রহ্মবিজ্ঞা-ফললাভে অনৈকান্তিকতার (অনিশ্চয়তার) আশঙ্কা হইতে পারে, তদ্বস্তরে বলিতেছেন—যে ব্যক্তি যথোক্ত বিধানে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে, মহাবীর্য্য দেবগণও তাহার অকল্যাণ বা সর্বভাবাপত্তিরূপ ফললাভে বাধা ঘটাইতে সমর্থ হন না, অস্তুর আর কথা কি ? ২৪

ভাল, জিজ্ঞাসা করি, ব্রহ্মবিজ্ঞান ফলপ্রাপ্তিতে দেবগণ যে, বিরোপাদন করিয়া থাকেন, এরূপ আশঙ্কা করিবার কারণ কি ? হাঁ, বলা হইতেছে—যেহেতু, মর্ত্যগণ দেবগণের নিকট ঋণগ্রস্ত, সেই কারণে [এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে]। ‘ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা ঋণিগণের, যজ্ঞ দ্বারা দেবগণের এবং সন্তান দ্বারা পিতৃগণের নিকট হইতে [ঋণমুক্ত হইবে]’, এই প্রতিবাক্য জন্মকাল হইতেই মনুষ্যের ঋণসম্বন্ধ প্রতিপাদন করিতেছে। প্রত্যুক্ত পশু-দৃষ্টান্ত হইতেও ইহা অবগত হওয়া যায়—“অথো অন্নং বা” ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও জানা যায় যে, মনুষ্যগণ যখন দেবতাদিগের

নিকট অধমৰ্ণ বা ঋণগ্রস্তের তুল্য, তখন দেবগণ আপনাদের বৃত্তিরক্ষার জন্য ঋণগ্রস্ত মনুষ্যগণের মুক্তিসাথে অবশুই বিয়াচরণ করিতে পারেন; অতএব উক্তপ্রকার আশঙ্কা ত্রায়সঙ্গতই বটে। ২৫

দেবগণ নিজ নিজ পশুগণকে স্বীয় শরীরের মত রক্ষা করিয়া থাকেন। অতঃপর স্বয়ং প্রতিও—এক একটি পুরুষকে দেবতাপ্রভৃতির বহুপশুস্থানীয় বলিয়া, মনুষ্যদিগকে কর্ম্মাধীন (ভোগসাধন বলিয়া) প্রদর্শন করিবেন—‘মনুষ্যগণ যে, এই আশ্রয়স্থ অবগত হয়, ইহা দেবতাদিগের প্রিয় নহে।’ এবং ‘মনুষ্য যেমন আশ্রয় লোকের অরিষ্টি (অকলাণ-নিবৃত্তি) ইচ্ছা করে, তেমনি ভূতগণও এবংবিধ জ্ঞানীর কলাণ কামনা করিয়া থাকে’। এই ‘অরিষ্টি’ ও ‘অপ্রিয়’ কথা হইতে জানা যায় যে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে তাহার পরাধীনতাব নিবৃত্ত হইয়া যায়; সুতরাং স্বজনস্ব বা প্রিয়স্ব কিছুই তখন থাকে না; অতএব, ব্রহ্মবিদের ব্রহ্মবিজ্ঞা-ফললাভে দেবগণ অবশুই বিয়াচরণ করিতে পারেন; কারণ, তাঁহারা মহাপ্রভাব-সম্পন্ন। ২৬

ভাল, তাহা হইলে ত অজ্ঞাত কর্ম্মফলপ্রাপ্তিতেও বিয়াচরণ করা, দেবগণের পক্ষে পের-পানের তুল্য অর্থাৎ ভলবোগের মত অতি সহজ; অহো! তাহা হইলে ত অভ্যাদয় ও মুক্তির জন্য সাধন-কর্ম্মানুষ্ঠানেও লোকের কিছুমাত্র আস্থা বা বিশ্বাস থাকিতে পারে না। এইরূপ অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন ঈশ্বরেরও বিয়াচরণে যথেষ্ট ক্ষমতা আছে, এবং কাল, কর্ম্ম, মন্ব, ওষধি ও তপস্তারও বিয়োৎপাদনে প্রভূত রহিয়াছে; কারণ, ইহারা সকলেই যে, কলসম্বন্ধে সিদ্ধি ও অসিদ্ধির হেতুভূত, ইহা শাস্ত্রে ও সমাজে প্রসিদ্ধ আছে; সেই কারণেও শাস্ত্রোপদিষ্ট কর্ম্মানুষ্ঠানে লোকের বিশ্বাস থাকিতে পারে না। না, এরূপ আপত্তি হইতে পারে না; কারণ, প্রত্যেক কার্য্যের জন্য পৃথক্ পৃথক্ নিমিত্ত-গ্রহণের ব্যবস্থা রহিয়াছে, এবং জগতে তদনুরূপ বৈচিত্র্যও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বাহারা স্বভাবে কারণ বলেন, তাঁহাদের মতে উক্ত উক্তর কথাই উপপন্ন হইতে পারে না। কর্ম্মই যে, স্রষ্টৃগুণ-ফলের প্রযোজক, ইহা বেদ, স্মৃতি, যুক্তি ও লোকব্যান্ধারের অনুমোদিত। এই পক্ষটি গ্রহণ করিলে বুঝা যায় যে, দেবতা, ঈশ্বর ও কাল, ইহারা কেহই কর্ম্মফলের বৈপরীত্যকারী নহেন; কেন না, কর্ম্মসমূহ বাহা প্রদান করিতে চাহে, উহারা তাহাই সম্পাদন করিয়া থাকেন মাত্র; কারণ, জীবগণের শুভাশুভ কর্ম্মসমূহ কখনই সহায়ভূত দেবতা, কাল ও ঈশ্বরাদি কারকনিচয়ের সাহায্য না লইয়া আত্মলাভে সমর্থ হয় না, আর কথঞ্চিৎ আত্মলাভ করিলেও ফলপ্রদানে সমর্থ হয় না; কারণ,

বহু কারকের সাহায্যে ফল প্রদান করাই ক্রিয়ার স্বভাব ; সুতরাং বলিতে হইবে যে, দেবতা ও ঈশ্বর প্রভৃতি সকলেই ক্রিয়াকলের অমূলক বা সহায়মাত্র ; কাজেই কর্মফল-প্রাপ্তিতে কাহারও অনাস্বাস বা নৈরাশ্রের সম্ভাবনা নাই । ২৭

স্থলবিশেষে দেবতাগণও কর্মপরিচালিত হইয়া হুঃখ সমুৎপাদন করিয়া থাকেন ; কারণ, তাঁহারা কর্মের হুঃখদারিকাশক্তিকে নিবারণ করিতে সমর্থ হন না । তাহার পর, কর্ম, কাল, দৈব (অদৃষ্ট) ও বস্তুস্বভাবের যে গুণ-প্রধান-ভাব, অর্থাৎ কোথাও কর্ম হয় প্রধান, কাল প্রভৃতি হয় তাহার অধীন, আবার কোথাও কালাদি হয় প্রধান, আর কর্মাদি হয় তাহার অধীন, ইত্যাদি প্রকারে যে অনঙ্গাঙ্গিভাব, ইহা অনিয়ত ও দুর্ভিজ্যেয়, অর্থাৎ কোথায় কোনটি প্রধান, আর কোনটি অপ্রধান হইবে, ইহার স্থিরতা নাই, এবং চিন্তা দ্বারাও ইহা নিষ্কর করা সহজ নহে ; এই কারণেই এ সম্বন্ধে লোকের নানাপ্রকার ভ্রান্তি উপস্থিত হইয়া থাকে,—কেহ কেহ বলেন—কর্মই ফলপ্রাপ্তির একমাত্র কারণ, অল্প কিছু নহে ; অপরে বলেন, দৈবই ফলপ্রদানের কারণ ; অন্তেরা বলেন—কালই কর্মফল প্রদান করিয়া থাকে ; কেহ কেহ বলেন—দ্রব্য ও দেশাদির বিশেষ বিশেষ স্বভাবই ফল প্রদান করিয়া থাকে ; আবার অপর এক দল লোক বলিয়া থাকেন—কর্ম ও কালপ্রভৃতি কারণনিচর সম্মিলিত হইয়াই ফলপ্রদানের কারণ হইয়া থাকে । তন্মধ্যে কর্মের প্রাধান্ত স্বীকার করিয়া ‘পুণ্য কর্মের ফলে পুণ্য লোকপ্রাপ্ত হয়, আর পাপকর্মের ফলে হুঃখময় লোক প্রাপ্ত হয়’ ইত্যাদি বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্র-সমূহ [কর্মকেই ফলপ্রদ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন] । যদিও স্বাধিকার সম্পাদনসময়ে ইহাদের মধ্যেও কর্মবিশেষের প্রাধান্ত অভিযুক্ত হয়, এবং অপর কর্মগুলির প্রাধান্তশক্তি নিরুদ্ধ হইয়া থাকে সত্য, তথাপি কর্মের উপযুক্ত ফলপ্রাপ্তি সম্বন্ধে কিছুমাত্র ব্যতিক্রমের সম্ভাবনা নাই ; কারণ, ফল-প্রদানে যে, কর্মেরই প্রাধান্ত, ইহা শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা (১) অবধারিত হইয়াছে । ২৮

না, দেবগণও বিদ্বাকলে বিদ্যাচরণ করিতে পারে না ; কারণ, বিদ্বার ফল ব্রহ্মপ্রাপ্তি, তাহা ত অবিদ্বার অপসারণ ভিন্ন আর কিছুই নহে (২) । অতিপ্রায়

(১) তাৎপর্য—কর্মের প্রাধান্তজ্ঞাপক শাস্ত্র—“পুণ্যো বৈ পুণ্যেন ভবতি, পাপঃ পাপেন” ইত্যাদি ঋতি এবং “ধর্মরম্ভা ব্রহ্মদুর্হম্” ইত্যাদি স্মৃতি । জ্ঞায় বা যুক্তি এই—প্রাক্তন কর্মদ্বারা স্বীকার না করিলে পূর্বোক্ত ভগবৈচিত্র্যের অমূল্যপত্তি ও অসঙ্গতি প্রভৃতি ।

(২) বিদ্বার কল যুক্তি । যুক্তিলাভে দেবগণের বিদ্যাচরণাধিকার এসঙ্গে কর্মফল-প্রাপ্তি-তেও দেবগণের অতিকূলতাচরণ আশঙ্কিত হইয়াছিল; তন্মধ্যে প্রথমতঃ কর্মফলে দেবগণের

এই যে, তোমরা যে বলিরাছ—বিষ্ণুর ফল ব্রহ্মপ্রাপ্তিতেও দেবগণ বিদ্যাচরণ করিতে পারেন । [তত্ত্বতরে বলিতেছি—] না, তাহাতে বিদ্যাসমুৎপাদন করিবার সামর্থ্য দেবগণেরও নাই । কেন ? যেহেতু, ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ যে বিদ্যাফল, তাহা বিদ্যাকালের অনন্তরিত, অর্থাৎ যেই মুহূর্ত্তে বিদ্যার উদয় হয়, ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ বিদ্যাফলও ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই প্রাহুত হয়, কিছুমাত্র কালব্যবধান থাকে না । কি প্রকার ? যেমন দ্রষ্টার চক্ষুর সহিত যেই মুহূর্ত্তে আলোক-সংযোগ হয়, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই রূপের প্রত্যক্ষ হয়, তেমনি আত্মবিষয়ক বিজ্ঞান যে সময়ে সমুৎপন্ন হয়, ঠিক সেই সময়েই আত্মবিষয়ক অজ্ঞানও অন্তর্হিত হইয়া যায় ; কায়েই ব্রহ্মবিদ্যা উৎপন্ন হইলে পর, অবিষ্ণুর কোনরূপ কার্য্য হইবারই আর অবসর থাকে না ।— যেমন প্রদীপ প্রকাশ হইলে পর অন্ধকারের [আর কার্য্য করিবার অবসর থাকে না, তেমন ।] অতএব যে অবস্থায় ব্রহ্মবিৎ পুরুষ দেবগণের আত্মস্বরূপই হইয়া যান, সে অবস্থায় দেবগণ কিরূপে তাহার বিদ্যাচরণ করিবেন ? ২০

অতঃপর সেই কথাই বলিতেছেন—যেহেতু সেই ব্রহ্মবিৎ পুরুষের ব্রহ্মবিদ্যা-লাভের সমকালেই অবিষ্ণুমাাত্ররূপী ব্যবধানের বা অব্রহ্মভাবে অপগম হইয়া যায়, তখন রজতাকারে প্রতিভাসমান শুক্লিতে যেমন শুক্লিধর্ম্মের আবির্ভাব হয়, তেমনি তিনিও এই দেবগণের আত্মস্বরূপ হইয়া যান, অর্থাৎ সর্বশাস্ত্রপ্রতিপাদ্য সেই স্বরূপভূত ধোয় ব্রহ্মস্বরূপ হন, এ কথা আমরা পূর্বেই বলিরাছি । এই কারণেই তখন দেবগণেরও আপনারই প্রতিকূলাচরণে চেষ্টা করা সম্ভব হয় না । পক্ষান্তরে, বাহার ফল অনাত্মস্বরূপ—দেশ ও কালাদি দ্বারা ব্যবহিত, অর্থাৎ যে ফল বিভিন্ন দেশে ও সময়ে উৎপত্তিশীল ; তাদৃশ অনাত্মভূত ফলবিষয়ে বিদ্যাচরণেই দেবগণ সমর্থ হন, কিন্তু বিদ্যার সমকালীন এবং দেশকালাদি ব্যবধানরহিত আত্মস্বরূপ বিদ্যাফলে বিদ্যাচরণ করিতে তাহারা সমর্থ হন না ; কারণ, এখানে বিদ্য উৎপাদন করিবার আর অবসর কোথায় ? [যদি ব্রহ্মবিজ্ঞানলাভের পরে কোনও কালে কোনও স্থানে বিদ্যার ফল উৎপন্ন হইত, তাহা হইলেই সেই সময়ে বিদ্য জন্মান তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর হইত] । ৩০

ভাল, জ্ঞানফল যদি অব্যবহিত পরবর্তী বা সমকালীনই হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, তৎকালে অবিচ্ছিন্ন জ্ঞানধারা বর্ত্তমান না থাকায় এবং জ্ঞানোদয়ের পরেও বিপরীত জ্ঞান (ভ্রান্তি) ও তৎকার্য্য দৃষ্ট হওয়ার অসম্ভব হয় যে, তৎকালে

বিদ্যাচরণাশঙ্কা পণ্ডন করিয়া এধর বিজ্ঞানফলে দেবগণকর্ত্তক বিদ্যাচরণাশঙ্কার সমাধান করিবার উদ্দেশ্যে 'ন' ইত্যাদি বাক্যের অবতারণা করিতেছেন ।

জল-প্রবাহের জ্ঞান জ্ঞানের ধারা অবিচ্ছিন্ন ভাবে বিद्यমান নাই, পক্ষান্তরে বিপরীত জ্ঞান এবং তৎকার্য্যও যখন ঐ সঙ্গে দৃষ্ট হইয়া থাকে, তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, অন্তিম জ্ঞানেই অবিদ্যানিবৃত্তি হয়, আত্ম জ্ঞানে হয় না ; না, একরূপ ব্যবস্থাও হইতে পারে না ; কারণ, তাহা হইলে প্রথম জ্ঞানের জ্ঞান অন্তিম জ্ঞানও অনৈকান্তিক বা ব্যভিচারী হইয়া পড়ে । কেন না, আত্ম-বিষয়ক প্রথমোৎপন্ন জ্ঞানে যদি অবিদ্যার নিবৃত্তি সাধন করিতে না পারে, তাহা হইলে অন্তিম জ্ঞানে যে, নিবৃত্তি হইবে, তাহার বিশ্বাস কি ? কারণ, উভয়েরই অধিকার তুল্য । আচ্ছা, তাহা হইলে বলিব যে, সমস্ত অর্থাৎ অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবর্তিত বিজ্ঞানেই অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়, বিচ্ছিন্ন বিজ্ঞানে হয় না ; না, এ কথাও সম্ভব হয় না ; কারণ, জীবদশায় কখনই অবিচ্ছিন্ন জ্ঞান-প্রবাহ হইতে পারে না ; কারণ, অন্ততঃ জীবন-ধারণের জন্তও তদনুকূল চিন্তা করা আবশ্যক হয় ; সুতরাং তৎকালে প্রবাহকারে বিদ্যা-প্রত্যয় হইতেই পারে না ; যেহেতু, উহারা পরস্পর-বিরুদ্ধ । আর যদি বল, জীবনাদির চিন্তা নিবৃত্তি করিয়া মরণকাল পর্য্যন্ত এই বিদ্যা-প্রত্যয়ই প্রবহমাণ হইয়া থাকে ; না, তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, বিদ্যা-প্রত্যয়ের সংখ্যাবিশেষ অবধারিত না থাকায়, অর্থাৎ কতবার প্রত্যয়ানুশীলন করিতে হইবে, ইহার নির্দিষ্ট সংখ্যা না থাকায় শাস্ত্রার্থেরই অবধারণ হইতে পারে না । অভিপ্রায় এই যে, এতগুলি প্রত্যয়ধারায় অবিদ্যার নিবৃত্তি হইবে, একরূপ কোনও ব্যবস্থা না থাকায় প্রকৃত পক্ষে শাস্ত্রের উদ্দেশ্যই স্থির করা যাইতে পারে না ; ইহা অবশ্যই দোষাবহ ; সুতরাং কখনই স্বীকার্য্য হইতে পারে না । না, এ কথাও বলা যাইতে পারে না ; কারণ, আদ্য ও অন্তিম প্রত্যয়ের মধ্যে কিছুমাত্র বিশেষত্ব নাই, অর্থাৎ প্রথমোৎপন্ন বিদ্যা-প্রত্যয়-ধারা অথবা মরণকাল পর্য্যন্ত প্রবহমাণ বিদ্যা-প্রত্যয়ধারা অবিদ্যা-নিবর্তক হইবে, একরূপ বিশেষ করিয়া বলিবার কোনও প্রয়োজন নাই ; আদি ও অন্ত্য প্রত্যয় সম্বন্ধে পূর্বে যে দুইটা দোষ কথিত হইয়াছে, এখানেও সেই দুইটা দোষেরই সম্ভাবনা আছে । ভাল কথা, এইরূপই যদি হয়, তাহা হইলে বলিব, জ্ঞান অবিদ্যার নিবর্তকই নয় । না,—সে কথাও বলা যায় না ; কারণ, ‘তিনি সেই বিজ্ঞানের প্রভাবে সর্বাস্বক হইয়াছিলেন’, ‘হৃদয়ের অবিদ্যাগ্রস্থি ছিন্ন হইয়া যায়’, ‘সে অবস্থায় আবার মোহই বা কি ?’ ইত্যাদি শ্রুতিই এ বিষয়ে প্রমাণ । ৩১

যদি বল, “তন্মাৎ তৎ সর্বমভবৎ” ইত্যাদি শ্রুতি কেবল ‘অর্থবাদ’ মাত্র, অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যার প্রশংসাস্বকমাত্র, কিন্তু প্রকৃত সত্যার্থপ্রকাশক নহে ; না,

তাহা হইলে সৰ্বশাখীয় সমস্ত উপনিষদেরই অর্থবাদত্ব হইতে পারে। কারণ, সৰ্বশাখীয় সমস্ত উপনিষদই কেবল এইরূপ তত্ত্ব প্রতিপাদন করিয়াই বিশ্রাম লাভ করিয়াছে। যদি বল, ঐ সমস্ত উপনিষদের প্রতিপাদ্য আত্মা যখন প্রত্যক্ষগম্য, তখন অর্থবাদ হয় হউক, কতি কি? না, সে কথাও বলিতে পার না; কারণ, এ কথার মীমাংসা পূর্বেই কথিত হইয়াছে, অর্থাৎ বিদ্যাশ্রভাবে যে, অবিদ্যা-জনিত শোক-মোহ-ভয়াদির নিবৃত্তি হয়, ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, অর্থাৎ বিদ্বদমুভবসিদ্ধ; সুতরাং এ বিষয়ে ক্রান্তির অর্থবাদত্ব করনা করা সম্ভব হয় না; এ কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। অতএব, অবিদ্যাদি-দোষনিবৃত্তিরূপ ফলোৎপাদনেই যখন বিজ্ঞার পরিসমাপ্তি, তখন জ্ঞান সম্বন্ধে আদ্যা, অন্ত্যা, সম্ভব বা অসম্ভব ইত্যাদি পরিকল্পনার অবসরই নাই। কারণ, যে প্রত্যয়ে অবিজ্ঞাদি দোষ-নিচয় নিবারিত হয়, তাহাকেই বিজ্ঞা বলিয়া স্বীকার করা হয়, এখন তাহা আত্মই হউক, বা অন্ত্যই হউক, সম্ভবতই হউক, আর অসম্ভবতই হউক, সে সম্বন্ধে কোনও কথা নাই; সুতরাং এ বিষয়ে আপত্তিরও অবসর নাই। ৩২

আর যে, বিপরীত বুদ্ধি ও তদনুরূপ কার্যাদর্শনরূপ অপর হেতু প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাও সম্ভব হয় নাই; কারণ, প্রারম্ভ কৰ্ম্মশেষই ঐরূপ ব্যবহারের প্রবর্তক, অর্থাৎ যে কৰ্ম্মানুসারে উপস্থিত দেহ আরম্ভ বা উৎপন্ন হইয়াছে, সেই কৰ্ম্মই ঐরূপ বিপরীত বুদ্ধি-দোষের সমুৎপাদক। বিপরীত বুদ্ধিসংযুক্ত তাদৃশ কৰ্ম্মেরই তদনুরূপ ফলপ্রদানে সামর্থ্য; এই কারণে, সে পর্য্যন্ত বর্তমান শরীরের পতন না হয়, সেই পর্য্যন্ত কৰ্ম্মফলভোগেরই, অন্তরূপে অর্থাৎ কৰ্ম্মফল-ভোগের জন্ত যে পরিমাণ দরকার, ঠিক সেই পরিমাণ ভ্রান্তিপ্রত্যয় ও রাগ-দ্বेषাদি দোষেরও উদ্ভাবন করিয়া থাকে; কারণ, ভোগের হেতুভূত কৰ্ম্মগুলি তখনও ফল দিয়া বিরত হয় নাই; সুতরাং ধর্ম্মুক্ত বাণের জ্ঞান প্রারম্ভ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার বিরাম হইতে পারে না। এই জন্ত, বিরুদ্ধ নয় বলিয়াই সমুৎপন্ন ব্রহ্মবিজ্ঞা তাদৃশ বিপরীত প্রত্যয়ের নিবারণ করে না, [বিরুদ্ধ স্থলেই বিজ্ঞা দ্বারা অবিজ্ঞা বাধিত হইয়া থাকে, অবিরুদ্ধ স্থলে নহে]; তবে, ভবিষ্যৎ-কালে জ্ঞানবিরোধী যে সমস্ত অবিদ্যা-কার্য সমুৎপন্ন হইবে, বিরুদ্ধস্বভাব বলিয়া কেবল সেই সমস্ত অজ্ঞানকার্য্যকেই নিরুদ্ধ করিয়া থাকে; কারণ, তাহা তখনও অনাগত; আর প্রারম্ভ হইল লুক্কোদয়; [সুতরাং তাহার আর নিবারণ করা সম্ভবপর হয় না] (১)। ৩৩

আরও এক কথা, যথার্থ বিদ্যাসম্পন্ন ব্যক্তির বিপরীত বুদ্ধি হওয়া সম্ভবপরও হয় না ; কেন না, সে সময় ঐক্য জ্ঞানের কোনরূপ বিভ্দের-বিষয়ও বর্তমান থাকে না । সাধারণতঃ যে বস্তু বিশিষ্টরূপে অবধারিত না হইয়া সামান্ত্যাকারে পরিদৃষ্ট হয়, তাদৃশ বস্তুবিশেষকে অবলম্বন করিয়াই বিপরীত জ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়া থাকে ; যেমন—শুষ্কিতে রক্তজ্ঞান । এই কারণেই, যে ব্যক্তি বস্তুগত বিশেষ ধর্ম অবধারণ করিতে সমর্থ হন,—বিপরীত জ্ঞানের সর্বপ্রকার সংস্কার বিমুক্ত করিতে পারেন, তাঁহার নিকট পূর্ববৎ ব্রাহ্মজ্ঞান সমুৎপন্ন হওয়া কখনই সম্ভবপর হয় না ; কেন না, শুষ্কজ্ঞানের পর তদ্বিষয়ে পুনর্বার ব্রাহ্মজ্ঞান জন্মিতে দেখা যায় না ; [সুতরাং বস্তুতত্ত্বিং ব্যক্তির পক্ষে পুনর্বার ব্রাহ্মসমুৎপত্তি অসম্ভব] । ৩৪

কোথাও বা, বিদ্যা-প্রাচুর্য্যাবের পূর্ববর্তী বিপরীত-প্রতীতি হইতে সমুৎপন্ন সংস্কারসমূহ হইতেও বিপরীত-জ্ঞানাভাস (বাহ্য আপাততঃ বিপরীত জ্ঞান বলিয়া মনে হয়, বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু সেগুলি স্মরণ মাত্র, সেই সমস্ত স্মরণাত্মক জ্ঞান) উৎপন্ন হইয়া হঠাৎ বিপরীত বুদ্ধি-ভ্রম জন্মাইয়া থাকে ; যেমন, যে লোক পূর্বাদি দিগ্বিভাগ জানে, তাহারই দিক্‌সম্বন্ধে ভ্রমাত্মক বিপরীত বুদ্ধি ঘটয়া থাকে, [ইহাও তেমনি] । আর যদি যথার্থ তত্ত্বজ্ঞ লোকেরও পূর্ববৎ বুদ্ধিবিভ্রম উৎপন্ন হয় বল, তাহা হইলে ত তত্ত্বজ্ঞানের উপরেই লোকের অবিশ্বাস উপস্থিত হইতে পারে ! তাহার কলে শাস্ত্রার্থজ্ঞানে লোক-প্রবৃত্তিরই ব্যাঘাত ঘটিতে পারে । বিশেষতঃ কোনটা প্রমাণ, আর কোনটা অপ্রমাণ, ইহা নিশ্চয় করিবার বিশেষ কোন উপায় না থাকায় সমস্ত প্রমাণই অপ্রমাণমধ্যে পরিগণিত হইতে পারে । এই কথা দ্বারা ‘তত্ত্বজ্ঞানলাভের পরক্ষণেই শরীরপাত হয় না কেন ?’ এই আপত্তিও খণ্ডিত হইল । ৩৫

নিবৃত্তি করিতে সমর্থ হয় না, তখন অনারক কর্মেরও নিবৃত্তি করিতে পারে না ; তদ্বস্তুরে বলিতেছেন যে, যেখানে জ্ঞানের প্রতিকূলভাবে কর্ম ও কর্মফল উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকে, জ্ঞান কেবল তাদৃশ তবিন্মুৎকর্ম ও কর্মফলেরই বাধা ঘটাইয়া থাকে, কিন্তু যেখানে কর্ম ও তৎফল জ্ঞানের অবিরোধী, অথচ পূর্কোৎপন্ন, সেখানে জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াও সে সমুদায়ের নিবৃত্তি করিতে পারে না । আরক কর্মগুলি জ্ঞানোদয়ের পূর্কেই ফল দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, অথচ জ্ঞানের পরিপন্থীও নয় ; সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াও সেগুলির বাধা দিতে পারে না, পক্ষান্তরে, যে সমস্ত কর্ম তখনও ফল দিতে আরম্ভ করে নাই, তাহাদের ফল জ্ঞানের বিরোধী, এই কারণে সেগুলিই জ্ঞান দ্বারা নিরুদ্ধ হয় ।

‘জ্ঞানীর ফলপ্রাপ্তি সম্বন্ধে কোন প্রকার বিঘ্নের সম্ভাবনা নাই’, শ্রুতির এই কথা হইতে ইহাও প্রমাণিত হইতেছে যে, তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের পূর্বে, পরে ও তৎ-সমকালে জ্ঞাত এবং জন্মান্তরসঞ্চিত যে সমস্ত কৰ্ম্ম তখনও ফল দিতে আরম্ভ করে নাই, সে সমুদয় কৰ্ম্মও বিনষ্ট হইয়া যায় । শ্রুতি বলিতেছেন—‘ইহার (জ্ঞানীর) সমস্ত কৰ্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়’, ‘প্রারম্ভ কৰ্ম্ম ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্তই তাহার বিলম্ব’, ‘সমস্ত পাপ দম্ব হইয়া যায়’, তাঁহাকে জ্ঞানিলে পর আর পাপকৰ্ম্ম দ্বারা লিপ্ত হয় না’, ‘কেবল ইহাকেই পুণ্য ও পাপ আক্রমণ করিতে পারে না’, ‘পুণ্য ও পাপ তাহাকে তাপ দেয় না’, ‘ইহাকেই কেবল তাপ দেয় না’, ‘কোথা হইতেও ভীত হন না’ ইত্যাদি । আর স্মৃতিশাস্ত্রও বলিতেছেন—‘হে অৰ্জুন, জ্ঞানরূপ অগ্নি সমস্ত কৰ্ম্ম ভস্মীভূত করে’ ইত্যাদি ॥ ৩৬

আর যে, জ্ঞানীরাও ঋণে আবদ্ধ থাকেন বলা হইয়াছে, তাহাও সঙ্গত হইতে পারে না ; কারণ, ঋণশ্রুতির বিষয় হইতেছে—অবিদ্বান্ পুরুষ ; কারণ, কর্তৃত্বাদি ধৰ্ম্ম তাহার সম্বন্ধেই উপপন্ন হয় । বিশেষতঃ এই উপনিষদেই পরে বলা হইবে যে, ‘যে অবস্থায় ব্রহ্ম-বস্ত্র জীব হইতে পৃথক্ভাবাপন্নের স্রাব হয়, তখনই একে অপরকে দর্শন করে’ । ইহার অভিপ্রায় এই যে, যে অবিদ্যা বিদ্যমান থাকিলে জীব হইতে অনন্ত বা অপূৰ্ণগ্ভূত আত্মানামক সদন্তটিকে পৃথক্ পদার্থের স্রাব বোধ হয়,—যেমন তিমিররোগগ্রস্ত ব্যক্তির নিকট এক চন্দ্রও সদ্ভিতীয়বৎ প্রতি-ভাত হয় ; সেই অবস্থায়ই অবিদ্যাকৃত অনেক কারক-সাপেক্ষ দর্শনাদি ক্রিয়াও তজ্জনিত ফলের সম্ভাব—“তত্র অন্তোহন্তং পশ্বেৎ” ইত্যাদি বাক্যে প্রদর্শন করিতেছে ; পক্ষান্তরে, যখন বিদ্যার উদয় হয়, তখন অবিদ্যাকৃত অনেকভ্রম নিবারিত হইয়া যায়, তদ্বিশেষেই ‘কিসের দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে’ এই বাক্যে ক্রিয়ার অসম্ভাবনা প্রদর্শন করিতেছে । অতএব, কৰ্ম্মাদির অন্ত্যস্তান সম্ভবপর হয় বলিয়াই বুঝিতে হইবে যে, অবিদ্যাবৃত্ত পুরুষই ঋণী, অপর নহে । ৩৭

‘তদ্যথা ইহৈব ভাবং’ ইত্যাদি । যে কোনও অপ্রকল্প পুরুষ অস্ত্র—আত্ম-ভিন্ন, যে কোনও দেবতার উপাসনা করে, অর্থাৎ স্তুতি, নমস্কার, যাগ (গন্ধ-পুষ্পাদি দ্বারা পূজা), বলি-উপহার (নৈবেদ্য সমর্পণ), প্রণিধান (চিন্তের একাগ্রতা) ও ধ্যান প্রভৃতি দ্বারা নিকটে থাকে—সেই দেবতার গুণভাব বা অধীনতা অবলম্বনপূর্বক বর্তমান থাকে, অর্থাৎ আমার উপাস্ত এই অনাস্ববস্ত্রটি আমা হইতে পৃথক্, উপাসনার অধিকারী আমি হইতেছি—ইহা হইতে পৃথক্,

এবং আমাকে অধমর্ণের স্থায় ইহার আরাধনা করিতে হইবে, এইরূপ বিশ্বাস সহকারে উপাসনা করে, ঈদৃশ জ্ঞানসম্পন্ন সেই উপাসক কিন্তু প্রকৃত তত্ত্ব জানে না। সেই ব্যক্তি যে, কেবল এবংবিধ অবিদ্যা-দোষেই কণ্ঠস্থিত, তাহা নহে; তবে কি? না, গবাদি পশু যেরূপ বাহন ও দোহনাদিক্রমে উপকার সাধন করিয়া [গৃহস্থের] উপভুক্ত হইয়া থাকে, ঠিক সেইরূপ সেই উপাসকও বজ্রাদি কার্য্য দ্বারা এক এক দেবতার ভোগ সম্পাদন করিয়া থাকে; এই জন্ত তাদৃশ পুরুষও পশুর স্থায়ই সৰ্ব্বপ্রকার কর্ম্মে অধিকার লাভ করিয়া থাকে। ৩৮

বর্ষাশ্রমাদি-বিভাগসম্পন্ন কন্মাদিকারী উক্ত অবিদ্বান পুরুষ শাস্ত্রোক্ত যে সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, সে সমস্ত কর্ম্ম উপাসনাসহকৃতই হউক, আর তদিগুক্তই হউক, তাহার উৎকৃষ্ট ফল হইতেছে—মমুগ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মহলাভ পর্য্যন্ত; আর শাস্ত্রোক্তের বিপর্য্যত (অশাস্ত্রীয়) স্বাভাবিক কর্ম্মের অপকৃষ্ট ফল হইতেছে—মমুগ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া স্থাবরভাবপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত। বাস্তবতে এই কথা প্রমাণিত হইতে পারে, তাহা এই অধ্যায়ের শেষাংশে “অথ ত্রয়ো বাব লোকাঃ” ইত্যাদি বাক্যে আমরা প্রতিপাদন করিব। বিস্তার ফল যে, সন্ধ্যাভাবপ্রাপ্তি, তাহাও সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইয়াছে; এই সম্পূর্ণ ব্রহ্মদারণ্যাকোপনিষদটি বিজ্ঞা ও অবিজ্ঞার বিভাগপ্রদর্শনেই পরিসমাপ্ত হইয়াছে। বাস্তবতে ইহা সমগ্র শাস্ত্রের প্রতিপাত্তার্থরূপে প্রমাণিত হইতে পারে, আমরা তাহা প্রদর্শন করিব। ৩৯

বেহেতু, এইরূপই শাস্ত্রার্থ নির্ণীত হইল, সেই হেতু দেবগণ অবিদ্বান পুরুষের প্রতি বিঘ্নাচরণ বা অমুগ্রহপ্রদর্শন করিতে অবগ্রহীত সমর্থ হন; ইহা প্রদর্শন করিবার উদ্দেশ্যে বলিতেছেন—জগতে গো, অথ প্রভৃতি বহু পশু যেরূপ নিজের প্রভু বা রক্ষক মমুগ্ধকে ভোগ করিয়া থাকে—পালন করিয়া থাকে, তদ্রূপ বহুপশু-স্থানীয় এক-একটি অবিদ্বান পুরুষও দেবগণকে ভোগ করে অর্থাৎ পোষণ করে—এই ইচ্ছাদি দেবগণ আমা হইতে পৃথক্, আমার প্রভু, আমি ত্বত্ত্বের স্থায় জ্ঞতি, নমস্কার ও যাগাদি কার্য্য দ্বারা ইহাদের আরাধনা করিয়া ইহাদেরই অমুগ্রহপ্রদত্ত অভ্যাদর (স্বর্গাদি) ও নিঃশ্রেয়স (মুক্তি) ফল লাভ করিব, এইরূপ মনে করিয়া থাকে। এখানে “দেবানাং” এই দেবতাপদটি পিতৃগণপ্রভৃতিরও বোধক; [সুতরাং মমুগ্ধগণ যেমন দেবতার ভোগা, তেমনি পিতৃদিগেরও ভোগা]। ৪০

জগতে বাহার বহু পশু আছে, তাহার একটি পশু গৃহীত হইলেও অর্থাৎ ব্যাঘ্রাদিকর্তৃক অপহৃত বা নিহত হইবার মত হইলেও যেমন অত্যন্ত অপ্রিয় (দুঃখ)

উপস্থিত হয়, তেমনি বহুপশুস্থানীয় একটি পুরুষ পশুভাব হইতে অর্থাৎ অবিজ্ঞাবস্থা হইতে উত্থান করিবার উদ্বোধন করিতে থাকিলে, বহু পশু অপহরণে গৃহস্থের যেমন হুঃখ হয়, তেমনি দেবগণেরও যে, মহা হুঃখ (অপ্রিয়) হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি ? সেই হেতু ইহাদের তাহা প্রিয় নয় ; তাহা কি ? না, মনুষ্যগণ যে, কোন প্রকারেও এই ব্রহ্মাঙ্ক-তত্ত্ব জানিতে পারে ; [ইহা দেবগণের প্রিয় নহে] । অন্তঃসীতাগ্রন্থে ভগবান্ বেদব্যাসও এইরূপই স্মরণ (১) করিয়াছেন,—‘হে-কৌন্তেয় (অর্জুন), ক্রিয়াধিকৃত পুরুষ দ্বারা দেবলোক পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে ; মরণশীল মানবগণ যে, দেবগণেরও উপরে থাকে, ইহা তাঁহাদের অভিপ্রেত নহে’ ; অতএব, পশুগণকে যেরূপ ব্যাঘ্রাদির নিকট হইতে রক্ষা করিয়া থাকে, তদ্রূপ মনুষ্যগণ আমাদের উপভোগ্যভাব হইতে মুক্ত না হউক, এই মনে করিয়া দেবগণও তাহাদের ব্রহ্মবিজ্ঞানে বিঘ্নাচরণ করিয়া থাকেন ; আবার যাহাকে বিমুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে শ্রদ্ধাদিসাধনের সহিত সংযোজিত করেন, অপরকে অশ্রদ্ধাদির সহিত সংযোজিত করেন । এই ‘দেবাপ্রিয়’ শ্রুতিবাক্যে কাকু দ্বারা (ভক্তিক্রমে) (২) ইহাই জ্ঞাপন করিলেন যে, অতএব মুমুকু ব্যক্তি দেবতার আরাধনার তৎপর, শ্রদ্ধাভক্তিসম্পন্ন, বিনীত ও প্রমাদহীন (সাবধান) হইবেন, (কখনও তদ্বিপরীত হইবেন না) ॥ ৪৭ ॥ ১০ ॥

আভাস-ভাষ্যম্ :—হুত্রিতঃ শাস্ত্রার্থঃ—“আত্মোত্তোবোণাসীত” ইতি ; তত্ত্ব চ ব্যাচিধ্যাসিতত্ত্ব সার্থবাদেন “তদাহর্ষনব্রহ্মবিদ্যয়া” ইত্যাদিনা সম্বন্ধ-প্রয়ো-
জনে অভিহিতে ; অবিদ্যায়াশ্চ সংসারাদিকারকারণমুদুম—“অথ যোহিত্যাঃ

(১) তাৎপৰ্য্য—এখানে ‘স্মরণ’ বলিবার অভিপ্রায় এই যে, যাহা দেখিলে বেদার্থ স্মরণ হয়, অথবা বেদার্থ স্মরণপূর্বক যাহা রচিত হইয়াছে, তাহার নাম ‘স্মৃতি’-শাস্ত্র । কবিশ্রুত জটিল বেদার্থকে সরল করিয়া বুঝাইবার নিমিত্ত স্মৃতিশাস্ত্র রচনা করিয়াছেন ; হুতরাং স্মৃতিশাস্ত্রের উপদেশ দেখিলেই তদনুরূপ বেদবাক্যের স্মরণ হইয়া থাকে ; এইজন্য ‘স্মরণ’ কথাটিও স্মৃতিশাস্ত্রকেই বুঝায় । আলোচ্যস্থলে ব্যাসের স্মরণ বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, ব্যাসদেব যখন রচিত স্মৃতিশাস্ত্রের মধ্যে “ক্রিয়াবন্ধিঃ” ইত্যাদি বাক্য বিস্তৃত করিয়াছেন, তখন তিনি নিশ্চয়ই শ্রুতি হইতেই ঐ ভাব সংগ্রহ করিয়াছেন, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে ; হুতরাং তাহার কথাতোও এই শ্রুতির এরূপ অর্থই পরিস্ফুট হইতেছে বুঝিতে হইবে ।

(২) তাৎপৰ্য্য—‘কাকু’ অর্থ—সরবিকৃতি ; ‘কাকুঃ ক্রিয়াঃ বিকারো যঃ শোকভীত্যা-
ভিকর্ষনঃ’ (অমরঃ) । অর্থাৎ শোকভীত্যা- কারণে যে, জনির (কঠোরের) বিকৃতি,
তাহার নাম কাকু । শ্রুতি বলিও পাঠ কথার মুমুকু পক্ষে শ্রদ্ধাভক্তিসাধনার কথা বলেন নাই
বটে ; কিন্তু তাহার বাক্যভঙ্গীতে এরূপ অভিপ্রায়ই বুঝা যাইতেছে ।

দেবতামুপাস্তে” ইত্যাদিনা । “তত্রাবিধান্” ঋগী পশুবদেবাদিকৰ্ম্মকৰ্ত্তব্যতয়া পরতন্ত্র ইত্যুক্তম্ । কিং পুনর্দেবাদিকৰ্ম্মকৰ্ত্তব্যতয়া নিমিত্তম্ ? বর্ণা আশ্রমাশ্চ ; তত্র কে বর্ণাঃ ? ইত্যত ইদমারভ্যাতে—যন্নিমিত্ত-সম্বন্ধেযু কৰ্ম্মসু অয়ং পরতন্ত্র এবাধিকৃতঃ সংসরতি । এতন্ত্বেবাবৰ্ণ্যত্ব প্রদর্শনায় অগ্নিসর্গানন্তরমিজ্জাদিসর্গো নোক্তঃ ; অগ্নেস্তু সর্গঃ প্রজাপতেঃ সৃষ্টিপরিপূরণায় প্রদর্শিতঃ । অয়ঞ্জেজাদিসর্গস্তত্রৈব দৃষ্টব্যঃ, তচ্ছেষত্বাৎ ; ইহ তু স এবাভিধীয়তে অবিভ্রযঃ কৰ্ম্মাধিকারহেতু-প্রদর্শনায় ।

টীকা । সত্ৰত্বিন্তুক্ত্য বাক্যমাদায় যাচেতে—ব্রহ্মেতি । অগ্নে জজ্জাদিসর্গাৎ পূৰ্ব্বমিতি যাবৎ । বৈ-শম্ভস্তাবধারণার্থং বদন্ বাক্যার্থোক্তিপূৰ্ব্বকমেকমিত্যর্থমাহ—ইদমিতি ।

আভাস ভাষ্যানুবাদ :—উপনিষৎ-শাস্ত্রের যাহা প্রকৃত অর্থ, তাহা—“আয়্নেত্যেবোপাসীত” শ্রুতিতে সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে ; তাহারই ব্যাখ্যা করিবার অভিপ্রায়ে অর্থবাদযুক্ত “তদাহঃ যদব্রহ্মবিদ্যা” ইত্যাদি বাক্যে সম্বন্ধ ও প্রয়োজন অভিহিত হইয়াছে । তাহার পর, অবিদ্যাই যে, সংসারপ্রাপ্তির মূল কারণ, তাহাও “অপ যোহন্তাং দেবতামুপাস্তে” ইত্যাদি শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে । সেখানে এ কথাও বলা হইয়াছে যে, অবিদ্বান্ পুরুষ ঋণগ্রস্ত—দেবাদির কার্যাসম্পাদনে বাধ্য বলিয়া পশুর স্থায় পরাধীন । এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, দেবাদির কৰ্ম্ম যে অবশ্যই করিতে হইবে, তাহার কারণ কি ? কারণ—বর্ণ ও আশ্রম । তন্মধ্যে এই অবিদ্বান্ পুরুষ যেই ব্রাহ্মণাদি বর্ণরূপ নিমিত্তের সহিত সংসৃষ্ট কৰ্ম্মে অধিকার প্রাপ্ত হইয়া পরাধীনভাবে সংসারী হইয়া থাকে ; সেই বর্ণ কি কি, তাহা নিরূপণের নিমিত্ত এই পরবর্ত্তী বাক্য আরম্ভ হইতেছে । আর এই বিষয়টি পৃথগ্ভাবে প্রদর্শন করিবেন বলিয়াই পূর্বে অগ্নিসৃষ্টির পর, ইজ্জাদি দেবসৃষ্টির কথা বর্ণনা করেন নাই ; সেখানে কেবল প্রজাপতির সৃষ্টিক্রম পরিপূরণের জন্ত অগ্নি-সৃষ্টির কথামাত্র বলিয়াছেন । অত্রত্য ইজ্জাদিসৃষ্টিও সেখানেই (প্রজাপতির সৃষ্টিমধ্যেই সন্নিবিষ্ট) বুঝিতে হইবে ; কারণ, ইহা হইতেছে—তাহারই শেষ বা অবশিষ্ট অংশ ; এখানে কেবল অবিদ্বানের কৰ্ম্মাধিকারের নিমিত্ত-প্রদর্শনার্থ পৃথগ্ভাবে অভিহিত হইতেছে মাত্র ।

ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীদেকমেব, তদেকং সন্ন ব্যভবৎ ।
তচ্ছৈয়োরূপমত্যসৃজত ক্রতম্—যাচ্ছেতানি দেবত্রা ক্রতাপীত্রে
বরুণঃ সোমো রুদ্রঃ পর্জন্তো যমো মৃত্যুরীশান ইতি । তন্মাৎ

कृत्रां परं नास्ति, तस्माद्ब्राह्मणः कलियमधस्तादुपास्ते राज-
सूये, कल एव तद्वशो दधाति, सैषा कलश्च योनिर्यद् ब्रह्म ।

तस्माद् यद्यपि राजा परमतां गच्छति ब्रह्मैवास्तुत उपनि-
श्रयति स्वां योनिम्, य उ एनं हिनस्ति स्वां स योनिमुच्छति, स
पापीयान् भवति, यथा श्रेयांसं हिंसिहा ॥ ४८ ॥ ११ ॥

सरलार्थः—अग्रे (सृष्टेः प्राक्) इदं (कल्लादि-भेदजातम्) एकं
ब्रह्म एव वै (प्रसिद्धो) आसीत् । तत् (ब्रह्म) एकं (असहस्रं सत्) न व्यतवत्
[आश्विनः कर्तव्यं सम्पादयितुं] (असमर्थमतवत्) । तत् (तस्मात्) श्रेयोरूपं
(प्रकृतं श्रेयस्करं) कलं (कलियमात्रं) अत्यश्रुतं (सृष्टवत्) ; [किं तत्
कलम् ? इत्याह—] यानि एतानि (अनन्तरौक्तानि) देवता (देवेषु
प्रसिद्धानि) कल्लाणि—इन्द्रः (देवराजः), वरुणः (जलाधिपतिः), सोमः
(ब्राह्मणानां राजा), रुद्रः (पशूनां राजा), पर्जन्यः (विद्यादादीनां राजा),
वमः (पितॄणां राजा), मृत्युः (रोगादीनां राजा), ईशानः (ज्योतिषां
राजा) इति (एतानि) । तस्मात् (प्रथममेव कलसर्जनात् हेतोः) कल्लात्
(कल्लाजातेः) परं (ईदृशं) नास्ति ; तस्मात् (कल्लाजातेः परमोत्कर्षादेव)
ब्राह्मणः [वर्णश्रेष्ठोऽपि सन्] राजसूये (तन्नामके यज्ञे) अधस्तात् (कल्लिरा-
सनात् निम्नदेशे वर्तमानः सन्) कलियम् उपास्ते (स्तुत्या आराधयति) ;
कलः एव तत् (स्वकीयः) वशः (ब्रह्मेति ध्यातिरूपम्) दधाति, [राजसूये
अतिविश्वेन राजा ब्रह्मरिति आमन्त्रितं ऋषिं पुनस्तं प्रतिवदति—राजन् ब्रह्म
ब्रह्मासीति ; एतदेव वशआधानमिति भावः] । सा एषा (प्रकृता) कलश्च
योनिः (कारणं)—यत् ब्रह्म (ब्राह्मणः) ; तस्मात् (कलियश्च ब्राह्मणयोनिश्चादेव
हेतोः) राजा (कलियः) यद्यपि (सत्तावनाराम्) परमतां (राजसूये
परमोत्कर्षं) गच्छति ; [तथापि] अन्ततः (अन्ते—राजसूयकर्तृसमाप्तेः परम्),
स्वां (स्वकीयां) योनिं (कारणरूपं) ब्रह्म एव उपनिश्रयति (आश्रयति—
पुरोहितम् अग्रे स्थापयतीति यावत्) । यः उ (यः पुनः) स्वां योनिं एनं
(ब्राह्मणं) हिनस्ति (अवजानाति), सः (हिंसाकारी जनः) स्वां योनिम् एव
उच्छति (स्वकारणमेव विनाशयति) ; सः (हिंसाकारी जनः) पापीयान् (अति-
शयेन पापी भवति), यथा श्रेयांसं (अन्नमुत्कृष्टं) हिंसिहा [भवति, तथा
इत्यर्थः] ॥ ४८ ॥ ११ ॥

মূলানুমানাদ্ :—সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ একমাত্র ব্রহ্মস্বরূপ ছিল । তিনি একাকী [কর্মসম্পাদন করিতে] সমর্থ হইলেন না ; তিনি উত্তম শ্রেয়স্কর ক্ষত্রিয়-জাতি সৃষ্টি করিলেন—যাহারা দেবগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয়—এই ইন্দ্র, বরুণ, সোম, রুদ্র, পর্জন্ম, যম, মৃত্যু ও ঈশান । অতএব ক্ষত্রিয় অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ নাই ; এই কারণেই ‘রাজসূয়’ যজ্ঞে ব্রাহ্মণ নিজে নীচে বসিয়া উপরিস্থিত ক্ষত্রিয়ের আরাধনা করিয়া থাকেন ; ক্ষত্রিয়ই সেই যশঃ (ব্রাহ্মণত্বাতি) প্রদান করেন : ইহাই সেই ক্ষত্রিয়ের যোনি, অর্থাৎ যশঃপ্রাপ্তির কারণ,—যাহা ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণ জাতি) । অতএব ক্ষত্রিয় জাতি যদি [রাজসূয়ে] পরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হন, তথাপি অন্তে অর্থাৎ যজ্ঞ-সমাপ্তির পর পুনর্ব্বার সন্ধানি ব্রাহ্মণকেই আশ্রয় করেন,—অগ্রে স্থাপন করেন । যে লোক এই ব্রাহ্মণের হিংসা বা অবমাননা করেন, ফলতঃ তিনি স্বকারণেই উচ্ছেদসাধন করেন ; এবং তজ্জন্ম তিনি অতিশয় পাপী হন—যেমন অশ্রান্ত শ্রেষ্ঠ বস্ত্র হিংসা করিয়া হইয়া থাকে, [তেমনি] ॥ ৪৮ ॥ ১১ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্ :—ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ—যদয়িং সৃষ্টায়িক্রপাপন্নং ব্রহ্ম—ব্রাহ্মণজাতিমানাদ্ ব্রহ্মত্যাভিধীয়তে—বৈ, ইদং ক্ষত্রাদিজাতং ব্রহ্মৈব, অভিন্নমাসীদ্, একমেব—নাসীৎ ক্ষত্রাদিভেদঃ । তৎ একং একং ক্ষত্রাদি-পরিপাল-য়িত্বাদিশৃণুং সং, ন ব্যভবৎ ন বিভূতবৎ কর্মণে নালমাসীদিত্যর্থঃ । ততস্তদ্ একং—ব্রাহ্মণোহস্মি, মমেকং কর্তব্যম্’ ইতি ব্রাহ্মণজাতিনিমিত্তং কর্ম চিকীৰ্ষুঃ আয়ুস্ : কর্মকর্তৃহবিভূত্যে, শ্রেয়োরূপং প্রশস্তরূপম্ অতাসৃজত অতিশয়েন অসৃ-জত সৃষ্টবৎ । কিং পুনস্তৎ, যৎ সৃষ্টম্ ? ক্ষত্রং ক্ষত্রিয়জাতিঃ তদ্ব্যক্তিতেদেন—যাত্তেতানি প্রসিদ্ধানি লোকে, দেবজ্ঞা দেবেষু ক্ষত্রাণীতি—জাত্যাখ্যারাম্ পক্ষে বহুবচনস্বরূপাং ব্যক্তিবহুত্বা ভেদোপচারণে । ১

কানি পুনস্তানীত্যাহ—তত্রাভিবিবক্তা এব বিশেষতো নির্দিষ্টস্তে—ইজ্ঞো দেবানাং রাজা, বরুণো যাদসাম্, সোমো ব্রাহ্মণানাং, রুদ্রঃ পশূনাম্, পর্জন্মো বিদ্বাদাদীনাং, যমঃ পিতৃণাম্, মৃত্যুঃ রোগাদীনাং, ঈশানো ভাসাম্, ইত্যেবমাদীনি দেবেষু ক্ষত্রাণি । তদহু ইজ্ঞাদি-ক্ষত্রদেবতাদিষ্ঠিতানি মহত্বক্ষত্রাণি সোম-সূর্য্য-বংশজানি পুরুষঃপ্রভৃতীনি সৃষ্টান্তেব জ্ঞেয়ানি ; তদর্থ এব হি দেবক্ষত্রসর্গঃ প্রস্তুতঃ । ২

যস্মাদ্ ব্রহ্মণা অতিশয়েন সৃষ্টং কল্পম্, তস্মাৎ কল্পাৎ পরং নাস্তি—ব্রাহ্মণ-
জাতেরপি নিরন্ত্ৰ; তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ কারণভূতোহপি কত্রিয়ন্ত, কত্রিয়ম্ অধস্তাৎ
ব্যবহিতঃ সন্ উপরিস্থিতমুপান্তে,—ক ? রাজসূয়ে । কল্প এব তদাশ্রয়ঃ যশঃ
খ্যাতিরূপং—ব্রহ্মেতি দধাতি স্থাপয়তি । রাজসূয়াভিষিক্তেন আসন্ম্যাং স্থিতেন
রাজ্ঞা আমন্ত্রিতঃ—ব্রহ্মন্থিতি ঋত্বিক্ পুনস্তং প্রত্যাহ—ঋং রাজন্ ব্রহ্মাসীতি ।
তদেতদভিধীয়তে—কল্প এব তদ্বশো দধাতীতি । ৩

সৈবা প্রকৃতা কল্পস্ত যোনিরেব, যদ্ ব্রহ্ম । তস্মাদ্ যন্তপি রাজা পরমতাং
রাজসূয়াভিষেকগুণং গচ্ছতি আপ্নোতি, ব্রহ্মৈব ব্রাহ্মণজাতিমেব অন্ততঃ অস্তে
কৰ্ম্মপরিসমাপ্তৌ, উপনিশ্রয়তি আশ্রয়তি স্বাং যোনিং—পুরোহিতং পুরো নিধন্ত-
ইত্যর্থঃ । যন্ত পুনর্কলাতিমানাং স্বাং যোনিং ব্রাহ্মণজাতিং ব্রাহ্মণং য উ এনং
হিন্তি গুণভাবেন পশতি, স্বামাশ্রয়ামেব স যোনিমৃচ্ছতি—স্বং প্রসবং বিচ্ছি-
নন্তি বিনাশতি । স এতং কৃৎস্না পাপীয়ান্ পাপতরো ভবতি ; পূৰ্ব্বমপি কত্রিয়ঃ
পাপ এব ক্রূরভ্যাং, আশ্রয়প্রসবহিংসরা সূতরাম্ ; যথা লোকে শ্রেয়াংসং প্রশস্ততরং
হিংসিত্বা পরিভূয় পাপতরো ভবতি, তদ্বৎ ॥ ৪৪ । ১১ ॥

টীকা । দ্বিতীয়মেবকারং বাচ্যে—নাসীদিতি । কথং তর্হি তন্ত কৰ্ম্মানুষ্ঠানসামর্থ্যসিদ্ধি-
রিত্যাশঙ্ক্য সমনস্তরবাক্যং বাচ্যে—তত ইতি । তদেব সৃষ্টমাকাজ্জায়া স্পষ্টয়তি—কিং
পুনরিতি । একা চেৎ কল্পজাতিঃ সৃষ্টা, কথং তর্হি যাজ্ঞেতানীতি বহুস্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—তদ্ব্যক্তি-
ভেদেনেতি । কল্পজাতেরেকর্যাং কথং কত্র্যসীতি বহুবচনমিত্যাশঙ্ক্য ‘জাত্যাখ্যায়ামেকমিন্
বহুবচনমন্ততরস্তান্’ (পা० সূ० ১।২।৫৮) ইতি স্মৃতিমাত্রিত্যাহ—জাতীতি । বহুর্ভেদতান্তরমাহ—
ব্যক্তীতি । তাসাং বহুবাক্যাত্তেজ তদভেদাৎ তত্রাপি ভেদমুপচর্য বহুস্তিরিত্যর্থঃ । কত্র্যসীতি
বহুবচনমিতি সৎকঃ । ১

তেষাং বিশেষতো গ্রহণং কল্পস্তোত্তমত্বঃ খাপরিতুমিতি মহানঃ সম্বাহ—কানি পুনরিত্যা-
দিনা । নহু কিমিতি দেবেষু কল্পসৃষ্টিক্রমো ? ব্রাহ্মণস্ত কৰ্ম্মানুষ্ঠানসামর্থ্যসিদ্ধার্থঃ যদ্ব্যক্তেবেব
তৎসৃষ্টিক্রমদেবোত্যাশঙ্ক্যাহ—তদ্ব্যক্তি । তথাপি বিবক্ষিতা সৃষ্টিশৃণ্ডতো বক্তব্যোত্যাশঙ্ক্যো-
পোদ্যাতোহম্মিত্যাহ—তদর্শ ইতি । ২

তস্মাদিত্যাঙ্গি বাচ্যে—বস্মাদিতি । কল্পস্ত নিরন্ত্ৰত্ববহুৎকর্ষে হেবন্তরমাহ—তস্মাদিতি ।
ব্রহ্মেতি প্রসিদ্ধং ব্রাহ্মণ্যধামিতি বাবৎ । উক্তমেব প্রপঞ্চয়তি—রাজসূয়েতি । আসন্ম্যাং
সংস্কারাম্ ।

কল্পে বকীরং যশঃ সর্গরতো ব্রাহ্মণস্ত নিবর্ধনমাহ—সৈবেতি । তয়োত্রাহ্মণত্বত
তুল্যাখ্যাং ভূতোহবান্তরভেদঃ কল্পমপি ক্রতুকালে ব্রাহ্মণাং আপ্নোতীত্যাশঙ্ক্যাহ—তস্মাদিতি ।
কল্পস্ত ব্রহ্মজিত্বার্থে দোষপ্রবণাচ্ তন্ত তদপেক্ষয়া তদন্তর্গতমিত্যাহ—ব্যক্তি । এষাদান্দীপতি
বক্তৃ ‘উ’শব্দঃ । য উ এনং হিন্তীতি প্রতীকগ্রহণং, যন্ত পুনরিত্যাদি ব্যাখ্যানমিতি ভেদঃ ।

ঈশ্বরস্বরূপবর্ণন প্রযোগে হেতুমাহ—পূর্বমপীতি । ব্রাহ্মণাভিভবে পাপীয়স্বমিত্যেতদ্ব্যাহরণেন
বুদ্ধাবারোপয়তি—যথেন্তি ॥ ৪৮ ॥ ১১ ॥

ভাব্যানুবাদঃ—“ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ” ইত্যাদি । যে ব্রহ্ম অগ্নি-
সৃষ্টির পর অগ্নিত্বাপন্ন এবং ব্রাহ্মণ-জাত্যভিমান নিবন্ধন ব্রহ্ম-নামে অভিহিত
এই ক্ষত্রিয়াদি জাতিসমূহ [অগ্রে] একমাত্র সেই ব্রহ্মই—ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন-
রূপই ছিল,—ক্ষত্রিয়াদি বিভাগ ছিল না । সেই ব্রহ্ম একাকী—পরিপালনক্ষম
ক্ষত্রিয়াদিরহিত হইয়া থাকিতে সমর্থ হইলেন না, অর্থাৎ কর্মসম্পাদনে সমর্থ
হইলেন না । সেই কারণে, সেই ব্রহ্ম—‘আমি ব্রাহ্মণ, আমার পক্ষে এইরূপ কর্ম
করা আবশ্যক’ এইরূপ চিন্তার পর ব্রাহ্মণজাত্যুচিত কর্ম করিতে ইচ্ছুক হইয়া,
আপনার কর্তব্য কর্মে কর্তৃত্ব রক্ষার নিমিত্ত শ্রেয়োরূপ—একটা সুপ্রশস্ত জাতি
উদ্ভবরূপে সৃষ্টি করিলেন । তিনি যাহা সৃষ্টি করিলেন, সেই শ্রেয়োরূপ বস্তুটি কি ?
না, ক্ষত্র—ক্ষত্রিয়জাতি ; তাহাই বিভিন্ন ব্যক্তিক্রমে দেখাইতেছেন—জগতে এই
যে, দেবগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয়গণ । জাতিনির্দেশস্থলে একেতেও বৈকল্পিক
বহুবচন হইবার বিধান থাকায়, অথবা ব্যক্তিভেদে একেতেও ভেদ আরোপ করায়
‘ক্ষত্রাণি’ শব্দে বহুবচন হইয়াছে । অভিপ্রায় এই যে, ইন্দ্রাদি-বরুণাদির ব্যক্তি-
গত বহুত্বের সহিত তদীয় ক্ষত্রিয়জাতিরও অভিন্নত্ব আরোপ করায় এখানে
বহুবচনের ব্যবহার অসুচিত হয় নাই । ১

তাহারা কে কে ? এই আকাজক্ষায়, তাহাদের মধ্যে যাহারা অভিব্যক্ত
ক্ষত্রিয়, বিশেষভাবে তাহাদিগকেই নির্দেশ করিতেছেন—দেবগণের রাজা—
ইন্দ্র, জলজন্তুর রাজা—বরুণ, ব্রাহ্মণগণের রাজা—সোম, পশুগণের রাজা—রুদ্র,
বিদ্যুৎপ্রভৃতির রাজা—পর্জন্ত, পিতৃগণের রাজা—যম, রোগাদির রাজা—মৃত্যু ও
জ্যোতিঃসমূহের রাজা—ঈশান, ইত্যাদি দেবক্ষত্রিয়গণকে [সৃষ্টি করিয়াছিলেন] ।
বুঝিতে হইবে, এই দেবক্ষত্রিয়সৃষ্টির পরে, ইন্দ্রপ্রভৃতি ক্ষত্রিয়দেবতাদ্বিধিত চন্দ্র-
সূর্য্যাবংশীয় পুরুষপ্রভৃতি মনুষ্য-ক্ষত্রিয়ের সৃষ্টি হইয়াছে এবং ইহার জন্তই
এখানে দেবক্ষত্রিয়সৃষ্টির অবতারণা করা হইয়াছে ।

যেহেতু, ব্রহ্ম বিশেষ গুণযোগে ক্ষত্রিয়ের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই হেতু
ক্ষত্রিয় ভিন্ন আর কেহই ব্রাহ্মণ-জাতিরও নিয়ন্তা বা পরিচালক নাই ; এই কারণেই
ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়জাতির কারণ-স্বরূপ হইয়াও ক্ষত্রিয়ের নীচে অবস্থান করত উপনি-
স্থিত ক্ষত্রিয়ের উপাসনা করিয়া থাকেন ; কোথায় ?—রাজহরনারক বক্ষে ।
ক্ষত্রিয়ই আপনার বশঃ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যখ্যাতি স্থাপন করেন,—রাজহর বক্ষে ক্ষত্রি-

বিক্ত রাজা মকোপরি উপবিষ্ট হইয়া ঋত্বিক্কে (পুরোহিতকে) ‘ব্রহ্মন্’ বলিয়া সম্বোধন করেন ; তৎপরে ঋত্বিক্ আবার রাজাকে বলেন যে, ‘রাজন্ স্বং ব্রহ্ম অসি’ অর্থাৎ হে রাজন্, তুমি হইতেছ—ব্রহ্ম ; এই অভিপ্রায়েই “কল্প এব তদ্বশো দধাতি” বাক্য অভিহিত হইতেছে । ৩

এই যে ব্রহ্ম, ইহাই ক্ষত্রিয়ের যোনি (উৎপত্তির কারণ) ; সেই হেতু রাজা যদিও পরমতা—রাজস্বরাতিবেকজাত পরম উৎকর্ষ প্রাপ্ত হউক, তথাপি অন্তে অর্থাৎ রাজস্বর বজ্রসমাপ্তির পরে কিন্তু স্ব-যোনি ব্রহ্মকেই—ব্রাহ্মণজাতিকেই আশ্রয় করেন, অর্থাৎ সেই পুরোহিতকেই আবার অগ্রভাগে স্থাপন করিয়া থাকেন । পক্ষান্তরে, যে লোক আপনার বলদর্পে এই স্বযোনি ব্রাহ্মণজাতিকেই হিংসা করে, অর্থাৎ অবজ্ঞার ভাবে দর্শন করে, সে লোক স্বীয় যোনিকে—নিজের উৎপত্তিকারণকেই বিচ্ছিন্ন করে—বিনষ্ট করে । সেই ব্যক্তি এইরূপ কার্য্য করিয়া পাপীয়া—অতিশয় পাপগ্রস্ত হয় । ক্ষত্রিয়জাতি ক্রুরস্বভাব বলিয়া পূর্বেও নিশ্চয়ই পাপী ছিল, পরে আপনার উৎপত্তিকারণ ব্রাহ্মণের প্রতি হিংসা করার আরও অধিক পাপী হয় । জগতে কোনও শ্রেষ্ঠ বা প্রশংসিত ব্যক্তিকে হিংসা করিয়া—অভিভূত করিয়া লোক মধ্যে যেরূপ অধিকতর পাপী হইয়া পাকে, ইহাও তদ্রূপ ॥ ৮৥১৯

স নৈব ব্যভবৎ, স বিশমসৃজত—যাশ্চেতানি দেবজাতানি গণশ আখ্যায়ন্তে—বসবো রুদ্রা আদিত্যা বিধে দেবা মরুত ইতি ॥ ৪৯ ॥ ১২ ॥

সরলার্থঃ ১—সঃ (ব্রাহ্মণঃ) ন এব ব্যভবৎ (ক্ষত্রসৃষ্টাবপি স্বকর্ণণে সমর্থো নৈব বভূব) ; [অতঃ] সঃ বিশং (বিতোপার্জনকমাং বৈশ্বজাতিং) অসৃজত—যানি এতানি দেবজাতানি (যে এতে দেবজাতিবিশেষাঃ) গণশঃ (সংখ্যক্রমেণ) আখ্যায়ন্তে (কথ্যন্তে)—বসবঃ (অষ্টসংখ্যকঃ বসুগণঃ), রুদ্রাঃ (একাদশ-সংখ্যকাঃ), আদিত্যাঃ (দ্বাদশসংখ্যকাঃ), বিধে দেবাঃ (বিশ্বায়া অপত্যানি ত্রয়োদশ, সর্ষে বা দেবাঃ), মরুতঃ (বায়বঃ সপ্তসপ্তগণাঃ) ইতি ॥ ৩৯ ॥ ১২ ॥

মূলানুবাদঃ ১—ক্ষত্রিয় সৃষ্টির পরও তিনি (ব্রহ্ম) নিজের কর্ত্ত্ব সম্পাদনে সমর্থ হইলেন না ; তৎপরে তিনি বিতোপার্জনকম বৈশ্ব-জাতি সৃষ্টি করিলেন, যাহারা এই এক একটি গণ বা সংঘাওরূপে কল্পিত হইয়া থাকেন । যেমন—অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ

আদিত্য, ত্রয়োদশ বিষ্ণুদেব, এবং ঊনপঞ্চাশৎ মরুৎ অর্থাৎ বায়ুসংঘাত ইতি ॥ ৪৯ ॥ ১২ ॥

শাকরভাষ্যম্ :—কল্পে সৃষ্টেহপি স নৈব ব্যভবৎ—কৰ্ম্মণে ব্রহ্ম তথা ন ব্যভবৎ বিত্তোপার্জয়িতুরভাবাৎ । স বিশমসৃজত কৰ্ম্মসাধনবিত্তোপার্জনায় । কঃ পুনরসৌ বিটু ? যাতেতানি দেবজাতানি—স্বার্থে নিষ্ঠা, য এতে দেবজাতিভেদা ইত্যর্থঃ । গণশঃ গণঃ গণম্ আখ্যায়ন্তে কথ্যন্তে—গণপ্রায়ঃ হি বিশঃ ; প্রায়েণ সংহতা হি বিত্তোপার্জনে সমর্থঃ, নৈকৈকশঃ । বসবঃ অষ্টসংখ্যো গণঃ, তথৈকাদশ রুদ্রাঃ ; দ্বাদশ আদিত্যাঃ ; বিষ্ণে দেবাঃ ত্রয়োদশ—বিশ্বায়া অপত্যানি, সর্কে বা দেবাঃ ; মরুতঃ সপ্তসপ্ত গণাঃ ॥ ৪৯ ॥ ১২ ॥

টীকা । কর্তৃব্রাহ্মণস্ত নিয়ন্তৃশ্চ কল্পিয়ন্ত সৃষ্টেহাৎ কিমুত্তরেণেত্যাশঙ্ক্যাহ—কল্পেইতি । তদ্ব্যচষ্টে—কৰ্ম্মণ ইতি । ব্রহ্ম ব্রাহ্মণোহস্মীত্যভিমানী পুরুষঃ । তথা কল্পসর্গাৎ পূৰ্ব্বমিবেতি যাবৎ । কথং তর্হি নৌকিকসামর্থ্যসম্পাদনদ্বারা কৰ্ম্মানুষ্ঠানম্, অত আহ—স বিশমিতি । দেবজাতানীত্যত্র তকারো নিষ্ঠা । গণঃ গণঃ কুত্ব কিমিত্যাখ্যানঃ বিশমিত্যাশঙ্ক্যাহ—গণেতি । বিশাৎ সমুদায়প্রধানত্বমজ্ঞাপি প্রত্যাক্ষমিত্যাহ—প্রায়েণেতি ॥ ৪৯ ॥ ১২ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—কল্পিয়-সৃষ্টির পরেও তিনি নিশ্চয়ই সমর্থ হইলেন না, অর্থাৎ বিত্তোপার্জনক্ষম লোকের অভাবে সেই ব্রহ্ম উপযুক্তরূপে নিজের কৰ্ম্ম সম্পাদন করিতে সমর্থ হইলেন না ; তখন কৰ্ম্ম-সাধনের উপযোগী বিত্ত-উপার্জনের নিমিত্ত বৈশ্বজাতি সৃষ্টি করিলেন । এই বৈশ্বজাতি কে ?—বাহারা এই দেবজাতিবিশেষ এক একটি গণক্রমে অর্থাৎ সংঘরূপে অভিহিত হইয়া থাকেন ; কেননা, বৈশ্বজাতি প্রায়ই দলবদ্ধ ; দেখিতে পাওয়া যায়—অধিকাংশ স্থলে দলবদ্ধ ব্যক্তিরাই ধন উপার্জনে সমর্থ হয় ; কিন্তু এক এক ব্যক্তি সমর্থ হয় না ; বসু—অষ্টসংখ্যক গণ ; সেইরূপ রুদ্র—একাদশ, আদিত্য—দ্বাদশ, বিষ্ণুদেব—ত্রয়োদশ, বিষ্ণুদেব অর্থ—বিশ্বানামী জীর সন্তান, অথবা সমস্ত দেবতা, আর মরুৎগণ—সপ্তসপ্ত—ঊনপঞ্চাশৎসংখ্যক (বায়ুসমষ্টি), [ইহাদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন] ॥ ৪৯

স নৈব ব্যভবৎ, স শৌভ্রঃ বর্ণমসৃজত পুষণম্—ইয়ং বৈ পুষেয়ত্ব হীদং সর্বং পুষ্যতি যদিদং কিঞ্চ ॥ ৫০ ॥ ১৩ ॥

সব্রলার্থঃ :—সঃ [পুনশ্চ] নৈব ব্যভবৎ ; [অতঃ] সঃ শৌভ্রঃ বর্ণং (শূদ্রজাতিং) পুষণম্ অসৃজত । ইয়ং (দৃশ্যমানা পৃথিবী) বৈ (প্রসিকৌ) পুষা ; হি (যস্মাৎ) ইয়ং (পৃথিবী) ইদং সর্বং—যং ইদং কিঞ্চ (যৎ কিঞ্চিদপি, তৎ) পুষ্যতি (পুষ্যতি) ॥ ৪০ ॥ ১৩ ॥

মূলানুবাদ :—তিনি তখনও সমর্থ হইলেন না ; তখন তিনি শূদ্রজাতি পুষার সৃষ্টি করিলেন । এই পৃথিবীই ‘পুষা’ নামে প্রসিদ্ধ ; কারণ, এই বাহা কিছু দৃশ্যমান বস্তু, এই পৃথিবীই তৎসমস্তকে পোষণ করিয়া থাকে ॥ ৫০ ॥ ১৩ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ :—সঃ পরিচারকাভাবাৎ পুনরপি নৈব ব্যভবৎ ; স শৌভ্রঃ বর্ণমশ্রজত । শূদ্র এব শৌভ্রঃ, স্বার্থেহগি বুদ্ধিঃ । কঃ পুনরসৌ শৌভ্রো বর্ণঃ, যঃ সৃষ্টঃ ? পুষণং—পুষ্যতীতি পুষা । কঃ পুনরসৌ পুষা ? ইতি বিশেষতত্ত্বনির্দি-
শতি—ইয়ং পৃথিবী পুষা । স্বরমেব নির্কচনমাহ—ইয়ং হি ইদং সৰ্বং পুষ্যতি যদিদং কিঞ্চ ॥ ৫০ । ১৩ ॥

টীকা । কর্তৃপালয়িতৃধনাজ্জয়িতৃণাং সৃষ্টত্বাৎ কৃতং বর্ণাগ্ররসৃষ্টোত্যাশঙ্ক্যাহ—স পরি-
চারকেতি । শৌভ্রঃ বর্ণমশ্রজতেত্যজৌকারো বুদ্ধিঃ । পুষ্যতীতি পুষেভ্যাক্তত্বাৎপ্ররত্যানবকাশ-
যাশঙ্ক্যাহ—বিশেষত ইতি । পুষণমশ্রজার্থাত্মরে প্রসিদ্ধত্বাৎ কথং পৃথিব্যাং বৃত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—
স্বরমেবেতি ॥ ৫০ । ১৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ । তিনি পরিচারকের অভাবে পুনশ্চ অসমর্থই রহি-
লেন ; তিনি শৌভ্রবর্ণ সৃষ্টি করিলেন । এখানে শৌভ্র অর্থ—শূদ্র ; স্বার্থে তদ্বিত
প্রত্যয় হওয়ার উকারবুদ্ধি—উকার হইয়াছে । তিনি বাহাকে সৃষ্টি করিলেন,
সেই শূদ্রবর্ণটী কে ? তাহা পুষন্—যিনি পোষণ করেন, তিনি পুষা ; এই পুষা যে,
কে, তাহা বিশেষ করিয়া নির্দেশ করিতেছেন—এই পৃথিবী হইতেছে পুষা ।
নিজেই ইহার বৌগিকার্থ প্রদর্শন করিতেছেন—যেহেতু এই পৃথিবীতে বাহা কিছু
আছে, পৃথিবীই তাহা পোষণ করিয়া থাকে, [সেই হেতু পৃথিবীর নাম
পুষা ॥ ৫০ ॥ ১৩ ॥

স নৈব ব্যভবত্তেহ্যোরূপমত্যশ্রজত ধৰ্ম্মম্, তদেতৎ কল্পশ্চ
কল্পং যক্ষ্মস্তস্মাক্ষ্মাৎ পরং নাস্ত্যথো অবলীয়ান্ বলীয়াৎস-
মাশাৎসতে ধৰ্ম্মেণ—যথা রাজৈবম্, যো বৈ স ধৰ্ম্মঃ সত্যং বৈ
তৎ, তস্মাৎ সত্যং বদন্তমাহুর্ধৰ্ম্মং বদতীতি, ধৰ্ম্মং বা বদন্ত
সত্যং বদতীত্যেতদ্ব্যবৈতত্বভয়ং ভবতি ॥ ৫১ ॥ ১৪ ॥

সব্রহ্মসংবাদঃ :—সঃ [এবং চতুরো বর্ণান্ সৃষ্টাপি] ন এব ব্যভবৎ ; তৎ
(তস্মাৎ) প্রেরোরূপং (প্রকৃষ্টং প্রেরাৎসং) ধৰ্ম্মং অত্যশ্রজত (অতিশয়েন সৃষ্ট-
বান্) । তৎ (পুর্বোক্তং) এতৎ (প্রেরোরূপম্) কল্পত (কল্পিরকালে)

কল্পং (রক্ষকং—নিয়ামকং) ; [কিং তৎ ? ইত্যাং—] যৎ (যঃ) ধর্মঃ ; তস্মাৎ (কল্পিত্রস্তাপি নিয়ন্তৃৎ হতোঃ) ধর্ম্যাৎ পরং (অধিকং—উৎকৃষ্টং) ন অস্তি । অথ অবলীয়ান্ (অতিশয়েন বলহীনোহপি) বলীয়াৎসং (তদপেক্ষয়া বলাধিকং জনং) যথা রাজ্ঞা (রাজবলেন), এবং (তথা) ধর্মেণ (ধর্মবলেন) আশংসতে (জেতুমিচ্ছতি) । যঃ বৈ (এব) সঃ ধর্মঃ, তৎ বৈ (স এব) সত্যং (অবিতথ-রূপং) ; তস্মাৎ (ধর্মস্ত সত্যপরত্বাৎ হতোঃ) সত্যং বদন্তঃ (সত্যবাদিনঃ জনং) আহঃ (কথয়ন্তি) [জনাঃ]—ধর্মং বদতি ইতি ; তথা ধর্মং বদন্তঃ [আহঃ—] সত্যং বদতি ইতি ; এতৎ (যথোক্তং) উভয়ং হি (নিশ্চয়ে) এতৎ (এষ ধর্মঃ) এব ভবতি, [নহি একম্ অগ্নতঃ অতিরিক্যতে ইতি ভাবঃ] ॥ ৫১ ॥ ১৪ ॥

মূলানুবাদ :—তিনি চারিঘণ সৃষ্টি করিয়াও সমর্থ হইলেন না । তজ্জন্ত ধর্ম নামক অপর একটা শ্রেয়োরূপ সৃষ্টি করিলেন । ইহাই কত্রিয়েরও কল্প অর্থাৎ নিয়ামক বা শাসনকর্তা—যাহার নাম ধর্ম । অতএব সেই ধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু নাই । এই ধর্ম বলে অতিশয় দুর্বল লোকও অতিশয় বলবানকে জয় করিবার জন্ত আহ্বান করিয়া থাকে—যেমন লোকে রাজার সাহায্য করে । যাহা ধর্ম, তাহাই সত্য, সেই কারণে সত্যবাদীকে বলে—এ লোক ধর্ম বলিতেছে, আবার ধর্মবাদীকেও বলে—এ লোক সত্য বলিতেছে, এই শ্রেয়োরূপটিই এই উভয়রূপ অর্থাৎ ধর্ম ও সত্য স্বরূপ ॥ ৫১ ॥ ১৪ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ :—সঃ চতুরঃ সৃষ্টাপি বর্ণান্ নৈব ব্যভবৎ, উগ্রত্বাৎ কল্পস্তানিয়তাশঙ্কয়া তৎ শ্রেয়োরূপম্ অতাসৃজত । কিং তৎ ? ধর্মম্ ; তদেতৎ শ্রেয়োরূপং সৃষ্টং কল্পস্ত কল্পং কল্পস্তাপি নিয়ন্তৃ, উগ্রাদপ্যুগ্রং—যদধর্মঃ যো ধর্মঃ ; তস্মাৎ কল্পস্তাপি নিয়ন্তৃৎ ধর্ম্যাৎ পরং নাস্তি, তেন হি নিয়ম্যন্তে সর্কে । তৎ কথম্—ইত্যাচ্যতে—অথো অপি অবলীয়ান্ দুর্বলতরঃ বলীয়াৎসম্ আত্মনো বল-বন্তরমপি আশংসতে কাময়তে জেতুং ধর্মেণ বলেন,—যথা লোকে রাজ্ঞা সর্ববল-বন্তমেনাপি কুটুম্বিকং, এবম্ তস্মাৎ সিদ্ধং ধর্মস্ত সর্ববলবন্তরত্বাৎ সর্বনিয়ন্তৃত্বম্ ।

যো বৈ স ধর্মো ব্যবহারলক্ষণো লৌকিকৈর্যাবহিরমাণঃ, সত্যং বৈ তৎ ; সত্যমিতি যথাশাস্ত্রার্থতা । স এবাহুষ্ঠীয়মানো ধর্মনামা ভবতি ; শাস্ত্রার্থত্বেন জ্ঞান-মানস্ত সত্যং ভবতি । যস্মাদেবম্, তস্মাৎ,—সত্যং যথাশাস্ত্রং বদন্তঃ ব্যবহার-কালে, আহঃ সমীপস্থা উভয়বিবেকজ্ঞাঃ—ধর্মং বদন্তীতি—প্রসিদ্ধং লৌকিকং জ্ঞায়ং

বদতীতি ; তথা বিপর্যায়েন ধর্মঃ বা লৌকিকং ব্যবহারং বদন্ত্যাহঃ—সত্যং বদতি, শাস্ত্রাদনপেতং বদতীতি । এতৎ বহুত্বং উভয়ং জ্ঞানমানমুচ্চীর্ণমানঞ্চ, এতৎ ধর্ম এব ভবতি, তস্যাং স ধর্মো জ্ঞানানুষ্ঠানলক্ষণঃ শাস্ত্রজ্ঞান ইত্যং স সর্বা-
নেব নিয়ময়তি ; তস্যাং স ক্ষত্রস্তাপি ক্ষত্রম্ ; অতস্তদভিমানোহবিধাংস্তদ্বিশেষানু-
ষ্ঠানাদ্ ব্রহ্মক্ষত্রবিট্শদ্রনিমিত্তবিশেষমভিমন্ততে ; তানি চ নিসর্গত এব কর্ম্ম-
ধিকারনিমিত্তানি ॥ ৫১ ॥ ৫১ ॥ ১৪ ॥

টীকা । নমু চাতুর্ভূতস্য সৃষ্টে তাবতৈব কর্ম্মানুষ্ঠানসিদ্ধেরলং ধর্ম্মসৃষ্টোক্তাত্ আহ—স চতুর
ইতি । অনিরতাপঞ্চাধা নিবাসকাতাবে তস্তানিরতত্বসত্তাবনয়তি যাবৎ । তচ্ছব্দং সৃষ্টব্রহ্ম-
বিষয়ঃ । কুতো ধর্ম্মস্ত সর্গনিবৃত্ত্বং, ক্ষত্রস্তৈব তৎপ্রসিদ্ধেবিত্যাহ—তৎ কথমিতি । অনন্তব-
সমুৎপত্তা গবিহরতি—উচ্যত ইত্যাদিনা । তদেবোদাহরতি—যথেনিতি । ব্রাহ্মা শাস্ত্রমান ইতি
শেষঃ । ধর্ম্মস্তোৎকৃষ্টেহেব নিয়ন্ত্বে সত্যাদভিন্নত্বং হেতুত্বমাহ—যো বা ইতি । কথং ধর্ম্মস্ত
সত্যত্বং, স হি পুরুষধর্ম্মো বচনধর্ম্মঃ সত্যত্বমিত্যাবাস্তবত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—স এবেনিতি । যথোক্তে
বিবেকে লোকপ্রসিদ্ধিঃ প্রমাণরতি—তস্মাদিতি । উক্তবশকো ধর্ম্মসত্যবিষয়ঃ, ধর্ম্মং বদতীত্যোক্তদেব
বিত্ত্বতে—প্রসিদ্ধমিতি । যথা শাস্ত্রানুসায়েণ বদন্তঃ ‘ধর্ম্মং বদতি’ ইতি বদন্তি, তথা পূর্ব্বোক্ত-
বদনবৈপরীত্যেন ধর্ম্মং বদন্তং সত্যং বদতীত্যাহরতি বোচনা । ধর্ম্মমেব বাচ্যে—লৌকিক-
মিতি । সত্যং বদতীত্যোক্তদেব স্মৃটরতি—শাস্ত্রাদিতি । কার্য্যাকারণতাবেনানরোরেকত্বমুপ-
সংহরতি—এতমিতি । শাস্ত্রার্থসংশয়ে শিষ্টব্যবহারান্শিচয়ঃ, যথা যব-ববাহাদিশব্দেহু । ধর্ম্মসংশয়ে
তু শাস্ত্রার্থবশাধিরণঃ, যথা চৈতাবল্লবান্দিবাদাসেনাগ্নিকোত্রাদৌ । অতো হেতুহেতুমত্বাৎ
দ্রুতগোত্রৈকমিতি ভাবঃ । ধর্ম্মস্ত সত্যাদভেদে কলিতমাত—তস্মাদিতি । তস্ত সর্গনিবৃত্ত্বয়েঃপি
প্রকৃতে কিমায়ত্তং, তদাচ—তস্মাৎ স ইতি । তন্নি যথোক্তধর্ম্মবশাদেব কর্ম্মানুষ্ঠানসিদ্ধের্গ-
প্রমাণভিমানত্বাকিংকরত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—অত ইতি । ধার্ম্মিকত্বাভিমানো ব্রাহ্মণাভি-
মানঃ পুরোধারানুষ্ঠাপকস্তদভিমানোঃপি তদৈবভিমানাস্তরং পুরস্কৃত্যানুষ্ঠাপরেদিতা-
শঙ্ক্যাহ—তানি চেতি । ন যববিদ্রুযো ধার্ম্মিকস্ত ব্রাহ্মণাদিষু নিরিন্দেহু সংহু কর্ম্মপ্রযুক্তৌ
নিমিত্তান্তরমপেক্যতে প্রমাণতাবাদিতার্থঃ ॥ ৫১ ॥ ১৪ ॥

ভাস্ত্রানুবাদ ।—তিনি চারিবর্গ সৃষ্টি করিয়াও ক্ষত্রিয়জাতির উগ্রবভাব
নিবন্ধন অবাধাতা শঙ্কায় [স্বকার্য্যো] নিশ্চয়ই সমর্থ হইলেন না ; সেই জন্য তিনি
আর একটী কল্যাণকর উৎকৃষ্ট বস্তু উদ্ভবরূপে সৃষ্টি করিলেন । তাহা কি ? তাহা
ধর্ম্ম ; সৃষ্ট সেই এই উৎকৃষ্ট শ্রেয়ঃপদার্থটী ক্ষত্রিয়ও ক্ষত্র অর্থাৎ ক্ষত্রিয়-
জাতিরও নিরস্ত্র (শাসনকারী) এবং উগ্র অপেক্ষাও উগ্র, যাহার নাম—
ধর্ম্ম । অতএব ক্ষত্রিয়ের নিরস্ত্রা বলিয়া ধর্ম্মাপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ কিছু নাই ;
কারণ, অগচ্ছীব তাহা দ্বারা নিরমিত—নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত হইয়া থাকে ।
সেই নিরস্ত্র কি প্রকার উৎকৃষ্ট, তাহা বলা হইতেছে,—অবলীলান্ অতিশর

দুৰ্লভ ব্যক্তিও বলীয়ানকে—আপনার অপেক্ষা অধিকতর বলবান্ পুরুষকেও ধৰ্ম্মবলে আশংসা করে অর্থাৎ জয় করিতে ইচ্ছা করে,—জগতে গৃহস্থ লোক যেরূপ সর্বাধিক ক্ষমতাপন্ন রাজার সাহায্যে [জয়েচ্ছু হইয়া থাকে], তদ্রূপ; অতএব সৰ্ব্বাপেক্ষা অধিক বলশালী বলিয়া ধর্ম্মের ক্ষত্রিয়নিয়ন্তৃত্ব সিদ্ধ হইতেছে। লোকে যাহার ব্যবহার বা অনুষ্ঠান করিয়া থাকে,—যাহা সেই ব্যবহারাত্মক ধর্ম্ম, তাহাই প্রসিদ্ধ সত্য। সত্য অর্থ—শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য অর্থের যাপ্যার্থ্যবোধ; তাহাই লোককর্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়া ধর্ম্ম নামে পরিচিত হইয়া থাকে, যখন তাহাই আবার শাস্ত্রার্থরূপে জ্ঞানগোচর হয়, তখন ‘সত্য’ নামে অভিহিত হয়। যেহেতু, এইরূপই ব্যবস্থা, সেই হেতু ব্যবহারসময়ে, যে ব্যক্তি যথাশাস্ত্র কথা বলে, সত্য ও ধর্ম্মের স্বরূপাভিজ্ঞ সমীপস্থ লোকেরা তাহাকে বলিয়া থাকেন যে, এ ব্যক্তি ধর্ম্ম বলিতেছে—লোকপ্রসিদ্ধ গ্রাম্য (ধর্ম্ম) বলিতেছে; সেইরূপ যে ব্যক্তি এতদ্বিপরীতভাবে ধর্ম্ম কিংবা লৌকিক বিষয় বলিয়া থাকে, তাহাকে বলা হয় যে, এ ব্যক্তি ধর্ম্ম বলিতেছে অর্থাৎ শাস্ত্রসম্মত কথা বলিতেছে। ইহা—জ্ঞায়মান ও অনুষ্ঠায়মানরূপে যে উভয় তত্ত্ব (ধর্ম্ম ও সত্য) বলা হইল, প্রকৃতপক্ষে ইহা ধর্ম্মই, (ধর্ম্মের অতিরিক্ত নহে)। অতএব জ্ঞানাত্মক ও অনুষ্ঠানাত্মক সেই ধর্ম্মই শাস্ত্রজ্ঞ ও শাস্ত্রানভিজ্ঞ সকলকেই সমানভাবে নিয়মিত করিয়া রাখে; সেই জন্তই উহা ক্ষত্রিয়ের ও ক্ষত্র—দমনকারী। অতএব ধর্ম্মাভিমাত্রী অবিদ্বান্ পুরুষ ধর্ম্মবিশেষের অনুষ্ঠানার্থ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্ররূপ বর্ণ-বিশেষে আত্মাভিমান করিয়া থাকে; কেন না, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ত স্বভাবতই কর্ম্মাধিকারের নিমিত্তস্বরূপ অর্থাৎ ঐ সমস্ত বর্ণই পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্মাধিকারের প্রয়োজক ॥৫১॥১৪॥

তদেতদ্ ব্রহ্ম ক্ষত্রং বিট্ শূদ্রঃ, তদগ্নিনৈব দেবেষু ব্রহ্মা-
ভবদ্ ব্রাহ্মণো মনুষ্যেষু ক্ষত্রিয়েণ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্ণে ন বৈশ্যঃ
শূদ্রেণ শূদ্রস্তস্মাদগ্নাবেব দেবেষু লোকমিচ্ছন্তে ব্রাহ্মণে মনুষ্যে-
ষ্বেতাভ্যাং হি রূপাভ্যাং ব্রহ্মাভবৎ ।

অথ যো হ বা অস্মাল্লোকাং স্বং লোকমদৃষ্টু। প্রৈতি
স এনমবিদিতো ন ভুনক্তি, যথা বেদো বাহননৃত্তোহনৃত্তা
কর্ম্মাকৃতম্, যদিহ বা অপ্যনেবংবিদ্ মহৎ পুণ্যং কর্ম্ম করোতি

তদ্বাস্থাস্ততঃ কীর্যত এব, আত্মানমেব লোকমুপাসীত, স ব আত্মান-
মেব লোকমুপাস্তে ন হ্যশ্র কৰ্ম্ম কীর্যতে । অস্মাক্ষোবাত্মনো যদ
যৎ কাময়তে তত্তৎ সৃজতে ॥ ৫২ ॥ ১৫ ॥

সরলার্থঃ :—তং (পূৰ্ব্বোক্তং) এতং (বর্ণচতুষ্টয়ং) ব্রহ্ম, কল্পং, বিট্
(বৈশ্বঃ), শূদ্রঃ [সৃষ্ট ইতি শেষঃ] । তং (সৃষ্ট ব্রহ্ম) দেবেষু মধ্যে অগ্নিা এব
(অগ্নিস্বরূপেণৈব) ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণঃ) অভবৎ, মনুষ্যেষু ব্রাহ্মণঃ (ব্রাহ্মণস্বরূপেণ ব্রহ্ম)
কল্লিয়েণ (ইন্দ্রাদিনা দেবকল্লিয়েণ) [অধিষ্ঠিতঃ] কল্লিয়ঃ [অভবৎ], বৈশ্বেণ
(বসুপ্রভৃতিনা অধিষ্ঠিতঃ) বৈশ্বঃ (অভবৎ), শূদ্রেণ (পুৰালকণেন অধিষ্ঠিতঃ) শূদ্রঃ
[অভবৎ] । তস্মাৎ (হেতোঃ), দেবেষু (দেবানাং মধ্যে) [কর্ম্মফলেচ্ছায়াং সত্য্যঃ]
অগ্নৌ এব (অগ্নিস্বরূপং কর্ম্ম কৃত্বা) লোকং (কর্ম্মফলং) ইচ্ছন্তে (প্রার্থয়ন্তে)
[কর্ম্মিণঃ]; তথা মনুষ্যেষু (মনুষ্যাণাং মধ্যে) [কর্ম্মফলেচ্ছায়াং] ব্রাহ্মণে এব
(ব্রাহ্মণজাতিলাভেন এব) [লোকং ইচ্ছন্তি]; হি (বস্মাৎ) ব্রহ্ম (সৃষ্টিকর্তৃ)
এতাভ্যাং (ব্রাহ্মণায়িত্যাং—কর্ম্মকর্তৃধিকরণরূপাভ্যাম্) অভবৎ (এতচ্ছব-
রূপেণ অবিবাক্তন্ অভবদিত্যর্থঃ) ।

অথ (পক্ষান্তরে) যঃ হ বৈ (নিশ্চয়ে) স্বং (আত্মানং) লোকং (অবশ্য-
দ্রষ্টব্যং) অদৃষ্টা (অহং ব্রহ্মাশ্রীতি প্রত্যক্ষন্ অকৃত্বা) অস্মাৎ লোকাং (বর্তমান-
দেহগ্রহণরূপাং) প্রৈতি (গচ্ছতি—ম্রিয়তে), সঃ (আত্মা) অবিদিতঃ (অবি-
জ্ঞাতঃ সন্) এনং (প্রেতং) ন ভুনক্তি (ন পালয়তি, স ন মৃচ্যতে ইত্যর্থঃ) ।
[অত্র দৃষ্টান্তব্রহ্মহা—] যথা [লোকে] বেদঃ অননৃত্তঃ (অনদীতঃ), কর্ম্ম
(কৃত্বাদি) বা অকৃতং (অনিষাদিতং সৎ) [ন পালয়তি, তদং] । যং (যদি)
ইহ (সংসারে) বৈ অনেবংবিৎ (আত্মজ্ঞানরহিতঃ) মহৎ পুণ্যং কর্ম্ম অপি
(সম্ভাবনায়াং) কৰোতি (নিষাদয়তি), অশ্র (কর্ম্মিণঃ) তং (সৃষ্টিতং কর্ম্ম)
হ (নিশ্চয়ে) অস্ততঃ (অস্তে—অবসানে) কীর্যতে (নশ্রুতি) এব, [যং কৃতকং,
তদনিত্যমিতি ভাবঃ] । [অতঃ] আত্মানম্ এব লোকম্ উপাসীত (জানীত) ।
সঃ যঃ (যঃ কশ্চিৎ) আত্মানম্ এব লোকম্ উপাস্তে, অশ্র (উপাসিতুঃ) কর্ম্ম ন
হ (নৈব) কীর্যতে ; [কর্ম্মাভাবাদেব, ইতি নিত্যমুবাদোহয়ং] । [উপাসকঃ]
যং যং (অতীষ্টং) কাময়তে, অস্মাৎ আত্মনঃ এব হি (নিশ্চয়ে) তৎ তৎ সৃজতে
(আত্মলাভাদেব তত্ত সৰ্কার্পঃ সম্পাদ্যতে ইতি ভাবঃ) ॥৫২॥১৫॥

মূলানুবাদঃ :—এইরূপে সেই ব্রাহ্মণ, কল্লিয়, বৈশ্ব ও শূদ্র

সৃষ্ট হইল ; অতএব দেবগণের মধ্যে [ফলকামনা থাকিলে] অগ্নিতেই সেই ফল ইচ্ছা করিবে, অর্থাৎ অগ্নিসাধ্য যাগাদি কৰ্ম্ম দ্বারা সেই ফল লাভ করিবে, আর মনুষ্যের মধ্যে [ফলেচ্ছা থাকিলে] ব্রাহ্মণে প্রার্থনা করিবে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণলাভে যত্নপর হইবে ; কারণ, স্রষ্টা ব্রহ্ম এই উভয়েতেই—কৰ্ম্মের কর্তারূপে ব্রাহ্মণে, আর কৰ্ম্মের অধিকরণরূপে অগ্নিতে অবিকৃতভাবে প্রকটিত হইয়াছেন ।

পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি স্বলোককে—দর্শনীয় আত্মাকে দর্শন না করিয়া অর্থাৎ আত্মবিজ্ঞান লাভ না করিয়া ইহলোক হইতে প্রয়াণ করে, সেই ব্যক্তি অবিদিত—আত্মজ্ঞানবিহীন হওয়ায় এই আত্মলোক ভোগ করিতে সমর্থ হয় না ; যেমন বেদ অপঠিত থাকিয়া—অথবা যেমন কৃষিকৰ্ম্ম প্রভৃতি অসম্পাদিত অবস্থায় [কাহাকেও পালন করে না], ইহাও তদ্রূপ । জগতে এবং বিধ জ্ঞানবিহীন কোন লোক যদি মহৎ পুণ্য কৰ্ম্মও করেন, তাহার অনুষ্ঠিত সেই কৰ্ম্ম পরিণামে নিশ্চয়ই ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অতএব আত্মস্বরূপ লোকেরই উপাসনা করিবে । সেই যে ব্যক্তি আত্মলোকের উপাসনা করে, তাহার কৰ্ম্ম ক্ষীণ হয় না, অর্থাৎ কৰ্ম্ম না থাকায় তাহার আর কৰ্ম্মক্ষয়ের ভয় থাকে না ; সেই ব্যক্তি যাহা যাহা কামনা করে, এই আত্মা হইতেই তৎসমস্ত পাইয়া থাকে ॥ ৫২ ॥ ১৫ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্ :—তদেতচ্চার্য্যকৰ্ম্মং সৃষ্টম্—ব্রহ্ম কল্পং বিটু শূদ্র ইতি ; উক্তার্থ উপসংহারঃ । যত্ত্বং অষ্ট ব্রহ্ম, তদগ্নিনৈব, নাগ্নেয় রূপেণ, দেবেষু ব্রহ্ম ব্রাহ্মণজাতিঃ অভবৎ ; ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণস্বরূপেণ মনুষ্যেষু ব্রহ্মভবৎ ; ইতরেষু বর্ণেষু বিকারান্তরং প্রাপ্য ; ক্ষত্রিয়েণ ক্ষত্রিয়োহভবৎ—ইন্দ্রাদিদেবতাধিষ্ঠিতঃ, বৈশ্ণেয় বৈশ্যঃ, শূদ্রেণ শূদ্রঃ । যন্মাং ক্ষত্রাদিষু বিকারাপন্নম্, অগ্নৌ ব্রাহ্মণ এব চাবিকৃতং অষ্ট ব্রহ্ম, তন্মাদম্যাবেব দেবেষু দেবানাং মধ্যে লোকং কৰ্ম্মফলমিচ্ছন্তি, অগ্নিসম্বন্ধং কৰ্ম্ম কৃত্বৈত্যর্থঃ ; তদর্থমেব হি তদ্ব্রহ্ম কৰ্ম্মাধিকরণতেনাগ্নিরূপেণ ব্যবস্থিতম্ ; তন্মাত্রান্নিন্নগ্নৌ কৰ্ম্ম কৃত্বা তৎফলং প্রার্থয়ন্ত ইত্যেতদ্রূপপন্নম্ । ১

ব্রাহ্মণে মনুষ্যে—মনুষ্যাণাং পুনঃ মধ্যে কৰ্ম্মফলেচ্ছায়াং নাগ্নাদিনিমিত্ত-
ক্রিয়াপেক্ষা, কিং তর্হি, জাতিমাত্রস্বরূপপ্রতিলম্বেনৈব পুরুষার্থসিদ্ধিঃ । যত্র তু
দেবাধীনা পুরুষার্থসিদ্ধিঃ, তত্রৈবাগ্নাদিসম্বন্ধক্রিয়াপেক্ষা ; যত্বেচ—

“অপ্যেনৈব তু সংসিধ্যোদ্ভ্রাক্ষণে নাত্র সংশয়ঃ ।

কুর্যাদভ্যন্ত বা কুর্যাদ্ভ্যন্তো ব্রাক্ষণ উচ্যতে ।” ইতি ।

পারিত্রাজ্যদর্শনাচ্চ । তস্মাদ্ভ্রাক্ষণং এব মনুষ্যৈশ্চ লোকঃ কৰ্মফলমিচ্ছন্তি ।
যস্মাদেতাভ্যাং হি ব্রাক্ষণাগ্নিক্রপাভ্যাং কৰ্মকত্র ষিকরণক্রপাভ্যাং যং শ্রষ্ট্ৰ ব্রাক্ষ
সাক্ষাদভবৎ । ২

অত্র তু পরমাত্মলোকমমৌ ব্রাক্ষণে চেষ্টন্তীতি কেচিৎ । তদসং, অবি-
জ্ঞাতিকারে কৰ্মাধিকারার্থং বর্ণবিভাগস্ত প্রস্তুতত্বাং, পরেণ চ বিশেষণাং । যদি
হত্র লোকশব্দেন পর এবাভ্যোচ্যেত, পরেণ বিশেষণমনর্থকং ত্বাং—“সং লোকম-
দৃষ্টা” ইতি ; স্বলোকব্যতিরিক্তশ্চেদগ্ন্যাধীনতয়া প্রার্থ্যমানঃ প্রকৃতো লোকঃ, ততঃ
স্বম্—ইতি যুক্তং বিশেষণম্, প্রকৃতপরলোকনিবৃত্ত্যর্থত্বাং ; স্বত্বেন চাব্যভিচারাত্ত
পরমাত্মলোকস্ত ; অবিজ্ঞাকৃতানাঞ্চ স্বত্বব্যভিচারাত্ত ; ব্রবীতি চ কৰ্মকৃতানাং
ব্যভিচারং “ক্ষীয়ত এব” ইতি । ৩

ব্রাক্ষণা সৃষ্টা বর্ণাঃ কৰ্মার্থম্ ; তচ্চ কৰ্ম ধৰ্ম্মাধ্যং সৰ্ব্বানৈব কৰ্তব্যতয়া নিয়ন্তু
পুরুষার্থসাধনং চ ; তস্মাত্তেনৈব চেৎ কৰ্মণা স্বে লোকঃ পরমাত্মাখ্যোহবিদিতোহপি
প্রাপ্যতে, কিং তন্ত্বেব পদনীয়ত্বেন ক্রিয়তে ? ইত্যত আহ—অথেনি—পূৰ্ব্বপক্ষবি-
নিবৃত্ত্যর্থঃ । যঃ কশ্চিৎ হ বা অস্মাং সাংসারিকাং পিণ্ডগ্রহণলক্ষণাদবিজ্ঞাকাম-
কৰ্মহেতুকাং অগ্ন্যাধীনকৰ্ম্মাভিমানতয়া বা ব্রাক্ষণজাতিমাত্রকৰ্ম্মাভিমানতয়া বা
আগন্তুকাদশ্লক্ষপভূতাং লোকাত্ত সং লোকমাত্মাখ্যম্ আত্মত্বেনাব্যভিচারিত্বাং,
অদৃষ্টা—অহং ব্রাক্ষাশ্রীতি, প্রৈতি স্রিয়তে ; স যন্তপি স্বে লোকঃ অবিদিতঃ
অবিজ্ঞান-ব্যবহিতোহস্ব ইবাজ্ঞাতঃ ; এনং—সম্ব্যাহপূরণ ইব লৌকিকঃ, আত্মানং
—ন ভুনক্তি ন পালয়তি ন শোকমোহভয়াদিদোষাপনয়েন ; যথা চ লোকে বেদো-
হননুস্তঃ অনধীতঃ কৰ্ম্মাশ্রববোধকত্বেন ন ভুনক্তি ; অজ্ঞাতা লৌকিকং কৃষাদিকৰ্ম
অকৃতং স্বাত্মনা অনভিভ্যাজিতম্ আত্মীয়ফলপ্রদানেন ন ভুনক্তি, এবমাত্মা স্বে
লোকঃ সেনৈব নিত্যাত্মস্বরূপেণানভিভ্যাজিতোহবিদ্যাদিপ্রহাণেন ন ভুনক্তেব । ৪

নহু কিং স্বলোকদর্শননিমিত্ত-পরিপালনেন ?—কৰ্মণঃ ফলপ্রাপ্তিদৌৰ্ব্যাত্ত,
ইষ্টকলনিমিত্তস্ত চ কৰ্মণো বাহুল্যাং, তন্নিমিত্তং পালনমক্ষয়ং ভবিষ্যতি ? তন্ন ;
কৃতস্ত ক্ষয়বত্বাং, ইত্যেতদ্বাহ—যং ইহ বৈ সংসারেহকৃতবৎ কশ্চিদ্রহাঙ্গাপি
অনেবংবিৎ সং লোকং যথোক্তেন বিধিনা অবিদ্বান্ মহৎ বহু অবশেষাদি পুণ্যং
কৰ্ম ইষ্টকলমেব নৈরন্তর্যেণ কৰোতি—অনেনৈবানন্ত্যাং মহ ভবিষ্যতীতি, তৎ
কৰ্ম হ অজ্ঞাবিজ্ঞাতঃ অবিজ্ঞানিতকামহেতুত্বাং স্বয়দর্শনবিব্রমোদৃত-বিকৃতিবৎ

অন্ততঃ অন্তে ফলোপভোগস্ত ক্রীয়ত এব ; তৎকারণদ্বোরবিজ্ঞা-কাময়োশ্চলজ্ঞাৎ কৃতক্মরদ্বোব্যোপপত্তিঃ । তন্মাত্র পুণ্যকৰ্মফলপালনানন্ত্যাশা অন্ত্যেব । অত আত্মানমেব স্বং লোকম্—আত্মানমিতি স্বং লোকমিত্যগ্নির্থে, স্বং লোকমিতি প্রকৃতত্বাদিহ চ স্বশব্দস্তাপ্রয়োগাদুপাসীত । ৫

স য আত্মানমেব লোকমুপাস্তে, তত্ত্ব কিম্?—ইত্যাচ্যতে—ন হ্যস্ত কৰ্ম ক্রীয়তে, কৰ্ম্মভাবাদেব—ইতি নিত্যানুবাদঃ । যথা অবিদ্বঃ কৰ্ম্মক্মরলক্ষণং সংসারহঃখং সন্ততমেব ; ন তথা তদস্ত বিদ্বত ইত্যর্থঃ ; “মিথিলান্নাং প্রদীপ্তান্নাং ন মে দহতি কিঞ্চন” ইতি যদ্বৎ ।”

স্বাত্মলোকোপাসকস্ত বিদ্বদ্বো বিজ্ঞাসংযোগাৎ কৰ্ম্মেব ন ক্রীয়তে ইত্যপরে বর্ণয়ন্তি ; লোকশব্দার্থঞ্চ কৰ্ম্মসমবায়িনং দ্বিধা পরিকল্পয়ন্তি কিল,—একো ব্যাকৃতা-বহুঃ কৰ্ম্মাশ্রয়ো লোকো হৈরণ্যগর্ভাখ্যঃ, তং কৰ্ম্মসমবায়িনং লোকং ব্যাকৃতাং পরিচ্ছিন্নং য উপাস্তে, তত্ত্ব কিল পরিচ্ছিন্নকৰ্ম্মায়দর্শিনঃ কৰ্ম্ম ক্রীয়তে । তমেব কৰ্ম্মসমবায়িনং লোকমব্যাকৃতাংবহুং কারণরূপমাপাণ্ড যন্তুপাস্তে, তত্ত্বাপরিচ্ছিন্ন-কৰ্ম্মায়দর্শিত্বাৎ তত্ত্ব চ কৰ্ম্ম ন ক্রীয়ত ইতি ॥ ৭

ভবতীয়াং শোভনা কল্পনা, ন তু শ্রোতী, স্বলোকশব্দেন প্রকৃতস্ত পরমাত্মনো-হভিহিতত্বাৎ, স্বং লোকমিতি প্রস্তুত্যা স্বশব্দং বিহারায়শব্দপ্রক্ষেপেণ পুনস্তত্ত্বৈব প্রতিনির্দেশাৎ—আত্মানমেব লোকমুপাসীতেতি ; তত্র কৰ্ম্মসমবায়িলোককল্পনান্না অনবসর এব । ৮

পরেণ চ কেবলবিজ্ঞাবিষয়েণ বিশেষণাৎ—“কিং প্রজ্ঞা করিষ্যাম, বেবাং নোহয়মাত্মারং লোকঃ” ইতি । পুত্রকৰ্ম্মাপরবিজ্ঞাকৃতেভ্যো হি লোকেভ্যো বিশিনষ্টি—অয়মাত্মা নো লোক ইতি । “ন হ্যস্ত কেনচন কৰ্ম্মণা লোকো মীয়তে, এষোহস্ত পরমো লোকঃ” ইতি চ । তৈঃ সবিশেষনৈরষ্ট্রেকবাক্যতা যুক্তা ; ইহাপি স্বং লোকমিতি বিশেষণদর্শনাৎ । ৯

অগ্নাৎ কাময়ত ইত্যযুক্তমিতি চেৎ ; ইহ স্মো লোকঃ পরমাত্মা, তদুপাসনাৎ স এব ভবতীতি স্থিতে, যদ্ যৎ কাময়তে, তত্তদগ্নাদাত্মনঃ সৃজতে ইতি তদাত্ম-প্রাপ্তিব্যতিরেকেণ ফলবচনযুক্তমিতি চেৎ ; ন ; স্বলোকোপাসনস্ততিপরত্বাৎ । স্বম্মাদেব লোকাং সৰ্ব্বমিষ্টং সম্পত্ত্বত ইত্যর্থঃ, নাভ্যদতঃ প্রার্থনীয়ম্, আপ্তকামত্বাৎ । “আত্মতঃ প্রাণ আত্মত আশা” ইত্যাদিশ্রুত্যন্তরে যথা ; সৰ্ব্বাত্মভাবপ্রদর্শনার্থো বা পূর্ববৎ । ১০

যদি হি পর এবাত্মা সম্পত্ত্বতে, তদা যুক্তঃ “অগ্নাক্যেবাত্মনঃ” ইত্যাত্মশব্দ-

প্রয়োগঃ—স্বাদেব প্রকৃতাভ্যনো লোকাদিত্যেবমর্থঃ ; অথবা অব্যাকৃতা-
বহাৎ কর্মণে। লোকাদিত্যি সবিশেষণমবক্ষ্যৎ, প্রকৃতপরমাভ্যলোকব্যাবৃত্তয়ে
ব্যাকৃতাবহাব্যাবৃত্তয়ে চ । ন হস্মিন্ প্রকৃতে বিশেষিতে অশ্রুতান্তরালাবহা
প্রতিপত্ত্বং শক্যতে ॥৫২॥১৫॥

টীকা। পুনরুক্তিবৈবর্থ্যমাশঙ্কোক্তম্—উত্তরার্থ ইতি । পূর্বত্র দেবেষু দর্শিতস্ত বর্ণবিভাগস্ত
মনুষ্টেবস্তরগ্রহেণ যোজন্যর্থ ইতি যাবৎ । সৃষ্টবর্ণচতুষ্টয়নিবৃষ্টমবাস্তরবিভাগমভিধাতুমারভতে—
যৎ তদিত্যি । নাশ্চেন দেবাস্তররূপেণ ক্ষত্রাদিবিকারমন্তরেণেতি যাবৎ । বিকারান্তরমগ্নি-
ত্রাক্ষণলক্ষণম্ । ক্ষত্রিয়েণেত্যত্র বিবক্ষিতমর্থমাহ—ইন্দ্রাদিদেবতামিহিত্যি ইতি । বৈশ্বেনেতি
বহাভ্যভিহিত্যিভ্যমুচ্যতে । শূদ্রেণেতি পূবামিহিত্যিভ্যম্ । অগ্নাদিভাবনাপরন্তু ক্ষত্রাদিভাবো ন তু
ক্ষত্রাদিভাবমপন্নস্তাগ্নাদিভাবঃ, ইত্যেতাবদ্বায়েণ ত্রাক্ষণো বিকৃতত্বাবিকৃতত্বমগ্নিত্রাক্ষণস্ত্যর্থ-
মুক্তমিত্যিভ্যেতৎ তন্মাদিত্যাদি ব্যাচষ্টে—ব্রহ্মাদিত্যি । যথোক্তপ্রার্থনারা স্তাযাহ সাধয়তি—
তদর্থমেবেতি । কর্ম্মকলনানার্থমিতি যাবৎ । ১

মনুষ্যাণাং মধ্যে কমপি মনুষ্যমবলম্ব্য কর্ম্মকলতোগোপেকারামদিকরণম্পদানভাবেনাব-
হিতায়ীন্দ্রাদিনিমিত্তক্রিয়াপেকা নাশ্চি, কিন্তু ত্রাক্ষণজ্ঞাতিপ্ৰাপ্তিমায়েণ তৎসম্বন্ধঃ জপাদি-
কর্ম্মাবশস্তাবীতি তন্মাত্রেণ পূর্ব্বার্থঃ সিধ্যতীতি প্রতীকগ্রহণপূর্ব্বকমাহ—মনুষ্যাণামিহি । কুত্র
তর্হি যথোক্তক্রিয়াপেক্যেতি, তত্রাহ—যত্র ইতি । দেবানাং মধ্যেঃগ্নিসংবন্ধমেব কর্ম্ম কুত্র
পূর্ব্বার্থলভ্যঃ, মনুষ্যাণাং মধ্যে তু ত্রাক্ষণ্যপ্রযুক্তজপাদিমায়েণ তৎপ্রাপ্তিরিত্যত্র প্রশংসামাহ—
শূত্রেণেতি । জপগ্রহণং জ্ঞাতিমাত্রপ্রযুক্তকর্ম্মোপলক্ষণার্থম্ । অন্তদগ্নিসংবন্ধঃ কর্ম্ম । কোঃয়ঃ
ত্রাক্ষণো নাম ? তত্রাহ—মৈত্র ইতি । সর্কেষু ভূতেষুতরপ্রদো বিশিষ্টজ্ঞাতিমানিতি যাবৎ ।
নহু যথোক্তশূত্রেত্রাক্ষণ্যপ্রতিলম্ব্যমাত্রাদভ্যুদয়লাভেঃপি কুতস্ততো নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিত্ত্বাহ—
পারিত্রাজ্যেতি । ত্রাক্ষণ্য বুঝায়োম ভিক্ষাচর্য্যঃ চরতীতি ত্রাক্ষণ্য পারিত্রাজ্যঃ শ্রয়তে, তচ্চ
সংস্তাসাব্রক্ষণঃ স্থানমিতি ত্রাক্ষণলোকসাধনঃ গম্যতে । অতশ্চ ত্রাক্ষণজ্ঞাতিনিমিত্তঃ লোকসিদ্ধতীতি
বুক্তমিত্যর্থঃ । ত্রাক্ষণে মনুষ্টেহিত্যক্তার্থমুপসংহরতি—তন্মাদিত্যি । হেতুবাক্যমাদায় ব্যাচষ্টে—
ব্রহ্মাদিত্যি । হিশকার্য্যো ব্রহ্মাদিত্যুক্তং, যৎ প্রষ্ট ত্রাক্ষ, তদেতাত্যাং ব্রহ্মাৎ সাক্ষাদভবৎ, তদাদগ্না-
বেবেতাদি বুক্তমিতি যোজন্য । ২

অর্ঘ্যো হহা ত্রাক্ষণে চ দহ্য পরমাত্মলক্ষণং লোকমাপ্তুমিচ্ছতীতি তর্কপ্রপঞ্চব্যাখ্যানমনু-
বদতি—অত্রোতি । সত্তমী তন্মাদিত্যাদিবাচ্যবিষয়ঃ । প্রক্রমালোচনায়াঃ কর্ম্মকলমিহ লোক-
শকার্য্যো ন পরমাত্মা, প্রক্রমস্তত্রপ্রসঙ্গাদিত্যি দুষয়তি—তদসদিত্যি । কর্ম্মাধিকারার্থঃ কর্ম্মহ
প্রবৃত্তিসিদ্ধার্থমিতি যাবৎ । বাক্যশেষগতবিশেষণবশাদপি কর্ম্মকলমৈবাত্র লোকশলবাচ্য-
মিত্যাহ—পরেণ চেতি । তদেব অপেক্ষতি—যদি হীতি । পরশক্যে বসিতি বিশেষণঃ
ব্যাবর্ত্যাতাবার ঘটতে চেৎ, যৎপক্ষেঃপি কথং তদুপপত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—বলোকেতি । পর-
শকোহনাত্তবিষয়ঃ । নহু প্রকৃতে বাক্যো লোকশকেন পরমাত্মা নোচ্যতে চেৎ, উত্তরবাক্যোঃপি
তেন নাসাবুচ্যতে, বিশেষণাব্যবহিত্যাশঙ্ক্য বিশেষণসামর্থ্যাগ্নৈবনিত্যাহ—ববেৎ চেতি । কর্ম্ম-

ফলবিষয়ত্বেনাপি বিশেষণস্ত নেতুং শক্যত্বাৎ বিশেষসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—অবিচ্ছেদিতি । তেবাং
দ্বন্দ্বপব্যক্তিচারে বা ক্যশেবং প্রমাণয়তি—ব্রবীতি চেতি । ১

উত্তরবাক্যাব্যবর্ত্যঃ পূর্বপক্ষমাহ—ব্রহ্মণেতি । তৎপুনরুচ্যেতনমকিঞ্চিকরমিত্যাশঙ্ক্যাহ—
তচ্চেতি । সর্গেরেব বর্ণেঃ স্বস্ত কৰ্ত্তব্যতয়া তান্ প্রতি নিয়ন্তু ভূত্বেনি যোজনম্ । তস্ত
পূর্বোপায়ত্বপ্রসিদ্ধিমানয় ফলিতমাহ—তস্মাদিতি । অবিদিতোপীতি ছেদঃ । দেবতাগুণকৰ্ম
মুক্তিহেতুরিতি পক্ষঃ প্রতিক্ষেপ্তমুদ্বৃত্তঃ বাক্যমুখাপয়তি—অত আহেতি । জ্ঞানাদেব মুক্তির্ন
কৰ্ম্মণেতাগমপ্রসিদ্ধমিতি নিপাতয়োর্থঃ । তত্র নিমিত্তমুপাদানঃ চেতি দ্বয়ং সংক্ষিপতি—
অবিচ্ছেদিতি । নিমিত্তঃ বিবৃণোতি—অগ্ন্যাধীনেতি । আত্মাণস্ত লোকস্ত সৰ্বে হেতুমাহ—
আত্মহেনেতি । অহং ব্রহ্মস্মিতাদৃষ্টেতি সম্বন্ধঃ । যঃ পরমাত্মানমবিদিত্যেব ত্রিভূতে, তমেনং
পরমাত্মা ন পালয়তীতি যোজনম্ । পরমাত্মনঃ স্বরূপহাদবিদিত্তাপি-পালয়িত্বং স্তাদিত্যা-
শঙ্ক্যাহ—স যন্তনীতি । লোকশব্দাদুপরিষ্টাভিপাশীতি দ্রষ্টবাম্ । অবিদিত ইত্যস্ত বাধ্যানম-
বিচ্ছতেত্যাদি । পরমাত্মাণ্যো লোকো নাজাতো ভূনক্তীত্যত্র কৰ্ম্মফলভূতং লোকং বৈধৰ্ম্ম্য-
দৃষ্টান্ততয়া দর্শয়তি—অস্ব ইবেতি । অজ্ঞাতস্তাপালয়িত্বং সাধৰ্ম্ম্যদৃষ্টান্তমাহ—সংগেতি । যথা
লৌকিকো দশমো দশমোহস্মিত্যজাতো ন শোকাদিনিবর্তনেনাত্মানং ভূনক্তি, তথা পরমাত্মা-
পীত্যর্থঃ । তত্রৈব অকৃত্যং দৃষ্টান্তদ্বয়ং ব্যাচষ্টে—যথা চেতাদিনা । অবিচ্ছাদীত্যাশিদ্ধেন
তদ্বৎ সৰ্বং সংগৃহ্যতি । ৪

যদিহেত্যাদিবাক্যাপোহঃ চোক্তমুখাপয়তি—নয়তি । নহনিষ্টফলনিমিত্তস্তাপি কৰ্ম্মণঃ
ফলপ্রাপ্তিগ্ৰৌবাৎ কথং কৰ্ম্মণা যোকঃ সংস্কৃতি, তদ্রাহ—ইষ্টেতি । বাহ্যলক্ষণমধাদিকৰ্ম্মণে
নহন্তরং, তন্নি ছরিতমভিভূয় যোকমেব সম্পাদয়িত্বতীত্যর্থঃ । যৎ কৃতকং তদনিত্যমিতি
জ্ঞায়মানিত্য পরিহরতি—তদ্রেত্যাদিনা । সপ্তমার্থঃ সংসার ইতি নিপাতার্থঃ স্মরতি—অভূত-
বদিতি । অনেবদিত্বং ব্যাকরোতি—সং লোকমিতি । যথোক্তো বিধিরব্যবহারিকোদিত্যর্থঃ ।
পুণ্যকৰ্ম্মচ্ছিত্রেণ ছরিতপ্রসক্তিং নিবারয়তি—নৈরন্তর্যেণেতি । তথা পুণ্যং সন্ধিতোহভিপ্রায়-
মাহ—অনেনেতি । প্রকৃত্যবচ্ছবাপেক্ষিতং কথয়তি—তৎ কৰ্ম্মেতি । প্রাপ্তকৃত্যরন্তোতী
হেতি নিপাতঃ । কারণরূপেণ কার্যাস্ত্র ঋষয়মাশঙ্ক্যাহ—তৎকারণয়োৱিতি ।

মুক্তেরনিত্যত্বদোষসমাধিস্তির্হি কেন প্রকারেণ স্তাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—অত ইতি । আত্মশব্দার্থ-
মাহ—সং লোকমিতি । তদেব স্মৃতিয়তি—আত্মানমিতি । আত্মশব্দস্ত প্রকৃত্যলোক-
বিষয়ত্বং হেতুস্তরমাহ—ইহ চেতি । প্রযোগে তু পুনরুক্তিতবাদর্থান্তরবিষয়ত্বমপি স্তাদিত্যর্থঃ । ৫

বিচ্ছাদফলমাকাঙ্ক্ষাহার্য নিক্ষিপতি—স য ইতি । কৰ্ম্মফলস্ত ক্ষয়িত্বমুক্ত্যঃ কৰ্ম্মণোহক্ষয়ত্বং
বলতো ব্যাহতিমাশঙ্ক্যাহ—কৰ্ম্মেতি । বাক্যস্ত বিবক্ষিতমর্থং বৈধৰ্ম্ম্যদৃষ্টান্তেন ব্যাচষ্টে—যথেনিতি ।
অবিদ্বদ্ব ইতি ছেদঃ । কৰ্ম্মক্ষয়েহপি বা বিদ্বদ্বো দুঃখাভাবে দৃষ্টান্তমাহ—নিমিলয়ামিতি । ৬

আত্মানমিত্যাশি কবেলজ্ঞানামুক্তিরিত্যেবংপরতয়া বাধ্যতঃ, সম্প্রতি তত্র ভূত্বপ্রপঞ্চ-
ব্যাখ্যানমুখাপয়তি—বাহেতি । আত্মলোকোপাসকস্ত কৰ্ম্মাভারে কথং তদক্ষয়বাতোহুক্তি-
রিত্যাশঙ্ক্য কৰ্ম্মাভাবস্তাসিদ্ধিমভিসংকায় কৰ্ম্মসাধ্যং লোকং ব্যাকৃত্যব্যাকৃতরূপেণ ভিন্ধতি—
লোকশব্দার্থং চেতি । ঔৎপ্রেক্ষিকী কল্পনা, ন তু জ্যোতীতি বক্তুং কিলেতু্যক্তম্ । তত্রাত্ম-

লোকশকার্ধমন্ত তদুপাসকস্ত নোবমাহ—এক ইতি । পরিচ্ছিন্নঃ কৰ্ম্মাচ্ছা, তৎসাধ্যো ব্যাকৃতা-
বহ্মো লোকস্তন্নিহংগ্রহোপাসকস্তেতি যাবৎ । কিলশকস্ত পূৰ্ব্ববৎ । দ্বিতীয়ঃ লোকশকার্ধমন্ত
তদুপাসকস্ত লান্তঃ দৰ্শয়তি—তমেবেতি । যথা কুণ্ডলাদেবন্তর্কহিরন্ময়ণে, স্বৰ্ণপুষ্টিরিত্তরূপানু-
পলভ্যন্তরূপেণান্ত নিত্যং, তথা কৰ্ম্মসাধাঃ হিরণ্যগর্ভাদিলোকঃ কার্ধ্যাদিব্যাকৃতঃ কারণ-
মেবেত্যাকীকৃত্য যন্তন্নিহংগ্রহোপাস্তে, তস্তাপরিচ্ছিন্নকৰ্ম্মসাধ্যলোকোপাসকত্বাদ্ব্রজবিতঃ
কর্দ্বিৎ ৮ ঘটতে, তস্ত যদ্যৈষেব কৰ্ম্ম, তেন তস্ত তন্ন কীরতে । যঃ পুনরেষেতাবহ্মানুপাস্তে,
তস্ত্যৈষেব কৰ্ম্ম ভবতীতি হি ভর্তৃপ্রপঞ্চৈকরূপমিত্যর্থঃ । ৭

আত্মানমিতাদিনসমুচ্চয়পরমিতি প্রাপ্তঃ পঞ্চঃ প্রতাহ—ভবতীতি । শ্রোতব্রাহ্মণে হেতু-
মাত—বলোকেতি । যঃ লোকমদৃষ্টেত্যত্র স্বলোকশকেন পরন্ত প্রকৃতস্তাত্মানমেবেত্যত্র প্রকৃত-
হানাপ্রকৃতপ্রক্রিয়াপরিহারার্থমুক্তহ্যান্নাত্র লোকবৈবিধ্যাকল্পনা যুক্তেত্যর্থঃ । লোকশকেনাত্র
পরমাত্মপরিগ্রহে হেহন্তরমাহ—যঃ লোকমিতীতি । যথা লোকস্ত স্বশকার্ধো বিশেষণঃ,
তথাত্মানমিত্যত্র স্বশকপর্য়ায়াস্বশকার্ধস্তত্র বিশেষণঃ দৃশ্যতে, ন চ কৰ্ম্মকলস্ত মুখ্যমাত্মদমনতো
লোকশকোহত্র পরমাত্মৈবেত্যর্থঃ । প্রকরণাধিশেষণাচ্চ সিদ্ধমর্থঃ দর্শয়তি—তত্রোতি । ৮

পরন্তেব লোকশকার্ধে হেহন্তরমাহ—পরেণেতি । উক্তমেব প্রপঞ্চয়তি—পুত্রোতি । অথ
পরেণুবাক্যে পরমাত্মা লোকশকার্ধঃ,—প্রকৃতে তু কৰ্ম্মকলমিতি ব্যবহৃত্যি-চেৎ, নৈবমেক-
বাক্যদ্বন্দ্ববে তদ্ব্যবস্তায়াহাদিত্যাহ—তৈরিতি । একবাক্যদ্বন্দ্ববর্ণনামেব দর্শয়তি—
ইহাপীতি । যদোত্তরব্রাহ্মণাদিশকেন লোকো বিশেষিতস্তাত্মানমিত্যত্রোপাস্বশকেন বিশেষ্যতে ।
পূর্ববাক্যে চ যঃ লোকমদৃষ্টেতি স্বশকেনাত্মবাচিনা তস্ত বিশেষণঃ দৃশ্যতে । তথা চ পূর্বা-
লোচনার্যমেকবাক্যবিস্তিরিত্যর্থঃ । ৯

প্রকরণেন পরন্ত লোকশকার্ধমন্তঃ লিঙ্গবিরোধাদিতি চোদয়তি—অন্যাদিতি । তদেব
বিবৃণোতি—ইহেত্যাদিনা । অর্থবাদনঃ লিঙ্গঃ ন প্রকরণলবদিত্যি মহা সমাধত্তে—নেত্যাদিনা ।
স্ততিমেব স্পষ্টয়তি—অন্যাদেবেতি । লোকাং জ্ঞাতাদিতি শেবঃ । যথা ভান্নোগো স্তত্বার্থ-
মায়নঃ প্রষ্টেদ্বমুচ্যতে, তথাত্রোপাস্বশলোকঃ স্তোক্তমেতৎ ফলবচনমিত্যাহ—আন্তত ইতি । ভবতু
বা, বা বা তুং; অন্যাক্ষবেতাদিরর্থবাদঃ, তথাপি তস্ত সর্বাশ্বত্বপ্রদর্শনার্ধ্যবাহুভূমত্র লোক-
শকেন পরমাত্মগ্রহণমিত্যাহ—সর্বাশ্বত্বমিতি । তন্মাৎ তৎ সর্বাশ্বত্বমিতি বাক্যঃ স্পষ্টায়তি—
পূর্ববদিতি । ১০

কিং, আত্মশকস্ত ত্রিধাপরিলেখনশূন্যার্থবাচিতার্য বচ্যোপোতীত্যাদিত্যেদেন সিদ্ধব্রাহ্মণসমা-
নাদিকরণ-লোকশকস্তাপি তদর্থবৎ পরন্তেবাত্র লোকমিত্যাহ—অপি ইতি । কিং চ, যদি
লোকশকেন পরং হিয়ার্থান্তরমুচ্যতে, তদা সবিশেষণং বাক্যং জ্ঞাৎ, অন্তথা যঃ শ্লোকমিতি
প্রকৃতপরমাত্মলোকস্ত স্বংপক্ষেৎসরোক্তব্রজলোকস্ত চ বাবুভ্যাবোধ্যং । ন চাত্র সবিশেষণং
বাক্যং সূত্রং, অতঃ যঃ লোকমিতি প্রকৃতঃ পরমাত্মেবাত্রোপি লোক ইত্যাহ—অন্তথেতি ।
বিশেষণং বিনৈবাত্মাদিত্যত্র পরাপরাত্ম্যমর্থান্তরঃ কিং ন ত্র্যাদিত্যশব্দাহ—ন ইতি । যঃ
লোকমিতি প্রকৃতে পরমাত্মাত্মানমেবেতি বিশেষিতে চাক্যাকৃতার্থা পরাপরাত্ম্যমর্থান্তরানবহা
ন প্রতিপত্তঃ প্রকৃতে, তস্তাঃ স্তত্বার্থবাদিত্যর্থঃ । ১১ । ১২ ।

ভাষ্যানুবাদ :—এইরূপে ব্রাহ্মণ, কল্লির, বৈশ্ব ও-শূদ্র, এই চাতুর্ভর্ণ্য সৃষ্ট হইল ; মনুষ্যের মধ্যেও এই বর্ণ-বিভাগের প্রয়োজন হইবে ; এই স্রষ্টা পূর্বোক্ত সৃষ্টির এখানে উপসংহার বা পুনরুন্মেষ করা হইল । সেই যে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্ম, তিনি দেবগণের মধ্যে অগ্নিরূপেই ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রাহ্মণজাতি হইয়াছিলেন, অথ কোনরূপে নহে ; মনুষ্যগণের মধ্যে ব্রাহ্মণরূপেই ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন ; অপরাপর বর্ণের মধ্যে তিনি রূপান্তর অবলম্বন করিয়া প্রকটিত হইয়াছিলেন (১) ।

কল্লিরূপে অর্থাৎ ইজ্জপ্রভৃতি দৈব কল্লিরে অধিষ্ঠিত হইরা কল্লির এবং দৈব-বৈশ্বাধিষ্ঠিতরূপে বৈশ্ব এবং শূদ্র-পূর্বাধিষ্ঠিত হইরা শূদ্ররূপে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন । যেহেতু, সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্ম কল্লিয়াদি বর্ণত্রয়ে বিকারাপন্ন, কেবল অগ্নি ও ব্রাহ্মণেই অবিকৃত ; সেই হেতু দেবগণের মধ্যে কর্মফল পাইতে হইলে অগ্নিতেই তাহা ইচ্ছা করিয়া থাকেন ; [বুদ্ধিতে হইবে,] অগ্নিসম্পর্কিত যজ্ঞাদি কর্ম করিয়া [ফল পাইতে ইচ্ছা করেন] ; কারণ, ইহার জগুই ব্রহ্ম যজ্ঞাদি কর্মের অধিকরণ-স্বরূপ অগ্নিরূপে অবস্থিত হইয়াছেন ; অতএব সেই অগ্নিতে কর্মসম্পাদন করিয়া যে, কর্মের উপযুক্ত ফল পাইতে ইচ্ছা করিয়া থাকে, ইহা সম্ভবই বটে । ১

অবার মনুষ্যের মধ্যে কর্মফললাভের অভিলাষ থাকিলে ব্রাহ্মণেই তাহা প্রার্থনা করিয়া থাকেন, সেখানে আর অগ্নিপ্রভৃতি সাধনসাপেক্ষ ক্রিয়ার প্রয়োজন হয় না ; পরন্তু, কেবল জাতিমাত্রাভেই (ব্রাহ্মণাভেই) পুরুষের অভীষ্টসিদ্ধি হইয়া থাকে ; আর যেখানে পুরুষার্থসিদ্ধি অর্থাৎ পুরুষের অভীষ্টফলপ্রাপ্তি দেবতার অধীন,—দেবতার অনুগ্রহে পাইতে হয়, কেবল সেখানেই অগ্নিপ্রভৃতির অধীন ক্রিয়ার অপেক্ষা, (অস্ত্র নহে) । যেহেতু, স্মৃতিশাস্ত্রও বলিয়াছেন—‘ব্রাহ্মণ একমাত্র জপের দ্বারাই (স্বজাত্যুচিত কর্ম দ্বারাই) সম্যক সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন, ইহাতে আর সংশয় নাই ; অস্ত্র (অগ্নিসম্বন্ধ যজ্ঞাদি) কর্ম করুক আর না-ই করুক, যিনি মৈত্র—পর্বভূতের হিতেরত—অভয়প্রদ, তিনিই

(১) ভাষণার্থ—ব্রহ্ম দেবগণের মধ্যে প্রথমে অগ্নিরূপে প্রকটিত হইলেন, তাহার পর সেই অগ্নিরূপে থাকিয়াই দেব কল্লির-বৈশ্বাদির সৃষ্টি করিলেন ; আবার মনুষ্যের মধ্যে তিনি প্রথমেই ব্রাহ্মণরূপে প্রকটিত হইলেন ; শেষে সেই ব্রাহ্মণরূপে থাকিয়াই মানবীর কল্লির ও বৈশ্বাদির সৃষ্টি করিলেন ; কাজেই অগ্নি ও ব্রাহ্মণকে অবিকৃত ব্রহ্ম-সৃষ্টি বলা হইল, আর অপরাপর কল্লিরাদি-সৃষ্টিতে অগ্নি ও ব্রাহ্মণরূপ বিকারের সাহায্য অপেক্ষিত থাকায়, কল্লিাদি-সৃষ্টিকে বিকারান্তর দ্বারা সৃষ্টি বলা হইল ।

ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন' ইতি । পারিব্রাহ্ম্যদর্শনও ইহার অন্ত কারণ (২) । যেহেতু, অষ্টা ব্রহ্ম, কৰ্ম্মের কৰ্ত্তা ব্রাহ্মণ ও কৰ্ম্মের অধিকরণ অগ্নি, এই উভয়রূপেই প্রকটিত হইয়াছেন ; সেই হেতু মনুষ্যগণের মধ্যে ব্রাহ্মণের দ্বারাই অতীষ্ট লোক অর্থাৎ কৰ্ম্মফল পাইতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন । ২

এ স্থলে কেহ কেহ ব্যাখ্যা করেন যে, 'লোক' অর্থ পরমাত্মা ;—অগ্নিতে ও ব্রাহ্মণে সেই পরমাত্ম-লোক লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন । কিন্তু সেরূপ ব্যাখ্যা সঙ্গত হয় না ; কেন না, যতদিন জীব অবিজ্ঞার অধিকারে থাকে, ততদিনই তাহার কৰ্ম্মেতে অধিকার । বর্ণবিভাগ সেই কৰ্ম্মামুষ্ঠানেরই উপযোগী ; এই জন্যই এখানে বর্ণবিভাগ বর্ণিত হইয়াছে ; পরবর্তী বাক্যেও এই বিষয় বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন । এখানে 'লোক' শব্দে যদি পরমাত্মাই উক্ত হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই 'স্বং লোকম্ অদৃষ্টা' এইরূপে বিশেষ করিয়া বলিবার কোনই আবশ্যক হইত না । পক্ষান্তরে, এখানে যদি স্ব-লোকাতিরিক্ত অন্ত কোনও প্রার্থনীয় লোকের প্রস্তাব থাকিত—যাহা অগ্নির অধীন, তাহা হইলেই সেই প্রস্তাবিত 'লোকে'র ব্যাবৃদ্ধির জন্য এখানে 'স্ব'-বিশেষণের সার্থকতা হইতে পারিত ; [কিন্তু সেরূপ ত কোনও প্রসঙ্গ নাই] ; কারণ, পরমাত্মা যে, সকলেরই 'স্ব', এ কথাই কোথাও ব্যাভিচার নাই ; আর অবিজ্ঞাকৃত বস্তুমাত্রেরই স্বত্বের (আত্মতাবের) ব্যাভিচার রহিয়াছে, অর্থাৎ আবিষ্টক কোন বস্তুই 'স্ব' (আত্মা) হইতে পারে না ; বিশেষতঃ শ্রুতি নিজেই কৰ্ম্মজন্য বস্তুমাত্রের স্বত্ব নিবেদন করিয়া বলিবেন, যথা—“কীয়তে এব” (নিশ্চয়ই করপ্রাপ্ত হয়) ইতি । ৩

ব্রহ্ম যে কৰ্ম্মসম্পাদনের জন্য চারিবিধের সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই কৰ্ম্মের নাম ধৰ্ম্ম ; কৰ্ত্তব্যরূপে বিহিত সেই কৰ্ম্ম সর্ববর্ণেরই নিয়ন্তা এবং পুরুষার্থসিদ্ধিরও উপায় । যদি স্ব-লোক পরমাত্মাকে না জানিলেও কৰ্ম্ম দ্বারাই সেই পরমাকে পাওয়া যায়,

(২) তাৎপৰ্য্য—এখানে আশঙ্কা হইয়াছিল এই যে, ভাল, ব্রাহ্মণ্যলাভই যদি মানুষের প্রধান প্রার্থনীয় হয়, তাহা হইলেও উহা হইতে কেবল অত্যাধর কৰ্ম্মাদি কলপ্রাপ্তি বাধ্য হইতে পারে, কিন্তু জীবের অকৃত লক্ষ্য যে নিঃশেষন—মুক্তি, তাহা সিদ্ধ হইবে কিম্বা ? তদন্তরে বলিতেছেন—“ব্রাহ্মণা বুখার অথ তিক্কাচৰ্য্য চরতি” অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীজন হইতে উচিত হইয়া তিক্কাচৰ্য্য (সন্ন্যাস) অবলম্বন করিবেন, এই শ্রুতিতে ব্রাহ্মণের পারিব্রাহ্ম্য বা সন্ন্যাস গ্রহণের বিধান রহিয়াছে ; সন্ন্যাসীজন ব্রহ্মসাক্ষ্যেরই উপযুক্ত হইবে ; কাজেই ব্রাহ্মণ্যকেও ব্রহ্মসাক্ষ্যের সাধন বলিতে পারা যায় ; সুতরাং ব্রাহ্মণ্যকেই জীবের চরম লক্ষ্য ব্রহ্মসাক্ষ্যের প্রধানতম উপায় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ।

তাহা হইলে, তাহাকে জানিয়া ফল কি ? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—‘অথ’ ইত্যাদি । উক্ত পূৰ্ব্বপক্ষ নিরাসার্থ ‘অথ’ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে । যে কোন ব্যক্তি, স্বলোককে—আত্মারূপে অব্যভিচারী পরমাত্মাকে ‘অহং ব্রহ্মাস্মি’রূপে না জানিয়া অবিজ্ঞা ও তন্মূলক কাম ও কৰ্ম্মপ্রসূত অধিসাধ্য কৰ্ম্মাধীন বলিয়াই হউক, আর শুদ্ধ ব্রাহ্মণ-জাত্যুচিত কৰ্ম্মাভিমানমূলক বলিয়াই হউক নিশ্চয়ই আগন্তুক [অতএব] অনাত্মভূত এই সাংসারিক দেহধারণাত্মক লোক হইতে (জন্ম-মরণ-প্রবাহাত্মক সংসার হইতে) প্রয়াণ করে—মৃত হয়, সে ব্যক্তি যদিও বস্ত্তগত্যা স্ব-লোকই বটে, তথাপি অবিদিত অর্থাৎ অবিজ্ঞা দ্বারা আবৃত থাকায় দশমমহ-সংখ্যার অপরিপূরণ ভ্রমে সাধারণ লোকের হ্রায় (১) যেন অ-স্বপ্ন মত হইয়া পড়ে ; সুতরাং অবিজ্ঞাত থাকায় এই আত্মাকে ভোগ করে না, অর্থাৎ শোকমোহভয়াদি দোষ অপনীত করিয়া আত্মবোধে সমর্থ হয় না, জগতে অননুভূত—অনধীত বেদ যেমন বেদোক্ত কৰ্ম্মাদি বিষয়ে বোধোৎপাদন করত উপকার করে না, অথবা লোকপ্রসিদ্ধ অস্ত্রাণ্ড কৃষ্ণাদি-কৰ্ম্ম যেৰূপ নিজে অসম্পাদিত হইলে স্বীয় ফল প্রদান দ্বারা পালন করে না ; তদ্রূপ আত্মা প্রকৃতপক্ষে স্বলোক হইলেও, তাহাকে নিত্য আত্মস্বরূপে প্রকটিত করিতে না পারিলে নিশ্চয়ই অবিজ্ঞাদি দোষাপনয়ন দ্বারা রক্ষা করে না । ৪

এখন জিজ্ঞাসা করি, স্ব-লোকদর্শনে এই পরিপালনের প্রয়োজন কি ? কৰ্ম্ম হইতেই যখন উপযুক্ত ফলপ্রাপ্তি হ্রব, এবং অভীষ্টফলসাধন কৰ্ম্মও যখন প্রভূত পরিমাণে বিস্ত্রমান আছে, তখন তদন্তুষ্ঠানের ফলেই আত্মার অক্ষয়ত্ব-পালন সম্ভবপর হইবে ? জ্ঞানের আর প্রয়োজন কি ? না,—তাহা হইতে পারে না ; কারণ, জ্ঞাত পদার্থমাত্রেই ক্ষয় অবশ্যজ্ঞাবী ; এই কথাই বিশেষ করিয়া বলিতেছেন যে, এই সংসারে যদি কোন অদ্বুতকৰ্ম্মা পুরুষ ‘স্ব’-লোক আত্মাকে না জানিয়া, এবং বিধ-জ্ঞানহীন অবস্থায় শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে অবিচ্ছেদে ইষ্টফলসাধক বহু অর্থমেবাদি পুণ্যকৰ্ম্মের অনুষ্ঠানও করে,—ইহার সাহায্যেই আমার অক্ষয় ফললাভ হইবে—মনে করিয়া নিরন্তর কৰ্ম্মানুষ্ঠান

(১) তাৎপর্য—সংখ্যার অপরিপূরণ কথার ভাবার্থ এইরূপ—“দশমঃ ভূমসি” এইরূপ লৌকিক একটা বাক্য আছে । সেখানে যেমন অজ্ঞানবোধে নিজে দশম হইয়াও সংখ্যার পরিপূরণ না হওয়ার আপনাকে ‘দশম’ বলিয়া বুঝিতে পারে নাই, এখানেও তদ্রূপ নিজে সর্বকায় ‘স্ব’ (আত্মা) হইয়াও অজ্ঞান দোষে তাহা বুঝিতে না পারিয়া আপনাকে ‘স্ব’ হইতে জিহ (অ-স্ব) বলিয়া মনে করিয়া থাকে ।

করে, অবিদ্যার সেই কর্মগুলি অবিজ্ঞা-মূলক কামনার বশে অতুষ্টিত হওয়ার ভ্রান্তিময় স্বপ্নদর্শনোপস্থিত ঐশ্বর্যের জ্ঞান ফলোপভোগের অন্তে অর্থাৎ তদুপযুক্ত ফলভোগ শেষ হইয়া গেলে পর, নিশ্চয়ই তাহা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ; কারণ, সেই কর্ম্মভূতানের মূলীভূত কারণ অবিজ্ঞা ও কামনা, উভয়ই চঞ্চল অর্থাৎ অচির-স্থায়ী ; কাজেই কর্ম্মজনিত ফলের অনিত্যতাসিদ্ধান্তই উপপন্ন হইতেছে ; অতএব নিশ্চয়ই পুণাকর্ষের ফলে অনন্তকাল পরিপালনের আশা কখনও হইতে পারে না (১)। অতএব আত্মাকেরই—স্বলোকেরই উপাসনা করিবে ; প্রথমে ‘স্ব’-লোকের প্রস্তাব থাকায় এখানে ‘স্ব’ শব্দ না থাকিলেও ‘আত্মানম্’ পদেরই স্বলোক অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে । ৫

সেই যে লোক আত্মারই উপাসনা করে, তাহার কি ফল হয়, তাহা বলিতে-ছেন—নিশ্চয়ই তাহার কর্ম্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না ; কারণ, তাহার এমন কোন কর্ম্ম অবশিষ্ট থাকে না, বাহার ক্ষয় হইবে ; ‘কর্ম্ম ক্ষয় হয় না’ কথাটি সিদ্ধ পদার্থেরই অনুবাদ বা পুনরুপস্থাপনমাত্র । অবিদ্যার সম্বন্ধে কর্ম্মের ফল ক্রয়াদিক সংসার-দুঃখ বেক্রম্য অবিচ্ছিন্নভাবে থাকে, ইহার (বিদ্যার) সম্বন্ধে সেরূপ দুঃখ কখনও থাকে না (সম্ভবপরও হয় না) ; যেমন [জনক বলিয়াছিলেন—] ‘মিথিলা দেশ ভ্রমীভূত হইলেও আমার কিছু দম্ব হয় না’, ইহাও তেমনি । ৬

অপর সম্প্রদায় বলিয়া থাকেন যে, স্বাত্ম-লোকোপাসক বিদ্যার বিদ্যা-প্রভাবে তদতুষ্টিত কোন কর্ম্মেরই ক্ষয় হয় না ; আর উপাসনার ফলস্বরূপ ‘লোক’ শব্দেরও তাহারা দুই প্রকার অর্থ কল্পনা করিয়া থাকেন,—একটা অর্থ হইতেছে—কর্ম্মফলের ভোগভূমির অভিব্যক্তাবস্থা (ব্যাক্ততাবস্থা) পূর্ণ হৈয়গার্গর্ভের লোক (হিরণ্যগর্ভের অধিষ্ঠিত স্থান) । যিনি সেই পরিচ্ছিন্ন অনাত্মলোকের উপাসনা করেন, কেবল সেই পরিচ্ছিন্নাঙ্গদর্শীর অতুষ্টিত কর্ম্মই ক্ষয় প্রাপ্ত হয় । [অপর অর্থ হইতেছে এই যে] যে ব্যক্তি কর্ম্মকলায়ক সেই হিরণ্যগর্ভের লোককেই অব্যাক্ততা-

✓ (১) তাৎপর্য—বেদান্তশাস্ত্রে এইরূপ একটি নিয়ম আছে যে, ‘যৎ কৃতং, তদনিত্যম্’ অর্থাৎ যাহা ক্রিয়াজন্ম—কোন প্রকার ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন, তাহা যত বড়ই হউক, বা যত দীর্ঘকালহারই হউক না কেন, নির্দিষ্ট সময় অতীত হইলে তাহাকে ক্ষয় পাইতেই হইবে । এ নিয়মের কোথাও ব্যতিক্রম নাই । বিশেষতঃ যে যে বস্তু অবিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎ বা পরোক্ষা সম্বন্ধে উৎপাদিত, কল্পিনকালেও তাহার নিত্যতা হইতে পারে না, যেমন স্বপ্নের বিবিধ পদার্থ । এখানেও পুণাকল বসন ক্রিয়াজন্ম, বিশেষতঃ মোহবশ অবিজ্ঞা ও অবিজ্ঞানমূলক কামনার ফল, তখন তাহার নিত্যতা অবশ্যতঃ নাই ।

বহু কারণরূপে পরিকল্পিত করিয়া উপাসনা করে ; অপরিচ্ছিন্ন কর্মফলে আশ্বাবুজি করায় সেই বিধানের অনুষ্ঠিত কর্ম কখনই ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না । ৭

হাঁ, একরূপ করনা শুনিতে সুন্দর বটে, কিন্তু শ্রত্যনুসারিণী হইতেছে না ; বেহেতু, এখানে ‘স্ব-লোক’ শব্দে পরমাত্মাই অভিহিত হইয়াছেন ; কারণ, প্রথমে “স্বং লোকম্” এইরূপ প্রস্তাব করিয়া তাহারই প্রতিনির্দেশ স্থলে ‘স্ব’শব্দ পরিত্যাগপূর্বক আত্ম-শব্দ যোগ করিয়া ‘আত্মানম্ এব লোকম্ উপাসীত’ বলা হইয়াছে ; সুতরাং এখানে কর্মসম্পাদিত লোককল্পনার অবসরই নাই । ৮

বিশেষতঃ পরবর্তী শুদ্ধ বিজ্ঞাবিষয়ক—‘আমরা যন্তান দ্বারা কি করিব, যাহা দ্বারা আমাদের এই আত্ম-লোক লাভ হইবে না’, এই বাক্যে বিশেষভাবে নির্দেশ করাতেও [একরূপ করনা সম্ভব হইতে পারে না ; কারণ,] এখানে “অয়মাত্মা নো লোকঃ” এই বাক্যে পুত্র, কর্ম ও অপরিবিচ্ছিন্ন লোক সমূহ হইতে এই আত্ম-লোকের বিশেষত্ব জ্ঞাপন করা হইয়াছে ; তাহার পর ‘কোন কর্ম দ্বারাই ইহার পরম লোক অর্থাৎ সর্বোৎকৃষ্ট গন্তব্য স্থান’ ; এখানেও সেইরূপ অর্থেই ‘লোক’ শব্দের ব্যবহার করা হইয়াছে । অতএব এখানেও ‘স্বং লোকম্’ এইরূপ বিশেষণ সন্নিবিষ্ট থাকায় পূর্বোক্ত বিশেষণযুক্ত বাক্যগুলির সহিত ইহার একবাক্যতা করাই সমীচীন । ৯

যদি বলা, তাহা হইলেও “অত্মাং কাময়তে” এইরূপ ফলনির্দেশ করা সম্ভব হয় না ; কারণ, এখানে ‘স্ব-লোক’ অর্থ পরমাত্মা ; তাহার উপাসনার তৎস্বরূপ-প্রাপ্তি যখন শাস্ত্র-সম্মত সিদ্ধান্ত, তখন ‘যাহা যাহা কামনা করেন, তৎসমস্ত এই আত্মা হইতেই সম্পন্ন হয়’ এইরূপে সেই উপাসিত আত্মার অতিরিক্ত স্বতন্ত্র ফলের প্রাপ্তি-বর্ণনা কখনও যুক্তিসম্মত হয় না । না, এ আপত্তিও সম্ভব হয় না ; বেহেতু, ইহা স্ব-লোকোপাসনার স্বতিপ্রকাশক মাত্র, (প্রকৃত-ফলপ্রকাশক নহে) । ইহার অর্থ হইতেছে এই যে, তাহার যাহা কিছু অভীষ্ট, তৎসমস্ত স্ব-লোক হইতেই নিঃসৃত হইয়া থাকে, এতদতিরিক্ত আর কিছুই তাহার প্রার্থনীয় থাকে না ; কারণ, তিনি আশুকাশু ; [সুতরাং অন্ততঃ তাহার কিছুই প্রার্থনীয় থাকিতে পারে না], কারণ, ঋতিতে আছে—‘আত্মা হইতে প্রাণ, আত্মা হইতে দিক্‌সমূহ’ ইত্যাদি । অথবা পূর্বে যেমন সর্কীয়তাবজ্ঞাপনের জন্ত “তস্মাৎ তং সর্কমভবৎ” বলা হইয়াছে, তেমনি এখানেও সর্কীয়তাবপ্রদর্শনের জন্তই একরূপ ফলের উল্লেখ করা হইয়াছে । ১০

প্রকৃত পক্ষে উপাসক যদি পরমাত্মাই হইয়া যান, তাহা হইলে “অমাত্মি এব”

এই বাক্যে ‘প্রস্তাবিত স্বরূপ আত্ম-লোক হইতে’ এইরূপ অর্থলাভের জন্ত এখানে ‘আত্ম’-শব্দের প্রয়োগ করা অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে ; নচেৎ পরমাত্ম-লোকের নিবেদ্যার্থ এবং ব্যাক্যবস্থার ব্যাৱস্তিতির জন্ত, ‘অব্যাকৃতাবস্থ—যাহা এখনও অভিব্যক্ত হয় নাই, সেই অব্যাকৃত কর্মলোক হইতে’ এইরূপেই বিশেষ করিয়া বলা আবশ্যক হইত ; কিন্তু তাহা করা হয় নাই ; পরন্তু এখানে প্রস্তাবিত বিষয়টাই বিশেষভাবে নির্দেশ করিয়াছেন ; সুতরাং উভয়ের মধ্যবর্তী একটা অশ্রুত অবস্থা অবধারণ করা যাইতে পারে না ॥ ৫২ ॥ ১৫ ।

আভাষ-ভাষ্যম্ ।—অথো অয়ং বা আত্মা । অত্রাবিদ্বান্ বর্ণাশ্রমাভি-
মানী ধর্মেণ নিয়ম্যমানো দেবাদিকর্ম্মকর্তব্যতয়া পশুবৎ পরতস্ত ইতুক্তম্ । কানি
পুনস্তানি কর্ম্মাণি ?—যৎকর্তব্যতয়া পশুবৎ পরতস্তো ভবতি ; কে বা তে দেবা-
দয়ঃ ?—যেবাঃ কর্ম্মভিঃ পশুবতপকরোতি—ইতি, তদুভয়ং প্রপঞ্চয়তি—

আভাষ-ভাষ্যানুবাদ ।—“অথো অয়ং বা আত্মা” ইত্যাদি । বর্ণা-
শ্রমাদিকৃত অভিমানসম্পন্ন অবিদ্বান্ পুরুষ ধর্ম্ম দ্বারা নিয়মিত হইয়া দেবতা প্রভৃতির
ভোগানুকূল কর্ম্মসম্পাদনে পরাধীন (বাধ্য) থাকেন, এইজন্ত পশুর জ্ঞান পরতস্ত ;
এ কথা পূর্বে বলা হইয়াছে । সেই সমস্ত কর্ম্ম কি কি, যাহার অনুষ্ঠানের জন্ত
অবিদ্বান্ পুরুষ পশুবৎ পরাধীন হইয়া থাকেন ; আর এই দেবাদিই বা কে কে,
অবিদ্বানেরা বিবিধ কর্ম্ম দ্বারা যাহাদের উপকার সাধন করিয়া থাকেন । এখন
এই উভয় বিষয় বিস্তৃতভাবে বলিতেছেন—

অথো অয়ং বা আত্মা সর্ব্বেষাং ভূতনাং লোকঃ, স যজ্জু-
হোতি যদ্যজতে তেন দেবানাং লোকোহথ যদনুজতে
তেন ঋষীগামথ যৎ পিতৃভ্যো নিপৃণাতি যৎ প্রজামিচ্ছতে
তেন পিতৃগামথ যন্মনুষ্যান্ বাসয়তে যদেভ্যোহশনং দদাতি
তেন মনুষ্যাণাং অথ যৎ পশুভ্যস্তৃণোদকং বিদ্বতি তেন
পশুনাং যদন্ত গৃহেষু স্থাপদা বয়াৎস্থাপিপীলিকাভ্য উপজী-
বন্তি তেন তেবাং লোকো যথাহ বৈ স্বায় লোকারিষ্টি-
মিচ্ছেদেবৎ হৈবংবিদে সর্ব্বাণি ভূতান্‌রিষ্টিমিচ্ছন্তি, তন্মা
এতদ্বিদিতং ব্রীমাৎসিতম্ ॥ ৫৩ ॥ ১৬ ॥

সম্বলার্থঃ ।—অথো (বাক্যারম্ভে) অয়ং (প্রকৃতঃ) আত্মা (কর্ম্মাধি-

কৃতঃ অবিদ্বান্ পুরুষঃ) সর্ব্বোবাং ভূতানাং দেবাদি-পিপীলিক্যস্তানাং) লোকঃ
(লোকাতে ভূজ্যতে ইতি লোকঃ---ভোগ্যঃ) । সঃ (অবিদ্বান্) যৎ জুহোতি
(হোমং करोति), যৎ যজতে, তেন (হোম-বাগলক্ষণেন-কৰ্ম্মণা) দেবানাং
লোকঃ (ভোগ্যঃ) ; অথ যৎ অমুক্ত্রতে (অহরহঃ বেদাদীন্ পঠতি), তেন
ঋষীণাং লোকঃ (ভোগ্যঃ) ; অথ যৎ পিতৃভ্যাঃ নিপুণাতি (পিণ্ডোদকাদি প্রযচ্ছতি),
যচ্চ প্রজ্ঞান ইচ্ছতে (অপত্যমুৎপাদয়তি), তেন (কৰ্ম্মণা) পিতৃণাং [লোকঃ],
অথ যৎ মনুষ্যান্ বাসয়তে (স্থানাসনজলাদিদানেন গৃহে স্থাপয়তি), যৎ চ এভ্যাঃ
(মনুষ্যেভ্যাঃ) অশনং (অন্নং) দদাতি, তেন (কৰ্ম্মণা) মনুষ্যাণাং [লোকঃ] ;
অথ যৎ পশুভ্যাঃ তৃণোদকং বিদম্ভতি, (পশূন্ তৃণোদকং গ্রাহয়তি), তেন পশুনাং
[লোকঃ] ; অম্ম (অবিদ্বঃ) গৃহেষু যৎ আ পিপীলিকাভ্যঃ (পিপীলিকাপর্য্যস্তং)
ঋপদাঃ (জন্তবঃ) বয়াংসি (পক্ষিণঃ) চ উপজীবন্তি, তেন তেবাং লোকঃ ;
যথা স্বায় (স্বকীরায়) লোকায় (শরীরায়) অরিষ্টিং (অবিনাশং) ইচ্ছৎ
(কাময়েৎ) [জনঃ], এবং (পূৰ্ব্ববদেব) হ (নিশ্চয়ে) এবংবিদে (যথোক্তজ্ঞান-
শালিনে) সৰ্ব্বাণি ভূতানি অরিষ্টিং (অবিনাশং) ইচ্ছতি (কাময়ন্তে) ; তৎ এতৎ
(আত্মতত্ত্বং) বিদিতং (বিশেষণে জ্ঞাতং সৎ) শীমাংসিতং (কৰ্ত্তব্যতয়া বিচা-
রিতং) [ভবতীতি শেবঃ] । ৫৩ ॥ ১৬ ॥

মূলানুবাদ ১—কৰ্ম্মাধিকারী এই আত্মা (অবিদ্বান্ পুরুষ)
সর্ব্বভূতের (দেবাদিপ্রাণীর) লোক অর্থাৎ ভোগ্য ; সেই অবিদ্বান্ যে
হোম করে, এবং যাগ করে, তাহা দ্বারা সে দেবগণের ভোগ্য হয়, আর সে
যে, অহরহঃ অধ্যয়ন করে, তাহা দ্বারা ঋষিগণের, আর সে যে, পিতৃগণের
উদ্দেশ্যে জলপিণ্ড প্রদান করে, তাহা দ্বারা পিতৃগণের, এবং সে যে,
[অভ্যাগত] মনুষ্যগণকে বাস করায় ও অন্নদান কবে, তাহা দ্বারা মনুষ্য-
গণের, এবং পশুগণকে যে, তৃণ ও জল প্রদান করে, তাহা দ্বারা পশুগণের,
আর গৃহে যে, পিপীলিকা ইহাতে আরম্ভ করিয়া ঋপদ ও পক্ষিগণ
জীবিকা লাভ করিয়া থাকে, তাহা দ্বারা তাহাদের লোক (ভোগ্য)
হয় । জগতে স্বীয় শরীরের জন্ত যেমন অ-রিষ্টি (অনিষ্টাত্মক বা
অবিনাশ) ইচ্ছা করিয়া থাকে, তেমনি দেবতা প্রভৃতিও, যে লোক
আপনাকে দেবাদির ঋণগ্রস্ত বলিয়া মনে করে, তাহারও অরিষ্টি কামনা
করিয়া থাকেন ; সেই এই বিষয়টী [পঞ্চমহাযজ্ঞপ্রকরণে] বিদিত

(বিহিত) এবং [অবদান প্রকরণে] মীমাংসিতও (বিচারিতও)
হইয়াছে ॥ ৫৩ ॥ ১৬ ॥

শাক্তরভাস্যম্ ।—অথো ইত্যং বাক্যোপজ্ঞাসার্থঃ । অয়ং যঃ প্রকৃতো
গৃহী কৰ্ম্মাধিকৃতোহবিধান শরীরেন্দ্রিয়সজ্জাতাদিবিধিঃ পিণ্ড আশ্বেত্যাচ্যতে
সৰ্বেবাং দেবাদীনাং পিপীলিকাস্তানাং ভূতানাং লোকো ভোগ্য আশ্বেত্যর্থঃ,
সৰ্বেবাং বর্ণাপ্রমাদিবিহিতৈঃ কৰ্ম্মভিরূপকারিত্বাং । কৈঃ পুনঃ কৰ্ম্মবিশেষৈরূপ-
কুৰ্দ্ধনং কেবাং ভূতবিশেষাণাং লোকঃ—ইত্যাচ্যতে—স গৃহী যং জুহোতি যং যজ্ঞতে,
—নাগো দেবতামুদ্ভিগ্ন স্বরূপরিতাগঃ, স এবাসেচনাবধিকো হোমঃ, তেন হোম-
যোগলক্ষণেন কৰ্ম্মণাবশ্তকৰ্ত্তব্যাত্মেন দেবানাং পশুবং পরতন্ত্রেণ প্রতিবদ্ধ ইতি
লোকঃ । অথ বদন্তুক্রতে স্বাধ্যায়মধীতে অহরহঃ, তেন ঋষীণাং লোকঃ ; অথ যং
পিতৃত্যো নিপুণাতি প্রযচ্ছতি পিণ্ডোদকাদি ; যচ্চ প্রজামিচ্ছতে প্রজার্থমুত্তমঃ
করোতি—ইচ্ছা চোৎপত্ত্বাশলক্ষণার্থা, প্রজাকোৎপাদনরতীত্যাৰ্থঃ, তেন কৰ্ম্মণাবশ্ত-
কৰ্ত্তব্যাত্মেন পিতৃণাং লোকঃ পিতৃণাং ভোগ্যাত্মেন পরতন্ত্রো লোকঃ ; অথ যং মনু-
জ্যান বাসরতে ভূম্যদকাদিদানেন গৃহে, যচ্চ তেভ্যো বসন্তোহবসন্তো বা অভিযো-
হশনং দদাতি, তেন মনুজ্যাণাম্ ; অথ যং পশুভাতৃণোদকং বিক্ৰতি লভয়তি,
তেন পশূনাম্ ; বদন্তু গৃহেষু স্থাপদা বয়সি চ পিপীলিকাভিঃ সহ কণবলিভাণ্ড-
কালনাদি উপজীবন্তি, তেন তেবাং লোকঃ । ১

ব্রহ্মাদয়মেতানি কৰ্ম্মাণি কুৰ্দ্ধনরূপকরোতি দেবাদিভ্যাঃ, তস্মাদ্ যথা হ বৈ লোকে
স্বায়লোকায় স্বয়ৈ দেহায় অরিষ্টিমবিনাশং স্বরূপাবাপ্রচ্যুতিমিচ্ছৎ—স্বভাবা-
প্রচ্যুতিভয়াং পোষণরূপাদিভিঃ সৰ্গতঃ পরিপালয়েৎ ; এবং হ এবংবিদে—সৰ্গ-
ভূতভোগ্যোহহম্, অনেন প্রকারেণ ময়াবশ্তম্ ঋণিবং প্রতিকৰ্ত্তব্যম্—ইতোবমা-
স্থানং পরিকল্পিতবতে, সৰ্গাণি ভূতানি দেবাদীনি যথোক্তানি, অরিষ্টিমবিনাশ-
মিচ্ছতি স্বভাপ্রচ্যুতৌ সৰ্গতঃ সংরক্ষন্তি—কুটুম্বিন ইব পশূন্—“তস্মাদেবাং তন্ন
প্রিয়ম্” ইত্যুক্তম্ । তদৈ এতৎ তদেতদ্ যথোক্তানাং কৰ্ম্মণামৃণবদবশ্তকৰ্ত্তব্যত্বং
পঞ্চমহাবজ্ঞপ্রকরণে বিহিতং কৰ্ত্তব্যতয়া মীমাংসিতং বিচারিতঞ্চ অবদান-
প্রকরণে ॥ ৫৩ ॥ ১৬ ॥

টিকা । কতিকান্তরমবতারা বৃত্তমনুভাকাক্ষাপূৰ্ণকঃ ভাংপৰ্য্যবাহ—অথো ইত্যাদিনা ।
অশ্বেত্যাভিষ্ঠাব্য পূৰ্ণপ্রকৃতো বা গৃহতে । অপি-পৰ্য্যায়ভাষ্যে-পৰ্য্যায়সমতিমাশ্রিত্য বাক্যরোতি—
অথো ইতীতি । পরতাপি প্রকৃত্যভ্যন্তো বিশিনষ্টি—গৃহীতি । গৃহিবে হেতুরবিধানিত্যাদি । ইতর-
পৰ্য্যায়সার্থঃ কৰ্ম্মাধিকৃত ইত্যুক্তম্ । কৰ্ম্মমুক্তভাষ্যনাং সৰ্গভোগ্যভ্যন্তোপক্যাহ—সৰ্গেবাসিতি ।

তদেব প্রবধায়। একটরতি—কৈঃ পুনরিতি । যজতিজুহোতৌস্ত্যগার্হস্থ্যাবিশেষাৎ
পুনরুজ্জ্বাণক্য যজতি—চোদনা জ্বাদেবতাজ্জিহাসমুদ্যে কৃতার্থবাদিতি জ্ঞানেনাহ—বাগ ইতি ।
আসেচনং প্রক্ষেপঃ । উক্তঞ্চ জুহোতিরাসেচনাবধিকঃ স্তাদিতি । ১

যথোক্ত হোমাদিত্তির্দেবাদ্ ন্ প্রতাপকুর্নতো গৃহিণো বিদুয়া প্রতিবক্ষসন্তবাস্ত্রপকারিত্ব-
ব্যবৃতিরিতাশঙ্কাহ—যস্মাদিতি । পূর্বোবাশঙ্কানামভিপ্রেতমর্থমনন্তু সমনস্তরবাক্যমবত্যা
তদর্থমাহ—তস্মাদিতি । দেবাদীনাম্ কৰ্ম্মাধিকারিণি কৰ্ম্মাদিপিপালনমেব পরিরক্ষণমিতি
বিবক্ষিত্ব পূর্বোক্তং স্মারয়তি—তস্মাদিতি । যথোক্তং কৰ্ম্ম কুর্ন যত্নপি দেবাদীন প্রতাপ-
করোতি, তথাপি ন তৎকৰ্ত্ত্বমাবশ্যকং, মানাভাবাদিতাশঙ্কাহ—তদ্বা ইতি । ভূতযজ্ঞো
মনুষ্যযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞো দেবযজ্ঞো ব্রহ্মযজ্ঞশ্চেত্যেবং পঞ্চ মহাযজ্ঞাঃ । নমু ঐত্মমপি বিচারঃ বিনা
নামুত্তেয়ং, ন হি কহরোদনাদি ঐত্মমিত্যেবামুগ্ৰীয়েত, তস্মাহ—স্মানাসিতিমিতি । তদেতদবদয়তে
য যজতে, স যদগ্নৌ জুহোতীত্যাদিবদানপ্রকরণম্ । ঋণং হ বাব জায়তে জায়মানো যোহন্তী-
তাদিনার্থবাদেনেতি শেষঃ ॥ ৫৩ ॥ ১৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—‘অথো’ শব্দ বাক্যারম্ভসূচক । গৃহাশ্রমস্থ কৰ্ম্মাধিকারী
শরীরেজ্জিহাদিসমষ্টিভূত যে অবিচ্ছাদ্যুক্ত দেহপিণ্ড ‘আত্মা’ শব্দে অভিহিত হয়, সেই
আত্মাই দেবতা হইতে পিপীলিকা পর্য্যন্ত সৰ্ব্বভূতের লোক অর্থাৎ ভোগ্য ; কারণ,
তাহার বর্ণাশ্রমবিহিত কৰ্ম্ম দ্বারা সৰ্ব্বভূতেরই উপকার সাধিত হইয়া থাকে । কি কি
বিশেষ কৰ্ম্ম দ্বারা উপকার সাধন করিয়া কোন কোন ভূতবিশেষের লোক (ভোগ্য)
হয়, তাহা বলিতেছেন—সেই গৃহস্থ যে, হোম করিয়া থাকে, এবং যাগ করিয়া থাকে,
সেই হোম ও যাগাত্মক কৰ্ম্ম তাহার অবশ্য-কর্তব্য । গৃহী ঐ কৰ্ম্ম দ্বারাই দেবগণের
নিকট পুস্তর ত্রায় পরাধীনভাবে আবদ্ধ থাকে ; এই জন্ত সে দেবগণের লোক
(ভোগ্য) হয় । যাগ অর্থ—দেবতার উদ্দেশ্যে স্বহস্ত্যাগ (দেবতাকে উদ্দেশ্য করিয়া
স্বীয় স্বহস্ত-ত্যাগপূর্বক দ্রব্য ত্যাগ করা) । যখনই সেই কৰ্ম্মে আসেচনের (জলীয়
দ্রব্যভাগের) আধিক্য থাকে, তখন তাহার নাম হয়—হোম । [গৃহস্থ] নিরন্তর
যে, পাঠ করে—প্রত্যহ যে, বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করে, তাহা দ্বারা সে ঋষিগণের
লোক জয় করে ; আর যে, পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে জলপিণ্ডাদি প্রদান করে, এবং
সন্তানলাভের ইচ্ছা করে, অর্থাৎ সন্তানলাভের জন্ত চেষ্টা করে,—এখানে ‘ইচ্ছা’
পদে উৎপাদন পর্য্যন্ত বুঝিতে হইবে, [স্মৃতরাং অর্থ হইতেছে—] সন্তান উৎপাদন
করে । সন্তানোৎপাদন গৃহীর অবশ্যকর্তব্য ; এইজন্ত ইহা দ্বারা পিতৃগণের লোক
জয় করে, অর্থাৎ পিতৃগণের ভোগ্যরূপ পরতন্ত্র (পরাধীন) থাকে ; আর যে,
মহুগ্নগণকে উপযুক্ত স্থান ও জলাদি প্রদানপূর্বক গৃহে বাস করায়, এবং গৃহে
বাস করুক বা না করুক, প্রার্থনাকারী মহুগ্নগণকে যে, অন্ন প্রদান করে,

তাহা দ্বারা মনুষ্যগণের [লোক] হয়; আর যে, পশুগণকে দ্বাশ জল দিয়া থাকে, তদ্বারা পশুগণের [লোক] হয়; এবং ইহার (গৃহীর) গৃহে ঋপদ ও পক্ষিগণ যে, পিপীলিকা প্রভৃতির সঙ্গে অন্নকণা, বলি (১) ও তাণ্ডপ্রকালন-জলাদি ভোগ করিয়া থাকে, তাহা দ্বারা তাহাদেরও লোক (ভোগ্য) হয় । ১

যেহেতু, এই অবস্থান গৃহস্থ কৰ্ম্মাচরণ দ্বারা দেবতাপ্রভৃতির উপকারসাধন করিয়া থাকে, সেই হেতু জগতে যেমন স্বলোকের জন্ত—ঋয় দেহের অ-রিষ্টি—অবিনাশ অর্থাৎ অস্তিত্বরক্ষার ইচ্ছা করিয়া থাকে, অস্তিত্ব বিলোপের ভয়ে, রক্ষা ও পোষণাদি দ্বারা সৰ্ব্বতোভাবে দেহের পরিপালন করিয়া থাকে, তেমনি যিনি উক্তপ্রকার জ্ঞানবান্—‘আমি সৰ্ব্বভূতের ভোগ্য, ঋণীর ঋয় আমাকেও এই সমস্ত কৰ্ত্তব্য-কৰ্ম্ম সম্পাদন দ্বারা ঋণপরিশোধ করিতে হইবে’, এইরূপে আপনাকে ঋণগ্রস্ত মনে করে; পূৰ্ব্বকথিত দেবাদি সমস্ত ভূতই তাঁহার অরিষ্টি—অবিনাশ ইচ্ছা করিয়া থাকে, অর্থাৎ গৃহস্থগণ যেরূপ পশুরক্ষা করিয়া থাকে, ঠিক তেমনি দেবগণও তাহার অস্তিত্ববিলোপ-নিবৃত্তির জন্ত সৰ্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়া থাকে; এই জন্তই বলা হইয়াছে যে, সেই হেতু দেবগণের ইচ্ছা প্রিয় নয় [যে, মানবগণ মুক্তিলাভ করে] । সেই এই বিষয়টি অর্থাৎ ঋণ-পরিশোধের জ্ঞান বশোক্রপ্রকার কৰ্ম্মসমূহের অবশ্যকৰ্ত্তব্যতা ‘পঞ্চমহাযজ্ঞ’-প্রকরণে বিজ্ঞাত হইয়াছে, এবং অবদানপ্রকরণে মীমাংসিত (২) অর্থাৎ অবশ্যকৰ্ত্তব্যরূপে বিচারিত বা সিদ্ধান্তিত হইয়াছে ॥ ৫৩ ॥ ১৬ ॥

(১) তাৎপর্য—এখানে ‘বলি’ অর্থে—পঞ্চমহাযজ্ঞের অন্তর্গত ‘ভূতযজ্ঞ’ বৃত্তিতে হইবে । ইহার বিবৃত্ত বিবরণ ‘পঞ্চমহাযজ্ঞ’ কথার টীকানীতে দেখিতে হইবে ।

(২) তাৎপর্য—‘পঞ্চমহাযজ্ঞ’ ও ‘অবদানপ্রকরণ’ের বিবরণ এইরূপ—“পাঠো হোমশ্চাতি-পীনাঃ সপর্ধ্যা তর্পণঃ বলিঃ । এতে পঞ্চ মহাযজ্ঞা ব্রহ্মযজ্ঞাঃ পীনামকাঃ ।” “অধারনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্ত তর্পণম্ । হোমো দেবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঃ পিতৃপূজনম্ । (মনু) ।

অর্থাৎ (১) বেদাদি শাস্ত্রপাঠ—ব্রহ্মযজ্ঞ, (২) হোম—দেবতা উদ্দেশে ত্রব্যত্যাগ—দেবযজ্ঞ, (৩) ভূতবলি—ভূতযজ্ঞ, (৪) পিতৃগণ উদ্দেশে অন্নপিত্তাদিনান—পিতৃযজ্ঞ, আর (৫) অতিথিপূজার নাম—নৃযজ্ঞ । ‘পঞ্চমহাযজ্ঞ’ নামে প্রসিদ্ধ এই যজ্ঞগুলি গৃহস্থের প্রত্যহ পালনীয় । তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, ভূতযজ্ঞকে ভূতবলি ও বৈবস্বদেববাগও বলা হয় । ইহার লক্ষণ এইরূপ—‘আপ্যারনায় তৃতানাং ত্র্য্যাহুৎসর্গমাহবরাৎ । বতাক্ষ ঋপচেতাক্ষ বরোতা-শ্চাবিশেদু ভূবি । বৈবস্বদেবঃ হি ন্যামৈতৎ সারঃ প্রাতঃসমাহুতম্ ।’ ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, গৃহস্থ মধ্যাহ্নে ও রাত্রিতে আহারের পূর্বে অথবা দেবতা উদ্দেশে এবং কুর্কর, চণাল ও পক্ষী প্রভৃতির উদ্দেশে পাক্তরবোর অগ্রভাগ ভূমিতে দান করিয়া অবশেষে আপনি ভোজন করিবে ।

আভাসভাষ্যম্ ।—আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ । ব্রহ্ম বিদ্বাংশ্চেৎ তন্মাৎ
পশুভাবাৎ কৰ্ত্তব্যতাবন্ধনরূপাৎ প্রতিষূচ্যাতে, কেনারাঃ কারিতঃ কৰ্ম্মবন্ধনাধি-
কারেহবশ ইব প্রবর্ততে, ন পুনস্তদ্বিমোক্ষণোপারে বিদ্যাধিকার ইতি । ননু ক্তম্
দেবা রক্ষতীতি । বাচম্ ; কৰ্ম্মাধিকার-স্বগোচরাক্রটানেব তেহপি রক্ষন্তি, অত্যা
অকৃতাত্যাগম-কৃতনাশপ্রসঙ্গাৎ ; ন তু সামাশ্র্য পুরুষমাত্রং বিশিষ্টাধিকারানা-
ক্ৰটম্ ; তস্মান্তবিতব্যং তেন, যেন প্রেরিতোহবশ এব বহিস্পৃশ্থো ভবতি স্বপ্না-
ম্লোকাত্ । ২

ননু অবিজ্ঞা সা ; অবিজ্ঞাবান্ হি বহিস্পৃশীভূতঃ প্রবর্ততে । সাপি নৈব প্রব-
র্তিকা ; বস্ত্ত্বস্বরূপাবরণায়িকাহি সা, প্রবর্তকনীচহস্ত প্রতিপত্ত্বতে অন্ধত্বমিব গর্তী-
দি-পতনপ্রবৃত্তিহেতুঃ । এবং তর্হি উচ্যতাঃ—কিং তৎ, যৎ প্রবৃত্তিহেতুরিতি ।
তদিহাভিধীয়তে—এষণা কামঃ সঃ, “স্বাভাবিকামবিজ্ঞানঃ বর্তমানা বালাঃ পরাচঃ
কামানমুযন্তি”—ইতি কাঠকশ্রুতৌ, শ্রুতৌ চ—“কাম এব ক্রোধ এষঃ” ইত্যাদি,
মানবে চ—“সৰ্ব্বা প্রবৃত্তিঃ কামহেতুর্ক্যেব” ইতি ; স এবোহর্থঃ সবিস্তরঃ প্রদর্শাত
ইহ আ অধ্যায়পরিসমাপ্তেঃ ।

টীকা । বাক্যান্তরমাদায় ব্যাখ্যাতুং পাতনিকং কুরোতি—আত্মৈবেত্যাদিনা । কপৈষ
বন্ধনং, তত্রাধিকারোৎসৃষ্টানং, তন্নিমিত্তি যাবৎ । বিজ্ঞাধিকারস্তুপায়ে এবণানৌ প্রবৃত্তি-
স্তত্ত্বার্থঃ । যথোক্তাধিকারিণো দেবাদিতী রক্ষণং প্রবৃত্তিমাগে নিয়মেন প্রবর্তকমিতি শক্যতে—
নথিতি । উক্তমঙ্গীকুরোতি—বাচমিতি । তর্হি প্রবর্তকাত্তরং ন বক্তব্যং, তত্রাহ—কৰ্ম্মাধি-
কারেতি । কৰ্ম্মবধিকারেণ স্বগোচরং প্রাপ্তানেব দেবাদয়োহপি রক্ষন্তি, ন সৰ্ব্বাশ্রমসাধারণং
ব্রহ্মচারিণম্, অতোহস্ত কৰ্ম্মমার্গে প্রবৃত্তৌ দেবাদিরক্ষণস্তাহেতুর্বাদ ব্রহ্মচারিণো নিবৃত্তিঃ ত্যক্তা
প্রবৃত্তিপক্ষপাতে কারণং বাচ্যমিতি । মনুস্মৃত্যত্র কৰ্ম্মণেব তে বলাৎ প্রবর্তন্তি, তেষাম-
চিন্ত্যশক্তিস্থাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—অজ্ঞপেতি । স্বগোচরাক্রটানেবেত্যেবাকারস্ত বাবর্ত্য কীৰ্ত্তয়তি—
ন থিতি । বিশিষ্টাধিকারো গৃহস্থানুষ্ঠেয়কৰ্ম্মস্তু গৃহস্থহেন স্বামিহ, তেন দেবগোচরতামপ্রাপ্ত-
মিতি । দেবাদিরক্ষণস্তাকারণে কলিতমাহ—তন্মাদিতি ।

প্রত্যগবিজ্ঞা যথোক্তাধিকারিণো নিয়মেন প্রবৃত্ত্যানুরাগে হেতুরিতি শক্যতে—নথিতি । তদেব
শ্রুতয়তি । অবিজ্ঞাবানিতি । তস্তাঃ স্বরূপেণ প্রবর্তকঃ দৃশয়তি—সাপীতি । অবিজ্ঞানাত্তর্হি
প্রবৃত্ত্যধর্যতিরেকৌ কথমিত্যাশঙ্ক্য কারণকারণভেনেত্যাহ—প্রবর্তকতি । সত্যাস্মিন্
কারণেৎকারণমেবাবিজ্ঞা প্রবৃত্তেরিতি চেত্তত্রাহ—এষ তর্হীতি । উত্তরবাক্যমুত্তরং তেষামভাব্য
তন্নিষিদ্ধিক্তঃ প্রবর্তকঃ সজ্জপতি—তদিহাভিধীয়ত ইতি । তত্রার্থতঃ প্রত্যস্তরং সাব্যধয়তি—
স্বাভাবিকামিতি । তত্রৈব ভগবতঃ সম্মতিমাহ—শ্রুতৌ চেতি । ‘অথ কেন প্রবৃত্তোহস্তম্’
ইত্যাদিপ্রশ্নোক্তম্—

“কাম এব ক্রোধ এষ রজৌত্তপসমুত্ববঃ” ইত্যাদি ।

“অকামতঃ ক্রিয়া কাচিদ্ দৃষ্টতে নেহ কত্বচিৎ ।

বদ্বন্ধি কুরুতে জন্তুন্ততং কামস্ত চেষ্টিতম্ ।”

ইতি বাক্যমাপ্রিত্যাহ—মানবে চেতি । দর্শিতমিতি শেষঃ । উক্তার্থে তৃতীয়াধ্যায়শেষমপি
প্রমাণমিতি—স এবোহর্থ ইতি ।

আভাস-ভাষ্যানুবাদ :—“আত্মবেদম্ অগ্র আসীৎ” ইত্যাদি । ব্রহ্ম-
বিৎ ব্যক্তি যদি কর্তব্যতাবন্ধনস্বরূপ পূর্বোক্ত পণ্ডিত্য হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন
তাহা হইলে, তিনি কেন কাহার প্রেরণার প্রেরিত হইয়া যেন অবশেষরই মত কর্ম-
বন্ধনাধিকারে আবদ্ধ থাকেন? এবং কেনই বা আত্মবিমোক্ষের জন্য তদুপায় বিজ্ঞা-
ধিকারে প্রবৃত্ত না হন? ভাল, এখন আবার এ আপত্তি কেন? পূর্বেই ত বলা
হইয়াছে যে, দেবতারা তাহাদিগকে রক্ষা করেন; হাঁ, এ কথা বলা হইয়াছে
সত্য, কিন্তু যাহারা দেবতাদিগের অধিকারভুক্ত কর্ম্মাধিকারে অবস্থিত, দেবতারা
কেবল তাহাদিগকেই রক্ষা করিয়া থাকেন, কিন্তু যাহারা কর্ম্মে বিশিষ্টাধিকার
লাভ করে নাই, তাদৃশ সাধারণ পুরুষদিগকে ত আর তাঁহারা রক্ষা করেন না;
ইহা না বলিলে, কৃতনাশ ও অকৃতাত্ম্যগমনামক দুইটি দোষ উপস্থিত হয় (১) ।
অতএব অবশ্যই সেরূপ কিছু আছে, যাহার প্রেরণায় পুরুষ অবশ্য হইয়াই যেন
স্ব-লোক হইতে (আত্মা হইতে) বহির্মুখ হইয়া থাকে । ১

ভাল, সে পদার্থটি ত অবিজ্ঞা; কেন না, অবিজ্ঞাসম্পন্ন পুরুষই বহির্মুখ হইয়া
কর্ম্মমার্গে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু অবিজ্ঞা ও প্রবৃত্তির মূল কারণ নহে;
পরন্তু তাহা কেবল বস্তুর স্বরূপটি মাত্র আবরণ করিয়া রাখে, যেমন অন্ধক-ধর্ম গর্ত-
প্রভৃতিতে পতনের কারণ বলিয়া পরিগণিত হয়, ইহাও তেমনি । তাহা হইলে,
বল—প্রবৃত্তির মূলকারণত্ব সেই বস্তুটি কি? হাঁ, তাহা বলা হইতেছে—সেই
বস্তুটি হইতেছে—এবণা—কাম । কঠোপনিষদে আছে—‘স্বতাবসিদ্ধি অবিজ্ঞাধিকারে
বর্তমান বালকগণ, অর্থাৎ বালকের জ্ঞান বিবেকবিহীন পুরুষগণ বাহ্য বিষয়ের অনু-
সরণ করিয়া থাকে; স্মৃতিতেও (ভগবদ্গীতাতেও) আছে—‘ইহা হইতেছে—

(১) ভাৎপর্য্য—‘কৃতনাশ’ ও ‘অকৃতাত্ম্যগম’ দুই প্রকার দোষ । কৃতনাশ অর্থ—বাহ্য করা
হয়, অথচ কল না দিয়াই নষ্ট হইয়া যায়, অর্থাৎ অনুষ্ঠিত কর্ম্মের কলভোগ না হওয়া;
আর অকৃতাত্ম্যগম অর্থ—বাহ্য করা হয় নাই, তাহার প্রাপ্তি অর্থাৎ কর্ম্মানুষ্ঠান না করিয়াও
আকস্মিক ভাবে কলপ্রাপ্তি । কৃতকর্ম্মের নাশ হইলে লোকের কর্ম্মানুষ্ঠানে উৎসাহ থাকে
না; আর অকৃতাত্ম্যগম হইলে জগতের বৈচিত্র্য লোপ পায়, এবং কর্ম্মকলোপ অসিদ্ধি
অসিদ্ধি পাবে ।

কাম এবং ইহাই ক্রোধ' (২) ইত্যাদি । মনুসংহিতাতেও আছে—‘কামই সর্বপ্রবৃত্তির হেতু বা প্রয়োজক’ ইতি । এখানেও অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত সেই বিষয়ই বিস্তৃতভাবে প্রদর্শন করা হইতেছে ।

আত্মবেদমগ্র আসীদেক এব, সোহকাময়ত—জায়া মে শ্রাদথ প্রজায়েয়াথ বিত্তং মে শ্রাদথ কৰ্ম্ম কুব্বীয়ে-
ত্যেতাবান্ বৈ কামো নেচ্ছৎশ্চনাতে ভূয়ো বিন্দেৎ,
তস্মাদপ্যেতর্হেকাকী কাময়তে—জায়া মে শ্রাদথ প্রজায়ে-
য়াথ বিত্তং মে শ্রাদথ কৰ্ম্ম কুব্বীয়েতি, স বাবদপ্যেতেষা-
মেকৈকং ন প্রাপ্নোত্যকুৎস্ন এব তাবন্মৃত্যুতে, তস্মো কুৎ-
স্নতা—মন এবাশ্রাত্মা বাগ্ জায়া প্রাণঃ প্রজা চক্ষুর্মানুষং বিত্তং
চক্ষুশ্চ হি তদ্বিদতে শ্রোত্রং দৈবত্ শ্রোত্রেণ হি তচ্ছৃণোত্যা-
ত্মৈবাস্ম কৰ্ম্মাত্মনা হি কৰ্ম্ম কৰোতি, স এষ পাঙক্তো যজ্ঞঃ
পাঙক্তঃ পশুঃ পাঙক্তঃ পুরুষঃ পাঙক্তমিদং সৰ্বং যদিদং কিঞ্চ,
তদিদং সৰ্বমাপ্নোতি য এবং বেদ ॥ ৫৪ ॥ ১৭ ॥

ইতি প্রথমোহধ্যায়শ্চ চতুর্থঃ ব্রাহ্মণম্ ॥ ৪ ॥

সরলার্থঃ—অগ্রে (পত্নীপরিগ্রহাৎ পূর্বে), ইদং (অয়ং দেহেন্দ্রিরাদি-
বিশিষ্টঃ) আত্মা (পুরুষঃ) একঃ (অসহায়ঃ) এব আসীৎ, (নাত্মং জায়াদিকং
কিঞ্চিং); সঃ [একাকী সন্] অকাময়ত (কামিতবান্)—মে (মম) জায়া (পত্নী)
শ্রাৎ, অথ (জায়াসম্বন্ধানন্তরম্) প্রজায়েয় (পৈত্র-ঋণ-শোধনার্থং প্রজাক্রপেণ
উৎপন্নো ভবেয়ম্); অথ (অনন্তরং) বিত্তং (ধনং) মে শ্রাৎ, অথ (বিত্তলাভানন্তরং)
[দৈব-ঋণশোধনার্থং] কৰ্ম্ম (ধর্ম্মাদিসাধনং) কুব্বীয় (কুর্য্যাম্) ইতি । এতাবান্

(২) তাৎপর্য—অর্জুন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—মানুষ কাহার প্রেরণায় পরিচালিত হইয়া
অনিচ্ছায়ও পাপাচরণ করে? তদন্তরে ভগবান্ বলিয়াছিলেন—“কাম এবং ক্রোধ এবং রজোগুণ-
সমুদ্ভবঃ । মহাশয়না মহাপাপা! বিদ্বানমিহ বৈরিণম্ ।” হে অর্জুন, [তুমি যাহার কথা জিজ্ঞাসা
করিয়াছ, ইহা হইতেছে কাম (অভিলাষ), ইহাই ক্রোধ; রজোগুণ ইহার উৎপাদক, ইহার
ভোগশক্তি অতি প্রবল, ইহা অতিশয় পাপকর । ‘ইহাকে পরম শত্রু বলিয়া জানিবে ।’ অভিলাষ
এই যে, কাম ও ক্রোধ একই পদার্থ, কাম ধন অপরা কাহারো দ্বারা প্রতিহত হয়, তখনই
ক্রোধরূপে আবির্ভূত হয়; স্বতরাং উভয়কে এক বলা অসঙ্গত হয় না ।

(এতৎপরিমাণঃ—পুত্র-বিত্ত-লোকরূপঃ) এব (অবধারণে নাতো জুনঃ, নাপ্য-
মিকঃ), কামঃ বৈ (প্রসিদ্ধো) । ইচ্ছন্ (অভিলবন্) চন (অপি) [জনঃ] ।
অতঃ (বথোকুলক্ষণাং কামাং) ভূরঃ (অধিকঃ) ন বিন্দেৎ (ন লভেত) ;
তয়াং (সৃষ্টিরক্ষায়া এবমেব ব্যবহৃতঃ হেতোঃ) এতর্হি (ইদানীং) অপি
একাকী (অসহায়ঃ জনঃ) কাময়তে—জায়া মে শ্রাং, অথ প্রজায়ের ; অথ বিত্তং
মে শ্রাং, অথ কৰ্ম কুর্সীর ইতি । সঃ (একাকী পুরুষঃ) যাবৎ এতেবাং (বথো-
ক্তানাং কামানাং) একৈকং (অন্ততমঃ) অপি ন প্রাপ্নোতি, তাবৎ অকুংস্রঃ
(অপূর্ণঃ) এব [অহমস্মীতি] মন্ততে ; [অর্থাৎ বথোকুল-সর্বসম্পত্তৌ তন্ত কুংস্রতা
ভবতীতি মন্তব্যম্] । [বথোকুলকামসম্পত্ত্যা কুংস্রতাং সম্পাদয়িতুমকমস্তাপি
প্রকারান্তরেণ কার্য্যকরণসংঘাতমেব তথা প্রবিভজ্য কুংস্রতাং সম্পাদয়িতুম্ আহ—]
তন্ত [অকুংস্রতাভিমানিনঃ] উ (বিতর্কে) কুংস্রতা [উচ্যতে—] মনঃ (অন্তঃ-
করণং) এব অস্ত (অকুংস্রতাভিমানিনঃ) আত্মা (আত্মা ইব), বাক্ (শব্দঃ) জায়া
(পত্নী), প্রাণঃ (পঞ্চরুতিঃ) প্রজা (সন্ততিঃ), চক্ষুঃ সাক্ষং বিত্তং, হি (যস্মাং)
চক্ষুবা (করণেন) তং (বিত্তং) বিন্দতে ; শ্রোত্রং দৈবং (দিব্যং বিত্তং), হি
(যস্মাং) শ্রোত্রেণ (শ্রবণেন্দ্রিয়েণ) তং (দৈবং বিত্তং) শৃণোতি, আত্মা
(শরীরং) এব অস্ত কৰ্ম ; হি (যস্মাং) আত্মনা (শরীরেণ) কৰ্ম্ম करोति
(সম্পাদয়তি) । সঃ এবঃ বজ্রঃ পাঙ্কঃ (পঞ্চতিঃ নিবৃত্তঃ) ; পশুঃ (যজ্ঞীয়ঃ বলি-
রূপঃ) পাঙ্কঃ, পুরুষঃ (যজ্ঞকর্তা) পাঙ্কঃ, ইদং (দৃশ্যমানং) সৰ্বং পাঙ্কং—
যং ইদং কিঞ্চ (যংকিঞ্চিদিদং) । যঃ এবং বেদ (বেত্তি), [সঃ] ইদং সৰ্বং
আপ্নোতি (প্রাপ্নোতি) [বিদ্বাকুলমেতদিত্তি জ্ঞেয়ম্] ॥ ৫৪ ॥ ১৭ ॥

ইতি প্রথমোধ্যায়স্ত চতুর্থঃ ব্রাহ্মণম্ ॥ ৪ ॥

মূলানুবাদ ১—অগ্রে (পত্নীগ্রহণের পূর্বে) এই আত্মা
(দেহাভিমानी পুরুষ) একই ছিলেন ; তিনি কামনা করিলেন—আমার
জায়া (পত্নী) হউক, আমি সম্ভানরূপে প্রাপ্তকৃত হইব ; আমার বিত্ত
হউক, আমি কৰ্ম্ম (কর্মাধিসাধন ক্রিয়া) করিব ইতি । জগতে এতৎ-
পরিমাণ কামই প্রসিদ্ধ, অর্থাৎ এতদতিরিক্ত আর কোনরূপ কাম্য বিষয়
নাই ; ইচ্ছা করিলেও কেহ ইহার অধিক কিছু লাভ করিতে পারে না ;
সেইহেতু বর্তমান সময়েও একাকী (অসহায়) লোক কামনা করিয়া থাকে—
আমার জায়া হউক, আমি সম্ভানরূপে জন্মিব ; আমার বিত্ত হউক, আমি

ধর্ম-কর্ম করিব ইতি । সে যতক্ষণ উক্ত কাম্যবিষয়ের মধ্যে একটিও প্রাপ্ত না হয়, ততক্ষণ সে নিশ্চয়ই আপনাকে অকৃত্ব (অপূর্ণ) বলিয়া মনে করে । [বৃত্তিতে হইবে যে, উক্ত কাম-প্রাপ্তিতেই আপনার পূর্ণতা বোধ করে] ; তাহার পূর্ণতা [প্রকারান্তরেও সম্ভাবিত হয়—] সর্বার্থবিচারকম মনই ইহার আত্মা, বাক্ (শব্দ) জায়া, প্রাণ প্রজা (সন্তান) এবং চক্ষু মানুষ সম্পদ ; কারণ, চক্ষু দ্বারা মানুষবিশ্ত সম্পাদিত হইয়া থাকে ; শ্রবণেন্দ্রিয় তাহার দৈব সম্পদ, কারণ, শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যেই দৈব সম্পদের তত্ত্ব শ্রবণ করিয়া থাকে ; ইহার দেহই কর্ম (কর্মসাধন), কেন না, দেহ দ্বারাই কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে । সেই এই যজ্ঞ কার্য্যটি পাণ্ডিত্য ; অর্থাৎ মনঃ ও চক্ষুঃ প্রভৃতি পক্ষপদার্থে নিষ্পন্ন, যজ্ঞীয় পশুও পাণ্ডিত্য, যজ্ঞকর্তা পুরুষও পাণ্ডিত্য ; অধিক কি, এই যাহা কিছু, তৎসমস্তই পাণ্ডিত্য (মন-প্রভৃতি পক্ষাবয়সম্পন্ন) । যে ব্যক্তি এই পাণ্ডিত্য তত্ত্ব জানেন, তিনি ইহার এসমস্তই প্রাপ্ত হন ॥ ৫৪ ॥ ১৭ ॥

ইতি প্রথমোধ্যায়ে চতুর্থব্রাহ্মণব্যাখ্যা ॥ ১ ॥ ৪ ॥

শাক্ষরভ্যাম্—আত্মবেদমগ্র আসীৎ । আত্মব—স্বাভাবিকো-
হবিদ্বান্ কার্য্যকরণসংঘাতলক্ষণে বর্ণী অগ্রে প্রাক্ দারসম্ভাৎ আত্মেত্যভিধীয়তে ;
তন্মাদাত্মনঃ পৃথগ্ভূতং কাম্যমানং জায়াদিভেদরূপং নাসীৎ ; স এবৈক আসীৎ—
জায়াশ্বেষণাবীজভূতাবিদ্যাবানেক এবাসীৎ । স্বাভাবিক্য স্বাত্মনি কর্ত্ত্বাদিকার-
কক্রিয়াকলাত্মকতাদ্যারোপলক্ষণগ্রাহবিজ্ঞাবাসনয়া বাসিতঃ সঃ অকাময়ত কামিত-
বান্ । কথম্ ? জায়া কর্ম্মাধিকারহেতুভূতা, মে মম কর্ত্ত্বঃ শ্রাৎ ; তয়া বিনা অহম-
নিকৃত এব কর্ম্মণি ; অতঃ কর্ম্মাধিকারসম্পত্তয়ে ভবেজ্জায়া ; অথাহং প্রজায়ের—
প্রজারূপেণাহমেবোৎপত্তের, অথ বিত্তং মে শ্রাৎ—কর্ম্মসাধনং গবাদিলক্ষণম্ ;
অথাহমভ্যাদয়-নিঃশ্রেয়স-সাধনং কর্ম্ম কুর্ব্বীয়, যেনাহমনৃণী ভূত্বা দেবাদীনাম্ লোকান্
প্রাপ্নুয়াম্, তৎ কর্ম্ম কুর্ব্বীয়, কাম্যানি চ পুত্রবিশ্তস্বর্গাদিসাধনানি । ১

এতাবান্ বৈ কাম এতাবদ্বিষয়পরিচ্ছিন্ন ইত্যর্থ ; এতাবানেব হি কামবিশ্তয়ো-
বিষয়ঃ—যজ্ঞত জায়াপুত্রবিশ্তকর্ম্মাণি সাধনলক্ষণেষণা, লোকাশ্চ ত্রয়ঃ—মহর্লোকঃ
পিতৃলোকো দেবলোক ইতি—কলভূতাঃ সাধনৈষণায়শ্চাশ্রাঃ ; তদর্থী হি জায়া-

পুত্রবিত্তকৰ্মলক্ষণা সাধনৈষণা ; তস্মাৎ সা একৈব এষণা বা লোকৈষণা ; সা একৈব সতী এষণা সাধনাপেক্ষেতি বিধা ; অতোহবধারণিষ্ঠ্যতি “উভে হেতে এষণে এব” ইতি । ২

ফলার্থত্বাৎ সর্কারভূক্ত লোকৈষণা অর্থপ্রাপ্তা উক্তৈবেতি—এতাবান্ বৈ এতাবানৈব কাম ইত্যবশ্রিত্যে । ভোজনেহতিহিতে তৃপ্তিনাঁহি পৃথগভিষেদা, তদর্থত্বাভ্যাজনস্ত । তে এতে এষণে সাধ্য-সাধনলক্ষণে কামঃ, যেন প্রযুক্তোহবিদ্বান্ অবশ এব কোশকারবদাঙ্গানং বেষ্টয়তি—কৰ্মমার্গ এবাঙ্গানং প্রণিধদ্য বহিমুখী-ভূতো ন স্বং লোকং প্রতিজান্নাতি । তথা চ তৈত্তিরীয়কে—“অগ্নিমুদ্বো হৈব ধুমতাস্তঃ স্বং লোকং ন প্রতিজান্নাতি” ইতি । ৩

কথং পুনরেতাবত্বমবধার্য্যতে কামানাম্, অনন্তত্বাদ্, অনন্তা হি কামাঃ—ইজ্ঞেতদাশঙ্ক্য হেতুমাহ—যস্মাৎ ন ইচ্ছন্-চন—ইচ্ছন্নপি অতঃ স্মাৎ ফলসাধন-লক্ষণাৎ ভূয়ঃ অধিকতরং ন বিদ্বেন্ ন লভেত ; ন হি লোকে ফলসাধন-ব্যতিরিক্তং দৃষ্টমদৃষ্টং বা লব্ধব্যমস্তি । লব্ধব্যবিষয়ো হি কামঃ, তস্ত চৈতন্যতিরেকেণাভাবাদ্ যুক্তং বক্তৃম্—এতাবান্ বৈ কাম ইতি । এতজ্জ্ঞং ভবতি—দৃষ্টার্থমদৃষ্টার্থং বা সাধ্যসাধনলক্ষণমবিদ্বানং পুরুষাধিকারবিসময়ং এবণারয় কামঃ ; অতোহস্মাদিত্যব্যুখ্যাতব্যমিতি । ৪

যস্মাদেবমবিদ্বান্ আত্মকামী পূৰ্ব্বং কাময়ামাস, তথা পূৰ্ব্বতরোহপি । এষা লোকস্থিতিঃ । প্রজাপতেঃশিবমেব সর্গ আসীৎ—সোহবিত্তেদবিদ্বায়া, ততঃ কাম-প্রযুক্ত একাকারমমাগঃ অরতুপঘাতায় স্থিরমৈচ্ছৎ, তাং সমভবৎ, ততঃ সর্গোহর-মাসীদিতি হ্যুক্তম্ ; তস্মাৎ তৎসৃষ্টৌ এতর্হি এতন্নিরপি কালে একাকী সন্ প্রাক্-দারক্রিয়াতঃ কাময়তে—জায়া মে স্মাৎ অথ প্রজারয়েৎ ; অথ বিত্তং মে স্মাৎ, অথ কৰ্ম কুর্বায়ে—ইত্বাক্তার্থং বাক্যম্ । সঃ—এবং কাময়মানঃ সম্পাদয়ন্ত জ্ঞানাদীন, বাবৎ সঃ এতেবাং যথোক্তানাং জ্ঞানাদীনাং একৈকমপি ন প্রাপ্নোতি, অকৃত্বঃ অসম্পূর্ণোহহমিত্যেব তাবদাঙ্গানং মন্ততে ; পারিশেষত্বাৎ সমস্তানৈবেতান্ সম্পা-দয়তি বদা, তদা তস্ত কৃত্বত্বাৎ । ৫

যদা তু ন শক্নোতি কৃত্বত্বাৎ সম্পাদয়িতুন্ তদা অস্ত কৃত্বত্বসম্পাদনারাহ—তস্ত উ তস্ত অকৃত্বত্বাভিমানিনঃ কৃত্বত্বতরয়েব ভবতি । কথন্ ? অয়ং কার্য্য-করণসম্বাতঃ প্রবিত্তজ্যতে—তত্র মনোহুত্বম্ হি ইত্যয়ং সর্গং কার্য্যকরণজাত-মিতি মনঃ প্রবানত্বাদায়েব আত্মা,—যথা জ্ঞানাদীনাং কুটুপতিজ্ঞানেন, তদহু-কারিত্বজ্ঞানাদিচতুষ্টয়ত্বং ; এবমিহাপি মন আত্মা পরিকল্প্যতে কৃত্বত্বতরৈ । তথা

বাক্ জায়া, মনোহস্তব্রত্ৰিসামান্তাষাচঃ । বাগিতি শব্দশোদনাদিলক্ষণো মনসা শ্রোত্রধারেন গৃহতেহবধার্যতে প্রযজ্যতে চেতি মনসো জারৈব বাক্ । ৬

তাভ্যাক্ বায়নসাভ্যাং জায়াপতিস্থানীয়াভ্যাং প্রযজ্যতে প্রাণঃ কৰ্ম্মার্থম্— ইতি প্রাণঃ প্রজৈব । তত্র প্রাণচেষ্টাদিলক্ষণং কৰ্ম্ম চক্ষুর্দৃষ্টবিস্তসাধ্যং ভবতীতি চক্ষুর্ম্মানুষং বিত্তম্ । তৎ দ্বিবিধং বিত্তং—মানুষম্ ইতরজ্জ ; অতো বিশিনষ্টি ইতরবিস্তনিবৃত্তার্থং মানুষমিতি । গবাদি হি মনুষ্যসদৃশি বিত্তং চক্ষুর্গ্রাহ্যং কৰ্ম্ম- সাধনম্, তস্মাৎ তৎস্থানীয়ম্ ; তেন সম্বন্ধাচ্চক্ষুর্ম্মানুষং বিত্তম্ । চক্ষুযা হি যস্মাৎ তন্মানুষং বিত্তং বিস্ততে গবাদ্যপলভত ইত্যর্থঃ । কিং পুনরিতরবিস্তম্ ? শ্রোত্রং দৈবম্—দেববিষয়ত্বাদ্বিজ্ঞানস্ত, বিজ্ঞানং দৈবং বিত্তম্ ; তদ্বিহ শ্রোত্রমেব সম্পত্তি- বিষয়ম্ ; কস্মাৎ ? শ্রোত্রেণ হি যস্মাৎ তদৈবং বিত্তং বিজ্ঞানং শৃণোতি ; অতঃ শ্রোত্রাধীনত্বাদ্বিজ্ঞানস্ত শ্রোত্রমেব তদ্বিতি । ৭

কিং পুনরৈতরাঙ্গাদিবিস্তাষ্টৈরিহ নির্কৰ্ত্তব্যং কৰ্ম্ম ? ইত্যাচ্যতে—আত্মৈব— আশ্বেতি শরীরমুচ্যতে । কথং পুনরাঙ্গা কৰ্ম্মস্থানীয়াঃ ? অস্ত কৰ্ম্মহেতুত্বাৎ । কথং কৰ্ম্মহেতুত্বম্ ? আয়না হি শরীরেণ যতঃ কৰ্ম্ম কৰোতি । তস্ত অকৃত্যঙ্গত্বাভি- মানিনঃ এবং কৃত্যঙ্গতা সম্পন্না—যথা বাহ্য জায়াদিলক্ষণা, এবম্ । তস্মাৎ স এষ পাণ্ডুঃ পঞ্চভিনিবৃত্তঃ পাণ্ডুঃ যজ্ঞঃ দর্শনমাত্রনিবৃত্তোহকৰ্ম্মিণোহপি । ৮

কথং পুনরস্ত পঞ্চত্বসম্পত্তিমাত্রেন যজ্ঞত্বম্ ? উচ্যতে—যস্মাদ্বাহোহপি যজ্ঞঃ পশুপুরুষসাধ্যঃ, স চ পশুঃ পুরুষশ্চ পাণ্ডু এব, যথোক্তমনসাদিপঞ্চত্বযোগাৎ ; তদাহ—পাণ্ডুঃ পশুর্গবাদিঃ ; পাণ্ডুঃ পুরুষঃ, পশুত্বত্বপাদিকৃতত্বেনাস্ত বিশেষঃ পুরুষশ্চেতি পৃথকপুরুষগ্রহণম্ । কিং বহুনা, পাণ্ডুত্বমিদং সৰ্ব্বং কৰ্ম্মসাধনং ফলক, যদিদং কিঞ্চ যৎকিঞ্চিদদং সৰ্ব্বম্ । এবং পাণ্ডুত্বং যজ্ঞমাত্মনং যঃ সম্পাদয়তি, স তদিদং সৰ্ব্বং জগদাঙ্গত্বেনাপ্নোতি য এবং বেদ ॥ ৫৪ ॥ ১৭ ॥

ইতি প্রথমোহধ্যায়স্ত চতুর্থ-ব্রাহ্মণভাষ্যম্ ॥ ১ ॥ ৪ ॥

টীকা । এবং তৎপদ্যমুক্তা প্রতীকমানাদি পদানি ব্যাকরোতি—আত্মৈবেত্যাদিনা । বর্ণা বিজয়ন্তোতকো ব্রহ্মচারীতি বাবৎ । কথং তহি হেতুভাবে তস্ত কামিত্বমপি স্তাদিত্যপক্যাহ— জায়াবীতি । সশব্দং ব্যাকৃর্কর্ম্মস্তরবাক্যমানাদিবাশিষ্টং ব্যাচষ্টে—স্বাভাবিকোতি ।

কামনাম্রকারঃ প্রথমপূর্বকং একটরতি—কথমিতি । কৰ্ম্মাধিকারহেতুত্বং তস্তাঃ সাধয়তি— তথেষতি । এজাং প্রতি জায়মা হেতুত্বন্তোতকোহংশকঃ । এজায়া মানুষ্যবিস্তাষ্টব্রত্ৰিসামান্তাষাচঃ বিস্তাষ্টোহংশকঃ । তৃতীয়স্ত বিত্তস্ত কৰ্ম্মাণুষ্ঠানহেতুত্ববিষয়করোতি বিভাগঃ । কৰ্ম্মাণুষ্ঠানকরত্বমাহ— যেনেতি । ১২

তৎ কিং নিত্যমৈমিত্তিককৰ্ম্মণামেবানুষ্ঠানং, নেত্যাহ—কাম্যানি চেতি । ত্রিগুণবদ্ব্যবহৃতঃ
চলকঃ । কামশব্দস্ত বধাক্রমর্থঃ গৃহীত্বতাবানিত্যাধিক্যাক্রান্তিগারমাহ—সাধনলক্ষণেতি ।
অন্তঃ সাধনৈবণীয়াঃ কলভূতা ইতি সৰ্ব্বকঃ । যমোরৈবণীকমুক্তা লোকৈবণাঃ পরিশিনী—
তদৰ্থা ইতি । কণঃ তর্হি সাধনৈবণীকিত্রিত্যাশঙ্ক্যাহ—সেবৈকেতি । এতেন বাক্যশেষোহ-
পানুত্তমীতবতীত্যাহ—অত ইতি । ২

সাধনবৎ কলমপি কামমাত্রঃ চেৎ, কণঃ তর্হি ক্রতঃ সাধনমাত্রমভিধায়ৈতাবানবধিরভেৎ,
তত্রাহ—কলার্ধবাদিতি । উক্তে সাধনে সাধ্যমার্থিকমিত্যত্র দৃষ্টান্তমাহ—ভোজন ইতি ।
সাধনোক্তৌ সাধ্যস্তার্থ্যভুক্তেরৈতাবানিতি যমোরমুবাৎসংপি কথমেবণীয়ে কামশব্দস্তত্র প্রযুক্তভেৎ,
ন হি তৌ পর্ধ্যারৌ, ন চ তদবাচ্যভে তয়োরনর্থকতেত্যাশঙ্ক্য পর্ধ্যায়মেবণীকামশব্দকরোরূপেত্যাহ—
তে এতে ইতি । বেটনমেব শৃষ্টগতি—কৰ্ম্মমার্গ ইতি । অগ্নিস্থোহগ্নিরেব হোমাদিধারেণ
মম জ্ঞেয়সাধনং নাস্তজ্ঞানমিত্যভিমানবানু, ধুমতাপ্তো ধূমেন প্রানিমাপন্নো ধুমত বা
মমান্তে দেহাবসানে ভবতীতি নন্তমানঃ তে ধুমমতিসত্তবতীতি ক্রতেঃ । ষং লোক-
মাস্তান্ধ । ৩

বাক্যান্তরমুখ্যং ব্যাচষ্টে—কথমিত্যাধিনা । তন্মাদেতাৎসবমবধার্যভে তেযামিতি শেষঃ ।
উক্তমেবণীয়ে লোকদৃষ্টমবষ্টতা শৃষ্টগতি—ন ইতি । লকব্যাক্তরাতাবেপি কাময়িতব্যাক্তরঃ
স্তাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—লকব্যেতি । এতদ্ব্যতিরেকেণ সাধনসাধনাতিরেকেপেতি বাবৎ । তমোহরো-
রপি কামইবিধারিক্রতেরভিপ্রায়মাহ—এতদ্ব্যতিতি । কামস্তানর্থকং সাধ্যসাধনরোশ্চ
তাবদ্ব্যবহৃতং সর্গাদৌ পূমর্থতাবিধাসং ত্যক্তা । ব্রহ্মলাভতুল্যাক্রান্তিস্থিত্যোৎপাদ্যপাদ্যো বাখ্যানঃ
সংস্তাসাক্ষকঃ কৃষা কালিক্তমোক্কেহেতুং জ্ঞানমুদ্দিগ্ধ প্রপাদ্যাবর্তয়তিত্যাধিঃ । ৪

তন্মাদপীতাদি ব্যাচষ্টে—বদ্যাদিতি । প্রাকৃতহিতিরেণা ন বুদ্ধিপূর্ণকারিণামিদং বৃত্তমিত্যা-
শঙ্ক্যাহ—প্রজাপতেচেতি । তত্র হেতুত্বেন পূর্ণোক্তং স্মারগতি—সোহবিত্তেদিত্যাধিনা । তত্রৈব
কাঞ্চালিককমমুখ্যং স্মরণতি—তন্মাদিতি । স মাংসিকাদিবািক্যমাদ্যং ব্যাচষ্টে—স এবমিতি ।
পূর্ণং স শব্দো বাক্যপ্রদর্শনার্থঃ । দ্বিতীরক্ত বাখ্যানমধ্যপাতীতাবিরোধঃ । অর্ধসিদ্ধমর্থমাহ—
পারিশেষাদিতি । ৫

তন্তো কৃৎসতেত্যেতদবত্যাং ব্যাবহেতি—বদেত্যাধিনা । অকৃৎসনবৃত্তিমানিনো বিরুদ্ধঃ
কৃৎসনমিত্যাহ—কথমিতি । বিদ্যোদমগ্ররেন কাংগ্রার্থঃ বিভাগঃ দর্শয়তি—অগ্রমিতি । বিভাগে
অন্ততে মনসো বজমানবকরনাভাঃ নিমিত্তমাহ—তত্রৈতি । উক্তমেব বানক্তি—বধেতি । তথা
মনসো বজমানবকরনাবধিত্যাধিঃ । বাচি জ্ঞানবকরনাভাঃ নিমিত্তমাহ—মন ইতি । বাচো
মনোহুভুক্তিঃ বরূপকথনপুরুসরং কোরয়তি—বাগিষ্ঠীতি । ৬

প্রাপ্ত প্রজাবকরনাঃ সাধয়তি—তাত্যাং চেতি । কণঃ পুনশ্চমূর্বাদুযং বিতমিত্যুচ্যতে,
পতহিরণ্যাদি তথা ইত্যশঙ্ক্যাহ—তত্রৈতি । আত্মাদিত্যে সিদ্ধে সতীতি বাবৎ । আদিপনেন
কামচেষ্টা বৃত্ততে । মাস্থমিতি বিশেষণত্বার্থবৎ সমর্থরভে—তদবিধিবিধিতি । সম্রাতি চমুখো
মাস্থমবিভক্যঃ প্রগকয়তি—সবাতীতি । তৎপকপরাবৃত্তমেবণীয়ে ব্যাচষ্টে—তেন সৰ্ব্ববাদিতি ।
তৎসহানীয়ে মাস্থমবিভক্যাহানীয়ে, তেন মাস্থমেণ বিত্তেমেত্যেতৎ । সৰ্ব্বকমেব সাধয়তি—চমুখা

হীতি । তন্মাত্রাক্ষর্যমুৎসবঃ বিত্তমিতি । আকাজ্ঞাপূর্বকমুত্তরবাক্যমুপপদন্তে—কিং পুনরিতি ।
তদ্ব্যচটে—দেবেতি । তত্র হেতুর্মাহ—কস্মাদিত্যাদিনা । ৭

বজ্রানাদিনিকর্ষ্যঃ কর্ণ প্রসপূর্বকং বিপদয়তি—কিং পুনরিত্যাদিনা । ইহেতি সম্পত্তি-
পক্ষোক্তিঃ । শরীরস্ত কর্ণমগ্রসিদ্ধিমিতি শক্তিঃ । পরিহরতি—কথং পুনরিতি । অস্তেতি
বজ্রানোক্তিঃ । হিনসার্থে—যত ইতানুজ্ঞতে । ততো কৃৎসতেতুস্তমুপসংহরতি—তন্তেতি ।
উক্তরীত্য। কৃৎসতে সিদ্ধে বলিতমাহ—তন্মাদিতি । ৮

অস্তেতি দর্শনোক্তিঃ । পশোঃ পুরুষস্ত চ পাঙ্ক্তং তচ্ছবার্থঃ । পুরুষস্ত পশুত্বাবিশেষাৎ
পৃথগ্গ্রহণমবুজ্জমিত্যশঙ্কাহ—পশুত্বংসীতি । ন কেবলং পশুপুরুষয়োরেব পাঙ্ক্তং, কিং তু
সর্বস্তেতমাহ—কিং বহুনেতি । তন্মাদাধ্যাত্মিকস্ত দর্শনস্ত বজ্রং পক্ষত্ববোধ্যবিকল্প-
মিতি শেষঃ । সম্পত্তিকলং ব্যাকরোতি—এবমিতি । ব্যাখ্যাতার্থং বাক্যমুপবদনং ব্রাহ্মণমুপ-
সংহরতি—য এবং বেদেতি । সাধাং সাধনং চ পাঙ্ক্তং হৃদ্রায়ানং জ্ঞাত্বা তচ্চাস্তেহনামুসন্ধানস্ত
তদাপ্তিরেব ফলং, তৎক্রতুজ্ঞানাদিত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥ ১৭ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকভাষ্যটীকারাং প্রথমাধ্যায়ে চতুর্থঃ ব্রাহ্মণম্ ॥ ১৪ ॥

ভাষ্যানুবাদঃ—“আত্মৈব ইদমগ্র আসীৎ” ইত্যাদি । আত্মাই—
স্বভাবসিদ্ধ অবিভাসম্পন্ন দেহেজ্জিরাতি-সংঘাতবিশিষ্ট ব্রাহ্মণাদি বর্ণই অগ্রে—
পত্নীগ্রহণের পূর্বে আত্মা নামে অভিহিত হইয়া থাকে ; অতএব বুঝিতে হইবে
যে, আত্মা হইতে পৃথক্ভূত কাম্যমান অর্থাৎ প্রার্থনাবোধ্য জ্ঞানাদি অপর কোনও
পদার্থই ছিল না ; কেবল এক মাত্র আত্মাই ছিল—জ্ঞানাদি-কামনার বীজস্বরূপ
অবিভাসম্পন্ন একই বস্তু ছিল । বাহ্য দ্বারা কর্তৃত্বপ্রভৃতি কারক এবং ক্রিয়া
ও ক্রিয়াকলের আরোপ হইয়া থাকে, সেই স্বাভাবিক অবিভাসংস্কারে বাসিত
অর্থাৎ দৃঢ়তর অবিভাসংস্কারাপন্ন তিনি কামনা করিয়াছিলেন,—কি প্রকার ?
আমি কর্তা, আমার কর্ত্বাধিকারপ্রযোজক জ্ঞান (পত্নী) হউক ; তাহার
অভাবে কোন বৈধ কর্ত্ত্বই আমার অধিকার নাই ; অতএব কর্ত্বাধিকার লাভার্থ
আমার জ্ঞান হউক ; (১) আমি তাহাতে সম্ভান রূপে জন্মিন, অর্থাৎ আমিই
সম্ভানরূপে উৎপন্ন হইব । অতঃপর আমার বিত্ত—কর্ত্ত্বনিষ্পাদনের উপায়ভূত

(১) তাৎপর্য্য—“অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেৎ তু কণ্ঠমাত্রমপি দ্বিজঃ । আশ্রমেণ বিনা তিষ্ঠন্তু পুনঃ
সংসারমর্হতি ।” এই শাস্ত্রবাক্যানুসারে জানা যায় যে, মনুষ্যকে অবশ্যই কোন একটি আশ্রম
গ্রহণ করিয়া থাকিতে হইবে । তন্মধ্যে কেহ যদি ব্রাহ্মচর্যের সময় অতীত হইবার পর—আটভূমিশ
বৎসর বয়সের মধ্যে পত্নীরহিত হইয়া গার্হস্থ্যশ্রমে থাকেন, তাহা হইলে তাহাকে ‘ব্রাহ্মচারী’
বলে ; তাহার কোনও বৈদিক কর্ত্ত্ব অধিকার থাকে না ; সেই অধিকার হুতনার জন্যই ‘আমি-
পুরুষ’ জ্ঞান। সে জ্ঞান—কর্ত্ত্বকর্তার’ এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন ।

গবাদি পশু হউক, অনন্তর আমি অভ্যাদর (স্বর্গাদি) ও মুক্তির উপায়স্বরূপ কৰ্ম করিব, যাহা দ্বারা আমি ঋণবিমুক্ত হইয়া দেবতা প্রভৃতির লোক (বাসস্থান) লাভ করিতে পারি, আমি সেইরূপ কৰ্ম করিব, এবং পুত্র বিত্ত ও স্বর্গাদিলাভের উপায় স্বরূপ কাম্য কৰ্মেরও অনুষ্ঠান করিব । ১

কাম অর্থাৎ প্রার্থনীয় বিষয় এতাবৎই—এইপর্য্যন্তই অর্থাৎ এ সমস্তই পরিচ্ছিন্ন বা সীমাবদ্ধ ; এইপরিমাণ বিষয়ই কাম্যবিত্ত্য বা প্রার্থনীয়—জ্ঞান, পুত্র, বিত্ত এবং বিত্তসাধ্য কৰ্ম, সাধ্য-সাধনাত্মক এই ত্রিবিধ এষণা (কামনা), এবং পূর্বোক্ত সাধনৈষণার ফলস্বরূপ ত্রিবিধ লোক—মনুষ্যলোক, পিতৃলোক ও দেব লোক ; এই ত্রিবিধ লোকপ্রাপ্তিই জ্ঞান, পুত্র, বিত্ত ও কৰ্মস্বরূপ সাধনৈষণার উদ্দেশ্য । অতএব সেই যে লোকৈষণা, একমাত্র তাহাই প্রকৃত এষণা । এষণা একই বটে, কেবল সাধন বা সিদ্ধির উপায়ানুসারে তাহার দ্বৈবিধ্য্য করিত হইয়া থাকে মাত্র । এই জন্তই পরে অবধাবণ করিয়া বলিবেন যে, ‘এই উভয় এষণাই [এক]’ ইতি ।

আরম্ভমাত্রই ফলাধক, অর্থাৎ ফলোদ্দেশ্যেই কার্য্যারম্ভ হইয়া থাকে ; সুতরাং লোকৈষণাও ফলফলে উক্লিষ্ট হইয়াছে ; কাজেই অবধারণ করা হইতেছে যে, ‘কাম এই পরিমাণই বটে’ । ভোক্ত্রনের কথা বলিলে যেমন তৃপ্তির কথা জ্ঞান পূর্ণক্ করিয়া বলিতে হয় না ; কারণ, তৃপ্তিলাভই ভোক্ত্রনের উদ্দেশ্য, [তেমনি এখানেও পূর্ণৈষণা ও নিষ্টৈষণার কথা বলাতেই লোকৈষণার কথাও ব্যক্তিগা গইতে হইবে । (২) সাধ্য ও সাধনাত্মক এই উভয় প্রকার এষণাই কাম, অবিদ্বান্ পুরুষ ইহা দ্বারা প্রেরিত হইয়াই যেন অনশভাবে কোশকার কীটের ন্যায় আপনাকে বেষ্টিত (আবদ্ধ) করিয়া থাকে—কেবলই কৰ্ম্মমার্গে মনোনিবেশ করত বহিমুখ হইয়া স্ব-লোক—আত্মাকে জানে না’ । তৈত্তিরীয় প্রতিতেও এইরূপ কথাই আছে—‘অগ্নি দ্বারা বিমোহিত এবং ধূম দ্বারা ক্লান্ত হইয়া [অবিদ্বান্ পুরুষ] স্বলোক-পদবাচ্য আত্মাকে দেখিতে পায় না’ ইতি । ৩

(২) ভাৎপর্ধ্য—অগতে তিন প্রকার কামনা বেষ্টিতে পাওয়া যায়,—এক পুত্রৈষণা, দ্বিতীয় বিষ্টৈষণা, তৃতীয় লোকৈষণা—পুত্রকামনা, বিত্তকামনা এবং ঐহিক ও পারলৌকিক সম্পদকামনা । এখানে জ্ঞতির মধ্যে কেবল পুত্রৈষণা ও বিষ্টৈষণা, এই দ্বিবিধ এষণারই উল্লেখ রহিয়াছে, কিন্তু লোকৈষণার উল্লেখ নাই ; এই জন্ত ভাক্ত্রকার বলিলেন যে, লোকৈষণা যখন কৰ্ম্মানুষ্ঠানেরই ফল, ফলোদ্দেশ্য ব্যাভীত যখন আমোদ স্বৰ্গ প্রভৃতিই হইতে পারে না, তখন এই দ্বিবিধ একা দ্বারাই লোকৈষণাও তৎকলঙ্কে প্রাপ্ত হওয়া সিদ্ধিহে ।

[আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি,] কামনার বিষয় যখন অনন্ত, তখন কামনাও নিশ্চরই অনন্ত ; সুতরাং এষণার (কামের) ‘এতাবহ’ (নির্দিষ্ট পরিমাণ) অবধারিত হইতেছে কি প্রকারে ? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তাহার উত্তরে বলিতেছেন—যেহেতু, ইচ্ছা করিলেও ইহার অধিক—ফল ও সাধনাত্মক কামের অধিকতর কোনও কাম লাভ করিতে পারা যায় না ; কেন না, জগতে ঐহিক বা পারলৌকিক যে কোনপ্রকার লক্ষ্য (প্রাপ্য) বিষয় আছে, তাহার কিছুই ফল ও সাধনের অতিরিক্ত নহে ; কাম দ্বারা লক্ষ্য ফল ও সাধন ব্যতীত অপর কোন বিষয়ের অস্তিত্বই যখন অসিদ্ধ, তখন “এতাবান্ বৈ কামঃ” এইরূপ নির্ধারণ করা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে ; এই কথা বলা হইতেছে যে, অবিদ্বান্ পুরুষের অধিকারভুক্ত সাধ্য (ফল) ও সাধনাত্মক যে দ্বিবিধ এষণা (কামনা), তাহার নাম কাম ; ইহার প্রয়োজন ঐহিকও হইতে পারে, পারলৌকিকও হইতে পারে । ইহা হইতে—উক্ত দ্বিবিধ এষণাত্মক কাম হইতে ব্যুত্থান করিতে হইবে অর্থাৎ উক্ত দ্বিবিধ কামনা পরিত্যাগ করিতে হইবে । ৪

যেহেতু, এবংবিধ আত্মকামী প্রথমোৎপন্ন অবিদ্বান্ পুরুষ যেরূপ কামনা করিয়াছিলেন, তৎপূর্ববর্তী পুরুষও সেইরূপই [করিয়াছিলেন] ; কারণ, ইহাই হইতেছে লোকরক্ষার উপায় বা ব্যবস্থা । পূর্বোক্ত প্রজাপতির সৃষ্টিও ঠিক এইরূপই হইয়াছিল ; যথা—তিনি অবিষ্টা বা অজ্ঞান বশতঃ ভীত হইলেন ; তাহার পর কামযুক্ত বা ভোগাভিলাষী হইয়া একাকী অবস্থায় প্রীতিলাত করিতে না পারিয়া সেই অপ্রীতি অপনয়নের ইচ্ছায় স্ত্রী পাইতে ইচ্ছা করিলেন, সেই স্ত্রীতে উপগত হইলেন ; তাহা হইতেই এই সৃষ্টি হইল ; এ কথা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে । সেই কারণেই তাঁহার সৃষ্ট এই জগতে এখনও—বর্তমান সময়েও দারপরিগ্রহের পূর্বে একাকী থাকিয়া লোকে কামনা করিয়া থাকে—‘আমার জায়া হউক, আমি ধর্ম-কর্ম করিব’, ইহার অর্থ পূর্বেই উক্ত হইয়াছে । সেই পুরুষ এইরূপ কামনা করিয়া এবং জায়া-প্রভৃতি সমস্ত কাম্য বিষয় সম্পাদন করিতে যাইয়া বতঙ্গণ উক্ত জায়াদির একটা বিষয়ও প্রাপ্ত না হয়, ততক্ষণে আপনাকে অকুংস্বেই—‘আমি অসম্পূর্ণ আছি’ এইরূপই মনে করিয়া থাকে । ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, যখন সে ইহার সমস্তগুলি সম্পাদন করিতে পারে, তখনই তাহার পূর্ণতা হয় । ৫

যখন কিছুতেই আর কুংস্বতা (পূর্ণতা) সম্পাদন করিতে সমর্থ হয় না, সেই অবস্থায় তাহার পূর্ণতা-সম্পাদনার্থ বলিতেছেন—অকুংস্বতাভিমানী সেই পুরুষের

এই প্রকারে কৃত্যতা লাভ হইয়া থাকে । কি প্রকারে ? [তাহার পূর্ণতা সম্পাদনের ভিত্ত] এই দেহেজ্জিরা-সমষ্টিকেই বিভক্ত করা হইয়া থাকে । তদ্ব্যতীত সৈবিক সমস্ত অংশই মনের অন্তর্গত , এই কারণে মনই তাহাদের মধ্যে প্রধান ; প্রধানত্ব নিবন্ধন মন হইতেছে আত্মা—আত্মারই মত,—গৃহস্থামী বেক্সপ জারা পুত্রাদির আত্মতুল্য । কারণ, জারা-পুত্রাদি সকলেই মেরুপ তাহার অন্তর্গত করিয়া থাকে, তদ্ব্যতীত এখানেও পূর্ণতা-সম্পাদনের নিমিত্ত মনকে আত্মারূপে কল্পনা করা হইয়া থাকে । বাক্য সাধারণতঃ মনেবই অন্তর্গামী, এই ভিত্ত বাক্য হইতেছে জারার তুল্য । এখানে বাক্য অর্থ—বিধিনিষেধাত্মক শব্দ, মন প্রবণেজ্জির দ্বারা তাহা গ্রহণ করে, অবধারণ কবে, এবং প্রয়োগও করে , এই কারণে বাক্য মনের জারাহীনীর । ৬

জারা-পতিস্থানীর সেই বাক্য ও মন দ্বারা কর্ণের ভিত্ত প্রাণ প্রেরিত হইয়া থাকে ; এই ভিত্ত প্রাণ হইতেছে প্রজাহীনীর । সেই প্রাণের চেতনা বা ব্যাপান্যাত্মক কর্ণ সাধারণতঃ চক্ৰ গ্রাহ্য বিত্ত দ্বারা নিম্পাদিত হইয়া থাকে ; এই ভিত্ত চক্ৰ হইতেছে মাতৃব বিত্ত ; তাহা জীবাব দ্বিবিধ,—মাতৃব-স্বকী ও তত্ত্বির , এই ভিত্ত অপন বিত্তের নিষেধার্থ বিশেষ করিয়া বলিতেছেন—‘মাতৃব বিত্ত’ ইতি । কারণ, মতৃবস্বকী গবাদি বিত্তই চক্ৰগ্রাহ্য এবং কর্ণনিম্পাদনের উপায়স্বরূপ , সেই হেতু গবাদি বিত্তের সঙ্ঘিত স্বকী থাকার চক্ৰ হইতেছে --গবাদিস্থানপাতী মাতৃব বিত্ত ; কারণ, চক্কুর সাহায্যেই মতৃব বিত্ত গবাদি পশুর উপলব্ধি হইয়া থাকে । ভাল, অপর বিত্তটি কি ? বলিতেছি—] প্রোত্র হইতেছে—দৈব বিত্ত ; কারণ, দেবতাই প্রধানতঃ প্রোত্রবিজ্ঞানের বিবর ; এই ভিত্ত ঐ বিজ্ঞান হইতেছে—দৈব বিত্ত । অগতে প্রোত্রই সম্পত্তি বিবরে প্রধান ; কারণ ? যেহেতু, প্রোত্র দ্বারা সেই দৈব বিত্ত প্রবণ করিয়া থাকে ; অতএব দেবতা-বিজ্ঞান প্রোত্রাণীন বলিয়া প্রোত্রই সেই দৈব বিত্ত । ৭

এই আত্মা হইতে আরম্ভ করিয়া বিত্তপর্বত বাহ্য উক্ত হইল, ইহা দ্বারা এখানে কোন্ কর্ণ নিম্পাদন করিতে হইবে ? তাহা বলিতেছেন—আত্মাই—এখানে ‘আত্মা’ শব্দে শরীর অভিহিত হইয়াছে । আত্মা কর্ণহীনীর হয় কি প্রকারে ? যেহেতু, এই আত্মাই কর্ণনিম্পত্তির হেতু ; কর্ণনিম্পত্তিরই বা হেতু হয় কি প্রকারে ? যেহেতু আত্মা শরীর দ্বারা কর্ণ করিয়া থাকে । বাহ্য অগতে জারাদি দ্বারা বেক্সপ কৃত্যতা সম্পাদিত হইয়া থাকে, তদ্ব্যতীত এই অকৃত্যতাভিমানী পুরুষেরও এইভাবেই কৃত্যতা সম্পন্ন হয় । অতএব ইহা হইতেছে—

কৰ্মানুষ্ঠানরহিত পুরুষেরও কেবল জ্ঞানমাত্র-সম্পাদিত পাণ্ডিত্য কৰ্ম—উক্ত পাঁচটি বিবরণ দ্বারা সম্পাদিত বলিয়া পাণ্ডিত্য যজ্ঞ । ৮

ভাল কথা, কেবল পঞ্চকসম্পাদন দ্বারাই ইহার যজ্ঞত্ব সম্পন্ন হয় কি প্রকারে ? হাঁ, বলা হইতেছে—যেহেতু, লোকপ্রসিদ্ধ যজ্ঞকার্য্য, যে পশু ও পুরুষ দ্বারা নিষ্পাদন করিতে হয়, সেই পশু ও পুরুষ ত নিশ্চয়ই পাণ্ডিত্য ; কারণ, উক্ত মনঃপ্রভৃতি পাঁচটি পদার্থের সহিত উহাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে । তাহাই বলিয়া দিতেছেন যে, গবাদি পশুও পাণ্ডিত্য (উক্ত পঞ্চাবয়বসম্পন্ন) এবং পুরুষও পাণ্ডিত্য । পুরুষে পশুত্ব ধৰ্ম্ম থাকিলেও তাহার কৰ্ম্মাদিকাররূপ বিশেষত্ব আছে ; এই জন্য পৃথক্ভাবে পুরুষের উল্লেখ করা হইরাছে । অধিক কি, কৰ্ম্মসাধন ও কৰ্ম্মফল সমস্তই—এই বাহ্য কিছু আছে, তৎসমস্তই পাণ্ডিত্য । যে ব্যক্তি এইরূপ জানে—আপনাতে এই পাণ্ডিত্য যজ্ঞ সম্পাদন করে, সে দৃশ্যমান সমস্ত জগৎকেই আত্মস্বরূপে লাভ করিতে পারে ॥ ৫৪ ॥ ১৭ ॥

ইতি প্রথমোহধ্যায়ঃ চতুর্থঃ ব্রাহ্মণের ভাষ্যানুবাদ ॥ ১ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমঃ ব্রাহ্মণম্ :

যৎ সপ্তান্নানি মেধয়া তপসাজনয়ৎ পিতা । একমশ্ব সাধারণং
 য়ে দেবানভাজয়ৎ ত্রীণ্যাত্মনেহকুরুত পশুভ্য একং প্রায়চ্ছৎ ।
 তস্মিন্ সৰ্বং প্রতিষ্ঠিতং যচ্চ প্রাণিতি যচ্চ ন । কস্মাত্তানি ন
 ক্ষীয়ন্তেহত্মানানি সৰ্বদা । যো বৈতামক্ষিতিঃ বেদ সোহম-
 মতি প্রতীকেন । স দেবানপিগচ্ছতি স উৰ্জ্জ্বমুপজীবতীতি
 শ্লোকাঃ ॥ ৫৫ ॥ ১ ॥

সরলার্থঃ : পিতা (জগৎকারণম্ জৈবরঃ) মেধয়া (জ্ঞানেন) তপসা
 (কৰ্ম্মণা) যৎ (যানি) সপ্ত অন্নানি (ভীষভোগ্যানি) অজ্ঞনয়ৎ ; অশ্ব (অন্নসংযুক্ত)
 একং (অন্নং) সাধারণং (সৰ্বভোগ্যং), য়ে (অন্নে) দেবান্ অভাজয়ৎ
 (প্রাপিতবান্), ত্রীণি (অন্নানি) আত্মনে (স্বয়ৈ) অকুরুত (কৃতবান্),
 এক- (অন্নং) পশুভ্যঃ প্রায়চ্ছৎ (দত্তবান্); তস্মিন্ (একস্মিন্ অন্নে) সৰ্বং
 প্রতিষ্ঠিতং (স্থিতং) । [কিং তৎ সৰ্বম্ ? ইত্যাহ—] যৎ চ (অপি) প্রাণিতি
 (প্রাণান্ ধারয়তি), যৎ চ ন (প্রাণান্ ন ধারয়তি) তানি (অন্নানি) সৰ্বদা
 অত্মানানি (ভোজ্যমানানি) [অপি] কস্মাৎ (হেতোঃ) ন ক্ষীয়ন্তে (ন
 ক্ষয়ং যান্তি) ? যো বা এতঃ অক্ষিতিঃ (অন্নানামক্ষয়ং) বেদ (জানাতি),
 সঃ (বেত্তা) প্রতীকেন (উপাসনাবিশেষণ) অন্নং অস্তি (ভক্ষয়তি); সঃ
 দেবান্ অপোতি (প্রাপ্নোতি), সঃ উৰ্জ্জ্বঃ (উৎকৰ্ষঃ) উপজীবতি, ইতি (অস্মিন্
 বিষয়ে) শ্লোকাঃ (বক্ষ্যমাণা মন্ত্রাঃ) [সম্বিত্যর্থঃ] ॥ ৫৫ ॥ ১ ॥

মূল্যানুবাদঃ :—পিতা অর্থাৎ আদিকর্তা, মেধা ও তপস্যা দ্বারা
 প্রথমে যে সপ্তবিধ অন্ন সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহার একটি অন্ন
 সর্বসাধারণের জন্য দিয়াছিলেন, দুইটি অন্ন দেবগণের জন্য দিয়াছিলেন,
 তিনটি অন্ন নিজের ভোগ্য করিয়াছিলেন, আর পশুগণের উদ্দেশ্যে
 একটি অন্ন দিয়াছিলেন। বাহারা প্রাণধারণ করে, আর বাহারা করে
 না, অর্থাৎ বাহারা চেতন ও বাহারা অচেতন সকলেই সেই অন্নে

প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ অস্মাশ্রিত । সর্বদা জীবভক্ষ্য ইহীয়াও সেই সমুদয় অন্ন
ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না কেন, যে ব্যক্তি এই অক্ষয়-রহস্য জানেন, তিনি অংশ-
ক্রমে অন্ন ভোগ করিয়া থাকেন ; তিনি দেবহ লাভ করেন, তিনি
তেজস্বি-জীবন প্রাপ্ত হন ; এ বিষয়ে এই সমস্ত শ্লোক অর্থাৎ সংক্ষিপ্তা-
র্থক মন্ত্র আছে ॥ ৫৫ ॥ ১ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্ :—যৎ সপ্তান্নানি মেধয়া । অবিচ্ছা প্রস্তুতা ;
তত্রাবিধান্ অন্নাং দেবতামুপাস্তে—অথোহসাব্জোহহমস্মীতি ; স বর্ণাশ্রমা-
ভিমানঃ কৰ্ম্মকৰ্ত্তব্যতয়া নিরতো জুহোত্যাদিকৰ্ম্মভিঃ কামপ্রযুক্তো দেবাদীনা-
মুপকুৰ্ম্মন্ সৰ্কেবাং ভূতানাং লোক ইত্যুক্তম্ । যথা চ স্বকৰ্ম্মভিরেকেকেন
সৰ্কেভূতৈরসৌ লোকো ভোজ্যত্বেন সৃষ্টঃ, এবমসাবপি জুহোত্যাदि-পাণ্ডুল-
কৰ্ম্মভিঃ সৰ্ব্বাণি ভূতানি সৰ্ব্বঞ্চ জগৎ আত্মভোজ্যত্বেনাসৃজত । এবমেকৈকঃ
স্বকৰ্ম্ম-বিদ্যামুপোপাণ সৰ্ব্বশ্চ জগতো ভোক্তা ভোজ্যঞ্চ, সৰ্ব্বশ্চ সৰ্ব্বঃ কৰ্ত্তা
কার্যাঞ্চৈতার্থঃ । এতদেব চ বিজ্ঞাপকরণে মধুবিজ্ঞায়াং বক্ষ্যামঃ,—সৰ্ব্বং সৰ্ব্বশ্চ
কার্য্যং মক্ষিতি আত্মৈকত্ববিজ্ঞানার্থম্ । যদসৌ জুহোতীত্যাदिना पाण्डु-
কাম্যেন কৰ্ম্মণা আত্মভোজ্যত্বেন জগদসৃজত বিজ্ঞানেন চ তৎ জগৎ সৰ্ব্বং সপুধা
প্রবিভজ্যমানং কার্য্য-কারণত্বেন সপ্তান্নান্যুচ্যন্তে, ভোজ্যত্বাং ; তেনাসৌ পিতা
তেশামন্নানাম্ । এতেবামন্নানাং সবিনিরোগানাং সূত্রভূতাঃ সজ্জৈপতঃ
প্রকাশকত্বাদিমে মন্ত্রাঃ ॥ ৬৫ ॥ ১ ॥

টীকা । ব্রাহ্মণান্তরমবত্যা সঙ্গতিং বজ্জুং বৃন্তং কীর্তয়তি—যৎ সপ্তান্নানীত্যাदिना ।
তত্রৈততিক্রান্তব্রাহ্মণোক্তিঃ । উগান্তিশক্তিং ভেদদর্শনমবিচ্ছাকার্য্যমেননানুভূ ন স বেদেতি
তচ্ছতুরবিচ্ছা পূর্ব্বত্র প্রস্তুতেতি যোজনা । অথো অয়মিত্যত্রোক্তমসুবদতি—স বর্ণাশ্রমাভিমান
ইতি । আত্মবেদমগ্ন আসীদিত্যাদাবুক্তং স্মারয়তি—কামপ্রযুক্ত ইতি । বৃন্তমসুত্রোত্তরগ্রহ-
মবতারয়িতুমপেক্তিং পুরয়তি—যথা চেতি । গৃহিণো জগতশ্চ পরম্পরঃ স্বকর্ম্মোপার্জিতত্ব-
মেষ্টব্যম্, অশ্রুতব্রাহ্মণমুপকারকত্বাযোগাদিত্যর্থঃ । নমু সূত্রশ্চেব জগৎকর্ত্ত্বং জ্ঞানক্রিয়াতি-
শয়বত্বাং, নেতরেবাম্, তদভাবাং ; অত আহ—এবমিতি । পূর্ব্বকল্পীয়বিহিতপ্রতিষিদ্ধজ্ঞান-
কর্ম্মানুষ্ঠাতা সৰ্কো জন্তরন্তরসর্গশ্চ পিতৃত্বেনাত্ম বিবক্ষিতঃ, ন তু প্রজাপতিরবেতুজ্ঞানকর্ম্মঃ
সজ্জৈপত্যা—সৰ্কশ্চেতি । সৰ্কশ্চ মিথোহেতুহেতুমত্বে প্রমাণমাহ—এতদেবেতি । সৰ্কত্বাভোজ্য-
কার্য্যকারণভোজ্যো কল্পিতত্ববচনং কুত্রোপযুক্ত্যতে, তত্রাহ—আত্মৈকত্বেতি । এবং ভূমিকাং
কুত্রোত্তরব্রাহ্মণত্যাংপর্য্যমাহ—যদসাবিতি । উচ্যন্তে ধ্যানার্থমিতি শেষঃ । অগ্নবে হেতুঃ—
ভোজ্যত্বাদিতি । তেন জ্ঞানকর্ম্মত্যাং জনকত্বেনেতি বাবৎ । ব্রাহ্মণমবত্যা মন্ত্রমবতারয়তি—
এতেশামিতি ॥ ৫৫ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—“যৎ সপ্ত অন্নানি মেধয়া” ইত্যাদি। অবিদ্বার কথা বলা হইয়াছে ; তাহাতে বলা হইয়াছে যে, অবিদ্বান্ পুরুষ ‘আমি অন্ন, এবং আমার উপাস্ত অন্ন’ ইত্যাকারে আত্মাতিরিক্ত দেবতার উপাসনা করিয়া থাকে ; বর্ণাশ্রমাভিমानी এবং কর্তব্যাবুদ্ধিতে কর্মনিরত ও কামনাবান্ সেই অবিদ্বান্ পুরুষ হোমাদি কর্ম দ্বারা দেবগণের উপকার সাধন করত সর্বভূতের ভোগ্য হয়। সমস্ত ভূতবর্গ এক একটা করিয়া নিজ নিজ কর্ম দ্বারা এই লোককে যেমন ভোজ্যরূপে সৃষ্টি করিয়াছে, তেমনি তিনি নিজে ও আবার পূর্বোক্ত হোমাদি পাঙ্ক কর্ম দ্বারা সমস্ত ভূত ও সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। এইরূপে প্রত্যেকেই স্বীয় বিদ্যা ও কর্মানুসারে সর্বজগতের ভোক্তাও বটে, ভোজ্যও বটে, এবং কর্তাও বটে, কার্য্যও বটে। বিদ্যাপ্রকরণে মধুবিদ্বার প্রসঙ্গে (২য় অধ্যায়ে, ৫ম ব্রাহ্মণে) আমরা বলিব যে, কার্য্যমাত্রই কারণের মধুরূপ ; কারণ, তাহা দ্বারা আত্মৈকজ্ঞানের সুবিধা হইতে পারে। তিনি পাঙ্ক (পঞ্চাঙ্ক) হোমাদি কাম্যকর্ম ও বিজ্ঞান দ্বারা আপনার ভোজ্যরূপে যে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই সমস্ত জগৎও কার্য্য-কারণভাবে বিভক্ত হইয়া সপ্ত অন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে ; কারণ, ইহাও জীবের ভোজ্য বা ভোগ্যই। এইরূপে বিভাগ করাতেই তিনি সেই অন্ন সমূহের পিতা নামে কথিত হন। সূত্রাকারে সংক্ষেপতঃ উক্ত অন্নসমূহ ও তাহাদের বিনিয়োগ প্রকাশ করিতেছে বলিয়া উক্ত বাক্যাগুলি শ্লোক অর্থাৎ মন্ত্রপদবাচ্য ॥ ৫৫ ॥ ১ ॥

যৎ সপ্তান্নানি মেধয়া তপসাজনয়ৎ পিতেতি, মেধয়া হি তপসাজনয়ৎ পিতা। একমস্ত্র সাধারণমিতীদমেবাস্ত্র তৎ সাধারণ-মন্ত্রং যদিদমগতে। স য এতদুপাস্তে ন স পাপানো ব্যাবর্ততে, মিশ্রং হেতৎ।

যে দেবানভাজয়দিতি হৃতঞ্চ প্রহৃতঞ্চ, তস্মা-দেবেভ্যো জুহ্বতি চ প্র চ জুহ্বত্যথো আহর্দর্শপূর্ণমাসাবিতি। তস্মান্নেষ্টিযাজুকঃ স্মাৎ, পশুভ্য একং প্রায়চ্ছদিতি তৎ পয়ঃ। পয়ো হেবাগ্রে মনুষ্যাশ্চ পশবশ্চোপজীবন্তি, তস্মাৎ কুমারং জাতং দ্ব্যতং বৈ বাগ্রে প্রতিলেহয়ন্তি স্তনং বানু-ধাপয়ন্ত্যথ বৎসং জাতমাহরতৃণাদ ইতি, তস্মিন্ সর্বং প্রতি-

ষ্ঠিতম্—যচ্চ প্রাণিতি যচ্চ নেতি, পয়সি হীদং সৰ্বং প্রতি-
ষ্ঠিতং যচ্চ প্রাণিতি যচ্চ ন ।

তদ্বাদিদমাহঃ সংবৎসরং পয়সা জুহুদপ পুনর্মৃত্যুং জয়তীতি,
ন তথা বিদ্বাদযদহরেব জুহোতি তদহঃ পুনর্মৃত্যুপজয়ত্যেবং
বিদ্বান্ সৰ্বং হি দেবেভ্যোহম্নাত্যং প্রযচ্ছতি ।

কস্মাৎ তানি ন ক্ষীয়ন্তেহদৃগানানি সৰ্বদেতি ; পুরুষো বা
অক্ষিতিঃ, স হীদম্নং পুনঃপুনর্জজ্ঞনয়তে ।

যো বৈতামক্ষিতিং বেদেতি, পুরুষো বা অক্ষিতিঃ, স
হীদম্নং ধিয়া ধিয়া জনয়তে কস্মভির্ষদ্বৈতম্ন কুর্যাৎ ক্ষীয়েত হ ;
সোহম্নমন্তি প্রতীকেনেতি, মুখং প্রতীকং মুখেনেত্যেতৎ । স
দেবানপিগচ্ছতি স উর্জ্জমূপজীবতীতি প্রশংসা ৫৬ ॥ ২ ॥

সরলার্থঃ ।—[মন্ত্যর্থশ্চ দুর্লবজ্ঞেরত্যাং ঋতিঃ স্বয়মেব তদর্থমাহ—
'যৎ' ইত্যাদি । 'যৎ সপ্তানানি মেধয়া তপসাজনয়ং পিতা-ইতি' ইতি প্রতীকম্ ।
[অস্তায়মর্থঃ—হি-শব্দঃ প্রসিদ্ধিচকঃ ;] পিতা মেধয়া (জ্ঞানেন) তপসা
(কৰ্ম্মণা চ) যৎ অজনয়ং (সৃষ্টবান্) [সপ্ত অন্নানি ইতি] হি প্রসিদ্ধম্ ।
'একম্ অশ্র সাধারণম্ ইতি' ইতি ; [অস্তায়মর্থঃ—] অশ্র (পিতুঃ) ইদং
(বক্ষ্যমাণম্) এব তৎ সাধারণম্ (সৰ্বভোজ্যং) অন্নম্,—যৎ ইদং (লোক-
প্রসিদ্ধং অন্নম্) অত্বে (ভূজ্যতে) [সর্বে জ্ঞানৈঃ] ; সঃ যঃ (জনঃ) এতৎ
(সাধারণম্ অন্নম্) উপাস্তে (অন্নভোগপরায়ণঃ ভবতি), সঃ পাপানঃ
(পাপাং) ন ব্যাবর্ততে (ন মুচ্যতে) ; হি (যস্মাৎ) এতৎ (অন্নম্) মিশ্রং
(পুণ্য-পাপ সমন্বিতম্) । 'দে দেবান্ অভাজয়ং ইতি' ইতি ; [কিং তৎ ধরম্ ?
ইত্যাহ—] হতং (অগ্নৌ প্রক্ষিপ্তং) চ, প্রহতং (হোমানন্তরবলিসম্বর্ণং) চ ;
তস্মাৎ (যস্মাৎ পিতা এব তদন্নধরং দেবেভ্যঃ প্রদত্তং, তস্মাৎ হেতোঃ)
দেবেভ্যঃ জুহুতি (হোমং কুরুন্তি), প্রজুহুতি (বলিম্ অর্পয়ন্তি) চ ।

অন্তে আহঃ (কথয়ন্তি)—দর্শ-পূর্ণমাসৌ (দর্শঃ পূর্ণমাসচ যার্লৌ হে
অগ্নে) ইতি ; তস্মাৎ (হেতোঃ) ইষ্টিবাজুকঃ (কাম্যবাগ্ধীলঃ) ন জ্ঞাৎ
(ন ভবেৎ), [অপিতু দর্শপূর্ণমাসপর এব জ্ঞাদিতি ভাবঃ] । 'পশুভ্যঃ
একং প্রাযচ্ছৎ-ইতি' ইতি—[কিং তদেকম্ ?] তৎ (একং অন্নং) পরঃ

(হৃৎ) ; হি (যস্মাৎ) যজুশ্বাঃ চ পশবঃ চ অগ্রে (প্রথমং) পরঃ এব উপ-
জীবন্তি (পিবন্তি), [নতু অজ্ঞাৎ] ; তস্মাৎ (হেতোঃ) জাতং । (ভূমিষ্ঠং)
কুমারং (শিশুং) অগ্রে ঘৃতং বা (বিকল্পে) প্রতিলেহয়ন্তি, স্তনং অমু-
খাপয়ন্তি (পায়য়ন্তি) ; অথ (তস্মাৎ) জাতং বৎসং (শিশুং) অতৃণাদঃ) ন
তৃণভোক্তা) ইতি আহঃ (কথয়ন্তি) [জনাঃ] । ‘তস্মিন্ সৰ্বং প্রতিষ্ঠিতং
যচ্চ প্রাণিতি, যচ্চ ন ইতি’ ইতি—হি [যস্মাৎ] যৎ চ প্রাণিতি (প্রাণধারণং
করোতি), যৎ চ (অপি) ন [প্রাণিতি], ইদং সৰ্বং পরসি (হৃৎ)।
প্রতিষ্ঠিতম্ ; তৎ (তস্মাৎ) যৎ ইদং আহঃ—সংবৎসরং [ব্যাপ্য] পরসি (হৃৎ)।
জুহ্বং (হোমং কুর্কন্) পুনর্যুত্থাং (পুনর্মরণং) অপজয়তি (মৃত্যুং অতিক্রামতী-
ত্যর্থঃ) ইতি ; তথা ন বিজ্ঞাৎ (জানীয়াৎ)—যদহঃ (যস্মিন্ অহনি) এব
জুহোতি, তদহঃ (তস্মিন্ অহনি—সত্ত্ব এব) মৃত্যুং পুনঃ অপজয়তি—এবং বিদ্বান্
(জানন্) হি (নিশ্চয়ে) দেবেভ্যঃ সৰ্বং অন্নাত্মং (অদনীয়ম্ অন্নং প্রযচ্ছতি
দদাতি, যথোক্তবিজ্ঞানমেব দেবেভ্যঃ সৰ্বান্নদানমিতি ভাবঃ) । ‘কস্মাৎ তানি
ন ক্ষীয়ন্তে অজ্ঞমানানি সৰ্বদা—ইতি’ ইতি ? পুরুষঃ (আত্মা) বৈ (প্রসিদ্ধো)
অক্ষিতিঃ (অক্ষয়হেতুঃ), সঃ (পুরুষঃ) হি (নিশ্চয়ে) ইদম্ অন্নং পুনঃ পুনঃ
জনয়তি (উৎপাদয়তি), [তস্মাৎ ন ক্ষীরতে ইতি ভাবঃ] । ‘বো বা এতাম্
অক্ষিতিং বেদ—ইতি’—পুরুষো বা অক্ষিতিঃ ; সঃ (পুরুষঃ) হি ধিরা ধিরা
(জ্ঞানেন) কৰ্ম্মভিঃ ইদং অন্নং জনয়তে ; যৎ (যদি) হ (প্রসিদ্ধো) এতৎ
(জ্ঞান-কৰ্ম্মানুষ্ঠানং) ন কুর্যাৎ, [তদা] ক্ষীরেত [অন্নম্], হ-শব্দঃ (অবধারণার্থঃ) ।
‘সঃ অন্নম্ অস্তি প্রতীকেন-ইতি’ ইতি—মুখং (প্রধানং) প্রতীকং (প্রতীক-শব্দার্থঃ,
তেন) মুখেণ [অন্নম্ অস্তি] ইত্যেতৎ । সঃ দেবান্ অপигচ্ছতি, সঃ উৰ্জম্
উপজীবতি’ ইতি (এতৎ) প্রশংসা (অন্নবিজ্ঞানস্ত স্তুতিরিত্যর্থঃ) ॥৫৬ ॥ ২ ॥

মূলানুবাদ :—[পূর্বোক্ত মন্ত্রের প্রকৃত অর্থ লোকের হৃদয়ঙ্গম
না হইতে পারে, এই আশঙ্কায় ঋষি নিজেরই তাহার অর্থ প্রকাশ করিয়া
বলিতেছেন—] “যৎ + + + পিতা-ইতি ।” ইহার অর্থ এই—
পিতা আদিকর্তা মেধা দ্বারা (বিজ্ঞানের সাহায্যে) এবং তপস্বী দ্বারা
অর্থাৎ বিহিত কৰ্ম্ম দ্বারা সপ্তপ্রকার অন্ন উৎপাদন করিয়াছিলেন । ‘একম্
+ + + ইতি’ ইহার অর্থ—তাহার স্মৃতি অন্নের মধ্যে একটি সাধারণ—
সৰ্বভোজ্য অন্ন,—যাহা সাধারণতঃ লোকে ভক্ষণ করিয়া থাকে ; যে

ব্যক্তি এই সাধারণ অগ্নির উপাসনা করে, অর্থাৎ ইহাতেই অনুরক্ত থাকে, সে ব্যক্তি কখনই পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পাবে না ; কারণ, ঐ অগ্নি হইতেছে পাপমিশ্রিত । “বে + + + অভাজয়দিতি” ইহার অর্থ—হৃত ও প্রহৃত, [এই দুইটী অগ্নি দেবগণকে দিয়াছিলেন । হৃত অর্থ—অগ্নিতে ঘৃতাদি ত্যাগ করা, আর প্রহৃত অর্থ—হোমের পর বলি প্রভৃতি উপহার প্রদান করা] ; সেই কারণেই দেবতা উদ্দেশ্যে হোমও করিয়া থাকে, এবং প্রহোম (হোমের পরবর্তী বলিসমর্পণও) করিয়া থাকে । এখানে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, ঐ দুইটী অগ্নি—দর্শ ও পূর্ণমাস নামক দুইটি যাগ ; সেইহেতু কাম্যাকর্ষের অনুষ্ঠানবিষয়ে তৎপর হইবে না, (পরন্তু নিতাকর্ষেই মন দিবে) । ‘পশুভাঃ + + + প্রায়চ্ছৎ ইতি’ ইহার অর্থ—লোকপ্রসিদ্ধ দুগ্ধ ; কারণ, অগ্ন্যাগ্নি দ্রব্য ভক্ষণ করিবার অগ্রে [শিশু] মনুষ্য ও পশুগণ দুগ্ধই পান করিয়া থাকে ; এইজন্য নবশিশু জন্মিলে পর প্রথমেই ঘৃত পান করায়, অনন্তর স্তন্যপান করায় ; এই কারণেই নবজাত গবাদি বৎসকে ‘অতৃণাদ’ (তৃণভোক্তা নয়) বলা হইয়া থাকে । ‘তস্মিন্ + + + যচ্চ নেতি’, ইহার অর্থ—যাহারা প্রাণন—শ্বাসপ্রশ্বাস ত্যাগ করে, আর যাহারা শ্বাসপ্রশ্বাস ত্যাগ করে না (স্বাবর পদার্থ), সে সমুদয়ই এই দুগ্ধরূপ অগ্নি প্রতিষ্ঠিত ; অতএব, কেহ কেহ যে বলিয়া থাকেন, একবৎসর কাল দুগ্ধ দ্বারা হোম করিলে পুনর্মৃত্যু জয় করে, অর্থাৎ সে দেবত্ব লাভ করে, তাহা এরূপ বুঝিবে না যে, যেই দিন হোম করে, ঠিক সেই দিনই পুনর্মরণ জয় করে, [তাহাকে আর সংবৎসর অপেক্ষা করিতে হয় না] । যিনি এইরূপ জানেন, তিনি সমস্ত অগ্নিই দেবগণের উদ্দেশ্যে প্রদান করেন । “কস্মাৎ + + + সর্বদেতি” । [ইহার উত্তর—] পুরুষ (ভোক্তা) হইতেছে—অন্ধিতি—ক্ষয় না হইবার কারণ ; কেন না, পুরুষই জ্ঞান দ্বারা পুনঃ পুনঃ এই অগ্নি উৎপাদন করিয়া থাকে । “যো বা + + + বেদেতি”, ইহার অর্থ—এই যে, পুরুষই অন্ধিতি অর্থাৎ অক্ষয়ের হেতু ; কারণ, পুরুষই জ্ঞান ও কৰ্ম্ম দ্বারা পুনঃ পুনঃ এই অগ্নি সমুৎপাদন করিয়া থাকে । পুরুষ যদি এইরূপ না করিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অগ্নি ক্ষয় হইয়া

ସାହିତ । “ସଃ + + + ପ୍ରତୀକେନିତି”—ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତୀକ (ପ୍ରଧାନ) ; ସେହି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ଵାରା (ଅନ୍ୟ ଭୋଜନ କରିବା ଥାକେନ) । “ସଃ + + + ଜୀବତୀତି”, ଇହା ବିଦ୍ଵାର ପ୍ରଶଂସା ମାତ୍ର ॥ ୧୬ ॥ ୨ ॥

ଶାକ୍ତରତ୍ନାବଳୀ—ଏଠାରେ ସମସ୍ତାମାନୀ—ଏଠାରେ ଅଜ୍ଞାନରାଜିତି-କ୍ରିୟାବିଶେଷଣମ୍ ; ମେଧରା ପ୍ରଜ୍ଞା ବିଜ୍ଞାନେନ ତପସା ଚ କର୍ମଣା ; ଜ୍ଞାନକର୍ମଣୀ ଏବଂ ହି-ମେଧାତପଃ-ଶକ୍ତ-ବାଚ୍ୟା, ତଥାପି ପ୍ରକୃତତ୍ତ୍ଵାଂ ; ନେତରେ ମେଧା-ତପସୀ, ଅପ୍ରକରଣାଂ । ପାଞ୍ଚକ୍ତଂ ହି କର୍ମ ଜ୍ଞାନାଦିସାଧନମ୍ ; “ଏ ଏବଂ ବେଦ”ଇତି ଚାନନ୍ତରମେବ ଜ୍ଞାନଂ ପ୍ରକୃତମ୍ ; ତନ୍ମାତ୍ର ପ୍ରସିଦ୍ଧ-ଯୋର୍ଦ୍ଧେଧାତପସୋରାଶକ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟା ; ଅତୋ ଯାନି ସମସ୍ତାମାନୀ ଜ୍ଞାନକର୍ମଣ୍ୟାଂ ଜନିତବାନ୍ ପିତା, ତାନି ପ୍ରକାଶରିଷ୍ୟାମ୍ ଇତି ବାକ୍ୟଶେଷଃ । ତତ୍ର ମନ୍ତ୍ରାଣାମର୍ଥସ୍ଥିତିରୋହିତତ୍ତ୍ଵାଂ ପ୍ରାୟେଣ ହର୍ବିଞ୍ଜେରୋ ଭବତୀତି ତଦର୍ଥବ୍ୟାଖ୍ୟାନାଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟଂ ପ୍ରବର୍ତ୍ତତେ । ତତ୍ର ଏଠାରେ, ସମସ୍ତାମାନୀ ମେଧରା ତପସାଜ୍ଞାନମ୍ ପିତେତି, ଅନ୍ତ କୋର୍ଥଃ ? ଉଚ୍ୟତେ—ଇତି, ହି-ଶକ୍ତେନିବ ବ୍ୟାଚକ୍ଷେ ପ୍ରସିଦ୍ଧାର୍ଥବାଚ୍ୟୋତକେନ ; ପ୍ରସିଦ୍ଧୋ ହସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରାର୍ଥ ଇତ୍ୟର୍ଥଃ । ସମଜ୍ଞାନରାଜିତି ଚ ଅନୁବାଦସ୍ଵରୂପେଣ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରସିଦ୍ଧାର୍ଥତୈବ ପ୍ରକାଶିତା ; ଅତୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟବିଶିଷ୍ଟତ୍ତ୍ଵୋପାହ—ମେଧରା ହି ତପସାଜ୍ଞାନମ୍ ପିତେତି । ୧

ଟିକା । ତତ୍ରାନ୍ତରାଶକ୍ତାମାନୀ ବାଚକ୍ଷେ—ଏଠାରେ ସମସ୍ତାମାନୀତି । ଅଜ୍ଞାନରାଜିତି କ୍ରିୟାରା ବିଶେଷଣ—ସମ୍ପଦିତି ପଦମ୍ । ତଥା ଚ ତଦ୍ଵକ୍ତଂ ପିତୃହାଦିତି ଶେଷଃ । ଏହାର୍ଥସଂଗ୍ରହାଦିତି ଶେଷଃ ; କ୍ଷୁଦ୍ରଜ୍ଞାନାମାନୀତି ତପଃ, ତେ କର୍ମଣାଂ ନ ଗୁହ୍ୟତେ, ତତ୍ରାତ—ଜ୍ଞାନକର୍ମଣୀ ଇତି । ତଥାପି ପ୍ରକୃତତ୍ତ୍ଵାଂ ଏକଟରୀତି—ପାଞ୍ଚକ୍ତଂ ଶୀତି । ଇତରୋରାପ୍ରକୃତତ୍ତ୍ଵାଂ ହେତୁକୃତମନ୍ତ୍ର କଳିତମାହ—ତନ୍ମାଦିତି । ଜ୍ଞାନକର୍ମଣୋଃ ପ୍ରକୃତତ୍ତ୍ଵାଂ ହେତୁକୃତମନ୍ତ୍ର ବାକ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧି—ଅତ ଶୀତି । ଏଠାରେ ସମସ୍ତାମାନୀତ୍ୟାଦିମନ୍ତ୍ରାଣାଂ ବାକ୍ୟାର ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟବାକ୍ୟମନୁସାରେତ୍ୟାପ୍ୟମାହ—ତନ୍ମାଦିତି । ମନ୍ତ୍ରବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟାଦିକୋ ପ୍ରଂ ସମସ୍ତାର୍ଥଃ । ମେଧରା ହିତାଦି-ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟବାକ୍ୟାପୂର୍ବକମୁଦାପରିତି—ତତ୍ର ସମ୍ପଦିତି । ପ୍ରକୃତମନ୍ତ୍ରମନୁସାରେ ସମସ୍ତାମାନୀ ପରାସ୍ମିନିତି । ବାକ୍ୟାନିବେବ ସମ୍ପଦିତି—ପ୍ରସିଦ୍ଧୋ ଶୀତି । ନ କେବଳଃ ହିତାଂ ମନ୍ତ୍ରମ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧାର୍ଥଂ, କିଂ ତୁ ମନ୍ତ୍ର-ସ୍ଵରୂପାଲୋଚନାରାମି ତଂ ସିଦ୍ଧାତୀତ୍ୟାହ—ସମ୍ପଦିତି । ମନ୍ତ୍ରାର୍ଥମ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧେ ମନ୍ତ୍ରମାନୁଷ୍ଠାନଃ ହେତୁକୃତା କଳିତମାହ—ଅତ ଶୀତି । ୧

ନମ୍ କଥଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧତା ଅନ୍ତାର୍ଥସ୍ଥିତି ? ଉଚ୍ୟତେ—ଜ୍ଞାନାଦିକର୍ମଣାମାନାଂ ଲୋକକଳ-ସାଧନାନାଂ ପିତୃହାଦିତି ତାବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ତମେବ ; ଅତିହିତକ—“ଜ୍ଞାନା ମେ ଶ୍ରୀଂ” ଇତ୍ୟା-ଦିନା । ତତ୍ର ଚ ଦେବଂ ବିଦ୍ଵଃ ବିଦ୍ଵା କର୍ମ ପୁଣ୍ୟ କଳକୃତାନାଂ ଲୋକାନାଂ ସାଧନଂ ଅହିତଂ ପ୍ରତୀତ୍ୟାତିହିତମ୍ ; ବନ୍ଧ୍ୟାମାତ୍ରଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧମେବ । ତନ୍ମାତ୍ର ଯୁକ୍ତଂ ବକ୍ତୁଂ—ମେଧରେତ୍ୟାଦି । ୨

ତତ୍ରାପ୍ରସିଦ୍ଧିମୁଖ୍ୟପାଦ୍ୟିତୁଃ ପୃଷ୍ଠିତି—ସମ୍ପଦିତି । ସାଧ୍ୟାସାଧ୍ୟାଦିକୋ ଜ୍ଞାନଂ ଏଠାରେ ପିତୃହାଦିତି ବାଚ୍ୟେ ତାବି, ତତ୍ର ଏହାକଥାଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅନୁକୃତେ ହି ଜ୍ଞାନାଦି ସମ୍ପାଦନାବିଧାନିତ୍ୟାହ—ଉଚ୍ୟତ ଶୀତି ।

ঋত্যা চ প্রাপ্তভূত্বাং প্রসিদ্ধমেতদিত্যাহ—অভিহিতঃ চেতি । যচ্ মেধাতপোভ্যাং ব্রহ্মৈব মন-
ব্রাহ্মণয়োঃকৃত্যং, তদপি প্রসিদ্ধমেব, বিদ্বাকৰ্ম্মপুত্রাণামভাবে লোকত্রয়োংপত্ত্যনুপপত্তেরিত্যাহ—
তত্র চেতি । পুৰীকৃতগ্রন্থঃ সপ্তমার্থঃ । পুত্রৈশ্চৈবারং লোকো জয়া ইত্যাদৌ বক্ষ্যমাণবাক্যাস্তার্থস্ত
প্রসিদ্ধতেত্যাহ—বক্ষ্যমাণঃ চেতি । মন্বার্থশ্চৈব প্রসিদ্ধয়ে মনুস্ত প্রসিদ্ধার্থবিষয়ঃ ব্রাহ্মণমুপপন্ন-
মিত্যুপসংহরতি—তস্মাদিতি । ২

এষণা হি ফলবিবরণা প্রসিদ্ধৈব চ লোকে ; এষণা চ জায়াদীতুক্তম্ “এতাবান্
বৈ কামঃ” ইত্যনেন ; ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ে চ সৰ্ব্বৈকত্বাৎ কামানুপপত্তেঃ । এতেন
অণান্নীয়প্রজ্ঞা-তপোভ্যাং স্বাভাবিকাভ্যাং জগৎশ্রষ্টৃভূক্তমেব ভবতি ; স্বাবরা-
ন্তস্ত চানিষ্টফলস্ত কৰ্ম্মবিজ্ঞাননিমিত্তত্বাৎ । বিবক্ষিতস্ত শাস্ত্রীয় এব সাধ্য-সাধন-
ভাবঃ, ব্রহ্মবিদ্যাবিধিৎসয়া তদৈবরাগ্যস্ত বিবক্ষিতত্বাৎ—সৰ্ব্বৌ ছয়ং ব্যক্তাব্যক্ত-
লক্ষণঃ সংসারোহুৎকোহনিত্যঃ সাধ্যসাধনরূপো হুৎখোহবিদ্যাবিষয় ইত্যেতস্মা-
দ্বিরুক্তস্ত ব্রহ্মবিদ্যারূপোতি । ৩

প্রকারান্তরেণ মন্বার্থস্ত প্রসিদ্ধমাহ—এষণা হীতি । ফলবিষয়ঃ তস্তাঃ স্বানুভবসিদ্ধিমিতি
বক্তৃং হি-শব্দঃ । তস্তা লোকপ্রসিদ্ধত্বেনপি কথং মন্বার্থস্ত প্রসিদ্ধমত আহ—এষণা চেতি ।
জায়াদ্ব্যক্তস্ত কামস্ত সংসারান্তকত্বম্ব্যাক্ষেপি কামঃ সংসারমারভেত, কামবিশেষা-
দিত্যতিপ্রসঙ্গশব্দাহ—ব্রহ্মবিদ্যেতি । তস্তা বিষয়ো মোক্ষঃ । তন্নিব্বিটীয়দ্বাদ্বাদিপিপরি-
পত্তিনি কামাপরপর্যায়ে রাগো নাবকল্পতে । ন হি মিথ্যাজ্ঞাননিদানো রাগঃ সমাগ্জ্ঞানাবি-
গমে মোক্ষে সম্ভবতি । শব্দা তু তত্র ভবতি তত্ত্বাবোধীনতয়া সংসারবিরোধিনী, তন্ন
সংসারাহুযুক্তিমুক্ত্যবিতার্থঃ । শাস্ত্রীয়স্ত জায়াদেঃ সংসারহেতুত্বৈ কৰ্ম্মাদেশশাস্ত্রীয়স্ত কথং
তদ্বৈতুহ্মিত্যাগকাহ—এতেনেতি । অবিত্তোৎকথ কামস্ত সংসারহেতুত্বোপদর্শনেতি বাবৎ ।
স্বাভাবিকাতামবিদ্যাদীনকামপ্রযুক্তাত্যামিত্যর্থঃ ।

ইতচ্ তয়োর্জগৎশ্রষ্টপ্রযোজকত্বমেষ্টব্যমিত্যাহ—স্বাবরাত্তশ্চেতি । যৎ নপ্তান্নানীত্যাদিমহ-
পদস্ত মেধয়া হীত্যাদিব্রাহ্মণস্ত চাক্ষরোৎসর্গমুক্তা তৎপৰ্য্যমাহ—বিবক্ষিতত্বিতি । শাস্ত্রপরবত্তস্ত
শাস্ত্রবশাদেব সাধাসাধনভাবাদশাস্ত্রীয়বৈষম্যাসম্ভবান্ তস্তাত্ত বিবক্ষিতত্বমিত্যর্থঃ । শাস্ত্রীয়স্ত
সাধাসাধনভাবস্ত বিবক্ষিতত্বৈ হেতুমাহ—ব্রহ্মেতি । তদেব প্রপঞ্চগতি—সৰ্ব্বৌ হীতি ।
হুৎপয়তীতি হুৎপত্তক্কেতুরিতি বাবৎ । অকৃতমহব্রাহ্মণবাখ্যাদমাপ্তাবিতিশব্দো বিবক্ষিতার্থ-
অদর্শনসমাপ্তৌ বা । ৩

তত্রান্নান্যং বিভাগেন বিনিয়োগ উচ্যতে—একমস্ত সাধারণমিতি মন্ত্রপদম্ ।
তস্ত ব্যাখ্যানম্—ইদমেবাস্ত তৎ সাধারণমন্ত্রমিত্যুক্তম্ ; অস্ত ভোক্তৃসমুদায়স্য ।
কিং তৎ ? যদিদমুক্ততে ভূজাতে সৰ্ব্বৈঃ প্রাণিভিরহন্তহনি, তৎ সাধারণং সৰ্ব্ব-
ভোক্তৃধমকল্পয়ং পিতা নৃপা অন্নম্ । স য এতৎ সাধারণং সৰ্ব্বপ্রাণহুৎহিতিকরং
ভূজান্নানমন্ত্রম্ উপাস্তে—তৎপরো ভবতীত্যর্থঃ ; উপাসনং হি নাম তৎপৰ্য্যম্ ব্রহ্ম

লোকে—‘শুক্লমুপান্তে’ ‘রাজানমুপান্তে’ ইত্যাদৌ, তস্মাচ্ছরীরস্থিত্যর্থারোপ-
ভোগপ্রধানঃ, নাদৃষ্টার্থকর্মপ্রধান ইত্যর্থঃ । স এবমুতো ন পাপানোহধর্ষাদ্ ব্যাব-
র্ত্ততে ন বিমুচ্যত ইত্যোক্তং । তথাচ মন্ববর্ণঃ—“মোঘমন্নং বিন্দতে” ইত্যাদিঃ ;
স্মৃতিরপি—“নাস্ত্যর্থং পাচয়েদন্নম্ ।” “অপ্রদায়ৈতো যো ভুক্তে স্তেন এব সঃ ।”
“অন্নাদে ক্রণহা মাষ্টি” ইত্যাদিঃ । ৪

মন্বব্রাহ্মণয়োঃ ঋত্বার্থাভ্যামর্থবুদ্ধৌ । সমনস্তরগ্রন্থমবতারয়তি—তদ্রূপেতি । সপ্তবিধেঃ স্তেনে
সত্যীতি বাবৎ । ব্যাপানমেব বিবৃণোতি—অস্তে তাদিনা ।

সাধারণমন্নসাধারণীকৃত্যেতা দেবাঃ দণয়তি—স য ইতি । তৎপরো ভবতীভূক্তঃ
বিবৃণোতি—উপাসনং হীতি । ব্রাহ্মণোক্তার্থে মন্নং প্রমাণয়তি—তথা চেতি । মোঘং বিফলং
দেবাভ্যমুপভোগ্যমন্নং যদি জ্ঞানদুর্কলো লভ্যেত, তদা স বধ এব তস্মেতি সাধারণমন্নসাধারণী-
করণং নিম্নিতবিতার্থঃ । তদেব স্মৃতিরদাহরতি—স্মৃতিরপীতি । ‘ন বৃথা ঘাতয়েৎ পশুং । ন
চৈকঃ স্বয়মন্নীরাধিধবর্জঃ ন নির্কপেৎ’ ইতি পাদত্রয়ঃ দ্রষ্টব্যম্ । ‘ইষ্টান্ ভোগান্ হি যো দেবা
দাস্তস্তে বজ্রভাবিতাঃ । তৈর্দত্তান্’ ইতি শেবঃ । ‘অনেনা অতিপংসতি । স্তেনঃ প্রমুক্তো
রাজনি বাবন্নানৃতসকরঃ’ ইত্যুক্তয়ঃ পাদত্রয়ম্ । তস্মাদ্ভূতপাদস্তার্থো ক্রণহা স্তেত্রব্রাহ্মণদাতকঃ ।
বপাহঃ—‘বরিষ্টব্রহ্মহা চৈব ক্রণহেতাভিধীয়তে’ ইতি । স্বস্তান্নভককে অপাপঃ মাষ্টি’ শোধয-
তীতান্নদাতুঃ পাপকরোক্তেরিতরস্তাসাধারণীকৃত্যঃ ভূতান্নস্ত পাপিত্যেতি ।

“অন্নং তু য এতভঃ পূর্বঃ ভুক্তং বিচক্ষণঃ ।

স ভূতানো ন জানাতি স্বপ্নৈর্জজ্ঞিমাস্বনঃ ।”

ইত্যাদিবাচ্যমাশিষ্যার্থঃ । ৪

তস্মাৎ পুনঃ পাপানো ন ব্যাবর্ত্ততে । মিশ্রঃ স্তেত্রং—সর্কেবাং হি স্বং তদ-
প্রবিতক্, যৎ প্রাণিভির্ভূজ্যতে, সর্কভোজ্যাদাদেব যো মুখে প্রক্ষিপ্যমাণোহপি
গ্রাসঃ পরস্ত পীড়াকরো দৃষ্টতে—মমেদং স্তাদিতি হি সর্কেবাং তত্রাশা প্রতিবন্ধা ;
তস্মাৎ পরম্ অপীড়য়িত্বা গ্রসিতুমপি শক্যতে ; “ভুক্তং হি মনুষ্যাণাম্” ইত্যাদি
স্মরণ্যম্ । ৫

আকাজ্যপূর্বকং হেতুমবত্যাং বাকরোতি—কন্মাদিত্যাদিনা । সর্কভোজ্যঃ সাধয়তি—
যো মুখ ইতি । পরস্ত বসাক্ষারাদেবরিত্য বাবৎ । পীড়াকরমে হেতুবাচ্য—মমেদমিতি । প্রাণ্ড-
দৃষ্টকলমাস্তে—তস্মাদিতি । সাধারণমন্নসাধারণীকৃত্যপত্ত পাপানিবৃতিরিত্যত্র হেতুমবাহ—
ভুক্তং হীতি । বধা হি মনুষ্যাণাঃ ভুক্তভয়মাজিত্য চিঠতি, তদা তদসাধারণীকৃত্যেতা মহত্তরঃ
পাপঃ ভবতীত্যর্থঃ । ৫

গৃহিণা বৈবদেবোধ্যমন্নং বদন্তহনি নিরূপ্যত ইতি কেচিৎ । তন্ন, সর্কভোজ্য-
সাধারণমন্নং বৈবদেবোধ্যমন্নং ন সর্কপ্রাণকৃত্যমানারম্ভং প্রত্যক্ষম্, নাসি ‘বদি-
নমন্ততে’ ইতি তদ্বিবরণং বচনমকুলম্ । সর্কপ্রাণকৃত্যমানারম্ভঃপাতিবাক্যং বৈব-

দেবাধ্যাত্ত যুক্তং স্বচাণ্ডালাত্মান্তস্ত অন্নস্ত গ্রহণম্, বৈষদেবব্যতিরেকেনাপি স্বচাণ্ডালা-
দ্যাত্মানন্দদর্শনাৎ তত্র যুক্তং যদিদমদ্ব্যত ইতি বচনম্ । ৬

একমন্তেতাদিমন্তব্রাহ্মণয়োঃ স্বপক্ষার্থযুক্তা। তর্জুপ্রপঞ্চপক্ষমাহ—গৃহিণেতি । বদন্তঃ গৃহিণা
প্রত্যাহম্যৌ বৈষদেব্যাং নির্বর্ত্যতে, তৎ সাধারণমিতি তর্জুপ্রপঞ্চকৃত্তমিত্যর্থঃ । সাধারণ-
পদানুপপত্তেন যুক্তমিদং ব্যাখ্যানমিতি দ্বয়মতি—তন্নেতি । বৈষদেবস্ত সাধারণত্বমগ্রামাণিক-
মিত্যুক্তম্, ইদানীং তস্তাপ্রত্যক্ষাদিদমা পরামর্শচ ন যুক্তিমানিত্যাহ—নাশীতি । ইতচ্চ
সাধারণশব্দেন সর্বপ্রাণায়ঃ গ্রাহমিত্যাহ—সর্কেতি । বৈষদেবগ্রাহেপীতরগ্রহঃ স্তাদিতি
চেন্নৈত্যাহ—বৈষদেবেতি । যন্তু পরপক্ষে যদিদমদ্ব্যত ইতি বচো নানুকূলমিতি, তন্নানুৎপক্ষে-
হস্তীত্যাহ—তদ্রূপেতি । প্রত্যক্ষং সাধারণায়ঃ সপ্তমার্থঃ । ৬

যদি হি তন্ন গ্রহ্যেত, সাধারণশব্দেন পিত্রা অসৃষ্টত্বাবিনিবৃত্তত্বে তস্ত প্রসজ্যে-
নাতাম্ । ইম্মতে হি তৎসৃষ্টত্বং তদ্বিনিবৃত্তত্বঞ্চ সর্বস্ত্রান্নজাতস্ত । ন চ বৈষদে-
ব্যাং শাস্ত্রোক্তং কৰ্ম কুর্ততঃ পাপ্যনোহবিনিবৃত্তিবৃত্তা ; ন চ তস্ত প্রতিবেধো-
হস্তি । ন চ মৎস্তবন্ধনাদিকৰ্মবৎ স্বভাবজুগুপ্তিতমেতৎ, শিষ্টনির্বর্ত্যত্বাৎ অকরণে
চ প্রত্যব্যয়প্রবণাৎ ; ইতরত্র চ প্রত্যব্যায়োপপত্তেঃ ; “অহমন্নমন্নমদন্তমগ্নি” ইতি
মন্তবর্ণনাৎ । ৭

বিপক্ষে দোষমাহ—যদি হীতি । প্রসজ্যেত্বং নিরাচটে—ইম্মতে হীতি । পরপক্ষে
বাক্যশেষবিরোধং দোষান্তরমাহ—ন চেতি । স্ত্রেনাদিতুল্যত্বং তস্ত বাবর্তয়তি—ন চ তন্ত্বেতি ।
অনিবিক্তত্বাপি তস্ত স্বভাবজুগুপ্তিত্বাস্তদনুষ্ঠায়িনঃ পাপ্যনিবৃত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি ।

‘অবশ্যং যাতি তিষ্ঠাক্তং জগন্মা চৈবাহতং হবিঃ ।’

ইত্যকরণে বৈষদেবস্ত প্রত্যব্যয়প্রবণাচ্চ তদনুষ্ঠায়িনো ন পাপ্যনেশোহস্তীত্যাহ—অকরণে
চেতি । সর্বসাধারণায়ঃগ্রহে তু তৎপরস্ত নিল্লাবচনমুপপত্ততে, তেন তদেব গ্রাহমিত্যাহ—
ইতরত্রৈতি । তত্রৈব প্রত্যস্তরং সংবাদয়তি—অহমিতি । অর্ধিতোহবিভজ্যামদদ্বা স্বরমেব
ভূজ্ঞানং নরমহমন্নমেব ভক্ষয়ামি তমনর্থভাজং করোমীত্যর্থঃ । ৭

যে দেবানভাজয়দিতি মন্তপদম্ । যে য়ে অন্নৈ সৃষ্টা দেবানভাজয়ৎ, কে
তে য়ে ? ইতি, উচ্যতে,—হতঞ্চ প্রহৃতঞ্চ । হতমিত্যর্থো হবনম্, প্রহৃতং হত্বা
বলিহরণম্ । যন্মাৎ য়ে এতে অন্নৈ হত-প্রহতে দেবানভাজয়ৎ পিতা, তন্মাদেতর্হি
অপি গৃহিণঃ কালে দেবেভ্যো জুহ্বতি, দেবেভ্য ইদমন্নমন্তাভির্দীয়মানমিতি মন্তানাঃ
জুহ্বতি, প্রজুহ্বতি চ—হত্বা বলিহরণঞ্চ কুর্তত ইত্যর্থঃ । অথো অপ্যন্ত আহঃ—
যে অন্নৈ পিত্রা দেবেভ্যঃ প্রেতে, ন হত-প্রহতে, কিং তর্হি ? দর্শপূর্ণমাসাবিতি ।
দ্বিষ্প্রবণাবিশেষাদত্যন্তপ্রসিক্ষাচ্চ হত-প্রহতে ইতি প্রথমঃ পক্ষঃ । ৮

মন্তান্তরমাদারাক্ষাধারা ব্রাহ্মণমুখ্যায় ব্যাচটে—যে দেবানিত্যাদিনা । হতপ্রহতয়ো-
র্দেবারয়ে সন্ততিস্তনমুষ্ঠানমনুকূলয়তি—যন্মাদিতি । পক্ষান্তরমুপপত্ত ব্যাকরোহি—অথো

ইতি । যদি দর্শপূর্ণমাসৌ দেবান্নে, কথং তর্হি হতপ্রহতে ইতি পক্ষত্বাৎ—
 দ্বিষেতি । ৮

যন্তপি দ্বিত্বং হতপ্রহতরোঃ সম্ভবতি, তথাপি শ্রোতরোরেষ তু দর্শপূর্ণ-
 মাসরোর্দেবার্হভ্যং অসিদ্ধতরম্, যত্র প্রকাশিতত্বাৎ । গুণপ্রধানপ্রাপ্তৌ চ প্রধানে
 প্রথমতরাবগতিঃ ; দর্শপূর্ণমাসরোর্হ প্রাধান্যং হত-প্রহতাপেক্ষয়া ; তন্মাৎ তরো-
 রেব গ্রহণং যুক্তম্—যে দেবানভাজয়দিতি । যস্মাদেবার্হভ্যমেতে পিত্রা প্রকৃষ্টে
 দর্শপূর্ণমাসাখ্যে অস্মে, তন্মাৎ তরোর্দেবার্হভ্যাবিঘাতায় ন ইষ্টিবাঙ্কুঃ ইষ্টিযজন-
 নীলঃ । ইষ্টিণস্মেন কিল কাম্যা ইষ্টয়ঃ ; শাতপথী ইয়ং প্রসিদ্ধিঃ ; তাজ্জীল্য-
 প্রত্যয়প্রয়োগাৎ কাম্যোষ্টিযজনপ্রধানো ন স্তাদিত্যর্থঃ । ৯

তর্হি যে দেবানিতি ঐতিহ্যত্বং হতপ্রহতরোরপি সম্ভবায় অথমপক্ষত্ব পূর্বপক্ষত্বমত আহ—
 যন্তপীতি । অসিদ্ধতরবে হেতুর্মাহ—সম্বতি । ‘অগ্নয়ে জুহে নিরুপামাগ্নিরিষঃ হবিরজুষত’ ইত্যাদি-
 মন্থে দর্শপূর্ণমাসরোর্দেবার্হভ্যত্ব প্রতিপন্নহাদিত্যি যাবৎ । ইতচ্চ দর্শপূর্ণমাসরোরেষ দেবার্হভ-
 মিত্যি বক্তৃঃ সামান্তজ্ঞায়মাহ—উপেতি । গুণপ্রধানরোরেকত্র সাধারণলক্ষ্যং প্রাপ্তৌ সত্যঃ
 প্রথমতরা প্রধানে ভবতাবগতিগৌণমুখ্যরোমুখ্যে কাধাসংপ্রত্যয় ইতি জ্ঞায়দিত্যর্থঃ । অস্তেবাং,
 প্রস্তুতে কিং জাতং, তদাহ—দর্শপূর্ণমাসরোর্হেতি । তরোনিরপেক্ষঐতিহ্যত্বতরা সাপেক্ষকৃতি-
 সিদ্ধ-হতাভ্যপেক্ষয়া প্রাধান্যং সিদ্ধং, তথা চ প্রধানরোরস্তরোরিতররোর্হ গুণরোরেকত্র প্রাপ্তৌ
 প্রধানরোরেষ যে দেবানিতি মন্থে-গ্রহৌ বৃত্তিমানিত্যর্থঃ ।

দর্শপূর্ণমাসরোর্দেবার্হভ্যে সমনস্তরনিষেধবাক্যমমুতুলয়তি—যস্মাদিতি । ইষ্টিযজননীলো ন
 স্তাদিতি সম্বৎ । নমু তদযজননীলহাতাবে কতো দর্শপূর্ণমাসরোর্দেবার্হভ্যঃ, ন হি তাবগ্নিগ্নৌ
 তদর্হাবিত্যাশঙ্ক্যাহ—ইষ্টিণস্মেনেতি । কিং পুনরগ্নিঃ বাকো কাম্যোষ্টিবিরহমিষ্টিপক্ষত্বতত্ত্ব
 নিরাকরং, তত্র কিলপক্ষহুচিতাং পাঠকপ্রসিদ্ধিমাহ—শাতপথীতি । কাম্যোষ্টীনামমুতাননিষেধে
 বর্ণকামবাক্যবিরোধঃ স্তাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—তাজ্জীল্যেতি । তত্র বিহিতস্তোক-প্রত্যয়স্তাত্ত্ব
 প্রয়োগাৎ কাম্যোষ্টিযজনপ্রধানবসিহ বিবিধাতে, তচ্চ দেবপ্রধানরোর্দর্শপূর্ণমাসরোরবস্তানুষ্ঠেয়-
 সিদ্ধার্থং, ন তু তাঃ কতো নিবিধন্তে, তত্র বর্ণকামবাক্যবিরোধোহস্তুত্যার্থঃ । ১০

পশুভ্য একং প্রাষজ্জহতি—যং পশুভ্য একং প্রাষজ্জং পিতা, কিং পুন-
 স্তদগ্নম্ ? তং পরঃ । কথং পুনরবগম্যতে পশবোহস্তারস্ত দ্ব্যমিনঃ ? ইতি, অত
 আহ—পরো হি অগ্নে প্রথমং যস্মাৎ মনুষ্যাস্ত পশবস্ত পর এবোপজীবতীতি,
 উচিতং হি তেবাং তদগ্নম্, অত্থথা কথং তদেবাগ্নে নিরমেনোপজীবয়েম্ । ১০

পরবিষয়ঃ মনুষ্যমাদায় অগ্নপূর্বকং তদর্হং কথয়তি—পশুভ্য ইতি । পশুনাং পরোহ-
 নিত্যোত্তমপাদয়িতুং পূজ্যতি—কথং পুনরিত্যি । পরো হীতি এতীকমুপাদায় ব্যাকরোতি—
 অগ্ন ইতি । ‘পশবো দ্বিপাদস্তপাদব’ ইতি ঐতিহ্যমিত্য বহুতাপেক্ষাক্তম্ । উচিতং হীত্যত্র
 হিণকত্বমাদর্শে, যস্মাদিত্যুপসংহাৎ । উচিতং ব্যক্তিরেককার্য সাধয়তি—সম্বতি । ১১

কথমগ্রে তদেবোপজীবন্তীত্যাচ্যতে—মনুষ্যাচ্চ পশবশ্চ যন্মাং তেনৈবান্নেন বর্তন্তে অস্ত্বেহপি, যথা পিত্রা আদৌ বিনিয়োগঃ কৃতঃ; তন্মাং কুমারং বালং জাতং যুতং বা ত্রৈবর্ষিকা জাতকর্ষ্মণি জাতরূপসংযুক্তং প্রতিলেহয়ন্তি প্রাশ-
য়ন্তি, স্তনং বা অনুধাপয়ন্তি পশ্চাৎ পায়য়ন্তি যথাসম্ভবমন্তোষাম্; স্তনমেবাগ্রে ধাপ-
য়ন্তি মনুষ্যেভ্যোহন্তোষাং পশূনাম্। অথ বৎসং জাতমাহঃ—কিয়ংপ্রমাণো
বৎসইতি?—এবং পৃষ্ঠাঃ সন্তঃ—অতৃণাদ ইতি—নাদ্যাপি তৃণমন্তি, অতীব বালঃ
পরসৈবাষ্ট্যপি বর্তত ইত্যর্থঃ । ১১

নিরমেন প্রথমং পশূনাং তদুপজীবনমস্প্রতিপরমিতি শব্দে—কথমিতি—মনুষ্যবিষয়ে বা
প্রযুক্তদিতরপণবিষয়ে বেতি পৃচ্ছতি—উচ্যত ইতি। তদ্রাশ্মমুভবাবষ্টেনন প্রত্যাচষ্টে—
মনুষ্যাক্ষেতি। চকারো মনুষ্যমাত্মসংগ্রহার্থঃ। তেনৈব পরসৈবেতি যাবৎ। যুতং বেতি
বাণকো বক্ষ্যমাণবিকল্পদ্রোতকঃ। জাতরূপং হেম, ত্রৈবর্ষিকেন্তোষোহন্তোষাং জাতকর্ষ্মাভাবাদ্
যোগ্যতামনতিক্রম্য স্তনমেব জাতং কুমারং প্রথমং পায়য়ন্তীতাহ—যথাসম্ভবমিতি। যথা তেষাং
জাতকর্ষ্মানধিকৃতানাং জাতং কুমারং যুতং বা স্তনং বা প্রথমং পায়য়ন্তীতি যাবৎ। পণ্ডবিষয়ং
শ্রয়ঃ পশবশ্চেতি স্মৃতিতসমাধানং প্রত্যাহ—স্তনমেবেতি। পশূনাং জাতং বৎসমিতি সৰ্বকঃ।
পশূনাং পরোহন্নমিত্যত্র লোকপ্রসিদ্ধিং প্রমাণয়তি—অর্থোতি। দ্বিপাৎপঞ্চদিকারবিচ্ছেদার্থোহপ-
শকঃ। প্রতিবচনং বাচষ্টে—নাষ্ট্যপিতি। ১২

যচ্চাগ্রে জাতকর্ষ্মাদৌ যুতমুপজীবন্তি, যচ্চেতরে পর এব, তৎ সৰ্বথাপি পর
এবোপজীবন্তি; যুতস্তাপি পরোবিকারত্বাৎ পরস্তমেব। কন্মাং পুনঃ সপ্তমং সৎ
পঞ্চমং চতুর্থত্বেন ব্যাখ্যায়তে? কৰ্মসাধনত্বাৎ; কৰ্ম হি পরঃসাধনাত্মরময়ি-
হোত্রাদি; তচ্চ কৰ্মসাধনং বিত্তসাধ্যং বক্ষ্যমাণস্ত্রায়ত্রয়স্ত সাধ্যস্ত, যথা দর্শপূর্ণ-
মাসৌ পূর্বোক্তাবরে; অতঃ কৰ্মপক্ষত্বাৎ কৰ্মণা সৰ পিত্তীকৃত্যোপদেশঃ;
সাধনত্বাবিশেষাদর্থসম্বন্ধাদানন্তর্য্যমকারণমিতি চ। ব্যাখ্যানে প্রতিপত্তি-
সৌকর্যাচ্চ—সুখং হি নৈরন্তর্য্যেণ ব্যাখ্যাভূৎ শক্যন্তেহন্নানি, ব্যাখ্যাতানি চ
সুখং প্রতীকন্তে। ১২

ননু যেবামগ্রে যুতোপজীবনমুপলভ্যতে, পরন্তু নোপজীবন্তি, যুতপরসোর্ভেদাৎ, অতঃ পঞ্চমং
পরসো ভাগ্যসিদ্ধমত আহ—যচ্চেতি। ননু যুতমুপজীবন্তোহপি পর এবোপজীবন্তীত্যাভুক্তং,
তদেবস্তোক্তত্বাৎ, তত্রাহ—যুতস্তাপিতি। যদুপাধিক্রমমতিক্রম্য পশ্বে ব্যাখ্যাতে প্রত্যবর্তিত্তে—
কন্মাদিতি। যে দেবানস্ত্রয়দ্বিতি ব্যাখ্যাতে সাধনে সাধনত্বাবিশেষাৎ পরোহপি বুদ্ধিহবিত্যর্থ-
ক্রমমাত্রিত্য পরিহরতি—কর্ষ্মেতি। তদেব স্পষ্টয়তি—কর্ম ইতি। যতপি পরোক্তং সাধন-
মাত্রিত্য কর্ম প্রযুক্তং, তথাপি দর্শপূর্ণমাসানন্তর্য্যং কথং পরসঃ সিধ্যতি, তত্রাহ—অচ্চেতি।
বিভেদ পরসো সাধ্যং কন্মাত্রয়ত্র সাধনমিত্যত্র দৃষ্টান্তমাহ—যর্থোতি। পূর্বোক্তো দর্শপূর্ণমাসো

যে দেবানে বক্ষ্যমাণস্ত্রয়স্তত্র যথা সাধনং, তথা পরসোংপ্যগ্নিহোত্রাদি দ্বারা তৎসাধনদ্বাং কর্মকোটিনিবিষ্টত্বাত্ত্বাধ্যানানন্তর্য্যং পরোব্যাখ্যানস্ত বৃত্তিমিত্যর্থঃ ।

পাঠক্রমন্তুর্হি কথমিত্যাপেক্ষার্থক্রমেণ তদ্বাখ্যমভিপ্রেতাত্মা—সাধনংহেতি । আনন্তর্য্যং পাঠক্রমঃ । অকারণত্বমবিবক্ষিতত্বম্ । পাঠক্রমাদর্থক্রমস্ত বলীয়ত্বাৎ, তেনেতরস্ত বাধ্যত্বমিত্যেতৎ প্রথমে তস্মৈ হিতমিত্যভিপ্রেতাত্মা—ইতি চেতি । পঞ্চমস্ত চতুর্থত্বেন ব্যাখ্যানে হেতুস্তরমাহ—ব্যাখ্যান ইতি । ব্যাখ্যানেনৌকর্য্যং সাধয়তি—যুগং হীতি । প্রতিপত্তিসৌকর্য্যং একটয়তি—ব্যাখ্যানতানীতি । চহরি সাধনানি, ত্রীণি সাধনানীতি বিভজ্যোক্তৌ বক্তৃশ্রোত্রোঃ সৌকর্য্যেণ ধীর্ভবতি, ততশ্চ পাঠক্রমাতিক্রমঃ শ্রেয়ানিত্যর্থঃ । ১২

‘তস্মিন্ সর্বং প্রতিষ্ঠিতং যচ্চ প্রাণিতি যচ্চ ন’ ইতি, অশ্ব কোহর্থ ইত্যুচ্যতে— তস্মিন্ পঞ্চমে পরসি, সর্বমধ্যাত্মাদিভূতাবিদৈবলক্ষণং কৃৎস্নং জগৎ প্রতিষ্ঠিতম্— যচ্চ প্রাণিতি প্রাণচেষ্টাবৎ, যচ্চ ন—স্বাবরং শৈলাদি । তত্র হি-শব্দেনৈব প্রসিদ্ধাবজ্ঞোতকেন ব্যাখ্যাতম্ । কথং পরোদ্রব্যস্ত সর্বপ্রতিষ্ঠাত্বম্ ? কারণত্বো-পপত্তেঃ ; কারণত্বঞ্চ অগ্নিহোত্রাদিকর্মসমবায়িত্বম্ ; অগ্নিহোত্রাদ্বাহতিবিপরি-ণামাত্মকঞ্চ জগৎ কৃৎস্নমিতি ঐতিহ্যতিবাদাঃ শতশো ব্যবস্থিতাঃ ; অতো বৃক্ষমেব হি-শব্দেন ব্যাখ্যানম্ ॥ ১৩

পঞ্চমস্ত সর্বাধিষ্ঠানবিষয়ঃ মনুসবত্যাঃ অন্নপুংসকঃ তদীয়ঃ ব্রাহ্মণঃ ব্যাচষ্টে—তস্মিন্নিত্যাদিনা । মনুসবত্যাঃ ব্রাহ্মণে ন প্রতিভাতীত্যশঙ্ক্যাহ—তত্রিতি । পরসি হীতি ব্রাহ্মণে হি-শব্দস্ত প্রসিদ্ধাবজ্ঞোতকত্বম্ভি । তেন চ হেতুনা হি-শব্দেন তস্মিন্নিত্যাদিকং মনুসবৎ ব্যাখ্যাতমিতি যোজন্য ।

মদ্বার্থস্ত লোকপ্রসিদ্ধাতাবার প্রসিদ্ধাবজ্ঞোতিনা হি-শব্দেন ব্যাখ্যানং বৃত্তিমিতি শব্দে— কথমিতি । কার্য্যং কারণে প্রতিষ্ঠিতত্বমিতি জ্ঞানেন বৈদিকীঃ প্রসিদ্ধিমায়া সমাধত্তে— কারণংহেতি । পরসো দ্রব্যবাস্যস্ত কৃতঃ সর্বজগৎকারণত্বমিত্যশঙ্ক্যাহ—কারণং চেতি । তৎসমবায়িবেৎপি কৃতো জগতঃ কারণত্বোপশঙ্ক্যাহ—অগ্নিহোত্রাদীতি । ‘তে বা এতে আহতী হতে উৎক্রান্তন্তে অন্তরিক্সমাবিশতঃ’ ইত্যাদয়ঃ প্রতিবাদাঃ দুাপজ্জ্বলন্তীহাদিক্রমেণাগ্নি-হোত্রাহতোগপর্ভাকারপ্রাপ্তিঃ স্পষ্টম্ভি ।—

“অগ্নৌ প্রাক্তাহতিঃ সমাপাদিত্যনুপতিষ্ঠতে ।

আদিত্যাঙ্কারতে বৃষ্টিবৃষ্টেরসঃ ততঃ প্রজাঃ ।”

ইত্যাদয়ঃ স্মৃতিবাদাঃ । পরসি হীত্যাদি ব্রাহ্মণমুপসংহরতি—যত ইতি । পরসঃ সর্বজগদা-ধারয়ত্ব প্রতিষ্ঠিতপ্রসিদ্ধাদিতি বাবৎ । ১৩

বক্তৃত্বব্রাহ্মণস্তরেবিদমাহঃ—সংবৎসরং পরসো জুহুসপ পুনর্মৃত্যুং অয়তীতি ; সংবৎসরেণ কিল ত্রীণি বটিশতাত্ত্বাহতীনাং সপ্ত চ শতানি বিংশতিশ্চেতি বাক্ত্বমতীরিষ্টকা অভিলক্ষণস্তমানাঃ সংবৎসরস্ত চাহোরাত্রাণি, সংবৎসরমগ্নিং প্রজা-

পতিমাপ্নুবন্তি ; এবং কৃতা সংবৎসরং জুহবদপজরতি পুনর্মৃত্যুম্—ইতঃ প্রেত্য দেবেষু সঙ্কৃতঃ পুনন ব্রিয়তে ইত্যর্থঃ—ইত্যেবং ব্রাহ্মণবাদো আহঃ । ১৪

সর্বঃ পরসি প্রতিষ্ঠিতমিতি বিধিসিদ্ধদর্শনস্ততয়ে শাখান্তরীয়মতং নিশ্চিতমুদ্ভাবয়তি—যত্নদিতি । ন কেবলেন কর্মণা মৃত্যুজরঃ কিন্তু দর্শনসহিতেনেতি দর্শয়িতুমগ্নিহোত্রাহতিষু সংখ্যাং কথয়তি—সংবৎসরেণেতি । উক্তাহতিসংখ্যায়াং সৎসরাবচ্ছিন্নান্নগ্নিহোত্রবিদ্যাং সম্প্রতিপত্ত্যর্থং কিলেতু্যাক্তম্ । নমু প্রতাহং সাং প্রাতশ্চেত্যাহতী বে বিদ্যেতে, তৎ কথমা-হতীনাং ষট্যধিকানি ত্রিণি শতানি সৎসরেণ ভবন্তি, তত্রাহ—সপ্ত চেতি । প্রত্যেকমহোত্রাহ-বচ্ছিন্নাহতিপ্রয়োগাণামেকমিন্ সৎসরে পূর্বোক্তা সংখ্যা, তদেব প্রয়োগাধীনাং বিংশত্যধিকা-সপ্তশতরূপা সংযোজি সিদ্ধমিত্যর্থঃ । আহতীনাং সংখ্যামুক্তা তাম্ বাজুশ্রুতীনাংমিষ্টকানাং দৃষ্টমাহ—বাজুশ্রুতীরিতি । তাসামপি ষট্যধিকানি ত্রিণি শতানি সংখ্যা ভবন্তি, তথা চ প্রতাহমাহতীরভিনিপ্পত্তমানাঃ সংখ্যাসামান্যেন বাজুশ্রুতীরিষ্টকান্চিৎস্বয়দিত্যর্থঃ । আহতি-ময়ীনাংমিষ্টকানাং সৎসরাবয়বাহোত্রাহেযু সংখ্যাসামান্যেদেব দৃষ্টমযাচষ্টে—সংবৎসরশ্চেতি । তানুপি ষট্যধিকানি ত্রিণি শতানি অসিদ্ধানি, তথা চ তেযু যথোক্তেষ্টিষ্টকাদৃষ্টঃ স্নিষ্টেত্যর্থঃ । চিতোহমৌ সৎসরান্নপ্রজাপতিদৃষ্টমাহ—সংবৎসরমিতি । যঃ সংবৎসরঃ প্রজাপতিস্তঃ চিত্যমগ্নিঃ বিদ্যাংসঃ সম্পাদয়ন্তি । অহোত্রাহেষ্টিষ্টকাধারা তমোঃ সংখ্যাসামান্যাদিত্যর্থঃ ।

দৃষ্টমনুজ কলং দর্শয়তি—এবমিতি । উক্তসংখ্যাসামান্যেগ্নিহোত্রাহতীরণ্যবয়বভূতবাজুশ্রুতী-সংজ্ঞকেষ্টকঃ সম্পাদ্য তদ্রূপেণাহতীক্কারম্নাহতিময়ীশ্চেষ্টকঃ সংবৎসরাবয়বাহোত্রাহি তেনেব সম্পাদ্য পুরুষনাড়ীহংসংখ্যাসামান্যেন তন্নাড়ীস্তাশ্চোবাহোত্রাহিগ্নাপাদ্য তদ্রূপেণাহতীরিষ্টকা-নাড়ীশ্চামুসম্পাদ্যনো নাড্যহোত্রাহবাজুশ্রুতীদ্বারা পুরুষসৎসরচিত্যানাং সমত্বমাপ্তাহমগ্নিঃ সৎসরান্না প্রজাপতিরবেতি ধারমগ্নিহোত্রঃ পরসি সৎসরং জুহ্বষিত্বা সহিতহোমবশাৎ প্রজাপতিঃ সৎসরান্নকং প্রাপ্য মৃত্যুমপজরতীত্যর্থঃ । ১৪

ন তথা বিদ্যাং ন তথা দ্রষ্টব্যম্ ; যদহরেব জুহোতি, তদহঃ পুনর্মৃত্যুমপজরতি, ন সংবৎসরাভ্যাসমপেক্ষতে । এবং বিদ্বান্ সন্—যত্নক্—পরসি হীদং সর্বং প্রতিষ্ঠিতং পর আহতিবিপরিণামাশ্রকত্বাং সর্বশ্চেতি ; তৎ—একেনৈবাহা জগদান্ধং প্রতিপদাতে, তদ্রূপেণ—অপজরতি পুনর্মৃত্যুং পুনর্মরণম্ সন্ধুং মৃত্বা বিদ্বান্ শরীরেণ বিষৃজ্য সর্কাত্মা ভবতি, ন পুনর্মরণায় পরিচ্ছিন্নং শরীরং গৃহীতীত্যর্থঃ । ১৫

একীয়মতমুপসংহৃত্য তন্নিলাপূর্বকং যতাস্তরমাহ—ইত্যেবমিত্যাदिনা । এবং বিদ্বানিত্যুক্তং ব্যাকীকরোতি—যত্নকমিতি । তত্বেদেব বিদ্বানেকাহোত্রাহবচ্ছিন্নাহতিমায়েণ জগদ্রূপং প্রজাপতিঃ প্রাপ্য মৃত্যুমপজরতীত্যাহ—তদেকেনেতি । উক্তার্থে অতিমবত্যা ষ্যাচষ্টে—তদ্রূপেণ ইতি । ১৫

কঃ পুনর্হেতুঃ, সর্কাত্মাপ্তা মৃত্যুমপজরতীতি ? উচ্যতে—সর্বং সমস্তং হি বশাৎ দেবেভ্যঃ সর্কেভ্যোহন্নাত্মমরমেব তদাদ্যক সাং প্রাতরাহতিপ্রক্ষেপেণ

প্রযচ্ছতি ; তদ্ভুক্তং সৰ্ব্বমাহতিময়মান্বানং কৃৎস্না সৰ্ব্বদেবারূপেণ সৰ্ব্বদেবৈ
 রেকাশ্চভাবং গচ্ছা সৰ্ব্বদেবময়ো ভূত্বা পুনর্ন ত্রিয়ত ইতি । অধেতদপ্যুক্তং
 ব্রাহ্মণেন—“ব্রহ্ম বৈ স্বরন্তু স্তপোহতপ্যত, তদৈক্ষত, ন বৈ তপস্তানন্ত্যমন্তি,
 হস্তাহং ভূতেষাংস্থানং জুহবানি ভূতানি চান্বনীতি, তং সৰ্ব্বেষু ভূতেষাংস্থানং হস্তা
 ভূতানি চান্বনি সৰ্ব্বেষাং ভূতানাং শ্রেষ্ঠাং স্বারাজ্যমাধিপত্যং পৰ্য্যেৎ” ইতি ॥ ১৬

সৰ্বং হীত্যাদিহেতুবাক্যাকাঙ্ক্ষাপূৰ্ব্বকমুখাপা ব্যাকরোতি—কঃ পুনরিত্যাদিনা । যথোক্ত-
 দর্শনবশাদেকমৈবাহতা যুতামপজয়তীত্যত্র ব্রাহ্মণান্তরং সংবাদয়তি—অণেতি । যথা সংবৎসর-
 মিত্যাহাত্যং, তথা যদহরেবেত্যেতাদৃশি ব্রাহ্মণান্তরে সৃচিতিমিত্যর্থঃ । ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভভাবী জীবঃ
 স্বরন্তুঃ, পরন্তেব তদান্ননাবহানান্তপোহতপাত কৰ্ম্মাণাহিষ্টং । যৎ কৃতকঃ তদনিত্যমিতি জ্ঞানেন
 কৰ্ম্মনিশ্চাপ্রকারমাহ—তদৈক্ষতেতি । কৰ্ম্মসম্পাদকৃত্যুপাসনামুপদিশতি—হস্তেতি । উপাসনা-
 মন্তু সমুচ্চয়কলং কথয়তি—তং সৰ্ব্বেষু । শ্রেষ্ঠেষুপি রাজকুমারবদন্যাত্মমান্বজাহ—
 স্বারাজ্যমিতি । অধিষ্ঠার পালয়িত্বমাধিপত্যম্ ॥ ১৬

কস্মাত্তানি ন ক্ষীরস্তেহুতমানানি সৰ্ব্বদেতি । যদা পিত্রান্নানি সৃষ্টা সপ্ত
 পৃথক্ পৃথগ্ভোক্তব্যঃ প্রত্নানি, তদাপ্রভৃত্যেব তৈর্ভোক্তৃভিরুতমানানি তন্নিমিত্তত্বা-
 ত্তেবাং স্থিতেঃ—সৰ্ব্বদা নৈরন্তর্য্যেণ ; কৃতকরোপপত্তেষু যুক্তস্তেবাং ক্ষয়ঃ ; ন চ
 তানি ক্ষীরমাণানি, জগতোহবিপ্রষ্টক্ৰপেণৈবাবস্থানদর্শনাং ; ভবিতব্যাক্ষয়-
 কারণেন ; তস্মাৎ কস্মাৎ পুনস্তানি ন ক্ষীরস্তে ইতি প্রশ্নঃ । ১৭

পবনং বায়্যাতে প্রশ্নরূপঃ নবপদমাদস্তে—কস্মাদিতি । নমু চত্বাধীশানি বায়্যাতানি,
 ত্রীণি বাচিধাসিতানি, তেববাণ্যাতেষু কস্মাদিত্যাদিশ্রয়ঃ কস্মাদিত্যাশঙ্ক্য সাধনেন্দুস্তে
 সাধ্যানামপি তেযামর্থীহুক্তমন্তীত্যভিপ্রেতঃ প্রশ্নবৃত্তিঃ মথ্যনো ব্যাচষ্টে—বদেতি । সৰ্ব্বদেত্যত্র
 বায়্যা নৈরন্তর্য্যেণেতি । অন্নানাং যদা ভোক্তৃভিরুতমানদে হেতুমাহ—তন্নিমিত্তত্বাদিতি ।
 ভোক্তৃণাং স্থিতেরন্ননিমিত্তত্বাভৈঃ সদাভুতমানানি তানি যবপূর্ণকুপ্লবন্তবন্তি ক্ষীণানীত্যর্থঃ । কিঞ্চ
 জ্ঞানকৰ্ম্মকলহাদন্নানাং যৎ কৃতকঃ তদনিত্যমিতি জ্ঞানেন ক্ষয়ঃ সম্ভবতীত্যাহ—কৃত্যেতি । অস্ত
 তর্হি তেবাং ক্ষয়ঃ নেত্যাহ—ন চেতি । তবতু তর্হি ন্তাবাদেব সত্তারান্বকত জগতোহক্ষীণতঃ,
 নেত্যাহ—ভবিতবাং চেতি । ন্তাববাদস্তাতিপ্রসঙ্গিহাদিত্যর্থঃ । প্রশ্নঃ নিগময়তি—তস্মা-
 দিতি ॥ ১৭

তত্তেদং প্রতিবচনম্—পুরুষো বা অক্ষিতিঃ । যথাসৌ পূৰ্ব্বমন্নানাং স্রষ্টানীং
 পিতা মেধরা জ্ঞাদিসম্বন্ধেন চ পাটুককৰ্ম্মণা ভোক্তা চ, তথা যেভ্যো দত্তান্ত্রানি,
 তেহপি তেবামন্নানাং ভোক্তারোহপি সন্তঃ পিতর এব—মেধরা তপসা চ যতো
 জনয়ন্তি তান্ত্রানি । তদেতদন্তিধীরতে—পুরুষো বৈ বোহন্নানাং ভোক্তা, সঃ
 অক্ষিতিরক্ষয়হেতুঃ । কথমন্ত্যাক্ষিত্যমিত্যুচ্যতে—স হি যস্মাদিহং ভূতমানং
 সপ্তবিধং কার্য্যকরণলক্ষণং ক্রিয়াকলাপকং পুনঃ পুনর্ভূয়োভূয়ো জনয়তে উৎপাদ-

য়তি, যিরা যিরা তত্তৎকালভাবিত্তা তয়া তয়া প্রজয়া, কৰ্ম্মভিচ্চ বাহনঃকার-
চেষ্টিতৈঃ ; যৎ যদি হ—যথেষ্টং সপ্তবিধমন্নমুক্তং কণমাশ্রমপি ন কুর্যাৎ প্রজয়া
কৰ্ম্মভিচ্চ, ততো বিচ্ছিত্তেত ভূজ্যমানহাং সাততেন কীরেত হ । তস্মাদবধৈবায়ং
পুরুষো ভোক্তা অগ্নানাং নৈরন্তর্য্যেণ যথাপ্রজঃ যথাকৰ্ম্ম চ কৰোত্যপি ; তস্মাৎ
পুরুষোহক্ৰিতিঃ, সাততেন কৰ্ত্তৃহাং ; তস্মাদভূজ্যমানাশ্রপি অগ্নানি ন কীরন্ত-
ইত্যর্থঃ ॥ ১৮

প্রতিবচনমাদায় বাচষ্টে—তস্তেতা দিনা । তেষাং পিতৃহে হেতুমাত—মেধয়েতি । ভোগ-
কালেহপি বিহিতপ্রতিষিদ্ধজ্ঞানকৰ্ম্মসম্বন্ধাৎ এবাহরূপেণাগ্নাকরঃ সম্ববতীত্যর্থঃ । তত্র প্রতিজ্ঞা-
ভাগমুপাদায়াকরাণি বাচষ্টে—তদেতদিতি । হেতুভাগমুপায়া বিভজতে—কৰ্ম্মমিতাদিনা ।
তস্মাস্তদকরঃ সম্ববতি এবাহাস্বনেতি শেষঃ । উক্তহেতুং ব্যতিরেকস্বারোপপাদয়িতুং যদ্বৈত-
দিত্যাদি বাক্যং, তস্মাচষ্টে—যদিতি । অহরব্যতিরেকসিদ্ধং হেতুং নিগময়তি—তস্মাদিতি ।
তথা যথাপ্রজমিতি পঠিতবাম্ । সাধ্যং নিগময়তি—তস্মাদিতি । অকরহেতৌ সিদ্ধে ফলিত-
মাহ—তস্মাদভূজ্যমানানীতি । ১৮

অতঃ প্রজাক্রিয়ালক্ষণপ্রবন্ধাক্রুতঃ সৰ্ব্বৌ লোকঃ সাধ্যসাধনলক্ষণঃ ক্রিয়াকলা-
য়কঃ সংহতানেকপ্রাণিকৰ্ম্মবাসনাসন্তানাবষ্টকহাং কণিকোহি শুদ্ধোহসারো নদী-
শ্রোতঃ-প্রদীপসন্তানকরঃ কদলীস্তম্ভবদসারঃ ফেনমায়ামরীচ্যন্তঃ-স্বপ্নাদিসমঃ তদাস্ম-
গতদৃষ্টীনাং বিকীর্যমাণোহনিত্যঃ সারবানিব লক্ষ্যতে ; তদেতদৈরাগ্যার্থমুচ্যতে—
যিরা যিরা জনরতে কৰ্ম্মভিঃ, যৎ হৈতন্ন কুর্যাৎ, কীরেত হেতি—বিরক্তানাং হি
অস্মাদ ব্রহ্মবিজ্ঞা আরজব্যা চতুর্থপ্রমুখেনেতি ॥ ১৯

যিরা যিরেত্যাদিশ্রুতৈঃ স হীদমিত্য্যেক্তঃ পরিহারঃ প্রপঞ্চয়ন্ত্যঃ সপ্তবিধান্তস্ত কার্য্যহাৎ
প্রতিকরণধ্বংসিদ্ধেহপি পুনঃ পুনঃ ক্রিয়মাণহাৎ এবাহাস্বনা তদচলং মন্যঃ পশুস্তীত্যগ্নিন্নর্শে
তাৎপর্য্যমাহ—অত ইতি । প্রজাক্রিয়াভ্যাং হেতুভ্যাং লক্ষ্যতে ব্যাবর্ত্যতে—নিষ্পান্ততে যঃ
প্রবকঃ সমুদায়স্তদাক্রুতস্তদায়কঃ সৰ্ব্বৌ লোকশ্চেতনাচেতনাস্বকৌ দ্বৈতপ্রপঞ্চঃ সাধ্যস্বেন
সাধনস্বেন চ বর্তমানো জ্ঞানকৰ্ম্মলভূতঃ কণিকোহপি নিত্য ইব লক্ষ্যতে । তত্র হেতুঃ—
সংহতেতি । সংহতানাং মিথঃ সহায়স্বেন স্থিতানামনেকেবাং প্রাণিনামনন্তানি কৰ্ম্মাণি বাসনাশ্চ,
তৎসম্বাদেনাবষ্টকহাৎদৃষ্টকৃত্বাদিত্যি বাবৎ । প্রাতীতিকমেব সংসারস্ত হৈত্যাং ন তাত্ত্বিকমিতি
বক্তুং বিশিনষ্ট—নদীতি । অসারোহপি সারবস্তাভীত্যত্র দৃষ্টান্তমাহ—কদলীতি । অন্তঃকোহপি শুদ্ধ-
বস্তাভীত্য্যোদাহরণমাহ—মারোতাদিনা । অনেকোদাহরণঃ সংসারস্তানেকরূপস্বভোক্তনামর্থম্ ।
কেবাং পুনরেব সংসারোহন্তথা ভাতীত্যপেকারায় সংসারায় পরাগদৃশামিতি স্মারোহ—
তদাস্মেতি । কিমিতি প্রতিকরণধ্বংসি অগদিত্যি শ্রুতোচ্যতে, তস্মাহ—তদেতদিতি ।
বৈরাগ্যমপি কুর্য্যোগুজ্যতে, তস্মাহ—বিরক্তানাং হীতি । ইতি বৈরাগ্যমর্থবিস্তি শেষঃ । ১৯

যো বৈ তাত্ত্বিকিতি বেদেতি । বক্ষ্যমাণান্তপি ত্রীণ্যন্তাশ্চিন্নিবসরে ব্যাখ্যা-

তাত্ত্বেবেতি কৃৎষা তেবাং বাধায়াবিজ্ঞানকলমুপসংহ্রিততে—যো বৈ এতামক্টি-
মক্ষরহেতুং যথোক্তং বেদ—পুরুষো বা অক্টিঃ, স হীদমন্নং ধিরা ধিরা জনরতে
কর্ষতিঃ, যকৈতন্ন কুর্ধ্যাং, কীরেত হেতি—সোহন্নমত্তি প্রতীকেনেত্যন্তার্থ
উচ্যতে—যুৎসং যুধ্যৎসং প্রাধান্তমিত্যেতৎ, প্রাধান্তেনৈবান্নানাং পিতুঃ পুরুষস্তা-
ক্টিত্বং যো বেদ, সোহন্নমত্তি, নান্নং প্রতি গুণভূতঃ সন্, যথা অজ্ঞঃ, ন তথা
বিদ্বান্, অন্নানামান্নভূতো ভোক্তৈব ভবতি, ন ভোজ্যতামাপত্ততে । স দেবান্
অপিগচ্ছতি স উর্জমুপজীবতি—দেবানপিগচ্ছতি দেবান্নভাবং প্রতিপত্ততে,
উর্জমমৃতকোপজীবতীতি যচ্চক্ষং, সা প্রশংসা, নাপূর্কার্থোহন্তোহন্তি ॥ ৫৬ ॥ ২ ॥

পুরুষোহন্নানামক্ষরহেতুরিত্যুপপাদ্য তজ্জ্ঞানমনুজ্ঞ তৎকলমাহ—যো বৈতামিত্যাদিনা ।
যথোক্তমবুদতি—পুরুষ ইতি । কলবিষয়ঃ মন্ত্রপদমুগাদায় তদীয়ঃ ব্রাহ্মণমবত্যাং ব্যাকরোতি—
সোহন্নমিত্যাদিনা । যথোক্তোপাসনবতো যথোক্তং কলম্ । প্রাধান্তেনৈব সোহন্নমত্তীতি সত্বকঃ ।
বিদ্বোহন্নং প্রতি গুণভাবো হেতুমাহ—অন্নানামিতি । উক্তমর্থঃ প্রতিগৃহীতি—ভোক্তৈবেতি ।
প্রতিসিদ্ধয়ে প্রণয়তি—স দেবানিত্যাদিনা ॥ ৫৬ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—‘যং সপ্ত অন্নানি’ ইত্যাদি । ‘যং’পদটি ‘অজ্ঞনয়ং’
ক্রিয়ার বিশেষণ ; ‘মেধা’ অর্থ—জ্ঞান, এবং ‘তপঃ’ অর্থ—কর্ম ; এখানে জ্ঞান ও
কর্মেরই প্রসঙ্গ চলিতেছে ; এইজন্ত জ্ঞান ও কর্মই মেধা ও তপঃ শব্দের অর্থ ;
কিন্তু অল্পপ্রকার মেধা ও তপস্তা অর্থ নহে ; কারণ, এখানে তাহাদের কোনই
প্রসঙ্গ নাই । জায়াদি-লাভের উপায়স্বরূপ পাঠ্য কর্ম [পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে],
এবং পরেও “য এবং বেদ” বলিয়া জ্ঞানের প্রসঙ্গ করা হইয়াছে ; অতএব এখানে
লোকপ্রসিদ্ধ মেধা ও তপস্তার আশঙ্কা করা উচিত হয় না । অতএব, পিতা
জ্ঞান ও কর্ম দ্বারা যে সপ্তপ্রকার অন্ন উৎপাদন করিয়াছেন, ‘সে সমুদয় প্রকাশ
করিব’ এইরূপ বাক্যশেষ পূরণ করিয়া লইতে হইবে ।

উক্ত মন্ত্রপদ্যের অর্থ প্রচ্ছন্ন থাকায় ; সহজে সাধারণের বুদ্ধিগম্য হয় না ;
এই কারণে ব্রাহ্মণ (উপনিষদ্ভাগ) দিয়া করিয়া নিজেই সেই মন্ত্রার্থ-প্রকাশে
প্রবৃত্ত হইতেছেন (১) ।

(১) বেদ সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত ;—(১) মন্ত্র, ও (২) ব্রাহ্মণ । মন্ত্রভাগের
অধিকাংশই কর্মবিধায়ক ও কর্মে বিশিষ্ট ; আর ব্রাহ্মণভাগের অধিকাংশই মন্ত্রার্থ-প্রকাশনে
ও জ্ঞানোপদেশে প্রবৃত্ত । সাধারণতঃ ব্রাহ্মণেরাই মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন ; এইজন্ত
বেদেরও, যে অংশ মন্ত্রের রহস্য প্রকাশ করিয়াছে, সে অংশকে ‘ব্রাহ্মণ’ নামে অভিহিত করা
হইয়াছে । এখানেও এই দ্বিতীয় প্রতিপত্তি প্রযোজ্য মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যা রহিয়াছে ; এইজন্ত
ভাষ্যকার ইহাকে ‘ব্রাহ্মণ’ পদে উল্লিখিত করিয়াছেন ।

তদ্ব্যপ্যে—“বৎ সপ্তারানি মেধয়া তপসাহজনয়ৎ পিতা” এই মন্ত্রের অর্থ কি? বলা হইতেছে—প্রসিদ্ধার্থ-প্রতিপাদক হি-শব্দেই উত্তর-প্রদানের কথা বলিয়া দিতেছে; অভিপ্রায় এই যে, উক্ত মন্ত্র-সমূহের অর্থ ত প্রসিদ্ধই আছে। আর “বৎ অজনয়ৎ” (তিনি যে উৎপাদন করিয়াছিলেন,) এই বাক্যটিও অনুবাদাকারে প্রযুক্ত হইয়াছে; [প্রসিদ্ধের পুনরুল্লেখকে অনুবাদ বলে।] সুতরাং তাহা দ্বারাও ইহার প্রসিদ্ধতাই প্রকাশ করা হইয়াছে (১); এই কারণে উক্ত ব্রাহ্মণ-কৃতি নিঃশঙ্কভাবেই বলিয়াছেন—“মেধয়া ঐ তপসা অজনয়ৎ পিতা” ইতি । ১

ভাল, জিজ্ঞাসা করি, এ কণাটি প্রসিদ্ধার্থক কিসে? হাঁ, বলা হইতেছে—জায়া হইতে কর্মপর্গ্যন্ত যে সমস্ত লোক-দলের সাধন উক্ত হইয়াছে, পুরুষই সে সমুদায়ের প্রত্যক্ষসিদ্ধ পিতা, “আমার জায়া হউক” ইত্যাদি বাক্যেও সে কথাই অভিহিত হইয়াছে; আর দৈব বিত্ত বিত্তা, কর্ম ও পুত্র, এই তিনটি যে, কলস্বরূপ লোকসমূহের সৃষ্টি-সাধন, এ কণাও বলা হইয়াছে; এবং পরেও যাহা বলা হইবে, তাহাও প্রসিদ্ধ আছে; অতএব “মেধয়া” ইত্যাদি কণা অবশ্যই বলা বাইতে পারে । ২

ফলের উদ্দেশ্যেই যে, এষণা বা কামনার প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, ইহাও জগতে সুপ্রসিদ্ধ; আর জায়া প্রভৃতি বিষয়ই যে, এষণা বা এষণার বিষয়, এ কণাও “এতাবান্ বৈ কামঃ” এই বাক্যেই অভিহিত হইয়াছে, কেননা, ব্রহ্মবিজ্ঞানাভে সর্বত্র একত্ব দর্শনলাভ অর্থাৎ একাত্মতাব দর্শন হইয়া থাকে; সুতরাং সেখানে আর কোন প্রকার কামনা হইতে পারে না; ইহা দ্বারা এ কণাও বলা হইল যে, স্বভাবসিদ্ধ আশাক্রীয় জ্ঞান ও কর্ম দ্বারা জগৎসৃষ্টি হইয়া থাকে; কেননা, স্বাবরত্বপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত যে সকল অনিষ্ট ফল, কর্ম-বিজ্ঞানই তাহার নিদান। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু শাস্ত্রোক্ত সাধ্য-সাধনভাবই অর্থাৎ শাস্ত্রেতে যে যে কর্ম ও বিজ্ঞানকে যে যে ফলের হেতু বলিয়া নির্দেশ করিয়াছে, সেইরূপ কার্য্য-কারণভাবই শ্রুতির অভিপ্রেত, (কিন্তু অশাক্রীয় সাধ্যসাধনভাব নহে); কারণ, ব্রহ্মবিজ্ঞান বিধান করাই যখন শ্রুতির অভিপ্রেত, তখন অশাক্রীয় বিষয়ে বৈরাগ্য-সমুৎপাদন করাও তাহার অবশ্যই অভিপ্রেত; অতএব বুঝিতে হইবে যে, ব্যক্তব্যাক্তময় এই সমস্ত সংসারই অশুদ্ধ, অনিত্য,

(২) তাৎপর্য্য—প্রসিদ্ধ বিষয়ের প্রকাশক বাক্যকে ‘অনুবাদ’ বলে। আলোচ্য স্থলে কেবল সপ্তপ্রকার অগ্নের উৎপাদন মাত্র উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু কি প্রকারে বা কখন হইয়াছে, সে সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথাই নাই; কাজেই ইহাকে একপ্রকার সিদ্ধবৎ নির্দেশ বলা বাইতে পারে; এই জন্যই ভাস্কর এই কণাটিকে অনুবাদের তুল্য বলিয়াছেন।

সাধ্য-সাধনভাবাপন্ন দ্রুতময় এবং অবিচার অধিকারভুক্ত ; এইরূপ জ্ঞানবশতঃ যাহার হৃদয়ে বৈরাগ্যের সঞ্চার হইয়াছে, তাহার জ্ঞান ব্রহ্মবিজ্ঞান নিরূপণ করা আবশ্যক ; [কাজেই বলিতে হইবে যে, ব্রহ্মবিজ্ঞান জ্ঞান বৈরাগ্য সমুৎপাদন করাই ক্রতির অভিপ্রেত] । ৩

তন্মধ্যে এখন প্রথমতঃ অন্নসমূহের বিভাগক্রমে বিনিয়োগ বলা হইতেছে,— “একমস্ত সাধারণম্” এইটুকু হইল মন্ত্র-পদ (মন্ত্রাকর), তাহার ব্যাখ্যা এইরূপ— এই মন্ত্রে ‘ইহাই সামান্ত্রতঃ ভোক্তৃগণের সাধারণ অন্ন’ এইরূপ অর্থ কথিত হইয়াছে । ভাল, জিজ্ঞাসা করি, সেই অন্নটি কি ? [উত্তর—] সমস্ত প্রাণীরা প্রত্যহ এই যাহা ভক্ষণ করে, পিতা অন্ন সৃষ্টির পর ইহাকেই সাধারণ—সর্ব-ভোক্তার ভোজ্যরূপে নিরূপিত করিয়াছিলেন । যে ব্যক্তি, সর্বপ্রাণীর স্থিতির हेतুভূত এই সাধারণ অন্নের উপাসনা করে, অর্থাৎ এই অন্নেই একনিষ্ঠ হয়, এবংভূত সেই লোক পাপ—অধর্ম হইতে ব্যাবৃত্ত হয় না—পাপমুক্ত হয় না । জগতে তৎপরতা বা একনিষ্ঠা অর্থেও ‘উপাসনা’ শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় ; যেমন—‘শুক্র উপাসনা করে’ ‘রাজার উপাসনা করে’ ইত্যাদি । অতএব বুঝিতে হইবে যে, শরীর-পোষণ করাই যাহার অন্নভক্ষণের উদ্দেশ্য, কিন্তু অদৃষ্টজনক (পুণ্যোৎপাদক) কর্ম্মফলার্থে মনোযোগ নাই, এতদূশ লোক পাপ-বিমুক্ত হয় না] । এতদনুরূপ মন্ত্রও আছে—‘মোষ—বিফল অন্ন লাভ করে’ ইত্যাদি । স্মৃতি শাস্ত্রেও আছে—‘কেবল আপনার জ্ঞান অন্ন পাক করাইবে না’, ‘যে লোক ইহাদের (দেবগণের) উদ্দেশ্যে দান না করিয়া ভোজন করে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই চোর’ । ‘জগহা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণঘাতক (১) ব্যক্তিও তদীয় অন্নভক্ষক লাভ করিয়া পাপ হইতে বিমুক্তি লাভ করে’ ইত্যাদি । ৪

ভাল, পাপবিমুক্ত হয় না কেন ? যেহেতু, ইহা হইতেছে পাপমিশ্রিত ; কারণ, প্রাণিগণ যাহা ভোজন করিয়া থাকে, প্রকৃতপক্ষে তাহা সর্বসাধারণের অবিভক্ত সম্পত্তি ; সেই কারণেই ইহা মিশ্র বা অবিভক্ত ধন । দেখিতে পাওয়া যায়, যখনই কেহ একটি গ্রাস মুখমধ্যে নিক্ষেপ করে, তখনই তাহা অপরের পীড়াজনক হইয়া থাকে ; কারণ, ঐ গ্রাসটি হইতেছে সর্বভোজ্য অর্থাৎ সকলেরই ভোজনের যোগ্য ; সেই গ্রাসের উপর সকলেই ‘ইহা আমার হউক’

(১) তাৎপর্য—এখানে ‘জগহা’ শব্দে শ্রেষ্ঠব্রাহ্মণঘাত্যকারী বুঝিতে হইবে ; শাস্ত্র বলিতেছেন—“বরিত-ব্রহ্মহা চৈব জগহেত্যভিধীয়তে” অর্থাৎ যে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে হত্যা করে, সে ‘জগহা’ বলিয়া আখ্যাত হয় ।

এইরূপ আশা করিয়া থাকে ; অতএব পরপীড়া সমুৎপাদন না করিয়া একটা গ্রাসও গলাধঃকরণ করা যায় না । স্বতিশাস্ত্রেও আছে—‘মমুগ্ধগণের পাপ [অশ্রুশ্রিত]’ ইত্যাদি । ৫

কেহ কেহ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন যে, গৃহহৃগণ প্রতাহ যে, বৈশ্বদেব যাগে অন্ন প্রদান করিয়া থাকে ; [ইহা হইতেছে সেই অন্ন] । বস্তুতঃ সে অর্থ ঠিক নহে ; কারণ, ‘বৈশ্বদেব’ বজ্জে যে অন্ন প্রদত্ত হইয়া থাকে, সৰ্ব্বপ্রাণিভোজ্য অন্নের জায় তাহাতেও যে, সমস্ত ভোক্তার সাধারণ স্বত্ব আছে, ইহা ত প্রত্যক্ষতঃ পাওয়া যায় না ; তাহার পর “যং ইদম্ অশ্রুতে” বাক্যটিও ঐরূপ অর্থের পক্ষে অমূল্য হইতেছে না (২) । বিশেষতঃ বৈশ্বদেব-বজ্জীয় অন্নও যখন সৰ্ব্বপ্রাণীর ভূজ্যমান অন্নেরই অন্তর্গত, তখন কুকুর ও চাণ্ডালাদির ভক্ষণযোগ্য অন্নেরই গ্রহণ করা উচিত ; পক্ষান্তরে, বৈশ্বদেববজ্জীয় অন্ন ছাড়াও কুকুর ও চাণ্ডালাদির ভক্ষণীয় অন্নের সম্ভাব দেখিতে পাওয়া যায় ; সুতরাং তদ্বিষয়ে প্রত্যক্ষবোধক ‘ইদম্’ শব্দের প্ররোগ যুক্তিযুক্তই হয় । ৬

পক্ষান্তরে, এখানে সাধারণ অন্নবোধক অন্ন-শব্দে যদি সৰ্ব্বপ্রাণিভোজ্য অন্ন গ্রহণ না করা হয়, তাহা হইলে ইহার অর্থ হয় এই যে, পিতা ইহার সৃষ্টিও করেন নাই, এবং কাহারো জন্ত বিনিয়োগও করেন নাই ; অথচ অন্নমাত্রই যে, তাহার সৃষ্ট এবং প্রাণিবিশেষের জন্ত নির্দিষ্ট, ইহা সকলেরই অনুমোদিত । বিশেষতঃ শাস্ত্রোক্ত বৈশ্বদেবনামক কৰ্ম্মানুষ্ঠানতার পাপস্পর্শ হওয়াও যুক্তিসঙ্গত হয় না । আর বৈশ্বদেব যাগের যে, কোথাও নিষেধ আছে, তাহাও নহে ; এবং মৎস্ত-হিংসাদি কার্যের জায় ইহা যে, স্বভাবতই নিষিদ্ধ, তাহাও নহে ; কারণ, শিষ্ট লোকেরা ইহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন ; পক্ষান্তরে, বৈশ্বদেব-যাগের অকরণে প্রত্যবায়েরও উল্লেখ আছে ; অথচ অন্নশব্দের সৰ্ব্বসাধারণ অন্ন অর্থ করিলে ‘যে লোক অর্ধিগণকে অন্ন না দিয়া নিজে অন্ন ভক্ষণ করে, আমি তাহাকে ভক্ষণ করি’ এই মন্ত্রবচনানুসারে অব্রত প্রত্যবায়োক্তিও সুসঙ্গত হয় ; অতএব অন্ন শব্দের সাধারণ অন্ন অর্থ গ্রহণ করাই সমীচীন । ৭

‘দে দেবান্ অভাজয়ৎ’ ইতি মন্ত্র,—যে দুইটি অন্ন সৃষ্টি করিয়া দেবগণের

(২) তাৎপর্য—‘ইদম্’ শব্দে সাধারণতঃ প্রত্যক্ষগম্য বিষয় বুঝাইয়া থাকে, কিন্তু বৈশ্বদেব বজ্জে যে, সকল প্রাণীই অন্ন ভক্ষণ করে, ইহা ত প্রত্যক্ষ হয় না ; কাজেই প্রতির “যং ইদম্ অশ্রুতে” এই ‘ইদম্’ শব্দের অর্থ সঙ্গত হয় না, এই জন্ত ভাস্করকার বলিলেন যে, এ পক্ষে “যদিহমশ্রুতে” বাক্যটিও অমূল্য হইতেছে না ।

ভোগে বিনিযুক্ত করিয়াছিলেন, সেই দুইটি অন্ন কি কি, তাহা বলা হইতেছে—
 তাহা হত ও প্রহত ; হত অর্থ—অগ্নিতে হোম করা, আর প্রহত অর্থ—হোমা-
 নন্তর বলি বা উপহার প্রদান করা । যেহেতু, পিতা এই দুইটি অন্নদান করিয়া-
 ছিলেন ; সেই হেতু এখনও গৃহস্থগণ উপযুক্ত সময়ে দেবগণের উদ্দেশে হোম
 করিয়া থাকে,—‘আমরা এই অন্ন দেবগণের উদ্দেশে প্রদান করিতেছি’ মনে
 করিয়া আহুতি দিয়া থাকে, এবং হোমশেষে বলিপ্রদান করিয়া থাকে । অপরে
 বলেন, পিতা যে, দেবগণের উদ্দেশে দুইটি অন্ন দিয়াছিলেন, তাহা হত ও প্রহত
 নহে, তবে কি ? না, সে দুইটি হইতেছে দর্শ ও পূর্ণমাস নামক দুইটি বাগ । [যে
 অগ্নে এই] দ্বিধ-শ্রুতির কিছুমাত্র বিশেষ না থাকায়ও [বৃক্ষিতে হইবে,] হত ও
 প্রহতের উল্লেখ প্রাথমিক অর্থাৎ আপাত উত্তরমাত্র, (কিন্তু উহা প্রকৃত উত্তর
 নহে) । ৮

যদিও হত-প্রহত সম্বন্ধেও দ্বিধশ্রুতির উপপত্তি সম্ভবপর হয় সত্য, তথাপি
 শ্রুতিপ্রসিদ্ধ দর্শ ও পূর্ণমাস বাগেরই দেবান্নর অপেক্ষাকৃত প্রসিদ্ধ ; কারণ, মন্বেই
 ঐরূপ অর্থ প্রকাশিত আছে । আর মুখ্য ও গৌণ, উভয়ের প্রাপ্তিসম্ভাবনাত্তলে
 প্রথমেই মুখ্যার্থের প্রতীতি হইয়া থাকে ; এবং হত ও প্রহত অপেক্ষা দর্শ ও
 পূর্ণমাস বাগের প্রাধান্যও আছে ; অতএব “দে দেবান্ অভ্যজরন্” মন্বে তদুত্তরেই
 গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত হয় । যেহেতু, পিতা এই দর্শ-পূর্ণমাসনামক অন্ন দুইটি দেবতা-
 গণের উদ্দেশে নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, সেই হেতু বাহাতে সেই দুইটি অন্নের
 দেবভোগ্যতা বাহত না হয়, তজ্জন্ত লোকে ইষ্টিবাছুক অর্থাৎ কাম্যবাগানুষ্ঠানে
 তৎপর হইবে না ।—ইষ্টি শব্দের অর্থ কাম্য (কলাভিলাষে অনুষ্ঠেয়) বাগ ;
 শতপথ ব্রাহ্মণে এইরূপই প্রসিদ্ধি আছে । যজু-দাতুর উত্তর ‘তাচ্ছীল্য’ প্রত্যয়
 (‘উকঞ’) থাকায় বৃক্ষিতে হইবে যে, বজ্রানুষ্ঠানকে প্রধান কর্তব্য মনে
 করিবে না । ৯

“পশুভ্য একং প্রাবচ্ছন্” ইতি ।—পিতা পশুগণের উদ্দেশে যে অন্ন প্রদান
 করিয়াছিলেন, সেই অন্নটি কি ? সেই অন্ন—পরস্ (হৃৎ) । ভাল, পশুগণ যে,
 এই অন্নের স্বামী বা অধিকারী, ইহা কিসে জানা যায় ? তদুত্তরে বলিতেছেন—
 যেহেতু, বহুমুখ ও পশুগণ অগ্নে—ভূমিষ্ঠ হইবার পর প্রথমেই হৃৎ ভক্ষণ করিয়া
 থাকে ; এই হৃৎরূপ অন্নই তাহাদের অভ্যস্ত বা জীব্য, নচেৎ প্রথমেই সকলে তাহা
 উপভোজ্য (ভক্ষণীয়) করিবে কেন ? । ১০

অগ্নে যে, তাহাই ভক্ষণ করে কেন, তাহা বলা হইতেছে—যেহেতু, পিতা

প্রথমে বেক্রপ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিগেন, মনুষ্য ও পশুগণ আজও ঠিক সেই রূপেই সেই অন্ন দ্বারাই জীবন ধারণ করিতেছে ; সেই হেতু ত্রৈবর্গিকগণ (ব্রাহ্মণ, কল্মষ ও বৈশ্ব) জাতকর্মে সময়ে (১) নবজাত বাণককে সুবর্ণসংযুক্ত ঘৃত লেহন করাইয়া থাকে—ভক্ষণ করাইয়া থাকে ; বাহাদের জাতকর্মে অধিকার নাই, তাহারাও যথাসম্ভব ঘৃত-প্রাণনের পরে বা অগ্নে স্তন্যপান করাইয়া থাকে ; মনুষ্যের প্রাণিগণ অগ্নেই স্তন্যপান করাইয়া থাকে । এই কারণেই নবজাত পশুগণকে লক্ষ্য করিয়া—‘এই বৎসটির বয়স কত ?’ জিজ্ঞাসা করিলে, তৎক্ষণে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি বলিয়া থাকে যে, এটি ‘অতৃণাদ’ ‘এখনও তৃণ ভক্ষণ করে না, অর্থাৎ অতীব শিশু—কেবল দুগ্ধ দ্বারাই জীবন ধারণ করিতেছে’ । ১১

প্রথমে যে, জাতকর্ম-সময়ে ঘৃত ভক্ষণ করে, এবং অপর সকলে যে, দুগ্ধ পান করে, ইহা দ্বারা তাহারা সর্বতোভাবে দুগ্ধসেবনই করিয়া থাকে ; কারণ, ঘৃত ত দুগ্ধেরই বিকার বা পরিণতি ; সুতরাং উহাও দুগ্ধেরই অন্তর্ভূত । ভাল, পশুর অন্ন হইতেছে সপ্তম, তবে তাহাকে চতুর্ধরূপে ব্যাখ্যা করা হইতেছে কেন ? [উত্তর—] যেহেতু, ইহা কন্মসাধন অর্থাৎ কন্মনিপত্তির সহায় ; অগ্নি-হোতাদি কন্মগুলি সাধারণতঃ দুগ্ধরূপ সাধনসাপেক্ষ এবং বিত্তসাধ্য, সেই কন্মই আবার পরবর্তী ত্রিবিধ অন্নের সাধন, অর্থাৎ বিত্ত দ্বারা কন্ম সম্পাদন করিতে হয়, এবং সেই কন্ম দ্বারা আবার বক্ষ্যমাণ তিন প্রকার অন্ন সমুৎপাদন করিতে হয় । পূর্কোক্ত দশ-পূর্ণমাস নামক দুইটি অন্ন ইহার উদাহরণ । অতএব কর্মের সহিত সম্বন্ধ থাকায় কর্মের সঙ্গে মিলাইয়া একত্রে উপদেশ করা হইয়াছে ; বিশেষতঃ ঘৃত ও দুগ্ধের কন্মসাধনই যখন তুল্য, কিছুমাত্র বিশেষ নাই, অতএব অর্থগত সামান্য অপেক্ষা পাঠলক্ষ্য আনন্তর্য্য বা সামান্য অনুপযোগী অর্থাৎ উপেক্ষণীয় । ব্যাখ্যা-সৌকর্য্যও ঐরূপ ক্রমলব্ধবনের অপর কারণ,—বাহার সঙ্গে বাহার পৌর্কোপার্থ আছে, পৌর্কোপার্থক্রমে সে সমুদয়ের ব্যাখ্যা করিতেও সুবিধা হয়, কোন কষ্ট হয় না, এবং ঐরূপে ব্যাখ্যা করিলে বুঝিবার পক্ষেও বিশেষ সাহায্য হয় । ১২

“তন্নিব সর্বং প্রতিষ্ঠিতং যচ্চ প্রাণিতি, যচ্চ ন” এই অংশের অর্থ কি, তাহা

(১) তাৎপর্য্য—‘জাতকর্ম’ দশবিধসংস্কারের অন্ততম সংস্কার । পুত্র-সন্তান হইবামাত্র, পিতাকে এই সংস্কার সম্পাদন করিতে হয় । এই সংস্কারে সন্তোজাত শিশুকে প্রথমেই বর্ণপাত্রই ঘৃত লেহন করাইতে হয়, পরে স্তন্যপান করাইতে হয়, ঘৃত ভোজনের পূর্বে শিশুকে আর কিছুই খাইতে দিবে না ।

বলা হইতেছে—যাহা প্রাণধারণ করে অর্থাৎ শ্বাসপ্রশ্বাসাদি প্রাণ-চেষ্টা করে, এবং যাহা প্রাণ ধারণের চেষ্টা করে না—হাবরপদার্থ—পর্কতপ্রভৃতি, অধ্যাত্ম, অধিতূত ও অধিদৈবতাত্মক সেই নিখিল জগৎই তাহাতে—দৃষ্টে প্রতিষ্ঠিত বা আশ্রিত । যাহা বলা হইল, তাহা যে লোকপ্রসিদ্ধ, তাহা প্রসিদ্ধিজ্ঞাপক হি-শব্দে সূচিত হইয়াছে । ভাল, পয়ঃ-দ্রব্যটি সর্বজগতের আশ্রয় হয় কিরূপে ? ইহা, যে হেতু উহা কারণ ; এখানে কারণ অর্থ অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম্মনিষ্পাদক ; এই নিখিল জগৎই যে, অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম্মে প্রদত্ত আহুতির পরিণাম বা ফলস্বরূপ, ইহা শত শত শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রের স্থিরতর সিদ্ধান্ত । অতএব হি-শব্দ দ্বারা উক্ত-প্রকার প্রসিদ্ধিপ্রাপন করা যুক্তিসঙ্গতই হইয়াছে । ১৩

অপরাপর ব্রাহ্মণেও এই কথাই বলিয়াছেন—সংবৎসরকাল হুৎ ধারা হোম করিলে পুনর্মরণ জর করে । অভিপ্রায় এই যে, এক বৎসরে অগ্নিহোত্রবাগের আহুতি হয়—তিন শত ষাট, [আবার সারংকালের আহুতি ধরিলে সমষ্টি সংখ্যা হয়—] সাত শত কুড়ি । [যাজুয়তী বাগের আহুতিসংখ্যাও এতদুলা ; স্মৃতরাং] সংবৎসরের দিন ও রাত্রি মিলিত হইয়া যাজুয়তী ইষ্টিস্বরূপ (বাগস্থানীয়) নিষ্পন্ন হয় ; তাহার সাংবৎসরাত্মক অগ্নিসংজ্ঞক প্রজাপতিঃ প্রাপ্ত হয় ; এই প্রকার চিন্তাপূর্বক এক বৎসর হোম করিলে পুনর্মৃত্যুকে জর করে, অর্থাৎ ইহলোক হইতে প্রস্থান করিয়া দেবলোকে জন্ম ধারণ করিয়া—পুনর্বার আর মরে না, বেদের ব্রাহ্মণসমূহ এই প্রকার বলিয়া থাকেন । ১৪

কিন্তু এরূপ বুঝিবে না, অর্থাৎ এরূপ মনে করিবে না যে, যে দিনে হোম করে, ঠিক সেই দিনই পুনর্মরণ জর করে, আর সংবৎসরব্যাপী হোমের অপেক্ষা করে না । এইরূপ জ্ঞানলাভ করিয়া জ্ঞানবান্ পুরুষ পুনর্মরণ জর করে । পূর্বে যে বলা হইয়াছে, এই সমস্ত জগৎই আহুতির পরিণামস্বরূপ ; স্মৃতরাং সমস্ত জগৎই আহুতি-সাধন পরোহবস্থিত (দৃষ্টাশ্রিত) ; অতএব এক দিনেই অর্থাৎ একদিনমাত্র হোমেই সর্বজগদান্বভাব লাভ করিয়া পাকে, ‘পুনর্মরণ জর করে’ কথায় তাহাই বলা হইতেছে ; অর্থাৎ বিদ্বান্ পুরুষ একবার মরিয়া—শরীরবিযুক্ত হইয়া সর্কান্বভাব প্রাপ্ত হইয়া পুনর্বার মৃত্যু লাভ করিবার জন্ত আর পরিচ্ছিন্ন (মল্লুগাদি শরীর) গ্রহণ করে না । ১৫

সর্কান্বভাবপ্রাপ্তিতে যে, মৃত্যুকে জর করা যায়, তাহার হেতু কি ? বলিতেছি—বেহেতু, সে লোক সারং ও প্রোতঃকালীন আহুতি-সমর্পণ দ্বারা সমস্ত দেবতার উদ্দেশে সমস্ত অন্নাত্ম অর্থাৎ ভক্ষণীয় দ্রব্য প্রদান করে ; অতএব ইহা যুক্তিসঙ্গতই

বটে যে, সমস্ত দেবতার অন্নরূপে আপনাকে আহুতিময় করিয়া—সমস্ত দেবতার সঙ্গে একাত্মতাব বা অভিন্নতাব প্রাপ্ত হইয়া—নিজে সৰ্বদেবময় হইয়া যান, কাজেই পুনর্বার আর মৃত্যু লাভ করে না । স্বয়ং ব্রাহ্মণও এ কথা বলিয়াছেন—‘স্বয়ম্ ব্রহ্মা তপস্তা করিয়াছিলেন ; তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তপস্তাতে অনন্ত ফল লাভ হয় না ; আমি ভূতগণের উদ্দেশ্যে আপনাকে এবং ভূতসমূহকেও আমাতে আহুতি প্রদান করিব । এইরূপে আপনাকে সৰ্বভূতে এবং সৰ্বভূতকে আপনাতে আহুত করিয়া সৰ্বভূতের শ্রেষ্ঠত্বরূপ স্বারাজ্য আধিপত্য লাভ করিব’ ইত্যাদি । ১৬

‘সৰ্বদা ভক্তিত হইয়াও সেই অন্নসমূহ কয় প্রাপ্ত হয় না কেন?’ এ কথার অর্থ এইরূপ—পিতা যে সময়ে সপ্তপ্রকার অন্ন সৃষ্টি করিয়া বিভিন্ন প্রাণীর উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন অন্ন প্রদান করিলেন, সেই সময় হইতেই সেই সমস্ত ভোক্তৃগণ-কর্তৃক অন্নসমূহ নিরন্তর ভক্তিত হইতেছে ; অতএব ক্ষয়ের কারণ বিদ্যমান থাকায় সে সমুদায়ের ক্ষয় হওয়াই উচিত ; অথচ সে সমস্ত অন্ন আজও ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে না ; কারণ, আজও অন্ন-জগতের অক্ষুণ্ণরূপে অবস্থিতি দেখা যাইতেছে ; অতএব, ইহা ক্ষয় না হইবার নিশ্চয়ই একটা কারণ আছে ; এইজন্ত জিজ্ঞাসা হইতেছে যে, কি কারণে সে সমুদয় অন্নের ক্ষয় হইতেছে না ? ১৭

ইহার প্রত্যুত্তর এই—“পুরুষঃ অক্ৰিতিঃ”,—এই পিতা প্রথমে যেমন জ্ঞান ও পরীক্ষাপেক্ষ পাণ্ডিত্য কর্ম দ্বারা উক্ত অন্নসমূহের সৃষ্টি ও ভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তেমনি তিনি বাহাদের উদ্দেশ্যে অন্নপ্রদান করিয়াছিলেন, তাহারাও নিশ্চয়ই সেই সমুদয় অন্নের ভোক্তা ও পিতা (ব্রহ্মা) বটে ; কারণ, তাহারাও স্বীয় জ্ঞান ও কর্ম দ্বারা সেই সমুদয় অন্ন উৎপাদন করিতেছে । সেই এই কথাই বলা হইতেছে যে, পুরুষ—যিনি অন্ন ভোজন করিয়া থাকেন, সেই ভোক্তাই অক্ৰিতি অর্থাৎ অন্নক্ষয় না হইবার কারণ । ভাল কথা, এই পুরুষই অক্ষয়ের হেতু হয় কি প্রকারে ? তদন্তরে বলিতেছেন—যেহেতু, এই পুরুষ (জীবগণ) কর্মের ফলস্বরূপ কার্য্যকরণাত্মক এই দৃষ্টমান সপ্তপ্রকার অন্ন ভোজন করত সেই পুরুষই আবার বিবিধ বুদ্ধি দ্বারা—সমরোচিত বিশেষ বিশেষ জ্ঞান দ্বারা, এবং কর্ম দ্বারা অর্থাৎ বাক্য, মন ও শারীর চেষ্টার সাহায্যে বারংবার উৎপাদন করিয়া থাকে । জ্ঞান ও কর্মের সাহায্যে যদি ক্ষণকালও যথোক্ত এই সপ্তপ্রকার অন্ন সমুৎপাদন না করিত, তাহা হইলে অবশ্যই বিচ্ছিন্ন হইত,

অর্থাৎ নিরন্তর ভক্তিত হইয়া নিশ্চয়ই জ্ঞান প্রাপ্ত হইত। অতএব বৃত্তিতে হইবে যে, এই পুরুষ (প্রাণিগণ) যেমন সর্বদা অন্ন ভক্ষণ করে, তেমনি বর্ণাশ্রমাদি জ্ঞান ও কর্ম দ্বারা ইহার সৃষ্টিও করে; সেই জন্যই পুরুষ ‘অক্ষিতি’ অর্থাৎ নিরন্তর অন্ন সমুৎপাদন করে, ইহাই অন্নক্ষয় না হইবার কারণ; এই হেতুই সর্বদা ভক্তিত হইয়াও অন্নসমূহ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে না। ১৮

অতএব বৃত্তিতে হইবে যে, জ্ঞান ও ক্রিয়াপ্রবাহানুগত কার্য-কারণান্বক ও ক্রিয়াকলম্বরূপ এবং সমষ্টিভূত বহুপ্রাণীর কর্মজন্ত বাসনা হইতে সমুৎপন্ন বলিয়াই ইহা ক্ষণিক অন্তঃ অনিত্য নদী-স্রোতঃ ও জলপ্রবাহের তুল্য, কদলীশূন্তের স্তায় অসার (সত্যতারহিত) জলের ফেনা, মায়াময় মরীচিকা ও স্বপ্নাদির সদৃশ, কিন্তু তাপাপি, সংসারাসক্ত ভ্রান্ত লোকদিগের নিকট অবিকৃতভাবে অবস্থিত নিত্য সারবানের স্তায় প্রতীত হইয়া থাকে; লোকের হৃদয়ে বৈরাগ্যসমুৎপাদনার্থ “মিমা মিমা জনয়তে” কথার এই তত্ত্বই জ্ঞাপন করা হইতেছে। এইরূপে বিষয়-বিরক্ত লোকদিগের জন্ত চতুর্থ অন্ন হইতেই একবিস্তার প্রস্তাবনা আরম্ভ করা সম্ভব হইরাছে। ১৯

“যো বা এতামক্ষিতিং বেদ” ইতি। যথোক্ত ব্যাখ্যা দ্বারাই অপর অন্ন-ত্রয়েরও ব্যাখ্যা সিদ্ধ হইয়া গিয়াছে; এইরূপ মনে করিয়া প্রতি সেই অন্নত্রয়ের তত্ত্ববিজ্ঞানের কথা না বলিয়া কেবল মাত্র কলের উপসংহার করিয়া নিবৃত্ত হইয়াছেন,—যে ব্যক্তি এই অক্ষিতি অর্থাৎ অন্নক্ষয় না হইবার যথোক্ত কারণ অবগত হন, পুরুষই এই অন্নসমূহের অক্ষিতি, পুরুষই স্বীয় জ্ঞান ও কর্ম দ্বারা পুনঃ পুনঃ এই অন্নসৃষ্টি করিয়া থাকে; পুরুষ যদি সৃষ্টি না করিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অন্নের ক্ষয় হইয়া বাইত—এই রহস্য জানেন, তিনি প্রতীক দ্বারা অন্নভক্ষণ করেন। একবার অর্থ বলা হইতেছে—মুখ অর্থ—মুখ্য—প্রধান; যে লোক অন্নপ্রাপ্ত পুরুষকেই অ-ক্ষয়ের প্রধান হেতু বলিয়া জানেন, তিনি অন্ন ভোগ করেন, কখনই অন্নের অধীন হন না, অর্থাৎ যথোক্ত বিদ্যাসম্পন্ন পুরুষ অন্নসমূহের আশ্রিত হইয়া অন্নসমূহের ভোক্তাই হন, কিন্তু কখনও অন্ন লোকের স্তায় ভোজ্যতা প্রাপ্ত হন না। ‘তিনি দেবতাগণকে প্রাপ্ত হন এবং উত্তম জীবিকা লাভ করেন’, একবার অর্থ—দেবতাগণকে প্রাপ্ত হন—দেবতাব প্রাপ্ত হন; উর্দ্ধ—অমৃত ভোগ করেন; ইহা কেবল প্রাণসাম্রাজ্য; কারণ, তাহার পক্ষে কিছুই অপূর্ণ—অভিন্নব ভোগ্য বা প্রাপ্য থাকে না। ২০ ২১

ত্রীণ্যাত্মনেহকুরুতেতি মনো বাচঃ প্রাণঃ তান্যাত্মনেহকুরু-
তান্যাত্মনা অভূবঃ নাদর্শমণ্ডিতমনা অভূবঃ নাশ্রোষমিতি মনসা
হেব পশ্যতি মনসা শৃণোতি ।

কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতিহ্রীর্ধী-
ভীরিত্যেতৎ সর্বং মন এব, তস্মাদপি পৃষ্ঠত উপস্পৃষ্টো মনসা
বিজানাতি, যঃ কশ্চ শকো বাগেব সা ।

এষা হস্তমায়ন্তৈষা হি ন, প্রাণোহপানো ব্যান উদানঃ
সমানোহন ইত্যেতৎ সর্বং প্রাণ এবৈতন্ময়ো বা অয়মাত্মা
বাহ্যয়ো মনোগয়ঃ প্রাণময়ঃ ॥ ৫৭ ॥ ৩ ॥

সরলার্থঃ ।—“ত্রীণি আত্মনে অকুরুত” ইতি, [ইদং প্রতীকমাদায়
ব্যাচষ্টে—] মনঃ বাচঃ প্রাণঃ—তানি (ত্রীণি অন্নানি) আত্মার্থং (আত্মনঃ
ভোগায়) অকুরুত (অজ্ঞনয়ৎ) [পিতা ইতি শেষঃ] । [মনসোহস্তিতে
লিপ্তমাত্ম] অত্মত্মনাঃ (বিবরাস্তুরাসঙ্কচেতাঃ) অভূবম্, [অতএব] ন
অদর্শং (ন দৃষ্টবান্ অস্মি) ; অত্মত্মনা অভূবঃ, ন অশ্রোষং (ন শ্রুতবান্
অস্মি) । [কৃত এতৎ ?] তি (যস্মাৎ) মনসা এব পশ্যতি, মনসা এব
শৃণোতি । [মনসঃ স্বরূপমাহ] কামঃ (ক্লীসম্ভোগাত্তিলাযঃ), সঙ্কল্পঃ (নীল-
পীতাদিভেদবিকল্পনম্), বিচিকিৎসা (সংশয়জ্ঞানং), শ্রদ্ধা (শাস্ত্রোক্তকর্মাদিষু
আস্তিক্যবুদ্ধিঃ), অশ্রদ্ধা (তত্রাসত্যতাবুদ্ধিঃ), ধৃতিঃ (দেহাদীনামবসাদে
উদ্ভটনং ধারণমিতি যাবৎ), অধৃতিঃ (তদ্বিপর্যায়ঃ), হ্রীঃ (লজ্জা), ধীঃ
(জ্ঞানং), ভীঃ (ভয়ং), এতৎ সর্বং মন এব (মনসঃ অন্তঃকরণস্ত এতে
পর্বা ইত্যর্থঃ) । তস্মাৎ (মনসঃ সঙ্ঘাৎ হেতোঃ) পৃষ্ঠতঃ (চক্ষুরগোচরে)
উপস্পৃষ্টঃ (অপি সন্) বিজানাতি (বিশেষেণ অবগচ্ছতি—যস্তায়ং স্পর্শ ইতি) ।
বাচঃ সজ্ঞাবৎ প্রমাণয়তি—] যঃ কশ্চ (যঃ কশ্চিৎ) শব্দঃ (ধ্বনিঃ), সা (সঃ)
বাক্ এব ; [অতঃ বাচঃ কার্যম্ উচ্যতে—] এষা (বাক্) হি (এব) অস্তং
(বাচ্যাভিধাননির্ণয়ং) আয়ত্তা (অহুগতা—বক্তব্যপ্রকাশিকা), হি (যস্মাৎ) এষা
(বাক্ পুনঃ) ন [অন্ত প্রকাশ্য] । [অধেদানীং প্রাণসজ্ঞাবৎ সাধয়তি—] প্রাণঃ
(সুখনাসিকাদিহানবর্তী বায়ুবিশেষঃ) অপানঃ (অধোগামী), ব্যানঃ (সর্বমেহ-
বর্তী), উদানঃ (উৎক্রমণহেতুঃ), সমানঃ (রসরসিরাদি পরিণামহেতুঃ), অনঃ

(প্রাণানাং চেষ্টাসামান্যং), ইতি এতৎ সৰ্বং প্রাণ এব, (ন প্রাণাদতিরিচ্যতে ইতি ভাবঃ) । অন্নং (দৃশ্যমানঃ) আত্মা (দেহপিণ্ডঃ) এতন্নয়ঃ (এতিঃ অন্নৈ-
রারব্ধঃ)—বাঙ্ময়ঃ, মনোময়ঃ প্রাণময় ইত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥ ৩ ॥

মূলানুবাদঃ :—“ত্রীণি আত্মানে অকুরুত” এই বাক্যের অর্থ বলিতেছেন [আদিকর্তা] মনঃ, বাক্ ও প্রাণ, এই তিনটি অন্ন আত্মার জন্ত সৃষ্টি করিয়াছিলেন । [লোকে বলিয়া থাকে—] ‘আমার মন অস্ত্র বিষয়ে ছিল, তাই শুনিতে পাই নাই’, [ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে,] মন দ্বারাই দর্শন করে, এবং মন দ্বারাই শ্রবণ করে । তাহার পর, কাম (ভোগাভিলাষ), সঙ্কল্প (ভাল মন্দ চিন্তা) বিচিকিৎসা (সংশয়), শ্রদ্ধা (শাস্ত্রে ও আচার্য্য-বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস), অশ্রদ্ধা (শ্রদ্ধার বিপরীত), ধৃতি (ধৈর্য্য), অধৃতি (ধৈর্য্যের বিপরীত), হ্রী (লজ্জা), ধী (বুদ্ধিবৃদ্ধি) ও ভী (ভয়), এ সমস্ত মনই (মনেরই ধর্ম্ম) ; সেই কারণেই পশ্চাত্তানে কেহ স্পর্শ করিলেও বুদ্ধিতে পারা যায় যে, [ইহা-অমূকের স্পর্শ] । যে কোনও রকম শব্দ হউক, সে সমস্ত বাক-ই (বাক্যের অন্তর্ভুক্ত নহে), এই বাক্ অন্তের অর্থাৎ বক্তব্য বিষয়ের প্রকাশনে পর্যাাপ্ত, কিন্তু ইহা অপরের প্রকাশ্য নহে । তাহার পর, প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান ও অন—এ সমস্তও প্রাণই ; আত্মাও এতন্নয়, বাঙ্ময়, মনোময় ও প্রাণময় অর্থাৎ বাক্ মন ও প্রাণই তাহার বিশিষ্টতা-সাধন ॥ ৫৭ ॥ ৩ ॥

শাক্তরত্নাম্ :—পাণ্ডুরক্ত কৰ্ম্মণঃ ফলভূতানি যানি ত্রীণ্যন্নান্যাপক্ষিণ্যানি, তানি কার্য্যক্ৰান্তং বিস্তীর্ণবিষয়কাক্ষ পূৰ্বেভ্যোহন্নৈভ্যঃ পূণশ্চতুর্ভূতানি ; তেবাং ব্যাখ্যানার্থ উত্তরো গ্রন্থ আ ব্রাহ্মণপরিসমাপ্তেঃ । ত্রীণ্যন্নেনহকুরুতেতি । কোহস্তার্থঃ ? ইত্যাচ্যতে—মনঃ বাক্ প্রাণঃ, এতানি ত্রীণ্যান্নানি ; তানি মনো বাচং প্রাণঞ্চ আত্মনে আত্মার্থমকুরুত কৃতবান্ সৃষ্টৌ আদৌ পিতা । ১

তেবাং মনসোহস্তিষ্মৎ স্বরূপক প্রতি সংশয় ইত্যত আহ—অস্তি তাবৎ মনঃ শ্রোত্রাদিবাছকরণব্যতিরিক্তম্ ; বত এবং প্রসিদ্ধম্—বাহ্যকরণবিষয়ান্নস্বল্পে সত্যপি অতিসুখীভূতং বিবরং ন গৃহ্নাতি, কিং দৃষ্টবানসীদং রূপম্ ? ইত্যাক্ষো বদতি—অন্তত্র মে গতং মন আসীৎ, সোহহমন্তত্বেমনা আসং নাদর্শম্, তথেষৎ কৃতবানসি মদীয়ং বচঃ ? ইত্যুক্তঃ অন্তত্বেমনা অকুৰং নাপ্রোবং ন কৃতবানসীতি ।

তস্মাদ্ যত্নাসম্মিধৌ রূপাদিগ্রহণসমর্থত্বাংপি সতঃচক্ষুরাদেঃ স্বর্ষাববয়সম্বন্ধে রূপ-
শব্দাদিজ্ঞানং ন ভবতি, যত্ন চ ভাবে ভবতি, তদগ্ৰহণস্তি মনো নামান্তঃকরণং
সর্বকরণবিষয়োপযোগীতাবগম্যতে । তস্মাৎ সর্বৌ হি লোকৌ মনসা ছেব পশুতি
মনসা শৃণোতি, তদ্ব্যগ্রহে দর্শনাত্ততাবাং । ২

অস্তিহে সিদ্ধে মনসঃ স্বরূপার্থমিদমুচ্যতে—কামঃ স্ত্রীব্যতিকরাভিলাষাদিঃ,
সকলঃ প্রতাপস্থিতবিষয়বিকল্পনঃ শুক্লনীলাদিভেদেন, বিচিকিৎসা সংশয়জ্ঞানম্,
শ্রদ্ধা অদৃষ্টার্থেষু কর্মসু আস্তিক্যবুদ্ধির্দেবতাদিমু চ, অশ্রদ্ধা তদ্বিপরীতা বুদ্ধিঃ,
যুতিঃ ধারণঃ—দেহাত্মবসাদে উভ্ভুতনম্, অযুতিঃ তদ্বিপর্দয়ঃ, হ্রীঃ লজ্জা, ধীঃ প্রজ্ঞা,
ভীঃ ভয়ম্, ইত্যেতৎ এবমাদিকঃ সর্বঃ মন এব—মনসোহস্তকরণশ্চ রূপাণ্যেতানি ।
মনোহস্তিত্বঃ প্রত্যগ্ৰচ্চ কারণমুচ্যতে—তস্মান্মনো নামান্তান্তঃকরণম্, যস্মাৎ চক্ষুযো
হাগোচরে পৃষ্ঠতোহুপাপস্পৃষ্টঃ কেনচিৎ, হস্তস্তায় স্পর্শঃ জানোরয়মিতি বিবেকেন
প্রতিপদ্যতে ; যদি বিবেকরূপম্ননো নাম নাস্তি, তর্হি ইদ্যাত্রেণ কুতো বিবেকপ্রতি-
পত্তিঃ স্মাৎ ; যত্তদ্বিবেক প্রতিপত্তিকারণম্, তন্মনঃ । ৩

অস্তি তাবন্মনঃ, স্বরূপঞ্চ তত্সাদিগতম্ । ত্রীণ্যন্নানীহ ফলভূতানি কর্মণাং
মনোবাক্ প্রাণাখ্যানি অধ্যাত্মমধিভূতমধিদৈবঞ্চ ব্যাচিধ্যাসিতানি । তত্রাধ্যাত্মি-
কানাং বায়নঃ প্রাণানাং মনো ব্যাখ্যাতম্ । অথেনানীং বাগ্বক্তব্যোত্যারম্ভঃ—যঃ
কশ্চিন্নোকে শব্দো ধ্বনিস্তাবাদিব্যাক্যঃ প্রাণিভির্কর্ণাদিলক্ষণঃ, ইতরো বা বাদিত্র-
মেবাদিনিমিত্তঃ, সর্বৌ ধ্বনিকর্ষণেব সা । ইদং তাবদ্বাচঃ স্বরূপযুক্তম্ । ৪

অথ তত্সাঃ কার্যমুচ্যতে—এষা বাক্ হি যস্মাদ্ অন্তমভিধেয়াবসানমভিধেয়-
নির্ণয়ম্ আয়ত্তা অনুগতা, এষা পুনঃ স্বয়ম্ভাভিধেয়বৎ প্রকাশ্যা অভিধেয়প্রকা-
শিকৈব প্রকাশ্যাকৃত্যং প্রদীপাদিবৎ ; ন হি প্রদীপাদিপ্রকাশঃ প্রকাশান্তরেণ
প্রকাশ্যতে, তদ্বদ্বাক্ প্রকাশিকৈব স্বয়ং, ন প্রকাশ্য-ইতানবস্থাঃ শ্রুতিঃ পরিহরতি
এষা হি ন প্রকাশ্যা, প্রকাশকত্বমেব বাচঃ কার্যামিত্যর্থঃ । ৫

অথ প্রাণ উচ্যতে—প্রাণো মুখনাসিকাসঞ্চার্যা হৃদয়বৃত্তিঃ, প্রণয়নাং প্রাণঃ ;
অপনয়নাম্মুত্রপূরীষাদেয়পানোহধোরতিঃ আ নাভিস্থানঃ ; ব্যানো ব্যায়মনকর্ষা
ব্যানঃ—প্রাণাপানরোঃ সন্ধির্বার্যবৎকর্মহেতুশ্চ ; উদানঃ উৎকর্ষোদ্ধগমনাদি-
হেতুরাপাদতলমন্তকস্থান উদ্ধবৃত্তিঃ ; সমানঃ সমঃ নয়নাদৃক্তশ্চ পীতশ্চ চ কোষ্ঠস্থা-
নোহন্নপক্তা । অন ইত্যেধাং বৃত্তিবেশোপাং সামান্যভূতা সামান্যদেহচেষ্টাসম্বন্ধিনী
বৃত্তিঃ, এবং যথোক্তং প্রাণাদিবৃত্তিজাতমেতৎ সর্বং প্রাণ এব । প্রাণ ইতি বৃত্তি-
মান্ অধ্যাত্মিকোহন উক্তঃ ; কর্ম চান্ত বৃত্তিভেদপ্রদর্শনেনৈব ব্যাখ্যাতম্ । ৬

ব্যাখ্যাতাত্ত্বাধ্যাত্মিকানি মনোবাক্ প্রাণাধ্যাত্মানি ; এতন্ময় এতদ্বিকারঃ
প্রাজাপত্যৈরেতে রীঃ মনঃ প্রাণৈরায়জঃ । কোহসাবয়ং কার্যাকারণসম্ব্যতঃ ? আত্মা
পিণ্ড আত্মস্বরূপত্বেনাভিমতোহবিবেকিভিঃ অবিশেষেণৈতন্ময় ইত্যুক্তস্ত বিশেষণ
বাস্তবো মনোময়ঃ প্রাণময় ইতি স্মৃটীকরণম্ ॥৫৭॥৩।

টীকা । সাধনাস্বকমলচতুষ্টয়মঙ্গাকরণমক্ষিত্বগুণপ্রক্ষেপেণ পুরুষোপাসনস্ত ফলঃ
চোক্তমিনানীম। ব্রাহ্মণসমাপ্তেক্তরগ্রন্থস্ত তৎপৰ্য্যমাহ—পাণ্ডুকস্তেত্যাদিন। ব্রাহ্মণশেষস্ত
তৎপৰ্য্যমুক্ত। মন্ত্রভেদমনুষ্ঠাকাজ্ঞাধারা ব্রাহ্মণমুখাপা ব্যাচষ্টে—ঐশীত্যাদিন। জ্ঞানকণ্ঠভাঃ
সস্তান্নি নষ্ট। চছারি ভোক্তৃত্বো বিভক্ত। ত্রীণাঙ্গার্থঃ কল্পাদৌ পিতা কল্পিতবানিতার্থঃ । ১

অন্তত্রেতাাদি বাক্যমুপাদন্তে—তেষামিতি । যষ্টী নির্দ্ধারণার্থ। তত্র মনসোহস্তিত্বমাদৌ
সাদয়তি—অস্তি তাবদिति । আত্মেল্লিয়ার্থসান্নিধৌ সতাপি কলাচিদেবার্থধীর্জ্ঞায়মানা হেহন্তর-
মাক্ষিপতি । ন চাদৃষ্টাদি তদिति যুক্তঃ, তস্ত দৃষ্টসম্পাদিৎ, তস্মাদর্থাদিসান্নিধৌ জ্ঞানকাচাচিং-
কড়াশূপপত্তির্গনঃসাবিকৈতার্থঃ । লোকপ্রসিদ্ধিরপি তত্র প্রমাণমিত্যাহ—যত ইতি । অতোপ্তি
বাহকরণাভ্যতিরিক্তঃ বিষয়গ্রাহি করণমিতি শেষঃ । তামেব প্রসিদ্ধিমুদাহরণনিষ্ঠতয়োদাহরতি—
দৃষ্টবানিত্যাদিন। তত্রৈবাহয়বাতিরেকাবুপলভ্যতি—তস্মাদিতি । যথোক্তার্থাপত্তিলোক-
প্রসিদ্ধিবশাদিতি যাবৎ । বিমতমাত্মাভ্যতিরিক্তাপেক্ষঃ, তস্মিন্ সতাপি কাচাচিংকড়াশূপ-
বদিতাশুমান তচ্ছকার্যঃ । তস্মাদশুমানাদন্তদন্তি মনো নামেতি সঙ্কল্পঃ । রূপাদিগ্রহণসমর্থতাপি
নত ইতি প্রমাতোচ্যতে । অন্তঃকরণস্ত চক্ষুরাদিতো বৈলক্ষণমাহ—সন্দেহিতি । সমনস্তরবাক্য-
কলিতার্থবিষয়ত্বেনাদন্তে—তস্মাদিতি । তচ্ছন্দেনোক্তং হেতুঃ স্পষ্টয়তি—তদ্ব্যগ্রত্ব ইতি । ২

কামাদিবাক্যবত্যাং বাক্যলপ্ত মনসঃ পরূপঃ প্রতি সাংগঃ নিরন্ততি—অস্তিত্ব ইতি ।
অগ্রদ্বাদিষদকামাদিরপি বিবক্ষিতোহত্রোতি যদা মনোবুদ্ধোরেকভূমপেতোপসংহরতি—
ইত্যেতদिति । ষেতপ্রবৃত্তাশূপঃ মনো ভোক্তৃকর্মবশান্নানার্থাকারণে বিবর্ত্তত ইত্যুক্তিপ্রেতানন্তর-
বাক্যবতারণতি—মনোহস্তিত্বমিতি । তদেবাস্তৎকারণঃ কোরয়তি—বস্মাদিতি । তস্মাদন্তি
বিবেকাকরণমন্তঃকরণমিতি সঙ্কল্পঃ । চক্ষুরসম্প্রোগাতেন ল্পশবিশেষাদর্শনেনপি সম্প্রযুক্তয়া
জ্ঞা বিনাপি মনো বিশেষদর্শনঃ জ্ঞাদিত্যংশকাহ—বহীতি । বজ্রাত্মস্ত ল্পশমাত্রগ্রাহিত্বেন
বিবেচকত্বাযোগাদিতার্থঃ । বিবেচকে কারণান্তরে সতাপি কতো মনোহস্তিত্বত্বাহ—বস্মদिति । ৩

বৃত্তঃ কীৰ্ত্তয়তি—অস্তি তাবদिति । উত্তরগ্রন্থমবতারয়িতুং ভূমিকাঃ করোতি—ঐশীতি ।
এবং ভূমিকাসারচধ্যাত্মিকবাগ্ ব্যাখ্যানার্থঃ যঃ কণ্ঠেত্যাদি বাক্যমাদায় বাক্যদোতি—
অথেষ্ট্যাদিন। শব্দপৰ্য্যায়ো জননির্ধিবিধৌ বর্ণাঙ্গকোহবর্ণীষকক্চ । তত্রোক্তো ব্যবহৃত্তিভাষাদি-
হানবাক্যঃ, দ্বিতীয়ে মেবাদিকৃতঃ । স সমোহপি প্রকৃতা বাগেবেতার্থঃ । প্রকাশকমাত্রঃ
বাসিত্যুক্ত। তত্র প্রমাণমাহ—ইদং তাবদिति । তস্মাদন্তিধেরনির্ধারণকত্বান্নাবগল্যাপার্থেতি
শেষঃ । ৪

ব্যাচোহপি একাঙ্গত্বাৎ কং প্রকাশকমাত্রঃ বাসিত্যুক্তমিত্যাপকাহ—এবেতি । দৃষ্টাৎ
সমর্থরতে—ন ইতি । একাঙ্গত্বেরণ দ্বিতীয়েবেতি শেষঃ । একাঙ্গিকাপি বাক্যপ্রকাশ

৫৭, তত্রাপি প্রকাশকান্তরমেইব্যমিত্যনবহা স্তাৎ, তন্নিসার্যমেবা হি নেতি শ্রুতিঃ প্রকাশক-
মাত্রঃ বাসিতাহ । স্বপন্নিকীহকল্পনকঃ । তন্মাত্রং প্রকাশকত্বঃ কাৰ্য্যং যত্র দৃষ্টতে, তত্র
বাচঃ স্বরূপসমুপভমে বেত্যাহ—তদ্বদিত্যাদিনা । ৫

আধ্যাত্মিকপ্রাণবিষয়ঃ বাক্যমবত্যা ব্যাকরোতি—অপেতি । মুখাদৌ সকার্য্য সঙ্করণাহ
হৃদয়সম্বন্ধিনী বা বায়ুবৃত্তিঃ, তত্র প্রাণশব্দপ্রবৃত্তৌ নিমিত্তমাহ—প্রণয়নাদিতি । পুরতো নিঃসরণা-
দিতি বাবৎ । হৃদয়াদধোদেশে বৃত্তিরস্তেত্যধোবৃত্তিরানাভিহানো হৃদয়াদারভা নাভিপৰ্য্যন্তঃ
বর্তমান ইতি বাবৎ । ব্যায়মনঃ প্রাণাপানয়োনিয়মনঃ কৰ্ম্মাশ্ৰুতি তথোক্তঃ । বীৰ্য্যবৎ-
কৰ্ম্ম অরণ্যমগ্ন্যুৎপাদনাদি । উৎকর্ষে দেহে পুষ্টিঃ । আদিপদেনোৎক্রান্তিরুক্তা । প্রাণশব্দেনান-
শব্দস্ত পুনরুক্তিমাশঙ্ক্যাহ—অন ইতোষামিতি ।

তথাপি তৃতীয়স্ত প্রাণশব্দস্ত তাত্ৰাঃ পুনরুক্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—প্রাণ ইত্যিতি । সাধারণসাধারণ-
বৃত্তিমান্ প্রাণ ইতাপৌনরুক্ত্যমিত্যর্থঃ । মনসো দশনাদিবহ্ন্যচোভভবেরপ্রকাশনবচ্চ প্রাণস্তাপি
কাৰ্য্যং বক্তব্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—কৰ্ম্ম চেতি । ৬

এতদ্বয় ইত্যাহ মনসো বিকারার্থঃ বৃত্তিসম্পাদনপূৰ্ণক কথয়তি—বাগাতানীতি । আধ্যাত্মিক-
কানা বাগাদিনামনারস্তকত্বঃ বারয়তি—প্রজাপতৌতিতি । আরকবরূপং প্রথমপূৰ্ণকমনস্তর-
বাকোন নির্দ্ধারয়তি—কোহসামিতি । কাৰ্য্যকরণসজ্ঞাতে কথমাশ্বশব্দপ্রবৃত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—
আশ্বশব্দরূপহেনেতি । বায়ুর ইত্যাদিবাক্যস্ত পূৰ্ণক পৌনরুক্ত্যমাশঙ্ক্যাহ—অবিশে-
সেণেতি ॥ ৫৭ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—পূৰ্ণে পাণ্ডিত্য কৰ্ম্মে কলমরূপে যে তিনটি অল্প উল্লি-
খিত হইরাছে, সেগুলি নিজে কৰ্ম্মজ্ঞ এবং তাহাদের বিষয়ও (কাৰ্য্যও) বিস্তীর্ণ
(বহু), এইজন্ত পূৰ্ণবত্তী অল্পসমূহ অপেক্ষা সত্তম ও উৎকৃষ্ট ; সেই অল্পত্রয়ের
ব্যাপার জ্ঞত পরবত্তী সমগ্র ব্রাহ্মণ আরম্ভ হইতেছে ।

“ত্ৰীণি আত্মনে অকুরুত” এই শ্রুতির অর্থ কি, তাহা বলা হইতেছে—মনঃ,
বাক্ ও প্রাণ, এই তিনটি অল্প ; পিতা প্রথমে মনঃ, বাক্ ও প্রাণ এই তিনটি অল্প
সৃষ্টি করিয়া আপনার জ্ঞত নির্দিষ্ট রাখিলেন । ১

তদ্বাধ্যে মনের অস্তিত্ব ও স্বরূপ বিষয়ে লোকের সংশয় আছে ; এইজন্ত
বলিতেছেন—শ্রোত্রাদি বহিরিঞ্জিরের অতিরিক্ত মন-নামে একটি বস্তু নিশ্চয়ই
আছে ; যেহেতু, এইরূপ লোকপ্রসিদ্ধি আছে যে, বহিরিঞ্জির ও বাহ্য বিষয়ের
সহিত আত্মার সম্বন্ধ সংঘটিত হইলেও ইঞ্জিরগণ সে বিষয় গ্রহণ করে না ;
যেমন—‘তুমি কি এই রূপটি দর্শন করিয়াছ ?’ এই প্রকার জিজ্ঞাসিত হইয়া
লোকে বলিয়া থাকে যে, আমার মন অন্য দিবয়ে সন্নিবিষ্ট ছিল, বিষয়ান্তরে
নিবিষ্টচিত্ত থাকার আমি ইহা দেখি নাই ; সেইরূপ, ‘তুমি কি আমার উচ্চারিত
এই শব্দ শুনিয়াছ ?’—জিজ্ঞাসা করিলে বোকে বলিয়া থাকে,—‘আমার মন

অন্ত বিষয়ে ছিল, তাই [জোয়ার শব্দ] শুনিতে পাই নাই ।' অতএব বুঝাইতেছে যে, চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়নিচর রূপপ্রভৃতি বাহ্য বিষয়গ্রহণে সমর্থ হইলেও এবং নিজ নিজ বিষয়ের সচিহ্ন উপন্যূক্ত সম্বন্ধ লাভ করিলেও, বাহ্যার অসন্নিধানে রূপ ও শব্দাদি বিষয়ে জ্ঞান হয় না ; অথচ বাহ্যার সন্নিধান থাকিলে রূপ ও শব্দাদি বিষয়ে জ্ঞান হয়, চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিষয়গাঢ়িকাশক্তির সহায়ত্বত মনঃ নামে একটি স্বতন্ত্র অন্তঃকরণ আছে । অতএব, মনের ব্যগ্রতা বহ্যর বস্তুন দর্শনাদি ব্যাপার নিম্পন্ন হয় না, তখন মনের সাক্ষ্যবোধে যে, সকল লোকে দর্শন ও শ্রবণ করিয়া থাকে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । ২

এইরূপে মনের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইল, এখন তাহার স্বরূপবিজ্ঞানার্থ এক কথা বলা হইতেছে—কাম—ক্লীসমালিঙ্গনাদিব অভিলাষ, স কল্প—সম্মুখে উপস্থিত বিষয়-বিষয়ে বিকল্পনা অর্থাৎ ইচ্ছা শুদ্ধ বা নীল ইত্যাদি বিতর্ক, বিচিকিৎসা—সংসারাম্বক জ্ঞান, প্রজ্ঞা—অদ্বৈতার্থ—পুণ্যপাপাম্বক কণ্ঠে এবং দেবতা প্রভৃতি বিষয়ে আন্তিক্যবুদ্ধি (সত্যতাজ্ঞান—বিশ্বাস), অশ্রদ্ধা—শ্রদ্ধাবিশরীত, ধৃতি—ধারণকর অর্থাৎ দেহাদিব অবসরতাদেশ্য উত্তম্ন—উত্তেজনা করা ; অগ্রতি—প্রতির বিপরীত, ক্রী—লজ্জা, ধী—প্রজ্ঞা অর্থাৎ বোধশক্তি, ভী—ভয়, এ সমস্ত মনই, অর্থাৎ এ সমস্তই অন্তঃকরণ মনের স্বরূপ । মনের অস্তিত্ববিষয়ে আরও কারণ বলা হইতেছে—যেহেতু চক্ষুর অগোচরে অর্থাৎ যে স্থান চক্ষু দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায় না, সেরূপ স্থানও যদি কেহ স্পর্শ করে, তাহা হইলেও কেবল মনের সাক্ষ্যবোধে বিম্পষ্ট রূপে বুঝিতে পায়। যাহা যে, এটি হস্তেন স্পর্শ, কি-বা এটি জাম্বুদেশের স্পর্শ । ইহা হইতেও মনোনামক অন্তঃকরণের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় । যদি অন্তঃকরণত পার্থক্য-বোধের উপায়স্বরূপ মন না থাকিত, তাহা হইলে শুধু বস্তুজগতির সাক্ষ্যবোধে কখনই ঐরূপ বিবেকবোধ অর্থাৎ স্পর্শগত পার্থক্যজ্ঞান হইত না ; অতএব বুঝিতে হইবে যে, বাহ্য দ্বারা ঐরূপ স্পর্শবিবেক নিম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহাই মন । ৩

এইরূপে মনের অস্তিত্ব সাধিত হইল, এবং তাহার স্বরূপও নিরূপিত হইল ; অতঃপর কর্ণের কলস্বরূপ অধ্যাত্ম, অদ্বিত্য ও অবিদ্যেবাস্তব মনঃ, বাহ্য ও প্রাণ-নামক অন্নত্রয়ের ব্যাখ্যা করিতে হইবে । তন্মধ্যে আধ্যাত্মিক বাহ্য, মনঃ ও প্রাণ-নামক অন্নত্রয়ের মধ্যে মনের স্বরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে, ইহার পর এখন বাহ্য-নামক অন্নত্রয়ের স্বরূপাদি বলা আবশ্যিক ; এতদ্ব্যতীত পরবর্তী বাক্যের অবতারণা করা হইতেছে ।—জগতে যে কোন প্রকার শব্দ—প্রাণিগণের কণ্ঠ ও তালুপ্রভৃতি স্থানে

অভিবাক্য অকারাদি বর্ণাঙ্ক ধ্বনি, অথবা বাস্তব ও মেবাদি-সমুখিত অল্প প্রকার ধ্বনি, (১) সে সমস্ত ধ্বনি বাক্যে বাক্য হইতে পৃথক্ পদার্থ নহে । ৪

অতঃপর তাহার কার্য্য বলা হইতেছে—যেহেতু এট বাক্ অভি ধ্যোর্থ-সমাপ্তির অর্থাৎ বাচ্যার্থ নির্ণয়ের অন্ত্যগত ;—অভিধেয় বা বাচ্যার্থ যেমন থাকে প্রকাশ্য, এই বাক্ কিন্তু সেরূপ কাহাবো প্রকাশ্য নহে, পরন্তু বাক্যার্থেরই প্রকাশিকা ; কারণ, বাক্ হইতেছে—প্রদীপাদিব ত্র্যয় প্রকাশ-স্বভাব ; প্রদীপ প্রভৃতি প্রকাশ বা আলোকপদার্থ যেমন কখনও অপব কোনও প্রকাশ দ্বারা প্রকাশিত হয় না, তেমনি এই বাক্ও অপবেব প্রকাশকই হইবে, কিন্তু নিজে কাহারও প্রকাশ্য হয় না । এইরূপে প্রতি নিজেই আশঙ্কিত ‘অনবস্থা’ দোষের পরিহার করিয়া বলিতেছেন—নিশ্চয়ই এই বাক্ প্রকাশ্য নহে ; পবকে প্রকাশিত করাই ইহার স্বাভাবিক কার্য্য (২) । ৫

অতঃপব প্রাণেব কথা বলা হইতেছে—প্রাণ অর্থ—মুখ ও নাসিকা-প্রদেশ সঞ্চবর্ণশীল হৃদয়ন্ত বায়ুপ্রতি বা বায়ু ব্যাপাবিশেষ ; সম্মুখদিকে নিঃসরণ করে বলিয়া—প্রাণনামে অভিহিত হয় । অপান অর্থ - অধোদেশগামী বায়ুপ্রতিবিশেষ ; মলমূত্রাদি অপনয়ন কবে বলিয়া উহা অপান নামে অভিহিত হয় ; হৃদয় হইতে

(১) তাৎপৰ্য্য - এক সাধারণতঃ দুইপ্রকার, বর্ণ ও ধ্বনি, তন্মধ্যে বর্ণাঙ্ক শব্দগুলি কণ্ঠ ও তালুপ্রভৃতি স্থানে আভ্যন্তরীণ বায়ু প্রবণ ; দ্বাবা অভিবাক্য হইয়া থাকে । যে বর্ণ যে স্থানের স্পর্শে প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহাকে সেই নামে অভিহিত করা হয় ; যেমন—‘অ’, কবণ, ‘হ’ ও বিসর্গ, ইহাবা কণ্ঠের সাহায্যে অভিবাক্য হয় বলিয়া কণ্ঠবর্ণ । বর্ণ উচ্চারণের স্থান আটটি, যথা,—“অষ্টৌ স্থানানি বর্ণানামু ব কণ্ঠ শিবন্তথা । ত্রিহাস্মলক দন্তাশ্চ নাসিকৌষ্ঠক তালুকা ।” এতদতিরিক্ত আর একপ্রকার শব্দ আছে, তাহাব নাম ধ্বনি । ধ্বনি-এক সাধারণতঃ আগন্তব্যাত্মক কল ; বৃন্দাদি বাস্তব ও অন্তঃস্থ বস্তুব পবশব আঘাতে এই ধ্বনির সৃষ্টি হইয়া থাকে । তাই বিখ্যাত বলিয়াছেন—“একো ধ্বনিশ্চ বর্ণশ্চ, বৃন্দাদিত্বো ধ্বনিঃ” ইত্যাদি ।

(২) তাৎপৰ্য্য—শব্দসম্বন্ধে অনবস্থাদোষের আশঙ্কা । এইরূপে হইয়াছিল—শব্দ যদি যপ্রকাশ না হইত, তাহা হইলে এক বেরূপ অর্থ প্রকাশ কবে, তদ্রূপ শব্দপ্রকাশের জন্তও অপার প্রকাশকের (শব্দের) আবশ্যক হইত ; আবার সেই তৃতীয় প্রকাশকের প্রকাশের জন্তও অপার প্রকাশকের আবশ্যক হইত, এইরূপে চিরকাল প্রকাশকের অপেক্ষা থাকিয়া যাইত . কলে কোন শব্দই অর্থপ্রকাশনে সমর্থ হইত না, এইজন্য শব্দকে যপ্রকাশ বলিয়া স্বীকার করা আবশ্যক হইয়াছে । তাই ভাস্কর বলিয়া দিলেন যে, “যাক্ প্রকাশিকৈব, যৎ ন প্রকাশ্য” ইতি ।

নাভিদেশে পর্নাস্ত ইহার প্রচারস্থান । শবীরস্থ যন্ত্রদ্বয়কে বিশেষরূপে সংযমন করা বাহার কার্য, তাহার নাম বান : বান বায়ু প্রাণ ও অপানের সন্ধি-স্থানীয় এবং বীৰ্য্যসাধ্য কর্ত্তের নিম্পাদক । উদান—উত্তমরূপে উৎকর্গমনাদি কার্য্য নিম্পাদনের হেতুরূপ—উৎকর্গামী বায়ু, পাদতল হইতে মস্তক পর্নাস্ত ইহার অবস্থিতির স্থান । সমান—ভুক্ত ও পীত অন্নবসাদির সমীকরণ করে, ইহা কোষ্ঠে (জঠরে) অবস্থান করে, এবং ভুক্ত বস্তুর পরিপাক সাধন করে । অন অর্থ—বায়ুর বৃত্তিবিশেষ । উক্ত প্রাণ প্রভৃতিব যে, সর্বপ্রকার দৈহিক চেষ্টা-সম্পর্কিত সাধারণ বাপান, তাহার নাম অন । এই যে সমস্ত প্রাণাদি বৃত্তির কথা বলা হইল, ফলতঃ এ সমস্ত প্রাণই (প্রাণাতিবিক্রমতে) । প্রাণ শব্দে প্রাণনাদি বৃত্তিবিশিষ্ট আধ্যাত্মিক অন অর্থাৎ সাধারণ বায়ুবৃত্তি উক্ত হইল ; এবং প্রাণনাদি বিশেষ বিশেষ বৃত্তিপ্রদর্শনে ইহার কার্য্যও প্রদর্শিত হইল (১ । ৬)

এইরূপ মন, বাক ও প্রাণ-নামক অন্নত্রয় বর্ণিত হইল । ‘এতন্নয়’ অর্থ—প্রজ্ঞাপতিসম্পর্কিত এই সমস্ত বাক, মন ও প্রাণ দ্বারা ইহা নির্মিত ; এত দেহ-স্থির সমষ্টিভূত সেই বস্তুটি কি ? তাহা আত্মা ; এখানে আত্মা অর্থ দেহপিণ্ড ; অবিনেদী লোকের অজ্ঞানবশতঃ এত দেহপিণ্ডকেই আত্মা বলিয়া মনে কবে ;

(২) তাৎপৰ্য্য—প্রাণ পদার্থটি যে কি, এ সম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ দৃষ্ট হয়, উল্লেখ্য যে দুইটি প্রধান ও বিচারসহ, তাহারই ভ্রমের কবিত্তি—সামান্যচাণক্য বলেন—“সামান্যকরণবৃত্তি-প্রাণস্তা বায়রঃ পঞ্চ” অর্থাৎ প্রাণ, অপান, বান, সমান ও উদান, এই যে পঞ্চ প্রাণ ইহা বায়ুর পদার্থ নহে, পরন্তু মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ কবণনিচয়ের সাধারণ বাপার মাত্র । অভিশ্রয় এই যে, অহঙ্কার প্রভৃতি প্রতিনিয়তই নিজ নিজ কাৰ্য্য সম্পাদন করিবে, থাকে, তাহাদের সেই বিশেষ বিশেষ কার্যের সাধারণ বল হইতেছে—এই প্রাণ । যেমন একটা পাঁচার মধ্যে কতকগুলি পাণী থাকিলে, সেই পাণীগুলি নিজেদের প্রয়োজনীয় কাৰ্য্য কবিত্তে থাকিলে, বড়ই খাঁচাটি নড়িতে থাকে, কিন্তু কোন পাণীই-খাঁচা নাড়িবার জন্য বড়ই ভাবে বদ্ধ করে না, ইহাও তেমনিই হইবে । বৈদান্তিকগণ এ কথায় সন্মত হইয়া না ; তাহার বলেন—প্রাণ একটি স্বতন্ত্র পদার্থ ; ইহা পঞ্চভূতের সমষ্টিভূত রজোভাগ হইতে উৎপন্ন । “পঞ্চবৃত্তির্বনোবৎ বাপনিত্তে” (ব্রহ্মসূত্র ২।৪।১১), অর্থাৎ অহঙ্কার যেমন স্বরূপতঃ এক হইলেও বৃত্তি বা বাপারভেদে তিনপ্রকার—মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার নামে অভিহিত হইয়া থাকে, তেমনি প্রাণ স্বরূপতঃ এক হইলেও কার্যভেদে পাঁচপ্রকারে বিভক্ত হইয়া যায় ।

ভাস্কর্য্য এখানে ‘বান’ শব্দকে বীৰ্য্যসাধ্য কার্য্য নিম্পাদনের সহায় এবং প্রাণ ও অপান-বায়ুর সন্ধিবল্লগ বলিয়াছেন । এ কথা হালদেওপনিষদে আরও স্পষ্টাকারে কথিত হইয়াছে । যৎ—“যৎ যঃ প্রাণাপানসন্ধৌ সন্ধিঃ স কায়ঃ ইত্যাদি (হালদেওপা ১।৩৪) সেখানে উক্ত ।

এইজন্ত ইহাকে ‘আত্মা’ বলা হইল । ‘এতন্নয়’ শব্দে যাহার সামাজ্যাকারে উল্লেখ করা হইয়াছে, ‘বান্ধন’, ‘মনোময়’ ও ‘প্রাণময়’ শব্দে তাহাকেই বিশেষভাবে নির্দেশ করিয়া পরিস্ফুট করা হইল ॥ ৩৭ ॥ ৩ ॥

আভাসভাষ্যম্ ।—তেবামেব প্রাজাপত্যানামন্নানামাধিতৌতিকে বিস্তারোহতিবীয়তে—

আভাসভাষ্যানুবাদ ।—অতঃপর উক্ত পোজাপত্য অন্নসমূহের আধিতৌতিক বিস্তার বর্ণিত হইতেছে—

ত্রয়ো লোক। এত এব, বাগেবায়ং লোকে। মনোহস্তরিক্স-লোকঃ প্রাণোহসৌ লোকঃ ॥ ৫৮ ॥ ৪ ॥

সরলার্থঃ ।—এতে (বাহুমনঃ-প্রাণাঃ) এব ত্রয়ঃ লোকাঃ (ভূর্ভুবঃ-স্বর্গমানঃ), নৈতেভ্যো ব্যতিরিক্তান্তে ইতি ভাবঃ) । [তত্র বিশেষমাহ—] বাক্ এব অয়ং (দৃশ্যমানঃ) লোকঃ (ভূঃ), মনঃ অন্তরিক্সলোকঃ, তথা প্রাণঃ অসৌ লোকঃ (স্বর্লোকঃ) । [উক্তমন্নত্রয়মেব চিন্তনীয়ম্ ইতি ভাবঃ] ॥ ৫৮ ॥ ৪ ॥

মূলানুবাদ ।—এই যে, অন্নত্রয় উক্ত হইল, ইহারাই ত্রিলোকস্বরূপ ; বাক্ এই ভূলোক, মনই অন্তরিক্সলোক (ভূবর্লোক), আর প্রাণ হইতেছে—স্বর্লোক, অর্থাৎ এই ত্রিলোকই উক্ত ত্রিবিধ অন্নময় ॥ ৫৮ ॥ ৪ ॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।—ত্রয়ো লোকাঃ ভূর্ভুবঃস্ববিত্যাখ্যাঃ ; এত এব বাহুমনঃ-প্রাণাঃ । তত্র বিশেষঃ—বাগেবায়ং লোকঃ, মনঃ—অন্তরিক্সলোকঃ, প্রাণোহসৌ লোকঃ ॥ ৫৮ ॥ ৪ ॥

টিকা । বাগাদানামাখ্যানিকবিত্ত্বিপ্রদর্শনানন্তবনামাধিতৌতিকবিত্ত্বিপ্রদর্শনার্থমুত্তরগ্রন্থব-গায়রতি—তেনামেবেতি । তত্তেভ্যুক্তং সামাজ্যং পরামুণতি ॥ ৫৮ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ, এই লোকত্রয়ও এতৎস্বরূপই—বাক্, মনঃ ও প্রাণস্বরূপই ; তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, বাক্ হইতেছে—এই পৃথিবীলোক, মন হইতেছে—অন্তরিক্সলোক, আর প্রাণ হইতেছে—স্বর্লোক ॥ ৬৮ ॥ ৪ ॥

ত্রয়ো বেদা এত এব, বাগেবর্থেদো মনো যজুর্বেদঃ প্রাণঃ সামবেদঃ ॥ ৯ ॥ ৫ ॥

সরলার্থঃ ।—এতে (বাহুমনঃ-প্রাণাঃ) এব ত্রয়ঃ বেদাঃ (ঋগ্ যজুঃ-সামাখ্যাঃ) । [তত্রায়ং বিশেষঃ—] বাক্ এব ঋগ্বেদঃ, মনঃ যজুর্বেদঃ, প্রাণঃ

সামবেদঃ ; [অধর্কবেদস্ত বেদত্রয়াস্তর্গতত্বাৎ বেদস্ত ত্রিভূমিতি ভাবঃ] ॥ ৫৯ ॥ ৫ ॥

মূলানুবাদ :—ইহারাই বেদত্রয়, তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, বাক্‌ই ঋগ্বেদস্বরূপ, মনই যজুর্বেদস্বরূপ, এবং প্রাণই সামবেদ-স্বরূপ ॥ ৫৯ ॥ ৫ ॥

দেবাঃ পিতরো মনুষ্যা এত এব ; বাগেব দেবা মনঃ পিতরঃ প্রাণো মনুষ্যাঃ ॥ ৬০ ॥ ৬

সরলার্থ :—এতে এব দেবাঃ পিতবঃ মনুষ্যাঃ । [তত্র] বাক্ এব দেবাঃ, মনঃ পিতবঃ, প্রাণঃ মনুষ্যা ইতি ॥ ৬০ ॥ ৬ ॥

মূলানুবাদ :—এই অন্নত্রয়ই দেবগণ, পিতৃগণ ও মনুষ্যগণ, তন্মধ্যে বাক্ দেবগণস্বরূপ, মন পিতৃগণস্বরূপ এবং প্রাণ মনুষ্যগণস্বরূপ ॥ ৬০ ॥ ৬ ॥

শাকর-ভাষ্যম্ :— ০ ॥ ৬০ ॥ ৬ ॥

টীকা । ০ ॥ ৬০ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ :— ০ ॥ ৬০ ॥ ৬ ॥

পিতা মাতা প্রজৈত এব, মন এব পিতা বাঙ্ মাতা, প্রাণঃ প্রজা ॥ ৬১ ॥ ৭ ॥

সরলার্থ :—এতে এব পিতা, মাতা, প্রজা (সম্ভবিত্ব) । [তত্র] মনঃ এব পিতা, বাক্ মাতা, প্রাণঃ প্রজা ইতি ॥ ৬১ ॥ ৭ ॥

মূলানুবাদ :—এই অন্নত্রয়ই পিতা, মাতা ও সম্ভবিত্বস্বরূপ, তন্মধ্যে মনই পিতা, বাক্‌ই মাতা, এবং প্রাণই সম্ভবিত্বস্বরূপ ॥ ৬১ ॥ ৭ ॥

শাকরভাষ্যম্ :—তথা ত্রয়ো বেদা ইত্যাদিনি বাক্যানি স্বার্থানি ॥ ৬১-৬২ ॥ ৫-৭ ॥

টীকা । ত্রিলোকীবাচ্যবহুত্বং বাক্যং বিজ্ঞাত্যদিবাক্যং প্রাপ্তবৎ বেদবাচিত্যাহ—
তথৈতি ॥ ৬১-৬২ ॥ ৫-৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—বেদত্রয়ও সেইরূপ । এই “ত্রয়ো বেদাঃ” ইত্যাদি তিনটি ক্রতির অর্থ সরল ; [হুত্বাং ব্যাখ্যায় প্রয়োজন নাই] ॥ ৬১-৬২ ॥ ৫-৭ ॥

বিজ্ঞাতং বিজিজ্ঞাস্তুমবিজ্ঞাতমেত এব, যৎ কিঞ্চ বিজ্ঞাতং বাচন্তরূপম্, বাগ্‌হি বিজ্ঞাতা, বাগেনং তদুচ্চ্যাবতি ॥ ৬২ ॥ ৮ ॥

সম্বলার্থঃ—তথা এতে এব বিজ্ঞাতং (বিশেষণ জ্ঞাতং), বিজিজ্ঞাস্তং, অবিজ্ঞাতং (চ) ; [তত্রায়ং বিশেষঃ—] যৎ কিঞ্চ বিজ্ঞাতং, তৎ বাচঃ (বচনস্ত) রূপম্ ; হি (যস্মাৎ) বাক্ বিজ্ঞাতা (প্রকাশকরূপত্বাদিত্যাশয়ঃ) । [বাগ্ বিজ্ঞানফলমুচ্যতে] বাক্ তৎ (বিজ্ঞাতং) ভূত্বা এনং (বাগ্‌বিভূতিবিদং) অবতি (পালয়তি) ॥ ৬২ ॥ ৮ ॥

মূলানুবাদঃ—বিজ্ঞাত, বিজিজ্ঞাস্ত এবং অবিজ্ঞাতও ইহারাই । যাহা কিছু বিজ্ঞাত, তৎসমস্তই বাক্যের রূপ ; কারণ, বাক্ নিজেই বিজ্ঞাতা : যাহা [যে লোক বাক্যের এইরূপ বিভূতি জানেন,] বাক্ নিজেই সেই বিজ্ঞাতস্বরূপ হইয়া তাহাকে পালন করিয়া থাকে ॥ ৬২ ॥ ৮ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্—বিজ্ঞাতং বিজিজ্ঞাস্তমবিজ্ঞাতমেত এব ; তত্র বিশেষঃ—যৎকিঞ্চ বিজ্ঞাতং বিস্পষ্টং জ্ঞাতং, বাচস্তদ্রূপং ; তত্র স্বয়মেব হেতুর্মাহ—বাগ্ হি বিজ্ঞাতা, প্রকাশাত্মকত্বাৎ কথমবিজ্ঞাতা ভবেৎ, যা অন্তানপি বিজ্ঞাপয়তি ; বাটৈব সম্রাড্ বজ্জুঃ প্রজায়ত ইতি হি বক্ষ্যতি । বাগ্নিশেষবিদ ইদং ফলমুচ্যতে—বাগেবৈনং যথোক্তবাগ্নিভূতিবিদং তদ্বিজ্ঞাতং ভূত্বা অবতি পালয়তি । বিজ্ঞাত-রূপেণৈবাস্তায়ং ভোজ্যতাং প্রতিপত্ত্ব ইত্যর্থঃ ॥ ৬২ ॥ ৮ ॥

টীকা । বিজ্ঞাতাদিবাক্যমাদায় তদাতং বিশেষঃ দর্শয়তি—বিজ্ঞাতমিতি । বিজ্ঞাতং সর্বং বাচো রূপমিতি প্রতিজ্ঞাতোহর্থঃ সপ্তমার্থঃ । প্রকাশকহেতুপি কথং বাচো বিজ্ঞাতত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—কথমিতি । প্রকাশাত্মকত্বমেব কুতো বাচঃ সিদ্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ—বাচেতি । বাগ্-বিশেষস্তত্ত্বভূতিঃ ॥ ৬২ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদঃ—আর যে, বিজ্ঞাত, বিজিজ্ঞাস্ত ও অবিজ্ঞাত, তাহাও এই অগ্নত্বই বটে । তাহাতে বিশেষ এই যে, যাহা কিছু বিজ্ঞাত, অর্থাৎ বেশ উত্তম-রূপে জ্ঞাত, তাহা সমস্তই বাক্যের রূপ । শ্রুতি নিজেই সে সম্বন্ধে হেতু প্রদর্শন করিতেছেন—যেহেতু বাক্‌ই বিজ্ঞাতা ; কারণ, বাক্ নিজেই প্রকাশাত্মক ; যাহা অল্প পদার্থ বিজ্ঞাপিত করিয়া দেয়, সে নিজে অবিজ্ঞাত থাকিবে কিরূপে ? অভিপ্রায় এই যে, যে বাক্ (শব্দ) নিজে অবিজ্ঞাত থাকে, সে কখনই অপরকে বিজ্ঞাপিত বা প্রকাশিত করিতে পারে না । ইহার পরেও বলিবেন যে, ‘হে সম্রাট্, বাক্যেই বজ্জু জানা যায়’ ইতি । যথোক্ত প্রকার বাক্যমহিমাভিজ্ঞ ব্যক্তির এইরূপ ফল বলা হইতেছে—বাক্ নিজেই স্বীয় বিভূতিস্বরূপ হইয়া উক্তপ্রকার বাগ্‌বিভূতিজ লোককে রক্ষা করিয়া থাকেন,—অগ্ন ইহার পরিজ্ঞাতভাবে ভোজনীয় হইয়া থাকে । অভিপ্রায় এই যে, যে যে অগ্ন-ভোজন করিতে হইবে, তাহা তিনি পূর্বেই জানিতে পারেন ॥ ৬২ ॥ ৮ ॥

যৎ কিঞ্চ বিজিজ্ঞাস্তং মনসস্তরুপং, মনো হি বিজিজ্ঞাস্তং,
মন এনং তদ্ভূত্বাবতি ॥ ৬৩ ॥ ৯ ॥

সরলার্থঃ—যৎ কিঞ্চ বিজিজ্ঞাস্তং, তৎ মনসঃ রূপম্; হি (যস্মাৎ) মনঃ
বিজিজ্ঞাস্তং (জিজ্ঞাসা মনোবর্ধ ইত্যর্থঃ), ততঃ মনঃ তৎ (বিজিজ্ঞাস্তং) ভূত্বা
এনং (মনোবিকৃতিবিদং) অবতি (রক্ষতি) ॥ ৬৩ ॥ ৯ ॥

মূলানুবাদ—যাহা কিছু বিশেষরূপে জিজ্ঞাস্ত, তাহা মনেরই
রূপ; যেহেতু, মনই বিজিজ্ঞাস্ত; মনই বিজিজ্ঞাস্তরূপ ধারণ করিয়া
ইহাকে (মনের মহিমাভিজ্ঞকে) রক্ষা করেন ॥ ৬৩ ॥ ৯ ॥

শাকর-ভাষ্যম্—তথা যৎ কিঞ্চ বিজিজ্ঞাস্তং, বিস্পষ্টং জ্ঞাতুমিষ্টং
বিজিজ্ঞাস্তম্, তৎ সর্বং মনসো রূপম্; মনঃ হি যস্মাৎ সন্ধিস্থানাংকারত্বাধিজি-
জ্ঞাস্তম্ পূর্ববদ্ব্যনোবিকৃতিবিদং ফলং—মন এনং তদ্বিজিজ্ঞাস্তং ভূত্বাবতি
বিজিজ্ঞাস্ত-স্বরূপেণৈবারহমাপত্ততে ॥ ৬৩ ॥ ৯ ॥

টীকা। সন্ধিস্থানাংকারত্বং সঙ্করবিকল্পস্বকল্পাদিত্য যাবৎ; তস্মাৎ সর্বং বিজিজ্ঞাস্ত-
মনোরূপমিত্য সৎকঃ। পূর্ববদ্ব্যনোবিকৃতিবিদো যথা ফলমুভয়ং, তদ্বিতিত্য যাবৎ ॥ ৬৩ ॥ ৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সেইরূপ যাহা কিছু বিজিজ্ঞাস্ত—বিস্পষ্টরূপে জানিতে
অভীষ্ট, সে সমস্তই মনের রূপ; কেননা, সন্ধিস্থান আকারেই মন প্রকটিত হয়,
অর্থাৎ সংশয় করাই মনের স্বাভাবিক বর্ধ; এই জ্ঞাত মনই বিজিজ্ঞাস্তরূপে
পরিগৃহীত। পূর্বের জ্ঞান, মনের বিকৃতিজ্ঞ ব্যক্তিরও ফল এই যে, মন
নিজেই সেই বিজিজ্ঞাস্ত বস্তুরূপ হইয়া ইহাকে (মনের বিকৃতিজ্ঞকে)
রক্ষা করিয়া থাকে, অর্থাৎ বিজিজ্ঞাস্তরূপেই তাহার অন্নভাব প্রাপ্ত হইয়া
থাকে ॥ ৬৩ ॥ ৯ ॥

যৎ কিঞ্চাবিজ্ঞাতং প্রাণস্ত তরুপং, প্রাণো হ্যবিজ্ঞাতঃ, প্রাণ
এনং তদ্ভূত্বাহবতি ॥ ৬৪ ॥ ১০ ॥

সরলার্থঃ—যৎ কিঞ্চ অবিজ্ঞাতং (জ্ঞানাবিসরীকৃতম্), তৎ (তৎ সর্বং)
প্রাণস্ত রূপম্; হি (যতঃ) প্রাণঃ অবিজ্ঞাতঃ। প্রাণঃ তৎ (অবিজ্ঞাতং) ভূত্বা
এনং (প্রাণবিকৃতিবিদং) অবতি (রক্ষতি) ॥ ৬৪ ॥ ১০ ॥

মূলানুবাদ—যাহা কিছু অবিজ্ঞাত বস্তু, তৎসমস্তই প্রাণের
রূপ; যেহেতু, প্রাণই বস্তুভূতঃ অবিজ্ঞাত। প্রাণই সেই অবিজ্ঞাত রূপ
ধারণ করিয়া প্রাণবিকৃতিজ্ঞ লোককে রক্ষা করিয়া থাকে ॥ ৬৪ ॥ ১০ ॥

শাক্তর-ভাষ্যম্ :—তথা যৎ কিঞ্চ অবিজাতং বিজ্ঞানাগোচরং, ন চ সন্ধিহমানং, প্রাণস্ত তদ্রূপং, প্রাণো হবিজ্ঞাতঃ ; অবিজাতরূপো হি যস্মাৎ প্রাণো-হনিরুক্তশ্রুতে: । বিজ্ঞাত-বিজিজ্ঞাস্তাবিজ্ঞাতভেদেন বায়নঃপ্রাণবিভাগে স্থিতে ত্রয়ো লোকা ইত্যাদয়ো বাচনিকা এব । সৰ্বত্র বিজ্ঞাতাদিরূপদৰ্শনাদ্ভিনাদেব তস্ত নিয়মঃ স্তম্ভব্যঃ । প্রাণ এনং তদভূত্বা অবহি—অবিজ্ঞাতরূপেণৈবাস্ত প্রাণো-হনং ভবতীত্যর্থঃ । শিষ্যপুত্রাদিভিঃ সন্ধিহমানাবিজ্ঞাতোপকারকা আচার্য্য-পিতাদয়ো দৃশ্যন্তে ; তথা মনঃপ্রাণয়োৰপি সন্ধিহমানাবিজ্ঞাতয়োৰনন্তোপ-পত্তিঃ ॥ ৬৪ ॥ ১০ ॥

টীকা । অনিরুক্তশ্রুতেরবিজ্ঞাতরূপো যস্মাৎ প্রাণস্তাদবিজ্ঞাতঃ সৰ্বং প্রাণস্ত রূপমিতি যোজন। । বিজ্ঞাতাদিরূপাতিরেকেণ লোকবেদাচ্ছভাববিজ্ঞাতাদিরূপত্বাভিধানেনৈব বাগাদীনং লোকাচ্ছিন্নে সিদ্ধে কিমর্থং ত্রয়ো লোকা ইত্যাদিবাক্যমিত্যাশঙ্ক্য তথৈব ধ্যানার্থমিত্যাহ—বিজ্ঞাতেতি । তুরাদিষ্টেকৈব বিজ্ঞাতাদিঅন্নদৃষ্টেবাপাদেশ্ত ব্যবহৃত্ত্বাৎ কুতো বিজ্ঞাতা-দেৰ্ম্মাদ্ভাস্ককং নিয়ন্তঃ শক্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—নস্ম্যন্তেতি । প্রাণবিভূতিবিদঃ সম্প্রতি কলং কথয়তি—প্রাণ ইতি । লোকে বিজ্ঞাতস্তেব ভোজ্যোপপত্তাদবিজ্ঞাতাদিরূপেণ প্রাণাদেৰ্ভোজ্যোপপত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—শিষ্টোতি । শিষ্টৈরবিবেকিভিঃ সন্ধিহমানোপকারা অপি অন্তর-স্তেবাং ভোজ্যতামাপত্তমানা দৃশ্যন্তে, পুত্রাদিভিচ্চাতিবালৈরবিজ্ঞাতোপকারাঃ পিতাদয়ন্তেবাং ভোজ্যতামাপত্তন্তে, তথা প্রকৃতেহপি স্তম্ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৬৪ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—সেইপ্রকার, যাহা কিছু অবিজাত অর্থাৎ বিজ্ঞানের অগোচর অথচ সন্দেহাস্পদও নহে, তাহাই প্রাণের রূপ ; কারণ, শ্রুতিতে প্রাণকে অনিরুক্ত বলায় [বুঝা যাইতেছে যে,] প্রাণ স্বরূপতঃ অবিজাতই বটে । বাক্ মন ও প্রাণের যথাক্রমে বিজ্ঞাত, বিজিজ্ঞাস্ত ও অবিজাতভেদে বিভাগ স্থিরতর থাকিতেও যে, আবার “ত্রয়ো লোকাঃ” ইত্যাদি বিভাগ, তাহা কেবল বাচনিক অর্থাৎ লোকাদিক্রমে ধ্যানের প্রয়োজন আছে বলিয়াই স্বয়ং শ্রুতি ঐরূপ উপদেশ করিয়াছেন । পূৰ্ব্বোক্ত সকল স্থলে বিজ্ঞাতাদিভাব স্বাভাবিক দেখিতে পাওয়া যায় ; অতএব এই শ্রুতিবাক্যানুসারেই লোকাদি-দৃষ্টিতেও ধ্যানের অবশ্যকর্তব্যতা বুঝিতে হইবে । ‘প্রাণ তাহা হইয়া ইহাকে রক্ষা করে’ কথাটির অর্থ এই—প্রাণ যে, বিজ্ঞানের অঙ্গস্বরূপ হইয়া থাকে, তাহা তাহার বিজ্ঞাতরূপ নহে ; পরন্তু সম্পূর্ণ অবিজাত, অর্থাৎ প্রাণ যে, তাহার পোষণ করিতেছে, ইহা তাহার অবিজাত বা জ্ঞানগম্য নহে । অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় যে, আচার্য্য ও পিতা প্রভৃতি হিতৈষী লোকেরা যে উপকারসাধন করেন, শিষ্য ও পুত্র প্রভৃতি সে উপকার বুঝিতে পারে না, অথবা ভবিষ্যে সম্পূর্ণ সন্ধিহান থাকে ; সেইরূপ মন ও প্রাণ

অবিজ্ঞাত বা সন্দেহাস্পদ থাকিয়াও তাহাদের অন্নতাবপ্রাপ্ত হইয়া, ইহা বিবুদ্ধ হইতে পারে না ॥ ৬৪ ॥ ১০ ॥

আভাষ-ভাষ্যম্ :—ব্যাখ্যাতো বাগ্মনঃপ্রাপানামাধিতৌতিকো বিস্তারঃ, অথায়মাধিদৈবিকার্থ আরম্ভঃ—

আভাষ-ভাষ্যানুবাদ :—বাক্, মন ও প্রাণের আধিতৌতিক বিস্তার বা মহিমা বর্ণিত হইল, অতঃপর আধিদৈবিক বিস্তারপ্রদর্শনার্থ পরবর্তী শ্রুতি আরম্ভ হইতেছে—

তস্মৈ বাচঃ পৃথিবী শরীরঃ জ্যোতীরূপময়মগ্নিস্তদ্ব্যবত্যেব
বাক্ তাবতী পৃথিবী তাবানয়মগ্নিঃ ॥ ৬৫ ॥ ১১ ॥

সরলার্থঃ :—তস্মৈ (তস্তাঃ প্রজাপতেঃরত্নতারাঃ) বাচঃ [ইয়ং অপ্রকাশন্যিকা] পৃথিবী শরীরঃ (বাহুভূতঃ আধারঃ), অয়ম্ অগ্নিঃ জ্যোতীরূপঃ (প্রকাশন্যকং করণস্বরূপং চ শরীরঃ), তং (তস্তাং হেতোঃ) বাক্ যাবতী (বৎপরিমাণা), পৃথিবী [অপি] তাবতী এব, অয়ং অগ্নিঃ তাবান্ । [দ্বিরূপা হি প্রজাপতেঃ বাক্—কার্য্যং করণঞ্চ ; তত্র কার্য্যং আধারঃ অপ্রকাশন্যকং, করণঞ্চ আশ্রিতং প্রকাশন্যকক্ষেতি ভাবঃ] ॥ ৬৫ ॥ ১১ ॥

মূলানুবাদ :—পূর্বোক্ত বাকের আশ্রয়ভূত শরীর হইতেছে পৃথিবী, আর জ্যোতির্ময় করণস্বরূপ শরীর হইতেছে—এই অগ্নি ; অতঃপর বাক্ যে পরিমাণ, পৃথিবীও সেই পরিমাণ, এবং অগ্নিও তদুল্য-পরিমাণ ॥ ৬৫ ॥ ১১ ॥

শাকর-ভাষ্যম্ :—তস্মৈতস্তা বাচঃ প্রজাপতেররত্নেন প্রজ্ঞতারাঃ পৃথিবী শরীরঃ বাহু আধারঃ, জ্যোতীরূপং প্রকাশন্যকং করণং পৃথিব্যা আধেয়-ভূতম্ অয়ং পাধিবোহগ্নিঃ । দ্বিরূপা হি প্রজাপতের্বাক্ কার্য্যমাথারোহপ্রকাশঃ, করণকাধেয়ং প্রকাশঃ, তত্হতরং পৃথিব্যাগ্নৌ বাগেব প্রজাপতেঃ । তং তত্র যাবৎ পরিমাপৈবাব্যাক্ষাধিকৃতভেদভিন্না সতী বাগ্ভবতি, তত্র সৰ্ব্বত্রাধারত্বেন পৃথিবী ব্যবহিতা তাবজ্জ্যেব ভবতি কার্য্যভূতা ; তাবানয়মগ্নিরাধেয়ঃ করণরূপঃ—জ্যোতীরূপেণ পৃথিবীমগ্নিঃপ্রবিষ্টঃ তাবানেব ভবতি ; সমানমুত্তরম্ ॥ ৬৫ ॥ ১১ ॥

টীকা । ইহানন্ত তস্মৈ বাচঃ পৃথিবীত্যাশ্রয়ভাষ্যম্—ব্যাখ্যাত ইতি । আধিদৈবিকার্থ-বিভূতিপ্রদর্শনার্থ ইতি বাবৎ । সমানমুত্তরমুত্তরং তৎপদ্যমুক্তা বাক্যাকরাদি যোজয়তি—তস্তা ইতি । কথ্যবারাধেয়তাবো বাচো নির্দিষ্টতে, তত্রাহ—দ্বিরূপা ইতি । উক্তার্থঃ সংকিপা বিপরয়তি—তদুত্তরমিতি । অব্যাক্ষমধিকৃতং চ বা বাক্যপরিমিতা, তস্তাভূতপরিমাণকমাধি-

দৈবিকবাগ্নশব্দাদংশাংশিনোশ্চ তাবান্জ্যোত্তরা সহ দর্শয়তি—তত্ত্বজ্ঞেতি । তাবান্জ্যোত্তরায়িত্তি
প্রতীকমান্বায় ব্যাকবোধি—আধেয় ইতি । সমানমুত্তরমিত্যন্তরমর্থোহধ্যাক্ষমধিত্বং চ মনঃ-
প্রাণেরার্যদৈবিকমনঃপ্রাণাংশবাতাদান্জ্যোতিপ্রায়েণ তুল্যপরিমাণত্বমুচ্যতে । তথা চ বাচা
সমানঃ প্রাণাদাবুত্তরবাক্যে কথ্যমানঃ সমানপরিমাণত্বমিতি । ৬৫ ॥ ১১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—সেই প্রজাপতির অন্নরূপে বাহার বর্ণনা করা হইল, এই
পৃথিবী হইতেছে সেই বাকের শরীর—বাহিরের আশ্রয় ; আব জ্যোতীরূপে অর্থাৎ
পৃথিবীতে আশ্রিত প্রকাশাত্মক করণস্বরূপ হইতেছে—এই পার্থিব অগ্নি । প্রজা-
পতির বাক সাধারণতঃ দুইপ্রকার—একটা কার্য্যস্বরূপ, অপবটি করণস্বরূপ ;
তন্মধ্যে কার্য্যরূপটি হইতেছে আধার বা আশ্রয় এবং অপ্রকাশ্যক, আর করণ-
রূপটি হইতেছে আধেয় বা আশ্রিত এবং প্রকাশাত্মক, সেই পৃথিবী ও অগ্নি
উভয়ই প্রজাপতির বাক্তির আর কিছু নহে । তাহাতেও আবার, বাক্ অধ্যাত্ম
ও অধিত্বভাবভেদে বিভিন্নাকার প্রাপ্ত হইয়া যে পরিমাণ হয়, সেই সকল স্থানে
আধাররূপে অবস্থিত কার্য্যরূপা পৃথিবীও সেই পরিমাণই বটে ; এবং আধেয় অর্থাৎ
জ্যোতিঃস্বরূপে পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট এই অগ্নিও সেই পরিমাণই বটে ।
অন্তান্ত অংশের অর্থ পূর্ব্বের মত ॥ ৬৫ ॥ ১১ ॥

অথৈতশ্চ মনসো দ্ব্যোঃ শরীরং জ্যোতীরূপমসাবাদিত্যস্তদ্ব্যাব-
দেব মনস্তাবতী দ্ব্যোস্তাবানসাবাদিত্যন্তো মিথুনং সমৈতাং ততঃ
প্রাণোহজায়ত, স ইন্দ্রঃ স এষোহসপত্ত্বো দ্বিতীয়ে বৈ সপত্ত্বো
নাস্ত সপত্ত্বো ভবতি য এবং বেদ ॥ ৬৬ ॥ ১২ ॥

সরলার্থঃ ।—অথ এতশ্চ (প্রজাপতেরন্নত্বেন কল্পিতশ্চ) মনসঃ দ্ব্যোঃ
(দ্ব্যলোকঃ) শরীরং (কার্য্যভূতম্) ; অসৌ আদিত্যঃ জ্যোতীরূপং (প্রকাশ-
াত্মকং করণভূতম্) । তৎ (তন্মাৎ হেতোঃ) যাবৎ (যৎপরিমাণঃ) এব মনঃ, দ্ব্যোঃ
(দ্ব্যলোকঃ) [অপি] তাবতী (তাদৃশপরিমাণবিশিষ্টা এব) ; অসৌ আদি-
ত্যশ্চ তাবান্ (তাদৃশপরিমাণঃ) ; তৌ (দিবাদিত্যৌ) মিথুনং (পরস্পরসংসর্গঃ)
সমৈতাং (প্রাপ্তবক্তৌ) ; ততঃ (তাত্যাং মাতাপিতৃকপাত্যাং দিবাদিত্যাত্যাং)
প্রাণঃ অজায়ত (উৎপন্নঃ) ; সঃ (প্রাণঃ) ইন্দ্রঃ (প্রধানঃ) ; সঃ এবঃ অসপত্ত্বঃ
(শক্ররহিতঃ অধিতীর ইতি যাবৎ) ; বৈ (যতঃ) দ্বিতীয়ঃ সপত্ত্বঃ (প্রতিপক্ষঃ)
[ভবতি] ; যঃ এবং বেদ (জানাতি—উপাস্তে), অশ্চ (বিজয়ঃ) সপত্ত্বঃ (শক্রঃ)
ন ই নৈব ভবতি ॥ ৬৬ ॥ ১২ ॥

